হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বঙ্গসাহিত্যাভিধান

তৃতীয় খণ্ড

য—হ

ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিঃ

বঙ্গসাহিত্যাভিধান লেখকের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের পরিশ্রমের ফসল, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতমকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত প্রায় হাজার বৎসরের যাবতীয় লেখকের পরিচয় এবং সাহিত্যকীর্তি এই গ্রন্থে যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সংযোজন খণ্ড সমেত চার খণ্ডে সমাপ্য এই বিশাল গ্রন্থে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের রূপটিকে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ আকারে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শুধু লেখকের জীবনীর সংকলন হিসাবেই নয়—বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হিসাবেও গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। ছাত্র-ছাত্রী সাহিত্যানুরাগীর নিকট গ্রন্থটি অপরিহার্য।

বঙ্গসাহিত্যাভিধান

তৃতীয় খণ্ড

(য—হ)

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্) পি. এইচ্. ডি.

কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী, বিদ্যার্ণব।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা * * * ১৯৯২

প্রকাশক :—
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা, ১৯৯২

মূল্য : ১৭৫.০০

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ :

যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়
রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্যপ্রভাব
বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ধারা
বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য পরিচয়
হিন্দুদের দেবদেবী—উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (৩ খণ্ড)
যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
বঙ্গসাহিত্যাভিধান ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড
বাঙ্গালা ছন্দসমীক্ষা
বাঙ্গালা অলংকার সমীক্ষা
মন্দির ত্যজি যব (উপন্যাস)
সিন্ধু তরঙ্গ (উপন্যাস)
বারোমতি (ছোট গল্প)
রূপের অমরাবতী কাশ্মীর (ভ্রমণ কাহিনী)
হিমাচল হিমালয় (ভ্রমণ কাহিনী—যন্ত্রস্থ)

মুদ্রাকর :—
শ্রীজগদ্ধাত্রী প্রেস
৫/২, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৭

যাঁরা নিজ নিজ তথ্য প্রেরণ করে
সহযোগিতা করেছেন,
যাঁরা অন্যান্য সাহিত্যসাধকদের পরিচিতি
সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন,
যাঁরা অন্যকে তথ্যাদি প্রেরণে
উদ্বুদ্ধ করেছেন,
যাঁরা পত্রাদির দ্বারা
উৎসাহিত করেছেন,
প্রেরণা দিয়েছেন,
যাঁরা প্রকাশনার কাজে
সহায়তা করেছেন,
তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে
কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে
এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করলাম।

—গ্রন্থকার

নিবেদন

সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর অবশেষে বঙ্গসাহিত্যাভিধান তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হোল। একদিন ফার্মা কেএলএম এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রাণপুরুষ স্বর্গত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় যে ব্রত গ্রহণ করেছিলাম, সুদীর্ঘ এক যুগের (দ্বাদশ বৎসর) অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে পেরে আমি পরিতৃপ্ত, ভারমুক্ত। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, এই দুঃসাধ্য ব্রত সমাপন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। একা লেখকদের ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লেখা, চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ দেওয়া, পরিচিতির ব্যাপারে লেখকের কার্পণ্য দেখলে অত্যাবশ্যক তথ্যগুলি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের প্রার্থনা জানানো, সম্ভবস্থলে লেখকদের বাড়ীতে ধর্ণা দেওয়া, কখনও কখনও, সুবিস্তৃত তথ্যের জঞ্জাল থেকে প্রয়োজনীয় সারটুকু ছেঁকে নেওয়া, বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িক পত্রপত্রিকা, দৈনিক পত্রপত্রিকা ইত্যাদি থেকে যতটুকু লভ্য সংগ্রহ করা, পরিশেষে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী করা ইত্যাদি ব্যাপারে যে অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। বহু দিন বহু রাত্রি অতন্দ্রভাবে কাজ করে আজ তার ফলটুকু যখন ছাপার পৃষ্ঠায় শোভন মলাটে বদ্ধ হয়ে হাতে এসে ধরা দিল, তখন আমার চেয়ে সুখী, আমার চেয়ে আনন্দিত আর কে? বিজ্ঞজন সাফল্য সম্পর্কে অবিশ্বাস করেছেন, আত্মজন 'পোকা বাছা কাজ' বলে অবজ্ঞা করেছেন, তবু জীবনের অনেকগুলি বৎসর এই একটি ব্রত সম্পূর্ণ করার কাজে ব্যয় না করে পারি নি।

জানি, হাজার বৎসরের বাঙ্গালা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। অনেক ত্রুটি আছে, অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, বিশেষতঃ যেখানে তথ্যের ব্যাপারে পর নির্ভরতা ছাড়া গত্যন্তর নেই, সেখানে ভুলভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। তবু দায় সারা করে শেষ না করে অভিধানকে সম্পূর্ণতা দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে সব সাহিত্যিক কোন প্রকারেই উপুড়হস্ত করতে সম্মত হলেন না, কিম্বা যাঁদের কাছে আমি এই বিরাট কর্মকাণ্ডের সংবাদ পৌঁছে দিতে পারলাম না, তাঁদের তথ্য অপূর্ণ থাকতে পারে, বা বাদ পড়তে পারে। আবার পরস্মৈপদী সংগ্রহে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' নীতি অনুসারে ভুল-ভ্রান্তি স্বাভাবিক। তথাপি তিন খণ্ড অভিধানে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সহস্র বৎসরের কয়েক সহস্র বঙ্গভাষার লেখক-লেখিকার পরিচিতি ও সাহিত্যকর্মের বিবরণ একত্রে পাওয়ার যে দুর্লভ সুযোগ করে দিতে পেরেছি সেজন্য আমি নিজে অপরিসীম তৃপ্তি পেয়েছি। প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকার পরিচয় যেমন অভিধানে স্থান পেয়েছে, তেমনি বহু অখ্যাত অজ্ঞাত স্বল্পখ্যাত লেখকদের সাহিত্যসেবীর তালিকা থেকে বহিষ্কৃত না করার জন্য কিছু সমালোচকের নিন্দাভাজনও হতে হয়েছে। কিন্তু "সাহিত্যের ঐকতান সঙ্গীত সভায়, একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়"—কবিগুরুর এই নির্দেশ আমাকে সাহস যুগিয়েছে।

প্রথম কয়েকপৃষ্ঠা অভিধান লিখে যখন বিদগ্ধ প্রকাশক ও সাহিত্যরসিক স্বর্গীয় কানাই-লাল মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়ে তথ্যের অসম্পূর্ণতার কথা তাঁকে বলেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, "আপনি বলেই এতটা পেরেছেন।" তাঁর কথায় সাহস পেয়ে আমি পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে যাই। কানাইবাবু একটি খণ্ডেরও প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নি। এটাই আমার মস্ত আক্ষেপ। কিন্তু পরলোকে থেকেও তিনি নিশ্চয়ই তৃপ্তি পাবেন, এ বিশ্বাসই আমার সান্ত্বনা। কানাইবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রী রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পিতৃদায় পালন করে সমস্ত বঙ্গসাহিত্যপ্রেমিকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এ কথা ঠিক, আমার একার পক্ষে এ বিপুল বোঝা বহন করা সম্ভব হোত না, যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহু বহু সাহিত্যসাধক, সাহিত্যপ্রেমিক, সাহিত্যরসিক সহায়তার উদারহস্ত প্রসারিত করে না দিতেন। তাঁদের সকলের সহযোগিতার ফলস্বরূপ তিনখণ্ড বঙ্গসাহিত্যাভিধান দেখে তাঁরাও নিশ্চয়ই আমারই মত আনন্দিত হবেন। সেই বহু সংখ্যক সাহিত্য-প্রেমীদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হয়ে রইলাম। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছি। এছাড়াও যাঁদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের (কলিকাতা) স্বামী নির্মলানন্দ, উক্ত সঙ্ঘের (পুরী) স্বামী তৃপ্তানন্দ, ত্রিপুরার ভূদেব ভট্টাচার্য, বাঁকুড়ার শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরের ব্যোমকেশ মজুমদার, হাওড়ার আভাস মজুমদার, বহরমপুরের শিশুসাহিত্যিক ননীলাল দে, বাংলাদেশের রমেশ রায় প্রমুখ। সব থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সোদপুরের জরাগ্রস্ত ক্ষীণদৃষ্টি রুদ্ধশ্রুতি চিরযুবা সার্বজনীন দাদা বিমলদাকে (বিমল বসু)। তিনি আনন্দ বাজার পত্রিকায় টুকরো খবরে সাহিত্যের অভিধান রচনার সংবাদ পেয়ে সেই যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন, এখনও পর্যন্ত অভিধানকে ধ্যানজ্ঞান করে সাহিত্যিক পরিচিতি সংগ্রহ করে চলেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে কিভাবে অভিধান প্রচার করা যায়, কিভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই চিন্তায় ও সাধনায় তিনি ব্যাপৃত। অভিধান সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর আনন্দ আমার থেকে কম নয়। সম্প্রতি তিনি একটি পত্রে লিখেছেন, "অভিধানের তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ দেখে যেতে চাই।" তিনি আরও দীর্ঘকাল এমনিভাবে অরণ্যের মহিষচারণ করুন, করুণাময়ের নিকট এই প্রার্থনা।

অভিধানের সংবাদ পেয়ে অনেকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, রচনা ও মুদ্রণের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। অনেকে আমার দুঃসাহসিকতার প্রশংসা করেছেন, কেউ কেউ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ভুলত্রুটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

তৃতীয় খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রেসে যাওয়ার পর কোন কোন সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী নিজের বা পরিচিত লেখকের পরিচিতি পাঠিয়েছেন। অন্যান্য স্থান থেকেও কিছু নূতন তথ্য এসেছে। এইসব পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্যগুলি একত্র করে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তথ্যগত ত্রুটিগুলি সংশোধন করে 'সংযোজন খণ্ড' নামে একটি অপেক্ষাকৃত

ক্ষীণকায় খণ্ড প্রকাশক প্রকাশ করতে রাজি হয়েছেন। তৃতীয় খণ্ডের পরে 'সংযোজন খণ্ড' প্রেসে যাবে। এই অতিরিক্ত বোঝা স্কন্ধে বহন করার জন্যও প্রকাশক কৃতজ্ঞতাভাজন।

পরিশেষে অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাই ফার্মা কেএলএম এর বর্তমান কর্ণধার শ্রী রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে, এই সংস্থার প্রকাশন বিভাগের শ্রী শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ, শ্রী কাশীনাথ পাল, শ্রী অসীম তরফদার ও অন্যান্য কর্মীদের, যাঁদের আন্তরিকতায়, চেষ্টায় এবং শ্রমে এই বিপুলায়তন গ্রন্থ পাঠকের দ্বারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মুদ্রণপ্রমাদ ভুলত্রুটি এখণ্ডেও আছে এবং থাকা প্রত্যাশিত। আরও প্রত্যাশিত পাঠকের সহৃদয়তা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি।

ব্যানার্জি পাড়া
বুড়োশিবতলা
নবদ্বীপ, নদীয়া
বিজয়াদশমী ১৩৯৮

শ্রী হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বঙ্গসাহিত্যাভিধান

(তৃতীয় খণ্ড)

যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নিত্যানন্দ চরিত (১৮৫৯)।

যজ্ঞেশ্বর ধোপা (১৯শ শতাব্দী) কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা।

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৷৫৷১২৬৬/১৮৫৯—১৷২৷১৩৩২/১৯২৫)। জন্ম ঃ হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী বেলুন গ্রামে মাতুলালয়ে, মৃত্যু ঃ মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে। পিতা ঃ মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা ঃ বি. এ. পর্যন্ত। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১২ বৎসর বয়সে রচিত সমর শেখর নামে বৃহৎ উপন্যাস আর্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক মৈমনসিংহের সেরপুর থেকে প্রকাশিত চারুবার্তা পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত। হিতবাদী পত্রিকার সূচনা থেকে (১২৯৭) তিন বৎসর সম্পাদক,—দৈনিক চন্দ্রিকা (১৩০৫) ও উপাসনা (মুর্শিদাবাদ, ১৩১৯) পত্রিকার সম্পাদক। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গ্রন্থ, গল্প, নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ইতিহাস ঃ বীরমালা, পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস (১৩২২) প্রভৃতি। নাটক ঃ রাবণ বধ, রক্তদন্তা (পদ্য নাটক—১৮৮০) প্রভৃতি। উপন্যাস ঃ কাশীকান্ত, জয়াবতী প্রভৃতি। প্রবন্ধ ঃ হিন্দু মহিলা (১৮৮৮)। অনুবাদ ঃ টডের রাজস্থান (১৮৮২—৮৪), নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ ভাগবত, রসমাল্য (গুজরাটের ইতিহাস), বরাহ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ভারতে রুশ প্রভৃতি। অন্যান্য ঃ অভিধান।

যজ্ঞেশ্বর বেদান্ত ভূষণ (৫৷৭৷১২৭৩—৪৷৮৷১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ কোন্নগর, হুগলী। পিতা ঃ দীননাথ ঠাকুর চক্রবর্তী। গৈলা রবীন্দ্র কলেজের ছাত্র এবং উক্ত কলেজের অধ্যাপক। কলিকাতা বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। কাশীধামে ওঁকার মঠে সন্ন্যাসে দীক্ষিত। গুরুদেবের মৃত্যুর পর মঠের মঠাধীশ (১৩৪২)। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ঃ স্বামী নির্মলানন্দ। কোন্নগরে ওঁকার মঠের প্রতিষ্ঠাতা। রচনা ঃ স্তোত্ররত্নমালা, তত্ত্বসার, আগমতত্ত্বসার সন্দর্ভ।

যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক ঃ সনাতনী (১৩০৭)।

যজ্ঞেশ্বরী (১৯শ শতাব্দী)। স্ত্রী-কবিয়াল। ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, রামবসু, প্রভৃতির সমসাময়িক। কিম্বদন্তী অনুসারে কবিয়াল রাম বসুর প্রণয়িনী। নিজস্ব কবিদলের প্রতিষ্ঠাত্রী। সঙ্গীত

রচয়িত্রী। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান'এ এঁর ২টি গান সংকলিত হয়েছে।

যতীন্দ্র কিশোর ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জয়দ্রথবধ কাব্য (১৩২২)।

যতীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (৬।১।১৩২০ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ঃ বিদ্যাকূট, ত্রিপুরা। পিতা ঃ রাজ কুমার ভট্টাচার্য। কলিকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ (১৯৩৬)। জ্যোতিষ ব্যবসায়ী। সম্পাদক ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান (১৩৫৮)।

যতীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য ঃ বীণা ও বাঁশরী (১২৯৮)।

যতীন্দ্র নাথ ঘোষাল (১৮৯৫—২৫। ৪।১৯৬৮)। জন্ম ঃ বরাহনগর, ২৪ পরগণা। চিকিৎসক। স্বাধীনতা সংগ্রামী,—বিপ্লবী। বাঘাযতীন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বসিরহাটে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা। যুবকদের মধ্যে শরীর চর্চা ও লাঠিখেলার প্রবর্তক। গ্রেপ্তার এড়াতে নেপালে পলায়ন করে সরকারী কর্মে নিযুক্ত,—পরে বসিরহাটে চিকিৎসা—ব্যবসায়ী। আজীবন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ প্র্যাক্টিস্ অব্ মেডিসিন ২ খণ্ড, শিশু ও স্ত্রী চিকিৎসা, মেটিরিয়া মেডিকা, এনাটমি ও ফিজিওলজি, ইনফ্যাণ্ট্ চিকিৎসা, কম্পাউণ্ডারি শিক্ষা।

যতীন্দ্র নাথ জানা। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক নীহার (কাঁথি)।

যতীন্দ্র নাথ দত্ত। প্রঃ গ্রন্থ ঃ ভারতেশ্বরী ও ভারত সম্রাট। সম্পাদক ঃ জন্মভূমি (১২৯৭)।

যতীন্দ্রনাথ পাল (৮।১০।১৯২২—)। পিতা ঃ ধীরেন্দ্রনাথ পাল। ঔপন্যাসিক। ৩০।৩৫টি উপন্যাসের লেখক। সম্পাদক ঃ জাহ্নবী (১৩২৬), ঝঙ্কার (১৩২২), প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ দেশের মেয়ে (১৯১৪), মিলন (১৯১৬), বিধির বিধি (১৯১৭), সতী রানী (১৯১৮), মুস্কিল আসান, সঙ্গিনী (১৯১৭), বিয়ের কনে, ধর্মপত্নী, স্বামী-স্ত্রী, বিয়ের হাসি, বঙ্গবারিধি, কুলবধূ, প্রলোভন ইত্যাদি।

যতীন্দ্রনাথ বসু, রায় সাহেব (?—২১।৬।১৯৫৪)। জন্ম ঃ শালনপুর, বরাকর, বর্ধমান। কলিকাতা হাইকোর্টের এন্টারপ্রেটর। চিত্রশিল্পী—রবীন্দ্র প্রভাবিত কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ প্রভাতী (১৮৯৯)।

যতীন্দ্রনাথ বসু। সম্পাদক ঃ খুলনাবাসী (খুলনা)।

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। জন্ম ঃ খলিসান, চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অজাতশত্রু।

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৪—২১। ৪।১৯৬৭)। জন্ম ঃ শিবপুর, মৈমনসিংহ। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি.এ. (১৯১৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাঠকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে কারাদণ্ডিত। সহ-সম্পাদক ঃ বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও পরে আনন্দবাজার পত্রিকা। বাণিজ্য সম্পাদক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা। সম্পাদক ঃ দৈনিক যুগান্তর, সাপ্তাহিক

আর্থিক জগৎ, জীবন বীমা (১৯২৯)।

যতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি. এল.। নিবাস ঃ মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আকাশের গল্প (জ্যোতিষ)।

যতীন্দ্রনাথ মিত্র। সম্পাদক ঃ মাসিক শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ পত্রিকা (১৩০৭)।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৫।৮। ১২৯৩—৮।১।১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), সাহিত্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ। জন্ম ঃ বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত তারাগুনিয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে। নিবাস ঃ বাজিতপুর, বসিরহাট, ২৪ পরগণা (উত্তর)। পিতা ঃ যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাতা ঃ যোগমায়া। কলিকাতায় নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স পাশ। গভর্নমেণ্ট টেলিগ্রাফ চেক অফিসের কর্মচারী (২৮ বৎসর), বসিরহাট হরিমোহন দালাল বালিকা বিদ্যালয়ে বাঙ্গলার শিক্ষক, বসিরহাট কলেজের গ্রন্থাগারিক। তবলাবাদক। পাখোয়াজবাদক দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের ছাত্র। পরিচালক ঃ সাপ্তাহিক বসিরহাট হিতৈষী (১৯৪৯—৫০)। সম্পাদক ঃ মাসিক আরতি (১৩১৪—১৫)। হিতবাদী, প্রবাসী, বসুমতী, পল্লীবাণী ও শ্যামলী পত্রিকায় প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপন্যাস ঃ মমতার ফাঁসী (১৩৩৩), আসমানতারা (১৩৩৪)। কাব্য ঃ আরত্রিক (১৩৩৮), গীতিকদম্ব (১৩৩৯)। জীবনী ঃ রসায়নাচার্য চুনীলাল (১৩৪১)। অপ্রকাশিত রচনা ঃ কাব্য ঃ গীতিকদম্ব ২য়, সঞ্চয়নী ৬ খণ্ড। আত্মজীবনী ঃ জীবনালেখ্য ৩ খণ্ড। নাটক ঃ রাণীক দেবী, নেতাজীর আদর্শ (ছোটদের), ব্রজবিদায় (গীতি নাটক), কলঙ্ক ভঞ্জন (ঐ), শতেক বরষ পরে (ঐ)। অন্যান্য ঃ প্রবন্ধ ও কবিতাগুচ্ছ।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্বাচস্পতি (x।১০।১২৯০—?)। জন্ম ঃ পুরুলিয়া। পিতা ঃ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। পুরুলিয়া ও রাঁচিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সম্পাদিত পত্রিকা ঃ মাসিক বিধিলিপি (জ্যোতিষ বিষয়ক—১৩৩০—৩২)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ নাটক ঃ নিবেদিতা, সমাজ। জ্যোতিষ সম্পর্কিত ঃ ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র, মাসফল, রাশিফল, লগ্নফল, হাত দেখা, কোষ্ঠি দেখা।

যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার (১২৯৭—) বি. এ. এম. আর. এ. এস.। জন্ম ঃ চক্ষুপড়িয়া, যশোর। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ মণিমেলা, শিখের কথা, কুমুদিনী, অভিশাপ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (x।৩।১২৯৪/১৮৮৭—x।৫।১৩৬১/১৯৫৪)। জন্ম ঃ বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে (পোঃ বৈদ্যপুর) মাতুলালয়ে, মৃত্যু ঃ মেদিনীপুরের হিজলীতে হাঁফানী রোগে। পৈতৃক নিবাস ঃ হরিপুর, শান্তিপুর, নদীয়া। পিতা ঃ দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। এফ. এ. পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বি. ই. পাশ (১৯১১)। কৃষ্ণনগর জেলাবোর্ড ও কাশিমবাজার এস্টেটের ইঞ্জিনিয়ার। রবীন্দ্র যুগের প্রসিদ্ধ কবি। বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত নূতন পথের দিশারী। তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে শোষণ অত্যাচার অবিচারের চিত্র নির্মাণে দক্ষ। প্রথম

রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত রোমাণ্টিকতা বিরোধী দুঃখবাদী কবি। শেষ কাব্যে পুনরায় রবীন্দ্রপথানুবর্তী। শাণিত ব্যঙ্গাত্মক ভাষা, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভাবের স্পষ্টতা, প্রবল মানবপ্রেম, এবং বিশ্বব্যাপী বঞ্চনা ও বেদনার প্রকাশ কবিতার বিশিষ্টতা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ মরীচিকা (১৯২৩), মরুশিখা (১৯২৭), মরুমায়া (১৯৩০), সায়ম্ (১৯৪০), ত্রিযামা (১৯৪৮), নিশান্তিকা (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত—১৯৫৭)। অনুপূর্বা (কাব্য-সংকলন—১৯৪৬)। অনুবাদ ঃ ম্যাকবেথ (মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত), কুমার সম্ভব কাব্য (পদ্যানুবাদ)।

যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অঞ্জলি।

যতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কৃত্তধনের পাঁচালী (সম্পাদিত)।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য (২৭।৫।১৮৯০—১৪।৩।১৯৭৫/২৯।১১।১৩৮১)। ছদ্মনাম ঃ দিলদরিয়া শর্মা। জন্ম ঃ বালিহার, রাজশাহী, নিবাস ঃ ৬৬, শরৎ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-২৮। পিতা ঃ রুক্মিণী প্রসাদ ভট্টাচার্য। কাশী ও কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। মৈমন সিংহের গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর জমিদারীর নায়েব। পাকিস্তান সরকার জমিদারী বিলুপ্ত করলে (১৯৫৩) কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস। কবি। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মানসী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। কাব্যে সতেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব বিদ্যমান। 'লেলিন' কবিতা বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হওয়ায় রাজ রোষে পতিত। জাতীয় ভাবোদ্দীপক ও কৌতুকাশ্রিত কবিতা রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত কাব্য ঃ মর্মগাথা (১৯১৪), হাসির হল্লা (১৯২৩), ছায়াপথ (১৯২৫), রামধনু (১৯২৬), নভোরেণু (১৯২৭), শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন (১৯৩৩)।

(ডঃ) যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী এম্. এ, পি. এইচ্. ডি (লন্ডন)। প্রয়াত সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত। পত্নী ঃ ডঃ রমা চৌধুরী। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৩৪-৩৮) ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক,-কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৪৭-৪৮), সরকারী সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। সম্পাদক ঃ প্রাচ্যবাণী পত্রিকা, প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী। প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ ঃ সংস্কৃত নারী কবি, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বৈষ্ণবদের সংস্কৃত সাহিত্যে দান, সংস্কৃতলিপি শিক্ষা প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ভ্রমরদূত, মেঘদূত, বাঙ্মণ্ডনগুণদূতকাব্য, হংসদূত, পান্থদূত, ত্রিপুষ্কর শান্তিতত্ত্ব, সম্বন্ধ বিবেক, তিথি বিবেক, রসিক জীবন, পদ্যামৃত তরঙ্গিণী, পদ্যাবলী, সূক্তিসুন্দর, আবদুল্লা, সুন্দরী ও কমলাকৃত চমৎকার তরঙ্গিণী, বীণাবারীকৃত দ্বারকাপত্তন, বিশ্বাস দেবীকৃত গঙ্গা বাক্যাবলী, Contributions of Muslims to Sanskrit literature প্রভৃতি।

যতীন্দ্র মোহন গুপ্ত (১৯৭৩—১২।১১।১৯২২)। মৃত্যু ঃ মুঙ্গের বিহার। মুঙ্গেরে আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ

হিন্দু নারীর কর্তব্য, বেহার চিত্র (গল্প- ১৯২১),

যতীন্দ্র মোহন ঘোষ (১৮৭২—১৯২৯)। জন্ম ঃ রসপুর, হাওড়া। আইনজীবী,—পুলিশ কোর্টের উকিল। সুখচরের জ্যোতির্ময়ী কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা (১৯১১)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাধনা (নাটক), কিংলীয়র (অনুবাদ)।

যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় (১৪।১১। ১৮৮৯—১০।৯।১৯৮১ / ২৪।৫।১৩৮৮)। জন্ম ঃ সুঙ্গর, ঢাকা, বাংলাদেশ, মৃত্যু ঃ দক্ষিণ কলিকাতার বাসভবনে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে এম্. এ.। ইংরাজ আমলে বঙ্গীয় সরকারের অধীনস্থ অফিসার। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, আবেস্তা, তান্ত্রিক, সুফী, শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ পন্ডিত ও গবেষক। ৫০ টি ইংরাজী গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ ঃ গীতা পঞ্চদশী, বৈদিক গীতা, উপগীতা, পৃশ্নিগাথা, নানক গীতা, রুদ্রগীতা, ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর, শিখের মন্ত্র প্রভৃতি।

যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় (৩১।৭। ১৮৮২—)। জন্ম ঃ মুলপাড়া, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্হ ঃ বিপাশা, পল্লীশ্রী, পথের দেখা, বাঙ্গালী, হাতে খড়ি, আরবঅভিযান (নাটক), বিদ্যাপতি (নাটক), Times princer.

যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, মহারাজা, স্যর্ (২।২।১২৩৮ / ১৬।৫।১৮৩১ — ২৪।৯। ১৩১৪/১০।১।১৯০৮)। জন্ম ঃ কলিকাতায়,— পাথুরেঘাটার জমিদার বংশে। পিতা ঃ হরকুমার ঠাকুর, মাতা ঃ শিবসুন্দরী দেবী, অনুজ ঃ সঙ্গীত কলাবিদ্ শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর। ইন্ফ্যান্ট স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র, স্বগৃহে ইংরাজ শিক্ষকের কাছে ইংরাজী ও সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতের কাছে সংস্কৃতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। অল্প বয়স থেকে নাট্যরচনায় অভ্যস্ত। এদেশে থিয়েটার ও ঐকতান বাদনের উদ্যোক্তা। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক ও সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (১৮৭০), বড়লাটের শাসন পরিষদ, শিক্ষা কমিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদুঘর প্রভৃতির সদস্য। মেয়ো হাসপাতাল, দাতব্যসভা প্রভৃতিতে এবং বিধবাদের দুঃখমোচনে প্রচুর অর্থপ্রদাতা। Settled Estates Act প্রচলনে উৎসাহী। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য রচনায় প্রেরণাদাতা এবং মুদ্রণব্যয় বহনকারী। রায় বাহাদুর (১৮৭১), মহারাজা (১৮৭৭), সি. এস. আই (১৮৭৯), কে. সি. এস্. আই (১৮৮২), মহারাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত। প্রকাশিত নাটক ঃ বিদ্যাসুন্দর নাটক (১৮৫৮), বুঝলে কিনা (প্রহসন ১২৭৩), উভয় সংকট, চক্ষুদান। সঙ্গীত সংকলন ঃ গীতিমাল্য, Flights Fancy.

যতীন্দ্র মোহন দত্ত (১০।৪।১৩০১—৭।৬।১৩৮২/২৪।৯।১৯৭৫)। ছদ্মনাম ঃ যম দত্ত। জন্ম ঃ হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত বংশে। জন্মস্থান ঃ আঁড়িয়াদহে মাতুলালয়ে, মৃত্যু ঃ কাশীপুরে ৪৫, ব্যারাকপুর ট্রাংকরোডে নিজস্ব গৃহে। পিতা ঃ নারায়ণ চন্দ্র দত্ত, মাতা ঃ সরো-

জিনী, পত্নী : মুঙ্গেরের উকিল হেমচন্দ্র বসুর কন্যা বীণাপানি। নিবাস : পাণিহাটির শুকচরে বারোমন্দির ঘাটে, পরে কলিকাতার বি. টি. রোডের বাড়ীতে। ১৩ বৎসর বয়সে পাণিহাটির প্রাণনাথ এইচ্. ই. স্কুল থেকে ১০্ বৃত্তিসহ এনট্রান্স পাশ, পরে বি. এ., এম্. এস্. সি, বি. এল্, এম্. আর্. এ. এস্ (লণ্ডন), এফ্. আর্. ইকন (লণ্ডন), এফ্. আর্. এস্. এস্. (লণ্ডন)। প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির সহপাঠী। বিবাহ (১৯১৫), পত্নী বিয়োগ (১৯৩০)। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত (১৯২০)। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আগত (১৯৩৭), হিন্দুমহাসভার সম্পাদক। আইন ব্যবসায়ে যোগদান (১৯২১), প্রথমে আলিপুর কোর্টে, পরে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। অবসর (১৯৬৫)। দাবাখেলায় পারদর্শী,—সংখ্যাতত্ত্ববিদ। স্বধর্মানুরাগী। বাঙ্গালার দেব দেবী, সংখ্যাতত্ত্ব, মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে গবেষক,—কলিকাতায় সমাজ সম্পর্কে একনিষ্ঠ গবেষক। সংখ্যাতত্ত্বে গবেষণার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা সম্মানিত (২৬।১।১৯৭৫)। রসরচনায় সিদ্ধহস্ত। প্রথম রচনা ৩২/৩৩ বৎসর বয়সে মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, যষ্টিমধু, বসুধারা, কথাসাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প রসরচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। শেষ জীবনে যুগান্তর পত্রিকায় ৫২ সপ্তাহে প্রকাশিত রচনা 'সেকালের কথা'র রচয়িতা। প্রবন্ধগুলিতে যুক্তিনিষ্ঠা ও তথ্যনিষ্ঠা পরিস্ফুট। বিভিন্ন প্রকারের ভূত পেত্নী, ব্রহ্মদত্যি, তাদের আকার বিকার, ওজন, ভোজন ইত্যাদি বিষয়, পুরান দিনের আচার আচরণের অবিশ্বাস্য কাহিনী, পাড়াগেঁয়ে খাওয়া, মণ্ডামিঠাই-এর মহিমা, পাপের কথা, জাঁতার কথা, শিলনোড়ার কথা, গড়গড়ে বুড়োদের কথা, বেহাই-বেহানের কথা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় ছিল রসরচনার অন্তর্ভুক্ত।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (২৭।১১।১৮৭৮—১।২।১৯৪৮)। জন্ম : যমশেরপুর, নদীয়া। পৈত্রিক নিবাস : বলাগড়, হুগলী। হেয়ার স্কুলের ছাত্র। ডাফ্ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯০২)। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের সেক্রেটারি, কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্মচারী, নাটোর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও জমিদারীর সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, কর কোম্পানী ও এফ. এন. গুপ্ত কোম্পানীর কর্মচারী। রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রানুরাগী কবি। কাশী থেকে কবিকুলশেখর উপাধিপ্রাপ্ত (১৩৩০)। গভীর পল্লীপ্রীতি,—বঞ্চিতের জন্য আন্তরিক দরদ,—ঐতিহ্যপ্রীতি,—রোমাণ্টিকতা,—সহজ সারল্য,—বিষয় বৈচিত্র্য, চিত্রলিপিকুশলতা, মানবপ্রীতি ও গভীর আন্তরিকতার গুণে কবিতাগুলি বিশিষ্ট। ভারতী, সাহিত্য, মানসী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক। অন্যতম সম্পাদক : মাসিক মানসী (১৩১৩—২০)। যুগ্ম সম্পাদক :

মাসিক যমুনা (১৩২৮)। সম্পাদক : মাসিক পূর্বাঞ্চল। প্রথম প্রকাশিত কাব্য : লেখা (১৯০৬), প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : লেখা (১৯০৬), রেখা (১৯১০), পল্লী-কথা, অপরাজিতা (১৯১৩), বন্ধুর দান (১৯১৮), নাগকেশর (১৯১৭), জাগরণী (১৯২২), নীহারিকা (১৯২৭), পাঞ্চজন্য (১৩৩৮), মহাভারতী (১৯৩৬), কাব্য-মালঞ্চ (সংকলন)। উপন্যাস : পথের সাথী।

যতীন্দ্রমোহন মজুমদার (৩১।১২। ১৯৩২—)। ছদ্মনাম : ভোরের পাখী। নাকতলা, বিদ্যাসাগর কলোনী, কলিকাতা-৪৭। কবি। প্রকাশিত কাব্য : রণাঙ্গনের গান।

যতীন্দ্রমোহন মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাধক সহচর (ধর্ম সম্বন্ধীয়)।

যতীন্দ্রমোহন রায় (১২৮৩ বঙ্গাব্দ —?)। জন্ম : ঢাকা বিক্রমপুরে রূপসার জমিদার বংশে। বি. এ. পর্যন্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঢাকার ইতিহাস।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ (১৮৫৮—১৯৩৭ /x।৯।১৩৪৪)। জন্ম : ফরিদপুর, মৃত্যু : কলিকাতায়। সেটেলমেন্টের কর্মী—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল উড়িষ্যাবাসী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধ-কার। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : উড়িষ্যার চিত্র (১৯০৩), ধ্রুবতারা (১৯০৭), অনুপমা (১৯১৮)। গল্প : তোড়া (১৯১৭), গল্পমালা (১৯৩৩), সন্ধি (১৯৩৪)। প্রবন্ধ : সাকার ও নিরাকারের বিচার (১৮৯৮), সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, তপস্যা। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসৃত। ধ্রুবতারা উপন্যাসে একান্ন-বর্তী পরিবারের চিত্র উপভোগ্য।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (৬।৪।১২৮৭/ ১৮৮০—১৯৫২)। জন্ম : সেনহাটী, খুলনা, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : মনোমোহন সেনশর্মা, মাতা : শুভ-দায়িনী। সেনহাটী স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ (১৯০০), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে চার বৎসর অধ্যয়ন,—বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য (১৯০৪), পরে বি. এ. পাশ (১৯১৮)। সেনহাটী স্কুলের শিক্ষক (১৯০৭—২৭), খুলনা মহেশ্বর পাশা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯২৭—৩৫)। ছাত্রজীবনে অশ্বিনীকুমার দত্ত ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। অশ্বিনী-কুমারের ছাত্রসেবা সঙ্ঘের আদর্শে অনু-প্রাণিত। কথা সাহিত্যিক। বিল্বদল গল্পগ্রন্থের কয়েকটি গল্প জার্মান ভাষায় অনূদিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : বিল্ব-দল (১৩২৩), দূর্বাদল (১৯২৩), পুষ্পদল (১৩২৯)। উপন্যাস : নন্দন পাহাড় (১৩২৮), অশ্রুময় ও গৌরী (১৩২৮)। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত ভারতী এবং কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত মালঞ্চ পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

যতীশচন্দ্র বসু (২৬।১।১৮৯৩—?)। জন্ম : কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা : রায় সাহেব জ্ঞানদাচরণ বসু। বি. এ. পাশ (১৯১৫)। কলিকাতা ও দিল্লীতে ভারত সরকারের কর্মচারী (১৯১৭—৫০), India Bridge World এর সমালোচক (১৯৩৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : নমিতা

(১৩৩৭), বঙ্কিম সাহিত্যে ছদ্মবেশ ও ছদ্মপরিচয় (১৩৪৫), পাষাণের স্নেহাশিস (১৩৪৪)।

যতীশ চন্দ্র বাগচী (১৮৯৯—)। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ঃ অষ্টবজ্র।

যদুকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বাণযুদ্ধ (পদ্যানুবাদ—১২৯৬)।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সাংবাদিক। সম্পাদক ঃ সাপ্তাহিক সমাচার (১২৮০)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ হতভাগ্য মুরাদ (অনুবাদ-১২৬০), চপলাচিত্ত চাপল্য (নাটক—১৮৫৭), পদ্যপাঠ ৩ ভাগ (১৮৬৮-৬৯)।

যদুগোপাল বসু (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ সুভদ্রাহরণ (১৮৭৬)।

যদুনন্দন (আঃ ১৭শ শতাব্দী) কুলজী গ্রন্থের রচয়িতা। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্য ঘরের ইতিহাস সমন্বিত' কুলজী গ্রন্থ 'বারেন্দ্র ঢাকু'র রচয়িতা।

যদুনন্দন আচার্য (১৬শ শতাব্দী)। অদ্বৈত আচার্যের শাখাভুক্ত,— গদাধরের শিষ্য। রচনা ঃ রাধাকৃষ্ণলীলা কদম্ব (কাব্য), অদ্ভুতচরিত (গৌরাঙ্গ চরিত)।

যদুনন্দন চক্রবর্তী (১৬শ শতাব্দী)। নিত্যানন্দ অনুচর গদাধর দাসের শিষ্য। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সমকালীন বৈষ্ণব পদকর্তা। পদকল্পতরুতে যদু ভণিতায় ১৪টি, যদুনন্দন ভণিতায় ৭১টি এবং যদুনাথ ভণিতায় ১৬টি, —মোট ১০১টি পদ সংকলিত হয়েছে। একাধিক যদুনন্দনের মধ্যে কোন পদটি কার রচিত নির্ণয় করা কঠিন। যে পদে গদাধরের উল্লেখ আছে, সেগুলি যদুনন্দন চক্রবর্তীর হওয়া সম্ভব। পদকল্পতরুতে গৌরগদাধর বন্দনামূলক পদটি এই যদুনন্দনের রচনা বলে স্বীকৃত।

যদুনন্দন তর্ক চূড়ামণি (১৬শ শতাব্দী)। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। প্রসিদ্ধ তার্কিক পণ্ডিত। হরিদাস ঠাকুরের প্রভাবে ভক্তিমার্গের অনুসারী ও অদ্বৈত আচার্যের নিকট দীক্ষিত। রচিত কাব্য ঃ বিলাপ কুসুমাঞ্জলি।

যদুনন্দন দাস (১৫৩৭ ?—১৬০৮)। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী মালিহাটি নিবাসী—বৈদ্য বংশীয় প্রসিদ্ধ পদকর্তা বৈষ্ণব সমাজে যদুনন্দন দাস ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্রশিষ্য—কর্ণানন্দ অনুসারে শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। ভণিতায় যদুনাথ দাস নাম ব্যবহৃত। কাটোয়ায় প্রথম বৈষ্ণব সম্মেলনের অনুষ্ঠাতা। বৈষ্ণব পদকর্তা। ডঃ সুকুমার সেনের মতে কবিশেখর রায়ের হীরামলীতত্ত্ব নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক অন্য কোন যদুনন্দনের রচনা। রচনা ঃ পদ্যে অনূদিত ঃ কর্ণানন্দ, সারঙ্গরঙ্গদা (কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত), গোবিন্দবিলাস (কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ লীলামৃতের অনুবাদ), রসকদম্ব, কৃষ্ণকর্ণামৃত, বিদগ্ধমাধব, দানলীলাচন্দ্রামৃত (রূপ গোস্বামীর দানকেলী কৌমুদী), হরিভক্তি চন্দ্রিকা, মনঃশিক্ষা।

যদুনাথ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: শনির পাঁচালী।

যদুনাথ বা যদুনন্দন (১৭শ শতাব্দী)। নিবাস: বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রাম। হেমলতা দেবীর শিষ্য। এই যদুনাথ যদুনন্দন দাস হওয়াও অসম্ভব নয়। রচনা: সংগ্রহতোষিণী।

যদুনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: বেলুড়, হাওড়া। দাঁড়াকবি দলের গায়ক। টপ্পাগান রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঙ্গীত মনোরঞ্জন।

যদুনাথ চক্রবর্তী (১২৭৯ বঙ্গাব্দ —?) বি. এ.। নিবাস: যশাই, ফরিদপুর। পিতা: দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, ভ্রাতা: ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী কবিভূষণ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বহু সাময়িক পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কয়েকখানি পুস্তক, সতী প্রবন্ধ।

যদুনাথ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: আসামের প্রথম দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক 'আসাম মিহির' (১৮৭২)।

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: উত্তরপাড়া। যুগ্ম সম্পাদক: মাসিক জ্ঞান অরুণোদয় (শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ৩১।১।১৮৫২)। প্রকাশিত কাব্য: পরিত্যক্ত গ্রাম (১৮৬২), নীতিপ্রভা (১৮৫৭) হতভাগ্য মুরাদ (১৮৬১), বিধবা বিলাস (নাটক—১৮৬৪)।

যদুনাথ তর্কভূষণ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: সাপ্তাহিক পরিদর্শন (১৫।৬ ১৮৬৩), মাসিক পরিদর্শন (x।১২।১৮৬৪)।

যদুনাথ তর্করত্ন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: দুর্ভিক্ষদমন (১৯৬৬)।

যদুনাথ দাস (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: পাপের উচিত দণ্ড (১৮৭৫)।

যদুনাথ দাস, কবিচন্দ্র (১৬শ শতাব্দী)। জন্ম: বুরুঙ্গা, শ্রীহট্ট। পিতা: রত্নগর্ভ। নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ও প্রিয়ভাজন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য কর্তৃক 'কবিচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক 'কবিচন্দ্র' নামে সম্মানিত। বৈষ্ণব পদকর্তা। প্রত্যক্ষদর্শনজাত অভিজ্ঞতায় গৌরাঙ্গলীলা রচয়িতা। রচনা: গোবিন্দ চরিত (গোবিন্দলীলামৃতের পদ্যানুবাদ), ভ্রমরগীতা (ভাগবতের অনুবাদ)।

যদুনাথ দে, তত্ত্বনিধি (১৮৬৪/১২৭০ —১৩।৫।১৯৩৯/৩০।১।১৩৪৫)। জন্ম: মহারাজপুর, মালদহ, মৃত্যু: দ্বারভাঙ্গার লাহোরিয়া সরাই। লণ্ডন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সভ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাস্তিক ও জাপানী যোগী, স্ত্রী স্বাধীনতা।

যদুনাথ দেব (১৭শ শতাব্দী)। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলে এঁর ভণিতা আছে।

যদুনাথ পাল (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: পাক্ষিক সম্বাদ রত্নাকর (ডিসেম্বর ১৮৪৯), রসরত্নাকর (১২৫৬)।

যদুনাথ বিদ্যারত্ন। সম্পাদক: ঈশ্বরচন্দ্র সমালোচনা পত্রিকা (১৩১৫)।

যদুনাথ ভট্টাচার্য (১২৬৪ বঙ্গাব্দ—?) বি. এ. বি. এল্.। জন্ম: যশোহর জেলায়। যশোরের মাগুরায় আইন ব্যব-

সায়ী। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কালাপাহাড় (১৩১৪), কমলা, কর্মবীর, লক্ষ্মী বৌমা, নির্মলা, রাজা দেবল রায়, রাজা শত্রাজিৎ সিংহ, সোনার সংসার, সুলক্ষণা, সুশীলা ও সরলা, দুই ভ্রাতা, সীতারাম রায়, কৃষক কুটীর, লক্ষী গিন্নী, লক্ষ্মী ছেলে, পাঁচ ফুল, দেখলে হাসি পায় (১২৯৫), সুখচক্র (১২৮৮), বক্তিয়ার খিলজী বা বঙ্গবিজয় (১৩২২)।

যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৪০—১৮৮৩) নামান্তর ঃ যদু ভট্ট। জন্ম ঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা ঃ সঙ্গীতজ্ঞ ও সেতার সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রশিল্পী মধুসূদন ভট্টাচার্য। পিতার নিকট সেতার সুর-বাহার ও পাখোয়াজ বাদনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বৃদ্ধ আচার্য রামশংকরের নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। রামশংকরের মৃত্যুর পর ১৩ বৎসর বয়সে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কলিকাতায় এসে পাচকের কাজ করে সঙ্গীত শিল্পী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিক্ষা, পরে গঙ্গানারায়ণের আশ্রয় প্রাপ্ত। কয়েক বৎ-সর পরে পশ্চিম ভারতে নানা গুণীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে কলিকাতায় প্রত্যা-বর্তন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষক। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের প্রথম সুরকার। ত্রিপুরার মহারাজের সভাগায়ক। বহু হিন্দী ও বাঙ্গালা সঙ্গীতের রচয়িতা। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষ্ণুপুর গ্রন্থে কয়েকটি গানের পরিচয় সংকলিত। প্রকা-শিত সঙ্গীত সংকলন ঃ সঙ্গীত মঞ্জরী।

যদুনাথ পণ্ডিত। পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গল কাব্যের পুঁথিতে এঁর ভণিতা পাওয়া যায়।

যদুনাথ মজুমদার, রায় বাহাদুর (৭।৭।১২৬৬—১২।১২।১৩০০ বঙ্গাব্দ) এম্. এ. বি. এল্.। পৈত্রিক নিবাস ঃ লোহাগড়া, যশোর। এম্. এ. পরীক্ষায় ২য় স্থানের অধিকারী। প্রথমে শিক্ষক এবং যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণির সঙ্গে United India নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক, পরে লাহোরে ট্রিবি-উন পত্রিকার সম্পাদক,—তৎপরে নেপাল রাজদবার স্কুলের প্রধান শিক্ষক,—কাশ্মী-রের রাজস্ব বিভাগের প্রধান সেক্রেটারি। এই সময়ে ১ম বিভাগে বি. এল্. পাশ। যশোর জেলায় আইন ব্যবসায়ী। যশো-রের সর্বপ্রধান উকিল। নীলকর সাহেব-দের অত্যাচারের সময়ে নিপীড়িত নীল চাষীদের পক্ষে আন্দোলন করে মাগুরা ও ঝিনাইদহ মহাকুমা থেকে নীলচাষ উৎখাতে সমর্থ (১৮৮৯-৯০)। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র আলোচনার উদ্দেশ্যে 'হিন্দু পত্রিকা' নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশক। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, গোর্খা, গুরুমুখী, উড়িয়া, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় দক্ষ। বন্ধু অক্ষয় কুমার মিত্রের সঙ্গে সম্মিলনী ইনস্টিটিউসন নামে এন্ট্রান্স স্কুল ও যশোরে ব্রহ্মচারী আশ্রমের প্রতি-ষ্ঠাতা,— মুদ্রাযন্ত্র ও বৃহৎ পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যশোর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। শাণ্ডিল্য সূত্রের ইংরাজী টীকা রচয়িতা,— বেদান্ত বাচস্পতি এবং রায় বাহাদুর (১৯০২) উপাধি প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আমিত্বের প্রসার ২ খন্ড

শ্রেয় ও প্রেয়, গীত সপ্তক, উপবাস, পল্লী স্বাস্হ্য, গীতাত্রয় পরিব্রাজক, সূক্তমালা। অনুবাদ ঃ ব্রহ্মসূত্র, ঋগ্‌ভাষ্যোপদঘাত-প্রকরণ।

(ডঃ) যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (২৭।৫। ১২৪৬/১৮৩৯—১২।১২।১৩০০/১৮৯৩) জন্ম ঃ নদীয়া-শান্তিপুরে মাতুলালয়ে, পৈতৃক নিবাস ও মৃত্যুর স্থান ঃ গরীবপুর, নদীয়া। পিতা ঃ কালিদাস মুখোপাধ্যায়। গ্রামের পাঠশালা ও মোক্তাবীর কুঠিয়াল স্কুলের শিক্ষা শেষ করার পর কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে উমেশচন্দ্র দত্তের অধ্যক্ষতা ও রামতনু লাহিড়ীর অধ্যাপনাকালে জুনিয়র স্কলারশিপ্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল্‌. এম্‌. এস্‌ উত্তীর্ণ (১৮৬৬)। ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী। রাণাঘাট, চুঁচুড়া ও পরে কলিকাতায় চিকিৎসাব্রতী। সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে পারদর্শী। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায় রত্ন প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে সংশিলষ্ট। সম্পাদক ঃ চিকিৎসা দর্পণ (রাণাঘাট-১২৭৮), সাপ্তাহিক Indian Empire (কলিকাতা), চিকিৎসাকল্পদ্রুম, সাপ্তাহিক সমাজ ও সাহিত্য। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ধাত্রীবিদ্যা, উদ্ভিদ বিচার (১২৭৬), শরীর পালন, সরল জ্বর চিকিৎসা ৩ খন্ড, পল্লীগ্রাম, মেয়েদের নীতিশিক্ষা, সরল রোগ নির্ণয়, সরল ভেষজ প্রকাশ, রোগ বিচার, চিকিৎসা দর্শন।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস ঃ চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ চিত্তরঞ্জন।

(ডঃ) যদুনাথ সরকার আচার্য, স্যর (১০।১২।১৮৭০—১৯।৫।১৯৫৮)। জন্ম ঃ করচ মারিয়া, রাজশাহী, অধুনা বাংলাদেশ। মৃত্যু ঃ কলিকাতায়। পিতা ঃ জমিদার রাজকুমার সরকার। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৭), রাজশাহী কলেজ থেকে এফ্‌. এ. (১৮-৮৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাস ও ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৮-৯১), ইংরাজীতে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে এম্‌. এ. (১৮৯২)। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৮৯৭)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্‌ (১৯-৩৬), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্‌. (১৯৪৪)। মোয়াট পুরস্কার প্রাপ্ত (১৮৯৭)। রিপন কলেজ (১৮-৯৩), মেট্রোপলিটান ইন্স্‌টিটিউসন (১৮৯৬-৯৮), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৮-৯৮—৯৯, ১৯০১), পাটনা কলেজ (১৮৯৯-১৯০১, ১৯০২-১৭, ১৯২৩-২৬), কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৭-১৯), কটক রাভেনশা কলেজের (১৯১৯-২৩) অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯২৬-২৮)। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কে. টি. (১৯২৯), সি. আই. ই (১৯২৬) এবং এম্‌. এল্‌. এ. (১৯২৯-৩২)। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য (১৯২৩), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৯৩৫-৩৬, ১৯৪০-৪৮)। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী, ম্যরাঠী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন।

খুল্লতাত হরকুমার সরকারের নিকট সাহিত্য-রসে দীক্ষিত। ইতিহাস চর্চায় ভগিনী নিবেদিতার প্রেরণাপ্রাপ্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক। রবীন্দ্র সাহিত্যের সমঝদার পাঠক। রবীন্দ্রনাথের ১৭ টি গল্প ও প্রবন্ধের ইংরাজীতে অনুবাদক। বঙ্কিমচন্দ্রের সাতখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লেখক ও সমালোচক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনা ও গবেষণার পথিকৃত। বিশ্ববরেণ্য ঐতিহাসিক। দেশবাসী কর্তৃক 'আচার্য' উপাধি দ্বারা সম্মানিত। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে মডার্ণ রিভিউ, শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, অলকা প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লেখক। রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী কবিতার মর্মব্যাখ্যাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : India of Aurangzeb (১৯০১), Economics of British India (১৯০৯), History of Aurangzib ৫ খণ্ড (১৯১২-২৪), Anecdotes Aurangzib and Historical Essays (১৯১২), Chaitanya : His pilgrims and Teachings (১৯১৩), Shivaji and his Times (১৯১৯), Studies in Mughal India (১৯১৯), Mughal Administration ১ম (১৯২০), ঐ ২য় (১৯২৫), Behar and Orissa during the Fall of Mughal Empire (১৯৩২), Fall of Mughal Empire ৪ খণ্ড (১৯৩২, ৩৪, ৩৮, ৫০), Studies in Aurangzib's Reign (১৯৩৩), House of Shivaji (১৯৪০), শিবাজী (১৯২১), মারাঠা জাতীর বিকাশ (১৯৪৩), পাটনার কথা প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : গৌরসুন্দর মিত্র কৃত দিয়ার উল্ মুতাক্ষরিণ এর বঙ্গানুবাদ (১৯১৫), History of Bengal ২য় খণ্ড (ঢাকা- ১৯৪৮), Cambridge History of India ১ম খণ্ড (১৯৩৭) প্রভৃতি।

যদুনাথ সরকার। জাপানে কৃষি কলেজের ছাত্র। কৃষিতত্ত্ববিদ। বিকানীর মহারাজার সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ অফ্ স্টেট্ সার্ভিস্,—বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর (১৩৯০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কৃষি আর কৃষিজাত দ্রব্য, সার।

যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫—১৮৭০)। জন্ম : রাধানগর, খানাকুল, জাহানাবাদ (অধুনা আরামবাগ), হুগলী। পিতা : মথুরামোহন সর্বাধিকারী। বহু তীর্থে পর্যটনকারী। সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : তীর্থ ভ্রমণ, সঙ্গীত লহরী (১২৭০)।

যদুনাথ সেনগুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : কুসুম কলিকা (১২৮৮), উত্তরবুধসিংহচরিত (১৮৮৬)।

যদুপতি মল্লিক (২।২।১৯৫৫—) জন্ম ও নিবাস : রামেশ্বরপুর, হুগলী। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, পরিবর্তন, ঝলমল, আলোচনা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার, ছড়া, নাটক ও উপন্যাস লেখক। সম্পাদক : মাসিক সুমনা (মার্চ ১৯৭৭—)।

যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : ভাট

পাড়া, ২৪ পরগণা। শিক্ষিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ উপলব্যথিতগীতি, যশোদা।

যশশ্চন্দ্র (১৭শ শতাব্দী)। সম্ভবতঃ প্রকৃত নাম ঃ হরিদাস। জাতিতে বৈদ্য। রচনা ঃ গোবিন্দ বিলাস কাব্য। এই গ্রন্থে রূপ সনাতন, গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বিদ্যালংকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবতঃ কবি বিদ্যালংকারের শিষ্য ছিলেন।

যশোদানন্দন তালুকদার। প্রকাশিত নাটক ঃ অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৩০৩)।

যশোদানন্দন সরকার (১৯শ শতাব্দী) যশোরের স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টর। সম্পাদক ঃ মাসিক একাকিনী (১২৮২), সাপ্তাহিক সমাজ দর্পণ (১২৭৯)। প্রকাশিত কাব্য ঃ শক্তিশেল (১২৭৭), ঋতু সংহার।

যশোদালাল তালুকদার। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস ঃ ইন্দুমতী (১৩০১), নন্দরানী, প্রলাপ।

যশোরাজ খান (১৬শ শতাব্দী)। প্রাক্‌ চৈতন্য যুগের, বৈষ্ণব পদকর্তা। পীতাম্বরের রসমঞ্জরীতে যশোরাজ খানের একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। ভণিতা থেকে জানা যায় যে সুলতান হোসেন সাহার রাজত্ব কালে (১৪৯৩-১৫১৯) পদ রচনা করেছিলেন।

যাত্রামোহন বিশ্বাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বৈদিক সন্ধ্যা পদ্ধতি, চট্টল কায়স্থ পরিচয়।

যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, রায় বাহাদুর। কোচবিহারের সিভিল ও সেসন জজ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কুলশাস্ত্রদীপিকা।

যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) বি. এ., এম. বি.। জন্ম ঃ শান্তিপুর, নদীয়া। চিকিৎসা ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ বিধবাবিবাহ বিবাদভঞ্জন (১২৯৫)।

যাদবচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ কীচকবধ নাটক (শ্রীরামপুর ১২৭৪)।

যাদবচন্দ্র সরকার। জন্ম ঃ যশোর, বাংলা দেশ। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ কল্পলতা।

যাদব দাস (১৮ শ শতাব্দী)। রচনা ঃ লক্ষ্মীর ব্রতকথা (পাঁচালী)।

যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক ঃ সতী।

যাদবানন্দ রায় (১৯শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ বীরসুন্দরী (মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের অনুসরণে—১৮৮৪), সীতা নির্বাসন (ঢাকা—১৮৭০)।

যাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ জম্বালিনী (১৮৭২), কবিতা (১২৮৫)।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় (২২।১২।১২৫৬—৭।৫।১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ঃ ইটাকুমারী, রংপুর, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা ঃ আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য। কাশীতে কৈলাশচন্দ্র শিরোমণির কাছে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করে তর্করত্ন উপাধিপ্রাপ্ত। পরে বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট অধ্যয়ন করে যোগ ও বেদান্ত দর্শনে পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত। গ্রিফিথ্‌ সাহেবের বন্ধু। প্রাচ্যভাষাতত্ত্ববিদ্‌ গ্রীয়ারসন

সাহেবের Linguistic Survey of India রচনার সহায়ক। রঙপুর হাই স্কুলের পণ্ডিত,—পরে রঙপুর কলেজের অধ্যাপক। কলেজ উঠে যাওয়ার পরে শ্রী অরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের সাহায্যে চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ায় পলিটিক্যাল পণ্ডিত আখ্যাপ্রাপ্ত। নবদ্বীপ বিবুধ জননীসভা কর্তৃক পণ্ডিতরাজ, বারানসীর পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক কবি সম্রাট, কাশী ভারতমহামণ্ডল কর্তৃক পণ্ডিত কেশরী ও ভারত সরকার কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় (১৯০৫) উপাধিতে ভূষিত। উদারপন্থী পণ্ডিত। রঙপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা এবং সভাপতি। বগুড়া শহরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে দর্শন শাখার সভাপতি। সাময়িক পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। সংস্কৃত ভাষায় শুভদ্রা হরণম্, চন্দ্রদূতম্, প্রশান্তকুসুমম্, শিবস্তোত্রম্, রত্নকোষকাব্যম্, অশ্রুবিসর্জনম্, রাজ্যাভিষেক কাব্যম্ প্রভৃতি রচয়িতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: দ্রৌপদী কাব্য, অশোক (উপন্যাস) বিলাতী বিচার, আমি একটি অবতার (নক্শা) প্রভৃতি।

(ডঃ) যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮।৯।১৮৮৬—৩১।৮।১৯৭৬) এম. বি.। জন্ম: তমলুক, মেদিনীপুর, মৃত্যু: রাঁচিতে নিজ বাসভবনে। পিতা: কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়। আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. (১৯২২)। খ্যাতনামা চিকিৎসক ও বিপ্লবী,—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশারদ ও সুসাহিত্যিক। অনুশীলন সমিতির সভ্য (১৯০৫) ও নেতা। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে যুগান্তর দলের জার্মানীর সহায়তায় সশস্ত্র সংগ্রামে (১৯১৫) বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত নেতা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ,—বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যুগান্তর দলের নেতা। মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রাবস্থায় আত্মগোপনে বাধ্য (১৯১৫), বৃটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় ২০,০০০্ টাকা পুরস্কার ঘোষণা সত্ত্বেও আত্মগোপন করে ১৯২১ খৃঃ পর্যন্ত বাঙ্গালা, আসাম, চীন সীমান্ত ও বিহারের নানা স্থানে ঘুরে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিচালক। আত্মপ্রকাশের পর (১৯২১) আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে এম. বি. পাশ। ১৯২৩ থেকে ২৭ পর্যন্ত কারারুদ্ধ। মুক্তিলাভের পর বাঙ্গালা থেকে বহিষ্কৃত। বিহারের রাঁচি শহরে খ্যাতির সঙ্গে ৩৫ বৎসর চিকিৎসাব্যবসায়ী। বিবাহ (১৯৩৪)। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় পারদর্শী। ভারত ছাড় আন্দোলনে পুনরায় কারারুদ্ধ (১৯৪২—৪৫)। হাজারীবাগ জেলে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অরবিন্দ ঘোষ, এম. এন. রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সহযোগী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতের সমর সঙ্কট (১৯২৮), বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি।

যাদুনাথ বা যাদবনাথ (১৭শ

শতাব্দী)। নিবাস ঃ দোমগ্রাম (ডোমজুড়), হাওড়া। নাথ যোগী সম্প্রদায়ভুক্ত। পিতা ঃ বিনোদ নাথ, পিতামহ ঃ দামোদর পতি। রচনা ঃ ধর্মপুরাণ (ধর্মমঙ্গল কাব্য, ১১০৩ বঙ্গাব্দ বা ১৬৯৬ খৃঃ)। ধর্মপুরাণে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের বিদ্রোহী শোভা সিংহের হাতে নিহত হওয়ার (১৬৯৬) উল্লেখ আছে। লাউ সেনের কাহিনী বর্জন, রামাই পণ্ডিত ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীর বিস্তৃতি, সংযত ভাষা, পুরাণাদিতে পাণ্ডিত্য, বৈষ্ণব শাক্ত ও নাথ ধর্মের সমন্বয়, বৈষ্ণবীয় প্রভাব ও করুণরস সৃষ্টিতে দক্ষতা যাদুনাথের কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

যামিনীকান্ত সেন (?—১৩৫৬) বি. এল.। হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। আশুতোষ মেমোরিয়াল লেকচারার (১৯২৪)। সম্পাদক ঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন (১৯১২—১৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আর্ট ও আহিতাগ্নি, আন্তর্জাতিক আর্ট।

যামিনীকান্ত সোম (২৫।১১।১৮৮২ —২৩।৮।১৯৬৪)। জন্ম ঃ পিংলা, মেদিনীপুর। পিতা ঃ সূর্যকুমার সোম, পত্নী ঃ বিজলীবালা। অবসরকালীন নিবাস ঃ ১৬ নং বৈষ্ণব পাড়া লেন, হাওড়া। ১৪ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ ও অজ্ঞাতবাস। এলাহাবাদ প্রবাসী। এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজে পড়ার সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সাহিত্য রচনায় প্রেরণাপ্রাপ্ত। ২ বৎসর এলাহাবাদে অবস্থানের পর কাশী গমন ও কাশী বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন। ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলে (১৯১১) কেন্দ্রীয় সরকারের পি. ডবলিউ ডি বিভাগে যোগ দিয়ে ৩০ বৎসর (১৯১১—৪১) কর্ম করার পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। দিল্লীতেই সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের অন্যতম উদ্যোক্তা। প্রবাসী সাহিত্য সম্মিলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। ৩৫টি গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে শিশুসাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত ভুবনেশ্বরী পদক দ্বারা সম্মানিত (১৩৬৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ জীবনী ঃ ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ (১৯২৩), ছেলেদের বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রী অরবিন্দ, আমাদের নেতাজী, ছোট্ট রবি, ছোট্ট গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ (হিন্দী), ছোট্ট শরৎ, বাংলার সৃজনী প্রতিভা, অমৃতময়ী নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী নেহেরু, আমাদের শরৎচন্দ্র, আমার দেখা পাঁচজন, কবি দাদুর গল্প, সন্ত কবীর, অতীতের দিনগুলি প্রভৃতি। গল্প ঃ রতার কারসাজি, এ নহে কাহিনী, ডন কুস্তি, পূজার মেলা, ছোট্ট রাজকুমার, ডনকুইকসট। ইতিহাস ঃ আলমগীরের পত্রাবলী, পুরানো দিনের পুরানো কথা, পৃথিবীর ওপিঠ, পুরাতন কথা। পুরাণ কথা ঃ পুঁথি পুরাণের গল্প, মহাভারতের গল্প, রামায়ণের গল্প। অনুবাদ নাটক ঃ নীল পাখী (মোটরলিংকের Blue Bird), খেলাঘর (ইবসেনের Dolls Hause), একঘরে (ইবসেন)।

যামিনী কিশোর গুপ্তরায় এম্. এ. বি. এল্.। আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত

কাব্য ঃ রাজগীতা বা বঙ্গোচ্ছ্বাস।

যামিনী কুমার বিদ্যাবিনোদ। জন্ম ঃ কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। কবি। প্রকাশিত কাব্য ঃ কবিতা কুসুমাঞ্জলি।

যামিনী কুমার বিশ্বাস। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ তামাকের চাষ।

(ডঃ) যামিনী ভূষণ রায় (১৭।৩।১২৮৬ বঙ্গাব্দ— ?)। জন্ম ঃ খুলনা জেলার পয়োগ্রামে বৈদ্যবংশে। পিতা ঃ পঞ্চানন কবিচিন্তামণি। সাউথ সুবারবন স্কুলের ছাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম্. এ. (১৯০০), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. (১৯০৫)। মহামাহোপাধ্যায় পঞ্চানন কবিচিন্তামণি ও মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিরত্নের নিকট আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতালাভের জন্য কবিরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। বিনামূল্যে দরিদ্রের চিকিৎসায় নিরত। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ স্বাস্থ্যনীতি ২ খণ্ড।

যামিনী মোহন কর (২।৩।১৯১১—) এম্. এ. (১৯৩২) কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক (১৯৩৪), আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক (১৯৩৫)। প্রাথমিক স্থিতিবিদ্যা ও খনিবিদ্যা কমিশনের সদস্য (১৯৪৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ আপ্ টু ডেট্, এম্-সি-সি, লেফ্টেন্যান্ট্, বকধার্মিক, মডার্ন শকুন্তলা। সম্পাদক ঃ মাসিক বসুমতী।

যামিনী মোহন ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ শিক্ষা সমস্যা, সংসার সমস্যা।

যামিনী মোহন ঘোষ। জন্ম ঃ গোপালপুর, ময়মনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ পৃথিবী ভ্রমণ।

যামিনী মোহন সেন (১৯শ শতাব্দী) পিতা ঃ ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেন, ভগিনী ঃ কবি কামিনী রায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। নেপাল রাজদরবারের চিকিৎক এবং নেপাল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত। স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রয়্যাল ফ্যাকাল্টি অফ্ ফিজিসিয়নস্ ও সার্জেন্স্ এর ফেলো। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ছায়া।

যাযাবর। বিনয় মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য (২য় খণ্ড)।

যুগল কিশোর দাস (১৭শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব সাধনা বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। রচনা ঃ চৈতন্য কারিকা, তত্ত্ববিমোচন, প্রেমবিষয় বিলাস।

যুগল কিশোর বণিক (১৮ শ শতাব্দী)। রচনা ঃ শ্রীকৃষ্ণবিজয় (কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য)।

যুধিষ্ঠির জানা (২৮।৪।১৩৪০—) পুরাণরত্ন, সাহিত্য বিনোদ, কাব্যভারতী। ছদ্মনাম ঃ মালীবুড়ো। জন্ম ঃ বরগদা, মহিষাদল, মেদিনীপুর। সম্পাদক ঃ মাসিক সূর্যদেশ (১২ বৎসর যাবৎ)। ৫০ টিরও অধিক পত্রিকায় তিন শতাধিক প্রবন্ধ লেখক। ৫০ টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস, বাংলা সাহিত্য পরিচয়, বঙ্গসাহিত্যে অজানা কাহিনী, তাম্রলিপ্তের ময়ূর রাজবংশ, লগ্ন (উপন্যাস), লস্করদীঘির মালা (ঐ), কচ্যা বউ (সুক্ষ্মভাষায়

লেখা উপন্যাস), চলো যাই কাশী, ছাদ থেকে বলছি, স্পুটনিকে চেপে দেখছি, মহাভারতের শিশু, যে শিশু আনল মুক্তি, শিশু সাহিত্য, এস একটি ঢেউ (গল্প), কাটাকাটা চাঁদ, বীর প্রণাম, হিয়ে হিয়ে রাখলু (কাব্য), অন্তর্গত সত্তায় (কাব্য), সাধু ধরণী, ছন্দে নিগমানন্দ, মালীবুড়োর ছড়া, গার্গী, বৈষ্ণব সহজিয়া সাধন, বাণী, মহাপ্রস্থান, শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য প্রভৃতি।

যুবনাশ্ব। মনীশ ঘটক দ্রষ্টব্য।

যোগব্রত চক্রবর্তী (?—২।৪।১৯৭৭) কবি। নিবাস: পশুপতি ভট্টাচার্য রোড্। দেশ, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা প্রকাশিত।

যোগবিনোদ স্বামী। সন্ন্যাসী। সম্পাদক: তত্ত্বমঞ্জরী (১৩০৪)।

যোগমায়া দেবী। স্বামী: মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। প্রকাশিত কাব্য: দয়াময়ের চরণাশ্রয়ে প্রার্থনা।

যোগমায়া মাতাজী। সম্পাদিকা: ভারত লক্ষ্মী (চৈত্র ১৩১৭)।

যোগানন্দ দাস (×।৪।১৮৯৬/ ২৯।১২।১৩০২—২৯।৮।১৯৭৯/১২।৫।১৩৮৬) ছদ্মনাম: অবলা নলিনীকান্ত হাঁ, এম্. এ. জেড্, এশিয়াকান্ত ভারতী, ঘোঁনা ভুঁত, গাজী আব্বাস বিট্‌কেল, যথামত কবিচঞ্চু, শ্রীনন্দীকুমার ভৃঙ্গী, সরেশচন্দ্র বেশ লিখচ। মৃত্যু: কলিকাতায় রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের বাসভবনে। পিতা: বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্র। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে রাজনীতিতে অনুপ্রবিষ্ট। ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গোলামখানা ছাড়ো আন্দোলনে সাড়া দিয়ে কলেজ বর্জনকারী। ন্যাশন্যাল ইন্‌ফরমারি (পরবর্তীকালের ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ) প্রতিষ্ঠায় পিতার সহায়ক। পঞ্চাশের মন্বন্তরে (১৯৪৩) ত্রাণকার্যে ব্যাপৃত। ১৬ বৎসর বয়সে আচার্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। শনিবারের চিঠি পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নয়াবাদ, নব্যভারত, সোনার বাংলা, দেশ, তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুবক্তা। অকৃতদার। সম্পাদক: সাপ্তাহিক ও মাসিক শনিবারের চিঠি (প্রথম সম্পাদক), দৈনিক কৃষক, লোকসেবক সংবাদপত্র, Indian Messenger (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র)। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি: নয়াবাদ পত্রিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন, রাজা রামমোহন রায় স্মারক বক্তৃতামালা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত—১৯৭৫) Rammohan—the Moderniser প্রভৃতি।

যোগানন্দ প্রামাণিক ভারতী। জন্ম: শান্তিপুর, নদীয়া। সম্পাদক: যুবক (১৩০৫)।

যোগানন্দ সরস্বতী। সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৈদিক রহস্য সন্দর্ভ, স্বরূপ সিদ্ধ।

যোগানন্দ স্বামী (?—৭।৩।১৯৫২)। জন্ম: কলিকাতায়। মৃত্যু: লস্ এনজেলস্, আমেরিকা। পিতা: ভগবতীচরণ ঘোষ, ভ্রাতা: ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ। সন্ন্যাসী। বি. এ. পাশ (১৯২০)। আমেরিকায় বোষ্টন শহরে যোগদা কেন্দ্র ও লস্ এন্জেলস্-এ প্রধান কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। আমেরিকায় সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীর প্রচারক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সনাতন ধর্ম ও মানব জীবন, শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত, যোগানন্দ লহরী, ছেলেদের দেবদর্শন।

যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। জন্ম: পঞ্চাননতলা, হাওড়া। সম্পাদক: আলোচনা (১৩০৪—২৯), মাসিক বিশ্বজননী (১৩০৭—৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: সতী কাহিনী, বর্ণাশ্রম, সতীর পিতা, বাসর শয়ন (১৯০৩), সংসারচক্র। নাটক: ভক্তি পরীক্ষা (১৩০২—বীণা থিয়েটারে অভিনীত)। প্রবন্ধ: শক্তি সাধনা। জীবনী: বামা ক্ষেপা (১৩৩৩)।

যোগীন্দ্রনাথ বসু (৮।৪।১২৬৪/১৮৫৭—৪।৪।১৩৩৪/১৯২৭)। জন্ম: নিতাড়া, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), মৃত্যু: কলিকাতায়। পিতা: নিতাই চাঁদ বসু, মাতা: বামাসুন্দরী। দক্ষিণ বারাসতে মাতুলালয়ে বহড় গ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়ার পরে কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন থেকে এন্ট্রান্স (১৮৭১), সংস্কৃত কলেজ থেকে এফ্.এ. (১৮৭৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. (১৮৭৫) উত্তীর্ণ। রিপন কলেজের অধ্যাপক—ইউনিভার্সিটি স্কুলের শিক্ষক। অসুস্থতার জন্য দেওঘরে বাসকালে দেওঘর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (১৮৮৫—৯০)। সখারাম গণেশ দেউস্করের শিক্ষাগুরু। দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম ও চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতায় প্রফুল্ল কুমার ঠাকুরের গৃহশিক্ষক (১৯০১), ঠাকুর এষ্টেটের এক্‌জিকিউটর। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম জীবনীকার। স্যর্ আশুতোষ, স্যর্ গুরুদাস প্রমুখ মনীষীদের দ্বারা কবিভূষণ উপাধিতে সম্মানিত। সম্পাদক: সাপ্তাহিক সুরভি। মেঘনাদ-বধ কাব্যের অনুসরণে মহাকাব্য রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজ উদাসীন (১৮৭৪), একাদশ অবতার (ব্যঙ্গ কাব্য—১২৯৩), মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত (১৩০০), সরল কৃত্তিবাস (১৩১৪), সরল কাশীরাম দাস (১৩১৫), কঠোপনিষদ্ (অনুবাদ—১৩১৯), পতিব্রতা (১৩২০), পৃথ্বিরাজ (মহাকাব্য—১৩২১), শিবাজী (মহাকাব্য—১৩২৫), মানবগীতা (১৩৩২), ছোট ছোট গল্প, অহল্যা বাঈ, তুকারাম চরিত, অমর কীর্তি (ফাদার দানিয়েলের জীবনী), কবিতা প্রসঙ্গ ৩ খণ্ড, সরল শিশুপাঠ ৩ খণ্ড, ছবি ও কথা, সীতা, দেববালা (নাটক—১৯১৫), গন্ধর্ব নগর (প্রহসন), পর্ণকুটির (অপ্রকাশিত উপন্যাস)।

যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: রুদ্রকণ্ঠ ভট্টাচার্য। এম. এ. (১৮৭১), বি. এল্. (১৮৮৩), ডি. এল. (১৮৮৫)। স্মৃতি শিরোমণি উপাধি প্রাপ্ত। শিক্ষাব্রতী ও আইনজ্ঞ। বর্ধমান রাজ এষ্টেটের আইন সদস্য, কাশ্মীর

রাজ্যের আইন উপদেষ্টা। হেতমপুর ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যবস্থা কল্পদ্রুম।

(ডঃ) যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার (২৬।৫।১৩৩৭/২২।৯।১৯৩০—)। জন্ম : মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায়। বর্তমান নিবাস : রাজা রোড, সুখচর, ২৪ পরগণা (উত্তর) পিন্-৭৪৩১৭৯। পিতা : প্রাবন্ধিক যতীন্দ্রনাথ মজুমদার, মাতা : মৃণালিনী, পিতৃব্য : ভারত বিখ্যাত শিল্পী হেমেন মজুমদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম. এ. (১৯৬৩), আচার্য প্রেবোধচন্দ্র সেনের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত ছন্দের বিবর্তন ও বাংলা কাব্যে তার প্রভাব সম্পর্কে নিবন্ধ রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৭৮)। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউসনের শিক্ষক। কবি, শিশুসাহিত্যিক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশু সাহিত্য : ছেলেবেলার গান (সুনির্মল বসুর ভূমিকা সহ, ১৩৬৬), ছড়িয়ে দিলেম ছড়া (১৩৭৪), অ আ ক খ-র দেশে (১৩৭৪), গল্প শোনো (১৩৭৪), হাসির ঘণ্ট (১৩৭৬), A B C D-র মেলা (১৩৭৪)। অনুবাদ : মেঘদূত (ছন্দে রচিত, প্রবোধ সেনের ভূমিকা সহ-১৩৭৫)। কাব্য : যুগের আগুন (ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায়ের ভূমিকা সহ-১৩৯১), উত্তর ব্রজাঙ্গনা কাব্য, উত্তর বীরাঙ্গনা কাব্য (বিদগ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিক)।

যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস : বাজিতপুর, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। চিকিৎসা ব্যবসায়ী। গীতবাদ্যানুরাগী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশুরঞ্জন ব্যাকরণ।

যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : চন্দ্রহংস নাটক পাগলিনী নাটক (১৮৮২)।

যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার (২০।৭।১৮৮৩—১৮।১১।১৯২৮) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। জন্ম : কচুবেড়িয়া, যশোর, মৃত্যু : চুনারে। পিতা : বিপিন বিহারী সমাদ্দার। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ.। টাঙ্গাইল কলেজ, হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বস ও পাটনা গভর্ণমেণ্ট্ কলেজের অধ্যাপক। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক। পাটনা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী—উক্ত মিউজিয়মের প্রথম সম্পাদক ও কিউরেটর। রয়াল হিষ্টোরিক্যাল সো-সাইটির প্রথম বাঙ্গালী সদস্য। পাটনায় রয়াল সোসাইটি অফ্ আর্টস্-এর সদস্য, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। পাটনা কলেজ থেকে প্রত্নতত্ত্ব বারিধি ও প্রত্নতত্ত্ব বাগীশউপাধি দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সামরিক ভারত ৯ খণ্ড, অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র, ইংরাজের কথা, সাহিত্য পঞ্জিকা (১৩২৩), পঞ্চবাণ (গল্প), চতুর্বেদ (গল্প), দেশ ভক্তি (গল্প), Economic condition of Ancient India, Economic History of Behar. সম্পাদিত গ্রন্থ : Seir-ul-Mutaqherin, Sir Asutosh Memorial Volumes.

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১২।৭।১২৭৩/২৮।৭।১৮৬৬ — ১২।৩।১৩৪৪/×।৬।১৯৩৭)। জন্ম : দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে মাতুলালয়ে, নিবাস : ন্যাতরা, জয়নগর, ২৪ পরগণা, আদি নিবাস : যশোর, পিতা : নন্দলাল দেবসরকার, মাতা : থাকমণি, পত্নী :

স্বর্ণলতা (গিরিবালা)। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা: ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার। দেওঘর স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। সিটি কলেজে কিছুকাল এফ্.এ. ক্লাশে অধ্যয়ন। সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ১৫টাকা বেতনের শিক্ষক, পরে প্রকাশক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। শিশু বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। শিশুদের মাসিক পত্রিকা মুকুল-এর প্রতিষ্ঠাতা। সখা, সখী, মুকুল, বালক বন্ধু, বালক, সন্দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় শিশু সাহিত্য লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু সাহিত্য: হাসি ও খেলা (বঙ্গ ভাষায় প্রথম শিশু সাহিত্য-১৮৯১), রাঙ্গা ছবি (১৮৯৬), হাসি খুশি (১৮৯৭), ছবি ও গল্প (১৮৯৬), খেলার সাথী (১৮৯৮), হাসি খুশি ২য় ভাগ (১৯০৪), খুকুমণির ছড়া (৪১০টি ছড়ার সংকলন-১৮৯৯), পশুপক্ষী (প্রাণিতত্ত্ব), হিজিবিজি (১৯১৬), জানোয়ারের কাণ্ড (১৯২৭), ছোটদের চিড়িয়াখানা, বনে জঙ্গলে (প্রাণিতত্ত্ব), হাসি রাশি (১৮৯৯), খেলার হাসি, আষাঢ়ে স্বপ্ন, কুরুক্ষেত্র, অভিমন্যু, একলব্য, সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, সাবিত্রী, লঙ্কাকাণ্ড, মজার গল্প, পঞ্চরত্ন (১৯২৪), গল্প সঞ্চয় (১৯৩৬), আগমনী (১৯৩৭), হরিশ্চন্দ্র, অন্ধমুনি, টম কাকার কুটির, গালিভারস্ ট্রাভেল্স্, রবিনসন ক্রুশো, ডন কুইকসোট, ছোটদের রামায়ণ (১৯১৮), ছোটদের মহাভারত (১৯১৮), নূতন পাঠ, আদর্শ পাঠ প্রভৃতি। কাব্য: দীপ্তি (১৮৯১), বিকাশ (১৮৯১)। সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ: বন্দেমাতরম্ (জাতীয় সঙ্গীত সংকলন-১৯০৫), সপ্তকাণ্ড রামায়ণ (কৃত্তিবাস রচিত-১৯২৯)।

যোগীন্দ্রনাথ সেন। বিদ্যাভূষণ, বিদ্যারত্ন। কাশীতে কবিরাজী চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরিব্রাজকের গীতা।

যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ (×।১১।১৮৬৫—১৯৪২)। মৃত্যু: ঘাটশিলায়। উত্তরপাড়া স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৮৬)। উত্তরপাড়া স্কুল, পূর্ণিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ স্কুল ও গোয়ালন্দ রাজবাড়ীর শিক্ষক, কলিকাতায় রামফ্রে রোজা এটর্ণির অফিসে ও পরে সরকারী আবগারী বিভাগের কর্মচারী (১৮৯৫—১৯২৫)। শেষ জীবনে ঘাটশিলাবাসী। সম্পাদক: মাসিক সবিতা (উত্তর পাড়া—১২৯৬)।

(ডঃ) যোগীরাজ বসু (২৯।১১।১৯১১—৯।৭।১৯৭৬)। জন্ম: ডিব্রুগড়, আসাম, মৃত্যু: ডিব্রুগড়। আদি নিবাস: যশোহর। পিতা: ডাঃ কালীপ্রসন্ন বসু। বি. এ. পরীক্ষায় (১৯৩২) সংস্কৃত অনার্সে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে ঈশান বৃত্তি ও স্বর্বর্ণ পদক প্রাপ্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কলাবিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর স্বর্বর্ণপদক ও গোঁসাই স্কলারশিপ, সহ সংস্কৃতের বেদান্ত শাখায় এম্. এ. (১৯৩৪) ও 'খ' শাখায় (বেদ বিষয়ে) এম্. এ. (১৯৩৬), ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৩৯), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. (১৯৬৬)। গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯৩৬), ডিব্রুগড় কানৈ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ (১৯৪৫—৬৭) ও পরে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট একাডেমিক কাউনসিল ও ফ্যাকাল্টি অফ

আর্টস্-এর সদস্য। পশ্চিম জার্মানী গোয়েটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক, শান্তিনিকেতন সহ বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্যারিসের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক। গ্রীক্, জার্মান, ল্যাটিন, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন। অসমীয়া ভাষায় বহু গ্রন্থ রচয়িতা। নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী। পি. এফ্.-এর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে, নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ ডিব্রুগড়ের বিরাজ আশ্রমে এবং নিজস্ব গ্রন্থাগার কার্নৈ কলেজের লাইব্রেরীতে প্রদাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: জরথুস্ত্র ধর্ম, বেদের পরিচয় (১৯৭০), উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা, বেদান্ত দর্শন, India of the Age of the Brahmanas, Ancient Indian Culture and Civilization of Vedic Age, Principles of Literary Criticism of the East and West প্রভৃতি।

যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৭—১৯৬০)। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। সহজ স্পষ্ট ও সরস গদ্য লেখক। সম্পাদক: বঙ্গবন্ধু। সহ-সম্পাদক: হিতবাদী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৃদ্ধের বচন (১৯১৮), আগন্তুক (গল্প—১৯০৬), সওদাগর, অমিয় উৎস।

যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। জি. সি. গুপ্ত নামে নাটক রচয়িতা। ডঃ সুকুমার সেনের মতে প্রকৃত নাম: গোবিন্দ-চন্দ্র গুপ্ত। বাঙ্গালাভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক রচয়িতা। প্রকাশিত নাটক: কীর্তিবিলাস (১৮৫২)। রূপকথার কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও দীর্ঘ পদ্য ও গদ্য সংলাপে মিশ্রিত হওয়ায় নাট্যসংঘাত ও চারিত্রিক দ্বন্দ্বের অভাবে নাটকটি সার্থক নাট্যসৃষ্টিতে পর্যবসিত হয় নি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব। সম্পাদক: কমলা (১৩৩০)।

যোগেন্দ্রচন্দ্র নাথ। জন্ম: কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষক (নাটক), রজত জয়ন্তী।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (৩০।১২।১৮৫৪—১৮।৮।১৯০৫/২।৫।১৩১২)। জন্ম: বর্ধমান জেলার মেমারির নিকটবর্তী ইলসরা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: দামোদর-তীরবর্তী বেড়ুগ্রাম। পিতা: মাধবচন্দ্র বসু। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৭২)। হুগলী কলেজে এফ্. এ. পড়ার পরে পরীক্ষা স্থগিত। কিছুকাল জনাই স্কুলে শিক্ষকতার পরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ-বাসী। এখান থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আরোগ্য লাভের পরে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করে সাংবাদিকতায় নিযুক্ত। স্বাধীনচেতা স্বদেশপ্রেমিক সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বঙ্গানুবাদ সহ বহু দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ ও সুলভ মূল্যে প্রচার যোগেন্দ্রচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি। শ্রেষ্ঠ রচনা: রোমান্সধর্মী জনপ্রিয় বৃহদায়তন (তখনও পর্যন্ত বৃহত্তম) উপন্যাস: শ্রীশ্রী রাজলক্ষ্মী। ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের সাহায্যে হাস্যরস ও বিভৎস রসের সৃষ্টি, নানাবিধ

মন্তব্য, নীতি প্রচার ও ধর্ম ব্যাখ্যার মধ্যেও বাস্তব জীবন চিত্রণ ও চরিত্র বিশ্লেষণ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। সম্পাদক: সাধারণী (চুঁচুড়া)। প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক: সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী (উপেন্দ্রনাথ সিংহ সহ—১৮৮১), হিন্দী বঙ্গবাসী, ইংরাজী টেলিগ্রাম, মাসিক জন্মভূমি (১২৯৭)। যুগ্ম সম্পাদক: মাসিক সঙ্গীত চিত্তসন্তোষ (১২৭৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালী চরিত ৩ খণ্ড (১৮৮৫—৮৬), মডেল ভগিনী চরিত ৪ খণ্ড (১৮৮৬—৮৯), চিনিবাস চরিতামৃত (১৮৯০), মহীরাবণের আত্মকথা (১২৯৫), কালাচাঁদ ৫ পর্ব (১৮৮৯—৯০), পঞ্চানন্দ (১৮৯৮), কৌতুককণা (১৯০০), নেড়া হরিদাস (১৩০৮), শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (১৯০২—৬০)।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী, আর্যশাস্ত্রে কৃষিতত্ত্ব।

যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক। জন্ম: ময়মনসিংহ। সম্পাদক: মৈমনসিংহ সমাচার।

(ডাঃ) যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন, এল্. এম্. এস্.। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রহ্মচর্য সাধন (হেমচন্দ্র সেন এল্. এম্. এস্. সহ—১৩২৪)।

যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। সম্পাদক: কুশদহ (১৩২২)।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (২২।৩।১৮৮৩—×।৫।১৯৬৪)। জন্ম: মূলচর, বিক্রমপুর, ঢাকা। ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। ঢাকার নানা স্থান থেকে বৌদ্ধ মূর্তি, ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিস্বত্ত্ব প্রভৃতি বহু মূর্তির আবিষ্কর্তা। ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্কুলের পড়া অসমাপ্ত। খগলে স্কুল শিক্ষক। মৈমনসিংহের জমিদারের ম্যানেজার, চাকুরি ত্যাগ (১৯৩৪), কিশোর ভারতী সম্পাদনায় নিযুক্ত। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক পথিক (১৩১১), ত্রৈমাসিক বিক্রমপুর (মৈমন সিংহ-১৯১৩—২৫), ত্রৈমাসিক কৈশোরক (শিশুদেব—ঢাকা, ১৩২০—২৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ: শিশুভারতী ১০ খণ্ড। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইতিহাস: বিক্রমপুরের ইতিহাস (১৯০৯), বিক্রমপুর বিবরণ ২ খণ্ড (১৯৩৯), কেদার রায় (১৯১৩), ভারতের ইতিহাস, ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী বীর (১৯৫৩), ভারতের বীর রাজা (১৯৩১), বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃথিবীর ইতিহাস ২১ খণ্ড (১৯১৮—২৫)। উপন্যাস ও গল্প: পরশমণি (১৯২৭), মাধবী (১৯৩০), লক্ষ্য পথে, প্রিয়তমা, সুভক্ষণ, গৃহলক্ষ্মী, শান্তিলতা, জীবন সঙ্গিনী, রূপের আগুন, নারীধর্ম, ঋণের দায়, পল্লীবধু, কল্পকথা, পল্লীবাণী, বঙ্গসমাজ, মৃতপ্রিয়া, প্রেমের অভিষেক। নাটক: আনারকলি (১৯০৯), তসবীর (১৯১২), চিড়িয়াখানা (১৯১৬)। জীবনী ও সমালোচনা: বকের ওয়াশিংটন, গারফিল্ড, ম্যাজিনি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আব্রাহাম লিঙ্কন, গ্যারিবল্ডী, অহল্যাবাঈ, বিদ্যাসাগর, পদ্মিনী, তারাবাঈ, গান্ধীজীর জীবনযজ্ঞ, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ, সাধক কবি রামপ্রসাদ। মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বালক কেশব, কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্রবাণী, যারা ছিল দিগ্-বিজয়ী, মরণ বিজয়ী বীর, ঝাঁসীর রাণী, রণজিৎ সিংহ, রাণী দুর্গাবতী, গুরুগোবিন্দ

সিংহ, কান্তকবি রজনীকান্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য সাধনা, খেলার মাঠ, নীলনদের দেশ। সংকলিত গ্রন্থ : কবিতা মঞ্জরী, স্বদেশ গাথা, কবিতা চয়ন, কবিতা, কবিতা কুসুম, গোবিন্দ চয়নিকা, বাংলার প্রবীণ লেখক।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশক : মাসিক সাহিত্য সংক্রান্তি (১৮৬৩)। সম্পাদক : মাসিক প্রবোধবন্ধু ২য় পর্যায় (এপ্রিল, ১৮৬৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : কেরানী দর্পণ (ন্যাশন্যাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত—১৮৭৪), মোহন্তের এই কি দশা! (তারকেশ্বরের মোহন্তের কাহিনী ১২৮০), উঃ! মোহন্তের এই কাজ!! (ঐ ১৮৭৩), অজয়েন্দু নাটক (১৮৭৫)। কাব্য : বঙ্গের বীরপুত্র (১২৯১)।

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। জন্ম : চন্দন নগর। প্রকাশিত গ্রন্থ : শক্তি নারায়ণ তিন নাথ।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১।১। ১২৬৫/১৩।৪।১৮৫৮—২৯।১১।১৯০৯)। জন্ম : হুগলীর বাঘাণ্ডা গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতা : গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৬ মাস বয়সে পিতৃহীন। প্রবেশিকা পাশ (১৮৭৬), জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ কলেজে এফ. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যানুরাগী। ২৪টি গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের লেখক। সম্পাদক : মাসিক অবকাশ (১২৮৮), মাসিক কল্পনা (১২৮৫)। প্রকাশক : সুধাকর (১৮৭৭)। প্রথম উপন্যাস : কনে বৌ। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত অনুসন্ধান পত্রিকায় বিমাতা, বড় ভাই, আমাদের ঝি প্রভৃতি গল্প উপন্যাস প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ফুলের সাজি (১২৯৭), লীলাময়ী (১২৯৮), আমাদের ঝি (১৩০০), বড় ভাই (১৩০১), স্ত্রী ও স্বামী (১৩০১), রমা বাঈ (১৯০২), কলঙ্কিনী (১৯০২), পঞ্চ প্রদীপ (১৯০২), উন্মাদিনী (১৩০৩), রায় পরিবার (১৩০৪), গল্প গুজব (১৩০৫), চা-কুলীর আত্মকাহিনী (১৩০৮), পাহাড়ী বাবা (১৩১৩), সমাজ চিত্র (১৩১৩), জঙ্গলী মেয়ে, দুই বন্ধু, প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা (উপন্যাস—১২৯৭), উপন্যাস লহরী (১২৯৭), প্রসন্ন কুমারের উইল (উপন্যাস—১৯০০), প্রণয় পরিণাম (ঐ), প্রতিশোধ, কনে বৌ (২য় সং ১২৯৭), ভণ্ড দলপতি (নাটক, ৩য় সং ১৩০২)।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : মাসিক বিদ্যাদর্পণ (এপ্রিল, ১৮৫৩), মাসিক সিদ্ধান্ত দর্পণ (মার্চ, ১৮৮৫)।

যোগেন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : মহাপ্রস্থান নাটক (১৮৮৭)।

(ডঃ) যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেতান্ততীর্থ মহামহোপাধ্যায়, ডি. লিট্ (১৮৮৭—১৯৬০) জন্ম : সুসঙ্গ, দুর্গাপুর, ময়মনসিংহ। পিতা : জগৎচন্দ্র বাগচী। বঙ্গদেশের খ্যাতনামা অধ্যাপকদের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, নব্যন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পরে বহরমপুরের জুবিলী টোলের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তর্কতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত। সংস্কৃত

কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত অধ্যয়ন করে সাংখ্যতীর্থ ও বেদান্ততীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক (১৯১০—১৪), গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক (১৯১৪—২০), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৯২১), অবসর গ্রহণের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক (১৯৪২—৫০), সংস্কৃত কলেজের গবেষণা বিভাগের অন্তর্গত প্রধান অধ্যাপক। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ধরণীধর গুপ্ত, অধ্যাপক বিনয় সরকার প্রভৃতির বন্ধু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধিতে সম্মানিত (১৯৫৭)। রাজতরঙ্গিনী সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ রাজতরঙ্গিনী পত্রিকায় প্রকাশিত। উদ্বোধন, উজ্জীবন, Our Heritage প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিল্বমদনম্, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, মহামতি বিদুর, জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা। সম্পাদিত গ্রন্থ : অদ্বৈতসিদ্ধি (টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ), শুক্রনীতি (বঙ্গানুবাদ সহ), ন্যায়ামৃত (ঐ)।

যোগেন্দ্রনাথ দে। জন্ম : যশোর। সম্পাদক : বৈদ্য পত্রিকা (যশোর—১৩১৭)।

যোগেন্দ্রনাথ দেব। জন্ম : শ্রীহট্ট। যুগ্ম সম্পাদক : শ্রী সোনার গৌরাঙ্গ (শ্রীহট্ট—১৩৩০)। সম্পাদক : মাসিক সনাতনী ও ছায়া।

যোগেন্দ্রনাথ বসু (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : সুরভি (১২৮৮)।

যোগেন্দ্রনাথ বসু। এম্. এ. বি. এল্.। সম্পাদক : মাসিক জমিদারী পঞ্চায়ৎ (১২৯৮)।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১২।৭। ১৮৪৫—১২।৬।১৯০৪)। জন্ম : নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার শিমহাট গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : সুবর্ণপুর, নদীয়া। পিতা : উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : সোনামণি, ১মা পত্নী : কৈলাশকামিনী, ২য়া পত্নী : মহালক্ষ্মী, ৩য়া পত্নী : মদনমোহন তর্কালংকারের কন্যা মালতীমালা। পুত্র : সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতায় লঙ্ সাহেবের স্কুলের (১৮৫৬) ও পরে সংস্কৃত কলেজের (১৮৫৭) ছাত্র,—বৃত্তিসহ এনট্রান্স পাশ (১৮৬৫)। সংস্কৃত কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৬৭) ও বি. এ. (১৮৭১), এম্. এ. (১৮৭২) পাশ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অগ্রজ অধ্যাপক নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চুর স্নেহধন্য। কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতার পর ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজের অধ্যাপক (১৮৭৬), ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৮০—১৯০৩)। ১ম বিবাহ (১৮৬৩), ১মা পত্নীর মৃত্যুর দ্বিতীয় বার বিধবা বিবাহ (১৮৬৭), ২য়া পত্নীর মৃত্যুর পর তৃতীয়বার বিবাহ। পাশ্চাত্য রাজনৈতিক ইতিহাস ও দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য সম্পন্ন। সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের সহায়ক। হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ (১৮৭৮)। বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লেখক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩৩৬)।

স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল মহাপুরুষদের জীবন বৃত্তান্ত রচয়িতা। রচনা গাঢ় ও গুরুভার। প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক : মাসিক আর্যদর্শন (এপ্রিল—১৮৭৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিবর মদনমোহন তর্কালংকারের জীবন চরিত ও তদ্গ্রন্থ সমালোচনা (১৮৭৪), জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত (১৮৭৭), ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত (১৮৮০), হৃদয়োচ্ছ্বাস বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলী (১৮৮২), আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা (১৮৮৩), সমালোচনামালা (১৮৮৫), ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত (১৮৮৬), প্রাণোচ্ছ্বাস (কাব্য—১৮৮৯), শান্তি পাগল (গদ্যে পদ্যে রচিত—স্তোত্র—১৮৮৯), কীর্তিমন্দির বা রাজপুতবীর কীর্তি (১৮৮৯), গ্যারিবল্‌ডির জীবন বৃত্ত (১৮৯০), চিন্তা-তরঙ্গিনী (১৮৯০), নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস বিফল (১৮৯০), প্রহ্লাদ (১৮৯৫), বীর-পূজা ২ খণ্ড (১৯০০), আইন সংগ্রহ ৮ খণ্ড, জ্ঞান সোপান ৩ খণ্ড (১২৮৭), শিশুপাঠ ২ খণ্ড (১২৯৮), শিক্ষা সোপান ধারাপাত, চৌকিদার দর্পণ (১৩৩২), আত্মজীবনী (অসম্পূর্ণ), যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী সং)।

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। সম্পাদক : ব্রহ্মবিদ্যা (১৩৩০—৩৪)।

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : পাক্ষিক প্রবেশিকা (১২৭৭)।

যোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশুগীতা, শিশু কণ্ঠহার (১৩২৮)।

যোগেন্দ্রনাথ রায়। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : জ্যোতির্বিজ্ঞান কল্পলতিকা, গায়ত্রী উপাসনা, সচিত্র উৎকলে পঞ্চতীর্থ, চতুর্বেদীয় পুরুষসূক্ত, দেবদেবী, ঋষিবংশাবলী, মণিরত্ন বিজ্ঞান, গীতায় সৃষ্টিতত্ত্ব, বৃদ্ধবোধ বর্ণ পরিচয়, জন্মপত্রিকা ফরম, অনন্ত গরুড় রহস্য, নারীজাতক ও নারী লক্ষণ।

যোগেন্দ্রনাথ সরকার (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : পতিতা, পথের ধূলি, মাসীমা, দীপ্তি (কাব্য—১৮৮১)।

যোগেন্দ্রনাথ সাহা (×।৮।১২৮৩—×।৮।১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) বি. এল.। নামান্তর : যোগানন্দ হংস। জন্ম : নাকাশিয়া, পাবনা। আইনজীবী—পরে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : যোগব্রহ্মবিদ্যা ২০ খণ্ড, আর্যভাষ গীতা, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, সনাতন ধর্ম, আনন্দ মালিকা, আনন্দ সন্ধান, আনন্দ সংবাদ, আনন্দ জ্যোতি, Mystery of Man, light and Truth, God and Path, Knot and Riddle.

যোগেন্দ্রনাথ সিংহ। যুগ্ম সম্পাদক : মাসিক তাম্বুলী সংবাদ (বহরমপুর—১৩০৯), মাসিক তাম্বুলী পত্রিকা (হাওড়া—১৩২১), মাসিক তাম্বুলী সমাজ (১৩০৯)।

যোগেন্দ্রনাথ সেন (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : নিশীথে হিমাদ্রি শিখরে (বরিশাল—১৮৭৪), ঊষা (১৮৯৮)।

যোগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। জন্ম : নতুন ভারেঙ্গা, পাবনা, মতান্তরে চাঁচল, মালদহ। আবগারী ইন্‌স্পেক্টর। প্রকাশিত গ্রন্থ : গৌড় ও পাণ্ডুয়া (১৩২৮)।

যোগেন্দ্র নারায়ণ দাস ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক : অজয় সিংহ

বিলাসবতী (রোমিও জুলিয়েট অবলম্বনে—১৮৭৮)।

যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়। সম্পাদক : পল্লী প্রকাশ (১২৯৩)।

যেগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র (৮।৫।১৮৬১—১০।৯।১৯৩২)। জন্ম : আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ (গোঁড়পাড়া, নদীয়া ?)। পিতা : নীলকুঠির দেওয়ান রামপ্রসন্ন মিত্র। আদি নিবাস : চাকদহ, নদীয়া। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করে হুগলী কলেজে, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে, এফ্. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। সিটি স্কুলের শিক্ষক, —কটকে সেটলমেণ্ট অফিসের হেড্ ক্লার্ক। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর, বাঙ্গালা প্রদেশের রাজস্ব বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারি। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়প্রবন্ধ লেখক। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীত সংকলন গ্রন্থ 'রবিচ্ছায়া'র প্রকাশক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমরা কেন অস্ত্র পাইব না (প্রবন্ধ—সঞ্জীবনী পত্রিকায় প্রকাশিত)।

যোগেন্দ্র প্রাসাদ দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহারাজ সূর্যকান্ত।

যোগেন্দ্র মোহন ঘোষ। জন্ম : চট্টগ্রাম। সম্পাদক : শ্রী গৌরাঙ্গ পত্রিকা (সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম,—৪২৩ গৌরাব্দ)। শ্রী বৈষ্ণব সমাজ (ঐ)।

যোগেন্দ্র লাল চৌধুরী (২৭।৭। ১৮৪৯—?)। সাবজজ। প্রাকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি। গীত লহরী, আদর্শ রমণী।

যোগেন্দ্র লাল সরকার। জন্ম : শেরপুর, বগুড়া, বাংলাদেশ, নিবাস : ফাঁসীতলা, নবদ্বীপ। স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিপ্লবী যুগান্তর দলের প্রথম সারির কর্মী। পরে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। সর্বজ্বরের পাঁচন সুধাবিন্দু প্রস্তুত করার জন্য বিখ্যাত। প্রকাশিত গ্রন্থ : যুগান্তর বিপ্লবী দলের কথা, ঈশ্বর দর্শন, গল্পে গীতা, গল্পে মাহাভারত প্রভৃতি।

যোগেশ চন্দ্র গণ চৌধুরী (১৯০০—২।৩।১৯৫৬), জন্ম : টাটোরা, ত্রিপুরা। ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : অভিশাপ (উপন্যাস), অমিয় গীতি (কবিতা)।

যোগেশ চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : হরিমতী, পাগল সঙ্গীত, শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী, টাকা।

যোগেশ চন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচনা।

যোগেশ চন্দ্র ঘোষ। জন্ম: জলছত্র, ফরিদপুর। পিতা: পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্.সি. ও আমেরিকার এম্. এস্ সি.। আয়ুর্বেদশাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত। ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক। রসায়নশাস্ত্রবিদ। ঢাকায় সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : আমরা কোন পথে ? (৩ খণ্ড)।

যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (×।৫।১২৯৪ বঙ্গাব্দ —)। জন্ম : ঢাকা শহরের বনগ্রাম রোডে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : ঢাকা জেলার কুল্লা গ্রামে। পিতা : গিরিশ চন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা : সুপ্রসন্না। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের

লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রতকথা (১৩৩৭)।

যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী। জন্ম : নেত্রকোনা, মৈমন সিংহ। সম্পাদক : প্রান্তবাসী (১৩১৫)।

যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী (১৪।৪।১৮৮৮—১৬।৯।১৯৪৮)। জন্ম : চারঘাট, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। পিতা : বিরাজ মোহন চৌধুরী, মাতা : বীরেশ্বরী। নিবাস : ১/এ, নন্দলাল বসু লেন, বাগবাজার কলিকাতা। টাকী ইংরাজী স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ (১৯০৮)। মেট্রোপলিটান কলেজে এফ্. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। অর্থাভাবে পরীক্ষা স্থগিত। মেট্রোপলিটান স্কুলের বড়বাজার শাখার শিক্ষক,—ওরিয়েণ্টাল ট্রেনিং একাডেমির বাঙ্গালা ভাষার প্রধান শিক্ষক। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মুসলমান কারিগরের সহায়তায় খদ্দরের কাপড় প্রস্তুত কারক। খদ্দরের ব্যবসায়ে বিপন্ন হওয়ায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রেরণায় শরৎচন্দ্রের আঁধারে আলো গল্পের নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী (১৯৩১)। শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় গমন। শিশির কুমারের প্রেরণায় প্রথম নাটক সীতা রচনা। বহু নাটকে এবং চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য খ্যাত। মঞ্চনাট্য, বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ ও রেকর্ড নাট্যের রচয়িতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধের জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক। ঠাকুর পরিবারের আনুকূল্যে আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বঙ্গানুবাদ (কাব্য)। প্রকাশিত নাটক : সীতা (১৯২৪), দিগ্বিজয়ী (১৯২৮), নাদির শাহ, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া (১৯৩১) বাংলার মেয়ে (১৯৩৪), পতিব্রতা (১৯২৪), পথের সাথী (১৯৩৫), নন্দরাণীর সংসার (১৯৩৬), মাকড়সার জাল (১৯৩৯), মহামায়ার চর (১৯৪০), রাবণ, পরিণীতা প্রভৃতি। উপন্যাসের নাট্যরূপ : মহানিশা (অনুরূপা দেবী), পথের যাত্রী (ঐ), স্পর্শের প্রভাব (বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়), অচল প্রেম (ঐ), বাংলার মেয়ে (প্রভাবতী দেবী সরস্বতী), চরিত্রহীন (শরৎচন্দ্র) প্রভৃতি। রেকর্ড নাট্য : মীরাবাঈ, নিমাই সন্ন্যাস, প্রতাপাদিত্য, তুলসী দাস, ফুল্লরা, কৃষ্ণসুদামা, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, বিরহমিলন প্রভৃতি।

যোগেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কুসুম (১৩২২)।

যোগেশ চন্দ্র দে (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস : নগনন্দিনী (নিত্যদাস রায় সহ—১৮৮০)।

যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক : জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব।

যোগেশ চন্দ্র বসু (৪।৩।১৮৮৪—৩০।১০।১৯৫৪)। জন্ম : কাঁথি, মেদিনীপুর। নিবাস : অমর্শী, গোনারা। মৃত্যু : কাঁথিতে। পিতা : রায় সাহেব জ্ঞানদাচরণ বসু। বিভিন্ন জেলায় সরকারী সেটেল্‌মেণ্ট্ ও খাসমহল বিভাগের কর্মী (১৯০৭—৪০)। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট। বহু সাময়িক পত্রের লেখক। ঐতিহাসিক। সম্পাদক: মাসিক সুরভি (১৩১৯), সাপ্তাহিক মেদিনী বাণী (১৩৪৫)। বিভাগীয় সম্পাদক: বঙ্গীয় মহাকোষ (১৩৪২), প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গ সাহিত্যে মেদিনীপুর (১৩২১), মেদিনীপুরের ইতিহাস ১ম (১৩২৮), ঐ ২য় (১৩৪৬), বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন (১৩৩২), মেদিনীপুরের কথা (১৩৩৮), বঙ্কিম সাহিত্যে স্বপ্নদর্শন (১৩৩৯), বঙ্কিম সাহিত্যে নৌকা-যাত্রা (১৩৪৫), মেদিনীপুরের প্রথম যাহারা (১৩৫৬), স্বদেশের ইতিহাস (১৩৫৭) প্রভৃতি।

যোগেশ চন্দ্র বসু (২৯।১।১৮৮৫—১৭।১১। ১৯৩৩)। ছদ্মনাম: গল্পদাদা। জন্ম: দক্ষিণ বারাসতে বড় বোস নামে বিখ্যাত জমিদার বংশে, মৃত্যু: কলিকাতায় স্বগৃহে ৫/১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে (অধুনা কেশবচন্দ্র ষ্ট্রীট)। পিতা: কেদার নাথ বসু, মাতা: বরদায়িনী বসু, পুত্র: সাংবাদিক—সাহিত্যিক কমল বসু, বিমল বসু ও নির্মল বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও এল্. এল্. বি। কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাত-নামা আইনজীবী,—হিন্দু মিউচ্যুয়াল ইন্‌সিওরেন্সের প্রতিষ্ঠাতা—সেক্রেটারি। পেষ্ট্‌বোর্ড ও পেপারমিল স্থাপনে প্রথম বাঙ্গালী উদ্যোক্তা। বালিগঞ্জ বোসপুকুরে (কসবা) ৮১ বিঘা জমিতে শিক্ষিত তরুণ-দের কৃষিকর্মে উৎসাহিত করার কাজে নিবেদিতপ্রাণ। ছাত্র জীবনে আন্তঃকলেজ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে ভারতের ছোট লাট বেকারসাহেবের কাছ থেকে রূপো বাঁধানো যষ্টি পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রথম কলিকাতা কংগ্রেসের সভা-পতি (১৯০৫), দাদাভাই নরোজীর একান্ত সচিব—সুবক্তা। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর (অধুনা আকাশবাণী) কলিকাতা কেন্দ্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিনে (২৬।৮।১৯২৭) ছোট-দের আসরের (বর্তমানে গল্প দাদুর আসর) প্রতিষ্ঠাতা—পরিচালক। গল্পদাদা ছদ্মনামে আমৃত্যু উক্ত আসরের পরিচালক, আসরে ছোটদের উপযোগী গল্পকথক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলার নচিকেতা (১৯৩১), গল্প-দাদার কথা (১৯৩৩)।

যোগেশ চন্দ্র বাগল (২৭।৫।১৯০৩/১৩ ২।১৩১০—৭।১।১৯৭২)। জন্ম: অধুনা বাংলাদেশে বাখরগঞ্জের কুমারী পাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস: বরিশালের চলিশা গ্রাম। পিতা: জগবন্ধু বাগল। কদমতলা হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা, বাগের-হাট কলেজ থেকে আই. এ. (১৯২৪), কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ। ইংরাজীতে এম. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নীরদ চৌধুরী প্রভৃতি সহকর্মী সহ প্রবাসী ও মডার্ণরিভিউ-এর সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী (১৯২৯—৩৫, ১৯৪১—৬১), দেশ পত্রিকার সহ সম্পাদক (১৯৩৫—৩৪), ১৯৬১ খ্রীঃ দৃষ্টিহীনতার পূর্ব পর্যন্ত স্বকর্মে ব্রতী। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রেরণায় গবেষণা কর্মে নিযুক্ত। ১৯৩১ খ্রীঃ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। Indian Historical Records Commission এবং Regional Records Commission (পশ্চিমবঙ্গ)-এর সঙ্গে যুক্ত।

গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি হিসাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৫৬)। সরোজিনী বসু স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৬২) এবং শিশির কুমার পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৬)। বিদ্যাসাগর স্মৃতি বক্তৃতা (১৯৫৮) এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা দান। প্রথম রচনা 'রুস্তমজী' ভারতবর্ষ পত্রিকায় (চৈত্র ১৩৩৮—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯) প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহসীর জয়যাত্রা (১৩৪৫), জগৎ কোন পথে (১৩৪৬), মুক্তির সন্ধানে ভারত (১৩৪৭), উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৩৪৯), জাতির বরণীয় যারা (১৩৪৯), মহাসমরের মুখে (১৩৪৮), রাধাকান্ত দেব (১৩৪৯), বীরত্বের রাজটীকা (১৩৫০), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৫২), মার্কিন জাতির কর্মবীর (১৩৫০), জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত (১৩৫২), রাজনারায়ণ বসু (১৩৫২), জাতিবৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (১৩৫৩), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৩৫৪), ভারতের মুক্তিসন্ধানে (১৩৫৫), রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৫), বিদ্রোহ ও বৈরিতা (১৩৫৬), সংকল্প ও সাধনা (১৩৫৬), বাংলার জনশিক্ষা ১৩৫৬), বাংলার স্ত্রীশিক্ষা (১৩৫৭), Beginning of Modern Education in Bengal, Women's Education (১৯৪৪), Bethune School, History of Indian Association, Peasant Education in Bengal (১৯৫৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বঙ্কিম রচনাবলী, (৩ খণ্ড), রমেশ রচনাবলী।

যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাস। সাহিত্য ভারতী (১৯১৩—)। জন্ম : জলপাইগুড়ি জেলায়। নিবাস : নবদ্বীপে ও পরে কলিকাতায়। কাশীতে ও কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। বি.এ. পাঠকালে পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ী। জীবনবীমা কোম্পানীর চাকুরে (১৯৪৩—৭৩)। অবসর প্রাপ্ত (১৯৭৩)। অকৃতদার। স্বামী মহানন্দ গিরি, সাধু তারাচরণ, শঙ্করী মাতাজী, স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সাধক সাধিকার সান্নিধ্য প্রাপ্ত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙ্গালা অমর কোষ (পদ্যে—সত্য কিংকর বিশ্বাস সহ), সেদিন কুরুক্ষেত্রে (গীতার মর্মব্যাখ্যা)।

যোগেশ চন্দ্র মজুমদার (৪।৯।১৮৮৩/১৮ ৫।১২৮৯—২৭।৮।১৯৭৪/১০।৫।১৩৮১)। জন্ম : আজমীর, রাজস্থান। মৃত্যু : নূতন দিল্লী। পৈত্রিক নিবাস : হালিশহর, ২৪ পরগণা। পিতা : হরচন্দ্র মজুমদার, মাতা : মনোমোহিনী। ভাগলপুর টি. এন্. জুবিলি কলেজের ছাত্র। রেলওয়ে বোর্ডের কর্মী। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রবাসী, মন্দির, উদ্বোধন, সংহতি, বিশ শতক, কথা সাহিত্য, ভারতবর্ষ, সন্দেশ প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রাকাশিত গ্রন্থ : দাদুবাণী (কাব্যানুবাদ—১৩৫৮), কবীর বাণী (ঐ ১৩৬২)।

যোগেশ চন্দ্র মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান (১৮৯১)।

যোগেশ চন্দ্র মিত্র (১২৮২—×।১০) ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। অর্থনীতিবিদ—বীমা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপণ্ডিত। গোরক্ষপুর

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অর্থনীতি শাখার সভাপতি (১৩৩৩)। বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবনবীমাতত্ত্ব।

যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (২০।১০। ১৮৫৯—৩০।৭।১৯৫৬)। জন্ম : দিনারা, আরামবাগ, হুগলী। পিতার কর্মস্থল বাঁকুড়া জেলা। স্কুলে অধ্যয়নকালে পিতার মৃত্যু। পিতার মৃত্যুর পর বর্ধমান রাজ স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৮৭৮), বৃত্তি সহ এফ.এ. (১৮৭৯), হুগলী কলেজ থেকে ১ম বিভাগে বি. এ. (১৮৮২), বোটানিতে এম.এ. (১৮৮৩)। কটক র‍্যাভেনশা কলেজের অধ্যাপক। কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও পুনরায় কটক কলেজে ৩০ বৎসর অধ্যাপনার পর অবসরপ্রাপ্ত (১৯২০)। অবসর গ্রহণের পর আমৃত্যু বাঁকুড়াবাসী। দীর্ঘদিন বাঙ্গলা ভাষা চর্চা, জ্যোতির্বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা চর্চার ফলে উক্ত বিষয়সমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লব্ধ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য, কয়েক বৎসর সহ-সভাপতি ও এক বৎসর সভাপতি। বিজ্ঞান পরিষদ, উদ্ভিদবিদ্যা পরিষদ ও উৎকল সাহিত্য সমাজের সভ্য। বাঙ্গালা বানানে দ্বিত্ববর্জিত নূতন রীতির প্রবর্তক। সহজসারল্য ও তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগ গদ্যের বৈশিষ্ট্য। প্রবাসী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন ও ভারতবর্ষ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। পুরীর পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক বিদ্যানিধি উপাধি। Ancient Indian life গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার, পূজাপার্বণ গ্রন্থের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী পদক এবং বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধি দ্বারা (১৭।৪।১৯৫৬) সম্মানিত। বিজ্ঞানভূষণ ও রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত। ছাতনায় চণ্ডীদাস স্মৃতিমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ (১৯০৩), রত্নপরীক্ষা (১৯০৪), বাঙ্গালা ভাষা ৪ খণ্ড (১৩১৫—১৭, ১৩১৯, ১৩৩০), শঙ্কুনির্মাণ (১৩৫৯), শিক্ষাপ্রকল্প (১৩৫৫), পূজাপার্বণ (১৩৫৮), কোন পথে (১৩৫৯), বেদের দেবতা ও কৃষ্টি কাল (১৩৬১), কি লিখি (১৩৬৩), রাণী বিশ্বেশ্বরী (১৩৩৩), শিক্ষাপ্রকাশ (১৩৫০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার (১৩৫৭), পৌরাণিক উপাখ্যান, বাঙ্গালা শব্দ কোষ (১৩২০), চণ্ডীদাস চরিত (পদ্যে), A primer physiography (১৮৯৯), The first point of Aswani প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : সিদ্ধান্ত দর্শন।

যোগেশচন্দ্র সিংহ (১৮৫৭—১৯৩১)। জন্ম : পাঁচথুপি, মুর্শিদাবাদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কালের স্রোত (দার্শনিক গ্রন্থ— ১৩১৮)। হিন্দু আইন (১২৯৮), মুসলমান আইন (১৩১৮)।

রইসউদ্দীন (১৯০১—)। জন্ম : মাগুরা, যশোর। স্কুল পর্যন্ত শিক্ষা। সঙ্গীতজ্ঞ —সঙ্গীতের শিক্ষক। বাংলাদেশবাসী। দাউদ সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৬৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবেশিকা সঙ্গীত শিক্ষা-পদ্ধতি (১৯৫৪), ছোটদের সা-রে-গা-মা, অভিনব শতরাগ (১৯৬৭)।

রউফ। প্রকৃত নাম: আবতুল রউফ চৌধুরী। জন্ম: ভাটীপাড়া, সুনামগঞ্জ মহকুমা, শ্রীহট্ট। পত্নী: ফরুন্নেছা বানু। পত্নী বিয়োগের পরে রচিত কাব্য: বিচ্ছেদ সঙ্গীত (৩৭টি গানের সংকলন,—মুদ্রিত ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে।

রওসন আলি। সম্পাদক: মাসিক কোহিনূর (কুমারখালি—১৩০৫)।

রওসন ইজদানী (১৯১৭—৬৭)। জন্ম: বিত্তাবল্লভ, কেন্দুয়া, মৈমন সিংহ। স্থানীয় হাই স্কুল ও হাফিজিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, বাংলাদেশবাসী। সংবাদপত্র ও প্রকাশনা-সংস্থার কর্মচারী। কবি। আদমজী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৬০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ভাংগা বীণা (১৯৪৪), নীল দরিয়া (১৯৪৬), বজ্রবাণী (১৫৪৭), বাহগীর (১৯৪৯), কয়েকটি কবিতা (১৯৬০)। গাথা: চিনুবিবি (১৯৪৯), খাতামুন নবীঈন (১৯৫৩)। সংগীত: বন্ধের বাঁশী (১৯৪৭), রংগিলা বন্ধু (১৯৫১)। নক্সা: চলতি তুনিয়া। জীবনী: ইসলাম জাহানের তুই ছেতারা হজরত ওমর ও খালেদ। প্রবন্ধ: পাকিস্তান পরিকল্পনা (১৯৪৩), পাকিস্তানের জংগনামা। সম্পাদিত গ্রন্থ: মোমেন শাহীর লোক-সাহিত্য (১৩৬৪)।

রঘুনন্দন গোস্বামী (ডট্টাচার্য) (১১৯৩ বঙ্গাব্দ/১৭৮৬ খ্রীঃ—?)। জন্ম ও নিবাস: মড়োগ্রাম, বর্ধমান। পিতা: নিত্যানন্দ বংশীয় কিশোরী মোহন গোস্বামী, মাতা: উষা। বর্ধমান জেলায় এড়াল-বাহাদুরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে গণেশচন্দ্র বিত্তালংকারের নিকট ব্যাকরণ ও পিতার নিকট ভাগবতে শিক্ষা প্রাপ্ত। বৈষ্ণব কবি। ৩০টি সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮ বৎসর বয়সে কবিতা রচনার সূত্রপাত। রামরসায়ন ৪৫ বৎসর বয়সে রচিত। বহু বৈষ্ণব পদ "গীত মালায়" সংকলিত। রচনা: শ্রীশ্রী রাধামাধবোদয় প্রকাশ (১২৯৭), গৌরাঙ্গ চম্পূ (সংস্কৃতে রচিত,—অসম্পূর্ণ), ভাগবত সিদ্ধান্ত, গীতমালা (প্রকাশ ১৩০৯), শ্রীরাম রসায়ন (ঐ ১৩০৮)। রামরসায়ন রামায়ণ অবলম্বনে রচিত বৃহৎ কাব্য। বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, বিবিধ পুরাণ এবং রামলীলা বিষয়ক কাব্যাদি অবলম্বনে রচিত কবিত্বময় বিশাল কাব্য রামরসায়ন। এই কাব্যে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণেরও প্রভাব আছে।

রঘুনন্দন গোস্বামী। জন্ম: সেনহাটী, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শক্তিসঞ্চয়।

রঘুনাথ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: পথের দাবীর শেষ কথা।

রঘুনাথ দাস (১৯শ শতাব্দী—আ: ১৭৩৮-১৮২৪)। নিবাস: হাওড়া, শালিখা, মতান্তরে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়, মতান্তরে চুঁচুড়ায়। জাতিতে তন্তুবায়, মতান্তরে কর্মকার। কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা। কবিওয়ালা গোঁবালা গুঁই-এর শিষ্য এবং রাসু নৃসিংহ হরুঠাকুরের গুরুস্থানীয়। দাঁড়াকবির প্রবর্তক। হরু-ঠাকুরের গানে রঘুনাথের ভণিতা আছে। মহলাল মিশ্র সংকলিত প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান ও তুর্গাদাস লাহিড়ী সংকলিত বাঙ্গালীর গান-এ রঘুনাথের ভবানী বিষয়ক

আগমণী পর্যায়ের ও বিরহের গান সংকলিত হয়েছে।

রঘুনাথ দ্বিজ (১৬ শ শতাব্দী)। রচনা: মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব (১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত)। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবের (মৃত্যু ১৫৬৭) সভায় রঘুনাথের কাব্য পঠিত হোত।

রঘুনাথ দ্বিজ (১৮ শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম: রঘুনাথ চক্রবর্তী। রচনা: সত্যনারায়ণের পুঁথি (১৮৭০ খ্রীঃ মুদ্রিত)।

রঘুনাথ দ্বিজ (১৯শ শতাব্দী)। রচনা: সত্যনারায়ণের পাঁচালী (লিপিকাল—১২৬৬)।

রঘুনাথ দে (৮।১২।১২৬৭ বঙ্গাব্দ— ?) নিবাস: গোবিন্দ সরকার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একাউন্‌টেন্ট। ভারতী, নবজীবন, সুরভি ও পতাকা পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সংগীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান'-এ একটি মাত্র সংগীত সংকলিত।

(ডঃ) রঘুনাথ মল্লিক এম. এ., পি. এইচ. ডি. (ক. বি.)। জন্ম: মানিকতলা, কলিকাতা। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। স্বাধীনতা সংগ্রামী। আইন গঠনকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে আগত। পরে সংস্কৃত চর্চায় ব্যাপৃত। কালিদাসের রচনাবলীর বাংলা ও ইংরাজীতে অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কালিদাসের গল্প।

রঘুনাথ মাইতি, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাশাস্ত্রী। জন্ম: মাণিকজোড়, মেদিনীপুর। পিতা: রামচন্দ্র মাইতি। কবিরাজ। স্বদেশী আন্দোলনের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: হোমশিখা (১৩৪৩), গান্ধীকথা (১৩৪৫), স্বদেশ (১৯৫১)।

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় (৪।৪।১৯৫৭) বি. কম্. (ক. বি. ১৯৮০)। জন্ম ও পৈতৃক-নিবাস: গড়িয়া, ২৪ পরগণা। পিতা: নীহার বিন্দু মুখোপাধ্যায়, মাতা: প্রতিভা। বর্তমান নিবাস: তিলজলা, কলিকাতা—৩৯। ইণ্ডিয়ান এ্যাসট্রোলজিক্যাল রিসার্চ প্রজেক্টের আজীবন সভ্য। কবি। দিশারী, সারথি, নয়নতারা, পুষ্পরাগ, প্রিয়ংবদা, পুনশ্চ, কলাবৌ, আহুতি, কাবেরী, নীলিমা, ভগ্নদূত, রূপসী, ফল্গুধারা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদক: পারিজাত (পূজা-সংখ্যা ১৯৮০)।

রঘুনাথ রায়। দেওয়ান মহাশয় দ্রষ্টব্য (২য় খণ্ড)।

রঘুনাথ শুকুল। প্রকাশিত গ্রন্থ: মেঘদূত (১৮৯৭), বর্ষচক্র (কাব্য ১৩০৩)।

রঘুনাথ সার্বভৌম (১২৫১—১৩১০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: বিশ্বনাথপুর, ক্ষেত্রকোণা, মৈমনসিংহ। মৃত্যু: মৈমনসিংহ। নবদ্বীপ থেকে সার্বভৌম উপাধিপ্রাপ্ত। এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তক প্রকাশ বিভাগের কর্মী ও পরে নারায়ণডহরের জমিদারের সভাপণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিশ্ববিজ্ঞানতত্ত্বপ্রকার (সংস্কৃত ও বাংলা)

রঘুবীর নারায়ণ দে (১১।১০।১৯৪৮—) বি. এ.। জন্ম: নওপাড়া, রূপদহ, নদীয়া। পিতা: সুবীর কুমার দে, মাতা: শঙ্করীবালা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী। সম্পাদিত

পত্রিকা : সংলাপ (১৯৭২-৭৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : তেজস্বী বাঙালী (শিশুদের—১৯৭২)।

রঘুদূত গায়েন (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম : নেত্রকোনা, মৈমনসিংহ। পালাগান রচয়িতা। রচিত পালা : কঙ্ক ও লীলা।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (×।১২।১৮২৭—১৩।৫।১৮৮৭)। জন্ম : বর্ধমান জেলার কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : রামেশ্বরপুর। পিতা : রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : হরসুন্দরী। আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় মাতুলালয়ে লালিত। বাকুলিয়া পাঠশালা, মিশনারী স্কুল ও হুগলী মহসীন কলেজের ছাত্র। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কলেজ ত্যাগ (১৮৪৩)। বিবাহ (১৮৪১)। ইংরাজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন উড়িয়া সাহিত্যে পণ্ডিত। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (৬ মাস—১৮৬০), নদীয়ার ইনকামট্যাক্স এসেসর ও ডেপুটি কালেক্টর (১৮৬০), উড়িষ্যার বালেশ্বরে অস্থায়ী স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টর (১৮৬৩), কটকে ২০০ টাকা বেতনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর (১৮৭৯—৮২)। কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রেরণায় সংবাদ প্রভাকরে সাহিত্য চর্চার সূচনা। এডুকেশন গেজেট, রহস্য সন্দর্ভ, মানসী, নারায়ণ, প্রয়াস প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গলায় গদ্য-পদ্য রচনাপ্রকাশিত। উড়িষ্যায় উৎকল দর্পণ নামক উড়িয়া সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব ও উড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখক। ইংরাজী-সাহিত্য প্রভাবিত প্রথম বাঙ্গালী কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম ইতিহাশ্রিত স্বদেশ-প্রেমমূলক আখ্যায়িকা কাব্য ও রোমান্টিক প্রেমমূলক আখ্যায়িকা কাব্য রচয়িতা। ইংরাজী সাহিত্যে অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজী সাহিত্যের ব্যাপক ও গভীর প্রভাবের অভাব, প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য রচনাতেই দৃষ্টিভঙ্গী নিবদ্ধ। সহসম্পাদক : এডুকেশন গেজেট। সম্পাদক : সংবাদ রসসাগর (১৮৫০—৫২) পরে পরিবর্তিত নাম : সংবাদ সাগর (১৮৫২—৫৯), সাপ্তাহিক বার্তাবহ (১৮৬০—৬২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঋতু সংহার (কালিদাসের কাব্যের অনুবাদ—১৮৫১), ভেক্‌মূষিকের যুদ্ধ (হোমারের নামে প্রচলিত কাব্যের অনুবাদ—১৮৫৮), পদ্মিনী উপাখ্যান (রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বনে স্বদেশপ্রেমমূলক—১৮৫৮), কর্মদেবী (রাজস্থানের সতীবিশেষের চরিত্র অবলম্বনে—১৮৬২), সুরসুন্দরী (রাজস্থানী বীরবালা চরিত্র অবলম্বনে—১৮৬৮), কুমার সম্ভব (কালিদাসের পদ্যানুবাদ—১৮৭২), নীতি পুষ্পাঞ্জলি, কাঞ্চী কাবেরী (উৎকল দেশীয় বীররসের আখ্যান—১৮৭৯)। প্রবন্ধ : বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৫২), শরীর সাধনী বিদ্যার গুণকীর্তন (১৮৬০), ইউরোপ ও এস্যাখণ্ডস্থ প্রবাদ-মালা (১৮৬৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ : কবি কঙ্কনচণ্ডী (১৮৮২)।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, কাব্যরত্নাকর (১৪।৩।১২৫০/২৭।৬।১৮৪৩—?)। জন্ম : রাহুতা, নৈহাটী, ২৪পরগণা, মৃত্যু : ডাঁড়কা, বীরভূম। পিতা : বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতা : ভবসুন্দরী, ভ্রাতা : প্রখ্যাত ব্যঙ্গ সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও কবি হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পিতামহ : কবি লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। রাহুতা গ্রামের স্কুলে ও পুরুলিয়া স্কুলের ছাত্র। সুযোগের অভাবে উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত। নিজ চেষ্টায় ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও গণিতে

ব্যুৎপন্ন। বুলটি গ্রামে ইংরাজী বাংলা বিদ্যালয়ের ও চন্দননগর স্কুলের শিক্ষক—কলিকাতা টঁ্যাকশালের কর্মী, বীরভূমের ডাঁড়কা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কবিতার পাদ পূরণে দক্ষ। ডাঁড়কা স্কুল পরিদর্শন কালে পরিদর্শক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা কবিত্বশক্তিতে প্রশংসিত। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ডাঁড়কা ত্যাগ করে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত। গাজীপুরে অবস্থানকালে তত্রস্থ পণ্ডিত ঠাকুর দত্তের কাছে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, পাণিনি ব্যাকরণ, ভাগবত ইত্যাদি, কানপুরের নিকটবর্তী ব্রহ্মাবর্তের পণ্ডিত গিরিজা দত্ত শাস্ত্রী এবং নয়াগাঁয়ের পণ্ডিত মন্নূলাল শাস্ত্রীর নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, বেদ, পুরাণ ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। কাশীতে পরমহংসের নিকট গায়ত্রীমন্ত্রে, পরে তারা-মন্ত্রে দীক্ষিত। কলিকাতায় ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা (১২৯০)। পরে স্বগ্রামে প্রেস স্থানান্তরিত। ভ্রাতা ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় বিশ্বকোষ অভিধান রচনায় ব্যাপৃত। সোমপ্রকাশ, জন্মভূমি, কল্পদ্রুম, আর্যদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। স্বভাব কবি। মুখে মুখে কবিতা রচনায় ও পাদপূরণে সমর্থ। বহুসংখ্যক সঙ্গীত ও পাঁচালী রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিশ্বকোষ ১ম ও ২য় ভাগ (ত্রৈলোক্যনাথ সহ ১৮৮৫), শরৎশশী, চিত্তচৈতন্যোদয় (কাব্য—১৮৬৭), সঙ্গীত উপদেশ (১৮৬৪), বিজ্ঞান দর্শক, বৈরাগ্য বিপিন বিহার (কাব্য—১২৮৫), হরিদাস সাধু (জীবনী—১২৯০)।

রঙীনচন্দ্র হালদার (৪।৩।১৮৯২—৯।১২। ১৯৭৯/২২।৮।১৩৮৬)। জন্ম : বিদগাঁ, বিক্রমপুর, ঢাকা, মৃত্যু : পাটনা, বিহার। পিতা : প্রমদাকান্ত হালদার। নোয়াখালিতে শৈশব অতিবাহিত। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯১১) করে কলিকাতায় আগমন, ও বি.এ. পাশ (১৯১৫) করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যঃ প্রবর্তিত পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ববিভাগের প্রথম বৎসরের ছাত্র হিসাবে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯১৮)। মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক—গবেষক গিরীন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে ও বসু পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ,—পার্শিবাগানে গিরীন্দ্রশেখরের গৃহে অনুষ্ঠিত উৎকেন্দ্রিক সভার সদস্য, সাইকো এনাইলিটিক সোসাইটির প্রবর্তক—সভ্য। পাটনার বিহার ন্যাশন্যাল কলেজের দর্শন ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক (১৯১৮), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান শাখার অধ্যক্ষ। ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ্ সাইকোএনালিসিস সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি। বিহার ন্যাশন্যাল কলেজে বাঙ্গালা পড়ানোর উদ্যোক্তা। পাটনায় রবীন্দ্র সভার প্রতিষ্ঠাতা। বৈষ্ণব সাহিত্যে পারদর্শী। অকৃতদার। রবীন্দ্র কাব্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষক। বাঙ্গালা ভাষায় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ রচয়িতা। মনোবিকার শীর্ষক প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : মার্কস্ ও ফ্রয়েড, কবিতা ও মনস্তত্ত্ব।

রঙ্গিল নারায়ণ কুমার (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : কোচবিহার মাসিক পত্র (কোচবিহার—১২৮৪)।

রজবউদ্দিন। আসামের কাছাড় জেলার অধিবাসী। রচনা : মুর্শিদি ভাটিয়ালী ও কটন জালুয়ানীর গীত। এই গ্রন্থে কয়েকটি রাধাকৃষ্ণলীলার গান সংযুক্ত আছে।

রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ। সম্পাদক : মাসিক অরুন্ধতী (বরাহনগর—১৩০২)।

রজনীকান্ত গুপ্ত (২৯।৫।১২৫৬/১৩।৯। ১৮৪৯—৩০।২।১৩০৭/১৩।৬।১৯০০)। জন্ম :

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার মতুগ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: তেওটা, ঢাকা। পিতা: কমলাকান্ত গুপ্ত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে এন্‌ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন করেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য পড়াশুনা স্থগিত। সাহিত্য সাধনাকে জীবিকারূপে গ্রহণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালার পরীক্ষক। এডুকেশন গেজেট ও বঙ্গবাসী পত্রিকার লেখক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য ও কার্যনির্বাহী সমিতির সভ্য। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক (১৩০১-৩)। জয়দেব চরিত প্রবন্ধ লিখে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে পুরস্কৃত। ২০ বৎসরের সাধনায় সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গদ্যভাষা ওজোগুণসম্পন্ন সুসংবদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ: জয়দেব চরিত (১৮৭৩), পাণিনি (১৮৭৫), প্রবন্ধমালা (১৮৭৭), প্রবন্ধ কুসুম (১৮৭৯), সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস ৫ খণ্ড (১৮৭৯-১৯০০), নবচরিত (Cotton-এর New India-র অনুবাদ—১৮৮৩), ঐতিহাসিক পাঠ (১৮৮২), আর্যকীর্তি ৫ খণ্ড (১৮৮৩-৮৫), ভারত কাহিনী (১৮৮৩), শিখ (১৮৮৩), ভারতের ইতিহাস (১৮৮৬), ভারত প্রসঙ্গ (১৮৮৮), ভীষ্ম চরিত (১৮৮৮), আমাদের জাতীয় ভাব (১৮৯১), স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯৩), প্রবন্ধ মঞ্জরী (১৮৯৪), আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৯৪), প্রতিভা (১৮৯৬), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯০২), বীর মহিমা (১২৯২), চরিতকথা (১৯১৯)।

রজনীকান্ত গুহ (১৯।১০।১৮৬৭—১৩। ১২।১৯৪৫/২৭।৮।১৩৫২)। জন্ম: জামুরিয়া, মৈমনসিংহ। পিতা: উমাকান্ত গুহ। ছাত্রবৃত্তি (১৮৮১), মৈমনসিংহ ইনষ্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৮), ঢাকা কলেজ থেকে এফ. এ. (১৮৯০) ও ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৮৯২)। প্রথম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করে এম. এ. (১৮৯৩) উত্তীর্ণ। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক,—ভবানীপুর এল. এম্. এস্. কলেজের শিক্ষক,—কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক (১৮৯৪—৯৬), বাঁকিপুরে কয়েকজন বন্ধু সহ রামমোহন রায় সেমিনারি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক (১৮৯৭-১৯০১), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক (১৯১১) ও পরে অধ্যক্ষ। মৈমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক (১৯১১—১৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯১৩—১৪), সিটি কলেজের অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ (১৯৩৬)। আদর্শ শিক্ষক ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, গ্রীক, ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন। মূল গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মূল গ্রীক থেকে অনুবাদ: সম্রাট মার্কাস আরেলিয়াস, অ্যান্টোনিয়াসের আত্মচিন্তা. মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ। মৌলিক রচনা: সেক্রেটিস (২ খণ্ড)।

রজনীকান্ত ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভূগোল বিদ্যাসার (১৮৭১), ভারত কুটীর (১২২৩ সংবৎ)।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী (?—১৯১৫)। জন্ম: মালদহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: গৌড়ের ইতিহাস।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত কাব্য: চিত্তোন্মাদিনী (১৮৭৮)।

রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৯—১৯১৫)। জন্ম: খয়েরাবাদ, বরিশাল, পিতা:

গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়। স্বদেশপ্রেমিক কবি। নবীনচন্দ্র সেনের দ্বারা প্রভাবিত। প্রকাশিত কাব্য : ভারতে উষা (১২৯১), সাধনা (দেশাত্মবোধক কাব্য—১৩১৪)।

রজনীকান্ত চৌধুরী, কাব্যবিনোদ। জন্ম : মৈমনসিংহ। প্রকাশিত সঙ্গীত গ্রন্থ : সুষমা।

রজনীকান্ত চৌধুরী। ছদ্মনাম : বাঘা-তেঁতুল। সাময়িক পত্রিকায় ব্যঙ্গলেখক। সম্পাদক : দুর্মুখ (মৈমন সিংহ)।

রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ। জন্ম : বাঘ-আঁচড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শব্দসিন্ধু অভিধান (১৯০৮)।

রজনীকান্ত বিশ্বাস, ডেভিড্ (১৯শ শতাব্দী) খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। সম্পাদক : মাসিক অবকাশ, সহচরী (১৮৭৩)। পরিচালক : মাসিক বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান (জুন ১৮৭৪)।

রজনীকান্ত ভাদুড়ী। জন্ম : চন্দননগর। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীকান্ত ভাদুড়ী।

রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক : মাসিক চিকিৎসাদর্শন (মোল্লাবেনিয়া, নদীয়া, ১২৯৪), মাসিক জগদ্ধাত্রী (১৩০০)।

রজনীকান্ত রায়, দস্তিদার (২৮।৯।১২৮৪ —২৯।১২।১৩৬২ বঙ্গাব্দ) এম্. এ. (১৮৯৮), জ্যোতির্বিশারদ, বিদ্যাভূষণ, সাহিত্য ভারতী, তত্ত্বসিন্ধু। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ও পরে এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—সঙ্গীতানুরাগী। সঙ্গীত প্রবেশিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিক গ্রন্থ : মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ, স্বাস্থ্য সুখ ও চির-যৌবন লাভের উপায়, কোষ্ঠবদ্ধতা ও প্রতিকার।

রজনীকান্ত শর্মা (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক : কুমুদ কামিনী (ঢাকা—১৮৭৬)।

রজনীকান্ত শেঠ চৌধুরী। জন্ম : ভাঙ্গা-মোড়া, হুগলী। গ্রন্থ : শ্রী অদ্বৈত গৌরাঙ্গ।

রজনীকান্ত সাহিত্যতীর্থ (১২৭৬—৭। ১০।১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : থিতাপচর, চট্টগ্রাম। পিতা : কালীকিঙ্কর স্মৃতিভূষণ। চট্টগ্রাম সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিবুধ বিনোদনম্, চট্টলা-বিলাপম্, মদনোৎসবম্, বিদ্যাশতকম্। বাঙ্গালা গ্রন্থ : ব্রহ্মযজ্ঞ, প্রাণের কথা, নিশি অবসান সঙ্গীত, রজনী সঙ্গীত।

রজনীকান্ত সেন (১২।৪।১২৭২/২৬।৭ ১৮৬৫—২৮/৫/১৩১৭/১৩।৯।১৯১০)। কান্ত কবি নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম: ভাঙ্গাবাড়ী, পাবনা। মৃত্যু : কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে। পিতা : পদচিন্তামণি নামে কীর্তন গ্রন্থ ও অভয়া বিহার গীতিকাব্য রচয়িতা গুরুপ্রসাদ সেন, মাতা : মনোমোহিনী, পত্নী : হিরণ্ময়ী। কোচবিহার জেনকিন্স থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৩), রাজশাহী কলেজ থেকে এফ. এ., কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এল. (১৮৯১)। রাজশাহী কোর্টের উকীল, নাটোর ও নওগাঁর মুন্সেফ। বাল্যকাল থেকে কালীসঙ্গীত রচনার মাধ্যমে কবিত্বশক্তি প্রকাশিত। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। প্রবেশিকা পাশের পর বিবাহিত (৪।২।১২৯০)। 'উৎসাহ' মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত উৎসাহ পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। দেশপ্রেম ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনায় ও হাসির গান রচনায় দক্ষ। স্বরচিত সঙ্গীতের সুরকার ও গায়ক। ক্যানসার রোগে কণ্ঠ স্তব্ধ ও মৃত্যু। প্রথম কবিতা 'আশা' আশালতা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত, সহজ আন্তরিকতা সরলতা ও প্রসন্নমধুর হৃদয়ের প্রকাশ সঙ্গীতগুলিকে হৃদয়গ্রাহী করেছে। প্রকাশিত কাব্য ও সঙ্গীত গ্রন্থ :

বাণী (১৯০২), কল্যাণী (১৯০৫), অমৃত (১৩১০), আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়ার গান—১৯১০), বিশ্রাম (১৯১০), অভয়া (১৯১০), সদ্ভাব কুসুম (১৯১৩), শেষ দান (১৯২৭), গীতিগুঞ্জ (গীতি সংকলন)।

রজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন (১২৬১-১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : নাগধারা, ঝালকাঠি, বরিশাল। পিতা : জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য। বরিশাল ও নবদ্বীপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বলিমীমাংসা।

রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : রাধাবিলাপ (মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যের অনুসরণে ১৮৭২), বরাঙ্গনা কাব্য (বীরাঙ্গনার অনুসরণে, বরিশাল ১৮৭৬), প্রবাসী বিলাপ (ময়মনসিংহ ১৮৭৮)।

রজনীনাথ দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। আদি নিবাস : চুপী, পূর্বস্থলী, বর্ধমান। পিতা : মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা।

রজনী নাথ দাশগুপ্ত। কবি। প্রকাশিত কাব্য : অশ্রুপ্রবাহ (১৯০৩)।

রজনীরঞ্জন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভ্রমণ স্মৃতি, Holy City Benaras.

রজবউদ্দিন। নিবাস : কাছাড়, আসাম। কবি। রচনা : মুর্শিদি ভাটিয়ালী ও কটন জালুয়ানী গীত। এই গ্রন্থে কয়েকটি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ আছে।

রঞ্জন (ছদ্মনাম)। প্রকৃত নাম : নিরঞ্জন মজুমদার। ক্যাপিট্যাল পত্রিকার পরিচালক সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : শীতে উপেক্ষিতা (শীতকালীন দার্জিলিং ভ্রমণ), অন্যপূর্বা।

রঞ্জনকুমার দত্ত (১১।৯।১৩২০/২৫।১২। ১৯১৪—)। জন্ম : সাকুটিয়া গ্রাম, কেশবপুর থানা, যশোর, বাংলাদেশ। স্থায়ী নিবাস : বেলিয়াঘাটা, বারুইপুর, ২৪পরগণা। বর্তমান নিবাস : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর। পিতা : জ্ঞানদাচরণ দত্ত, মাতা : কিরণবালা। সুফলাকাঠি (পোঃ সরুটিয়া) হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও প্রাইভেটে আই. এ. পাশ। কংগ্রেসকর্মী, সমাজসেবী—সাহিত্যিক। প্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্পাদিত শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত (১৯৩৯)। দৈনিক ভারত, দৈনিক লোকসেবক, দৈনিক জনসেবক, মাসিক প্রবাসী, মন্দিরা, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা (ঢাকা), শিল্প ও বাণিজ্য (কলি), মাসিক গ্রামীণ (কলি), সাপ্তাহিক সর্বোদয়, সমাজশিক্ষা (নরেন্দ্রপুর), ত্রৈমাসিক বর্ণালী, সম্রাট (গড়িয়া), শিক্ষা-নিকেতন (কলানবগ্রাম), জনশক্তি (শ্রীহট্ট), আমার দেশ (ঢাকা) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত গ্রন্থ : প্রার্থনা ও ভজনাবলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : গ্রামে চলো (১৯৪৫), বিপদের মুখে ভারতীয় আদর্শবাদ (১৩৫৬), ষ্টকহলমের সমবায় আন্দোলন (১৯৫১), সোনার মায়া (১৯৫১), বাংলা ভাষার বানান সমস্যা ও সংস্কার (১৯৫২), যেখানে প্রেম, সেইখানে ভগবান (১৯৫২), একজন মানুষের কতখানি জমি চাই, বাপুর বিচার ও জীবন দর্শনের মূলনীতি, স্বাধীনতার পুরস্কার, আধুনিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন, প্রহ্লাদ চরিত্র (নাটিকা—১৯৫২), গ্রাম সংগঠন, গুটি পোকার চাষ, মৌমাছি পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি, রঙ (প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনুবাদ)। সোনার মায়া (ঐ), বিনোবার ছেলেবেলা (অনুবাদ),

বিনোবা যখন আশ্রমে (ঐ), বিনোবার পদযাত্রা (ঐ)।

রঞ্জনকুমার দাস (১৯২৯—)। ছদ্মনাম : ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, গদাধর বক্সী, গোবিন্দনাথ, গোলমাল কর, প্রথম পত্রী, ক্রেমেন্দ্র মিত্র, বহুসূদন, সঞ্জয় রায়। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস। ব্যবসায়ী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশিত। সহ সম্পাদক : শনিবারের চিঠি (১৯৫০-৬১)। সম্পাদক : শনিবারের চিঠি, বৃহস্পতি।

রঞ্জন দত্ত। জন্ম : বরিশাল, বাংলাদেশ। গান্ধীবাদী কর্মী, দীর্ঘকাল গান্ধীজী প্রদর্শিত পন্থায় দেশসেবী। বাংলাদেশে ভূদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭১ খ্রীঃ থেকে সপরিবারে ভারতবাসী। বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : যাই মধু আহরণে।

রঞ্জনা মিত্র (গুহ) (১৬।৮।১৯৪১—)। জন্ম : মৌলমেন্, ব্রহ্মদেশ। বর্তমান নিবাস : সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : অজিত কুমার গুহ, মাতা : লীলা, স্বামী : সিদ্ধার্থ মিত্র। এম্-ই, বি.এ. (অনার্স); এম্.এ. (ক.বি.)। নৃত্যপ্রভা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা। বারাসত উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (১৯৬৪-৬৫), বর্ধমান উদয় চাঁদ মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা (১৯৬৫—)। বিদগ্ধ, মেলামেশা, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখিকা।

রঞ্জিত কুমার সরকার (২৪।৯।১৯৪৬—) ছদ্মনাম : চক্রবাক্। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : তিলুড়ী, বাঁকুড়া। বর্তমান নিবাস : বহুলা, বর্ধমান। পিতা : কৃষ্ণকিশোর সরকার, মাতা : গৌরীবালা। তিলুড়ি কৃপাময়ী হাইস্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী (১৯৬৩)। সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬৬), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭০), পুরুলিয়া ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. এড্. (১৯৭৫)। বহুলা শশী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক(১৯৬৭—), দেশ, অমৃত, পরিচয়, কবি ও কবিতা, সপ্তাহিক বাংলা কবিতা, বসুমতী, সত্যযুগ, নন্দন, পূর্বাশা, শিক্ষা ও সাহিত্য, জীবনানন্দ, গল্প, কবিতা, কৃশানু, লিপি, সিদ্ধার্থ, গোধূলি মন, উদীচী, ধ্বনি, কুলটি বার্তা, প্রান্তছায়া, ঈগল, সমতট, বাঁকুড়া হিতৈষী, সিঁড়ি, কৃষ্ণমৃত্তিকা, কালি ও কলম প্রভৃতি বহুপত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। রাজ্য যুব উৎসবে কবিতা প্রতিযোগিতা ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৮)। সম্পাদিত পত্রিকা : কালস্রোত (১৯৭০-৭১), কৃষ্ণ মৃত্তিকা (১৯৮০), ত্রৈমাসিক সিঁড়ি (১৯৮৩—)।

রঞ্জিত ভাই (২।৮।১৯২৩—)। পিতা : মিহির লাল সিংহ, মাতা : বিজলীবালা। পাটনা কলেজ ও কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ছাত্র। পাটনা কিশোরদল শিশু ভবনের অধ্যক্ষ। পাটনা কিশোর দলের সংগঠক। মৌচাক, রঙ্মশাল ও শিশুসাথী পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ময়না-তীরে দেশ, দেশ বিদেশের ছেলেমেয়ে। সম্পাদক : মাসিক প্রভাতী (পাটনা), প্রতি নিধি (পাটনা)।

রঞ্জিত রায়(১৮শ শতাব্দী)। জন্ম : পাটনা জেলার পোতাদিয়া গ্রামে রায়(নন্দী) বংশে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে আমীন বা ক্রোক সাঁজোয়াল। আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙ্গালা, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী। রচনা : চিচতান কেতাব (দোঁহাবলী)।

রণজিৎ কুমার চক্রবর্তী (১৬।১৩৩৮/১৮।৯।১৯৩১—)। ছদ্মনাম : যজ্ঞেশ্বর দেবশর্মা র. কু. চ., সত্যান্বেষী। জন্ম : কলিকাতায়, পৈত্রিক নিবাস : ব্রাহ্মণডাঙ্গা, ফরিদপুর। পিতা : পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা : হরিদাসী। সরকারী কর্মচারী, সমাজসেবী,—সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণকারী,—চলচ্চিত্রাভিনেতা। শিল্পী সংসদের প্রাক্তন সদস্য,—'গীতিমালা' সঙ্গীত সংস্থার সম্পাদক। যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, দর্পণ, নবকল্লোল, সিনেমা জগৎ, শ্রেষ্ঠ গল্প, সন্তার, গোয়েন্দা, আরক্ষা, যষ্টিমধু, মাতৃবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় ও গল্প সংকলনে রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাসরঘর, যোগী শ্রী অরবিন্দ (১৯৮২)।

(ডাঃ) রণজিৎ কুমার ভট্টাচার্য (১৩।৯।১৮৯১—১।৯।১৯৯১)। ছদ্মনাম : বিষ্ণুশর্মা। জন্ম : ব্যাদরা পাড়া, নবদ্বীপ। পিতা : শশিভূষণ ভট্টাচার্য, পত্নী : দুর্গাবতী। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৯০৮), কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট্ কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯১০), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্. বি. (১৯১৬)। রেঙ্গুন সিভিল জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক,—প্রথম বিশ্বযুদ্ধে Army of Indian Reserved officers-এর চিকিৎসক,—পরে নবদ্বীপে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য (১৯২১) ও সভাপতি (১৯২৯), নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার। নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক। জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক,—পরে হিন্দু মহাসভার নবদ্বীপ শাখার সভাপতি। স্বগৃহে 'আলস্য সভা' নামে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা শাখার প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্রূপাত্মক রসরচনা লেখক। প্রবাসী পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত। গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থের নবদ্বীপ পত্রিকার লেখক।

রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায় (৬।১১।১৩৪৬/১৯।২।১৯৪০—)। ছদ্মনাম : সংশপ্তক। জন্ম : কলিকাতা। কলিকাতাতেই পরিবর্ধিত। পৈতৃক নিবাস: ধুয়াসার (মাইচপাড়া), কালাকিনি, ফরিদপুর, বর্তমান নিবাস : ১৪২/৩, বাসুদেবপুর রোড, শ্যামনগর, ২৪-পরগণা। পিতা : সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা : স্নেহলতা, পত্নী : চন্দ্রা। মেট্রোপলিটন (মেন) ইনস্টিটিউশন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৭), বিদ্যাসাগর কলেজে আই. এস্,. সি. অধ্যয়নের (১৯৫৭—৫৯), পরে প্রাইভেট্ ছাত্র হিসাবে আই. এ. পাশ (১৯৬২), প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বি. এ. পাশ (১৯৬৮)। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এ. ক্লাশে অধ্যয়ন (১৯৭০—৭২)। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের করণিক (১৯৬৪), কলিকাতায় সদর দপ্তরের কর্মী (১৯৬৬)। সাধক কবি পরমানন্দ সরস্বতীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত (১৯৭০)। কবি। পূর্বাশা (সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত), এষা, একক, বেলা অবেলা, পরিচয়, নন্দন, কবি ও কবিতা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক। লেখা পত্রিকার প্রকাশিত R. L. Stevenson-এর অনুবাদ কবিতার জন্য এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতার জন্য পুরস্কৃত। প্রকাশিত কাব্য : কালপুরুষ (১৩৭৪), জননী জন্মভূমি (১৯৭২)। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক বিষ পাথর (১৩৮৪-৮৫), মণিপুষ্প (১৯৮৭)।

(ডঃ) রণজিৎ কুমার সমাদ্দার। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব (১৯৮৩)।

রণজিৎ কুমার সেন (১৯২৬—)। ছদ্মনাম: পরীক্ষিৎ। জন্ম: কালনা, বর্ধমান। জ্যোতির্বিদ্, ব্যবসায়ী। জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অর্থ নৈতিক দর্শন ও দার্শনিক, মনের অভিযান ও হাতের গোপন কথা, অন্তরঙ্গ, নন্দিতা একটি মেয়ের নাম, হস্তরেখায় আপনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ক্রিকেট খেলায় অ আ ক খ।

রণজিৎ কুমার সেন (১০।৪।১৩২৪/২৬।৭। ১৯১৭—)। ছদ্মনাম: আচার্য সত্যসেবক সরস্বতী, দীপঙ্কর গুপ্ত। জন্ম: অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। নিবাস: ডব্লিউ ৭, মানিকতলা গভর্ণমেণ্ট্ হাউসিং এষ্টেট্, ভি. আই. পি. রোড, কলিকাতা-৫৪। পিতা: শিক্ষাবিদ ও সরকারী প্রশাসক শশিভূষণ সেন, পত্নী: বিপ্লবী দুর্গাপ্রসন্ন রায়ের কন্যা ভারতী, মাতা: সংস্কৃতজ্ঞা বিদূষী কুসুমকুমারী। স্থানীয় ঈশান ইনস্টিটিউসন ও রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র। স্কুল জীবনে লবন আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় স্বল্পকালের জন্য কারারুদ্ধ। স্নাতকোত্তর জীবনে স্থায়ীভাবে কলিকাতাবাসী। গীতিকার হিসাবে বিভিন্ন গ্রামাফোন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত,—গীতিকার ও নাট্যকার হিসাবে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদানের ফলে কারারুদ্ধ (১৯৪২)। চণ্ডীগড় থেকে হোমিও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এম্. ডি. এবং পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ ও তৎকালীন বহু মনীষীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। শান্তিপুরে বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা। পুরাণ পরিষদের ৪৫ তম সমাবর্তন উৎসবে সাহিত্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত। রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রচার বিভাগের কর্মী। বাঙ্গালার সারস্বত মণ্ডলী কর্তৃক সাহিত্য সব্যসাচী, প্রজ্ঞাভারতী ও সাহিত্যমাণিক্য উপাধিতে ভূষিত। বিজ্ঞান দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাটক ও গীত রচয়িতা। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার ৬০টি গ্রন্থের লেখক। কলেজ জীবনে সাপ্তাহিক মিলন (চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া), হিতৈষী, সঞ্চয়, সিরাজ ও বাণী (ফরিদপুর) পত্রিকার সম্পাদক। পরবর্তী কালের সম্পাদিত পত্রিকা: দৈনন্দিন নবযুগ (কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ১৩৩৮), মাসিক রূপ ও রীতি (প্রমথ চৌধুরীর সহযোগী হিসাবে), দৈনিক কৃষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমাজ দর্পণ, বৌদ্ধ দর্শন (দালাই লামার আশীর্বাদ প্রাপ্ত), সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি, বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য, ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ, স্মৃতিপটে লেখা, বিশ্ব মনীষী প্রসঙ্গ, মহাকালের স্বাক্ষর, আমার সঙ্গীত ও নাট্যজীবন, নতুন দিন, নতুন মানুষ, দ্বৈত সঙ্গীত, দ্বীপ ও দ্বীপান্তর, রাধা, আগামী পৃথিবী, মাধব মাষ্টার, গীতবাণী, গীত ভারতী, বন্দে মাতরম্, আমার কবিতা তুমি, নানা ফুলের সাজি, সব্যসাচী, বাউল রাজা, দেবতার চেয়ে বড়, মিস্ ডালিয়া বিহানী, ফুটপাথের কাব্য, হট্‌জলদির দেশ, Islam and Society, Poems, Message of India প্রভৃতি।

রঞ্জিৎ চক্রবর্তী (১।৩।১৯৩১—) এম্. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্বারকানাথ ঠাকুর: ঐতিহাসিক সমীক্ষা।

রণজিৎ দেব (১।৬।১৯৪৫—)। পিতা: ভবেশচন্দ্র দেব, মাতা: সুধারাণী। নিবাস: ত্রিবৃত্তসরণি, কোচবিহার। কবি। সম্পাদিত গ্রন্থ: সবুজ পাতা ও হলদে কুঁড়ি (কবিতা সংকলন—১৯৬২)। সম্পাদিত পত্রিকা:

ত্রিবৃত্ত (২৫।১।১৩৭২—প্রথমে ত্রৈমাসিক, পরে মাসিক ও শেষে সাপ্তাহিক)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: প্রভু অন্ধকারে আমি এক, শাখা প্রশাখা শেকড়গুচ্ছ, পাহাড়ী ঢল, হেমন্তের সকাল ও একসারি বালিহাঁস। প্রবন্ধ: উত্তরবঙ্গের চিঠি। গল্প: ভাবনা ও তারপর।

রণজিৎ ভট্টাচার্য(১।৮।১৯২৬—)। নিবাস: কলানবগ্রাম, বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: যমুনা বহে উজান (গল্প), শহীদের ডাক (নাটক)।

রণজিৎ মল্ল (১৭শ শতাব্দী)। পিতা: ভাতগাঁও এর শেষরাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল (১৬৯৫-১৭২২)। নাট্যকার বাঙ্গালা ও মৈথিলী মিশ্রিত ভাষায় রচিত নাটক: উষাহরণ, অন্ধকাসুর বধোপাখ্যান, কৃষ্ণ চরিত্র, মদন চরিত্র, কোলাসুর বধোপ্যখ্যান, রামায়ণ। নেওয়ারী (নেপালী) ভাষায় রচিত নাটক: গোরক্ষোপাখ্যান। পিতা ভূপতীন্দ্র মল্লরচিত নাটকের গানে রণজিৎ মল্লের নাম আছে। বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারত নাটক দুটিতে প্রায় সকল গানেই রণজিৎ মল্লের ভণিতা আছে। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে নাটক দুটি রণজিৎ মল্লের রচনা।

রণজিৎ সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: আগামী পৃথিবী, চক্রধারী, দ্বীপ ও দ্বীপান্তর, শোণিত স্বর্গ।

রণরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯—১৯৫৮)। নাট্যকার। কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী। প্রকাশিত নাটক: তগদীর, অদল বদল, পাখী। প্রথম দুটি নাটক ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত।

রণেন্দ্র মোহন গুপ্ত। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: বিশ্বনাথ।

রণেশ দাশ গুপ্ত (১৯১২—)। জন্ম: ঢাকা-নিবাসী সাংবাদিক। প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৩৬৬), শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে (১৩৭৩), ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম (১৯৭২), আলো দিয়ে আলো জালা (১৯৭০), ফয়েজ আহমদের কবিতা (১৯৬৯), রহমান মাষ্টার ও অন্যান্য (১৯৮৪)।

রণেশ মুখোপাধ্যায়। নিবাস: গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। কবি। প্রকাশিত কাব্য: বাণী ও বীণা।

রতন কুমার দে (২৬।১২।১৯৫৬—) ছদ্মনাম: ক্রান্তি, কুমার প্রিয় নন্দন। জন্ম: কামপুর, নগাঁও, আসাম। পৈত্রিক নিবাস: কাশারী খোলা, কমতি, কুমিল্লা, বাংলা দেশ। বর্তমান নিবাস: এম্. জি. ভিলা, রেলষ্টেশন রোড্, নগাঁও আসাম। পিতা: ননীগোপাল দে, মাতা: রতন কুমার, পত্নী: গৌরীরানী। যোগীজান হাইস্কুল থেকে স্কুলফাইন্যাল (১৯৭২) পাশ। প্রেসের কম্পোজিটর ও একাউনটেণ্ট্। আসামের দাঙ্গায় (১৯৭২) ও ডিমাপুর নাগাল্যাণ্ড রেলওয়ে হাইস্কুলের শরণার্থী শিবিরে ও আসাম আন্দোলনে (১৯৮৩) যোগীজান শরণার্থী শিবিরে স্বেচ্ছাকর্মী। যোগীজান বাজার নাট্যসংসদ, ডিমাপুর (নাগাল্যাণ্ড) উপেন্দ্র চন্দ্র অপেরা, ডিব্রুগড় ও যোগীজানের 'সাংস্কৃতিকী'র আজন্ম সদস্য, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন (ডিমাপুর, হোজাই, লাম্‌ডিং ও ডিব্রুগড়), বঙ্গীয় কবি পরিষদ (কলিকাতা), ভারতীয় গণনাট্য পরিষদ (ঐ), আসাম সাহিত্য সভা (গৌহাটী, ডিব্রুগড়) ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের (ডিব্রুগড় শাখা) সদস্য। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্য। সাংস্কৃতিকী (ডিব্রুগড়), কবিতাপত্র (লামডিং), রক্তবীণা, আন্তর্জাতিক কবিতা

সংকলন (কলিকাতা), ধনুর্বাণ (শিলচর) প্রভৃতি পত্রিকায় ও সংকলনে কবিতা প্রকাশিত। ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক রচয়িতা। সম্পাদিত পত্রিকা: রক্তবীণা (যোগীজান, আসাম, ১৯৮৪)।

রতনমণি চট্টোপাধ্যায় (১৮৯২—২৫।৯। ১৯৭৩)। মৃত্যু: মধ্য কলিকাতার নার্সিং হোমে। প্রথমে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। ১৯২০ সালে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয়ের পর অহিংসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ। গান্ধীজীর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের ফলে বহুবার কারাদণ্ডিত। বঙ্গীয় আইন অমান্য পরিষদের ডিরেক্টর। ভারত ছাড় আন্দোলনে কারাদণ্ডিত (১৯৪২)। পশ্চিম-বঙ্গ বিধান সভার সদস্য। গান্ধীবাদের প্রবক্তা। অসংখ্য পত্র পত্রিকায় মননশীল প্রবন্ধ লেখক। গান্ধী শতবার্ষিকী উপ-সমিতির সভাপতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: গান্ধী রচনাবলী ১ম খণ্ড। সম্পাদিত পত্রিকা: হরিজন।

রতন রায় (২০।১।১৯৫৪—) বি. এস্. সি. (ডি)। জন্ম: কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস: রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা: রবীন্দ্রমোহন রায়। পৈতৃক নিবাস: ঢাকা, বাংলাদেশ। কায়স্থ জাতীয়। জীবন-বীমা কর্পোরেশনের কর্মচারী (মার্চ ১৯৭৫ —)। পরিবর্তন, বোম্বাই বিচিত্রা, আনন্দ জগৎ, সাহিত্যকল্প, সাহিত্য দর্পণ, কপোত, সংযোজন, সুন্দর বন সমাচার ও বিভিন্ন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে গল্প কবিতা ফীচার লেখক। সম্পাদক: ভোরের কাকলি (১৯৭৪)।

রতনলাল চক্রবর্তী (১।১।১৯৫২—) জন্ম: পটুয়াখালি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. ও এম্. ফিল্। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ (১৯৮৪), বাংলাদেশ বার্মা সম্পর্ক ১৮৮৫—১৯২৪ (১৯৮৪)।

রতনলাল দত্ত(৬।৭।১৯৪৭—)। ছদ্মনাম: চারু দত্ত। জন্ম: ৫, ইছলাবাদ, বর্ধমান। কবি। প্রকাশিত কাব্য: প্রথম লেখা, শুক্লা চতুর্দশী।

রতন সান্যাল (১২।১।১৯৩১— ?)। ছদ্মনাম: দুর্মুখ। নিবাস: ৪১, বন্দনাপার্ক, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। সাময়িক পত্রের লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস: মহাকাব্যের খসড়া।

রত্ন দাস (১৮শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব সাধনা বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। রচনা: ভজন তত্ত্বকথা।

রতিকান্ত রায়চৌধুরী। সঙ্গীত শিক্ষক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঙ্গীতি (রামকৃষ্ণ ব্যাসের হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ—১৯৬৫)।

রতি দেব দ্বিজ (ভট্টাচার্য) (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম: সুচক্রদন্তী চক্রশালা (আধুনিক পটিয়া বাকলা) চট্টগ্রাম, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা: গোপীনাথ, মাতা: মধুমতী। মন্ত্র গুরু: মোক্ষদা ঠাকুর। রচিত কাব্য: মৃগলুব্ধ (১৬৭৪ খ্রীঃ)। কাব্যটি সরল প্রসাদ গুণযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সুখ পাঠ্য—রামরাজার মৃগলুব্ধ কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে অনুমিত। লৌকিক শিবের কাহিনী কাব্যে প্রাধান্য লাভ করেছে।

রতি দেব সেন (১৮শ শতাব্দী)। পূর্ববঙ্গের মনসা মঙ্গল কাব্যে ভণিতা আছে।

রতি রাম দাস (১৮শ শতাব্দী)। উত্তর-বঙ্গের ঐতিহাসিক ছড়া লেখক। দেবী

সিংহের অত্যাচারের কাহিনী ছড়ায় বর্ণিত। অপর রচনা : জাগের গান।

রত্নেশ্বর দাস (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সার শতক (১৮৭৪), তুষ্টনামা (১২৮৬)।

রত্নেশ্বর পাইন (১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধ) যাত্রাপালা রচয়িতা। প্রকাশিত যাত্রা নাটক : নরমেধ যজ্ঞ।

রত্নেশ্বর ভট্ট (১৮শ শতাব্দী) আর্যাছড়া লেখক।

রত্নেশ্বর হাজরা (×।১১।১৯৩৬/৩৭—) জন্ম : ভরতকাঠি, বরিশাল। পিতা : কবিরাজ সীতানাথ হাজরা, মাতা : গিরিজাবালা। বর্তমান নিবাস : কবীর রোড, কলিকাতা। ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে কলিকাতায় আগমন। ভরতকাঠি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাইমারি স্কুল ও সিদ্ধকাঠি হাইস্কুলে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর কলিকাতায় দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ বিদ্যায়তন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৫১), চারুচন্দ্র কলেজের নৈশ বিভাগ থেকে আই. এ. (১৯৫৫), আশুতোষ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৫৭) উত্তীর্ণ,—টেলিগ্রাফি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ,—হিন্দী কোবিদ পাশ। সরকারী চাকুরে (১৯৫৮—), বর্তমানে পি. এ.। দেশ, ভারতবর্ষ, তরুণের স্বপ্ন, শ্রীহর্ষ, সাপ্তাহিক অমৃত, খেলাঘর, আনন্দ বাজার, যুগান্তর, এক্ষণ, কালান্তর, কবিপত্র, সময়ানুগ, কৃত্তিবাস, শিলাদিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, ছোট গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মন্বন্তর' অংকুর পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫৫/৫৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : বিষণ্ণ ঋতু (১৯৬২), লোকায়ত অলৌকিক (১৯৬৪), জলবায়ু (১৯৬৬), গতকাল আজ এবং আমি (১৯৬৭), এদিকে দক্ষিণ (১৯৭২), রাজি আছি (১৯৭৬)। উপত্যকায় একা (১৯৮৩)। কিশোর উপন্যাস : রত্নমালার পদ্মফুল (খেলাঘর পত্রিকায় প্রকাশিত)। অনূদিত কাব্য : গীতগোবিন্দ (১৯৭৫), ঋতুসংহার (১৯৭৭)। কাব্য নাটক : উপত্যকা (১৯৭২), পালক গিয়েছে ফেলে (সূত্রধার ১৯৭৩), একের দুই (কালি ও কলম, ১৯৭৩-৭৪), একা শুভময় (চতুরঙ্গ—১৯৭৬)। সম্পাদক : দৈনিক কবিতা (একটি সংখ্যা—১৯৭০)।

রথীন কর (২।২।১৯৪২—)। নিবাস : সি-৮, শ্যামলী হাউসিং এষ্টেট্ সল্ট্ লেক, কলিকাতা-৬৪। প্রকাশিত গ্রন্থ : মেদিনীপুরের কবি ও কবিতা (১৯৭৫)।

রথীন সরকার (৯।৩।১৩৪৭—)। নিবাস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : নবাবের দেশে (ছোটদের ভ্রমণ কাহিনী)।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৭।১১।১৮৮৮—৩।৬।১৯৬১)। ছদ্মনাম : র. ঠা.। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে। মৃত্যু : দেরাদুন, উত্তর প্রদেশ। পিতা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা : মৃণালিনী দেবী। শান্তিনিকেতনের পাঠ সমাপ্তির পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯০৪), আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে বি. এস্. সি. (১৯০৯)। শেষেন্দ্রভূষণ ও বিনয়িনী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বিবাহ (১৯১০)। পিতার আদর্শে পল্লীর কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ। বিশ্বভারতীর উপাচার্য (১৯৫১-৫৩)। অবসর গ্রহণের পরে

দেরাদুনবাসী। কারুশিল্প, চিত্রাঙ্কন, উদ্যান রচনা ও উদ্ভিদের উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপৃত। চীন সরকার কর্তৃক অর্ডার অফ্ পাতসিং উপাধি দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রাণতত্ত্ব (১৯৪১), অভিব্যক্তি (১৯৪৬), পিতৃস্মৃতি, On the Edges of Time (১৯৫৮)। অনুবাদ: অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত ২ খণ্ড (১৯৪৪)।

রথীন্দ্রনাথ দেব রায় (১৯৪১—) বি. এস্. সি, এম্. এ. (বাঙ্গালা) বি. এড্.। জন্ম: পূর্বতন ত্রিপুরা, বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। পিতা: রবীন্দ্রনাথ দেবরায়, মাতা: শান্তিকণা। বর্তমান নিবাস: চাকদহ, নদীয়া। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কবি। চাকদহ থেকে প্রকাশিত 'লঘুছন্দা' পত্রিকায় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত কাব্য: চিত্রিত চৈতন্য (চাকদহ—১৯৭৭)।

রথীন্দ্রনাথ রায় (২।১০।১৯৫৭—)। নিবাস: মিলন পাড়া, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। কবি। প্রকাশিত কাব্য: বোধের সন্ততি (১৯৭৯), পাপ আমাদের (১৯৮১)। সম্পাদিত পত্রিকা: ধৃতরাষ্ট্র।

(ডঃ) রথীন্দ্রনাথ রায়, এম্. এ. পি. এইচ্. ডি. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রয়াত অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার।

রফিউদ্দিন (১৯১৭—) বি. এল্.। জন্ম: পঞ্চকোশী গ্রাম, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ: মানবতার প্রাণশক্তি (১৯৫২)।

রফিক আজাদ (২০।১।১৯৪৩—)। জন্ম: ঘুণী, টাঙ্গাইল, ঢাকা, বাংলাদেশ। অনার্স সহ বি. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৬৭)। ঢাকায় বাংলা একাডেমির পত্রিকা বিভাগের উপ-পরিচালক। কবি। হুমায়ুন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫), আলাওল পুরস্কার (১৯৭৮), কবিতালাপ পুরস্কার (১৯৭৮), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১) ও ব্যাংক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রকাশিত কাব্য: অসম্ভবের পায়ে (১৯৭৩), সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে (১৯৭৪), নির্বাচিত কবিতা (১৯৭৫), চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া (১৯৭৭), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), সশস্ত্র সুন্দর (১৯৮২), ভালোবাসার কবিতা (১৯৮৩), এক জীবনে (১৯৮৩), প্রিয় শাড়িগুলি (১৯৮৩), হাতুড়ির নীচে জীবন (১৯৮৪)।

(ডঃ) রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪—)। জন্ম: কলাকান্দা, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. ও পি. এইচ্. ডি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক,—প্রবন্ধকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভাষাতত্ত্ব (১৯৬৯), নজরুল নির্দেশিকা (১৯৬৯), নজরুল জীবনী (১৯৭২), বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা (১৯৭৩), নজরুল ইসলাম—জীবন ও সাহিত্য, An Introduction to Colloqual Bengali (১৯৭০)। সম্পাদিত গ্রন্থ: আধুনিক কবিতা (১৯৭০)।

রফিকুল ইসলাম (?—×।৭।১৯৭১)। জন্ম: পটুয়াখালি—শ্রীরামপুর, বরিশাল। পিতা: গিয়াসউদ্দিন আহমদ। ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর ঢাকা টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটে অধ্যয়নের পরে বরিশাল কলেজে বি. কম্ পাশ,— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৭)। কুষ্টিয়ায় দর্শনা কলেজে বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বরিশালের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং বরিশাল শিল্প সংসদ সংগঠনে

সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সমাজ সেবা পরিষদ, জাগৃহি, খেলাঘর, মুকুল, ফৌজ, লেখক সঙ্ঘ, সাহিত্য পরিষদ, প্রান্তিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যুব লীগের সক্রিয় সদস্য, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা, বরিশাল প্রেস ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বরিশাল জেলা সংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, পল্লী সাহিত্য সংগ্রাহক। পাক বাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার (২৯।৪।১৯৭১) ও নিখোঁজ। প্রতিষ্ঠাবান কবি। নূতন সাহিত্য, চতুরঙ্গ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত।

রবিউদ্দিন আহমদ (১৯২৪—৫।৫।১৯৭৬) জন্ম: নবিবপুর, হুগলী। পিতা: বি. জি. স্কুলের প্রধান শিক্ষক বজলুল হক আকুনী। বি. জি. স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল। কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর ও আবদুল ওদুদের সঙ্গে 'সংকল্প' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। নারায়ণ চৌধুরী, আবদুল ওদুদ প্রভৃতির সঙ্গে 'তরুণ পত্র' নামে পত্রিকার প্রকাশক। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার সময়ে (১৯৪৬) ক্যালকাটা সেণ্টার ফর্ কমিউন্যাল হারমনির সংগঠক। ডাঃ গণি প্রভৃতিদের সঙ্গে ইসলামিয়া হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫০)। ইতালীতে গিয়ে ডঃ তুচ্চির কাছে ইতালীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। রোমে চলচ্চিত্র সম্পর্কে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। পয়গম পত্রিকায় আমীর মির্জার পুঁথির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত।

রবি গঙ্গোপাধ্যায় (১।৭।১৩৫৭/১৯।১০। ১৯৫০—)। নিবাসঃ নতুন চটি, বাঁকুড়া। কবি। প্রকাশিত কাব্য: ভালোবাসায় অভিমানে (১৯৭৬), কবিতার কাছাকাছি (১৯৮১)।

রবিগুপ্ত (২৫।৭।১৯২৬—)। বর্তমান নিবাস: শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী-২। পিতা: নলিনীকান্ত গুপ্ত, মাতা: ইন্দুলেখা। স্কুলের শিক্ষার অন্তে শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে যোগদান। ফরাসী ভাষার অধ্যাপক। মৌচাক, পুরোধা, শিশুসাথী, বর্তিকা, ত্রিবেণী, কর্মযোগিন, Mother India প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বপনী, মর্মমরাল, মন্দাকিনী, সরণী, গীতি অর্ঘ্য। স্মৃতিচারণমূলক: স্মৃতিপটে।

রবি ঘোষ দস্তিদার। ছদ্মনাম: ইন্দ্রনাথ রায়। সাময়িক পত্রের লেখক।

রবি দত্ত। জন্ম: বরাহনগরে কাশীপুর হাউসে। কবি। Poems Scriptures and songs, Stories in Blank Verse, Echoes East and West, Sakuntala and her keep sake, Prosody and Rhetoric প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: কৈশোরক।

রবিনসন, জে। সম্পাদক: দ্বিভাষিক মাসিক পত্র 'মঙ্গলোপাখ্যান' (জানুয়ারী—১৮৪৩)।

রবি বসু। ছদ্মনাম: আর, বি, বাসুদেব। সাংবাদিক। দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সাময়িক পত্রিকার লেখক।

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (৩০।৯।১৯৪০—) পৈতৃক নিবাস: আরামবাগ, হুগলী। কালনা কলেজের অধ্যাপক,—পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষ্ণ কথায় মালাধর বসু ও মাধব।

রবিরঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৩২৭—১৩৫৭) এম্. এ., দর্শনবিদ্। ছদ্মনাম: দিগন্ত সেন। পিতা: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙলা ন্যায় দর্শন, কিশোরদের নাম, কাব্য গ্রন্থ

(গীতিকাব্য), Introduction to Logic, Introduction to syllabus of Logic.

রবিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। রবিশঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত সেতার বাদক। পিতা: পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর চৌধুরী, মাতা: হেমাঙ্গিনী, পত্নী: ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা (পরে কমলা), ভ্রাতা: বিশ্ব-বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। ১৬ বৎসর বয়সে উদয়শঙ্করের নাচের দলে যোগদান ও প্যারিসগমন। উদয়শঙ্করের সঙ্গে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৯৩৩)। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাগ অনুরাগ (আত্মজীবনী—১৯৮০)।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩।৯।১৯২৫—) জন্ম: সাগর, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমান নিবাস: ২২, টেগোর ক্যাসল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পিতা: ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: স্নেহলতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ রসায়নে এম্ এস্. সি. (১৯৫০)। বেঙ্গল কেমিক্যালের কেমিষ্ট (১৯৫৫—৫৬), দে'জ্ মেডিক্যাল ষ্টোর্সের (ম্যানু) সিনিয়র কেমিষ্ট (১৯৫৬—৬০), ক্যালকাটা কেমি-ক্যালের ল্যাবরেটারি ইন্‌চার্জ। কিশোর বাংলা, গল্প ভারতী, আনন্দ বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, লোকসেবক, জনসেবক, দৈনিক বসুমতী, দেশ, অমৃত, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, কিশোর কল্যাণ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন (১৯৬২), বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৬৪), অনন্য প্রতিভা রামানুজম (১৯৮১), ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক অবদান (অনুবাদ—১৯৬২), ব্রিটেনে শিক্ষা ব্যবস্থা (ঐ ১৯৬৩)।

রবীন মুখোপাধ্যায় (২২।৫।১৯২৮—) জন্ম: বরাহনগর, ২৪ পরগণা। আদি নিবাস: নারায়ণপুর, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস ১৪, উমাচরণ মিত্র লেন, কলিকাতা—৩। পিতা: গোষ্ঠবিহারী মুখোপাধ্যায়, মাতা: মৃণালিনী। শৈশবে পিতার কর্মস্থল রেঙ্গুন বাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতায় সপরিবারে প্রত্যাবর্তন। চাকুরিজীবী। অকৃতদার। ইউরোপ ভ্রমণ-কারী (১৯৮০)। জেগে আছি, গায়ত্রী, শেষের পরিচয়, সন্ধিক্ষণ, সৈনিক সমাচার প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটগল্প প্রকাশিত। 'জগতী' নামে সমাজবাদী অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। সহসম্পাদক: সমাজ শিক্ষা (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে প্রকাশিত, এপ্রিল ১৯৭৩—আগষ্ট ১৯৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: দণ্ডকারণ্য (১৩৬৭), আনমনা (১৩৭০), রক্ত ফেনিল সমুদ্র (কিশোর ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৯৭৪), কাল নির্জন (সৈনিক সমাচার-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত)।

রবীন সুর (২।১০।১৯৩৪—)। জন্ম: হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে মাতুলালয়ে। নিবাস: ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা: বিজয়কৃষ্ণ সুর, মাতা: যোগমায়া। ভাটপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ভূগোলে লেটার মার্ক সহ ১ম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫২), সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৫৪)। উক্ত কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্সসহ বি. এ. পাঠকালে আর্থিক কারণে লেখাপড়া বর্জন। পরে নন্-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে বি.এ. পাস(১৯৬০)। কেন্দ্রীয় সরকারে ডাক ও তার বিভাগের কর্মী,—প্রথমে কটকে পরে কলিকাতায় জি. পি. ও. তে কর্ম। আধুনিক কবি। দেশ ও অন্যান্য পত্রিকায় কবিতা লেখক। হিন্দী, ইংরাজী, স্প্যানিশ ও রাশিয়ান কবিতার বঙ্গানুবাদক। প্রকাশিত কাব্য: অন্তর্গত নদী (১৯৭০),

আনুসঙ্গিক আর্তনাদ (১৯৭২), রাবণের সিঁড়ি (১৯৭৮), তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ (১৯৮১), শীত বসন্তের কবিতা (১৯৮১), পুনর্জন্ম।

রবীন্দ্রকুমার বসু (২৬।৩।১৯০৯—)। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ৫৭ এ, কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : অপলাশিকা (১৯৩৫), অবন্ধনা। শিশু-সাহিত্য : ছোটদের তুরস্কের গল্প (১৯৪৬), চীনের সেরা কাহিনী (১৯৪৭), মঙ্গল কাব্যের কাহিনী (১৯৫২), বৌদ্ধ সাহিত্যের আখ্যায়িকা ২খণ্ড (১৯৫৪—৫৫), প্রাচীন কবির কাহিনী (১৯৫৪)। প্রবন্ধ : রোঁলার আলোকে গান্ধীজী, মুক্তি সংগ্রামে আমাদের বাপুজী প্রভৃতি।

(ডঃ)রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী (?—১২।১।১৯৮৩) এম্. এ. পি. আর্. এস্. পি. এইচ্. ডি. পঞ্চতীর্থ, সপ্তশাস্ত্রী। জন্ম ও নিবাস : শ্রীহট্ট। বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে আগমন। নিবাস : বিরাটী, ২৪ পরগণা। স্বদেশে শিক্ষকতাব্রতী। অধ্যবসায় বলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থী হিসাবে বি. এ., কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে সংস্কৃতে এম্. এ. পাশ। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক—কলিকাতায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের গবেষণা পর্যবেক্ষক,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অংশকালীন অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ, সমুদ্রগুপ্তের শাসনাবলী (বঙ্গানুবাদ), শব্দার্থতত্ত্ব।

রবীন্দ্র গুহ (২৫।১০।১৯৩৪—)। নিবাস : দুর্গাপুর, বর্ধমান। কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : দুধারা (১৩৬০), রবীন্দ্র গুহর কবিতা (১৩৭২)। উপন্যাস : রাজপুতনার ইতিকথা (১৩৭২), পদধ্বনি প্রতিধ্বনি (১৩৭৩), লোহারিয়া (১৩৭৫)। গল্প : জনমানুষ (১৩৭৮)।

রবীন্দ্র গোপ (৪।১১।১৯৫১—) বি. কম. (ঢাকা. বিশ্ব. ১৯৭২)। জন্ম : আরুয়াইনা, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া, কুমিল্লা। বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অফিসার। কবি ও গল্প লেখক। কথাশিল্পী সাহিত্য পরিষদ স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত (১৯৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : পালালো কুমারী সাপ (১৯৭৯), অরক্ষিত সভ্যতা (১৯৮১), দাঁড়াও আসছি (১৯৮৩)। গল্প : রোদহীন বসতি (১৯৮১)।

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (?—১৩৮০ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : ভাগলপুর, বিহার। শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছদ্মনাম।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (×।১২।১৯১৪—) বি. এ.। জন্ম : ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : অকৃতজ্ঞ পৃথিবী, অনুশাসন, মরণের মুখে, ঘুম। সম্পাদক : মাসিক নতুন পত্র, মাসিক উদয়াচল, সপ্তাহিক শনি-বারের ডাক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭।৫।১৮৬১/২৫।১।১২৬৮—৭।৮।১৯৪১/২২।৪।১৩৪৮)। ছদ্মনাম : ভানুসিংহ, অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর, আন্নাকালী পাকড়াশী, দিকশূন্য ভট্টাচার্য, নবীন কিশোর শর্মণঃ, বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবক, গৌড়ানন্দ কবি, ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মণঃ। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে, মৃত্যু : জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

মাতা ঃ সারদা সুন্দরী দেবী,পিতামহঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর, অগ্রজঃ দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রজা ঃ স্বর্ণকুমারী দেবী, পত্নী ঃ খুলনার বেনীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণী (বিবাহের পরে পরিবর্তিত নাম—মৃণালিনী)। শৈশবে ভৃত্যরাজকতন্ত্রে কালযাপন, প্রথমে গৌর মোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়ন, পরে নর্ম্যাল স্কুলে ও ডি ক্রুজ সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে কিছু কাল অধ্যয়ন,—১১ বৎসর বয়সে (৬।২।১৮৭৩) উপনয়ন,—উপনয়নের পরে পিতার সঙ্গে বোলপুর, অমৃতশর ও হিমালয়ে ডালহৌসি পাহাড়ে ভ্রমণ,—প্রত্যাবর্তনের পরে সেন্ট্ জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি,—স্কুলে লেখাপড়ার অগ্রগতি না হওয়ায় মধ্যমাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে ব্যারিষ্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে কয়েকমাস সত্যেন্দ্র নাথের সঙ্গে আমেদাবাদে অবস্থানের পর ইংলণ্ড গমন,—ব্রাইটনে পাবলিক স্কুলে ভর্তি,—কিছুকাল পরে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু তারকনাথ পালিতের অভিভাবকত্বে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্তি,—ভারতীতে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রকাশিত হওয়ায় গুরুজনের বিরাগ ভাজনের ফলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (ফেব্রুয়ারী ১৮৮০)—বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কারোয়ারে সমুদ্রতীরেবাস,—কলিকাতায় ফেরার পরে বিবাহ (২৪।৮।১২৯০),—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার প্রেরণা কাদম্বরী দেবীর অকাল মৃত্যুতে (৮।১।১২৯১) শোক —আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক (আশ্বিন ১২৯১),—ধর্মাদর্শ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ,—চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বিরোধ,—স্বরচিত বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয়,—মানসী কাব্য রচনা,—সপরিবারে দার্জিলিং গমন (১২৯৪),—গাজীপুরে অবস্থান (১২৯৪),—সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিলাত গমন (১২৯৭),—একমাস পরে প্রত্যাবর্তন—জমিদারী পরিদর্শনের জন্য উত্তরবঙ্গে গমন (১২৯৮),—শাহজাদপুরে শিলাইদহে বোটে অবস্থান—সোনার তরী—ছিন্নপত্র ও ছোট গল্প রচনা,—প্রত্যাবর্তন,—উড়িষ্যা গমন,—পুনরায় উত্তর বঙ্গে জমিদারী পরিদর্শনে গমন (১৩০০)—চিত্রা চৈতালিপ্রভৃতির যুগ(১৩০২),—সপরিবারে শিলাইদহে বাস (১৩০৫),—শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা(১৩০৮),—পত্নীর মৃত্যু (৭।৮।১৩০৯),—হাজারিবাগে পুত্রকন্যাসহ বাস,—আলমোড়ায় গমন (১৩১০),—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্বদান (১৯০৫),—আন্দোলনে উন্মাদনার প্রাবল্যহেতু আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ,—বিলাত যাত্রা (১৩১৮), লণ্ডন থেকে আমেরিকায় গমন (১৩১৯),—পুনরায় ইংলণ্ডে আগমন (চৈত্র ১৩১৯),—দেড় বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (২০।৬।১৩২০),—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি (১৯১৩),—গুণীদের দ্বারা সম্বর্ধনা,—নৈনিতালের নিকট রামগড়ে বিশ্রাম (১৯১৪)—কলিকাতায় আগমন,—শান্তিনিকেতনে অবস্থান—বুদ্ধগয়া ভ্রমণ,—এলহাবাদে তিন সপ্তাহ যাপন,—কলিকাতা আগমন,—দার্জিলিং গমন,—কাশ্মীর ভ্রমণ (১৩২২),বলাকার সূচনা,—জাপান যাত্রা (২০।১।১৩২৩), তিন মাস জাপানে অবস্থান,—আমেরিকা গমন—স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১২।১২।১৩২৩),—দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ(১৯১৯),—বিশ্ব ভারতীর কার্যারম্ভ (জুলাই ১৯১৯),

একমাস আসাম ভ্রমণ (অক্টোবর ১৯১৯),—গুজরাট ভ্রমণ (মার্চ-এপ্রিল ১৯২০), জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে স্যর্ উপাধিত্যাগ (১৯২০),—পুনরায় ইংলণ্ড ও ইউরোপ ভ্রমণ,—আমেরিকা ভ্রমণ (মে ১৯২০—আগষ্ট ১৯২১),—মুক্তধারা রচনা,—পশ্চিম দক্ষিণ ভারত ও সিংহল ভ্রমণ (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯২১), উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ (মার্চ-এপ্রিল ১৯২৩), শিলং (মে-জুন, ১৯২৩), গুজরাট (নভেম্বর ১৯২৩—মার্চ ১৯২৪), রেঙ্গুন-মালয় (মার্চ ১৯২৪), চীন (এপ্রিল-মে ১৯২৪), জাপান (জুন ১৯২৪), দক্ষিণ আমেরিকা (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২৪) ও ইতালী (জানুয়ারী-ফেবরুয়ারী ১৯২৫) ভ্রমণ,—লক্ষ্ণৌতে ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে বক্তৃতা,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা—ঢাকায় সম্বর্ধনা লাভ (১৫।১।১৯২৬),—পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরা ভ্রমণ,—ভরত পুরে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি (মার্চ ১৯২৭), জাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ (জুলাই-অক্টোবর ১৯২৭), হিবার্ট লেকচার দানের জন্য ইংলণ্ড গমন (মে ১৯২৮),—মহুয়া রচনার পর্ব,—কানাডা (ফেবরুয়ারী-এপ্রিল ১৯২৯), জাপান (মে-জুন ১৯২৯), সপরিবারে ইউরোপ (মার্চ-জুলাই ১৯৩০), সোভিয়েট রাশিয়া (সেপ্টেম্বর ১৯৩১), আমেরিকা (অক্টোবর ডিসেম্বর ১৯৩০) এবং পারশ্য ও ইরাণ (এপ্রিল-মে ১৯৩২) ভ্রমণ,—বোম্বাই অন্ধ্র হায়দারাবাদ ও সিংহল (নভেম্বর ১৯৩৩—জুন ১৯৩৪) পরিক্রমা—কাশী লক্ষ্ণৌ-লাহোর পরিক্রমা (ফেবরুয়ারী—১৯৩৫)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে বাঙ্গালায় ভাষণ দান (১৭।২।১৯৩৭), আলমোড়ায় অবস্থান (মার্চ-এপ্রিল ১৯৩৭),—পূর্ববঙ্গে জমিদারী পরিদর্শন (জুলাই ১৯৩৭), অসুস্থতা (১০।৯।১৯৩৭), চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন,—কালিম্পং ও মংপুতে অবস্থান, শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন,— পুরীতে অবস্থান (এপ্রিল ১৯৩৯), মংপুতে একমাস যাপন (মে-জুন ১৯৩৯), মহাজতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন (১৯।৮।১৯৩৯),—পুনরায় মংপুতে দুই মাস যাপন (সেপ্টেম্বর নভেম্বর ১৯৩৯), মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির দ্বারোদ্‌ঘাটন (২৮।১১। ১৯৩৯),—বাঁকুড়া গমন (১-৩ মার্চ ১৯৪০), বাঁকুড়ায় প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন,—লেডি ডাফ্‌রিন হাসপাতালের প্রসূতি সদনের ভিত্তিস্থাপন,—কালিম্‌পং যাত্রা (২০।৪।১৯৪০),—কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (২৯।৬।১৯৪০),—পুনরায় কালিম্‌পং যাত্রা (১৯।৯।১৯৪০ থেকে ৭ দিন),—ত্রিপুরায় রাজ দরবার থেকে 'ভারত ভাস্কর' উপাধি লাভ (১৩।৫।১৯৪১), শারীরিক অসুস্থতা—কলকাতায়—আগমন (২৫।৭।১৯৪১),—অস্ত্রোপচার (৩০।৭।১৯৪১),—মহাপ্রয়াণ (২২।৪।১৩৪৮—১২ টা ১০ মিনিটে),—রবীন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট্. উপাধি দ্বারা সম্মানিত (১৯১৫),কে. টি. উপাধিতে সম্মানিত(১৯১৫), অন্ধ্রদেশীয় ভারততীর্থ নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কবি সম্রাট (১৪।৭।১৯৩৭) এবং লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক এশিয়ার রাজ-কবি উপাধিতে ভূষিত,—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। ভারতাত্মার আধুনিক প্রতিনিধি,—কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্য,—প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি—ঔপন্যাসিক,—নাট্যকার,—বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্রষ্টা—গল্পে বহুবৈচিত্র্যের স্রষ্টা—প্রবন্ধকার,—সমালোচক। ভাবগভীরতা,—

চিত্রসঙ্গীতময় আঙ্গিক,—আধ্যাত্মিকতা,—ঐতিহ্যপ্রীতি, - প্রকৃতিপ্রীতি,—মানব প্রেম, —স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনা,—সীমা অসীমের সমন্বয়, তীব্র গতি-ময়তা,—গতির বন্দনা,—কল্পনার অফুরন্ত ঐশ্বর্য,—ভাব ভাষা ছন্দ ও আঙ্গিকের অনন্ত বৈচিত্র্য,—গদ্যভাষায় অপূর্ব কাব্য-ময়তা,—কাব্য নাটক ও উপন্যাসে নব নব আঙ্গিকের পরীক্ষা,—শেষজীবনের কাব্যে বাস্তব সচেতনতা—ছোট গল্পে মানব প্রেম প্রকৃতিপ্রেম ও অন্তর্দৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্র সাহিত্যকে সীমাহীন বৈচিত্র্যের অধি-কারী করেছে। গীতিকার সুরকার এবং চিত্রশিল্পী হিসাবে—শিক্ষাগুরু হিসাবে আধু-নিক ভারতের প্রাণ পুরুষরূপে অধিষ্টিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের সমন্বয়ে—সত্যদ্রষ্টাঋষিরূপে বন্দিত। বিশ্বকবি, কবিগুরু, গুরুদেব ইত্যাদি আখ্যায় জনগণ কর্তৃক সম্মানিত। প্রথম মুদ্রিত কবিতা হিন্দুমেলার উপহার (৩০।১০।১২৮১)। প্রথম প্রকাশিত সমালোচনামূলক প্রবন্ধ ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী (কার্তিক, ১২৮৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ: পদ-রত্নাবলী (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সহ—১২৯২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কবি কাহিনী (কাব্যোপাখ্যান—১৮৭৮), বনফুল (১৮৮০), সন্ধ্যা সঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাত সঙ্গীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), রবিচ্ছায়া, (গান ১৮৮৫), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), গানের বহি (১৮৯৩), সোনার তরী (১৮৯৪), নদী (১৮৯৬), চিত্রা (১৮৯৬), কাব্য গ্রন্থাবলী (১৮৯৬), চৈতালি (১৩০৩), কল্পনা (১৩০৮) স্বদেশ (১৯০৫), বাউল (১৩১২), শিশু (১৯০৯), চয়নিকা (১৯০৯), গীতিলিপি ৬ ভাগ (১৯১১), নৈবেদ্য (১৩০৮), খেয়া (১৩১৩), গান (১৩১৫), গীতাঞ্জলি (১৯১১), উৎসর্গ (১৯১৪), গীতি মাল্য (১৯১৪), গীতালি (১৯১৪), কাব্য গ্রন্থ ১০ ভাগ (১৯১৫), বলাকা (১৯১৬), গান (১৯১৬), ধর্ম সঙ্গীত (১৯১৬), গীত লেখা ২ ভাগ (১৯১৭-১৮), পলাতকা (১৯১৮), গীত পঞ্চাশিকা (১৯১৮), বৈতালিক গান ও স্বরলিপি (১৯১৯), গীতি বীথিকা (১৯১৯), কেতকী (১৯১৯), কাব্য-গীতি (১৯১৯), বর্ষামঙ্গল (গান ১৯২২), শিশু ভোলানাথ (১৯২২), লিপিকা (১৯২২), পূরবী (১৯২৫), প্রবাহিনী (১৯২৫), গীতিচর্চা (গান-১৯২৫), গীতিমালিকা ২ ভাগ (১৯২৬), লেখন (১৯২৭), মহুয়া (১৯২৯), বনবাণী (১৯৩১), সঞ্চয়িতা (সংকলন-১৯৩১), গীতবিতান ২খণ্ড (১৯৩১), পরিশেষ (১৯৩২), পুনশ্চ (গদ্যকবিতা-১৯৩২), গীতবিতান ৩য় (১৯৩২), বাঁশরী (১৯৩৩), বিচিত্রা (১৯৩৩), শেষ সপ্তক (গদ্যকবিতা-১৯৩৫), বীথিকা (১৯৩৫), পত্রপুট (গদ্য কবিতা-১৯৩৬), শ্যামলী (ঐ ১৯৩৬), খাপছাড়া (১৯৩৭), ছড়ার ছবি (১৯৩৭), প্রান্তিক (১৯৩৭), সেঁজুতি (১৯৩৮), প্রহাসিনী (হাসির কবিতা-১৯৩৮), আকাশ প্রদীপ (১৯৩৯), নবজাতক(১৯৪০), সানাই(১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), শেষলেখা (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)। গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য: বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), ভগ্নহৃদয় (১৮৮১), রুদ্রচণ্ড (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), মায়ার খেলা (১৮৮৮), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪), বসন্ত (১৯২৩), ঋতুরঙ্গ (১৯২৭), শাপমোচন (১৯৩১), নবীন (১৯৩১), চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য-১৯৩৬), শ্যামা (নৃত্যনাট্য-১৯৩৯)। গদ্যনাট্য: নলিনী

(১৮৮৪), তপতী (রাজা ও রাণীর রূপান্তর-১৯২৯), গুরু (১৩২০)। রোমান্টিক নাটক : রাজা ও রাণী (১৮৮৮), বিসর্জন (১৮৯০), গৃহপ্রবেশ (১৯২৫), শোধবোধ (১৯২৬), শেষ রক্ষা (১৯৩৮), পরিত্রাণ (১৯২৯), ঋণশোধ (১৯২১), বাঁশরী (১৯৩৩), মুকুট (শিশুদের-১৯০৮)। প্রহসন : গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), হাস্যকৌতুক (১৯-০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৮), প্রহসন (১৯০৮)। রূপক সাংকেতিক নাটক : রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্‌গুনী (১৯১৫), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), মুক্তধারা (১৯২২), ডাকঘর (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), কালের যাত্রা (১৯৩২), তাসের দেশ (১৯৩৩)। উপন্যাস : করুণা, বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩), রাজর্ষি (১৮৮৭), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৫), প্রজাপতির নির্বন্ধ (১৯০৮), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬)। ঘরে বাইরে (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), দুইবোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪), চার অধ্যায় (১৯-৩৪)। গল্প : ছোট গল্প (১৮৯৪), বিচিত্র গল্প ২ ভাগ (১৮৯৪), কথা চতুষ্টয় (১৮৯৪), গল্প দশক (১৮৯৫), আটটি গল্প (১৯১২), গল্প শতক (১৯১৫), তিন সঙ্গী, সে (১৯৩৭), গল্প স্বল্প (১৯৪১), গল্পগুচ্ছ ৩খণ্ড (সংকলন)। প্রবন্ধ-সমালোচনা : বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), সমালোচনা (১৮৮৮), বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা (১৩০৮), পঞ্চভূত (রসরচনা-), স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), রাজভক্তি (১৯০৬), দেশ নায়ক (১৯০৬), বিজয়া সম্মেলন(১৯০৫), আত্মশক্তি (১৯০৫), ভারতবর্ষ (১৯০৬), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭), প্রাচীন সাহিত্য (১৯-০৭), লোক সাহিত্য (১৯০৭), রাজা ও প্রজা (১৯০৮), সমূহ (১৯০৮), স্বদেশ (১৯০৮), সমাজ (১৯০৮), সভাপতির অভিভাষণ (পাবনায় বক্তৃতা—১৯০৮), শিক্ষা (১৯০৮), শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), ধর্ম (১৯০৯), শান্তিনিকেতন ১৩ খণ্ড (১৯০৯-১২), ধর্মশিক্ষা (১২৯২), ধর্মের অধিকার (১৯১২), অনুবাদ চর্চা (১৯-১৮), সমবায় নীতি (১৯২৯), দেশের কাজ, মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), ছন্দ (১৯৩৬), শিক্ষার ধারা (১৯৩৬), প্রাক্তনী (১৯৩৬), সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), কালান্তর (১৯৩৭), পল্লী প্রকৃতি(১৯৩৮), বাংলা ভাষা পরিচয়, বাংলা কাব্য পরিচয় (১৯৩৯), বিশ্ব পরিচয় (বিজ্ঞান বিষয়ক), সভ্যতার সংকট (১৯৪১), আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (১৯৪১)। পত্র সাহিত্য ও ভ্রমণ : ইউরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), চিঠিপত্র (১৮৮৭), ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী ১ম (১৮৯১), ঐ ২য় (১৮৯৩),ছিন্নপত্র (১৯১২), জাপান যাত্রী (১৯১৯), যাত্রী (১৯২৯), রাশিয়ার চিঠি, ভানু সিংহের পত্রাবলী, পাশ্চাত্য ভ্রমণ (১৯৩৬), জাপানে ও পারশ্যে (১৯৩৭), পথের প্রান্তে (১৯৩৮), পথের সঞ্চয় (১৯৩৯)। জীবনী : রাজা রামমোহন রায় (১৮৮৫), চরিত্রপূজা (১৯০৭), আত্মপরিচয় (১৯১২), ছেলে-বেলা (১৯৪০), ভারত পথিক রামমোহন (১৯৩৪) জীবনস্মৃতি। স্বরলিপি : স্বরবিতান ৪ ভাগ (১৯৩৫-৩৬)। চিত্র : চিত্রলিপি (ছবি সংগ্রহ-১৯৪০), ঐ ২য় (১৯৫১)। ইংরাজী গ্রন্থ : Gitanjali (১৯১২), Garden (১৯১৩), Crescent Moon (১৯১৩), Chitra (১৯১৩), Sadhana (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা-১৯১৪), Poems of Kavir (underhill সহ-১৯১৪), Maharani of Arakan (ডালিয়ার অনুবাদ-১৯১৫), Fruit Gathering (১৯১৬), Hungry Stones

and other Stories (১৯১৬), Stray Birds (১৯১৬), Sacrifices and plays (১৯১৭), Cycle of Spring (১৯১৭), Personality (বক্তৃতা-১৯১৭), Nationalism (বক্তৃতা-১৯১৭), Lovers gift and Crossings (১৯১৮), Stories from Tagore (১৯১৮), Parrots Training (ব্যঙ্গ রচনা—১৯১৮), Mashi and other Stories (১৯১৮), Centre of Indian Culture (বক্তৃতা-১৯১৯), The wreck (নৌকাডুবির অনুবাদ—১৯২১), The Fugiture (১৯২১), Though Relies (বক্তৃতা ১৯২১), Creative unity (১৯২২), Red orlenders (রক্ত করবীর অনুবাদ—১৯২৫), Broken Ties and other Stories (চতুরঙ্গ এবং অন্যান্য গল্পের অনুবাদ—১৯২৫), The child (১৯২১), Religion of Man (হিবার্ট বক্তৃতা —১৯৩১), Collected pomes and plays (১৯৩৭) প্রভৃতি।

(ডঃ) রবীন্দ্রনাথ পাল (১৬।৮।১৯৪২—) এম্. এ. পি. এইচ্. ডি.। জন্ম কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস: জয়নুদ্দী মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৪২। পিতা চন্দ্রনাথ পাল, মাতা: বীণাপাণি। সাউথ সুবারবন স্কুল, পাঠ-ভবন ও সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের শিক্ষক, শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌স্‌টিটিউসনের অধ্যাপক। অমৃত, পরিচয়, স্বরান্তর, গল্প ও কবিতা, সৃজনী, পূর্বাশা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, চতুষ্কোণ বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি পত্রিকায় ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৮০)।

রবীন্দ্রনাথ পাঁজা (১।৭।১৩৬০ বঙ্গাব্দ—) বি. এ. অনার্স (বাঙ্গালা)। শুকতারা, পূর্বরাগ, নীলিমা, আহুতি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও কবিতা লেখক।

(ডঃ)রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯২১—)নামান্তর: রবি ভট্টাচার্য। ছদ্মনাম বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়। জন্ম: মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। পৈতৃক নিবাস: হরিনাভি, বর্তমান নিবাস: ২০১, মানিকতলা মেন রোড্, ফ্ল্যাট নং ৪৫, কলিকাতা-৫৪। হরিনাভি স্কুল থেকে প্রবেশিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এস্. সি, পি. এইচ. ডি.। প্রথমে কলেজের অধ্যাপক ও গবেষক। পরে গবেষণার জন্য বিদেশ যাত্রা, উত্তর সমুদ্রের মাছ নিয়ে গবেষণা, সেই সূত্রে উত্তর সাগরের উত্তরে মেরু অঞ্চলে অভিযান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গভীর সমুদ্রের মৎস্য দপ্তরের কর্মী, ভারত সরকারের গভীর সমুদ্রের মৎস্য সন্ধান বিভাগের অধ্যক্ষ। স্বেচ্ছায় অবসর প্রাপ্ত (১৯৬৮)। সাহিত্য সাধনায় রত। ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। রবিবার, মাস পয়লা, রূপকথা, আনন্দবাজারের আনন্দমেলা ও রবিবাসরীয়, গল্প ভারতী, বসুধারা, শনিবারের চিঠি, নব কল্লোল, বসুধারা ও বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের লেখক। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রে প্রাণিতত্ত্ব ও জীব বিজ্ঞান সম্পর্কে নিয়মিত বক্তা। সঙ্গীত ও ইতিহাসানুরাগী। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: বাংলায় মহাপুরুষ, চীন থেকে ভারত (১৯৫৬)। উপন্যাস: অতি বড় ঘরণী, সেই প্রেম আস্বাদন (১৯-৬১), ঝিনুকের পেটে মুক্তো (১৯৮০)। ভ্রমণোপন্যাস: উত্তর সাগরের তীরে(১৯৬০)। শিশু সাহিত্য: জানোয়ার (১৯৪৯)।

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯৫০—) এম্. এ.। ছদ্মনাম: দুর্মুখ, শ্রীকিশোর। জন্ম: কলিকাতা। পিতা: দেবেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য।

বর্তমান নিবাস: নৈমিষারণ্য, সীতাপুর, উত্তরপ্রদেশ। বেদ ও পুরাণ বিষয়ে গবেষণারত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত (১৯৬২-৮১)। সম্পাদক: সবুজ অবুঝ (কবিতা-পত্রিকা—১৯৬৯-৭৯), অভীঃ, স্বাক্ষর, প্রদীপ, সন্ধিক্ষণ, মানসী। প্রকাশিত কাব্য: সিগারেট, আমরা মানুষ, আমরা ঈশ্বর, মা মাটি মানুষ। তীর্থবর নৈমিষারণ্য অনুসন্ধান (হিন্দী-ও বাঙ্গালায়)।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৩০৩/১৮৯৬—১৩৩৯/১৯৩৩)। ছদ্মনাম: দিবাকর শর্মা, বান্দা ছমছের আলি, রাবেয়া খাতুন। জন্ম: পিতার কর্মক্ষেত্রে রঙপুরে। পৈত্রিক নিবাস: নাহুরিয়া, ফরিদপুর। পিতা: প্রিয়নাথ মৈত্র। কবিতা গল্প ও নাটক রচয়িতা। ছোটগল্প রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক: মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল (১৩৩৯)। কাব্য: সিন্ধু সরিৎ (১৩৩৩)। উপন্যাস: মায়ার জাল। গল্প সংকলন: বাস্তবিকা (১৯৩২), ত্রিলোচন কবিরাজ (১৯৩৩), থার্ডক্লাশ (১৩৩৫), দিবাকরী, পরাজয়, উদাসীর মাঠ (১৩৩৮), মডার্ন গৌরী, মেবার কাহিনী, নিরঞ্জন প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ রায় (২৮।৫।১৩২৬ বঙ্গাব্দ—) ছদ্মনাম: ছবি গুপ্ত। জন্ম: ওকার্সায় মাতুলালয়ে। নিবাস: রায়পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা: গোপীনাথ রায়। মাতা: সুধাশশী। শৈশব ও কৈশোর মাতুলালয়ে অতিবাহিত। মাতামহ জমিদার গোরাচাঁদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ওকার্সা (বর্ধমান) হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৯) পাশ। কৃষ্ণনগর কলেজে কিছুকাল অধ্যয়নের পরে বি. এণ্ড এ. রেলওয়েতে চাকুরি প্রাপ্ত। শিয়ালদহে, সৈয়দপুরে (রঙপুর), ঢাকা ও পুনরায় শিয়ালদহে বদলির পর—আসাম রেলে গৌহাটী অফিসে (১৯৫১), পরে কলিকাতায় নর্থ ইষ্টার্ন রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার গর্ডেনরীচে বদলি,—মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে ডিভিসনাল ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্‌পেকটর (১৯৬৮), কলিকাতার সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের হেড্ কোয়াটারে বদলি (১৯৭৬), রেলওয়ে বোর্ডের 'ট্রাফিক কাষ্টিং সেলে' সিনিয়র ট্রাফিক কাষ্টিং ইন্‌স্‌পেকটর-রূপে অবসর প্রাপ্ত (১৯৮১)। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৬) এবং বঙ্গবাসী কলেজ থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বি. এ. (১৯৬১) পাশ। প্রথমা পত্নী মীরা দেবীর মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরের শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মায়ারাণীকে বিবাহ (১৩৬২)। বঙ্গভারতী, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, সূর্যদেশ, রূপসী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: বিবাহ বিভ্রাট (১৩৪৪), কুঁড়ি (১৩৮৮)। মানবায়ন (১৩৮৮)। প্রবন্ধ পুস্তিকা: আপনজন (কৃষ্ণনগর রায়পাড়ার রায়বংশ)।

রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহারাজকুমার (১৯০৫—)। জন্ম: সন্তোষের বিখ্যাত রায় বংশে। পিতা: বিশিষ্ট দেশসেবী ও সমাজসেবী মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায়-চৌধুরী, জ্যেষ্ঠতাত: সুকবি প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী, অগ্রজ: রাজা বিনয়েন্দ্রনাথ রায়-চৌধুরী বার্. এট্. ল.। শিল্পী কবি ও সাংবাদিক। ওরিয়েণ্ট, ইলাষ্ট্রেটেড্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাহিত্যের প্রেরণা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণন, মালবীয়। শিল্পের প্রেরণা: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দক্ষ চিত্রশিল্পী। ভাস্কর্য, ঘড়ি মেরামত, মোটরের কলকজা, ফটোগ্রাফি, দর্জির কাজ, অশ্বারোহণ প্রভৃতিতে নিপুণ। রবীন্দ্র-

নাথের দ্বারা কবিতা প্রশংসিত। রবীন্দ্র নাথ, রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ ত্রিবিক্রম, জগদীশচন্দ্র বসু, সি. ভি. রমন, জর্জ ইষ্ট্‌ম্যান কোডাক, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের দ্বারা শিল্পী কর্ম উচ্চ প্রশংসিত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা ও শিল্প সম্বন্ধীয় তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত।

(ড:) রবীন্দ্রনাথ সামন্ত (১৬৮।১৯৩৭-) ছদ্মনাম: রূপাই সামন্ত। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস: চাঁদুর, তারকেশ্বর, হুগলী। পিতা: গোপীনাথ সামন্ত, মাতা: প্রভাবতী। তারকেশ্বর হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৩), হুগলী মহসীন কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৩) ও পি. এইচ্. ডি. (১৯৭২)। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের টাইপিষ্ট,—সায়েন্স কলেজের রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট,—কলিকাতায় মেপল সিগারেট ফ্যাকটরির শ্রমিক,—ধান চালের ব্যবসায়ী,—হুগলী নারায়ণপুর হাইস্কুলের ও রত্না হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯৬৪), বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক (১৯৬৭—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: প্রথম মুখ (১৯৬৯), ঘরে ভালোবাসার পাখী, ব্যথিত সময়, মুহূর্তের পাপড়ি (১৯৭৪), শুধু কবিতায় আছি, আমাকে সৌভাগ্য দাও (১৯৮৪)। গবেষণা ও সমালোচনা: নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন (১৯৬৫), জীবনানন্দ প্রতিভা, আধুনিক কালের কবিতা, রবীন্দ্র কাব্যে ফুল, রবীন্দ্রনাথ ও নদী, তুষব্রত ও গীতি সমীক্ষা, শিল্পী মানুষ যামিনী রায়, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা (১৯৮০), রবীন্দ্র কাব্যে উদ্ভিদ উপাদান। নাটক: রাধাকৃষ্ণ (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নাট্যরূপ), খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (রবীন্দ্রনাথের গল্পের নাট্যরূপ), দুটি নীল চোখ (ফরাসী গল্পের নাট্যরূপ)। সম্পাদিত নাটক: নীল দর্পণ। সম্পাদিত কাব্য: বাংলা আমার বাংলা দেশ, আমি ফুল ভালবাসি (হাজার বছরের ফুলের কবিতা সংকলন), কবিতায় নারী (হাজার বছরের নারী বিষয়ক কবিতা)। সম্পাদিত পত্রিকা: সময়ানুগ (দেবকুমার বসু সহ), সংস্কৃতিকা (বাঁকুড়া), সুচেতনা (ঐ), অবান্তর (ঐ ১০ বৎসর), ইন্দিরা।

রবীন্দ্রনাথ সেন (১৮৮৯—?) জন্মস্থান: ভাটপাড়া, ঢাকা। শিশু-সাহিত্যিক। প্রকাশিত শিশুসাহিত্য: স্বপ্নের পরে (১৯২৭), অচীন দেশের রাজপুরী (১৯৩০), শিশু জগৎ (১৯৪৩), আজব দেশ (১৯৪২), কালু সর্দার (১৯৪৩), রাঙাপাখী (১৯৫৮)।

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্. এ.। রিপন কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (অনুবাদ—১৩৩৩)।

রবীন্দ্রমোহন দাশ (৭।২।১৯৪৫—) জন্ম: গারুর গাঁও, ঢাকা। পিতা: যতীন্দ্র মোহন দাশ। বর্তমান নিবাস: পুষ্পিপাড়া, হুগলী। বিধানচন্দ্র কৃষিবিদ্যালয়ের কর্মী। প্রবর্তক, আভা, সাহিত্যভারতী, জাগরী, সাহিত্যবাণী, আশাবরী, প্রভাত প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও কবিতা প্রকাশিত।

রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৪—১৭।৫।১৯৬৯) জন্ম: কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের পৌত্র ও কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। কন্যা: গায়িকা মালবিকা কানন। সঙ্গীতজ্ঞ। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ রায়ের প্রথম যুগের শিষ্য।

লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজ থেকে সঙ্গীত বিশারদ উপাধিপ্রাপ্ত। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক। সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থঃ রাগ নির্ণয়।

রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৫—১৯৭৮) শিশু-সাহিত্যিক। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা পাশ। প্রথমে সাউথ সুবারবন কলেজ (বর্তমানে আশুতোষ কলেজ) ও পরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এস্‌. সি. উত্তীর্ণ। দীর্ঘদিন কলিকাতা রিপন কলেজিয়েট্ স্কুলের শিক্ষক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালা সরকারের অধীনস্থ কর্মী। ১৬ বৎসর বয়সে প্রথম রচনা কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত। বাঁশরী, মহিলা নবযুগ প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সু অভিনেতা ও হাস্যকৌতুকে দক্ষ। শিশু সাহিত্য পরিষদের দ্বারা ভুবনেশ্বরী পদকে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : নতুন কিছু, হাল্কা হাসির খাতা, বলি তো হাসব না, বীরবাহুর বনিয়াদী চাল, অভিশপ্ত (বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস), রবীন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প।

রবীন্দ্র সরকার (১৯৪৪—) বি. এ.। জন্ম : গৌহাটী, আসাম। পিতা : অপূর্ব সরকার, মাতা : সুনীতি। জীবনবীমা নিগমের কর্মী। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের গৌহাটী শাখার সভাপতি। উত্তর যুগ, নন্দন, সোমপ্রকাশ, বিংশ শতাব্দী, এ-সময়, অন্থষ্টুপ্ ও বিভিন্ন অসমীয়া পত্রপত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রধানতঃ কবি হলেও গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা কাব্য : মৃত্যুর সীমান্তে দাঁড়িয়ে, বৃত্ত ভাঙ্গার সময়, নাজিম হিকমতের দুষ্প্রাপ্য কবিতা (অনুবাদ)। অসমীয়া কাব্যঃ মিনর কবিতা (অনুবাদ), কালান্তরের কবিতা, নাসিম হিকমতর নির্বাচিত কবিতা (অনুবাদ), ভূযুজর শবযাত্রী, সত্তরের পদাতিক।

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতির্বিদ। সম্পাদক : মাসিক অদৃষ্ট (১৩০৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সামুদ্রিক শিক্ষা, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, সামুদ্রিক রেখা বিচার, এই এক রকম (প্রহসন—১৮৭২)।

রমণকৃষ্ণ বসাক (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য : উর্মিলা সম্ভাষা (তারকনাথ বিশ্বাস সহ—১৮৭৪)।

রমণী দেবী। মহিলা কবি। রচিত কাব্য : কৃষ্ণলীলা (১৩১১)।

রমণী মোহন ঘোষ (১৮৭৫-১৯২৮) বি. এ.। ডেপুটি পোষ্ট্ মাষ্টার জেনারেল। রবীন্দ্রানুরাগী কবি। সম্পাদক মাসিক সুহৃদ (১৩০১)। প্রকাশিত কাব্য : মুকুর (১৮৯৯), মঞ্জরী (১৯০৭), উর্মিকা (১৯১৩)।

রমণী মোহন ভট্টাচার্য। কবি প্রকাশিত কাব্য : মহাজন গাথা (১৩১১)।

রমণী মোহন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী) নিবাস : শ্রীহট্ট। কবিওয়ালা—কবিগান রচয়িতা।

রমণীমোহন মল্লিক (১২৭৩—১৩১২)। জন্ম : মেহেরপুর, নদীয়া। বৈষ্ণব পদ সংগ্রাহক। সম্পাদক : মাসিক জ্যোৎস্না। রচিত গ্রন্থ : চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, প্রাচীনা কবি, বলরাম দাস, মুসলমান বৈষ্ণব কবি, শশিশেখর, নরোত্তম দাস, নবীন সম্রাট।

রমণী মোহন রায় (২৪।৮।১৮৮৪— ?) জন্ম : ইছানগর, মৈমনসিংহ, নিবাস : খালিয়ামারী, ডিব্রুগড়, আসাম। চিকিৎসক, —কবি। প্রকাশিত কাব্য : স্বরাজ গাথা (১৯২৮), শারদাঞ্জলি (১৯৪০)।

রমণী রঞ্জন সেনগুপ্ত, কাব্যবিনোদ। এফ্. আর. এ. এস্.। সম্পাদক : জগজ্জ্যোতি

(বৌদ্ধ সমাজের মুখপত্র)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভাব ও গাথা (কাব্য-১৩১৮), জ্ঞানাঞ্জন ২ খণ্ড।

রমদা রঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৪৬—১৯১২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কায়স্থ।

রমাকান্ত চক্রবর্তী। সম্পাদিত গ্রন্থ: বিস্মৃত দর্পণ (নিধুবাবুর গীতরত্ন—১৩৭৮)।

রমাকান্ত দাস (১৭শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম: রমাকান্ত বসু। জাতিতে কায়স্থ। পিতা: কাশীরাম বসু। রচনা: উদ্যোগ পর্ব (মহাভারত)।

রমাকান্ত দেব (১৭শ শতাব্দী)। পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গলের বাইশ কবির অন্যতম।

রমাকান্ত সেন (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত নাটক: ললিত কুসুম।

(ডঃ) রমা চৌধুরী (৮।২।১৯১২—)। নিবাস: ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৯। পিতা: পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সুধাংশুমোহন বসু, পিতামহ: শিক্ষাব্রতী ও সমাজসংস্কারক আনন্দ মোহন বসু, মাতামহ: আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, স্বামী: সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী। বাল্যকাল থেকেই শ্রীরাম কৃষ্ণের অনুরাগিণী হওয়ায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অনুরক্তা। কলিকাতা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়, স্কটিশচার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রতি পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারিণী। দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে প্রথম। লাল বিহারী মিত্র স্কলারশিপ পেয়ে ইংলণ্ড গমন করে অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল্. ডিগ্রী প্রাপ্তা। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯৩৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের লেক্‌চারার, লেডি ব্রাব্রোন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের লেক্‌চারার—(১৯-৩৬), পরে অধ্যক্ষা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত, বহু সংস্কৃত নাটক রচয়িত্রী,—ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী। সংস্কৃত প্রচারে আত্মনিবেদিতা। এশিয়াটিক সোসাইটির মহিলা ফেলো। প্রকাশিত গ্রন্থ: নিম্বার্ক দর্শন (১৯৪৩), সূফী ও বেদান্ত দর্শন (১৯৪৪), সংস্কৃত ও প্রাকৃত নারী কবি (১৯৪৬), সাহিত্যকণা (১৯৫৩), সংস্কৃতাতঙ্ক রোগ ও তাহার প্রতিকার, ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য (অনুবাদ), বেদান্ত দর্শন (১৩৫১), কবিতাবলী (প্রাচীন নারী কবিদের কবিতার অনুবাদ), Doctrines of Nimbarka ৩ খণ্ড (১৯-৪২-৪৪) প্রভৃতি। যুগ্ম সম্পাদিকা: প্রাচ্যবাণী (স্বামী ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সহ)।

রমানাথ দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: শ্রীকৃষ্ণবিজয়। ভাগবত অনুসরণে রচিত, দানখণ্ড নৌকাখণ্ডও সংযোজিত। ভাষা সহজ সরল।

রমানাথ রায় (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) ছড়া লেখক।

রমানাথ সাহা (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য: অনাথের বিলাপ(১২৮০)।

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (? — ২১।-৫।১২৭৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: চন্দ্রকোনা, মেদিনীপুর। নিবাস: বর্ধমান। পিতা: গায়ক গঙ্গাবিষ্ণু বন্দোপাধ্যায়, পত্নী: করুণাময়ী। প্রথমে পিতার নিকট, পরে বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর, পশ্চিমী শিল্পী মহম্মদ বক্‌স, আসমত উল্লা ও বৈদ্যনাথ দুবের নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বর্ধমানের মহারাজ প্রতাপ চাঁদের সভাগায়ক, পরে কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের বাড়ীর গায়ক। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। নিমক মহালের কর্মচারী। কর্মোপলক্ষ্যে কিছুকাল কাঁথি-বাসী। সংগীত নৈপুণ্যের জন্য বর্ধমানরাজ মহাতাপ চাঁদ কর্তৃক কবীন্দ্র উপাধিতে ভূষিত। হিন্দী ভাষায় রচিত তানসেন প্রভৃতির ধ্রুপদ গানের বঙ্গানুবাদক,— টপ্পা-গান রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: মূল সঙ্গীতাদর্শ (অনূদিত সঙ্গীত, স্বরচিত সঙ্গীত ও পত্নী করুণাময়ী রচিত সংগীতের সংকলন)।

রমাপতি বসু (৭।৫।১৯২২—) ছদ্মনাম: মধু সুবলিকার, যুধিষ্ঠির বসু। জন্ম: কলিকাতায়। নিবাস: ৫৭এ, চারু এভিনিউ, কলিকাতা-৩৩। পিতা: রাম রাম বসুর বংশধর অমরেন্দ্রনাথ বসু। মাতা: ইন্দ্রাণী। ছাত্রজীবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে কারারুদ্ধ (Security prisner—১৯৪২-৪৩)। মুক্তির পরে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কর্মে নিযুক্ত। কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য (১৯৩৬-৫৪), মতবিরোধের ফলে কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠনমূলক কর্মে নিযুক্ত। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি রক্ষার কর্মে ব্রতী। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত (১৯৬২-৬৫)। কবি,—সাহিত্যিক—সাংবাদিক ও চিত্র সমালোচক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। সহ-সম্পাদক: সাপ্তাহিক নবশক্তি, সাপ্তাহিক স্বদেশ, মাসিক ও ত্রৈমাসিক নতুন পত্র (১৩৪৭), সাপ্তাহিক নয়া সমাজ। সম্পাদক: সাপ্তাহিক অধিনায়ক (১৯৪৯-৫০)। সম্পাদিত গ্রন্থ: ১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কালপুরুষ, আগামী কালের কবিতা, শিলাহার। গল্প: দুটি গল্প (গোর্কির অনুবাদ), শ্বেত করবী। উপন্যাস: মলি সেনের প্রেম, রোশন চৌকি, অনুশীলা, তপতীর তৃষ্ণা, স্বৈরিণী, মায়াবন বিহারিণী, মতিমঞ্জিলের আমীরজান (ঐতিহাসিক), অনেক সোনালী দিন, দ্বিতীয় বিবর, উর্বশীর নরক, বিসর্গ। প্রবন্ধ: খণ্ডিত বাঙ্‌লা—নয়া সমাজ (পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), চিরন্তন বিপ্লব, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের অবসান, ইরাণ, ভালবাসার রীতিনীতি।

রমাপদ ঘোষ (৩।৭।১৯৩৭—) বি. এ. (অনার্স) এম. এ. বি. টি. জন্ম: জামালপুর শহর, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ৪, শরৎপল্লী, কলিকাতা-৫৩। শিক্ষক। শুকতারা, কিশোর ভারতী, পক্ষীরাজ, নবকল্লোল, সত্যযুগ, বসুমতী, অমৃত বাজার ও বহু লিট্‌ল ম্যাগাজিনে রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: অভিন্ন বৃত্ত (১৩৮৭)।

রমাপদ চৌধুরী (২৮।১১।১৯২২—) ছদ্মনাম: পত্রনবীশ। নিবাস: কালীঘাট, কলিকাতা, জন্ম: মেদিনীপুরের খড়্গপুরের রেল কলোণীতে। পিতা: তারাপ্রসন্ন চৌধুরী, পত্নী: সুষমা। ইংরাজীতে এম. এ. (১৯৪৫)। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সাংবাদিক। আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান (১৯৫৩)। প্রথমে সাহিত্য জগতের সম্পাদক, পাঁচ বৎসর পরে রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক, আরও তিন বৎসর পরে সহ-সম্পাদক,—পরে আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৭৬—)। প্রকাশিত উপন্যাস: প্রথম প্রহর (১৩৬১), লালবাঈ (১৯৬৩), অরণ্য আদিম (১৩৬৪), দ্বীপের নাম টিয়ারঙ (১৩৬৪), এই পৃথিবীর

পান্থনিবাস (১৩৬৭), দুটি চোখ দুটি মন (১৩৬৮), আরো একজন (১৩৬৯), বন পলাশীর পদাবলী (১৩৬৯), পরাজিত সম্রাট (১৩৭৩), জনৈক নায়কের জন্মান্তর (১৩৭৪), এখনই (১৩৭৬), পিকনিক (১৩৭৭), যে যেখানে দাঁড়িয়ে (১৩৭৯), অ্যালবামে কয়েকটি ছবি (১৩৮০), সীমন্তীর স্বপ্ন (১৩৮০), খারিজ (১৩৮১), লজ্জা (১৩৮৩), হৃদয় (১৩৮৩), দ্বিতীয়া (১৩৮৪), বীজ (১৩৮৫), রূপ (১৩৮৭), চড়াই (১৩৮৭), সৃজন (১৩৮৮), ছাদ (১৯৮৫), উপন্যাস সমগ্র (১৩৯২)। গল্প : তিন তারা (১৩৫৫), স্বর্ণমারীচ (১৩৫৬), অভিসার রঙ্গনটী (১৩৫৮), দরবারী (১৩৬১), পিয়াপসন্দ (১৩৬২), কখনো আসেনি (১৩৬৩), আপন প্রিয় (১৩৬৪), কথাকলি (১৩৬৫), মুক্তবন্ধ (১৩৬৬), চন্দন কুঙকুম (১৩৬৮), দেহলীদিগন্ত (১৩৬৯), গল্প সমগ্র ১ম ও ২য় (১৩৭০), সুখের পায়রা (১৩৭৩), যদিও সন্ধ্যা (১৩৭৩), ত্রয়োদশী (১৩৭৫), ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য গল্প (১৩৭৬), স্বর্ণলতার প্রেমপত্র (১৩৭৯), আমরা সবাই একসঙ্গে (১৩৮০), দরবারী (একক-১৩৮৪), গল্প সমগ্র ৩য় (১৩৮৫)। রম্য রচনা : পত্রনবীশের শুভ দৃষ্টি (১৩৬২), রঙ্ মিছিল (১৩৭৯), চোখে চোখে (১৩৮০), মনময়ুরী (১৩৮১)। প্রবন্ধ : রূপায়ণী (১৩৬৩), আমরা সবাই (১৩৮৭), একসঙ্গে। অনুবাদ : ইয়ে দুনিয়া সরাই খানা (হিন্দী-১৩৬৯), নাথিং বাট দি ট্রুথ (১৩৮৫), যে যেখানে দাঁড়িয়ে (মালয়ালম ১৩৮৬), লজ্জা (হিন্দী ১৩৮৭), লালবাঈ (হিন্দী), পরাজিত সম্রাট (গুজরাটী), বিষ্ণুপুর কি নূরজাঁহা (হিন্দী)। স্মৃতিকথা: লেখালেখি (১৩১৮)।

রমাপ্রসাদ চন্দ (১৫।৮।১৮৭৩—২৮।৫-১৯৪২)। জন্ম : শ্রীধরখোলা, ঢাকা. মৃত্যু : এলাহাবাদে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বাসভবনে। পিতা : ভাওয়ালের নীলকুঠির দেওয়ান কালীপ্রসাদ চন্দ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯১), ঢাকা কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৯৩), ডাফ কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৯৪) উত্তীর্ণ। গাজীপুরে স্যর্ অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে গৃহ-শিক্ষকতার সময়ে নৃতত্ত্ব ও ইতিহাস অধ্যয়নে আত্মমগ্ন। ছাত্রজীবনে সাধক ভোলাগিরির শিষ্য। হিন্দু স্কুল ও রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক (১৯০৫-১৭)। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক (১৯১০)। ইণ্ডিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসের শিক্ষানবীশ। ভাগলপুর ও রাজশাহীর কাছাকাছি অঞ্চলে পুরাকীর্তির আবিষ্কারক (১৯১০)। তক্ষশিলা, সাঁচী, সারনাথ, মথুরা প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান ও খনন কার্যে আত্মনিযুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক (১৯১৯) ও পরে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, —ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেন্ডণ্ট্ (১৯২১-৩২), ময়ূরভঞ্জে খননকার্য পরিচালক (১৯২৯), রবিনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৩৩১), বোম্বেতে জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব-শাখার সভাপতি (১৯৩৪), লণ্ডনে বিশ্ব-নৃতত্ত্ব সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি (১৯৩৪), বহুভাষাবিদ্ ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক। Indo-Aryan Races (১৯১৬), Indian Valley in the vedic period (১৯২৬), Notes on Ancient Monuments of Mayurvanj (১৯২৯), Bhanja Dynasty of Mayurvanj (১৯২৯) প্রভৃতি গ্রন্থ

রচয়িতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থঃ গৌড় রাজ মালা (১৯১২), কেদার রায় (নাটক)।

রমাপ্রসাদ রায় (১৯ শ শতাব্দী)। পৈতৃক নিবাস : রাধানগর, হুগলী। পিতা : রাজা রামমোহন রায়। সম্পাদক : সম্বাদ কৌমুদী, বেঙ্গলী।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. (সংস্কৃত)। নিবাস : রাজার ঘাট, নবদ্বীপ, নদীয়া। প্রথমে বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা, পরে অধ্যাপনা ছেড়ে নবদ্বীপ বাসিনী,—ধর্মালোচনায়, ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যায় নিরতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কে আমি, নব যোগীন্দ্র সংবাদ। সম্পাদিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রী ললিতমাধব নাটকম্, শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি।

রমা মহিন্তা, চট্টোপাধ্যায় (১৮।৫।১৯৫৬ —) বি. এ.। জন্ম : কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস : ২।২, হাজী জ্যাকারিয়া লেন, কলিকাতা—৬। পিতা : বিজয় চন্দ্র মহিন্তা, মাতা : রেবা। গৃহবধূ। জাগরী, কিশোর কল্যাণ, গল্প ভারতী, সাহিত্যভারতী প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : হগমার্কেটের ইতিকথা (১৯৮৩)। সম্পাদিকা : কিশোর কল্যাণ (বার্ষিক—১৩৮০)।

রমেন গাঙ্গুলী (১৮৯৭—১৯৭২) ছদ্মনাম : ডেরিলিক্ট্। ক্রীড়াসাংবাদিক। হিন্দুস্থান পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক। দেশ, ফরোয়ার্ড, লিবার্টি, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। খেলাধূলা সম্পর্কে রসরচনা লেখক।

রমেন চৌধুরী (১৯১৯—)। জন্ম : বাগবাজার, কলিকাতা। পিতা : ডাঃ বীরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। সাংবাদিক— চিত্রব্যবসায়ী— সাহিত্যসেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ : গোধুলি, বনবাণী, অপরিচিতা, অসংলগ্ন, কালীদহের ধনরত্ন, তুমি আর আমি, ভীমরুলের হুল, রকমারি, কবিতায় ঈশপ, সবার সাথে। সম্পাদক : চলন্তিকা, মাছরাঙা (১৩৪৬-৪৮)। সহ-সম্পাদক : সন্ধ্যা।

রমেন দাস। ছদ্মনাম : সবুজ সাথী। লোকসেবক পত্রিকার কিশোর বিভাগের পরিচালক। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতিকৃতি, রোশনাই।

(ডঃ) রমেন মজুমদার (২৮।৪।১৯৩৬—) ছদ্মনাম : বৈতারিক। জন্ম : কাটিহার, বিহার। বর্তমান নিবাস : এ-ই ৫৩৪, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি, কলিকাতা-৬৪। পিতা : বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার। অনার্স সহ বি. এস্. সি., এম্. এ., পি, এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত,—স্বর্ণপদক সহ সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্মী,—পরে যুগান্তর পত্রিকার প্রধান সহ-সম্পাদক ও বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ফিলিপিনের রাজধানী ম্যানিলায় ভেরিটাস এশিয়াতে বাঙ্গালা বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিকর্তা (২ বৎসর)। —ভয়েস অফ্ আমেরিকার কর্মী (১০ বৎসর), যুগান্তরের কর্মী (১৯৬৩—)। ইংরাজী ও হিন্দী থেকে ১২টি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ : নলজাতকের উপাখ্যান, সুখাসনে সুখাহার, প্রাবেশিক ভৌত বিজ্ঞান, শ্মশানের ক্যামেরা প্রভৃতি।

রমেন রায় (১৩।৫।১৩৪৯—)। জন্ম : মিতরা, ঢাকা, বাংলাদেশ। স্থায়ী নিবাস : রায়পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। বর্তমান নিবাস : মঙ্গলদৈ, দরং, আসাম। পিতা : মুকুন্দলাল রায়। কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুল, কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার সংস্কৃত মহাবিদ্যা-

লয়ের ছাত্র। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ., কাব্যতীর্থ, ফরাসী ভাষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। অসমীয়া ভাষায় অভিজ্ঞ। আসামের দরং জেলায় মঙ্গলদৈ কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যে অধ্যাপক। পরিবর্তন, নব কল্লোল প্রভৃতি বাঙ্গালা পত্রিকা এবং অসমবাণী, পয়োভরা প্রভৃতি অসমীয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সহ-সম্পাদক: দীপ্তদীন (হাবড়া, ২৪ পরগণা,—১৪ বৎসর) প্রকাশিত উপন্যাস: গঙ্গা ও যমুনা (১৯৭৩)।

রমেন্দ্র কুমার আচার্য চৌধুরী (১৯২২—) জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস: মুক্তাগাছা শহর, মৈমনসিংহ। বর্তমান নিবাস: বনানী, দেলপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা (উত্তর)। পিতা: কৃষ্ণদাস আচার্যচৌধুরী, মাতা: বিভাবতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক সহ এম. এ. (১৯৪৪)। কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক (১৯৪৫—৪৬), দেশবন্ধু গার্লস কলেজের অধ্যাপক (১৯৫১),—বিভিন্ন সরকারী কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৫১—৮৩)। কবি। কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত), অলিন্দ, লা পয়েজি, পরমা, আজকাল প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: আরশি নগর (১৩৬৮), তিনজন কবি (কাব্যসংকলন—৪১টি কবিতা সংকলিত), ব্রহ্ম ও পুঁতির মউরি (আরসি নগর সহ ৪টি কাব্য গ্রন্থের সংগ্রহ—১৯৮৫)।

রমেন্দ্র কৃষ্ণ গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী (১৯০০—৪।১।১৯৭৯)। জন্ম ও মৃত্যু: জগতাই মুর্শিদাবাদ। পিতা: হেমেন্দ্র কৃষ্ণ বিদ্যাবিনোদ। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ,—পরে চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বহরমপুরের পণ্ডিতগণ কর্তৃক ভাগবতশাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত। কংগ্রেস কর্মী ও সংগঠক। স্বগৃহে তাঁতে বস্ত্র প্রস্তুতকারক। কলিকাতায় ৫০ বৎসর বসবাসকারী। ভাগবত ব্যাখ্যাতারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, অঙ্গমোহন হরিসভা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। এণ্টালী হরিসভা, রাধা দামোদর ভাগবত কুঞ্জ প্রভৃতির স্থায়ী আচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ (১৩৬১), স্মরণিকা (ভক্তি গীতির সংকলন—১৩৫২), ব্রজ মাধুরী (১৯৬৯)।

রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিবাস: চুপী, বর্ধমান। বহু যাত্রাদলের সংগঠক, পরিচালক ও অভিনেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভুলের মাশুল (সামাজিক নাটক—১৩৬৯)।

রমেন্দ্র দেশমুখ্য (৪।৬।১৩২৪ বঙ্গাব্দ— ছদ্মনাম: রাহুল। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: শিলচর শহর, আসাম। বর্তমান নিবাস: ১।২, শ্রীমন্তপুর, কলিকাতা-৫১। পিতা: রামচন্দ্র দেশমুখ্য, মাতা: প্রমদা দেবী। শিলচরের কাছাড় হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৫), শিলচর গুরুচরণ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৩৭), কলিকাতার রিপণ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৩৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪২) উত্তীর্ণ। হায়দারাবাদে এ. আর. পি. শিক্ষকতা ডিপ্লোমা (১৯৪৩), অফিসারপদে ডিপ্লোমা (১৯৪৪), আন্তর্জাতিক ঔষধ কোম্পানীর সেল্স্ সার্টিফিকেট ও ব্রিটিশ ট্রেনিং ইন্স্টিটিউটের প্রচার বিদ্যায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। ভারত সরকারের অধীনে এ. আর. পি'র কর্মী (১৯৪৩-৪৫), দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ষ্টাফ্ রিপোর্টার (১৯৪৬-৪৮), বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানীতে মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ (১৯৪৯-৫০), বারোজ

ওয়েলকাম-এ মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ (১৯৫৭-৭৭)। শারদীয় আনন্দবাজার, যুগান্তর, বোতর জগৎ, বসুমতী, স্বাধীনতা, দেশ, পরিচয়, এষা, নবশক্তি ইত্যাদি কলিকাতার পত্রিকায় এবং শিলচরের বহু সাপ্তাহিক পত্রিকায় ও বিশেষ সংখ্যায় রচনা প্রকাশিত। সাহিত্য একাডেমি কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থে ও বহু কাব্য সংকলনে কবিতা সংকলিত। রাজজ্যোতিষী, জ্যোতিষ, জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, আধুনিক জ্যোতিষ, জ্যোতির্ময় প্রভৃতি জ্যোতিষ সম্পর্কিত পত্রিকায় জ্যোতিষ বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত। কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি (১৯৭৭), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি (১৯৮৩)। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক আশাবরী, জ্যোতিষ (১৩৮০), IOCARINA (যুগ্মভাবে ১৯৭০-৭১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: হে মহাজীবন স্মরণ অর্ঘ্য (১৯৮৩), জ্যোতিষ মহাচয়ন (১৯৮৩), মহাজ্যোতিষ (১৯৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোটদের গল্প: পাহাড় দুর্গ (১৯৪৭), বাঘের আত্মহত্যা (১৯৬৪)। বড় গল্প: ইভাকুয়ি (১৯৪৭)। কাব্য: ধান ক্ষেত (১৩৫২), জনসমুদ্র (১৯৫৫), শত পুষ্প (১৩৬৮)। উপন্যাস: মরসুমী ফুল (১৩৬৪)। রম্য রচনা: জনপদের ছন্দ (১৯৫৫)। ভ্রমণ: রূপময় ভারত (১৩৬৪), শঙ্খদ্বীপের নর্তকী—(১৩৮৪)।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (১৬।১।১৯৩০/৩।১০। ১৩৩৭—)। ছদ্মনাম: শ্রীশ দে। নিবাস: ৬৭, পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পিতা: রাসবিহারী মল্লিক। মাতা: কমলসোনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। বিশ্ব ভারতী প্রকাশন বিভাগ ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী। সাহিত্যতীর্থ ও রাইটার্স গিল্ড্-এর প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সাহিত্যতীর্থ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রামমোহন লাইব্রেরী, রাইটার্স গিল্ড্, নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি, মনোমোহন ঘোষ শতবার্ষিকী সমিতি, অক্ষয়কুমার দত্ত স্মৃতি সমিতি, সাহিত্য সমবায়, যদুনাথ মল্লিক স্মৃতি সমিতি, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী সমিতি প্রভৃতির সংগঠন সচিব। অল্ ইণ্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্স (১৯৫৭), নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিক কলিকাতা অধিবেশন-১৯৬১), কলিকাতা শিল্পমেলা (টালা পার্ক), মঞ্চলেখা, অল্ ইণ্ডিয়া টিচার্স কনভেনশন (১৯৫৯), অনুবাদ সম্মেলন ও রাইটার্স ক্লাবের যুগ্ম আহ্বায়ক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কাব্যকাকলি, মিষ্টিমন, আকাশ পিপাসা, ললিত লাবণ্য, পুষ্পিত প্রকাশ, আরো অঘ্রাণ। কাব্য নাটিকা: যুদ্ধজিজ্ঞাসা সুভদ্রা ও মিনি। ছোটগল্প: শাল্মলী। উপন্যাস: প্রথম ফাল্গুন, দ্বিতীয় দিগন্ত, সন্ধ্যার জ্যোৎস্না সকালের রোদ, শুধুই চঞ্চল। নাটক: এক পালকের পাখী। প্রবন্ধ: স্বদেশ সাহিত্য ও মননশীলতা, বঙ্গসাহিত্যে বনফুল; ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ। সম্পাদিত গ্রন্থ: কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা, কবি করুণানিধান স্মরণিকা, কবি নরেন্দ্র দেব স্মরণিকা, রজত জয়ন্তী বর্ষ সাহিত্যতীর্থ সংকলন, ভাব সমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ। সম্পাদিত পত্রিকা: ত্রৈমাসিক রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, কবিতাবলী (বার্ষিকী), রবীন্দ্র ভারতী জার্নাল (ইংরাজী বার্ষিকী)।

রমেন্দ্র রায়। ছদ্মনাম: অনিন্দ্য, শুভঙ্কর,

সজ্ঘমিত্রা। নিবাস: ২৪ নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৫। শিশু সাহিত্যিক। সাময়িক পত্রিকায় খেলাধূলা বিষয়ে ও কিশোর উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইয়েতির ডাক (কিশোর উপন্যাস) টবল ও ক্রিকেটের আইন।

রমেশচন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশিত কাব্য: জীবন সমস্যা।

রমেশচন্দ্র গোস্বামী (৮।৯।১৯০০—) জন্ম: পৈত্রিক নিবাস: মজুরপুর, নেত্রকোণা, মৈমনসিংহ। বর্তমান নিবাস: ১৬৫/১, রায় বাহাদুর রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। পিতা: কমলকৃষ্ণ গোস্বামী, মাতা: বামাসুন্দরী। মৈমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ৩য় বর্ষ পর্যন্ত শিক্ষা। নেত্রকোণা হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৯১৯)। দমদম গোরাবাজারে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের ম্যানেজার অফিসের আইন বিভাগের অধিকর্তা (১৯২২-২৬), কলিকাতায় পি. সি. পাল এষ্টেটের ম্যানেজার (১৯৪০ সাল পর্যন্ত)। বেহালায় রায় বাহাদুর রোডে আদর্শ পল্লী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট্, আদর্শ পল্লীর জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট্ (৬ বৎসর)। বেহালায় অব্যয় ক্লাব, বর্ধমান জেলায় কালনায় বি. ডি. ও. এবং এস্. ডি. ও.-র অফিসের কর্মীবৃন্দ, ময়মনসিংহ শহরের অমরাবতী মঞ্চের কর্মীবৃন্দ, ময়মনসিংহের নেত্রকোণায় ফৌজদারী আদালতের লাইব্রেরীর কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্বর্ধিত। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: হ-য-ব-র-ল (অখিল নিয়োগী সম্পাদিত খেয়া মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত, —এক দৃশ্যের প্রহসন,—১৯৪৬), কেদার রায় (ঐতিহাসিক নাটক,—নাট্য নিকেতনে, —অধুনা বিশ্বরূপায় অভিনীত,—১৯৩৬), বিদ্যাপতি (ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত,—১৯৩৭), বিদ্রোহী বাঙ্গালী (নাট্য নিকেতনে অভিনীত—১৩৪৭)। অপ্রকাশিত অথচ মঞ্চে অভিনীত নাটক: বাংলার মাটি (বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে রচিত,—রঙমহলে অভিনীত), কঙ্ক ও লীলা, কেমন মজা (প্রহসন)।

রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কাব্যবিনোদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজার হাতি (১৩৩২)।

রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৩০৬—) বি. এ.। জন্ম: ইছাপুরা, বিক্রমপুর, ঢাকা। সম্পাদক: মর্মবাণী। প্রকাশিত গ্রন্থ: অজানা পথে।

রমেশচন্দ্র জোয়ারদার। কবি। প্রকাশিত কাব্য: কবিতা কোরক (১৩১০)।

রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় (১৯।১২।১২৮৮—২৫।৭।১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: সুহিলপুর, ত্রিপুরা। পিতা: চন্দ্রকুমার তর্করত্ন। পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, —সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পিতার নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও কাব্য, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকিশোর তর্করত্ন ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক কৈলাশচন্দ্র তর্কতীর্থের নিকট নব্যন্যায় ও ২৪ পরগণার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌমের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন করার পরে উপাধি পরীক্ষায় ১ম স্থান প্রাপ্ত। কাশীতে রামাচরণ ন্যায়রত্নের নিকট সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে লক্ষ্মণচন্দ্র শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত ও মীমাংসার উপাধি পরীক্ষায় ১ম স্থান প্রাপ্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন প্রথম জীবনে পিতার স্থাপিত চতুষ্পাঠীতে দুই বৎসর, পরে খুলনা দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক,—ঢাকা শক্তি আশ্রম

চতুষ্পাঠীতে ন্যায় ও বেদান্তের অধ্যাপক, রাজশাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ (১৯২১) ও শেষে নবদ্বীপে পাকা টোলের অধ্যাপক। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যায়রত্ন, সিদ্ধান্তবাগীশ, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি উপাধিপ্রাপ্ত। মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা সম্মানিত (১৯৪৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ন্যায় শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞান, ন্যায় শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, ঈশ্বর সিদ্ধান্ত, মুক্তি সিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৩।৮।১৮৪৮—৩০।৯। ১৯০৯)। ছদ্মনাম: R. C. D., আর. সি. ডি. Arcydae, এ হিন্দু। জন্ম: কলিকাতায় কৃষ্ণ গলিতে মাতুলালয়ে রামবাগানের দত্ত বংশে, মৃত্যু: বরোদায়। পিতা: ডেপুটি কালেক্টর ঈশানচন্দ্র দত্ত, পত্নী: মাতঙ্গিনী বা মোহিনী। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় খুল্লতাত শশিভূষণ দত্তের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত। কলিকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে ১ম স্থান অধিকার করে এন্‌ট্রান্স (১৮৬৪), প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ সহ এফ্. এ. (১৮৬৬) পাশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বিলাত গমন (৩।৩।১৮৬৮), আই. সি. এস্. পরীক্ষায় ৩য় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হওয়ার পর (১৮৬৯) ব্যারিষ্টারি পাশ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৮৭১)। এই সময়ে স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি ভ্রমণ। বিভিন্ন জেলায় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৭১-৮৫), বর্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার (১৮৯৪-৯৭)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ভারতীয় হিসাবে উচ্চপদে স্থায়ী না হওয়ার ক্ষোভে পদত্যাগ (১৮৯৭)। পদত্যাগের পর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক (১৮৯৮)। এই সময়ে ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত। ইম্‌পিরিয়াল্ ইন্‌স্‌টিটিউট্, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি ও যুক্তরাজ্যের রাজকীয় সাহিত্য সমিতির সদস্য। কারেন্সি কমিটিতে সাক্ষ্যদান (১৯০৭)। সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত (১৮৯২)। বরোদা রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরূপে ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং অল্পদিন পরে দেওয়ান। পাবনায় প্রজা বিদ্রোহের সময় প্রজার স্বত্ব নিরূপণের জন্য ARCYDAE ছদ্মনামে বেঙ্গল ম্যাগাজিনে বহু ইংরাজী প্রবন্ধ লেখক। দাদাভাই নৌরজী ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত (১৮৯৮)। লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি (১৮৯৯), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি (১৩০০) ও পরে আজীবন সদস্য, ডিসেন্‌ট্রালাইজেসন কমিশনের সদস্য (১৯০৭)। সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। প্রথমে ইংরাজীতে গবেষণামূলক বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক, পরে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশে বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধনায় রত। ঋগ্‌বেদের সম্পাদনা ও টীকা টিপ্পনীসহ বঙ্গানুবাদ রমেশচন্দ্রের অক্ষয়কীর্তি। বাঙ্গলা সাহিত্যে শতবর্ষের মোগল রাজত্বের ইতিহাস অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস: মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সমুচ্চ কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির অভাব সত্ত্বেও ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার গুণে উপন্যাসদ্বয় বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাসের জগতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিধবা

বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ সামাজিক উপন্যাস-দ্বয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত,—উপন্যাস দুটি পল্লীগ্রামের অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য চিত্র বর্ণনার গুণে সুখপাঠ্য ও উচ্চস্থানের অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইংরাজী : Three years in Europe (১৮৭২), The literature of Bengal, Peasantry of Bengal, The slave girl of Agra (ঐতিহাসিক রোমান্স ১৯০৯), History and civilization in Ancient India (১৮৮৮-৯০), A Brief History of Ancient and Modern India (১৮৯১), Lays of Ancient India ২ খণ্ড (১৯০০), Ramayana and Mahabharata in English verse, open letter to Lord Curzan on Famines and land Assessment in India, Early Hindu Civilisation 2000 B. C. to 320 B. C. (১৯০৬), Later Hindu Civilization 320 B. C. to A. D. 800 (১৯০৬), England and India—A Record of Progress during Hundred years (1788 to 1885)। Rambles in India (১৮৯৫), Economic History of India—1757-1857 (১৯০২), India in Victorian Age (১৯০৪)। বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস : বঙ্গবিজেতা (আকবরের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে—১৮৭৬), মাধবী কঙ্কন (সাজাহানের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে—১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (শিবাজী ও ঔরংজেবের সংঘর্ষের কাহিনী—১৮৭৮), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (জাহাঙ্গীরের সমকালের ঘটনা—রাণা প্রতাপের কাহিনী—১৮৭৯), শতবর্ষ (উক্ত চারখানি উপন্যাস একত্রে—১৮৭৯)। সামাজিক উপন্যাস : সংসার (১৮৮৬), সমাজ (১৮৯৪), সংসার কথা (১৯১০)। শাস্ত্র গ্রন্থ : ঋগ্বেদ সংহিতা (বঙ্গানুবাদ—১৮৮৫-৮৭), হিন্দু শাস্ত্র ৯ ভাগ (সংকলন ও অনুবাদ—১৩০০-১৩০৩)। বিবিধ : বাংলা পত্রাবলী (চিঠিপত্র সংকলন), ভারতবর্ষের ইতিহাস ১ম (১৮৭৭)।

রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত (২।৯।১৯০৭—১৯।১২।১৯৫০)। জন্ম : ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : কৃষিতত্ত্ববিদ্ রায়বাহাদুর রাজেশ্বর দাসগুপ্ত, মাতা : অমিয়বালা। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা, সাউথ সুবারবন কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ। মেডিক্যাল কলেজে, ৩য় বর্ষ পর্যন্ত অধ্যয়ন। কৃষি-বিজ্ঞানী। রেজিষ্ট্রেশন ডিপার্টমেণ্টের কর্মী। হাওড়া বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদিত গ্রন্থ : কৃষিবিজ্ঞান, Cattle Wealth of India.

রমেশচন্দ্র দাস। কবি। প্রকাশিত কাব্য : প্রেম ও প্রতিমা (১৯৩৪)।

রমেশচন্দ্র দে (১৯১০—) এম্. এ.। জন্ম : চুঁচুড়া, হুগলী। নিবাস : ষড়্‌শ্রীমন্দির। ১৫বি, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-১৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—শিক্ষক—কবি। প্রকাশিত কাব্য : ভিক্ষাপাত্র (১৯৫৪)।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৫—১৪।১।১৯৬৯)। জন্ম : বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা : সঙ্গীতজ্ঞ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান ও অন্যান্য সঙ্গীতে দক্ষ। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত। পশ্চিম জার্মানী পরিভ্রমণ করে সেখানকার সঙ্গীতে

পারদর্শিতাপ্রাপ্ত। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ। বিষ্ণুপুর সম্পর্কিত গ্রন্থের লেখক।

রমেশচন্দ্র ব্যাকরণকাব্যবেদান্ততীর্থ (২৭।৫।১৮৭৮ খ্রীঃ—১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: সাতভাইয়া পাড়া, সোনার্গাঁও, ঢাকা। পিতা: রাজচন্দ্র চক্রবর্তী। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বর্ধমানের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। বিবেকপ্রদীপ টীকা এবং নৈষধ চরিতের টীকা রচয়িতা। সমগ্র উপনিষদের সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যাতা ও বঙ্গানুবাদক।

(ডঃ) রমেশচন্দ্র মজুমদার (৪।১২।১৮৮৮/১২৯৫—১১।২।১৯৮০/২৭।১০।১৩৮৬)। জন্ম: খণ্ডপাড়া, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা: হলধর মজুমদার, মাতা: বিধুমুখী, পত্নী: প্রভাতী। শৈশব ও কৈশোর—দারিদ্র্যে অতিবাহিত। কটকে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৯০৫), প্রথমে ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নের পরে রিপন কলেজ থেকে ১ম শ্রেণীর বৃত্তিসহ এফ. এ. (১৯০৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ বৃত্তিলাভ করে বি. এ. (১৯০৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ইতিহাসে এম্. এ. (১৯১১) উত্তীর্ণ। গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯১৩) ও গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার প্রাপ্ত। ঢাকায় গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক (১৯১৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯১৪-২১), পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২১), বিভাগীয় প্রধান, প্রভোষ্ট্ ও ৫ বৎসর উপাচার্য (১৯৩৭-৪২), বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্ডোলজি বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯৫২ পর্যন্ত)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এসিয়াটিক সোসাইটির সহসভাপতি। Corporate life of Ancient India গ্রন্থের জন্য পি. এইচ. ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত। ইটালির ফ্লোরেন্সে ইউনেস্কোর বার্ষিক অধিবেশনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (১৯৫০), ইস্তাম্বুলে ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ ওরিয়েণ্টালিষ্ট-এর ২২তম অধিবেশনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ইণ্ডোলজি শাখার সভাপতি (১৯৫১), প্যারিসে ইণ্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অফ্ ওরিয়েণ্টালিষ্ট-এর প্রতিনিধি (১৯৫২), উক্ত সংস্থার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে সয়াজিরাও গায়কোয়ার লেকচারার (১৯৫৩)। কলিকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত। বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম (১৯৭২), নবনালন্দা মহাবিদ্যালয় থেকে বিদ্যাবারিধি, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ভারততত্ত্ব ভাস্কর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কার ও কেরালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইংরাজী গ্রন্থ: Early History of Bengal, Ancient Indian Colonies in the far East Vol I—Champa, Vol II—Suvarnadvipa, Greater India, Inscriptions of Kamboja, Classical Accounts of India. The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, History of the Freedom Movement in India 3 vols, On Rammohan Ray, History of Mediaeval Bengal, A new History of Indian People (A. S. Altekar সহ), Readings in Political History of India. The Vakataka Gupta

Age (A. S. Altekar সহ), Maharaja Rajballabh, Kambuja desa, The Phases of India's struggle for Freedom, Glimpses of Bengal in Nineteenth century, Swami Vivekananda, Indian Religion, Prose literature in Bengal, Womanhood in India, Expansion of Aryan Culture in Eastern India, British Impact on Hindu culture প্রভৃতি। বাঙ্গালা গ্রন্থ: বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ৪ খণ্ড, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা, বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, জীবনের স্মৃতিদীপে (আত্মজীবনী)।

রমেশচন্দ্র মাইতি (৮।২।১৯৪৮—)। জন্ম: ঘন্টশোলা, গোবরা, মেদিনীপুর। পিতা: কালীচরণ মাইতি। স্কুল ফাইন্যাল পাশ। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। সঙ্গীত শিক্ষক। কবি। সহ সম্পাদক: দীপিকা, ছায়াতরু। প্রকাশিত কাব্য: বড়ো বৌ (১৯৮৩)।

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: চিত্তবিনোদ (১২৬৪)।

রমেশচন্দ্র রায় (২।১২।১৯৩২—)। নিবাস: দাস কলোনী, গৌহাটী—১১। প্রকাশিত ক্রীড়াবিষয়ক গ্রন্থ: কুচকাওয়াজ, স্কাউটের হালখাতা।

রমেশচন্দ্র লাহিড়ী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গৌড়েশ্বর নাটক (ঐতিহাসিক—১২৮০)।

রমেশচন্দ্র সেন (২২।৯।১৮৯৪/৭।৫। ১৩০১—১৮।২।১৩৬৯)। জন্ম: কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস: পিঞ্জরী কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। পিতা: ক্ষীরোদ চন্দ্র সেন (কবিরাজ)। প্রথম জীবনে পিতার কাছে ও পরে হাতীবাগানের পণ্ডিত সীতানাথ সাংখ্যতীর্থের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। ইংরাজীতে অনার্স ও বাঙ্গলায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করে বি. এ. উত্তীর্ণ (১৯১৭), পিতৃবিয়োগের ফলে এম্. এ. পড়া স্থগিত রেখে পৈতৃক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ব্রতী। প্রথিতযশা কবিরাজ ও প্রগতিশীল গল্প-উপন্যাস লেখক। সাহিত্য সমিতি নামে সাহিত্যচক্রের প্রতিষ্ঠাতা (১৩১৮)। মাদ্রাজে নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ সম্মেলনে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বিদ্যানিধি উপাধিপ্রাপ্ত। সম্পাদক: সাপ্তাহিক দেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: কুরপালা (১৯৪৬), কাজল (১৯৪৬), শতাব্দী (১৩৫২), গৌরীগ্রাম (১৯৫২), মালঙ্গীর কথা, পূর্ব থেকে পশ্চিমে (১৯৫৬), সাগ্নিক প্রভৃতি। গল্প: মৃত ও অমৃত (১৯৪৬), কয়েকটি গল্প, তারা তিনজন, সাদা ঘোড়া, রাজার জন্মদিন, ভিখারীর জন্ম, ভাত, সাদা ঘোড়া, কোষ্টাকি পাশা, লটারি টিকিট, জেণ্টলম্যান এণ্ড কোং, ডোমের চিতা, সাকীর প্রথম রাত্রি, যৈবন প্রভৃতি গল্পগুলি প্রসিদ্ধ। গল্পে উপন্যাসে শোষণ ও যন্ত্রণার বাস্তবসম্মত রূপায়ণ হলেও লেখকের আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

রমেশ রায়। বাংলাদেশবাসী লেখক। পেশায় প্রকৌশলী (ইঞ্জিনীয়ার)। বাংলাদেশের এবং ভারতের বহু পত্রপত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। বর্ণদীপ্ত সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, আম্রপালি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, উন্মেষ সাহিত্যসংস্কৃতি সংসদের সদস্য।

যশোর থেকে প্রকাশিত বাংলার মুখ (১৯৭২-৭৪) পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য, যশোর থেকে প্রকাশিত সূর্যসারথি (১৯৭২-৭৫) পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদিত পত্রিকা : বহুব্রীহি (হোমিও বিষয়ক ত্রৈমাসিক—১৯৭৯-৮০)। সম্পাদিত গ্রন্থ : কপোতাক্ষী (১৯৭৩), মহাকাল (১৯৭৩), প্রদীপ্ত (১৯৭৩), সিগারেট (কবিতা সংকলন—১৯৭৩), উপক্রুত পলাশ (১৯৭৪)।

রমেশ শীল (১৬।১।১২৮৪—২৩।১২।১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : গোসদাভী, চট্টগ্রাম। কবিওয়ালা, সঙ্গীত রচয়িতা। সুধীপ্রধান সম্পাদিত কয়েকজন লোককবি গ্রন্থে এঁর গান সংকলিত হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থ : লোকগীতি (১৯৬৪)।

রয়হানউদ্দিন আহমদ, কাজি। (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : হুগলী। রচনা : গোলে আবহাস (সাহুল্লা সরকার সহ-১৮৮৫)। শিরি ফরহাদ (তাইদ্দিন সহ ১২৮৫)।

(ডঃ) রশীদ আল ফারুকী (১৯৪০—) প্রকৃত নাম : খায়ের-উল-বসর। জন্ম : সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ., পি. এইচ. ডি.। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : রুচি ও প্রগতি (১৯৬৯), বাঙ্‌লা সাহিত্যে চরিত্র-চিত্রণ (১৯৬৯), উর্দু সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৭০), শরৎ সাহিত্য জিজ্ঞাসা (১৯৭১), মুসলিম মানস : সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া (১৯৮১), বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকদের অবদান (১৯৮৪), সমকালীন প্রসঙ্গ (১৯৮৪)। শিশু সাহিত্য : হারকিউলিসের দুঃসাহসিক অভিযান (১৯৭৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ : আধুনিক সাহিত্যের রূপরেখা (১৯৮৩)। প্রসঙ্গ : ভাষা ও সাহিত্য (১৯৮০)।

রশীদ করিম (১৪।৮।১৯২৭—)। জন্ম : কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস : যশোর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৯৪৮)। মেঘনা পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮৩) ও একুশে পদক (১৯৮৪) প্রাপ্ত। প্রকাশিত উপন্যাস : উত্তম পুরুষ (১৯৬১), প্রসন্ন পাসান (১৯৬৩), আমার যত গ্লানি (১৯৭৩), প্রেম একটি লাল গোলাপ (১৯৭৮), এ কালের রূপকথা (১৯৮০), সাধারণ লোকের কাহিনী (১৯৮২)।

রশীদ হায়দার (১৫।৭।১৯৪১) বি. এ, (অনার্স) এম্. এ. (১৯৬৫)। জন্ম : দোহারপাড়া, পাবনা, বাংলাদেশ। বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক। গল্প উপন্যাস নাটক রচয়িতা—অনুবাদক। অনুবাদে অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : নানকুর বোধি (১৯৬৭), অন্তরে ভিন্ন পুরুষ (১৯৭৩), মেয়েদের ঘর-বাড়ী (১৯৮২)। উপন্যাস : খাঁচায় (১৯৭৫), অন্ধ কথামালা (১৯৮২), নষ্ট জ্যোছনার ন্যায় এ কোন অরণ্য (১৯৮২)। নাটক : তৈল সংকট (১৯৭৪)। কিশোর উপন্যাস : যদি দেখা পাও (১৯৮০)। কিশোর নাটক : গোলাপ গোলাপ (১৯৭৮)। কিশোর গল্প : গোলাপের জন্ম (১৯৭৭)। অনুবাদ : এশিয়ার গল্প (১৯৮১)।

রসময় দাশ (২০।৮।১৯০৪—১৬।৮।১৯৭২) জন্ম : দত্তগ্রাম, ঢুলালী পরগণা, শ্রীহট্ট, মৃত্যু : শিলচর, আসাম। পৈত্রিক নিবাস : হলিমপুর, থানা : বালিয়াচঙ্, শ্রীহট্ট, পরবর্তী নিবাস : রামকৃষ্ণপল্লী, হাটখোলা,

শিলচর—২, কাছাড়, আসাম। পিতা: চন্দ্রনাথ দাশ, মাতা: কৌশল্যাবালা। নবীগঞ্জ জে. কে. হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে তিনটি বিষয়ে লেটার ও বৃত্তি সহ আই. এ. (১৯৩১) ও বি. এ. (১৯৩৪), গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. টি. (১৯৫৩)। সফল প্রধান শিক্ষক হিসাবে ভারত সরকার প্রদত্ত জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭০), কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংস্থার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট কবি হিসাবে সম্বর্ধিত (১৯৭২)। করিমগঞ্জ জেলার লাতু হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক (১৯৪৮-৭১), তৎপূর্বে শ্রীহট্টের রসময় মেমোরিয়াল হাইস্কুলে (১ বৎসর), বড় লেখাতে পি. সি-হাইস্কুলে সহ-শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক (১৫ বৎসর)। সুরমা উপত্যকার শিক্ষক, জনশক্তি ও বলাকা, কলিকাতার প্রবাসী, দেশ, বিচিত্রা, নবশক্তি, পূর্বাশা, জয়শ্রী, ভারতবর্ষ, বহির্বঙ্গের উত্তরা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক। প্রকাশিত কাব্য: মর্মবাণী (১৩৩২), অন্তঃশীলা (১৩৪৯), সোনার হরিণ (নলিনীকান্ত গুপ্ত লিখিত ভূমিকা সহ—১৩৪৯)।

রসময় দাস। বৈষ্ণব কবি। রচনা: গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ।

রসময় দাস (১৮শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব সাধনা নিবন্ধ লেখক। রচনা: প্রাপ্তি দুর্লভ, ভক্তিতত্ত্বসার, কৃষ্ণভক্তিবল্লী (ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুর আংশিক অনুবাদ)।

রসময় মিত্র, রায় বাহাদুর (১৮৫৯—১০।৪।১৯৩১)। জন্ম: চানক, বর্ধমান। পিতা: নবদ্বীপচন্দ্র মিত্র। পিতৃবিয়োগের পর দারিদ্র্যের জন্য আত্মীয়ের সহায়তায় স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত। সিউড়ী সরকারী বিদ্যালয় থেকে বর্ধমান বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৫ টাকা বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স, হুগলী কলেজ থেকে ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করে এফ্. এ. ও ২৫টাকা দুর্গাচরণ লাহা বৃত্তি লাভ করে বি. এ. ইংরাজীতে এম্. এ. উত্তীর্ণ। মেদিনীপুরের স্কুলের প্রধান শিক্ষক,—হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। হিন্দু স্কুলের পরিচালনায় কৃতিত্বের জন্য রায় বাহাদুর উপাধিতে সম্মানিত। সুকণ্ঠ কীর্তনীয়া,—স্বরচিত কীর্তন গানে দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃপাদৃষ্টি, বাসর কণিকা।

রসময় লাহা (৭।৩।১২৭৬/১৮৬৯—২০।৮।১৩৩৫/১৯২৯)। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: সীতানাথ লাহা। ব্যবসায়ী,—কবি। পুষ্পাঞ্জলি ছাড়া অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি কৌতুকাশ্রিত। প্রকাশিত কাব্য: পুষ্পাঞ্জলি (১৮৯৭), ছাইভস্ম (১৯০০), আরাম, আমোদ (১৯১৩), ঋতুলীলা, পরিহাস (১৯২৮), মণিমুক্তা।

রসময় সুর প্রকাশিত গ্রন্থ: মানুষের দর্শন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০—৮।১।১৮৫৮) জন্ম: সিন্দুরিয়াপটি, কলিকাতা, মৃত্যু: কামারহাটি। পিতা: নবকিশোর মল্লিক, মাতা: মনোমোহিনী দাসী। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্র। পটলডাঙ্গার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৩৫-৩৭), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৩৭-৫৭), রাজা রামমোহনের ভক্ত। হিন্দুধর্মের বিরোধিতার জন্য গৃহ থেকে বিতাড়িত। হিন্দু ফ্রি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩১)। দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক ও আদালতে ফার্সীর বদলে বাঙ্গালাভাষা প্রচলনে অন্যতম উদ্যোক্তা। সম্পাদক: জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১-৩৭), জ্ঞান সিন্ধুতরঙ্গ (জানুয়ারী—১৮৪০)। সহ সম্পাদক: জ্ঞানাঞ্জন (দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক)। Bengal Spectator (দ্বিভাষিক সাময়িক পত্র)।

রসিক চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) নিবাস : রায় গ্রাম, যশোর। সঙ্গীত রচয়িতা।

রসিকচন্দ্র বসু। জন্ম : বরিশাল। আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ফৌজদারী নজির সংগ্রহ (১৮৭২), দেওয়ানী নজির সংগ্রহ (১৮৭৫)।

রসিক চন্দ্র মণ্ডল (১২২৮—১২৭৩)। জন্ম : খেজুরী, মেদিনীপুর। পিতা : ফকির চন্দ্র মণ্ডল। গ্রাম্য কবি, পাঁচালী রচয়িতা। রচিত পাঁচালী : ধনবর্ণ, কালকেতুর রাজ্যপ্রাপ্তি।

রসিকচন্দ্র রায় (বৈশাখী পূর্ণিমা, ১২২৭—৮।৯।১২৯৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : মাতুলালয়ে হুগলী শ্রীরামপুরের বড়া গ্রামে বা পানাড়া গ্রামে। বরিশালের প্রসিদ্ধ রায় বংশের সন্তান। কায়স্থ কুলোদ্ভব। পিতা : মাতামহের জমিদারী প্রাপ্ত বড়া গ্রামবাসী রামকমল রায়। দাশরথি রায়ের পরে বিখ্যাত পাঁচালীকার, কবিয়াল, তর্জাওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, বাউল প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বহু সংখ্যক সঙ্গীত লেখক। সঙ্গীতে দাশরথি রায়ের প্রভাব গভীর। হরিভক্তি চন্দ্রিকায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাঁচালীর পালা ১১ খণ্ড, হরিভক্তি চন্দ্রিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ (১২৬৮), কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, বর্ধমান চন্দ্রোদয় (১২৫৬), পদাঙ্কদূত (১২৬১), শকুন্তলার বন-বিহার, দশমহাবিদ্যাসাধন, বৈষ্ণব মনোরঞ্জক, নবরসাঙ্কুর, কুলীন কুলাচার (বিধবা বিবাহ সম্পর্কে শ্লেষ-কাব্য), শ্যামা সঙ্গীত, পদসূত্র ২ খণ্ড, মনের প্রতি উপদেশ, জীবন তারা (আদিরসাত্মক আখ্যায়িকা কাব্য (১২৪৫), বিজ্ঞান সাধুরঞ্জন (১৮৫৫)।

রসিক চরণ দাস। রচনা : অমৃতরসাবলী।

রসিকদাস বা রসিকদাস গোস্বামী। (১৭শ শতাব্দী) মথুরাদাসের শিষ্য। বৈষ্ণব সাধনা নিবন্ধ রচয়িতা। রচনা : মানুষের প্রাণালী-তত্ত্ব, রতিবিলাস পদ্ধতি, সর্বরস-তত্ত্বসার, হরিনাম দীপিকা। রসিক দাস ও রসিক চরণ দাস এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

রসিক মিশ্র (১৮শ শতাব্দী) নামান্তর : দ্বিজ রসিক, শ্রীকবি বল্লভ। নিবাস : বর্ধমান জেলায়। পিতা : প্রসাদ মিশ্র, পিতামহ : মহেশ মিশ্র। রচনা : মনসামঙ্গল কাব্য বা জগতীমঙ্গল কাব্য।

রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়। জন্ম : ঢাকা। জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : বিদগ্ধ তোষণী, পবন-বিজয় স্বরোদয় (১৩৮৭), বিদগ্ধ তোষিণী (১৩১৮), সিদ্ধান্ত রহস্য (১৩২০), সিদ্ধান্ত শিরোমণি (১৩২১), সূর্যসিদ্ধান্ত (১৩২১), জ্যোতিষ রত্নমালা (১৩২১), পারিজাত পঞ্চপক্ষী, নরপতি জয়চর্যা স্বরোদয়, শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী। সম্পাদিত গ্রন্থ : নথু জাতকম্, লঘু পারাশর, জাতকা-ভরনম্, সর্বার্থ চিন্তামণি, জৈমিনী সূত্রম্, নীলকণ্ঠোক্ত তাজিকম্, নারদ সংহিতা প্রভৃতি। ইংরাজী গ্রন্থ : Extracts from works on Astrology ২ খণ্ড (১৮৮০, ৮৩)।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (১২৪৫—৯।৮।১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। ছদ্মনাম : সেবারাম। জন্ম : একচক্রা, বীরভূম। পিতা : গৌরমোহন চট্টরাজ সার্বভৌম, মাতা : হরসুন্দরী। বহু শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ও কবি। সম্পাদক : সাপ্তাহিক আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া (১৮৮৬), শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া (১৯০১), পারিজাত, মাসিক শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, সাপ্তাহিক প্রেম পুষ্প (গোবর্ধনলাল গোস্বামী সহ—৪৩২ চৈতন্যাব্দ)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রূপ সনাতন,, শিক্ষাদূত, গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ, সর্বসংবাদিনী,

সাধন সংকেত, শ্রীচরণ তুলসী, অদ্বৈতবাদ, শ্রীনব বৃন্দাবন, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, নিত্যানন্দ চরিত, শ্রী রায় রামানন্দ, শ্রীমৎ দাস গোস্বামী, শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর, আনন্দ মীমাংসা, ব্রহ্ম হরিদাস, আত্ম নিবেদন, অমৃতময়ী, নীলাচলে ব্রজমাধুরী। সম্পাদিত গ্রন্থ: জগন্নাথ বল্লভ নাটক (বঙ্গানুবাদ সহ), কৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীশ্রীগীত গোবিন্দ (নারায়ণদাস কবিরাজকৃত)।

রসিক রাজ (ছদ্মনাম)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রহস্য ভাণ্ডার (চুটকী সংকলন—১২৯০)।

রসিকলাল চক্রবর্তী (×।৯।১২৬৩—১২।১।১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: রায়গ্রাম, যশোহর। পিতা: রামরতন চক্রবর্তী। ভক্ত কবি। প্রথমে বিভিন্ন যাত্রাদলের সঙ্গে সংযুক্ত,—পরে 'বালক সঙ্গীত' নামে যাত্রাদলের সংগঠক (১২৯৫)। বালক সঙ্গীতের প্রবর্তক। বালক সঙ্গীতের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন কথা কবিতাকারে সংযুক্ত করে অভিনবত্বের স্রষ্টা। রচিত সঙ্গীতের জন্য নবদ্বীপ পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক গুণাকর ও রতনপুর গ্রামের পণ্ডিত সম্মেলন কর্তৃক গীতরত্নাকর উপাধি দ্বারা সম্মানিত। পরে সাধক সঙ্গীতের দলের প্রতিষ্ঠাতা। রচিত যাত্রাপালা: সীতার পাতাল প্রবেশ, চণ্ডে পাগল, মাধবের মধুর লীলা, জীবোদ্ধার প্রভৃতি।

রসিকলাল দে (১৮৬৩—১৯১৮)। জন্ম: সোনামুখী, বাঁকুড়া। কবি। প্রকাশিত কাব্য: শিশুহার (১২৯৭), কানন (১৩০৪), পুষ্পাঞ্জলি (১৩০৭), রাঙা পা দুখানি, প্রেমের গান, পাগল রাধামাধব।

রসিকলাল হালদার (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: বসন্ত কৌমুদী (১২৭১)।

রসিকানন্দ দাস (১৭।৭।১৫৯০—১৬৫২) নামান্তর: রসিক মুরারি। জন্ম: সুবর্ণরেখার তীরে মল্লভূমির বয়নী গ্রামে। পিতা: রাজা অচ্যুতানন্দ, মাতা: ভবানী দেবী। দীক্ষা-গুরু: বল্লভপুর নিবাসী শ্যামানন্দ। উড়িষ্যায় ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে শ্যামানন্দের সহায়ক। খেতুরির মহোৎসবে যোগদানকারী। বৈষ্ণব পদকর্তা। শিষ্য গোপীজনবল্লভ দাস রচিত রসিক মঙ্গল কাব্যে (১৬৬০) এঁর জীবনী বর্ণিত। রচনা: শ্রীশ্যামানন্দ শতক, কুঞ্জকেলি দ্বাদশক, শ্রীমদভক্ত ভাগবতাষ্টক, গোপীগোষ্ঠ শাখা-বর্ণন, রতিবিলাস। পদকল্পতরুর ২২২৭ সংখ্যক পদটি এঁর রচনা।

রহমতুল্লা মৌলবি। জন্ম: কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কালাসোন আম্বিয়া (১৩০২)।

রহিম বক্স (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: বাযড় গ্রাম, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: হুজ্জতল ইসলাম (১২৯৯)।

রহিমুদ্দীন ফকির। শ্রীহট্ট জেলার বালাগঞ্জ থানার অধিবাসী। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি। আশরাফ্ হোসেন সংকলিত 'রাগ মারিফত' গ্রন্থে এঁর দুটি বৈষ্ণব পদ সংকলিত হয়েছে।

রাইকৃষ্ণ দাস (১৯শ শতাব্দী)। বীরভূমের সাঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া রচয়িতা।

রাইচরণ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত পৌরাণিক নাটক: আশা মুকুর ভঙ্গ (১২৮৯)।

রাইচরণ দাস। রচনা: অভিরাম বন্দনা (১০৯৫ বঙ্গাব্দ)।

রাইচরণ পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গদেশীয় স্বত্ব লিপিসার (আইন গ্রন্থ, ঢাকা—১৯১৯)।

রাইচরণ বিশ্বাস। প্রকাশিত কাব্য: জাতীয় জাগরণ (নমঃশূদ্র শ্রেণীর সামাজিক

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লিখিত,—কলিকাতা ১৯২১)।

রাইচরণ সরকার। কলিকাতা নিবাসী। পৌরাণিক নাটক রচয়িতা। প্রকাশিত নাটক : কর্মফল (১১৯৫), গন্ধেশ্বরী (১৯২৫), পাষণ্ড দলন (১৯২৬), যোগবল (১৯১৫), শ্বেতার্জুন (মহাভারতের কাহিনী—১৯২৭), বেদ উদ্ধার।

রাইচরণ সরদার (১৮৭৫—?)। জন্ম : বনসুন্দরিয়া, মগরা, ২৪ পরগণা। মুন্সেফ্। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র।

রাইভূষণ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্মৃতিবিজ্ঞান (কলিকাতা—১৯২৩)।

রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিরঃপীড়া চিকিৎসা (কলিকাতা—১৯২৬), সদৃশ বিধান চিকিৎসা (ঐ, ১৯২৬), সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব—পরিশিষ্ট ভাগ (ঐ ১৯০৭), হোমিওপ্যাথিক ঔষধগুণসংগ্রহ (ঐ ১৯৩৩), হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসক (ঐ ১৯২৬), ওলাওঠা চিকিৎসা (মহেন্দ্রলাল সরকারের অনুবাদ—১৯১৩)।

রাইমোহন সামন্ত (×।১।১৯০১—) জন্ম : মলয়পুর, হুগলী। ডেপুটি কালেক্টর। প্রকাশিত গ্রন্থ : পঞ্চপ্রদীপ, On Rabindranath.

রাইমোহন সাহা। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : প্রথম প্রশ্ন। সম্পাদক কল্যাণশ্রী (১৩৫৪)।

রাইহরণ চক্রবর্তী। ছদ্মনাম : সেবক। জন্ম : কুমিল্লা জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুষ্পাবলী।

রাখালচন্দ্র দত্ত। কবিরাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ : দীর্ঘজীবন (১৩৩২)।

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা। পত্নী : শরৎকুমারী দেবী। সম্পাদক : মাসিক প্রচার (শ্রাবণ, ১২৯১)।

রাখালচন্দ্র সেন (১৮৯৭—১৯৩৪)। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : সপ্তপর্ণ (১৯৩৭)।

রাখালদাস অধিকারী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : রসিকতা (১৮৯৬)।

রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায় (গাঙ্গুলী) (১৯শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য : জীবন দর্পণ (১২৯৬), পাষাণময়ী (আলিবর্দী খাঁর রাজত্ব-কালে বর্গী আক্রমণের ঘটনার পটভূমিকায় প্রেমকাহিনী ১৮৭৯)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১।১।১২৯২/ ১৮৮৫—৯।২।১৩৩৭/১৯৩০)। জন্ম : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মৃত্যু : কলিকাতার সিমুলিয়া স্ট্রীটে। পিতা : আইনজীবী মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৯০০), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৯০৩) উত্তীর্ণ। পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় লেখাপড়া স্থগিত থাকার পর বি. এ. (১৯০৭) ও এম্.এ. (১৯১০) পাশ। জুবিলী রিসার্চ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯১৩)। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলিকাতা মিউজিয়মের সহকারী। পরে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্ ও শেষে পুরাতত্ত্ব, বিভাগের অধ্যক্ষ (১৯২৪) হিসাবে অবসর-প্রাপ্ত (১৯২৬)। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২৮)। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক, —মোহেন-জো-দাড়োর আবিষ্কর্তা,—বহু প্রাচীন মুদ্রা ও শিল্পদ্রব্যের আবিষ্কারক। পাহাড়পুরে খনন কার্যের পরিচালক। মুদ্রা-তত্ত্বে সুপণ্ডিত,—মুদ্রা সম্পর্কে প্রথম বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচয়িতা,—ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য এবং কল্পনার দীনতা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ইংরাজী : The origin of Bengali Script (১৯১৯), Palas of Bengal, The Band Plates of Kanyakubja (পাটনা-১৯২৮), The Haihayas of Tripuri and their Monuments (১৯৩১), History of Orissa from the Earliest Time to the British Period ২ খণ্ড (১৯৩০-৩১), The Temples of Siva at Bhumara (১৯২৪), Eastern Indian Schools of Medieval Sculptures (১৯৩৩)। বাঙ্গালা : ইতিহাস : বাঙ্গালার ইতিহাস ২ খণ্ড, প্রাচীন মুদ্রা (১৩২২), ত্রিপুরার হৈহয় জাতির ইতিহাস, উড়িষ্যার ইতিহাস, ভূমারার শৈবমন্দির, বাঙ্গালীর ভাস্কর্য। ঐতিহাসিক চিত্র : পাষাণের কথা, হেমকণা (অসমাপ্ত)। ঐতিহাসিক উপন্যাস : শশাঙ্ক (১৯১৪), ধর্মপাল (১৯১৫), ময়ূখ (১৯১৬), ধ্রুবা, করুণা (১৯১৭) অসীম (১৯২৪), অনুক্রম (১৯৩১), ব্যতিক্রম (১৯২৪)।

রাখালদাস বায়েন। জন্ম : পরোটা, বীরভূম। জাতিতে মুচি। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। আহমদ হোসেন (হামদু) কবিয়ালের শিষ্য। কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি ছড়া লেখক,—গানে গান্ধীভক্তি ও স্বদেশ প্রীতির পরিচয় আছে।

রাখালদাস ভট্টাচার্য। সম্পাদক : সাপ্তাহিক মানভূম (বৈশাখ ১৩০৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিন্দুবৌ (১৩০০), রাজা ডাকাত (১৩০৮)।

রাখালদাস ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী), নাট্যকার। প্রকাশিত প্রহসন : সুরুচির ধ্বজা (১৮৮৬), স্বাধীন জেনানা (১৮৮৬)।

রাখালদাস মজুমদার এম্. এ.। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সম্পাদক : মাসিক উৎসব। অনূদিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীগীতা, ঋগ্বেদ সংহিতা, মাণ্ডুক্য উপনিষদ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ।

রাখালদাস মজুমদার (হালদার?) (২১।১২।১৮৩২—১৮৮৭)। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। প্রথম জীবনে পিতার কর্মস্থান বালেশ্বরে শিক্ষারম্ভ,—পরে চুঁচুড়ায় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। কটকে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টর অফ্ স্কুল্‌স্। ইংলণ্ড গমন (১১।৪।১৮৬১)। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৮৬২)। সম্পাদক : দূরবীক্ষণবাদ (১৮৫০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীরামচরিত (১৮৫৪), Precepts of Jesus (রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের অনুবাদ)।

রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক। কবি। প্রকাশিত কাব্য : পঞ্চরত্ন (১৩২২), শান্তিশতক।

রাখালদাস সেনগুপ্ত (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : শেষ বন্দীর গান (স্কটের লে অব দি লাষ্ট্ মিনষ্ট্রেল-এর অনুবাদ—১৮৭৫)।

রাখালদাস হাজরা (১৯শ শতাব্দী) জন্ম : বর্ধমান। সম্পাদক : মাসিক জ্ঞানদীপিকা (বর্ধমান ১২৮৩)।

রাখাল ভট্টাচার্য (৪।২।১৯১০-১৬।৩।১৯৮০) ছদ্মনাম আরবি। জন্ম : মাদারপুর, ফরিদপুর। নিবাস : ১১ডি, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪। পিতা : কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ,

ভ্রাতা : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্কুল, সরস্বতী ইন্‌স্‌টিটিউশন্ (বর্তমান শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়) ও স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। ক্রীড়া সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক (১৯৫১-৭১)। ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে অবসর গ্রহণের পর (১৯৭১) ভারতীয় শিল্পী পরিষদ নামে নৃত্যনাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। গ্যালারি পত্রিকার সম্পাদক। বহু ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ক্রীড়া বিষয়ক : কলকাতার ফুটবল (১৯৫৪), ভারতীয় হকির দিগ্বিজয় কাহিনী (১৯৪৯), ওলিম্পিক, Indian Cricket Cavalcade. ইতিহাস : গ্রীসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৫১), রোমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৫২)। জীবনী : মহাপুরুষ পরিচিতি। কাব্য : সেকাল একাল চিরকাল। জীবনীমূলক নৃত্যনাট্য : শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ প্রভৃতি। অনুবাদ : বাঘিনীকন্যা (আর্. এস্. রত্রয়-এর অনুবাদ,—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সহ), মহাবিশ্বের সন্ধানে, পরমাণুর কাহিনী, আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : Cricket : The Indian Way, 33rd World Table Tennis Commeration Volume 75, David Hare Bi-Centinary Volume প্রভৃতি।

রাখালমণি গুপ্তা (১৯শ শতাব্দী) মহিলা কবি। প্রকাশিত কাব্য : কবিতামালা (১৮৯৫)।

রাখালরাজ মুখোপাধ্যায় (১৫।১।১৯৬১—) এম্. এ.। জন্ম : কলিকাতায় আর. জি. কর হাসপাতালে। পিতা : নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। মাতা : শিবরানী। সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র। আলিপুর-বার্তা পত্রিকার সংবাদদাতা। প্রথম কবিতা 'উড়ে চলে গেল' সময়ানুগ পত্রিকায় প্রকাশিত। বোধন, পক্ষিরাজ, নবান্ন-ভারতী, দেশ, শিলাদিত্য, একক, উত্তরসূরি, নতুন ভারত, সময়ানুগ, দর্শক, সোনালি প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত গ্রন্থ : বার্ষিক কবিতা সংগ্রহ (১৯৮১), বার্ষিক কবিতা সংগ্রহ (১৯৮২)। প্রকাশিত কাব্য : আমার পিকার জন্য। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক সোনালী।

রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী (৮।৮।১২৭৪—১৬।৬।১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : বর্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রামে রঘুনন্দনের বংশে, মৃত্যু : শ্রীখণ্ডে, বৈষ্ণব পণ্ডিত। স্বগ্রামে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। সম্পাদক : শ্রীগৌরাঙ্গ মাধুরী (শ্রীখণ্ড)।

রাঘব দাস। রচনা : মোহমুদ্গর পালা।

রাঘবেন্দ্র রায় (১৭শ শতাব্দী) নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য। বৈষ্ণব পদকর্তা।

রাজঋষি সিদ্ধেশ্বর। সম্পাদক : মাসিক ভারতীয় যন্ত্রমন্দির (১৩০৩)।

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বায়োকেমিক চিকিৎসা দর্পণ (কলিকাতা—১৯১০)।

রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) কবিগান রচয়িতা। লক্ষ্মীনারায়ণ যুগীর দলে এঁর গান গীত হোত। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (১৩০১) এবং মন্নুলাল মিশ্র সংকলিত 'প্রাচীন ওস্তাদি কবির গান'-এ এঁর গান সংকলিত হয়েছে।

রামকিশোর শর্মা চৌধুরী। রচনা : সূর্যমঙ্গল পাঁচালী (লিপিকাল—১২৪৮)।

রাজকুমার কাব্যস্মৃতিবেদতীর্থ (১৮।১০।১২৬৮—)। জন্ম : কৈকালা, কাদাচাঁদ, হুগলী। পিতা : শ্যামাচরণ বিদ্যারত্ন, মাতা : বিশ্বেশ্বরী।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। শিক্ষক। যুগ্ম সম্পাদক : হিন্দুসখা পত্রিকা (কৈকালা-১৩১৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাষাদর্পণ, তারকেশ্বর তথ্য, উপন্যাস কুঞ্জ, কাব্যমালা মন্দ উদার, গীতকুঞ্জ, প্রবন্ধ পুষ্পাঞ্জলি, 'নিশীথ চিন্তা, দেবসমিতি, সন্দর্ভহার, নারীচিত্র। সম্পাদিত গ্রন্থ : গীত গোবিন্দ, সামবেদ, প্রায়শ্চিত্ত ও পাঞ্চালিকা।

রাজকুমার চক্রবর্তী। জন্ম : মস্তিগ্রাম, সন্দীপ। পিতা : হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী। বি. এ. (১৯১৬), এম্. এ. বি. এল্.। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। প্রকাশিত গ্রন্থ : সন্দীপের ইতিহাস (অনঙ্গ মোহন দাস,—নোয়াখালি—১৯২৩), অক্ষয় কুমার দত্ত (কলিকাতা - ১৯২৫), কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ (ঐ ১৯৩৩), ছেলেদের পূজার কথা (চণ্ডীর উপখ্যান—১৯২৩), দ্রৌপদী (১৯১৯), পূজার পড়া (খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী,—১৯৩০), মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার মত (১৯২১), মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র (১৯৩৭), মাতৃস্নেহ ও মাতৃভূমি সম্বন্ধে কথিত, যোসেফ গ্যারিবল্ডি (জীবনী-১৯১৫), লোকমান্য তিলক (১৯৩৬), হেমচন্দ্র (কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী—১৯২১), স্যর রাজেন্দ্রনাথ (১৯৩৭), মহাভারত (১৯৩৪)।

রাজকুমার চন্দ্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেকৃকে শুনে আক্কেল গুড়ুম (হুতোম প্যাঁচার নক্সার অনুকরণে রচিত)।

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : শারদ কুসুম (নাট্যগীতি)

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নবদ্বীপ নিবাসী। রামপুরহাটের স্কুলের শিক্ষক। সুকণ্ঠ গায়ক,—ব্রহ্ম সঙ্গীত গায়ক—কথকতায় প্রসিদ্ধ,—কথকতার পালা রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাঁসি (গদ্যপদ্যময় গল্পের বই)।

রাজকুমার বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : সরোবর মন্থন, রামায়ণ কাহিনী, গুরুদক্ষিণা, বস্ত্রহরণ, পরমানন্দ, ত্রিশক্তি, রস ও রসিকতা, কবি কালিদাস (১৩২৩), তদন্ত কাহিনী, দৈনিক লিপি।

রাজকুমার ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : অন্ত্যেষ্ঠি পদ্ধতি (হিন্দু সৎকার পদ্ধতি বিষয়ক পুস্তিকা নোয়াখালি—১৯২১), ভূপার্চনা (রাজার প্রতি আনুগত্য বিষয়ক, হুগলী ১৯১৭)।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় (২৬।১।১৯৪৪—)। পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস : ঘোষপাড়া, পাণিহাটী, ২৪ পরগণা। বর্তমান ঠিকানা : ব্যাংক অফ্ বরোদা, পোঃ বক্স ১২৪, ভিক্টোরিয়া মাহে, সেবেলিস। পিতা : সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, মাতা : সুনীতি রাণী। পানিহাটী ত্রাণনাথ হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬০), কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ্ কমার্স থেকে প্রি. ইউ, (১৯৬১) ও সিটি কলেজ অব্ কমার্স থেকে অনার্স সহ বি. কম্. (১৯৬৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ্ কমার্স থেকে এম্. কম্ (১৯৬৬), স্পেশাল বি. এ. (ক. বি.), সি. এ. আই. আই. আই বি, এ. আই. বি. (লণ্ডন—১৯৭৩)। ব্যাংক অফ্ বরোদায় কর্মরত (১৯৬৪—)। একক, অন্যদিন, গঙ্গোত্রী, সপ্তদ্বীপা, মেলামেশা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কণ্ঠস্বর, অর্ঘ্য, আলেখ্য প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : সাহিত্য ও বিজ্ঞান (রমাপ্রসাদ সরকার সহ ১৩৭৬—৭৮), মেলামেশা (১৩৮৬—৮৮)। সম্পাদিত কাব্য সংকলন : তুমি সুন্দর (কবি শান্তশীল দাশ সহ—

১৩৮০)। প্রকাশিত কাব্য : শব্দের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে (১৩৮১)।

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : কুমারী আর্‌ভ্যান্-এর দিনপঞ্জী (তরুদত্ত রচিত ল জুর্ণাল দ্যু 'মাদ্‌মোয়াজেল দ্য' আরভ্যান-এর অনুবাদ—১৯৪৯)।

রাজকুমার সর্বাধিকারী, রায় বাহাদুর (১৮৩৯—৯।৭।১৯১১)। জন্ম : খানাকুল কৃষ্ণনগর, হুগলী। মৃত্যু : কাশীধামে। পিতা : যদুনাথ সর্বাধিকারী। লক্ষ্ণৌতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার এবং সমাচার হিন্দুস্থানী পত্রিকার সহ সম্পাদক। পরে লক্ষ্ণৌ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও আইনের অধ্যাপক (১৮৬৪-৮৪), দক্ষিণারঞ্জন প্রতিষ্ঠিত Lucknow পত্রিকার সম্পাদক, কৃষ্ণদাস পালের মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও প্রেস এসোসিয়েশনের সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঠাকুর আইন সংক্রান্ত উপদেশমালা (১৮৮০)। ব্যাকরণ প্রবেশিকা, ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী, গীতাবলী।

রাজকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশিত কাব্য : নবীন কুসুম (১৩০৩)।

রাজকুমারী দে। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : তীর্থচরণে কুসুমাঞ্জলি (১৩২০), একটি কথা (১৩৩২)।

রাজকুমারী রায় (২০।৬।১৮৭৭—২৬।২।-১৯৭৩)। স্বামী : সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পুত্র : লেখক শিবনারায়ণ রায় ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়। খ্যাতনাম্নী কবি। বামাবোধিনী পত্রিকায় পরিচালন গোষ্ঠীর অন্যতমা। মনীষী উমেশচন্দ্র দত্তের নারীশিক্ষা বিস্তার ও ব্রাহ্ম মহিলা সমিতির সঙ্গে যুক্তা। ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউসনের শিক্ষিকা। রচনাবলী প্রধানতঃ বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত। এ ছাড়া শিবম্, নারায়ণ, যমুনা, শিশির, মহিলা প্রভৃতিতে ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ এবং সুললিত কবিতা প্রকাশিত।

রাজকৃষ্ণ আঢ্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত উপন্যাস : কামরূপ—কামলতা (ভাটপাড়া—১৮৭১)।

রাজকৃষ্ণ কুণ্ডার (১৯শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : লঙ্কাবিজয় কাব্য (১২৮৬)।

রাজকৃষ্ণ গুহনিয়োগী। প্রকাশিত গ্রন্থ : অশ্বত্থামা বিজয় কাব্য (১৩১২)।

রাজকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (২৮।৮।১৩৫৭ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : কোতলপুর, বাঁকুড়া। ষান্মাসিক মরূদ্যান, সাহিত্যরূপা, প্রতিশ্রুতি, গঙ্গোত্রী, ভুবন, অভিযান, মাটি, প্রান্তিকা প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প এবং বণিক পত্রিকায় উপন্যাস প্রকাশিত।

রাজকৃষ্ণ দত্ত (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : দ্রৌপদীহরণ নাটক (১৮৭২), অরুন্ধতী নাটক (১৮৭৭), যেমন রোগ তেমনি রোঝা (প্রহসন—১২৮৮), চন্দ্রপ্রভা (নাট্যকাব্য—১২৯৩)। অনুবাদ : চণ্ডী (পদ্যে—১২৯৩)। কাব্য : কবিতা কল্পলতিকা (১২৮৬)।

রাজকৃষ্ণ দাস (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা। প্রকাশিত কাব্য : কবিতা কুসুম ১ম (১৮৬৯)। সম্পাদক : মাসিক দেশহিতৈষিণী (১২৭৬)।

রাজকৃষ্ণ দেব, রাজা (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : কুল প্রদীপ (কুলীন কায়স্থ-গণের বিবরণ, কলিকাতা—১৮৩২)।

রাজকৃষ্ণ পাল। সম্পাদক : মহাজন বন্ধু (১৯০০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : তাম্বুলি সমাজ (১৯০১)।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশুশিক্ষা-নীতিবোধ ৫ ভাগ (১৮৫১)। অনুবাদ: টেলিমেকাস্ (Adventures of Telemachus—১৮৩০)।

রাজকৃষ্ণ মণ্ডল। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গে ম্যালেরিয়া (কলিকাতা—১৯০৮)। অনুবাদ: রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড (১৯১৮)।

রাজকৃষ্ণ মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিষাদ মুকুল (খণ্ডকাব্য—১২৯১)।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৩১।১০।১৮৪৫—১০।১০।১৮৮৬/২৫।৬।১২৯৩)। ছদ্মনাম: রা. কৃ, কমলাকান্ত। জন্ম: গোস্বামী দুর্গাপুর, নদীয়া। পিতা: আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পত্নী: ক্ষান্তমণি। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৮৬১), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১ম বিভাগে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এফ. এ. (১৮৬৩), প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৬৬), এম্. এ. (১৮৬৭) ও বি. এল্. (১৮৬৮) উত্তীর্ণ। প্রথমে কিছুকাল বহরমপুরে ওকালতি করার পর জেনারেল এসেম্ব্লিজ (১৮৬৭), পাটনা কলেজ (১৮৭১), প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক ল কলেজ ও বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক,—পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পুত্র ইন্দ্রচন্দ্রের গৃহশিক্ষক,—বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক (১৮৭৯-৮৬)। ফার্সী, উর্দু, উড়িয়া, সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসী, ল্যাটিন ও পালি ভাষায় অভিজ্ঞ। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার পরিচালক সমিতির প্রথমাবধি সভ্য এবং সমিতিকে অর্থ সাহায্যকারী। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সমিতির সদস্য (১৮৮২)। গদ্য ও পদ্য রচনায় সমান দক্ষ। বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখক। ভারতমাতা কবিতা, ভারতমহিমা প্রবন্ধ প্রভৃতি জাতীয়তাবোধের উদ্দীপক। বাঙ্গালার রেনেসাঁর ইতিহাস 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনার জন্য খ্যাত। গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাধন্য—জাতীয়তা-বোধ উন্মেষের সহায়ক। বেঙ্গলী পত্রিকার সম্পাদক (১৭৭৭-৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: যৌবনোদ্যান (রূপক কাব্য-১৮৬৮), মিত্রবিলাপ (১৮৬৯), কাব্যবিলাপ (১৮৭০), কবিতামালা (১৮৭৭), মেঘদূত (পদ্যানুবাদ -১৮৮২)। ঐতিহাসিক উপন্যাস: রাজমালা (১৮৭০)। প্রবন্ধ: নানাপ্রবন্ধ (১৮৮৫)। ইতিহাস: বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৭৪)। ছাত্রপাঠ্য: প্রথম শিক্ষা, ছাত্রগণিত (১৮৭২), প্রথম শিক্ষা—বাঙ্গালার ব্যাকরণ (১৮৭২), প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৭৪)। ইংরাজী: Hindu Philosophy (১৮৭০), Hindu Mythology (১৮৭০), A Lecture on Hindu Philosophy (১৮৭০), Theory of Morals and Origin of Language (১৮৭১), History of Bengal for Beginners (১৮৭৫), Hints to the study of Bengali Language for the use of European Students (১৮৮৩)।

(ডাঃ) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। স্থায়ী নিবাস: বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। নেপালের চিকিৎসা বিভাগের সর্বপ্রধান কর্মচারী। ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা ও অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষকরূপে নেপালে আগমন (১৮১৯),—মেডিক্যাল ইন্‌স্টি-টিউসনের পরীক্ষক। কলিকাতায় মিনার্ভা কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা। 'বিউটি-বাম', 'ফিভার ভ্যাক্সিন' প্রভৃতি ঔষধের

আবিষ্কর্তা। নেপালে ইন্‌স্‌পেক্‌টর অফ সিভিল হস্‌পিট্যাল ও চীফ মেডিক্যাল অফিসার পদে উন্নীত। শরীরতত্ত্ব (Anatomy) সম্বন্ধে নেপালী ভাষায় বৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: মলিন মুকুল, রাজরাণী প্রভৃতি।

রাজকৃষ্ণ রায় (২১।১০।১৮৪৯/১২৫৬—১১।৩।১৮৯৪/১৩০০)। ছদ্মনাম: সোম রায়। জন্ম: পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। নিবাস: রামচন্দ্রপুর, বর্ধমান। তিলি পরিবারে জন্ম। কলিকাতা চার্চ ইন্‌স্‌টিটিউসনের ছাত্রী। নিউ বেঙ্গল প্রেস (১৮৭৩) ও এ্যালবার্ট প্রেসের (১৮৭৬) ম্যানেজার। বীণা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৮১)। কবি ও নাট্যকার। বাল্যকাল থেকেই কবিতা ও নাটক রচনায় অভ্যস্ত। প্রেসে লোকসান হওয়ায় বীণা প্রেস বিক্রয় করে ঠন্‌ঠনিয়ায় 'বীণা রঙ্গভূমি'র প্রতিষ্ঠাতা। এখানে স্বরচিত নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থাপক। ঋণের দায়ে 'বীণা রঙ্গভূমি' হস্তান্তরিত হওয়ায় ষ্টার থিয়েটারে বেতনভোগী নাট্যকার। স্বদেশপ্রেমিক। 'ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি', 'শারদীয় জ্বালাখণ্ড' প্রভৃতি কবিতায় এবং 'ভারতগান' কবিতামালায় অলস ভীরু স্বার্থপর জাতিকে জাগ্রত করার প্রয়াসী। উচ্ছ্বাস প্রাবল্য, গীতিধর্মিতা ও সঙ্গীতবাহুল্যে নাটকগুলি গীতাভিনয় যাত্রার সমধর্মী। ভক্তিরসের প্রাচুর্যহেতু পৌরাণিক নাটকগুলি অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয়। হরধনুর্ভঙ্গ নাটকে প্রথম ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত। বর্ষার মেঘ কবিতায় ও রাজা বিক্রমাদিত্য নাটকে প্রথম গদ্য কবিতা রচনার প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: গিরিসন্দর্শন (১৮৭০), আগমনী (১৮৭১) বঙ্গভূষণ (চতুর্দশপদী—১৮৭৪), মহন্তবিলাপ ১৮৭৪), কবিতাকৌমুদী ২য় ভাগ (১৮৭৫), ভারতে যুবরাজ (১৮৭৫), স্তবমালা (১৮৭৬), অবসর সরোজিনী (১৮৭৬-৭৮), ভারত ভাগ্য (১৮৭৭), নিশীথ চিন্তা (১৮৭৮), নিভৃত নিবাস (১৮৭৮), ভারত গান (১৮৭৯), দেবসঙ্গীত, (১৮৭৯), ভারত সান্ত্বনা (১৮৭৯), কেশব বিয়োগ (কেশব সেনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে—১৮৮৪), গেঁজেল গদা (কাহিনী কাব্য—১৮৮৪), রসগোল্লা (১৮৮৪), টাকার তোড়া (কাহিনীকাব্য—১৮৮৬), কবিতা (১৮৮৭), গান (১৮৮৮), কতিপয় কবিতা (১৮৯০), সরল কবিতা (১৮৯১), এ মেয়ে পুরুষের বাবা (কাহিনী কাব্য—১৮৮৬)। নাটক: পৌরাণিক: অনলে বিজলী (১৮৭৮), তারক সংহার (১৮৮০), হরধনুর্ভঙ্গ (১৮৮২), রামের বনবাস (১৮৮২), যদুবংশধ্বংস (১৮৮৪), তরণী সেন বধ (১৮৮৪), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪), রাজা বংশধ্বজ (১৮৯১), প্রহ্লাদ মহিমা (১৮৯১), নরমেধ যজ্ঞ (১৮৯১), ধ্রুবচরিত্র (১৯২৪)। জীবনী নাটক: হরিদাস ঠাকুর (১৮৮৮), মীরাবাঈ (১৮৮৯)। প্রহসন ও ব্যঙ্গনাটক: দ্বাদশ গোপাল (১৮৭৮), কলির প্রহ্লাদ (১৮৮৮), পূজার বাজার (১৮৮৮), কানাকড়ি (১৮৮৮), চমৎকার (১৮৮৯), খোকাবাবু (১৮৯০), বেলুনে বাঙ্গালী বিবি (১৮৯০), ডাক্তারবাবু (১৮৯০), টাট্‌কা টোট্‌কা (১৮৯০), জগা পাগলা বা জ্যান্তে মরা (১৮৯০), লোভেন্দ্র গবেন্দ্র (১৮৯০), জুজু (১৮৯০), প্রতিফল (১৮৯০)। গীতিনাট্য: পতিব্রতা (১৮৭৫), চন্দ্রাবলী (১৮৯০), চতুরালী (১৮৯০), হীরে মালিনী (১৮৯১), লয়লা মজনু (১৮৯১), ঋষ্যশৃঙ্গ (১৮৯২), বেলজির যদুরে মুল্লার (১৮৯৩), আগমনী।

ঐতিহাসিক নাটক : ঐতিহাসিক নাট্যসম্ভার (রূপক—১৮৭৬), রাজা বিক্রমাদিত্য (১৮৮৪), লক্ষহীরা (১৮৯১), বনবীর (১৮৭২) প্রভৃতি। সাধারণ নাটক : চন্দ্রহাস (১৮৮৮) প্রভৃতি। উপন্যাস : হিরণ্ময়ী ২ খণ্ড (১৮৮০), কিরণময়ী, শান্তিকুটীর (১৮৮৮), অদ্ভুত ডাকাত (১৮৮৯), জ্যোতির্ময়ী (১৮৮৯)। গল্প : খোস গল্প (১৮৮০-৮৫), ছুই শিকারী (১৮৮২)। বিবিধ : বালী রাজার রাজবংশের বিবরণ (১৮৭৫), হিন্দী বাঙ্গালা পরিচয় (১৮৭৫), ভারত কোষ (১৮৮০, ১৮৯২,—শরৎচন্দ্র দেব সহ), রাশিয়ার ইতিহাস (১৮৮৫), মহাভারত (পদ্যানুবাদ—১৮৮৬-৯০), মহাভারত (গদ্যানুবাদ—১৮৭৭-৮৫), অশ্বায়নের কবিতাবলী (ম্যাকফার্সনের পোয়েম্স্ অফ্ ওসিয়ান-এর পদ্যানুবাদ)। সংকলন : রাজকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী। সম্পাদিত পত্রিকা : সমাজ দর্পণ, বীণা (কবিতাপত্র-১২৮৫)।

রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকৃতি পাঠ (১৮৭২), নরদেহ নির্ণয় (১৮৭৩), কলকাতা।

রাজকৃষ্ণ সরকার (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : ঔষধ কলাপাবলী (১৮৭২)।

রাজকৃষ্ণ সিংহ, মহারাজ (১৯শ শতাব্দী) রচনা : পদ্মাপুরাণ (নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল অবলম্বনে,—সেরপুর—১৮৮৩)।

রাজগোপাল রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : দলীল (আইনের নথির নিদর্শন—কলিকাতা-১৯০২)।

রাজগোবিন্দ সার্বভৌম (৫।৪।১২৩৩—১৯।৭।১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : ভূমিউরা গ্রাম, ইটা, শ্রীহট্ট। পিতা : গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। রচনা : সরোদয় কাব্যম্, ব্রহ্মপদার্থ নিরূপণম্, পুরুষসূক্ত টীকা, দত্তক ব্যবস্থাসংগ্রহ, বেদবাদ নিবারিকা, তরণি নির্বাণ নাটক, বিলাত রঞ্জনী নাটক, ত্রিপুরেশ দর্পণ, বৈদিক গায়ত্রী ব্যাখ্যা।

রাজচন্দ্র ঘোষ। জন্ম : জঙ্গমবাড়ী, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহম্মদ আলি।

রাজচন্দ্র দত্ত। রচনা : রাধিকা মঙ্গল (কৃষ্ণরাম দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত—১৯০৫)।

রাজচন্দ্র পাঁড়ে। প্রকাশিত কাব্য : কবিতা কোরক (১৩০৫)।

রাজচন্দ্র রায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : আলাপ ছলে রামায়ণ (কলিকাতা—১৮৭৩)।

রাজনারায়ণ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : মাসিক পথিক (১২৮৪)।

রাজনারায়ণ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহামতি গ্ল্যাড্ষ্টোন (জীবনী ঢাকা-১৮৯৮) লিখন পত্র দলিল শিক্ষা (ঢাকা ১৯০৫)।

রাজনারায়ণ বসু (৭।৯।১৮২৬—১৮।৯।১৮৯৯)। জন্ম : বোড়াল গ্রাম, ২৪ পরগণা। পিতা : নন্দকিশোর বসু। ১মা পত্নী : প্রসন্নময়ী। শম্ভু মাষ্টারের স্কুল, হেয়ার সাহেবের স্কুল ও হিন্দু কলেজের (১৮৪০-৪৩) ছাত্র। স্বগৃহে মুন্সীর কাছে ফার্সী ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য হিন্দু কলেজ ত্যাগ করে তত্ত্ববোধিনী সভায় উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদক হিসাবে কর্মপ্রাপ্ত (১৮৪৬—৪৯), সংস্কৃত কলেজের ইংরাজীর শিক্ষক (১৮৪৯—৫১), মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫১-৬৮)। ছাত্রদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থার প্রবর্তক। মেদিনীপুরে শ্রমজীবীদের নৈশ বিদ্যালয় (১৮৬০) ও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (১৮৪৪), ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। ব্রাহ্মসমাজ-

মন্দির (১৮৬২), সুরাপান নিবারণী সভা (১৮৬১), জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা বা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সভা (১৮৬৬), ব্রাহ্মধর্ম-বোধিনী সভা (১৮৭২), হিন্দু মেলা ও মেদিনীপুর ব্যায়াম শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশনের অধ্যক্ষ (১৮৬৭) ও কলিকাতায় পার্শি-বাগানে অধিবেশনের সভাপতি (১৮৭৫)। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য। স্বদেশ প্রেমিক। দেশীয় ভাষার সাহায্যে দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি ও ছাত্রদের বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার নীতিতে আস্থাশীল। লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষা সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুক্ত (১৮৭৮),—সঞ্জীবনী সভা নামে গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সভাপতি। বঙ্গসংস্কৃতি উজ্জীবনের পুরোধা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সুহৃৎ, রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক,—জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ,—জাতীয় চেতনা প্রসারের অগ্রদূত,—ঋষি রাজনারায়ণ আখ্যায় সম্মানিত। শেষ-জীবনে দেওঘরবাসী (১৮৭৯-৯৯)। প্রাঞ্জল ও সরস গদ্য রচনায় দক্ষ। শ্রেষ্ঠ রচনা: আত্ম চরিত (১৩০৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম (১৮৫৫), ঐ ২য় (১৮৭০), ধর্ম সাধন (১৮৬৫), ধর্ম ও দীপিকা ২ খণ্ড (১৮৬৬-৬৭), আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত (১৮৬৭), প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাকে বলে (১৮৭৩), হিন্দুধর্মে শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩), ব্রহ্মধর্ম (১৮৭৪), সেকাল ও একাল (১৮৭৪), ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব (১৮৭৫), হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬), বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৮৭৮), বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮২), সারধর্ম (১৮৮৬), তাম্বুলোপহার (১৮৮৬), বৃদ্ধ হিন্দুর আশা (১৮৮৭), রাজনারায়ণের আত্মচরিত (১৯০৯), দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি, সুরাপান নিবারণী সভা, গৌরবেচ্ছা সম্পাদনী সভা। ইংরাজী গ্রন্থ: A defence of Brahmanism and the Brahma Samaj (১৮৬৩), Brahmic Question of the Day Answered (১৮৬৯), Brahmic Advice Caution and help (১৮৬৯), Adi Brahma Samaj,—its views and principles (১৮৭০), A Lacture in reply to Query what is Brahmaism (১৮৭১), Theistic to peration and Diffusion of Theism (১৮৭৩), Hints Showing the Feasibility of Constructing a Science of Religion (১৮৭৪), Brahmo Catechesm (১৮৮১), Old Hindu's Hope (১৮৮৯), Society for the promotion of National feeling and the educated Nation of Bengal.

রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী) পুরাতাত্ত্বিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: History of Panjab (১৮৪৭), পাঞ্জাবেতিহাস (পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কাবুল ও কান্দাহারের ইতিহাস,—কলিকাতা—১৮৪৭)।

রাজনারায়ণ মিত্র (×।৮।১৮৫৬—?) প্রকাশিত গ্রন্থ: কায়স্থ কৌস্তুভ (কায়স্থকুল সম্পর্কিত আলোচনা)।

রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) পরিচালক ও সম্পাদক: অরুণোদয় (১৮৩৯)।

রাজবল্লভ (১৭শ শতাব্দী) রচনা: বংশী-বিলাস।

রাজবল্লভ গোস্বামী। কবি। রচনাঃ মুরলী-বিলাস।

রাজমোহন চক্রবর্তী, আম্বলি। মৃত্যুঃ ১৩০৫—৭ বঙ্গাব্দ। নিবাসঃ ঢাকা-বিক্রমপুর। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা। এঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলি হৃদয়গ্রাহী। প্রকাশিত গ্রন্থঃ সাধক রাজমোহন (লেখকের ধর্মীয় সঙ্গীত ও সংক্ষিপ্ত জীবনী,—ঢাকা—১৯১৭)।

রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) ঢাকায় জৈনসার বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। সম্পাদকঃ মাসিক পল্লী বিজ্ঞান (বিক্রমপুর-১৮৬৭)।

রাজমোহন দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। কবি প্রকাশিত কাব্যঃ জানকী বিলাপ কাব্য (কলি-১৮৯৩)।

রাজমোহন দাস। প্রকাশিত গ্রন্থঃ থেন সমাজ (উত্তরবঙ্গের থেন জাতির কথা—১৯১৩)।

রাজমোহন দাস ঘটক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ সাধনসঙ্গীত (চট্টগ্রাম—১৯২৫)।

রাজমোহন মজুমদার (১৯শ শতাব্দী—) জন্মঃ ফরিদপুর। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকঃ মাসিক ফরিদপুর হিতৈষী (১৮৮৯), ঐ পাক্ষিক (১৮৯৭), ঐ সাপ্তাহিক (১৯০৮)।

রাজ রাজেন্দ্র চন্দ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদকঃ দ্বিমাসিক চিত্তরক্ষণী (শ্রীবাটি সাহিত্য সভা থেকে প্রকাশিত—১২৮৮)।

রাজারাম দত্ত। রচনাঃ দণ্ডীপর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে)।

রাজলক্ষ্মী দেব্যা। প্রকাশিত গ্রন্থঃ কেদার বদ্রী ভ্রমণ, নেপালের পথে, সন্তদাস মহারাজের জীবনস্মৃতি, ব্রাহ্ম সমাজের আদি চিত্র ও পরলোকতত্ত্ব (কলিকাতা-১৯৩৭), লক্ষ্মীশ্রী।

রাজলক্ষ্মী দেবী (১৯২৭—)। জন্মঃ ময়মনসিংহ শহরে। নিবাসঃ বাংলো নং ডি ১/৯, এন্. ডি. এ. এষ্টেট্, খবক ভাসলা, পুরী—২৩। পিতাঃ ব্যবহারজীবী শরৎ-চন্দ্র ভট্টাচার্য। মাতাঃ মনোরমা, স্বামীঃ অধ্যাপক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য। ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল, আনন্দ-মোহন কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ.—পরে প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থিনী হিসাবে দর্শনশাস্ত্রে ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯৫৮) উত্তীর্ণা। পুনায় নওরোসজী ওয়াড়িয়া কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা। কবি। প্রথম প্রকাশিত কবিতাঃ মহাসাধক। প্রকাশিত কাব্যঃ হেমন্তের দিন (১৯৫৭), ভাব ভাব কদমের ফুল (১৯৬৭)।

রাজশেখর বসু (১৬।৩।১৮৮০-২৭।৪।-১৯৬০)। ছদ্মনামঃ পরশুরাম। জন্ম: বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের নিকটবর্তী বামুনপাড়ায় মাতুলালয়ে, মৃত্যুঃ কলিকাতায়। নিবাসঃ ১৪, পার্শীবাগান লেন, কলিকাতা। পিতাঃ দ্বারভাঙ্গা রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার চন্দ্রশেখর বসু। অগ্রজঃ মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্র শেখর বসু। দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে ১ম বিভাগে এনট্রান্স (১৮৭৫), পাটনা কলেজ থেকে ২য় বিভাগে এফ্. এ. (১৮৯৭), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি. এ. (১৮৯৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯০০), রিপন কলেজ থেকে বি. এল্. (১৯০২) পাশ। কিছুকাল আইন ব্যবসায়ের পরে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আহ্বানে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ কেমিষ্টের পদে যোগদান (১৯০৩)। ক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পদে উন্নীত। কেমিষ্ট্রি ও

ফিজিওলজির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে নূতন পদ্ধতির আবিষ্কারক। বেঙ্গল কেমিক্যালের খাতাপত্র লেখা, বিভিন্ন বিভাগের নামকরণ, উৎপাদিত পণ্যের নামকরণ ইত্যাদিতে সর্বত্রই বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহারকারী, স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অবসর গ্রহণের (১।১।১৯৩৩) পরেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজীবন সংশ্লিষ্ট। 'গড্ডালিকা' প্রকাশিত হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত। রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ স্নেহে অভিষিক্ত,—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনের গবেষণাগারের 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন' নাম করণের দ্বারা সম্মানিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিযুক্ত বাঙ্গালা বানান কমিটির সভাপতি (১৯৩৫),—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সভাপতি (১৯৩৫), পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত পরিভাষা সংসদের সভাপতি (১৯৪৭), বাঙ্গালা লাইনো টাইপের উদ্ভাবনায় সুরেশ চন্দ্র মজুমদারের সহযোগী। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভ্য (১৯০৬), ফ্যাকাল্‌টি অফ্‌ সায়েন্স্‌, ফিজিক্স্‌, কেমিষ্ট্রি, ম্যানুফ্যাক্‌চার ও কমার্স বোর্ড্‌ অফ্‌ ষ্টাডিজ্‌-এর অন্যতম সদস্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য (১৩৪০-৪১) এবং সহ-সভাপতি (১৩৪১-৪৪, ১৩৫২—৫৩), সাহিত্য পরিষদের ভারতকোষ পরিকল্পনার অন্যতম উৎসাহদাতা। স্বনামে মননশীল প্রবন্ধ ও ছদ্মনামে ব্যঙ্গকৌতুকাশ্রিত গল্প লেখক। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত (মাঘ ১৩২৯)। উদ্ভট পরিবেশ সৃষ্টি, নাট্যগুণ, অবিস্মরণীয় চরিত্র, কাহিনীর মৌলিকতা, তীক্ষ্ণব্যঙ্গ ও উচ্চাঙ্গের কৌতুকের মিশ্রণ, ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষা ও সংলাপাত্মক ভঙ্গীর জন্য গল্পগুলি অফুরন্ত হাস্যরসের নির্ঝর ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অনন্য। আদর্শবাদী, নিয়মনিষ্ঠ ও স্বল্পভাষী ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী পুরস্কার (১৯৪০), সরোজিনী স্বর্ণপদক (১৯৪৫) ও ডি. লিট্. উপাধি (১৯৫৭), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট্ (১৯৫৮), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৫৫), ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি এবং একাডেমি পুরস্কার (১৯৫৮) দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ ব্যঙ্গাত্মক গল্পঃ গড্ডালিকা (১৩৩১), কজ্জলী (১৩৩৫), হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প (১৩৪৫), চমৎকারী (১৩৪৬), আনন্দী বাঈ ইত্যাদি গল্প (১৩৬৪), গল্প কল্প (১৩৫৭), ধুস্তুরি মায়া (১৩৫২), কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প, নীলতারা (১৩৬৩)। প্রবন্ধ : কুটির শিল্প (১৩৫০), ভারতের খনিজ (১৩৫০), লঘুগুরু (১৩৪৬), বিচিন্তা (১৩৬২)। অনুবাদ : কালিদাসের মেঘদূত (১৩৫০), রামায়ণ (গদ্যে—১৩৫৩), মহাভারত (ঐ—১৩৫৬)। অভিধান : চলন্তিকা (১৩৪৫)।

রাজসিংহ, রাজা (১৭৫০—১৮২১ খ্রীঃ) জন্ম : শুযুঙ্গা, দুর্গাপুর, মৈমনসিংহ। জাতিতে ব্রাহ্মণ, কবি। রচিত কাব্য : ভারতী মঙ্গল, রাজমালা, মনসা পাঁচালী।

রাজসুন্দরী রায়গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গের ব্রতবাণী (কবিতায় ব্রতকথা, সেরপুর-১৯১৯)।

রাজা রাও বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৮৯৭-২৫।১২।১৯৭৪/৯।৯।১৩৮১)। জন্ম : মুর্শিদাবাদের লালগোলায় রাজ পরিবারে, মৃত্যু : কলিকাতায় মার্লিন পার্কস্থিত বাসভবনে। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর প্রিয় ছাত্র। রামেন্দ্র সুন্দরের প্রেরণায় সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে কংগ্রেসে

যোগদান। কলিকাতার প্রাক্তন শেরিফ। শিকার প্রিয়, ক্রীড়ারসিক, সঙ্গীত রসিক। মোহনবাগান ও ইষ্ট্‌বেঙ্গল ক্লাবের আজীবন সদস্য। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ বয়েজ্‌ স্কাউট এসোসিয়েসনকে ৫০,০০০ প্রদাতা। উপন্যাস, গল্প, নাটক, ভ্রমণ ও শিকার কাহিনী মিলে ১২টি গ্রন্থের রচয়িতা।[১] 'স্পর্শের প্রভাব' উপন্যাস পতিব্রতা নামে ছায়াচিত্রে রূপায়িত। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্পর্শের প্রভাব, অচল প্রেম, চিরন্তনীর জয়, নীলশাড়ী প্রভৃতি। ভ্রমণ: হিমাচলম্‌। শিকার: শিকারী জীবন, বাঘের লুকোচুরি।

রাজা রাম দত্ত (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: দণ্ডীপর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে)।

রাজারাম ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ময়ূরতত্ত্ব (ময়ূর সিংহাসন সম্পর্কে আলোচনা,—বাঁকুড়া—১৮৯৪)।

রাজিয়া খাতুন। প্রকাশিত গ্রন্থ: পথের কাহিনী।

রাজিয়া খান (১৬।২।১৯৩৬—) এম্‌. এ. (ইংরাজী)। জন্ম: ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা। উপন্যাস নাটক ও অনুবাদ গ্রন্থ লেখিকা। উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা (১৯৭৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনুকল্প (১৯৫৯), বটতলার উপন্যাস (১৯৫৮), বন্দী বিহঙ্গ (১৯৭৬), সোনালী ঘাসের দেশ (১৯৭৮,) পতিচিত্র, পদাতিক (১৯৮১), চিত্র কাব্য (১৯৮২), হে মহাজীবন (১৯৮৩), আবর্ত (নাটক—১৯৬০), Argus (১৯৭৬), Cruel April (১৯৭৭)।

রাজিয়া মজিদ (১।১।১৯৩০—)। জন্ম: শ্যামপুর, জামালপুর, অধুনা বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস: বাদেহাননিয়া, টাঙ্গাইল। বর্তমান নিবাস: হেড্‌মিস্‌ট্রেস্‌ কোয়ার্টার্স, শেরে বাংলা নগর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা-৭। পিতা: প্রফেসর আবদুল সবুর সিদ্দিকী, মাতা: মোসাম্মত কামরুন্নেসা খাতুন, স্বামী: মরহুম এস্‌. এম্‌. এ. মজিদ। অবিভক্ত বঙ্গের জুনিয়র মাদ্রাসার পরীক্ষায় ৩য় স্থান সরকারী বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করে উত্তীর্ণা। ফরিদপুর ঈশান ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ও মারহাবা পুরস্কার লাভ করে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৪) কলিকাতা লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ. (১৯৪৬) ও বি. এ. (১৯৪৮), ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১ম শ্রেণীতে বি. টি. (১৯৫১)। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী করাচীতে সরকারী সেকেণ্ডারী গার্লস্‌ হাইস্কুলের শিক্ষিকা (১৯৫৪—৬২), পূর্বপাকিস্তানে সহকারী স্কুল পরিদর্শিকা (১৯৬২—৬৭), সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সমূহে প্রধানা শিক্ষিকা (১৯৬৭—), বর্তমানে শেরে বাংলা নগর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা। খুলনা বিভাগে গার্লস্‌ গাইড্‌সের বিভাগীয় কমিশনার (১৯৬৩), খুলনা বিভাগের মহিলা রিলিফ্‌ কো-অর্ডিনেশন কমিটির জয়েন্ট্‌ সেক্রেটারি,—বাংলাদেশ লেখিকা সঙ্ঘের ও লেখক ইউনিয়নের সদস্যা। বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকতা সমিতির সভানেত্রী। ১৪ বৎসর বয়সে প্রথম রচনা আজাদ পত্রিকার মুকুলের মহফিলে প্রকাশিত (১৯৩৯), অতঃপর কলিকাতার ইত্তেহাদ পত্রিকায় আগুনের

ফুলকি ও বড়দের পাতায় রচনা প্রকাশিত। ঢাকায় প্রত্যাগমন (১৯৪৮)। ঢাকার দৈনিক পাকিস্তান, পাকিস্তানী খবর, মাহে নও, বেগম, ললনা, সচিত্র স্বদেশ, সচিত্র বাংলাদেশ, ইত্তেফাক্, চিত্রালী, রোববার, নবারুণ প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। উপন্যাসে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: তমসা বলয় (১৯৬৬), দিগন্তের স্বপ্ন (১৯৬৭), মেঘের জলতরঙ্গ (১৯৮১), নক্ষত্রের পতন (১৯৮২), সেই তুমি (১৯৮৪)। গল্প: আকাশে অনেক রং (১৯৭৯)। শিক্ষা মূলক: আঁধারে প্রদীপ জ্বলে। জীবনী: এক মহান কর্মবীর (১৯৮১), মহান বীর মহাগুণ (১৯৮২)। ভ্রমণকাহিনী: করাচীর চিঠি (১৯৫৬)।

রাজিয়া মাহবুব (৬।৬।১৯২৮—) বি. এ. জন্ম: বর্ধমান। বর্তমান নিবাস: ভাণ্ডারীকান্দি, মাদারীপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। লিট্‌ল ফ্রেণ্ড্‌স্ কিণ্ডার গার্ডেনের পরিচালিকা। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও শিশু-সাহিত্য লেখিকা। ইউনেসকো পুরস্কার (১৯৫৭—৫৮), ইসাবেলা হটন পুরস্কার, লণ্ডন উইমেন্‌স্ কাউনসিল পুরস্কার (১৯৬৬), শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১) ও লেখিকা সঙ্ঘ পুরস্কার (১৯৮১) প্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: বন্ধন (১৯৬০)। গল্প: খাপছাড়া (১৯৫৮), দূরভাষিণী (১৯৬১), স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৬২), মুখরিত গহনে (১৯৮৩)। শিশু-সাহিত্য: ছোটদের গল্প (১৯৫১), সাগর কন্যা (১৯৫৮)। প্রবন্ধ: বিয়ে ও সাফল্য (১৯৫৪), আপনি ও আপনার সন্তান (১৯৫৬)। অনুবাদ: খেলতে খেলতে জীবন শুরু (১৯৫৭), ডাক্তার আসার আগে (১৯৬২), হান্স আণ্ডারসনের রূপকথা।

রাজিয়া সুলতানা (২৫।৭।১৯৩৭—) জন্ম: নোয়াখালি বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা এম্. এ. (১৯৫৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: নজরুল অন্বেষা (১৯৬৯), কথাশিল্পী নজরুল (১৯৭৫)।

রাজীব দ্বিজ। রচনা: গোলহাটপালা (ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি পালা)।

রাজীবলোচন দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী) রচনা: শিবদুর্গার বিবাহ।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। পিতা: খড়দহের কামদেব পণ্ডিতের বংশধর শ্রীচাঁদ শর্মার অধস্তন ৫ম পুরুষ কন্দর্পদেব মুখোপাধ্যায় (রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পিতৃতর্পণ গ্রন্থ অনুসারে)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কেরীর সহকারী লেখকদের অন্যতম। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা বিভাগ খোলার সময় (১।৫।১৮০১) থেকেই কর্মে রত। 'পিতৃতর্পণ' গ্রন্থ অনুসারে শেষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত—১৮০৫)।

রাজীব সেন। রচনা: উদ্যোগপর্ব (মহাভারতের পদ্যানুবাদ)। স্বাধীন রচনা, —কাশীরাম দাসের প্রভাব মুক্ত।

রাজেন উপাধ্যায় (২০।১০।১৯৫৪—) নিবাস: ষ্টেসন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। কবি। প্রকাশিত কাব্য: পাণ্ডুলিপি, হাত ধরো মৈত্রেয়ী।

রাজেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী। জন্ম: আচমিতা, মৈমনসিংহ। রচনা: ফকির প্রসঙ্গ।

রাজেন্দ্র কুমার উকিল। সম্পাদিত গ্রন্থ: আইন ও দলিল শিক্ষা (১৯২০)।

রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কায়স্থ সমাজতত্ব (১৯৩১)।

রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহিরা ক্ষেত্রপাল মাহাত্ম্য (চট্টগ্রামের মহিরায় ক্ষেত্রপালের মহিমা বর্ণনা,—মহিরা, ১৯২৪)।

রাজেন্দ্রকুমার রায় (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা। সম্পাদক: কাঁচড়াপাড়া প্রবেশিকা (১৮৭৫)।

রাজেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাভারত রহস্য বা জীবত্বের পথ পরিচয় (ঢাকা-১৯২৬), মুক্তিপথ বা রামায়ণ রহস্য (ঢাকা—১৯২২)।

রাজেন্দ্রকুমার হালদার (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রেতপুরী (প্রেততত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা, কলিকাতা ১৮৯৪)।

রাজেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছিন্নলতা (গীতিকা—১২৯৫), ভারত ভ্রমণ ও তীর্থ দর্শন (কলিকাতা,—১৯১৩)।

রাজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: কলেরা (কলেরা রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা,—মৈমন সিংহ ১৮৯১)।

ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৮।১২।১৮৪৭—১২।৯।১৯১১)। জন্ম: ২৪ পরগণার রাজপুর গ্রামে কায়স্থ বংশে। পিতা: রামকুমার মিত্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে এনট্রান্স উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্বুবর্ণপদক ও রৌপ্যপদক লাভ করে সসম্মানে চিকিৎসা বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রথমে শিক্ষা বিভাগের কর্মী পরে হুগলী কলেজের অধ্যাপক—পরে আন্দামানে চিকিৎসক। পরোপকারী, দানশীল, গুণগ্রাহী, positivist (সম্ভববাদী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধাত্রীবিদ্যা (২য় সং ১৮৯০), বঙ্গের কয়েকটি পীড়া (১৯০৭), ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম ও স্বল্প বিরাম জর (১৮৯৪), লক্ষণতত্ব।

রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, রায়বাহাদুর(১৮৫৯—×।৪।১৯১৯)। জন্ম: ২৪ পরগণার নারায়ণপুরে, মাতুলালয়ে। পিতা: নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আহিরীটোলা বাঙ্গালা পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি (১৮৭০), সংস্কৃত কলেজ থেকে ৪র্থ স্থান অধিকার করে এফ. এ. (১৮৮০), সংস্কৃত অনার্সে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান ও স্বর্ণপদক অধিকার করে বি. এ. (১৮৮২), ১ম বিভাগে প্রথম স্থান ও স্বর্ণপদক অধিকার করে এম্. এ. (১৮৮৩), পি. আর্. এস. (১৮৮৫), শাস্ত্রী ও রায়বাহাদুর উপাধিতে (১৯০৩) ভূষিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ,—বাঙ্গালা সরকারের অনুবাদ কার্যালয়ের ২য় সহকারী (১৮৮৬), পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও সরকারের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ (১৮৯৫)। ইংরাজীতে ও সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ—দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত—কলিকাতা সাহিত্য সভার সম্পাদক,—সেন্ট্রাল টেক্সট্‌বুক কমিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবি ও কাব্য, লোকবৃত্ত ও সমাজ স্থিতি, ভাষা পরিচ্ছেদ (শোভা বাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের উদ্যোগে, বঙ্গানুবাদ), Three Essays' ৩ খণ্ড (১৯০৬)।

রাজেন্দ্র দাস (১৮ শতাব্দী)। রচনা:

আদি পর্ব (মহাভারতের শকুন্তলা উপাখ্যান)।

রাজেন্দ্র দেবনাথ। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৈদিক যোগিজাতির বংশাবলী (রংপুর—১৯২৩)।

রাজেন্দ্রনাথ কর। প্রকাশিত গ্রন্থ: আগমনী সঙ্গীত (বিষ্ণুপুর ১৯২১), ভাদু সঙ্গীত (ঐ ১৯২১)।

রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাভারতীয় নীতিকথা ২ খণ্ড (কলিকাতা—১৯১০)।

রাজেন্দ্রনাথ গুহ। যুগ্ম সম্পাদক: মাসিক ধর্মপ্রচারিণী (বেহালা, মে ১৮৬৪)।

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ (কলিকাতা—১৯১০), বেদ মানিব কেন ?, অদ্বৈত বাদের স্বরূপ ও প্রমাণ, খণ্ডন ও মণ্ডন পদার্থ নির্ণায়ক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৩৫), অদ্বৈতবাদ (কলিকাতা—১৯৩৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ: বেদান্তদর্শনের ইতিহাস (১৯২২—২৫), ব্যাপ্তি পঞ্চক (টীকা—১৩১২), অদ্বৈত সিদ্ধি, তর্কসংগ্রহ (১৯৩২), শঙ্কর গ্রন্থাবলী (১৩৩৫), গীতা, বেদান্ত দর্শনম্, তর্কামৃত (অনুবাদ—১৯১৮), ভাষা পরিচ্ছেদ (১৩৪০)।

রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত প্রহসন: নবীনের খেদ (১২৮২), নবীন মহন্ত (১২৮২)।

রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত ঐতিহাসিক নাটক: ভারত বিজয় (পৃথ্বিরাজের কাহিনী, কলিকাতা—১৮৭৫)।

রাজেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারত গ্রন্থাবলী (প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থের বিবরণ ওগ্রন্থকারের বিবরণ, ১৮৭৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ: মানব ধর্মশাস্ত্র (কলিকাতা—১৮৮১)।

রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (৩।৭।১৯০১/১৪।৪।১৩০৮—৫।২।১৯৮০/২১।১০।১৩৮৭)। জন্ম: খালিসা কোটা, বরিশাল, বাংলা দেশ, মৃত্যু: অশ্বিনীনগর। পিতা: বরিশাল কোর্টের মোক্তার অভয়চরণ দাশশর্মা। বঙ্গবাসী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক। বিজ্ঞানের বিষয় শিশু ও কিশোরদের উপযোগী নাটকের পরিবেশক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক (শিশুদের): চুম্বক রহস্য আলোর মর্তলীলা (উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত), হীরকের সাধনা প্রভৃতি। উপন্যাস: মুক্তিপত্র, পঞ্চ-প্রদীপ। আত্মজীবনী: জীবন চলার পথে (অপ্রকাশিত)।

রাজেন্দ্রনাথ বটব্যাল। প্রকাশিত নাটক: বিধির বিধি (কলিকাতা—১৯২৪)।

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: পদামৃত সিন্ধু (বৈষ্ণব পদসংগ্রহ, কলিকাতা—১৯২২)।

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কাব্য স্মৃতিতীর্থ। (১৮৭৩/১২৮০—১৯৩৫)। জন্ম: সাগরদাঁড়ি, যশোর, মৃত্যু: নড়াইল, ২৪ পরগণা। হাওড়া জেলা নারিয়েট্ স্কুলের শিক্ষক,—মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন ও এ্যালবার্ট কলেজের অধ্যাপক,—যশোর জেলা স্কুলের শিক্ষক,—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কালিদাসের গ্রন্থাবলীর অনুবাদক। সম্পাদিত গ্রন্থ: কালিদাস গ্রন্থাবলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কালিদাস ও ভবভূতি (কলিকাতা—১৯০৬), শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি (১৯১১), দত্তক বিধি বিচার (১৯০৭), কালিদাস (১৯০৮), তপোবন (নৈষধ-

চরিত, শিশুপাল বধ ও কিরাতার্জুনীয়ের আলোচনা—১৩১৩), পদ্যপুষ্পাঞ্জলি, কবি কঙ্কণের সমালোচনা, প্রবন্ধ পুষ্পাঞ্জলি, পিতৃহারা, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী, সমাজ ও সাহিত্য (১৯১৬)।

রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার (৮।১০।১৩১১—) জন্ম : জামালপুর, মৈমনসিংহ, অধুনা বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : সৎসঙ্গ দেওঘর, বিহার। পিতা : হরিদাস মজুমদার। আই. এ. পাশ। সৎসঙ্গের প্রচার সচিব। আলোচনা পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র—পাবনা থেকে বৈদ্যনাথ ধাম (১৯৭৮)।

রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাষা ও জ্ঞানজিজ্ঞাসা (আন্দুল—১৯১২)।

রাজেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামকৃষ্ণ ভাগবত (কলিকাতা—১৯১২)।

রাজেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশিত উপন্যাস : ইন্দুভূষণ (বেহালা—১৮৯৮)।

রাজেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : সর্পদংশন চিকিৎসা (বৈঁচি—১৯০২)।

রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : চিন্তাপঠন বিদ্যা ২ ভাগ (রঙ্গপুর, ১৯২৩)।

রাজেন্দ্রনাথ সেন। সম্পাদক : গ্রামের ডাক (১৯২৭—৩৪)।

রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অব্যর্থ সিদ্ধ মুষ্টিযোগ (কলিকাতা, ২য় সং, ১৯১৮), কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা (কলিকাতা ৩য় সং ১৯১৪)।

রাজেন্দ্রনাথ সোম। প্রকাশিত গ্রন্থ : কলিকাতা বাড়ীভাড়া আইন (হাওড়া-১৯২০), বঙ্গদেশীয় কোর্ট ফি (সংশোধক) আইন (হাওড়া, ১৯২২)।

রাজেন্দ্রনাথ হালদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরলোক বিকাশ (কলিকাতা—১৯১৩)।

রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য : রাজ মঙ্গল (চিতোরের বাপ্পা রাওয়ের কাহিনী, কলিকাতা—১৯১২)। সম্পাদক : মাসিক নির্মাল্য (বৈশাখ ১৩০৫)।

রাজেন্দ্রনারায়ণ সরকার (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত নাটক : জীবন্ত প্রতিমা (দুর্গা মাহাত্ম্য সম্পর্কিত,—কলিকাতা—১৮৯৮)।

রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংহ। কবি। প্রকাশিত কাব্য : নিদ্রা।

রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন (৩।১২।১২৭০ বঙ্গাব্দ— ?)। জন্ম : মুর্শিদাবাদ জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে বৈদ্য বংশে। পিতা : জগন্মোহন সেন কবিরাজ। পিতার নিকট মুগ্ধবোধ, যদুকৃষ্ণ চক্রবর্তী, রাধাগোবিন্দ দাস প্রভৃতির নিকট অভিধান, ব্যাকরণ, সৈদাবাদে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট কাব্য, দর্শন, স্মৃতি, চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠিত। রাজশাহী জেলায় পুঁটিয়ার ভূমধ্যকায়িনী মহারাণী শরৎসুন্দরীর প্রধান চিকিৎসক, পরে কলিকাতায় রাণী হেমন্তকুমারীর চিকিৎসক,—কলিকাতার চিকিৎসক হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বসন্ত রোগ চিকিৎসা।

রাজেন্দ্রমোহন বসু (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাশ্মীরের বিবরণ (১৮৭৫), কাশ্মীর কুসুম (কলিকাতা—১৮৭৫)।

রাজেন্দ্রলাল আচার্য (১৮৮০—?)। জন্ম : রাজশাহী। পিতা : ডাঃ কেদারেশ্বর আচার্য। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও রিপন কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। সাব.-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (১৯০২)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কবিতা, গান ও নাটক রচয়িতা। শিশুসাহিত্যিক। পুরাণরত্ন (১৩২৬), বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্য সরস্বতী

(১৯২৭) উপাধি প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ৮০ দিনে ভূপ্রদক্ষিণ (জুল ভার্ণের অনুবাদ —১৯১৪), রাণী ভবানী, বেলুনে সুমেরু অভিযানের কাহিনী, (১৯৩৬), বাঙ্গালার প্রতাপ, বিপ্লবী বাঙ্গালা, কারবালা, পাতালে, যমুনা, বীর রমণী, মারাঠার কথা, ছত্রপতি শিবাজী, দিগ্বিজয়ী, বাঙ্গালী, বাঙ্গালার ধর্মগুরু, মৃত্যুর পরপারে, স্বামী অভেদানন্দ, চন্দ্রলোক যাত্রা, ফিরিঙ্গি বণিক, মন্বন্তর (অনুবাদ), পুনর্জন্ম (টলষ্টয়ের রিজারেকসনের অনুবাদ), দেব দেউল (ভিক্টর হুগোর হাঞ্চ ব্যাক অফ্ নতরদমের অনুবাদ), রক্ত কমল (আনা দাসের রেড্ লিলির অনুবাদ), শেষ হিন্দু রাজ্য (নিকালো কান্টির অনুবাদ), লোকগুরু অভেদানন্দ, বীর কাহিনী (রাজপুতনার কাহিনী—১৯২৫), বাঙ্গালীর বল বা বাঙ্গালীর সাময়িক ইতিহাস (কলিকাতা—১৯২১)।

রাজেন্দ্রলাল গোস্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বৈষ্ণব বিলাস গ্রন্থ (ঢাকা—১৯১৪)।

রাজেন্দ্রলাল ঘোষাল। প্রকাশিত কাব্য : ফুল (১৯০৪)।

রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্তী। সম্পাদক : মাসিক প্রভা (কাশীপুর, টালা—১৩০১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : আর্য্য কাহিনী (৩য় সং ১৯২৪), কোষ্ঠী লিখন প্রণালী (কলিকাতা—১৯২৪), সরল জ্যোতিষ শিক্ষা (১৯২৪)।

রাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গীয় রহস্য (১২৯০)।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা (৬।১১।১২২৮/১৬।২।১৮২২—২৬।৭।১৮৯১)। জন্ম : কলিকাতার উপকণ্ঠে ২৪ পরগণার শুঁড়ায় কুলীন কায়স্থ বংশে। পিতা : বৈষ্ণব পদকর্তা জনমেজয় মিত্র, পত্নী : সৌদামিনী। সোমচন্দ্র বসুর ইংরাজী পাঠশালা (১৮৩১) ও গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে অধ্যয়নের পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি (১৮৩৭), কয়েকজন ইংরাজের সঙ্গে বিবাদের ফলে কলেজ ত্যাগ (১৮৪১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করে ডি. এল্. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৮৭৫)। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন। এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের মাসিক ১০০্ বেতনের সহ-সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক (১৮৪৬—৫৬), সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও শেষে প্রথম ভারতীয় সভাপতি (১৮৮৫) রূপে আমৃত্যু এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। বৃটিশ সরকার কর্তৃক ওয়ার্ড ইন্‌স্টিটিউসনের ডিরেক্টর নিযুক্ত (১৮৫৬)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কমিটির সদস্য (১৮৪৩), ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটির সদস্য (১৮৫১), আর্ট স্কুলের সম্পাদক (১৮৫৪), ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ (১৮৫৬),—কংগ্রেস সারস্বত সমাজের ২য় অধিবেশনের সভাপতি (১৮৮২)। মননশীল সব্যসাচী লেখক—ব্যক্তিত্বশালী বীর যোদ্ধা,—বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক—ঐতিহাসিক—বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক। রায় বাহাদুর (১৮৭৭), সি. আই. ই (১৮৭৮), রাজা (১৮৮৮) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর অফ্ ল উপাধিতে ভূষিত (১৮৮৫)। মিউনিসিপ্যালিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য। স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় বঙ্গাক্ষরে প্রথম মানচিত্র প্রকাশক। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক সচিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহ (রাজেন্দ্রলালের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ রচনায় সমৃদ্ধ —অক্টোবর ১৮৫১) ৬ পর্ব, রহস্য সন্দর্ভ

(ফেবরুয়ারী ১৮৬৩ থেকে ১০ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪), শিল্পিক দর্শন (১৮৬০), শিবাজীর চরিত্র (১৮৬০), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১), ব্যাকরণ প্রবেশ (১৮৬২), পত্র কৌমুদী (১৮৬৩), অশৌচ অবস্থা (১৮৭৩), মানচিত্র (১৮৫০—৬৮), Prayer of St. Niersis Chajensis (সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অনুবাদ), Chandogya upanisad (অনুবাদ—১৮৫৬), Antiquities of Orissa ২ খণ্ড (১৮৭৫, ১৮৮০), Buddha Gaya, The Hermitage of Sakyamuni (১৮৭৮), Acheme for rendering the European Scientific terms into Vernacular India (১৮৭৭), Report on Sanskrit Manuscripts in the Native Libraries (১৮৭৫), Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Library of H.H. Maharaja of Bikanir (১৮৮০), The Parsis of Bombay (১৮৮০), Buddhist Literature in Nepal (১৮৮২), Yoga Aphorism of Patanjali (১৮৮৩), History of A. S. B (১৮৮৫), Translation of Lalita Vistra. সম্পাদিত গ্রন্থ : চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৮৫৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩ খণ্ড (১৮৫৯—৯০), তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১৮৭১), প্রাকৃত ব্যাকরণ, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য (১৮৭২), গোপথ ব্রাহ্মণ (১৮৭২), অগ্নি পুরাণ, ২ খণ্ড (১৮৭৩—৭৯), ললিত বিস্তর (১৮৭৭), বায়ু পুরাণ ২ খণ্ড (১৮৮০—৮৬), গীতিসার (১৮৮৪), অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (১৮৮৮), বৃহদ্দেবতা (১৮৯২), Descriptive Catalogue A. S. B. (১৮৪৯)।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৮৯—২৪।১২।১৯৬২)। ছদ্মনাম : শ্রীহার্নেল। নিবাস ও মৃত্যু : ১৫/২, রাণী শঙ্করী লেন, কলিকাতা—২৬। পত্নী : সুধীরা। জ্যোতিষী। দিল্লী ও বোম্বের জ্যোতিষ সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকার নিয়মিত লেখক। লস্ এন্‌জেলস্ এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল কনফারেন্সে আমন্ত্রিত। কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট, জজ্ কোর্ট, যোধপুর কোর্ট ও চুঁচুড়া কোর্টের উকিল, ভারতীয় জ্যোতিষ সম্মিলনীর গবেষণা বিভাগের সদস্য। বিধিলিপি, সমতট, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি পত্রিকায়—ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লেখক। যুগ্ম সম্পাদক : বিধিলিপি (জ্যোতিষ সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকা,—জ্যোতি বাচস্পতি সহ, মাঘ ১৩৩০—)।

রাজেন্দ্রলাল সিংহ (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : মাসিক দিবাকর : (বর্ধমান—১২৮৩)।

রাজেন্দ্রলাল সিংহ। সম্পাদক : মাসিক অঞ্জলি (চট্টগ্রাম, বৈশাখ ১৩৩৫), প্রকাশিত গ্রন্থ : চন্দ্রলেখা (ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা—১৮৮৮)।

রাজেন্দ্রলাল সুর। চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : অস্থি তত্ত্ব (কলিকাতা—২য় সং ১৯১৮), এলোপ্যাথিক জ্বর চিকিৎসা (১৯০৭), কাশ রোগ নিরূপণ-তত্ত্ব (১৯২৪), কাশ রোগ নিরূপণ তত্ত্ব ও হোমিওপ্যাথিক কাশ রোগ চিকিৎসা (১৯২১), ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা (১৯২১), প্রমেহ ও উপদংশ পীড়ার চিকিৎসা (১৯১৬), বায়োকেমিক মতের চিকিৎসা (১৯১৮), বৈদ্যজাতিমালা (প্রবন্ধ—১৯২১), রোগ-নিরূপণ তত্ত্ব (১৯১৮), শরীর তত্ত্ব (৪র্থ সং ১৯১৯), স্বপ্রা-ইলেকট্র হোমিওপ্যাথিক

চিকিৎসা (১৯১৮), হোমিওপ্যাথিক চক্ষু চিকিৎসা (১৯১৮), হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসারত্ন (৩য় সং ১৯০৭), হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসূত্র (১৯১২), হোমিওপ্যাথিক জ্বর চিকিৎসা (৩য় সং ১৯১৭), হোমিও-প্যাথিক স্ত্রী চিকিৎসা (১৯২৩)।

রাজেশ্বর গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রূপ সনাতন (কলিকাতা—১৮৭৭)।

রাজেশ্বর গোস্বামী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বর্ণদর্পণ (হিন্দুজাতি ও শ্রীহট্টের যোগী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া,—১৮৭৩)।

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত (২৬।৯।১৮৭৮—২২।১১।১৯২৬)। জন্ম: বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা: কাশীশ্বর দাশগুপ্ত, মাতা: দুর্গা-সুন্দরী। বরিশাল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা থেকে এফ্. এ., শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে কৃষিবিজ্ঞান পাশ। ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল সার্ভিসের কর্মী,—উক্ত বিভাগের প্রথম বাঙ্গালী ডিরেক্টর, সরকারী কৃষি কমিশনে 'লিয়াজ' অফিসার (১৯২৬)। বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তক। রাজেশ্বর প্লাউ নামে হাল্কা লাঙ্গলের উদ্ভাবক। চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয় ও ঢাকায় কৃষিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাতা। 'কৃষিকথা' নামে প্রথম কৃষি পত্রিকার প্রকাশক। রায়বাহাদুর উপাধি-প্রাপ্ত (১৯২০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: Cattle Wealth of Bengal, কৃষি বিজ্ঞান ১ম (কৃষির মূল নীতি), ঐ ২য় (সব্জী ও ফল), ঐ ৩য় (গোপালন)।

রাজেশ্বর সাধু খাঁ। প্রকাশিত কাব্য: বিমাতৃক (১৩১১)।

রাজ্যেশ্বর মিত্র (৩০।৯।১৯১৭—) ছদ্মনাম: শার্ঙ্গদেব। জন্ম: আগরতলা, ত্রিপুরা, আদি ও বর্তমান নিবাস: পাণিহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা। পিতা: অমরনাথ মিত্র, মাতা: প্রতিভা সুন্দরী। হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ (১৯৩৮), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ এগ্রি-কালচার থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত (১৯৪৪)। কেন্দ্রীয় অর্ডন্যান্স্ ফ্যাক্টরির কর্মচারী (৩২ বৎসর)। শান্তিনিকেতনের অতিথি অধ্যাপক। সঙ্গীত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। দেশ ও অন্যান্য বহু পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সঙ্গীত শাখার সভাপতি (১৯৫৭)। সৃজনী কলা-কেন্দ্রের (কলিকাতা) সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলার সঙ্গীত ২ খণ্ড (১৯৫৩, ৫৫), বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক (১৯৭৩), মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা (১৯৬৪), সঙ্গীত সমীক্ষা (১৯৫৯), উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত (১৯৭০), (স্বর্গলোক ও দেব সভ্যতা (১৯৭৭), বৈদিক ঐতিহ্যে নামগান (১৯৭৮), আর্যভারতের সঙ্গীত চিন্তা (১৯৭৫), বেদগানের প্রাকৃত রূপ (১৯৮৪), বেদগানের রীতি প্রকৃতি (১৯৮৪), নিধুবাবুর গান (স্বরলিপি—১৯৮১), অতুল প্রসাদ সেন (সাহিত্য সাধক চরিতাবলী,—সাহিত্য পরিষদ—১৯৮৪), মহাভারত চিন্তা (১৩৯৩)।

রাণা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাব্য: মহাপৃথিবী।

রাণা বসু। জন্ম: বোসপাড়া, রাণাঘাট, নদীয়া, নিবাস: পি ৮৪, সি. আই. টি স্কীম: সেভেন এম্, কলিকাতা-৫৪। পিতা: বাদলচন্দ্রবসু। মাতা: হেমলতা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের অধীনস্থ কর্মী। অসুস্থতার জন্য কর্মত্যাগের পর সাহিত্য-সেবায় নিরত। কবি—শিশু-সাহিত্যিক।

প্রথম রচনা, 'অস্তরবি জন্মদিনে লহ নমস্কার' কবিতা রঙমশাল পত্রিকায় প্রকাশিত। বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক সংস্থা কর্তৃক সম্বর্ধিত। সহ-সম্পাদক: মাসিক সাজি, মাসিক বর্তমান, বার্ষিক নববর্ষ স্মরণী (লক্ষ্ণৌ)। অন্যতম সম্পাদক: উত্তরভারতী। সম্পাদক: দ্বিমাসিক সোনালী শৈশব, পূজার ডালি (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে)। প্রধান সম্পাদক: ত্রিপর্ণ (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা শাখার বার্ষিক সাহিত্য সংকলন)। সম্পাদিত গ্রন্থ: প্রেমের কবিতা (যুগ্মভাবে), চিন্ময়ী বঙ্গভূমি (প্রবন্ধ সংকলন)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু-সাহিত্য: স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র, গান্ধী মহাজীবন, গান্ধী মহারাজ, স্মরণীয় যাঁরা, সমৃদ্ধ ভারত (ছোটদের প্রবন্ধ), কাউণ্ট অফ্ মণ্টিক্রিষ্টো (অনুবাদ), জাতকের গল্প, রাবণের দর্পচূর্ণ (সচিত্র)।

রাণী চন্দ (৩০।৯।১৯১২—) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যপ্রাপ্তা। নিবাস: শান্তিনিকেতন। স্বামী: অপূর্ব চন্দ। অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া ও জোড়া-সাঁকোর ধারে গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিলিপি লেখিকা। প্রকাশিত স্বরচিত গ্রন্থ: পূর্ণকুম্ভ (ভ্রমণ), আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ (স্মৃতিচারণ)।

রাণু সান্যাল (১৯২৯—২৩।৯।১৯৭৯/৬।৬।১৩৮৬)। মৃত্যু: বারাণসীতে। ধ্রুপদ গায়িকা। শেফালী নন্দী স্বর্ণপদক প্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিব ঠাকুরের দেশে।

(ডঃ) রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (৭।১৮।১৮৮৯—২৪।৮।১৯৬৮), বিখ্যাত অর্থনীতি-বিদ। জন্ম: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মৃত্যু: লক্ষ্ণৌ। পিতা: আইনজীবী গোপাল-মুখোপাধ্যায়। এম্. এ. (১৯১০), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৯১৫), পি. এইচ্.ডি.। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক (১৯১০-১৬), লাহোর সনাতন ধর্ম কলেজের অধ্যক্ষ (১৯১৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক (১৯১৮-২১), লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১১৫৫-৫৭)। বৃটিশ ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সোসিওলজির প্রথম ভারতীয় বক্তা। কোপেনহেগেনে 'এফ্. এ. ও.'। অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান কমিশনের ভারতীয় চেয়ারম্যান, ভারতীয় অর্থনীতি সংস্থার সভাপতি (১৯৩২), ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ পপুলেশন্ রিসার্চের সম্পাদক (১৪৪৫-৪৭), ইণ্ডিয়ান আই. এল্. ও. টেক-নিক্যাল কমিটির সদস্য (১৯৪৭-৪৮), ভারত সরকারের শিল্প উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য (১৯৪৮-৪৯), ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ সোসিওলজির সহ-সভাপতি। উত্তরপ্রদেশ সঙ্গীত নাট্যভারতী ও ললিতকলা একাডেমির সভাপতি। কানপুরে নিখিলভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত (১৯৬২), ইউরোপ ও আমেরিকায় বক্তৃতা-দানের জন্য আমন্ত্রিত (১৯৩৭)। সম্পাদিত পত্রিকা: উপাসনা, উত্তর ভারতী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বর্তমান বাংলা সাহিত্য (কলিকাতা—১৯২৮), দরিদ্রের ক্রন্দন (বহরমপুর—১৯১৫), শাশ্বত ভিখারী (উপন্যাস, কলিকাতা—২য় সং ১৯২২), শিক্ষা সেবক, পল্লী প্রচারক, বিশ্বভারত ১ম (মনোময় ভারত), ঐ ২য় (তরুণ ভারত, কলিকাতা—১৯২৩), বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী, বিশাল বাঙ্গালা, নিদ্রিত নারায়ণ (নাটক, কলিকাতা—১৯২০), দরিদ্রের আহ্বান (ঐ ১৯১৮), পল্লীসেবক (গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত, মালদহ ১৯১৩), Migrant Asia, Theory of Art of

Mysticism, The Lord of Autumn Moon, The History of Indian Civilisation.

রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : কুলের পাট ও ঘোষপাড়া, (নদীয়ার দুই বৈষ্ণবতীর্থ সম্পর্কে আলোচনা,—কলিকাতা—১৯২৬)।

রাধাকান্ত ঘোষ (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সোপান (৩য় সং ১৮৯৬), হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য সোপান ও চিকিৎসা প্রবেশিকা (কলি—১৮৯০)।

রাধাকান্ত দেব, রাজা (১০।৩।১৭৮৪—১৯।৪।১৮৬৭)। জন্ম : কলিকাতায় শোভা বাজারের রাজবংশে, মৃত্যু : বৃন্দাবনে। পিতা : শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকুমার দেবের পোষ্যপুত্র গোপী মোহন দেব। কামিংসের ক্যালকাটা একাডেমিতে প্রাথমিক শিক্ষার পরে পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃত ও ফার্সীভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। পিতার স্থলে হিন্দু কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য (১৮১৮), ৩২ বৎসর এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত। ডিরোজিওর বিতারণের (২৫।৪।১৮৩১) ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। স্কুলবুক সোসাইটির সূচনা (৭।৪।১৮১৭) থেকেই ভারতীয় সম্পাদক হিসাবে বাঙ্গালা গ্রন্থ নির্বাচনে সহায়ক। হিন্দু ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রার সমর্থক ও অর্থ সাহায্যকারী। মাতৃভাষার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প বিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহী। পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তিকা রচনায় (১৮২২) ও প্রচারে সহায়ক। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব মুক্ত করার প্রয়াসে হিন্দু চ্যারিটেবল্ ইন্‌স্টিটিউসনের বা হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান কর্মকর্তা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের অন্যতম উদ্যোক্তা। সরকারের সঙ্গে মতভেদের ফলে হিন্দু কলেজের সদস্যপদ পরিত্যাগী (১৮৫০)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল দত্ত, মতিলাল শীল প্রমুখের সঙ্গে প্রথম জাতীয় কলেজ 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে'র প্রতিষ্ঠাতা (২।৫।১৮৫৩)। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য শোভাবাজার সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৫৭)। ৪০ বৎসরের পরিশ্রমে রচিত আট খণ্ডে সম্পূর্ণ সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' রাধাকান্তের অসামান্য কীর্তি। এই কার্যের জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক কে. সি. আই. ই. (১৮৬৬), রাজা বাহাদুর (১৮৩৭) ও স্যর (১৮৬৬) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। অভিধান প্রকাশের জন্য টাইপ্ নির্মাণ ও ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশের অপরাধে কারাদণ্ডিত পাদ্রী লঙ্ সাহেবের সম্বর্ধনার প্রধান উদ্যোক্তা। সতীদাহ রহিত আন্দোলনের বিরোধী। শেষজীবনে বৃন্দাবন বাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : নীতিকথা (১৮১৮), বাঙ্গালা শিক্ষা গ্রন্থ (১৮২১), সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষা গ্রন্থ (১৮২৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ : পদাবলী ২ খণ্ড (১৮৬৪—৬৭), শব্দকল্পদ্রুমঃ (১৮১৯—৫৮), Translation of an extract from a Horticultural work in Persian.

রাধাকান্ত দেবশর্মণঃ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বিবৃতি (কলিকাতা-১৯২৪,—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিহাস)।

রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য : কবীন্দ্র সন্তানগীতি (সনোরা, ঢাকা-১৯২০)।

রাধাকান্ত মিশ্র (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। নিবাস : কলিকাতা। কাশ্যপ

গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। পিতা: রামনাথ মিশ্র, পিতামহ: শ্রীবল্লভ মিশ্র। রচনা: শ্যামার মঙ্গল বা শ্যামার সঙ্গীত (বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান)। কাব্যের ভাষা মার্জিত, গ্রাম্যতা বর্জিত, কাহিনী গতানুগতিক, চরিত্রচিত্রণে দক্ষতা আছে।

রাধাকিশোর চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী। জন্ম: ঢাকা। কবি। প্রকাশিত কাব্য: পদ্যরঞ্জন (১৮৭২)।

রাধাকিশোর বসু (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিরাজ চৌধুরী সংহিতা (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, সুবর্ণবণিক এবং অম্বষ্ঠ বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা, হুগলী ১৮৮৩)।

রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর (১৮৫৬-১৯০৯)। ছদ্মনাম: বৃন্দাবনচন্দ্র। জন্ম: ত্রিপুরার রাজ পরিবারে। মৃত্যু: কাশীতে মোটর দুর্ঘটনায়। পিতা: ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। ত্রিপুরার রাজা (১৮৯৯—১৯০৯)। কৈশোরে রাজকুমার সভার মুখপত্র বার্ষিকীর (১৮৭৬) পৃষ্ঠপোষক ও কবিতা লেখক। ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশনের ও সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষক। ছদ্মনামে বহু বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

রাধাকিশোর সিংহ (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত ঐতিহাসিক নাটক। পাষাণী (রাণা প্রতাপসিংহের চিতোর দুর্গ অধিকারের কাহিনী,—কলিকাতা—১৮৮১)।

(ডঃ) রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (২৫।১।১৮৮১—৯।৯।১৯৬৩)। জন্ম: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, আদি নিবাস: আহমদপুর, বর্ধমান। পিতা: আইনজীবী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বহরমপুর থেকে এন্‌ট্রান্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ্. এ. ও দুটি বিষয়ে অনার্সসহ বি. এ. (১৯০১), ইতিহাসে এম্. এ. (১৯০১)। প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীর সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত। ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯০২)। ইংরাজীতে এম্. এ. পরীক্ষায় কব্‌ডেন পদকপ্রাপ্ত। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯০৫), মোয়াট্ স্বর্ণপদক (১৯০৫), পি. এইচ. ডি (১৯১৫) এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধিপ্রাপ্ত। রিপণ কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯০৩), পরে বিশপ কলেজের ও ন্যাশন্যাল কাউন্‌সিল অফ এডুকেশন-এর অধ্যাপক, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপক, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক (১৯১৬)। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯১৮) ও কলিকাতা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯১৭-২১)। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২১-৪৫), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে অধ্যাপনান্তে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণকারী (১৯০৫-১৬)। জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ্ কাউন্‌সিলের বিরোধীপক্ষের নেতা (১৯৩৭-৪৩),—বাঙ্গালা সরকারের ফ্লাউট্ কমিশনের সদস্য, ওয়াশিংটনে F. A. O. Preparatory Commission-এর ভারতীয় প্রতিনিধি,—কাউন্‌সিল্ অফ্ এষ্টেটের রাষ্ট্রপতির মনোনীত সদস্য, মহীশূরে ইণ্ডিয়ান ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্সের সভাপতি, লাহোরে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বিভাগীয় সভাপতি (১৯৪০,৫২), যুক্তপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলন ও বিক্রমাদিত্য সেলিব্রেসনের সভা-

পতি। দেশী বিদেশী সুধীবৃন্দের রচনাসমৃদ্ধ ভারতকৌমুদী গ্রন্থ উপহারে সম্মানিত। বরোদা সরকার কর্তৃক শ্রীসয়াজী রাও গায়কোয়ার পুরস্কার ও ইতিহাস শিরোমণি উপাধি দ্বারা সম্মানিত। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ে রাধাকুমুদ লেকচারার পদ সৃষ্টির দ্বারা সম্মানিত। সম্পাদিত গ্রন্থ: Vikramaditya Commemoration Volume। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস: A History of Indian Shipping and Meritime activity from the earliest times (লণ্ডন ১৩১৪), The Fundamental Unity of India, Local Government of Ancient India, Men and thought in Ancient India, Hindu Civilization, Asoka (লণ্ডন-১৯২৮) Harsha, Ancient Indian Education, Chandragupta Maurya and his Times, Gupta Empire, Early Indian Art, Asoka and his Inscriptions, Indian Land System, A new Approach to Communal Problem, The University of Nalanda. বাঙ্গালা গ্রন্থ: অখণ্ড ভারত, অন্ন সংস্থান (মালদহ-১৯৬১)।

রাধাকৃষ্ণ দাস (১৮শ শতাব্দী)। দীক্ষাগুরু: অম্বিকা কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের সম্প্রদায়ভুক্ত নিমাইচাঁদ গোস্বামী, শিক্ষাগুরু: পীতাম্বর বৈরাগী গোঁসাঞি। রচনা: রসভক্তিলহরী (৬ অধ্যায়ে—রসতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্ব ব্যাখ্যা)।

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী (১৯শ শতাব্দী)। রচনা: গোসানীমঙ্গল। (কোচবিহারের অন্তর্গত গোসানীমারী গ্রামের দেবতা গোসানীদেবীর মাহাত্ম্য.—ব্রজচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, প্রকাশ—১৮৯৯)।

রাধাকৃষ্ণ ধাড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমর কাহিনী (ইউরোপীয় যুদ্ধের ইতিহাস—কলিকাতা-১৯১৪)।

রাধাকৃষ্ণ পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: পুরীর কথা (কলিকাতা-১৯২০)। সংকলিত গ্রন্থ: কৃষ্ণচৈতন্য কথামৃত (১৯১৬)।

রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত উপন্যাস: নির্মলনলিনী (১৮৭৫)।

রাধাগোপাল সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঋষির প্রসাদ (পদ্যে হিন্দুধর্মের উপদেশ-১৯১৯)।

(ডঃ) রাধাগোবিন্দ কর (আঃ ১৮৫০—×।১২।১৯১৮)। জন্ম: সাঁতরাগাছি, হাওড়া। পিতা: ডাঃ দুর্গাচরণ কর। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের পরে ইউরোপে গমন (১৮৮৩), এডিনবরা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ (১৮৮৭) করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কর প্রেস ও প্রথম বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ—কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের (বর্তমানে আর. জি. কর) প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভার্নাকুলার ডিপার্ট্‌মেণ্ট নামে দেশীয় বিভাগ (পরবর্তীকালের ক্যাম্‌বেল স্কুল) খোলায় উদ্যোগী। সুচিকিৎসক ও চিকিৎসা সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধাত্রী সহচর (ডাঃ সুরথচন্দ্র বসু সহ,—১৮৯৩), ভিষক্ সুহৃৎ (৪র্থ সং ১৮৯৫), কর সংহিতা (১৮৯৬), সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্য তত্ত্ব বা মেটিরিয়া মেডিকা সার সংগ্রহ (২য় সং ১৮৯৭), সংক্ষিপ্ত শিশু ও বালক চিকিৎসা (১৯৪৯), রোগিপরিচর্যা (১৮৯৭), নূতন ভৈষজ্যতত্ত্ব, প্লেগ (১৮৯৮), স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, এনাটমি,

ভিষগ্‌বন্ধু (৫ম সং ১৮৯৬), সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব (১৮৯৩), গাইনিকল্যাজি। সম্পাদক : কলিকাতার স্বাস্থ্য।

রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : চৈতন্যদেবের ভ্রমণ বিবরণ (১৩১৩)।

রাধাগোবিন্দ চন্দ, নক্ষত্ররত্ন (১৭।৭।১৮৭৮/১।৪।১২৮৫—)। জন্ম : যশোর, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধূমকেতু।

(ডঃ) রাধাগোবিন্দ নাথ (৩।২।১৮৭১—৯।১২।১৯৭০)। জন্ম : নোয়াখালি, অধুনা বাংলাদেশ। প্রবেশিকা পাশ (১৯০০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্‌.এ.ডি.লিট্‌. ও সরোজিনী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। গণিতের কৃতী ছাত্র। গণিতের অধ্যাপনায় জীবন অতিবাহিত। কুমিল্লা ভিক্‌টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৩০-৪৩)। নোয়াখালি চৌমুহানী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। কুমিল্লা ইউনিয়ন কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শেষ জীবনে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত। বিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভাগবতভূষণ প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত। সম্পাদিত পত্রিকা : সাধনা (১৩৩৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, সমাজ, সাধনা, শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরকৃপা তরঙ্গিণী টীকা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, বল্লাল চরিত (অনুবাদ), কমিক, The Yogis of Bengal : a monograph. সম্পাদিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ৪ খণ্ড, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।

রাধাগোবিন্দ প্রধান (১৯৪৪—)। জন্ম : মেদিনীপুর। রামসাগর উচ্চ বহুমুখী বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের শিক্ষক। গল্প ও নাটক লেখক। সম্পাদক : তুমি ও আমি (রামসাগর, বাঁকুড়া,-১৩৮২)।

রাধাগোবিন্দ পাল (১৮৭১-১৯৩৮) কবি। জন্ম : কর্ণেলগঞ্জ, মেদিনীপুর। পিতা : তুর্কগড়ের জমিদার মহেন্দ্রনাথ পাল। কবি। প্রকাশিত কাব্য : কুরুকলঙ্ক (অভিমন্যু বধের কাহিনী—কলিকাতা-১৯০১), সমুদ্র-মন্থন কাব্য (ঐ ১৯৩৭)।

রাধাগোবিন্দ বসাক (৮।১।১৮৮৫——১০।১২।১৯৮২/২৪।৮।১৩৮৯)। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌। জন্ম : ঢাকায়। কিশোরী-জুবিলী হাইস্কুল থেকে বৃত্তিসহ এন্‌ট্রান্স পাশ (১৯০১), ঢাকা গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে এফ্‌-এ. বি. এ., পরে সংস্কৃতে এম্‌. এ. পাশ করার পর কিছুকাল বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। বহু ভাষাবিদ্‌ হরিনাথ দে'র অধীনে প্রাচীন ভারতীয় লেখমালা ও লিপিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণায় নিরত। ঢাকা কলেজিয়েট্‌ স্কুলের প্রধান পণ্ডিত,—ঢাকা কলেজ ও রাজশাহী কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯১১-১৮), স্যর্‌ আশুতোষের আহ্বানে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধ্যাপক, —রাজশাহী কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক (১৯১৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত প্রাকৃত ও পালিভাষার অধ্যাপক (১৯২১-৩৩), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৯৩৩), প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত (১৯৪০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পালি এবং সংস্কৃত বিভাগের অনারারি লেকচারার। বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম কর্মী সদস্য। উক্ত সমিতির কর্ণধার ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ,—ধর্মানন্দ কৌশাম্বীর প্রেরণায় অশোকের লিপির সঙ্গে

পরিচিত। দামোদরপুর গুপ্তলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনাকার্যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। History of North Eastern India (১৯৩৩) ও দামোদরপুর লিপির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গিফিথ্ পুরস্কারে সম্মানিত (১৯১৯)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট্, ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত "Award of Certificate of Honour,' এবং বিদ্যাবাচস্পতি উপাধিপ্রাপ্ত। এসিয়াটিক সোসাইটির অনারারি ফেলো। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সম্পাদিত ও বঙ্গভাষায় অনূদিত: কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ২ খণ্ড, রাবণহর, অশোক লেখমালা, মহাবস্তু অবদান ২ খণ্ড (১৯৬৩,৬৫), সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, গাথা সপ্তসতী, প্রবর সেনের সেতুবন্ধ। ইংরাজী: History of North Eastern India, A Catalogue of Archeological Relics in Museum of Varendra Research Society(রাজশাহী)।

রাধাগোবিন্দ সাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ: লক্ষ্মণাভরণ গীতাভিনয় (কলিকাতা-১৯১৩)।

রাধাগোবিন্দ সেন। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: জগাই মাধাই উদ্ধার (বাঁকুড়া ১৯১৮)।

রাধাচরণ গোপ। সংক্ষিপ্ত নাম: রাধব গোপ। নিবাস: বীরভূম। রচনা: জঙ্গনামা।

রাধাচরণ গোস্বামী। সম্পাদক: মাসিক শ্রীচৈতন্য চন্দ্রিকা (বৃন্দাবন-৪২৫ গৌরাব্দ)।

রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৩/১৩০০—৩২।৪। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: চৌকিপাড়া, নাটোর, রাজশাহী। পিতা: হরিচরণ চক্রবর্তী। ছাত্রাবস্থা থেকে সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। নাটোরে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা। কেয়া মাসিক পত্রিকা ও পঞ্চপ্রদীপ মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-প্রকাশক। বঙ্গলক্ষ্মী নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক। সহ-সম্পাদক: প্রবাসী। সম্পাদক: মাসিক অত্রি ও মাসিক জলছবি (ছোটদের)। কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। প্রবাসী, কল্লোল প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: হোয়াইট্ কেবিন, সাওন, ঘর মুহানি (১৯৩৫), মৃগয়া (১৯৩৪), তপ ও তাপ, সাত তাল (১৯৩৫), কো-এডুকেশন (১৯৩৫), ভাঙন ভাঙ্গা (১৯৩৫), ঝড় (১৯৩৬)। গল্প: বুকের ভাষা (১৯৩৪), বৈরাগীর চর (১৯৩৫), চক্রপাক (১৯৩৬)। কাব্য: আলোয় (১৯৩০), দীপা (১৯৩০), পল্লব, তিলকধারা।

রাধাচরণ দাস। নামান্তর: রাধারমণ দাস। রচনা: বঞ্চিত চরিত্র (পদকর্তা বঞ্চিত নামে খ্যাত গঙ্গারাম ঘোষের জীবনী)।

রাধাচরণ দাস (২০।১২।১৩০১—)। জন্ম: শালগড়িয়া, পাবনা। তরুণ বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকার লেখক। পাবনা শাহাজাদপুরের বাণী সম্মিলনী রৌপ্যপদক প্রাপ্ত—সাহিত্যরত্ন উপাধিতে সম্মানিত (১৯৪১)। 'ভারত প্রেস' মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশক-সম্পাদক: দ্বিমাসিক আরতি (১৩৩১-৩৩)। সহ-সম্পাদক: সাপ্তাহিক স্বরাজ (পাবনা)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবির স্বপ্ন (১৩৩০)।

রাধাচরণ রায়(১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: চুক্তিবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন (১৮৭২)।

রাধাজীবন রায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য: কবিতাবলী ১ম (ব্রজবল্লভ রায়

সম্পাদিত ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারে ভূমিকাসহ- ১৯১৪)।

রাধাদামোদর দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: বৃন্দাবন পত্তন (লিপিকাল ১০৮৩ মল্লাব্দ)।

রাধাদামোদর দাস (১৮শ শতাব্দী) রচনা: সখীরস পয়ার।

রাধাদামোদর মিশ্র (১৯২২—) সাহিত্য সরস্বতী, সাহিত্যবিনোদ। ছদ্মনাম: বাউণ্ডলে। জন্ম: বীরভূম জেলায়। কথা সাহিত্যিক ও নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: কদমখণ্ডীর কল্পনা (উপন্যাস)। নাটক: মোগল মারাঠা যুগের বাণী।

রাধা দাস (১৮শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব-সাধনানিবন্ধ লেখক। রচনা: মনুষ্যতত্ত্ব সারাবলি।

রাধানন্দ (১৬১৬-১৬৮৫)। পিতা: রসিকানন্দ। শ্যামানন্দের শিষ্য। বৈষ্ণব পদকর্তা। রচনা: বৈষ্ণব পদাবলী, রাধা-গোবিন্দ কাব্য (গীতগোবিন্দের অনুসরণে)।

রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য: অদ্ভুত রামায়ণ (কলিকাতা-১৯০৫)।

রাধানাথ দত্তচৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিবাহ রহস্য (হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত, কলিকাতা-১৯৩৬)।

রাধানাথ পতি বি. এ. বি. এল্. (১৮৮৬)। মেদিনীপুরে আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কেশিয়াবাড়ী (মেদিনীপুরের কেশিবাড়ী গ্রামের ইতিহাস, মেদিনীপুর-১৯১৬)।

রাধানাথ বর্ধন (১৯শ শতাব্দী)। বালেশ্বর নিবাসী। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: সরোজিনী (বালাসোর, ১৮৭৩)। নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের প্রভাব আছে।

রাধানাথ বসাক (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শরীরতত্ত্বসার (১৮৭২), প্রবন্ধাবলী (Saint Albaus Viscount-এর অনুবাদ—১৮৭৪)।

রাধানাথ বসু (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক জ্ঞানচন্দ্রোদয় (১৮৪৮)।

রাধানাথ মিত্র (২৬।৫।১২৩২—২৩।২।-১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: জেজুর, হুগলী। কলিকাতা শীলস্ ফ্রি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কবি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প ও রহস্য কাহিনীর লেখক। সম্পাদক: বাঙ্গালী (চৈত্র, ১৩০৫—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রত্নমালা ১ম ভাগ (১২৯০), ঐ ২য় ভাগ (১২৯১), লালকুঠি (রোমান্স—১৯০০), নাড়ুগোপাল (১২৯৩), গোরাচাঁদ (১২৯২), বিশালাক্ষী (রোমান্স—১৮৯৯), অপূর্ব কাহিনী (রাজব আলির উর্দু গ্রন্থ 'ফজল-ই-অজাইব' এর অনুবাদ—১৮৯৪), ঘরের ছবি (১৩১০), মোহিনী (১৯০৩), মুলুক চাঁদ (১৩১৬), রাধামতি (উপন্যাস—১৮৮৮), ভাগ্যলক্ষ্মী (প্রবন্ধ—১৯০১), প্রণয় প্রসঙ্গ, জোড়া ডিটেক্‌টিভ। নাটক: শ্রীবৎসচিন্তা (১২৯১), কানাকড়ি, বেগুন-পোড়া (১৯১৪)। গীতিনাট্য: উষাহরণ (১৮৮০), বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র (১২৮২), আকাশ কুসুম, আগমনী (১৮৮০), বিজয়া (১৮৮০), প্রণয় পারিজাত (১২৮৭), মায়াবতী (১২৮৯), কমলে কামিনী (১২৮২), হরবিলাপ, নব বাসর, বণিক দুহিতা, আশালতা (১৮৮৮)। নাট্য সংকলন: রাধানাথ গ্রন্থাবলী (১৯১২)।

রাধানাথ রায়চৌধুরী (?—১২৮৯)। বহু যাত্রা-পালা রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ (১৩১৯)।

রাধানাথ রায় বাহাদুর। উড়িষ্যাপ্রবাসী। উড়িষ্যার স্কুল পরিদর্শক—কবি। প্রকাশিত

গ্রন্থ : কবিতাবলী ২ খণ্ড (কলিকাতা—১৮৭৩), নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর জীবনী (নগেন্দ্রবালার অমিয়গাথা গ্রন্থে সংযুক্ত—১৯০১)।

রাধানাথ শিকদার(১৮১৩—১৭।৫।১৮৭০) জন্ম : কলিকাতার জোড়াসাঁকোর সিকদার পাড়ায়। মৃত্যু : গোন্দল পাড়া, চন্দননগর। পিতা : তিতুরাম শিকদার। গণিতজ্ঞ,—বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যানুরাগী। এভারেষ্ট্ শৃঙ্গের আবিষ্কারক ও উচ্চতা পরিমাপক (১৮৫২)। কমল বসুর স্কুলের ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। ডিরোজিওর শিষ্য ও তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। গণিতজ্ঞ ডঃ টাইটলারের প্রিয় ছাত্র। জরিপ বিভাগে কর্ণেল এভারেষ্টের অধীনে কম্পিউটর (১৮৩২), পরে চীফ্ কম্পিউটর—আবহাওয়া অফিসের সুপারিনডেণ্ট্। অবসর গ্রহণের (১৮৬২) পরে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবৈতনিক স্কুলের শিক্ষক ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্সটিটিউশনের অংকের অধ্যাপক। আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্ট্ সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা (১৮৫৪), সমাজ সংস্কারে প্রগতিশীল দৃষ্টি সম্পন্ন। The Auxiliary Table of Manual of Surveying-এর নিবন্ধদ্বয়ের লেখক। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। যুগ্ম সম্পাদক : মাসিক পত্রিকা (মহিলাদের জন্য—প্যারীচাঁদ মিত্র সহ—১৮৫৪)।

রাধানাথ সিংহ। ছদ্মনাম : অমিত চক্রবর্তী, অতনু দেব, কল্যাণ মিত্র, কিং এ্যাপোলো, জয় রায়, ধর্মরাজন, বিদ্যাপতি। জন্ম : উত্তর পাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাজনীতি, অনুভব, মানস প্রতিমা, মাধুরী।

রাধাপ্রসাদ ভাগবতরত্ন। বৈষ্ণব ভক্ত। সম্পাদক : মাসিক শ্রীচৈতন্যমত বোধিনী (গৌরাব্দ—৪০৬)।

রাধাপ্রসাদ রায়, কুমার (১৯শ শতাব্দী)। পৈতৃক নিবাস : রাধানগর, হুগলী। পিতা : রাজা রামমোহন রায়। সম্পাদক : সম্বাদ কৌমুদী (১৮৩২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গের বর্তমান বিবাহ প্রণালী (কলিকাতা ১৮৮০), বিজ্ঞান কল্পলতিকা ১ম (মনোদর্শন-১৮৮২), বিজ্ঞাননীতিপ্রসূন ৩ খণ্ড (সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় আলোচনা ১৮৮৯—৯১), বিজ্ঞান শান্তিকুসুম (কলিকাতা—১৮৮৪)।

রাধাবল্লভ ,কবিবাসীকা (১৯শ শতাব্দী)। পিতা : মুকুন্দ মিশ্র। অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ : স্মৃতিকল্পদ্রুম (১৮০৭), ভাষাস্মৃতি-সংক্ষেপ, ভাষা সংক্ষেপ শৌচ প্রকরণ, ব্যবস্থাপত্র।

রাধা বল্লভ চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : হরিনাম (হরিনামের মাহাত্ম্য), সঙ্গীত ও কবিতা (সেরপুর—১৯২১)।

রাধাবল্লভ দাস (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মনস্তত্ত্বসার (১৮৪৯)।

রাধাবল্লভ দাস (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম : কাঞ্চন গড়িয়া গ্রাম। পিতা : সুধাকর মণ্ডল, মাতা : শ্যামপ্রিয়া। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলিতে পদরচনায় দক্ষ। সংস্কৃত ভাষা থেকে বৈষ্ণবীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ও ভক্ত। রচনা : বৈষ্ণব পদাবলী। অনুবাদ : রঘুনাথ দাসের বিলাপ কুসুমাঞ্জলি, সনাতন গোস্বামীর সূচক ও সহজতত্ব।

রাধাবল্লভ দাস। রচনা : চাটুপুষ্পাঞ্জলি (রূপ গোস্বামীর অনুবাদ—১৯১০ ।

রাধাবল্লভ সাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বসন্ত উৎসব (মৈমনসিংহ—১৯২২)।

রাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণ জ্যোতিষতীর্থ

(৩১।৮।১৮৮১—৩০।৯।১৯৫৯)। জন্ম : বড় বেলতা, টাঙ্গাইল। পাবনা, বর্ধমান, নবদ্বীপ, কাশীর কুইন্‌স্ কলেজ প্রভৃতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ,—জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী। সম্পাদিত গ্রন্থ : ভাস্করাচার্য কৃত লীলাবতী, হোরাবল্লভঃ, শ্রীনাথভট্টকৃত কোষ্ঠীপ্রদীপ প্রভৃতি। রচিত গ্রন্থ : লীলাবতীর অনুবাদ, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণ, গ্রহ বিপ্রের ইতিহাস, কারণ বল্লভ, জাতক বল্লভ, মুহূর্ত বল্লভ প্রভৃতি।

রাধা বিনোদ গোস্বামী, প্রভুপাদ। নিবাস : মদনমোহন পাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া। বৈষ্ণব পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাগবত (বঙ্গানুবাদ)।

রাধা বিনোদ সাহা। প্রকাশিত কাব্য : দই-খই (কুমারখালি—১৯১৫)।

রাধা বিনোদ সাহা। ছদ্মনামঃ সাহাজী। নিবাস : রাসমণির ডাঙ্গা, প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ। দেশ বিভাগের পরে নবদ্বীপ নিবাসী। সম্পাদক : গৌরভাবিনী পত্রিকা। পুরাণ শাস্ত্রে পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রজাপতি দক্ষ, মহাভারত মঙ্গল, পুরাণ মঙ্গল, হিরণ্যকশিপু বংশের ইতিহাস, শ্রীকৃষ্ণ, মহিষমর্দিনী, শ্রীরাধা, কলিযুগের পুরাণ-পঞ্জী, বিশ্বামিত্র, বন্দেমাতরম ইত্যাদি।

রাধা বিনোদ হালদার (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : প্রেমের হাট (১২৮৯), সরোজ প্রতিমা (১৮৮৯)। নাটক : পৌরাণিক : নাগযজ্ঞ (ভাষা অমিত্রাক্ষরে,—১৮৮৬), মহীকুল ধ্বংস। প্রহসন : ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি (৭ম সং, কলিকাতা,—১৯১৭), পাশ করা মাগ (১২৯৫)। চিকিৎসা বিষয়ক : চিকিৎসক রত্নাবলী।

রাধামণি দেবী। ছদ্মনাম : শ্রীমতী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রাধামাধব কর (১৮৫৩—?)। জন্ম : সাঁতরাগাছি, হাওড়া। পিতা : ডাঃ দুর্গাদাস কর, অগ্রজ : ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর (আর্. জি. কর)। সঙ্গীত অনুরাগী, ব্যায়ামবীর, অভিনেতা। ভারত সঙ্গীত সমাজ কর্তৃক নাট্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত। প্রথম জীবনে বংশীবাদক,—সখের কনসার্ট দলের সংগঠক। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। সধবার একাদশী নাটকে নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনেতা। ন্যাশন্যাল থিয়েটার দ্বিধাবিভক্ত হলে গিরিশচন্দ্রের এমারেল্‌ড্ থিয়েটারে যোগদান। প্রকাশিত নাটক : বসন্তকুমারী (গদ্যে ও পদ্যে—১৮৭৯)।

রাধামাধব ঘোষ (১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। পৈত্রিক নিবাস : দশঘরা, হুগলী, পরবর্তী নিবাস : পশ্চিম পাড়া, জাহানাবাদ (আরামবাগ)। পিতা : রামপ্রসাদ ঘোষ। মাতা : অলকা, বিমাতা : শিবানী, পিতামহ : সাফল্লিরাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : বৃহৎ সারাবলী। কবিতায় পুরাণের সারমর্ম) ১ম ভাগ—কৃষ্ণলীলা (২য় সং, বাঁকুড়া, ১৯০৯), ঐ ২য় ভাগ—রামলীলা, বৃহৎ সারাবলী ৫ খণ্ড (গৌরাঙ্গ লীলা,—বাঁকুড়া—১৯১৪)।

রাধামাধব বসু (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুসলমান দায়ভাগ (১৮৭৩)।

রাধামাধব মিত্র (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : মাসিক রসার্ণব (জানুয়ারী—১৮৫৪), সংবাদ প্রভাকর (১২৬৫), পাক্ষিক সুধাকর (১২৬৪), সুখরঞ্জন (১৩০১), দ্বিজরাজ (১২৬৬), বঙ্গরঙ্গ। প্রকাশিত গ্রন্থঃ কবিতাবলী ৫ম খণ্ড (১৮৬১-৭২),

কুলকামিনীর খেদ (কাব্য-১২৭০)। বোধেন্দুদয় (১৮৬৩)। অনুবাদ: বনিতারমণ খেদের কারণ, স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব, বসন্তে বিচ্ছেদ, যুবরাজের অভ্যর্থনা (১৯০৬, ১৯১২), শারদীয় মহোৎসব (১৮৮৩), ভাবলহরী। নাটক: স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ (১৮৬৩), বিধবা মনোরঞ্জন নাটক (১৮৫৬)। অনুবাদ: আরব্যোপন্যাস (১৮৮২)।

রাধামাধব শীল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গভাষার অভিধান (১৮৭০)।

রাধামাধব হালদার (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: শশিকলা (১২৮১), চন্দ্রলেখা (বিয়োগান্ত-১৮৭৫), শৈব্যাসুন্দরী (পৌরাণিক-১৮৭৬)। প্রহসন: বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি (১৮৬৩), এই কলিকাতা (১৮৭৫)। সম্পাদক: মাসিক হুতোম (আহিরীটোলা, কলিকাতা-১৮৮২), মাসিক যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ (১২৮২), মাসিম কুসুম (১২৮৭), মাসিক সর্পচিকিৎসা বিজ্ঞান (আষাঢ় ১২৮২)।

রাধামুকুন্দ দাস (১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ অথবা ১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। শ্রীনিবাস আচার্যের অন্যতম প্রধান শিষ্য গোবিন্দচরণ চক্রবর্তীর বংশধর। পিতা: পতিতপাবন। পদাবলী রচয়িতা। সংকলিত পদাবলী: মুকুন্দানন্দ ২ ভাগ (পদসংখ্যা-৬৫৯—স্বচরিত পদের সংখ্যা—১৫)।

রাধামোহন গোপ। নিবাস: বীরভূম। রচনা: জঙ্গনামার পদ্যানুবাদ।

রাধামোহন ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। সংকলিত গ্রন্থ: সারাবলী (অভিরাম দাস ও তৎপত্নী মালিনী সম্পর্কিত কাহিনী)।

রাধামোহন দাস ঠাকুর (১৭শ শতাব্দী) রচনা: রসতত্ত্ব কল্প বা রস কল্পতত্ত্ব।

রাধামোহন দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: হরিবাসর দীপিকা (গোপাল ভট্টের অনুবাদ-১৮৫১)।

রাধামোহন দাস ঠাকুর (১৬৮৯ খ্রী:/১০৯৫ বঙ্গাব্দ—১৭৬৮ খ্রী:/১১৭৫ বঙ্গাব্দ)। বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্ম: মালিহাটী, মুর্শিদাবাদ। পিতা: গতিগোবিন্দ ঠাকুর। শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র। দীক্ষাগুরু: শ্যামানন্দ পুরী। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে কর্ম ও প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। মহারাজা নন্দকুমারের গুরু। সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু বৈষ্ণবপদ রচয়িতা। পদকল্পতরু গ্রন্থে ১৮২টি পদ সংকলিত। এক বিচারসভায় (১৭১৯) পণ্ডিতদের পরাস্ত করে পরকীয়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা। সংগৃহীত ও সংকলিত গ্রন্থ: পদামৃত সমুদ্র (সটীক ৭৪৬টি পদের সংকলন,—স্বরচিত ২২৮টি পদ সংকলিত)।

রাধামোহন দ্বিজ (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস: আবদুলপুর। ছড়া রচয়িতা। ছড়ায় বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরাজয় ও চণ্ডালগড় থেকে শালিখা পর্যন্ত পথ নির্মাণের বিবরণ আছে।

রাধামোহন সেন দাস (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: কলিকাতায় কাঁশারিপাড়ায় সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে। সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী। পার্শী ভাষায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। সুকবি, সুরসিক ও সুগায়ক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঙ্গীত তরঙ্গ (সংকলন গ্রন্থ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা—১৯০৩), বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী (চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের গ্রন্থের অনুবাদ ১৮২৬)। রসসার সঙ্গীত (১৮৩৯)। সম্পাদিত গ্রন্থ: অন্নপূর্ণা মঙ্গল (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সটীক সংস্করণ—১৮৩৩)।

রাধারমণ অধিকারী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : দগ্ধমদন কাব্য (কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুবাদ—১৮৭৭)।

রাধারমণ কর (১৯শ শতাব্দী)। পিতা : ডাঃ দুর্গাদাস কর। প্রকাশিত নাটক : সরোজা (এমারেল্ড্ থিয়েটারে অভিনীত)।

রাধারমণ কাব্যতীর্থ। নিবাস : কোটালীপাড়া, ফরিদপুর। গোয়ালন্দের রাজা সূর্যকুমার ইন্‌স্‌টিটিউটের হেড্ পণ্ডিত, পরে কলিকাতায় মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউসনের সংস্কৃতের অধ্যাপক। সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর কয়েকটি গান সংকলিত।

রাধারমণ গুহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরিমাণ শিক্ষা (জরীপ সম্পর্কিত—৯ম সং, ঢাকা—১৯২৫)।

রাধারমণ গোস্বামী (১৯।১২। ১৯১৬—) জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। বর্তমানে কলিকাতা নিবাসী। পৈতৃক নিবাস : মহাকালী, থানা—মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে হাইস্কুল পরীক্ষায় (১৯৩৩), ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৩৫) ও বি. এ. পাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম্. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। বঙ্গীয় সরকারের অধীনে সমবায় দপ্তরের কর্মী (১৯৩১ —), উক্ত দপ্তরের বিভিন্ন পদে কর্ম। ভারত সরকারের মনোনয়নে সমবায় কৃষিপদ্ধতি ও কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য ইসরায়েল গমন (১৯৫৩)। প্রত্যাবর্তনের পরে গভর্নমেণ্ট কৃষি কলেজ সম্প্রসারণ অফিসার হিসাবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত (১৯৫৫)। এসিস্‌ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার অফ্ কো অপারেটিভ্ সোসাইটিজ (১৯৬৫), ন্যাশান্যাল কো অপারেটিভ্ ডেভেলপ্‌মেণ্টের পূর্বাঞ্চলীয় ডাইরেকটর। আকাশ বাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত, সোনার বাংলা, মাসিক বসুমতী, যুগান্তর, সওগাত, দেশ, শান্তি, শিক্ষাসমাচার, সন্দেশ, মৌচাক, শুকতারা, শিশুসাথী, কিশোর বাংলা, অমৃত, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, জীবনী প্রভৃতি প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুড়াসুড়ি (ছোটদের ছড়ার বই), মুকুল (রাজনৈতিক উপন্যাস), গীতি অর্ঘ্য, সন্দীপ।

রাধারমণ ঘোষ (১৯৩৭ – ২২।১১। ১৯৮২/৬।৮।১৩৮৯)। নিবাস : সালকিয়া, হুগলী। নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা। প্রকাশিত নাটক : ইতিহাস কাঁদে, শতাব্দীর পদাবলী, যদিও সন্ধ্যা প্রভৃতি।

রাধারমণ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ : চন্দ্রশেখর তত্ত্ব (বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের সমালোচনা, সত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় সহ, বিষ্ণুপুর)।

রাধারমণ চৌধুরী। জন্ম : চন্দননগর। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রজ বিদেহী শ্রীমন্ত দাস ও শ্রীমতী শোভা মা।

রাধারমণ দত্ত। জন্ম : শ্রীহট্ট। প্রসিদ্ধ সাধক কবি। সহস্রাধিক বাউল সঙ্গীতের রচয়িতা। বহু ধামাইল, গোপিনীকীর্তন ও বৈষ্ণবীয় ভাটিয়ালী সঙ্গীতের রচয়িতা।

রাধারমণ দাস। প্রকাশিত কাব্য : ভারত বিধবা (ফরিদপুর ১৯১৮)।

রাধারমণ প্রমাণিক (৩১।৩।১৯২২)। নিবাস : পঞ্চরত্ন রোড, শান্তিপুর, নদীয়া। প্রকাশিত উপন্যাস : উত্তর ফাল্‌গুনী।

রাধারমণ বিদ্যাভূষণ। কাব্য ব্যাকরণতীর্থ (১৮৭৫-১৯৩৬)। জন্ম : পশ্চিমপাড়, কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। পিতা : রামকমল

চক্রবর্তী, মাতা : হরসুন্দরী। ফরিদপুর রাজবাড়ী হাইস্কুলের শিক্ষক—কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯০৩—৩৬), সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহ সভাপতি। পূর্ববঙ্গ সংস্কৃত সমাজ কর্তৃক বিদ্যাভূষণ উপাধিতে সম্মানিত। বঙ্গবাসী ও হিতবাদী পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ ও শক্তিগীতি প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ললিত বিস্তর গ্রন্থের টীকা, উপক্রমণিকা।

রাধারমণ বিশ্বাস (১৯০১— ?) বি. এ. বি. এল্. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম : দারাপুর, বাঁকুড়া। পিতা : আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী অধ্যাপক বাঁকুড়ার পাবলিক প্রসিকিউটর, বাঁকুড়া উন্মাদ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদর্শ পারিবারিক চিকিৎসা (হোমিও, কলি—১৯৩৬), গর্ভিণী ও প্রসূতি চিকিৎসা (কলিকাতা—১৯৩৭), ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর চিকিৎসা (১৩৩৫), হোমিওপ্যাথিক ঔষধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ (১৯৩৩), ডায়েরিয়া, সিফিলিস ও গনোরিয়া, ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়া, মেটিরিয়া মেডিকা, নোসোড্স, গ্রন্থিরস বিজ্ঞান, আমার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা, যৌন-বিজ্ঞান, বিবাহ-বিজ্ঞান, ঔষধের মনোলক্ষণ, মৃত্যুর পর কি ও কোথায় যায়।

রাধারমণ মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : তত্ত্বমীমাংসা (হিন্দু দর্শনের আলোচনা—কলকাতা—১৯০১), মহাভাগবত পুরাণ (অনুবাদ—১৮৯২)।

রাধারমণ মিত্র (১৮৯৭—)। জন্ম : কলিকাতায়। ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ.। এটোয়ায় ইংরাজী শিক্ষক। গান্ধীজীর আদর্শে বিশ্বাসী—কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। এটোয়া গান্ধী নামে পরিচিত। গ্রেপ্তার (২।১০।১৯২১), নৈনি-জেলে এক বৎসর বন্দী। গান্ধীজীর আহ্বানে সবরমতী আশ্রমবাসী (১৯২২-২৪)। কলি-কাতায় কংগ্রেসের কর্মী। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলের কর্মী। ক্যালকাটা কর্পোরেশন টিচার্স এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৭)। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে বন্দী (২০।৩।১৯২৯), পরে চার বৎসর শুনানির পর ১২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত—এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশে মুক্ত। কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত (১৯৩৮—৫২)। সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮২)। এক্ষণ পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কলিকাতা দর্পণ (১৯৮০), কলিকাতায় বিদ্যাসাগর।

রাধারমণ রায়বর্মণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রধী কর্মকার বা কম্মরি ক্ষত্রিয় (কর্মকার জাতির বিবরণ, কলিকাতা—১৯১৯)।

রাধারমণ সাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাবনা জেলার ইতিহাস ৬ খণ্ড (পাবনা—১৯২৩-২৬)।

রাধারমণ সিংহ। নিবাস : গোঁসাই বাজার, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর। স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাসলীলা।

রাধারমণ সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিবেক বাণী (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সংগ্রহ—১৯১৪)।

রাধারাণী দেবী (৩০।১১।১৯০৪—) ছদ্মনাম : অপরাজিতা দেবী। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। পিতা : কোচবিহারের

ম্যাজিস্ট্রেট আশুতোষ ঘোষ, মাতা নারায়ণী। কন্যা: মহিলা সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেন। ১৩ বৎসর বয়সে বহরমপুরের ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিবাহিতা—অল্পকাল পরেই বিধবা—২৭ বৎসর বয়সে কবি নরেন্দ্রনাথ দেবের সঙ্গে পুনর্বিবাহিতা (১৯৩১)। প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্তা। মহিলা কবি ও কথা সাহিত্যিক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখিকা। কয়েকটি বারোয়ারী উপন্যাসের অন্যতম লেখিকা। শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত শেষের পরিচয় উপন্যাসের শেষ ১১ পরিচ্ছেদের লেখিকা। অশীতি বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলিকাতার রবিবাসর সংস্থা কর্তৃক সম্বর্ধিতা (৬।১১।১৩৯০)। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিতা (১৯৮৬)। রবীন্দ্রানুসারী কবি। গীতি কবিতায় ধ্বনি-ঝংকার, ভাবগম্ভীর সনেট, ছড়ার ছন্দ ও পয়ারের বিচিত্র কৌশল, মেয়েলি ভাষার ব্যবহার কবি রাধারাণীকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ: লীলা কমল (১৯২৯), বুকের বীণা (১৯৩০), সিঁথি মোর (১৯৩২), আঙিনার ফুল (১৯৩৪), পুরবাসিনী (১৯৩৫), চিত্ররূপিণী (১৯৩৭), মিলনের মন্ত্রমালা (১৯৪৪)। উপন্যাস: শেষের পরিচয় (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অসমাপ্ত অংশ)। গল্প: প্রেমের পূজা, গল্পের আলপনা (ছোটদের), গল্প সংগ্রহ। প্রবন্ধ: শরৎচন্দ্র—মানুষ ও শিল্প (১৯৭৬)। সম্পাদিকা: প্রবন্ধ: শরৎচন্দ্র—মানুষ ও শিল্প (১৯৭৬)। সম্পাদিকা: কাব্য দীপালি (নরেন্দ্রদেব সহ), ছোটদের সোনার কাঠি (কার্তিক, ১৩৪৪)।

রাধারাণী লাহিড়ী (১৮৫৩—২৩।৩।১৯২৫)। জন্ম: আগ্রা, উত্তরপ্রদেশ। পৈত্রিক নিবাস: নদীয়া। পিতা: খ্রীষ্টাধর্মাবলম্বী দ্বারকানাথ লাহিড়ী। পিতৃব্য রামতনু লাহিড়ীর অভিভাবকত্বে ও কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে প্রতিপালিতা। ১৮৭১ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত লেডিজ নর্মাল এণ্ড্ এডাল্ট্ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণ শ্রেণীর ছাত্রী পরে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। বিদ্যালয়ে আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় বেথুন স্কুলে প্রেরিতা—বেথুন স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা (১৮৮৭-৯৩) হিসাবে অবসর প্রাপ্তা। অবিবাহিতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কয়েকটি প্রবন্ধ (প্রবন্ধ ও কবিতার সংকলন কলিকাতা—১৮৮৪)। প্রবন্ধ লতিকা (কলিকাতা—১৮৮০)।

রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রতিভা (উপন্যাস, কলিকাতা—১৯২৪)। প্রবন্ধ, পদ্য ও গীতি (কলি—১৯২৩), শ্রীপাট খেতরী (ঘোড়মারা—১৯২৪)।

রাধিকানাথ গোস্বামী। জন্ম: নদীয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বংশে। পিতা: রামচন্দ্র গোস্বামী। ১৭ বৎসর বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন। মদন গোপাল গোস্বামীর নিকট ভাগবতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ব্রহ্মদেশবাসী ব্রাহ্মণ রাজবল্লভ চক্রবর্তী দ্বারা ব্রহ্মদেশে নীত—ব্রহ্মদেশে রাজ পণ্ডিতরূপে বৃত। ব্রহ্মদেশাধিপতির স্বর্ণপত্রে লিখিত 'শ্রীগোস্বামী পণ্ডিত রাজগুরু' উপাধি প্রাপ্ত। ব্রহ্মদেশে মহামারী হলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১২৮৪)। পুনরায় ব্রহ্মদেশ গমন ও রাজার মৃত্যু হওয়ায় প্রত্যাবর্তন—৩৩ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন গমন,—স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে পুনরায় ১২৯৮ সালে বৃন্দাবন গমন। ৫৬ বৎসর বয়সে দোল পূর্ণিমার দিন যমুনা তটে সন্ন্যাস গ্রহণ। সম্পাদিত পত্রিকা: শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (প্রথমে পাক্ষিক—১৮৯৭, পরে মাসিক ১৮৯৮ খ্রীঃ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভক্তি প্রবন্ধাবলী (কেশিঘাট, বৃন্দাবন ১৯২৫),

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতের বঙ্গানুবাদ, সংকল্প কল্পদ্রুমের বঙ্গানুবাদ, রূপ গোস্বামী প্রণীত নিকুঞ্জ রহস্য স্তবের 'রহস্যার্থ প্রকাশিনী' নামে টীকা, স্তব ও গীতাবলী। সম্পাদিত গ্রন্থ: কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত (১৯১৩), প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা (নরোত্তম দাসের অনুবাদ—১৮৯৫), ভাগবত (অনুবাদ সহ—১৮৯৬)।

রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা (১৮৯৭)।

রাধিকানাথ মল্লিক (৫।৬।১৯৫৫—) ছদ্মনাম: শ্রীরাম। জন্ম: কলিকাতার বড়বাজারে মল্লিক পরিবারে। পিতা: তারাপ্রসন্ন মল্লিক। কলিকাতার কেশব একাডেমি, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড়ে প্রাচীন কলাকেন্দ্র, প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি ও ওয়ার্ধায় রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির ছাত্র। তবলা বাদক ও তবলা শিক্ষক। কবি। বর্তিকা, সমীক্ষা, জেলাবার্তা, অন্তরালে, ডাক দিয়ে যাই, অমৃতস্য পুত্রাঃ, জবান, শৃন্বন্তু বিশ্বে প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা লেখক। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: মাসিক সোনার তরী (১৯৭৭)।

রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (১৮৩৮—×।৩।১৯০৩)। জন্ম: গোঁসাইদুর্গাপুর নদীয়া। প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল পরিদর্শক। হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সেন্ট্রাল বুক টেক্সট্‌ বুক কমিটির সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাস্থ্য রক্ষা (১৮৬৩), ভূ-বিদ্যা (১৮৬৮), An Easy Introduction to the History of India (অনুবাদ—১৮৭৬)।

রাধিকাপ্রসাদ দত্ত। সম্পাদক: মাসিক সঙ্গিনী (১২৯৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ: মুস্তাফা কামাল পাশা (কামালপাশা ও তুর্কী জাতির ইতিহাস,—কলিকাতা—১৯২৩)।

(ডাঃ) রাধিকাপ্রসাদ দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিজ্ঞান (কলিকাতা—১৯০৭)।

রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ক্রিয়াযোগ (রাজশাহী—১৯০৭)।

রাধিকাপ্রসাদ মণ্ডল। প্রকাশিত গ্রন্থ: শান্তিপুর স্মৃতি (কলিকাতা—১৯২৯)।

রাধিকাপ্রসাদ রায়চৌধুরী (১২০৩—১৩২২)। নামান্তর: স্বামী কেশবানন্দ মহাভারতী। জন্মস্থান: বাঘাসন, বর্ধমান। রামগোপাল ব্রহ্মচারীর নিকট হঠযোগ শিক্ষা, ও সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত। স্বগ্রামে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, কৃষি উদ্যান প্রভৃতির স্থাপয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: আনন্দ গীতা।

রাধিকাবন্ধু গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সহজ শরীর বিধান (আয়ুর্বেদীয়, কলিকাতা—১৮৮৭)।

রাধিকামোহন অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৈশ্য সাহা যাজি ব্রাহ্মণ (বালিয়াটি—১৯২১), সেবকের আদর্শ (ঐ—১৯২২)।

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় (১৩১৩/১৯০৬—২০।১২।১৩৫৬ / ১৯৪৩) আলিপুরে আইন ব্যবসায়ী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: বিস্ময় (১৯৩৫), বিস্ময় (১৯৪১)। গল্প: সবিনয় নিবেদন (১৯৪৫), বেদিয়ার ছন্দ (১৯৪৫)।

রাধিকারঞ্জন গোস্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ: আহ্নিক পদ্ধতি (বৈষ্ণবদের দৈনন্দিন আচার বিষয়ক—নবদ্বীপ ১৯২৬), সংক্ষিপ্ত আহ্নিক পদ্ধতি (১৯২৬)।

রাধু গোস্বামী (১২।৫।১৯৪৬—)। ছদ্মনাম:

অর্কদেব রায়। জন্ম : পঞ্চসার, বিনোদপুর, ঢাকা। পৈতৃক নিবাস : বঙ্কিম পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস : নবারুণ পল্লী, সোদপুর, ২৪পরগণা (উত্তর)। পিতা : মুকুন্দ গোস্বামী, মাতা : আশারাণী। আসানসোল জওহরমল জালাল ইন্‌স্টিটিউ-সনের ছাত্র (১৯১৪)। শ্রীশচন্দ্র কলেজ থেকে বি. কম. উত্তীর্ণ। বাঙ্গলায় এম্‌. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাংকে কর্মরত। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভ্য। সারা বাঙ্গালা সাহিত্য মেলার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৬৯-৭১)। অখিল ভারত ভাষা সাহিত্য সম্মেলনের পূর্বাঞ্চলের সম্পাদক। অন্বেষণ, অবেক্ষণ, আবহ, অমৃত, সড়ক, নীলোৎপল, আর্য, কৃশানু, প্রগতি, জাগরী, বিশ্বপরিবার, কবিতা, প্রতিমাসে, দর্শক, সাহিত্যমেলা, শিশুমেলা, বঙ্গবেণু, কৃষ্ণমৃত্তিকা, সূর্যসারথি (বাংলাদেশ), ভাষা ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : অন্বেষণ (১৬৬৯—৭০), অবেক্ষণ (১৯৭০—৭৪), Amaravati Cradles National Movement (মহারাষ্ট্র,—১৯৮২-৮৩), News letter of All Indian languages literary Conference (১৯৭৯—৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গমের দানায় কোলাজ এবং অন্যান্য (১৩টি ছোট গল্প—১৯৭৯), এখন অলকরা ১৯৮৩), শেষে অনিমেষরা (কাল্পানিক চিত্রনাট্য—১৯৮৩), শ্রীমদ্‌ ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ এবং অন্যান্য স্কন্ধের কিছু অংশের অনুবাদ (হরফ প্রকাশনী)।

রাধেশ চন্দ্র রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : যন্ত্রযুগের নেপোলিয়ান হেনরি ফোর্ড (আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী হেন্‌রি ফোর্ডের জীবনী, কলিকাতা—১৯৩৪)।

রাধেশ চন্দ্র শেঠ (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : সাপ্তাহিক ক্রীড়া ও কৌতুক (১২৯৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গীতা কৌমুদী (ভগবদগীতার অনুবাদ—১৮৭৭)।

রাবেয়া খাতুন (২৭।১২।১৯৩৫—) জন্ম : পাউমার, বিক্রমপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ। উপন্যাস গল্প লেখিকা। পেশা : শিক্ষকতা ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা। উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩) ও লেখিকা সঙ্ঘ পুরস্কার (১৯৮০) প্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনন্ত অন্বেষা (১৯৬৭) মধুমতী (১৯৬৩), মন এক শ্বেত কপোতী (১৯৬৫), রাজাবাগ (১৯৬৭), সাহেব বাজার (১৯৬৯), ফেরারী সূর্য (১৯৭৫) অনেক জনের একজন (১৯৭৬) জীবনের আর এক নাম (১৯৭৬), দিবস রজনী (১৯৮০), বায়ান্ন গলির এক গলি (১৯৮৪)। কিশোর সাহিত্য : দুঃসাহসিক অভিযান (১৯৬৭), সুমন ও মিঠুর গল্প (১৯৭৯), লাল পাথরের মানুষ (১৯৭৯), তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা (১৯৮১)। ছোট গল্প : আমার এগারটি গল্প (১৯৮২)।

রামকমল চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যবস্থাপূর্ণ১ বিবিধগ্রন্থ (১৮৬৮)।

রামকমল চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গ দর্পণ। (১৮৬৮)।

রামকমল দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক : শৈলেশ্বরী বা বিষময় পরিণাম (১২৮৬)।

রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : লবণ বধ কাব্য (বহরমপুর ১৮৭০)।

রামকমল বিদ্যালংকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান ২ খণ্ড (১২৮৭)।

রামকমল ভট্টাচার্য (১৬।১২।১২৪০/১৮৩৪ ১১।৭।১৮৬০)। জন্ম : কলিকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলে মালির বাগানে। পিতা : রামজয় তর্কালংকার। পিতার নিকট ব্যাকরণ, অমরকোষ, ভক্তিকাব্য ভাগবত পুরাণ ইত্যাদি অধ্যয়নের পর পিতৃবিয়োগ হওয়ায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ (১৮৫৪)। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অলংকার, দর্শন, ইংরাজী সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। অত্যধিক পড়াশুনার জন্য চক্ষু ও মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত। কলিকাতার নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫৭-৬০)। অবশেষে উদ্বন্ধনে মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬১), বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ (১৮৬১), জ্যামিতি (১৮৬২), আন্বীক্ষিকী (অসমাপ্ত—দর্শন সম্পর্কিত), জীবনবৃত্ত (অসমাপ্ত), শিক্ষাপদ্ধতি (অসমাপ্ত)।

রামকমল সেন (১৫।৩।১৭৮৩—২।৮। ১৮৪৪)। জন্ম : গারিফা, হুগলী। পিতা : গোকুলচন্দ্র সেন। গ্রামে পাদ্রীর স্কুলে ও কলিকাতার রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরাজী ও স্বগৃহে সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কলিকাতার চীফ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ নেমীর অধীনে (১৮০০) এবং গভর্নমেণ্ট্ সিভিল আর্কিটেক্টের অধীনে (১৮০৩) শিক্ষানবীশ। ডাঃ উইলিয়ম হাণ্টারের হিন্দুস্থানী প্রিন্টিং প্রেসের কম্পোজিটর (১৮০৪) ও পরে তত্ত্বাবধায়ক। এসিয়াটিক সোসাইটির করণিক (১৮১৭), পরে সম্পাদক। ডঃ উইলসনের অধীনে টাঁকশালের দেওয়ান (১৮২৪), বেঙ্গল ব্যাংকের দেওয়ান (১৪।১১।১৮৩২ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত)। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ (১৮২৩), সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি (জানুয়ারী ১৮২৩—১।১।১৮৩৯)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সুপারিশ কমিটির সভ্য, সরকারী বীমা কোম্পানীর সাবকমিটির একমাত্র বাঙ্গালী সভ্য (১৮৩৩), সেভিংস ব্যাংক কমিটির সভ্য, ডিষ্ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল সোসাইটির সভ্য, সোসাইটির হাসপাতালের অধ্যক্ষ, জমিদার সভার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়মাবলীর রচয়িতা। স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতিতে ব্রতী। কেরী সাহেবের সহযোগিতায় এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৯) ও সহকারী সভাপতি (১৮৪৭)। কলিকাতা যাদুঘরের প্রতিষ্ঠায় দিনেমার ডাঃ ওয়ালিচের সহযোগী। স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত। বহু কুপ্রথা নিবারণে অগ্রণী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঔষধ সার সংগ্রহ (১২১৬), নীতিকথা (১৮১৮), হিতোপদেশ (১২২৭), ইংরাজী বাঙ্গলা অভিধান ২ খণ্ড (দেশীয় লোকের সম্পাদিত প্রথম অভিধান, ১৮১৭-৩৪)।

রামকানাই দত্ত (১২৫৯/১৮৫২— ?) জন্ম : সুলতানপুর, ত্রিপুরা। পিতা : উমানাথ দত্ত। আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ার অভাব অনটনের মধ্যেও পড়াশুনা করে ওকালতি পাশ। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় আইন ব্যবসায়ী (১৮৭৩), পরে সরকারী উকিল। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এড্ওয়ার্ড উচ্চ বিদ্যালয় (১৯০১) ও উপাসনা সমাজের (১৯০৮) প্রতিষ্ঠাতা। আর্তের সেবার জন্য 'সেবক সেনা'র সংগঠক। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : দানব নন্দিনী, চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, মণিপুর বিভ্রাট, বিরাট পাণ্ডব। বিবিধ : কবিতা শতক (সেবক সঙ্গীত), নব পাঠ, লিপি

দর্শন, ভারত জুবিলি, ক্ষেপারাম, জীবন গীতা, নব ব্রহ্মোপাসনা, সিদ্ধার্থ, বিদুর, হাসান হোসেন, অভিষেকোচ্ছ্বাস।

রামকান্ত দেব (১৭শ শতাব্দী) পূর্ববঙ্গের বাইশ কবির মনসামঙ্গলের অন্যতম কবি।

রামকান্ত দ্বিজ, নিবাস: ব্রাহ্মণমুণ্ডা, রঙ্‌পুর; পূর্বনিবাস: ওড়নই গ্রাম, রাজশাহী। রচনা: রাসলীলা।

রামকান্ত রায় (১৮শ শতাব্দী)। পদবী: সামন্ত। জাতিতে কায়স্থ। বৃত্তি: কৃষিকর্ম। পিতা: মহেন্দ্র রাম, মাতা: শিবানী, পিতামহ: শোভারাম, পিতামহী: সুরধনী। নিবাস: বর্ধমান শহরের নিকটে দামোদরের অপর পারে সেহারা গ্রামে। কবি। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের রাজত্বকালে কাব্য রচিত। রচনা: ধর্মমঙ্গল (১১৯৭ বঙ্গাব্দ/১৭৮৯ খ্রীঃ)।

রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: ক্ষীরপাই, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: নব সঙ্গীত (১২৯৯)।

রামকালী ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: হিন্দু পরিবার (১৮৭২)।

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি (?—১৮১৯)। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: হিতোপদেশ (অনুবাদ)।

রামকিশোর দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

রামকিশোর শিরোমণি, সাধকেন্দ্র (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস: বুইনান (আধুনিক বৈনান), সমরশাহী পরগণা, বর্ধমান। রচনা: সারাবলী সমুচ্চয় (সংস্কৃত), হরিনামতত্ত্ব তরঙ্গিনী, কৃষ্ণতত্ত্ব তরঙ্গিনী, পাষণ্ড দমন, যোগতত্ত্বতরঙ্গিনী।

রামকুমার দ্বিজ (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস: রাধাকান্তপুর। পৈত্রিক নিবাস: শিবপুর। মাতামহ শ্রীকৃষ্ণহরি। রচনা: ভাগবতের পদ্যানুবাদ (১৮৩১)।

রামকুমার নন্দী, মজুমদার (১৮৩১—?) জন্ম: বেকুড়া, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। অর্থোপার্জনের জন্য শিলচর নিবাসী। নিজ চেষ্টায় ইংরাজী, পার্শী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিতা প্রাপ্ত। ১৪ বৎসর বয়সে দাতাকর্ণ নামে যাত্রাপালা রচয়িতা। গীতাভিনয়, পাঁচালী ও কাব্য রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: বীরাঙ্গনোত্তর (মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের অনুসরণে রচিত)। গীতাভিনয়: দাতাকর্ণ (১৮৪৪), নিমাই সন্ন্যাস, উমার আগমন, ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ, বিজয় বসন্ত, কংসবধ প্রভৃতি।

রামকুমার পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিধবা বিবাহ ব্যবস্থা (ঢাকা)।

রামকুমার বিদ্যারত্ন (১৮৩৬—১৬।১২।১৯০১)। জন্ম: সামন্ত সার, ইদিলপুর, ফরিদপুর। পিতা: শোভাবাজার রাজবাটীর পুরোহিত রামগতি ভট্টাচার্য। সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করে বিদ্যারত্ন উপাধিতে ভূষিত। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহভাজন ভ্রমণসঙ্গী। আসামে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকালে চা শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে সঞ্জীবনী পত্রিকায় কুলীকাহিনীর ধারাবাহিক লেখক। বীরভূমে রামপুরহাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৮৫) আর্তসেবায় ব্রতী। পত্নী ও শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর নর্মদাতীরবর্তী মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৮৮৮)। সন্ন্যাসাশ্রমে রামানন্দ ভারতী নামে পরিচিত। হিমালয় পরিক্রমাকারী। ধর্মপ্রচারক। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উদাসীন

সত্যবালার আসাম ভ্রমণ, চিরযাত্রী, সাধক পঞ্চক, অলর্ক চরিত, যাজ্ঞবল্ক্য চরিত্র, চারু দত্তের গুপ্তধন আবিষ্কার, হিমায়ন প্রভৃতি।

রামকুমার লস্কর। প্রকাশিত গ্রন্থ: পথিক বা যতোধর্ম স্ততো জয়ঃ।

রামকৃষ্ণ (১৮শ শতাব্দী)। নামান্তর: কৃষ্ণদাস। পৈতৃক নিবাস: হাসপুকুর, অম্বিকা নগর (অম্বিকা কালনা), বর্ধমান. পরবর্তী নিবাস: বহুবাজার, কলিকাতা। পিতা: তারাচাঁদ, পিতামহ: মদনমোহন। সুবর্ণবণিক বংশে জাত। রচনা: কথমুনির পারণা বা নারদসংবাদ (১৭৯২)।

রামকৃষ্ণ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা কোষগ্রন্থ (সংস্কৃত পালি ও বাঙ্গালা শব্দ সহ ১৮২১)

রামকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রভাবতী (১২৯১)।

রামকৃষ্ণ গোস্বামী (২।৯।১৩৪৬ বঙ্গাব্দ—) জন্ম: পঞ্চসার বিনোদপুর, বিক্রমপুর, ঢাকা। পৈত্রিক ও বর্তমান নিবাস: ২৭২, বঙ্কিম পল্লী, সোদপুর, ২৪পরগণা (উত্তর)। পিতা: মুকুন্দলাল গোস্বামী, মাতা: আশারাণী। আঁড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুল ও নদীয়ার রাণাঘাট পাল চৌধুরী হাইস্কুলে পড়ার পরে হাওড়ার ভট্টকামিনী বিদ্যামন্দির থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং উত্তর কলিকাতারক্ষুদিরাম কলেজ থেকে প্রি. ইউ এবং কলিকাতার সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ থেকে কাব্যতীর্থ পাশ। নাট্যাভিনয়ে ও নাটক পরিচালনায় দক্ষ। সারা বাঙ্গালা সাহিত্য মেলার যুগ্ম সম্পাদক (১৯৭২)। বাংলাদেশের যশোর ও শিলাইদহে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি, ন্যাশন্যাল রাইটার্সএসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্য, ওয়ার্লড্ ইউনিয়নের সোদপুর শাখার সহ সভাপতি, গৌর গদাধর পঞ্চশতবর্ষ পালন কমিটির প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা। দর্শক, সময়ানুগ, অন্বেষণ, অবেক্ষণ, ভেনাস, বঙ্গবেণু. সাহিত্যমেলা, চঞ্চুরী, ভাষা ভারতী, আবহ, বিদগ্ধ. সহর, সীমান্ত ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: পাক্ষিক সহর সীমান্ত (ব্যারাকপুর,—১ বৎসর)। অন্বেষণ (১৯৭০)। সহ সম্পাদক: অবেক্ষণ (১৯৭১—), কর্মাধ্যক্ষ: আবহ (১৯৭০—৭৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ডাক দিয়ে যায় জুম (ত্রিপুরা সম্বন্ধে সামাজিক কাব্য নাটক—১৯৮০), সাধক মুকুন্দলাল ধর্ম ও জীবনী (১৯৮২), দিল্ প্যাসাহি রহ গয়া মারাঠী কবি ইন্দিরা জোধ এর কাব্যের বঙ্গানুবাদ), সামসাগীর (জগন্নাথ রাও এর হিন্দী গল্পের অনুবাদ)।

রামকৃষ্ণ গোস্বামী। বৈষ্ণব পণ্ডিত। সম্পাদক: পাক্ষিক চৈতন্য (হিন্দী, বৃন্দাবন, —১৩৩৩), পাক্ষিক আচার্য (৪২৩ চৈতন্যাব্দ)।

রামকৃষ্ণ গোঁসাই। জগন্মোহিনী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। গুরুকেই পরমেশ্বররূপে গ্রহণ করে নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসক। সম্প্রদায়গত নির্বাণ সঙ্গীত রচয়িতা।

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি।

রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ (×।৪।১২৮৩—১১।৮। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ)। পিতা: দীননাথ ভট্টাচার্য। শিষ্য: স্বামী ওঁকারনাথ। নবদ্বীপ ও কাশী সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের উপাধি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে স্বর্ণকেয়ুর ও পুরস্কার প্রাপ্ত। স্বগ্রামে চতুষ্পাঠীতে, রাজশাহী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজ-(৭ বৎসর) ও বেলুড় রামকৃষ্ণ

মঠের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। ত্রিপুরার দ্বার পণ্ডিত। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কুটীর শিল্পের উন্নতিতে উদ্যোগী। প্রকাশিত গ্রন্থ : কুসুমাঞ্জলি সৌরভম্, শনির পাঁচালীর সংস্কৃত অনুবাদ, নরনারায়ণ (বাঙ্গালা)।

রামকৃষ্ণ দত্ত (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত প্রহসন : যেমন রোগ তেমনি ওঝা (১৮৮১)।

রামকৃষ্ণ দাস। সঞ্জয়ের মহাভারতে দ্রোণপর্বে দ্রৌপদীর যুদ্ধ শীর্ষক বিবরণে রামকৃষ্ণ দাসের ভনিতা আছে। এই অংশের রচয়িতা রামকৃষ্ণ বলে অনুমিত হয়।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বনলতা (১৮৮৪)।

রামকৃষ্ণ ভাদুড়ী। ছদ্মনাম : দাদুভাই। যষ্টিমধু ও অন্যান্য পত্রিকার কার্টুনিষ্ট ও লেখক।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : সন্তান, দেওয়ানজী, ব্রাহ্মণ পরিসব, কাজরী।

রামকৃষ্ণ মহারাজ (? —১২০২/১৭৯৫)। নাটোরের মহারাজ রামকান্ত রায়ের বংশধর—রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র। সাধক প্রকৃতির মানুষ। বিষয় সম্পত্তি বর্জন করে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত। সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান' এ এঁর কয়েকটি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে।

রামকৃষ্ণ রায় (আঃ ১৬১৮—১৬৮৪ খ্রীঃ) জন্ম মতান্তরে ১৫৯০ খ্রীঃ। কবিচন্দ্র উপাধিযুক্ত। নিবাস : রসপুর, আমতা থানা, হাওড়া। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশীয়। পিতা : কৃষ্ণরায়, মাতা : রাধা দাসী, পিতামহ : যশশ্চন্দ্র রায়, মাতামহ : সূর্য মিত্র। বর্ধমান রাজ কর্তৃক কবির গৃহদেবতা রাধাকান্ত জিউ অপহৃত হওয়ায় কবির মৃত্যু হয়। রচনা : শিবায়ন কাব্য। গ্রাম্যতামুক্ত ভাষা, আবেগ বাহুল্য বর্জিত, আদিরসের প্রাধান্য মুক্ত বর্ণনা —শিথিল কাহিনীবন্ধ—ছন্দের পারিপাট্য, কাব্য ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব, পৌরাণিক হরপার্বতীর কাহিনীর প্রাধান্য—লৌকিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি রামকৃষ্ণের শিবায়ন কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কাব্যটি ২৫ পালায় বিভক্ত। পয়ার ত্রিপদীর সঙ্গে গদ্যের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাহিত্যে গদ্যভাষা ব্যবহারের প্রথম নিদর্শন এই কাব্যে লভ্য।

রামকৃষ্ণ রায় (১৯২৬ —)। ছদ্মনাম : খবরনবিস, নীলেশ সেন, বিদ্যাসুন্দর, বৈদ্য-শাস্ত্রী, রাজর্ষি রায়, শুশ্রুত রায়, হরিৎচরণ গুপ্ত। জন্ম : কলিকাতায়, আদি নিবাস : বাকলা, হাওড়া। লেখক ও কার্টুনিষ্ট। বিহারে বাঙ্গালা গল্প প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। চিত্র সাংবাদিক। অভিনেতা প্রবন্ধকার। উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

রামকৃষ্ণ সেন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত প্রহসন : হুড়কো বৌ-এর বিষম জ্বালা (১৮৬৩)।

রামকেশব দেব (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : সহস্রগিরি রাবণবধ পালা (অদ্ভুত রামায়ণের কাহিনী)।

রামকেশব ভট্টাচার্য (১৮০৮-১৮৫০) জন্ম : বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা : রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। সঙ্গীতজ্ঞ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। ধ্রুপদগায়করূপে কুচবিহার রাজদরবারে ও কলিকাতায় সাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) সঙ্গীত দরবারে নিযুক্ত। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদগানে ও এসরাজবাদনে সুনিপুণ। পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যু। তাঁর রচিত এসরাজ বাদনের গৎ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত তরঙ্গ গ্রন্থে সংকলিত।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী (১৩।৭।১৮৬৩/২৯।৩। ১২৭০—২১।৮।১৯১২/৪।৫।১৩১৮)। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। পূর্বনাম: শশিভূষণ চক্রবর্তী। পিতা: ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্তী। পৈতৃক নিবাস: ইছাপুর, ২৪পরগণা। এলবার্ট কলেজে এফ্. এ. অধ্যায়ন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার (অক্টোবর ১৮৮৩)। সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনায় দক্ষ। রামকৃষ্ণদেবের উপদেশবাণী সরল সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্টুভ্ ছন্দে অনুবাদক। বিদ্যোদয় পত্রিকায় অনুবাদ প্রকাশিত। মাদ্রাজের ইয়ং মেন্‌স্ হিন্দু এসোসিয়েসনে প্রদত্ত ধারাবাহিক বক্তৃতা ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: Universe and Man, Sri Krishna the Pastoral and King maker, The Soul of Man, রামানুজ চরিত প্রভৃতি।

রামগতি কবিরত্ন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাসাধক (মূলসহ বঙ্গানুবাদ —১৮৫১)।

রামগতি চট্টোপাধ্যায়। রচনা: মুরারি বধ কাব্য।

রামগতি ন্যায়রত্ন (৪।৭।১৮৩১/২১।৩। ১২৩৮—৯।১০।১৮৯৪/১৩০১)। জন্ম: ইলছোবা, হুগলী, মৃত্যু: চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা: হলধর চূড়ামণি। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র (১৮৪৪)। সাহিত্য, অলংকার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভৃতিতে বুৎপত্তি প্রাপ্ত। ৮·০০ টাকা বৃত্তিসহ জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৫১)। সংস্কৃত কলেজ থেকে ন্যায়রত্ন উপাধি প্রাপ্ত। হুগলী নর্মাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক,—বর্ধমান গুরু ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫২)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন। নিজগ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও ডাকঘরের প্রতিষ্ঠাতা। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ ও অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস (ক্যাপটেন রিচার্ডসনের History of Black Hole অবলম্বনে, ১৮৫৮) বস্তু বিচার (১৮৫৯), বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম (১৮৫৯), রোমাবতী (রোমান্টিক উপাখ্যান —১৮৬২), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৬৪), ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস (১৮৬৫), ঋজু ব্যাখ্যা (১৮৬৬), শিশুপাঠ (১৮৬৮), দময়ন্তী (১৮৬৯), চণ্ডী (১৮৭২), বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭২), ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৮৭৫), গোষ্ঠীকথা (১৮৭৭), কুপিত কৌশিক নাটক (১২৮৫), নীতিপথ (১৮৮১), রামচরিত (১৮৮৩), ইলছোবা (রোমান্টিক উপাখ্যান ১২৯৫)।

রামগতি সেন (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম: জপ্‌সা, বিক্রমপুর, ঢাকা। সাধু রামগতি বা লালা রামগতি নামে পরিচিতি। কন্যা: বিদুষী কবি আনন্দময়ী বিক্রমপুরে কবি হিসাবে প্রসিদ্ধ। ৫০ বৎসর বয়সে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যে কাশীবাসী। ৯০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ: প্রবোধ চন্দ্রোদয়, মায়া তিমির চন্দ্রিকা, যোগ কল্পলতা প্রভৃতি।

রামগোপাল চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্যতরঙ্গ (কাব্য—১৮৬৮), কাব্যতরঙ্গ (১৮৭৪)।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় (১৯০৭—৭।৭। ১৯৮১/২৬।৮।১৩৮৮)। রামাই বাউল নামে প্রসিদ্ধ। আদি নিবাস: কুণ্ডলা, বীরভূম, পরবর্তী নিবাস: উত্তরপাড়া, হুগলী। সমাজসেবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী। বাউল

কবি ও বাউল সঙ্গীত গায়ক। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য উত্তরপাড়া বাসী। উত্তরপাড়ায় সর্বমঙ্গলা হোমিওপ্যাথিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা। দরিদ্রের চিকিৎসায় ব্রতী। বহুসংখ্যক বাউলগান রচয়িতা।

রামগোপাল দাস (১৭ শতাব্দী)নামান্তর : গোপাল দাস। জন্ম : বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে। পিতা : রসমঞ্জরী প্রণেতা পীতাম্বর দাস। রচনা : শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণরসকল্পবল্লী (১৬৭৩), শাখা নির্ণয়। রসকল্পবল্লীতে রামগোপালের ৬টি ব্রজবুলি পদ সংকলিত হয়েছে।

রামগোপাল দাস। জন্ম : তৈরফি সহদেবপুর, টাঙ্গাইল, ঢাকা। রচনা : ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (অনুবাদ)।

রামগোপাল বসু মল্লিক (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক রাজনীতি সংগ্রহ (১৮৬৫)।

রামগোপাল সান্যাল (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ)। প্রকাশিত গ্রন্থ : Reminiscences and Anecdotes of great men of India (১৮৯৪), Bengal Celebration, কৃষ্ণদাস পালের জীবনী (কলিকাতা—১৮৯০), হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী (ঐ ১৮৮৭)।

রামগোপাল স্মৃতিরত্ন (২৭।৪।১২৮০—৩০।১০।১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) জন্ম : যশোরের এরেণ্ডা গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতা : যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। মাতা : মহেশ্বরী। নবদ্বীপে ও হাওড়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্মার্তপণ্ডিত। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সামবেদীয় সন্ধ্যামন্ত্র (টীকা ও অনুবাদ), নিত্যানুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্রতানুষ্ঠান পদ্ধতি।

রামগোপাল সেনগুপ্ত। সম্পাদক : মাসিক বীণাপাণি (১৮৯৪—১৯০০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুরেন্দ্রনাথ (১৯০০)।

রামগোবিন্দ দাস (১৮শ শতাব্দী। নামান্তর : গোবিন্দরাম দাস, গোবিন্দ দাস। পিতা : শোভারাম, পিতামহ : কুঞ্জবিহারী। রচনা : রামায়ণ।

রামচন্দ্র (১৮শ শতাব্দী) রচনা : বিভীষণের রায়বার (লিপিকাল—১০৯০ মল্লাব্দ)।

রামচন্দ্র কবিরাজ (আঃ ১৫০৬—১৬১২ খ্রীঃ। জন্ম : শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। তিরোধান : বৃন্দাবনে। পিতা : চিরঞ্জীব সেন, মাতা : সুনন্দা, মাতামহ : দামোদর সেন, পত্নী : রত্নমালা, ভ্রাতা : প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস কবিরাজ। নিবাস : প্রথমে মাতামহালয় শ্রীখণ্ড, বর্ধমান, পরে পৈতৃক নিবাস কুমারনগর, আরও পরে তেলিয়া-বুধুরি, মুর্শিদাবাদ। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত। অষ্ট কবিরাজের অন্যতম। বৈষ্ণব পদকর্তা। পদকল্পলতিকায় পদ সংকলিত হয়েছে। স্বরচিত স্মরদর্পণ গ্রন্থে ১৭টি পদ আছে। রচনা : স্মরদর্পণ, সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা, শ্রীনিবাস আচার্যের জীবন চরিত, দুর্লভামৃত, পদ্মমালা (পদ্যে ও গদ্যে রচিত।

রামচন্দ্র খান (১৬শ শতাব্দী)। নিবাস : রাঢ়দেশে দণ্ডসিমলিয়া গ্রামে, মতান্তরে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে। কায়স্থজাতীয়, মতান্তরে ব্রাহ্মণ। কাশীরাম দাসের পূর্বে মহাভারত রচয়িতা। রচনা : অশ্বমেধপর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে—১৫৩২-৩৩)।

রামচন্দ্র গোস্বামী (১৫৩৪—১৫৮৩) জন্ম : কুলিয়াপাহাড়, নবদ্বীপ। পিতা : বংশীবদনের শিষ্য বংশীলালামৃতের রচয়িতা

জগদানন্দ। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা দেবীর পোষপুত্র ও শিষ্য। তীর্থ পর্যটনে জাহ্নবা দেবীর সঙ্গী। পরে বাঘনাপাড়ায় কৃষ্ণবল-রামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠান্তে বাঘনাপাড়া (জেলা —বর্ধমান) নিবাসী। রচনা: জাতক সংবাদ, কড়চা, আনন্দমঞ্জরী সম্পুটিকা, পাষণ্ডদলন।

রামচন্দ্র গোস্বামী। জন্ম: সিঙ্গুর, হুগলী। পিতা: বিরূপাক্ষ গোস্বামী। রচনা: সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: যুগল মিলন (রাধাকৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে গীতিনাট্য, কলিকাতা ১৯২৪)।

রামচন্দ্র চৌধুরী। জন্ম: নওয়াপাড়া, মৈমনসিংহ প্রকাশিত গ্রন্থ: বিষাদ প্রতিমা।

রামচন্দ্র তর্কালংকার (১২০০/১৭৯৩—১২৫২/১৮৪৫) জন্ম: হরিনাভি, ২৪পরগণা। আদি নিবাস: গরিফা, হুগলী। পিতা: রামধন মুখোপাধ্যায়। ভণিতায় দ্বিজ রামচন্দ্র নাম ব্যবহৃত। সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে পণ্ডিত। বিদ্যালংকার, তর্কালংকার ও তর্কপঞ্চানন উপাধি প্রাপ্ত, কবি কেশরী ও কবি শেখর উপাধি দ্বারা ভূষিত। শেষ জীবনে রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত। কালীকৃষ্ণের অনুরোধে মাধব মালতী ও হরপার্বতী মঙ্গল রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: গৌরী বিলাস (দুর্গামঙ্গল—১৮১৯), শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত বা অক্রুর সংবাদ (১২৫৯), আনন্দ লহরী (১৮২৪), চন্দ্রবংশোদয় (যযাতি শর্মিষ্ঠা উপাখ্যান ১৮২৮), আচার রত্নাকর (১২৪৮), মাধব মালতী (১৮৫১), নল দময়ন্তী (১২৬০) কঙ্কালীর অভিশাপ (দুর্গামঙ্গলের অন্তর্গত), কালীপুরাণ (১২৫৫), হরপার্বতী মঙ্গল (১৮৫১)। নাটক: কৌতুক সর্বস্ব (১৮২৮)। গদ্যানুবাদ: কর্মবিপাক (১৮৫৪—৫৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কালিকা মঙ্গল (প্রাণরাম চক্রবর্তীকৃত—১২৪৩)

(ডাঃ) রামচন্দ্র দত্ত (১৮৫১—১৮৯৮) জন্ম: নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা। পিতা: নৃসিংহ প্রসাদ দত্ত, পিতামহ: কুঞ্জবিহারী দত্ত। কায়স্থ বংশোদ্ভব। প্রথমে শুঁড়া স্কুল ও পরে জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌সটিটিউসনে প্রবেশিকা পর্যন্ত অধ্যয়ন করে পরে ক্যাম্‌বেল মেডিক্যাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সি. এফ্‌. উডের নিকট রসায়ন বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রতাপনগরে চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত, মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন গবেষণাগারে ৪০্ বেতনে কুইনাইন রিসার্চ প্রফেসরের সহকারী (১৮৭৫), শেষে মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান শালায় রসায়ন শাস্ত্রের উপদেষ্টা। কুটজ বা কুড়চি থেকে কৃমি ও জ্বরের প্রতিষেধক 'কুড়চিসীন' ঔষধের আবিষ্কারক। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য। এঁর কাঁকুরগাছি যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণদেবের দেহাবশেষ স্থাপিত হয়। সম্পাদক: মাসিক তত্ত্ব প্রকাশিকা (১৯০৭) প্রকাশিত গ্রন্থ: রসায়ন বিজ্ঞান (কলিকাতা—১৮৯৪), রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত (২য় সং ১৯০৩), রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী (১৯০৫), বাল্যবিবাহ (নাটক—১৮৭৫), লীলামৃত (নাটক—১৯০০)।

রামচন্দ্র দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা (আমড়াতলা, খুলনা, ১৯২৫)।

রামচন্দ্র দাশগুপ্ত (১২৮৫—১৩২৬ বঙ্গাব্দ)

জন্ম: মাহিলারা, বরিশাল। পিতা: গোবিন্দচন্দ্র দাশগুপ্ত। বি. এম্. স্কুলের ছাত্র। ব্রজমোহন কলেজে এফ্. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। বি. এম্. স্কুলের শিক্ষক। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুরাগী—সুবক্তা। বহু স্বদেশী সঙ্গীতের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: জাগরণ (১৯০৪), দৈববাণী, দীক্ষা।

রামচন্দ্র দাস (১৮শ শতাব্দী) রচনা: পদ্মমালা।

রামচন্দ্র দাস (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: পুষ্পমালিকা (১৮৭৩)।

রামচন্দ্র দিচ্ছিত (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক: পাক্ষিক সুবোধিনী (চুঁচুড়া—১৮৫৮)।

রামচন্দ্র দ্বিজ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: হরপার্বতী মঙ্গল (১৮৫২)। কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব বর্তমান।

রামচন্দ্র দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: জাতকসংবাদ।

রামচন্দ্র দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী) রচনা: উষাহরণপালা (মনসামঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত)।

রামচন্দ্র দ্বিজ: (১৯শ শতাব্দীর শেষার্ধ)। রচনা: সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

রামচন্দ্র দ্বিজ (১৯শ শতাব্দীর ২য়/৩য় দশক) নিবাস: পালপাড়া। রচনা জ্যোতিষসার সংগ্রহ।

রামচন্দ্র বসু (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: চৈতন্য কৌমুদী (কলিকাতা—১৮৫৭)।

রামচন্দ্র বসু (১১৯৪—১২৪৩ বঙ্গাব্দ) রাম বসু নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম: শালিখা, হাওড়া। বাল্যকাল কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় অতিবাহিত। সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বাল্যকালেই কবিতা রচনায় নিরত। কবিদলের জন্য সঙ্গীত রচয়িতা। ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির কবিদলের গান রচয়িতা। পরে নিজস্ব কবিদলের প্রতিষ্ঠাতা। মুর্শিদাবাদের কাশিম বাজারে রাজা কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময়ে পীড়াক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত। কবিওয়ালা হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। বিরহের গান ও লহর রচনার জন্য খ্যাতিমান।

রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জ্যা (১৮শ শতাব্দী) নামান্তর: রামচন্দ্র দ্বিজ। নিবাস: চামোট গ্রাম, বিষ্ণুপুর—থানা, বাঁকুড়া। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা। মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে (১৭৩২—৩৩ খ্রীঃ) কাব্য রচিত। কাব্যের নাম: অনাদ্যমঙ্গল। সহজ ভাষায় ও ভঙ্গীতে পাঁচালীর আকারে কাহিনী বর্ণনা এবং পাণ্ডিত্যের প্রকাশ কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬—২।৩।১৮৪৫)। জন্ম: পালপাড়া, হুগলী। পিতা: লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। প্রখ্যাত আভিধানিক ও স্মার্ত পণ্ডিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা: রাজা রামমোহন রায়ের সন্ন্যাসী বন্ধু হরিহরানন্দ তীর্থ স্বামী। কাশী ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষালাভের পরে শান্তিপুরে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন রাজা রামমোহন রায়ের ইচ্ছানুসারে উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করে কলিকাতায় হেঁদুয়ার নিকটে স্বপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক—রামমোহন প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত কলেজের অধ্যাপক। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক (১৪:৫।১৮১৭—১৮৩৭),—হিন্দু কলেজ পাঠশালার শিক্ষক (১৮৪০)। সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক (১৮৪২)। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভায় একেশ্বর বাদ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অভিমত জ্ঞাপনকারী। ব্রাহ্ম সমাজের

প্রথম সচিব (১৮২৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ২১ জন যুবককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাদাতা (১৮৪৩)। সতীদাহ নিবারণের আন্দোলনে রামমোহনের বিরোধী,—বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধক আন্দোলনের সমর্থক। 'নীতিদর্শন' বক্তৃতা মালায় নিজস্ব অভিমত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠাপক। রামমোহন বিলাত গেলে সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণু চক্রবর্তীর সহযোগে ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব রক্ষায় উদ্যোগী। তত্ত্ববোধিনী সভার (রামচন্দ্র কৃত নাম) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—এই সভার মাধ্যমে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য সচেষ্ট,—আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে বাঙ্গালাভাষা প্রচলনে প্রয়াসী, ৬ মাস জজ্ পণ্ডিতের পদাধিকারী। বাঙ্গালা-ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলয়িতা। ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ হাজার টাকা প্রদাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : জ্যোতিষ সংগ্রহ সার(১২২৩), অভিধান (১৮১৮), পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে ব্যাখ্যান, হিন্দু কলেজ পাঠশালায় পাঠ্যারম্ভকালে বক্তৃতা (১২৪৬), নীতি দর্শন (১৮৪১), শিশুসেবধি, বর্ণমালা প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাচস্পতি মিশ্রের বিবাদ চিন্তামণি (১৮৩৭)।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (১৮৬২—১৯০২)। জন্ম : কুমারখালি, নদীয়া। ১ম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা ও এম্. এ. পাশ। আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী। কবিরাজী চিকিৎসক। সম্পাদক : মাসিক ঋষি (আষাঢ় ১৩০৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : চাণক্য শ্লোক (ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনুবাদ), দ্রব্যগুণবারিধি, আয়ুর্বেদ সোপান, আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, প্রকৃতির শিক্ষা, হিতকথা, নীতিস্তবক।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : লক্ষণবিজয় কাব্য (১৮৬৮), ভরত বিলাপ নাটক (১৮৮৪)।

রামচন্দ্র ভৌমিক (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : ঢাকা। সম্পাদক : মাসিক নব্যব্যবহার সংহিতা (আগষ্ট ১৮৬০), মাসিক ঢাকাবার্তা (জুন, ১৮৬২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাজ-নিয়ম ও ব্যবস্থা সংহিতা (১৮৬৯), সংক্ষিপ্ত নজির সংগ্রহ (ঢাকা-১৮৬৯), আদালত গাইড্ (Small Causes Court Act, ঢাকা), Income Tax Act (ঢাকা), The Stamp Act.

রামচন্দ্র মল্লিক (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রেম (১৮৯০), যোগমায়া (১২৯৭)।

রামচন্দ্র মল্লিক। কবিরাজ। সম্পাদক : রাজ চিকিৎসা (১২৯১)।

রামচন্দ্র মান্না এম্. এ., বি. এড্.। নিবাস : গঙ্গাধরপুর, হাওড়া। প্রধান শিক্ষক। যুগ্ম সম্পাদক : পল্লীবীণা (সনৎকুমার পাঁজা সহ)।

রামচন্দ্র মিত্র (১৮১৪—১৮৭৪) হিন্দু কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক (১৮৩০—১৮৫৪) ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৮৫৪—৬২)। বীটন সোসাইটির সম্পাদক (১৮৫১—৬০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৬৪)। জাষ্টিস্ অফ্ দি পিস (১৮৬৪)। ইংরাজী ভাষার ব্যাকরণ লেখক। পরিচালক-প্রকাশক : মাসিক পশ্বাবলী ২য় পর্যায় (ইংরাজী ও বাঙ্গালায়—১৮৩৩), সপ্তাহিক জ্ঞানান্বেষণ (১৮।৬।১৮৩১), মাসিক জ্ঞানোদয় (১৮৩১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পক্ষীর বিবরণ (১৮৪০), মনোরম্য পাঠ ১ম (১৮৫৫), পাঠামৃত (৭ম সং ১৮৬৯)। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হিন্দু কলেজে বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ।

রামচন্দ্র মিত্র (১৮৭৮—?) বি. টি. বি. এল্.। সরকারী শিক্ষা অধিকারের কর্মী। পরে নেপাল মহারাজ কুমারের শিক্ষক। বাগবাজার হরনাথ শিক্ষা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীমৎ হরনাথ গীতা, (হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ, —কলিকাতা—১৯২১)। নিত্যরাম, পাণ্ডব গীতা, Who is Haranath? Physical Geography প্রভৃতি।

রামচন্দ্র মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: দম্পতি সুহৃদ ও অবসর কুসুম (কলিকাতা—১৯২৬), ফুলের মালা (কাব্য, কলি-১৯২৬)।

রামচন্দ্র (চাঁদ) মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস: হরিনাভি, দঃ ২৪ পরগণা। পিতা: রামধন মুখোপাধ্যায়। আর্যদর্শনে কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক: বিজয়নগরাধিপ মহারাজা রাম (১৮৭৫)। কাব্য: দুর্গামঙ্গল (নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে, কলিকাতা—১৮৯৮), গৌরী বিলাস, মাধব মালতী, দানব দলন (১৮৭৩) প্রভৃতি। গ্রন্থগুলি জমিদার শিষ্যের অর্থ-সাহায্যে যাত্রাকারে অভিনীত হয়।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৭।১০।১৩২৬—১৬।১১।১৩৫০ বঙ্গাব্দ) এম্. এ.। পিতা: বসুমতীর স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঈশান স্কলার। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য সাধক। উৎপলা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। 'কিশলয়' পত্রিকার পরিচালক।

রামচন্দ্র রায়, বীরবর (১৮৪০—১৯২১)। জন্ম: দাঁতন, মেদিনীপুর। পিতা: গড়মোহনপুরের জমিদার কিশোরীচন্দ্র রায় বীরবর। যাত্রাপালা রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামচন্দ্র গীতাবলী (১৩১৯)।

রামচরণ পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামচরণ পালের জীবনের ঘটনাবলী (আত্ম-জীবনী, কলিকাতা—১৯০৯)।

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় (?—১২৬৯)। জন্ম: জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী। সুরসিক কবি। স্বরচিত 'নন্দ বিদায়' যাত্রাভিনয়ের (মার্চ ১৮৪৯) প্রযোজক,—পরিচালক,—গীতিকার ও সুর-কার। জোড়াসাঁকোর হাফ্ আখড়াই দলের সম্পাদক ও বাঁধনদার, —কবিগানের বাঁধনদার। নন্দ বিদায় যাত্রায় নারীভূমিকা নারীদের দ্বারা অভিনীত,—উচ্চাঙ্গের মার্গ সঙ্গীত ব্যবহৃত। রচনা: নন্দবিদায় গীতা-ভিনয়, সঙ্গীত মনোরঞ্জন।

রামজয় বাগচি (?—১৩০৮)। জন্ম: গাঙ্গইল, নাটোর মহকুমা, রাজশাহী, অধুনা বাংলাদেশ। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন। মোক্তারি পাশ এবং আইন ব্যবসায়ী। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত প্রিয়। সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঙ্গীত কুসুম (১৮৮৬), কবিতা কুসুম (১২৮৯)। সম্পাদিত পত্রিকা: হিন্দুরঞ্জিকা।

রামজী দাস (১৭ শ শতাব্দী)। চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি। আলাওলের সতী ময়নার দ্বারা কাব্য প্রভাবিত। রচনা: শশীচন্দ্রের কাহিনী।

রামজী দাস (১৯শ শতাব্দী)। খ্যাতনামা কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা। নিতাই দাস বৈরাগী, ভবানী বণিক, রাম বসু প্রভৃতি কবিওয়ালাদের গুরু। গোঁজলা গুঁই-এর শিষ্য। কবিগানে উচ্চ প্রতিভার স্বাক্ষর আছে।

(ডঃ)রামজীবনের আচার্য (২৪।৬।১৯৩৭—)। জন্মস্থান ও নিবাস: কালিন্দী, মেদিনীপুর। পিতা: পুরুষোত্তম আচার্য। মাতা: রুক্মিণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে এম্ এ (১৯৫৯) এবং 'Woman in kalidasa : a study' নিবন্ধের জন্য পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী (১৯৭১) প্রাপ্ত। বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ থেকে পুরাণরত্ন ও সাহিত্য বিনোদ এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ থেকে কাব্যপুরাণতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত। বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। যুগান্তর, সত্যযুগ, সমকালীন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সারস্বত, ধ্রুপদী, বিশ্ববাণী, প্রণব, আর্যদর্পন, সংবিদ, ভারত মণীষা, গায়ত্রীমাতা, উজ্জীবন, সুদর্শন, উজ্জ্বল ভারত, প্রবর্তক, শ্রমণ, শিলাদিত্য, বাসুদেব, ধনধান্যে, পশ্চিমবঙ্গ, আধুনিক জ্যোতিষ প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক (১৯৬৫), নজরুল এক বিস্ময় (১৯৭২), পদাবলীর পথে (বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী সম্পর্কে আলোচনা,—১৯৮৩), Woman in kalidasa : A study. (১৯৮৪), দোঁহারে দেখেছি দোঁহে (অনুবাদ কবিতা—১৯৮৮)।

রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ (১৭ শ শতাব্দী)। জন্ম : রানীগ্রাম, থানা বাঁশফলী, চট্টগ্রাম। পিতা : গঙ্গারাম, খুল্লতাত : নারায়ণ। পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা পাঁচালীকার। রচনা : আদিত্যচরিত বা সূর্যের পাঁচালী (১৭০৯-১০), মনসামঙ্গল (১৭০৩)।

রামতারক রায়। জন্ম : নন্দনপুর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সদর দেওয়ানি আইন বিধি, মহাভারতপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)।

রামতারণ সান্যাল (১৯শ শতাব্দী)। বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে অপেরা কমিক ও অপেরা বুফ,—এই দুই শ্রেণীর গীতিনাট্যের প্রবর্তক। সঙ্গীত, নৃত্য, সুরসংযোগে এবং সঙ্গীত ও গীতিনাট্য, রচনায় দক্ষ। গিরিশচন্দ্রের প্রথম পর্বের গীতিনাট্য অভিনয়ের সহায়ক। বিহারী দত্তের কনক কানন (১৮৭৯), গিরিশচন্দ্রের মায়াতরু (১৮৮১) ও মোহিনী প্রতিমা (১৮৮১) প্রভৃতি গীতিনাট্যের সঙ্গীত ও সুর রচয়িতা। প্রকাশিত গীতিনাট্য : আদর্শ সতী (১৮৭৬), আনন্দ মিলন (১৮৭৭), প্রভাতকমল (১২৮৫), নিশা কুসুম (১৮৮৭), প্রমোদ কানন (১৮৭৮), রাসলীলা (১৮৮০), শিবের বিবাহ (২য় সং ১৮৮১), প্রণয় পারিজাত (১৮৮১), অকালবোধন (মুকুটাচরণ মিত্র বা গিরিশচন্দ্র ঘোষ সহ ১৮৭৭) প্রভৃতি।

রামদয়াল ঘোষ (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মানসকুসুম (১৮৭২)।

রামদয়াল মজুমদার (১৮৫৮/১২৬৫—১৯৩৮/১৩৪৫)। জন্মস্থান : পাথরা, মেদিনীপুর। পিতা : ঈশানচন্দ্র মজুমদার। সিটি কলেজের অধ্যাপক, আর্যমিশন ইন্‌স্‌টিটিউসনের অধ্যাপক ও টাঙ্গাইল কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ। সম্পাদক : মাসিক উৎসব (১৩১৩-৪৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গীতা পরিচয় (কলিকাতা ৩য় সং, ১৯২৩), শ্রীশ্রী গীতা, ভদ্রা (সুভদ্রা ও অর্জুনের কাহিনী, কলিকাতা—১৯০৮), বিচার চন্দ্রোদয়, অযোধ্যাকাণ্ডে কৈকেয়ী (কলিকাতা—১৯০৯), সাবিত্রী ও উপাসনা-তত্ত্ব, নিত্যসঙ্গী ও মনোবৃত্তি, ভারত সমর বা গীতা পূর্বাধ্যায় (কলি—২য় সং ১৯২২), লীলা উপন্যাস (যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের লীলার কাহিনী, কলিকাতা—১৯১৪)।

রামদাস আদক (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম : বর্ধমান জেলার ভুরশুট পরগণার (বর্তমান হুগলী জেলা) রাজা কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বপুরুষ প্রতাপনারায়ণের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের নিকটবর্তী

হায়াৎপুর গ্রামে। জাতিতে চাষী কৈবর্ত। পিতা: রঘুনন্দন আদক। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় লেখাপড়ার সুযোগে বঞ্চিত। খাজনা বাকী পড়ায় চৈতন্য সামন্ত নামে এক রাজকর্মচারীর দ্বারা তিন দিন হাজতে আটক। মুক্তিলাভ করে পলায়নের সময় এক সিপাহীর মোটবহনে বাধ্য হয়ে পথে অচেতন হয়ে পতিত। এই সময়ে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার আদিষ্ট। কাব্যের নাম: অনাদি মঙ্গল। রচনা সমাপ্তি কাল ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী ১৬৬২ খ্রীঃ। সহজ কবিত্বময় ভাষা, সুবিন্যস্ত কাহিনী, চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা, সংহত রচনাভঙ্গী, মার্জিত রুচি, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অলংকার ও বিশিষ্ট বাগ্‌রীতির প্রয়োগের জন্য কাব্যটি বিশিষ্ট।

রামদাস বাবাজী (২২।১২।১২৮৩—১৮।৮।১৩৬০ বঙ্গাব্দ)। পূর্বাশ্রমের নাম: রাধিকাচরণ গুপ্ত। জন্ম: ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। তিরোধান: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: দুর্গাচরণ গুপ্ত, মাতা: সত্যভামা। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ (১২৯৭) হওয়ার পর চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন। বাল্যকাল থেকেই সুকণ্ঠ গায়ক। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—জগদ্বন্ধুর নামপ্রেম বিতরণ কার্য্যের সহায়ক। জগদ্বন্ধুর সঙ্গে ফালগুনী পূর্ণিমায় (১৩০০) নবদ্বীপে উপনীত। অতঃপর বৃন্দাবন ভ্রমণকারী। কটকে বৈষ্ণব সাধক রাধারমণ চরণদাসের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। রাধারমণের অপ্রকটের (১৩১২) পরে তাঁর সম্প্রদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত। নবদ্বীপে রাধারমণ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা (১৩১৮)। নবদ্বীপবাসী,—শেষ জীবন নবদ্বীপে অতিবাহিত। সিদ্ধ সাধক এবং কীর্তনগান রচয়িতা,—উৎকৃষ্ট কীর্তন গায়ক। প্রকাশিত গ্রন্থ: চরিত সুধা ৬ খণ্ড (রাধারমণ চরণদাসের জীবনী), শ্রীগুরু কৃপার দান ২ খণ্ড (কীর্তন গান)।

রামদাস লোহার। প্রকাশিত কাব্য: হাজার মজার কবিতা (বটতলার বই)।

রামদাস সেন (১০।১২।১৮৪৫/২৬।৮।১২৫২—১৯।৮।১৮৮৭/৩।৫/১২৯৪)। জন্ম: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মৃত্যু: হাট বোয়ালি গ্রামে। পিতা: লালমোহন সেন, পত্নী: দুর্গাতারিণী। স্বগৃহে ও বহরমপুর কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিবাহ ১৫ বৎসর বয়সে (১৮৫৯), পত্নীর মৃত্যু: ১৮৬৪ খ্রীঃ। বহরমপুরে স্বগৃহে এঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল গ্রন্থাগার বিদ্যমান। ১৩ বৎসর বয়স থেকেই কাব্য সাধনার সূচনা। পরে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত। কালীবর বেদান্ত বাগীশের নিকট সংস্কৃতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। নিজের চেষ্টায় ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন। বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বঙ্গ দর্শন পত্রিকা প্রকাশিত হলে (এপ্রিল ১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে পুরাতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ রচয়িতা। বঙ্গদর্শন ছাড়া নবজীবন, নব্য ভারত, চারুবার্তা, এন্টিকোয়ারী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। ইউরোপ ভ্রমণ (১৮৮৫)। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য ইটালীর ফ্লোরেন্‌টিন্যে একাডেমি কর্তৃক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। এসিয়াটিক, এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, সংস্কৃত টেক্‌স্‌ট সোসাইটি অফ লণ্ডন, ওরিয়েন্টাল কংগ্রেস, ফ্লোরেন্সের একাডেমিয়া ওরিয়েন্টাল প্রভৃতির সভ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: তত্ত্ব সঙ্গীত লহরী (১৮৫৯), কুসুমমালা (১৮৬১), কবিতা লহরী (১৮৬৭), চতুর্দশপদী কবিতামালা (১৮৬৭)

বিলাপ তরঙ্গ (১২৬৪)। প্রবন্ধ : ঐতিহাসিক রহস্য ৩ ভাগ (১৮৭৪, ৭৬, ৭৯)। রত্ন রহস্য (১৮৮৪), বুদ্ধদেব (১৮৯০), ভারত রহস্য (১২৯৬), মহাকবি কালিদাস (১৮৭২), ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচনা (বহরমপুর ১৮৭২)। ভ্রমণ : বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন (১৮৮৬)। রামদাস রচনাবলী (সংকলন —১৯০২)।

রামদাস হাজরা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতার কথা (১৩০৩)।

রাম দুলাল দাস (১৮ শ শতাব্দী)। রচনা : কৃষ্ণ মঙ্গল।

রামদুর্লভ কাব্য বিশারদ। গীতাভিনয় রচয়িতা। প্রকাশিত গীতাভিনয় : ভীষ্ম বিজয়, মহারণে রামানুজ, ভার্গব বিজয়, মহামায়া, বাচস্পতি (১৩২৯), পাঞ্চালী, হংসাবসান, কর্ণদিগ্বিজয়, পুষ্কর মোচন, সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ, সত্যভামা, ভুবনেশ্বরী।

রামদুলাল নন্দী (১১৯২—২৪।৮।১২৫৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : কালীকচ্ছ ত্রিপুরা। বাল্যকালে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। ত্রিপুরার কালেক্টরী অফিসের কর্মী। নোয়াখালি কালেক্টরের অধীনে কর্মচারী,—শ্রীহট্ট জজ আদালতের সেরেস্তাদার,—ত্রিপুরার মহারাজের জমিদারী চাকলে রোশনাবাদের দেওয়ান। দেওয়ান রামদুলাল নামে প্রসিদ্ধ। বহু দেহতত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গীত ও শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা।

রামদুলাল পাল (আঃ ১৭৭৬—১৮৩৩) নামান্তর : দুলাল চাঁদ। নিবাস : ঘোষ পাড়া নবদ্বীপ, নদীয়া। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দার্শনিক। ভক্তিমূলক ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা। গানগুলি ছয় খণ্ডে প্রকাশিত।

রামদেব দ্বিজ (১৭ শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) পূর্ববঙ্গের চণ্ডী মঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুসরণে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতা। কাব্যের পুঁথি ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত হওয়ায় এবং কাব্যের ভাষায় চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় কবি চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী বলে অনুমিত হয়। ডঃ আশুতোষ দাস কর্তৃক কাব্যের পুঁথি আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত। কবির পিতার নাম সম্ভবতঃ গোবিন্দ কবিচন্দ্র। কাব্যের নাম : সারদা চরিত বা অভয়ামঙ্গল। রচনাকাল : ১৬৪৯ খ্রীঃ মতান্তরে ১৬৫৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৬৩ খ্রীঃ। কাব্যে দ্বিজ মাধবের প্রভাব গভীর। হরপার্বতীর পৌরাণিক উপাখ্যানের পরিবর্তে দেবী কর্তৃক মঙ্গল দৈত্য বধের কাহিনী কাব্যে বর্ণিত, 'বিষ্ণুপদ' নামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সঙ্গীত স্থানে স্থানে সংযোজিত, বাস্তবধর্মিতা, মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং রচনা কৌশলের জন্য কাব্যটি প্রশংসার যোগ্য।

রামদেব স্মৃতিতীর্থ (২।১২।১৩০২—১৮।৯।১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : তেলিবনী, মেদিনীপুর। পিতা : ভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ। পঞ্জিকা সংস্কারক। পি. এম্. বাগ্চীর পঞ্জিকার গণনা ও ব্যবস্থাদির ভারপ্রাপ্ত। কলিকাতায় বাদুড়বাগানে স্বপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি ও জ্যোতিষের অধ্যাপক। রচিত গ্রন্থ : পঞ্চাঙ্গ চন্দ্রিকা, জ্যোতিষ দীপিকা, বিশুদ্ধ নিত্যকর্মপদ্ধতি প্রভৃতি।

রামধন চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। জন্ম : পীলা গ্রাম, বর্ধমান। রচনা : ষষ্ঠী মঙ্গল কাব্য।

রামধন তর্কপঞ্চানন (?—১২৯১)।

জন্ম : কোঁড়কদি, ফরিদপুর। নবদ্বীপের মাধব তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিধবাবেদন নিষেধক গ্রন্থ (১২৭৪)।

রামধন দ্বিজ। নিবাস : বর্ধমান জেলায়। রচনা : সত্য নারায়ণের পাঁচালী।

রামনন্দন (১৭শ শতাব্দী)। রচনা : শল্যপর্ব (মহাভারত) ও গদাপর্ব।

রামনন্দন (১৯শ শতাব্দী)। রচনা : বৃহদ্ধর্মপুরাণ (পদ্যানুবাদ-১২৪২)।

রামনরসিংহ ঘোষ। স্কুল বুক সোসাইটির কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সন্দেশাবলী (বর্ণানুক্রমিক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ)।

রামনাথ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত প্রহসন : পাড়াগাঞ্যে একি দায়।

রামনাথ চক্রবর্তী। জন্ম : আশুদিয়া, মৈমন সিংহ। সম্পাদক : মাসিক নির্মাল্য।

রামনাথ তর্করত্ন (১৮৪৭—১৯১০)। জন্ম : শান্তিপুর, নদীয়া। পিতা : কালিদাস বিদ্যাবাগীশ। শান্তিপুরের চতুষ্পাঠীর ছাত্র। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক ও সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা। এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক হিসাবে নিযুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কমলাকরুণা বিলাসঃ (নাটক), বাসুদেব বিজয়ম্ (মহাকাব্য—১৮৮৩), opinion of Garbhadhana Ceremony according to Hindu Sastras delivered to the Government (আখ্যাপত্র ইংরাজীতে হলেও সরল ও সহজবোধ্য বাঙ্গালায় রচিত ১৮৯১), বিলাপ লহরী, আর্যালহরী (প্রণয় কবিতার কোষকাব্য—১৮৯৩), দেবী বিসর্জন ব্যবস্থা (১৯০০), প্রভাত স্বপ্নম্ (নাটক)। সম্পাদিত গ্রন্থ : ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য ৩ খণ্ড (১৮৮৮—৯১)।

রামনাথ বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় (১৮৪২—১।৪।১৯২১)। জন্ম : খাসা, শ্রীহট্ট। পিতা : রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতার চতুষ্পাঠীতে ও পিতার মৃত্যুর পর উক্তজেলায় রাধাগোবিন্দ সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে নব্যন্যায়, কলাপ ব্যাকরণ ও প্রাচীন স্মৃতি অধ্যয়ন করে বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত। স্বগৃহে পঞ্চখণ্ড খাসা টোল প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনায় রত। অধ্যাপনা ছাড়াও সঙ্গীত রচনায়, কীর্তন গানে, মৃদঙ্গবাদনে ও দেববিগ্রহ নির্মাণে দক্ষ। নয় বৎসরের পরিশ্রমে বঙ্গানুবাদ সহ স্মৃতিসন্দর্ভ রচয়িতা। মহামহোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত (১৯১৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্মৃতি সন্দর্ভ (বঙ্গানুবাদ সহ), বিধবা বিবাহের চরম প্রতিবাদ, মণিপুরেশ-চন্দ্রিকা, অভিনন্দনমালা, ছাত্র-শিক্ষক ব্যবহার, ভগবত্যা বিপন্নাশনম্ ও শান্তি-শতকম্ স্তোত্রম্, ত্রিবেদীয় তর্পণ বিধি প্রভৃতি।

রামনাথ বিশ্বাস (×।৯।১৩০২—?)। জন্ম : বালিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট। পিতা : বিরজানাথ বিশ্বাস। বালিয়াচঙ্গ হাইস্কুলে কিছুকাল লেখাপড়া করার পরে কৈশোরেই বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময়ে সেনাবিভাগে কেরানীর পদে যোগ দিয়ে (১৯১৮) যুদ্ধাবসানে ১০ বৎসর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সামরিক বিভাগের করণিক। ডিপ্লোম্যাটিক বিভাগে কর্ম নিয়ে পারস্য গমন। মালয়ে মেরিন কোর্টে দোভাষী —ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংযোগের অভিযোগে পদচ্যুত (১৯২৭।২৮)। সাইকেল যোগে ভূপর্যটনে ব্রহ্মদেশ, জাপান, পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্থান, আরব, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি ভ্রমণকারী

(১।৭।১৯৩১—৭।৭।১৯৪০)। প্রত্যাবর্তনের পরে কলিকাতাবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: আজকের আমেরিকা, তরুণতুর্কী, ভয়ঙ্কর আফ্রিকা, বেদুইনের দেশে, অন্ধকারের আফ্রিকা, সর্ব্বস্বাধীন চীন, নিগ্রো জাতির নূতন জীবন, ভিয়েৎনামের বিদ্রোহী বীর, মালয় এশিয়া ভ্রমণ, বিদ্রোহী বলকান, জার্মানী ও মধ্য ইউরোপ, কোরিয়া ভ্রমণ, জুজুৎসু জাপান, দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি, ভবঘুরের গল্পের ঝুলি, ভবঘুরের ভিনদেশী বন্ধু, আফগানিস্থান ভ্রমণ, হলিউডের আত্মকথা, দ্বিচক্রে কোরিয়া ভ্রমণ, লাল চীন, Tour Round The World Without Money প্রভৃতি।

রামনাথ (রবি) মুখোপাধ্যায়, রায়-সাহেব। জন্ম: বাঁকুড়া। চিকিৎসক ও সাময়িক পত্রসেবী। সম্পাদক: পাক্ষিক বাঁকুড়া দর্পণ (১৮৯২-১৯৩৮)।

রামনারায়ণ। পিতা: রঘু। রচনা: ভবানীমঙ্গল (মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে)। ভনিতায় রাম বা রামদাস নাম আছে।

রামনারায়ণ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি। রচনা: ইছাইবধপালা।

রামনারায়ণ (১৮শ শতাব্দী) নামান্তর: দ্বিজরাম। নিবাস: জয়রামপুর। রচনা: বিভীষণের খোট্টারায়বার।

রামনারায়ণ। রচনা: হরগৌরীর কোন্দল।

রামনারায়ণ অগস্তি (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতাবলী (১২৮৮)।

রামনারায়ণ ঘোষ। রচনা: নল-দময়ন্তীর পাঁচালী (অক্রুরচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও ঢাকায় মুদ্রিত—১৮৯৯)।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (২৬।১২।১৮২২/১২২৯—১৯।১।১৮৮৬/৭।১০।১২৯২)। জন্ম: হরিনাভি, ২৪ পরগণা। পিতা: রামধন শিরোমণি, অগ্রজ: প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর। দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন। সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত (১৮৪৩—৫৩)। মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮৫৫—৮২)। অবসর গ্রহণের পর স্বগ্রামে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে (১৮৮৪) অধ্যাপনায় ব্রতী। নাটক রচনায় দক্ষ। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাট্যকার। নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিল্ হার্মোনি আকাদেমি কর্তৃক কাব্যোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত। রঙ্পুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়-চৌধুরীর ঘোষণা অনুসারে পাতিব্রত্যের মহিমা-সূচক পতিব্রতোপাখ্যান এবং কৌলিন্য প্রথার দোষ প্রদর্শন করে কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক রচনা করে পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পুরস্কার প্রাপ্ত। শ্রেষ্ঠ রচনা কুলীন কুল-সর্বস্ব। চরিত্রসৃষ্টিতে এবং নারী ও অশিক্ষিত সাধারণ চরিত্রের সহজ কথ্যভঙ্গীর সংলাপ সৃষ্টিতে কৃতিত্ব সত্ত্বেও কৌলিন্যপ্রথা, বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও কন্যাশুল্কপ্রথার দোষ প্রদর্শন উদ্দেশ্য হওয়ায়—কাহিনীতে দৃঢ় বন্ধনের অভাব, উচ্চশ্রেণীর চরিত্রের সংস্কৃত-বহুল আড়ষ্ট ভাষায় সংলাপ,—স্থানে স্থানে দীর্ঘ সংলাপ, নাটকীয় গতির অভাব প্রভৃতি ত্রুটির জন্য কুলীনকুল সর্বস্ব সার্থক নাট্যসৃষ্টিতে পর্যবসিত হতে পারেনি। প্রকাশিত গ্রন্থ: পতিব্রতোপাখ্যান (১৮৫৩), প্রকাশ্য বক্তৃতা (১৮৫৩), দক্ষযজ্ঞম্ ২ খণ্ড (১৮৮১-৮২)। নাটক: কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), বেণী-সংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৬০), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০), যেমন কর্ম তেমন ফল (প্রহসন—১৮৬৫), বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা

বিষয়ক নব নাটক (১৮৬৬), মালতীমাধব (১৮৬৭), উভয়সংকট (প্রহসন—১৮৬৯), চক্ষুদান (ঐ—১৮৬৯), মহাবিদ্যারাধন (১৮৭০), রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), ধর্মবিজয় (১৮৭৫), কংসবধ (১৮৭৫), স্বপ্নধন (১৮৭৩)।

রামনারায়ন দত্ত (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: দ্রোণপর্ব (মহাভারত,—পুঁথির লিপিকাল ১১১৮)।

রামনারায়ণ দাস, বাহাদুর। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: A treatise on Inflamation (১৮৭৫), ইরিটেশন বা উত্তেজনা।

রামনারায়ণ দ্বিজ (১৮শ/১৯শ শতাব্দী)। রচনা: শক্তিলীলামৃত (১৮০৭)।

রামনারায়ণ দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: আর্যাছড়া।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (১৯শ শতাব্দী)। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুরের রাজত্ব কালে ত্রিপুরাবাসী (১২৯০—)। সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত। সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ: শ্রীমদ্‌ভাগবত (১২৯০-১৩০২), দানকেলি কৌমুদী (১২২৮), বিদগ্ধমাধব নাটক (১২৮৮), হরিনামামৃত (১২৯২), কর্ণানন্দ (১৩১২), গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা (১২৯৭), কৃষ্ণকথামৃত (১২৯৭)।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গোপালকামিনী (ইংরাজী থেকে অনুবাদ—১৮৫৬), পল ও ভার্জিনিয়া (অনুবাদ—১৮৫৬), গোবীজ প্রয়োগ (১৮৫৭), অদ্ভুত ইতিহাস (১৮৫৯), এলিজাবেথ (১৮৬৪), নানকের জীবনচরিত (১৮৬৫), উইলিয়ম টেল (১৮৬৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ: পদামৃত সমুদ্র (রাধামোহন ঠাকুর সংকলিত, মুর্শিদাবাদ—১৮৭৮)।

রামনারায়ণ ষড়ঙ্গী। জন্ম: বোহিনী, মেদিনীপুর। ময়ুরভঞ্জ রাজ এষ্টেটের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: হাস্য-তরঙ্গ (১৯০৫)।

রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১ খ্রীঃ/১১৪৮—২১।১২।১২৪৫ বঙ্গাব্দ)। নিধুবাবু নামে সুপ্রসিদ্ধ। জন্ম: হুগলী—ত্রিবেণীর নিকট চাপড়া গ্রামে, মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: কুমারটুলি, কলিকাতা। পরবর্তী নিবাস: ২০, নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পিতা: হরিনারায়ণ গুপ্ত, পিতৃব্য: লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত, দ্বিতীয় পুত্র: গোপাল গুপ্ত, ৩য় পুত্র: সুখময় গুপ্ত। পৈতৃক পেশা: কবিরাজী। কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। বাঙ্গালা ও ফার্সীতে ব্যুৎপন্ন। ১মা স্ত্রী ও ১ম পুত্রের মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোয় দ্বিতীয় বিবাহ (১১৭৮)। ২য়া স্ত্রীর মৃত্যু (১১৮১)। ২য়া পত্নীর মৃত্যুর পর তৃতীয় বার বিবাহ (১২০১—০২)। বিহারের ছাপরা জেলায় রাজস্ব বিভাগের দ্বিতীয় কেরাণী (১৭৭৬)। ছাপরায় এক মুসলমান ওস্তাদের নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পারদর্শিতা প্রাপ্ত। ছাপরা জেলার রতনপুরা গ্রামের ভিখনরাম স্বামীর মন্ত্রশিষ্য। চাকরি ত্যাগ করে কলিকাতাবাসী (১৭৯৪)। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন,—পরোপকারী,—দয়ালু। হিন্দী গান ভেঙ্গে বাঙ্গালায় টপ্পা গানের স্রষ্টা,—উৎকৃষ্ট গায়ক,—সখের আখড়াই গানের দলের সংগঠক (১২১২),—টপ্পা ও আখড়াই গায়ক। আখড়াই গানে আদিরসের প্রাবল্য হ্রাস করে—ভদ্র সুশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে—ধর্মপ্রভাব মুক্ত মানবিক প্রেমের ব্যক্তিগত অনুভূতিময় ব্যঞ্জনার রূপায়ণে—বিরহের তীব্রতা প্রকাশে—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রাগরাগিণী আরোপে নিধুবাবু টপ্পা রসিক-মনোরঞ্জক হয়ে উঠেছিল।

প্রকাশিত গ্রন্থ : গীতরত্ন (সঙ্গীত সংকলন—১২৪৪)।

রামনিধি দ্বিজ। রচনা : দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী (দেবীভাগবত অনুসারে রচিত, প্রকাশ—১৮৫৬)।

রামনিধি দেব। পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ কবির অন্যতম।

রামপদ চট্টোপাধ্যায় (১।১২।১২৭৯/১৫।৩।১৮৭২—২১।৫।১৩৬৩/৬।৯।১৯৫৬)। জন্ম: জয়নগর, দক্ষিণ ২৪পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। মৃত্যু : মংপু, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ। পিতা : ৺জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা : কাদম্বিনী দেবী। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিত, পদার্থবিদ্যা ও সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ.। গণিতে এম. এ. পাঠকালে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী কর্ম জীবনে প্রবৃত্ত হন। কর্মজীবনে অধিষ্ঠিত থাকাকালে একাধিক রাজকীয় সম্মান পুরস্কৃত হন তবে সেগুলি ছিল বিদেশী সরকারের প্রদত্ত কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম-কুশলতার স্বীকৃতি সূচক খেতাব (রায় সাহেব, রায় বাহাদুর), এ ছাড়া ভারতীয় দর্শন ও বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিধি নিরুপণ করে তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'বেদান্ত বিদ্যার্ণব' সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত করেন। ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ও ডেপুটি কালেকটার পদে বৃত অবস্থায় অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় নিযুক্ত ছিলেন। অবসর জীবনে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আমৃত্যু শাস্ত্রানুশীলন ছাড়াও স্বগ্রামে জয়নগর ইনসটিট্যুশন বিদ্যালয়ের সেক্রটারীর ভূমিকায় দীর্ঘকাল জনশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : রচিত দশটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে তিনটি লেখক কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ : বেদান্ত প্রবেশ (১৩৪৩), গায়ত্রী রহস্য (১৩৪৪) এবং মাতৃপূজা বা শ্রীশ্রীচণ্ডীরহস্য (১৩৪৭)। লেখকের পুত্র শ্রীঅনিল হরি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ফার্মা কেএলএম থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত-প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (১৩৮৭—৮৮), বেদান্ত প্রবেশ ২য় মুদ্রণ (১৯৮১), গায়ত্রী রহস্য ২য় মুদ্রণ (১৯৮৩), ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত (১৯৮৫), অপরোক্ষাণুভুতি, রামগীতা ও রামলীলাগীতি একত্রে (১৯৮৭), শান্তিগীতা (১৯৮৮), মাতৃপূজা বা শ্রীশ্রীচণ্ডীরহস্য ২য় মুদ্রণ (যন্ত্রস্থ)। অপ্রকাশিত গ্রন্থ : নাম মহিমা।

রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : মানবচিত্র, জীবনসংগ্রাম, ভবরামের উইল (১৩২০), আমার ভ্রমণ, শিলং পাহাড়, দৈব শক্তি, কুণ্ডেশ্বরী মাহাত্ম্য, সংসারচিত্র।

রামপদ বিশ্বাস। সম্পাদক : সাহিত্য-সমাজ।

রামপদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯—১৯৬৭)। ছদ্মনাম : ফাল্গুনী। জন্ম : শান্তিপুর, নদীয়া। নিবাস : ২৩, শিবপুর রোড, হাওড়া। সাংবাদিক ও কথা সাহিত্যিক। প্রবাসী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আবর্ত (ছোটগল্প—১৯৩৭), অম্ল-মধুর (ঐ ১৯৩১), দুঃস্বপ্ন (ঐ ১৯৪৬), নিঃসঙ্গ (উপন্যাস—১৯৪৪), শাশ্বত পিপাসা (ঐ ১৯৪৫), মজা নদীর কথা (১৯৪২), ফানুষ (১৯৪৭), আলপনার রঙ (১৯৪৬), রতন-দীঘির জমিদার বধূ (১৯৩৬), প্রেম ও পৃথিবী (১৯৪১) প্রভৃতি।

রামপদ জানা। হাওড়া জেলার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : পঞ্চরঙ্গ, সঙ্গী, কমলপুর।

রামপ্রসন্ন ঘোষ, ভক্তি বিশারদ।

সম্পাদক : ত্রৈমাসিক গৌড়ভূমি (গোবরহাটী, মুর্শিদাবাদ—১৯০৮)।

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা : সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্রাতা : গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে পিতার কাছে সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, —পরে গোপাল চক্রবর্তীর কাছে টপ্পা, নীলমাধব চক্রবর্তীর কাছে সেতার ও সুরবাহারের যন্ত্র সঙ্গীতে এবং তৎকালীন অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ধ্রুপদ গায়ক,—সেতার, এস্রাজ, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্র বাদক। কুচিয়াকোলের রাজসভার গায়ক,—পরে নাড়াজোল রাজ্যসভার সঙ্গীতাচার্য। নাড়াজোলের মহারাজের মৃত্যুর পর বিষ্ণুপুরে পিতৃপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়কে পুনরুজ্জীবিত করে 'আন্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়' নামে সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পরিচালক। হিন্দী ও বাঙ্গালায় গীত রচয়িতা। সঙ্গীত প্রকাশিকা পত্রিকায় গানের স্বরলিপি প্রকাশিত। প্রাচীন হিন্দী গীত সংগ্রহ করে স্বরলিপি প্রস্তুতকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীত মঞ্জরী (বঙ্গভাষায় রাগ সঙ্গীতের সুর সংগ্রহ, বৈশাখ ১৩১৪), মৃদঙ্গ দর্পণ, তবলা তরঙ্গী, এস্রাজ তরঙ্গ, সঙ্গীত কেশরী (রাজা নরেন্দ্র খাঁ সহ)।

রামপ্রসাদ ঠাকুর (১৯শ শতাব্দী) কবিওয়ালা। ভ্রাতা : কবিওয়ালা নীলমণি ঠাকুর বা নীলুঠাকুর, হরু ঠাকুরের শিষ্য এবং রামবসুর প্রতিদ্বন্দ্বী। কবিগান রচয়িতা।

রামপ্রসাদ দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। পণ্ডিতগণ দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে পূর্ববঙ্গীয় এক ব্রাহ্মণ কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অনেকের মতে রামপ্রসাদ তিন বা চার জন। দ্বিজ রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মপুত্র তীরে জাত এবং ঢাকা জেলায় বিনীসাপুর গ্রামে কালী বাড়ীতে বাস করেন (১৭৪৫-৫০) ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। রামপ্রসাদ ঠাকুর বা পদ্ম ঠাকুর নামে পরিচিত। সঙ্গীত রচয়িতা। দ্বিজ রামপ্রসাদের অনেক গান রামপ্রসাদ সেনের গানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে। কবিওয়ালা রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ চক্রবর্তী (ঠাকুর) কলিকাতা সিমলা অঞ্চলের অধিবাসী। তাঁর ভ্রাতা নীলমণি চক্রবর্তী (ঠাকুর) সহ প্রতিষ্ঠিত কবির দল নীলু রামপ্রসাদের দল নামে পরিচিত।

রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮শ শতাব্দী) পিতা : জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা : রামায়ণ (পিতা-পুত্র যুগ্মভাবে) দুর্গাপঞ্চরাত্র। রামপ্রসাদের নিজস্ব রচনা : উত্তর কাণ্ড (১৭৯১ খ্রী :) কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব বর্তমান—রামরাসের বর্ণনাও আছে।

রামপ্রসাদ মৈত্র (১৮শ শতাব্দী) নিবাস : নাকালিয়া, পাবনা। ঐতিহাসিক ছড়া লেখক। ছড়ায় ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে ইংরাজের বিচার ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে।

রামপ্রসাদ সিংহ (১৯শ শতাব্দী) কবিওয়ালা ও কবিগান রচয়িতা।

রামপ্রসাদ সেন, কবিরঞ্জন (আঃ ১১২৭ বঙ্গাব্দ/১৭২০—১৮৮১ খ্রীঃ)। জন্ম : কুমারহট্ট (হালিশহর), নদীয়া (বর্তমানে উঃ ২৪ পরগণা)। পিতা : রামরাম সেন, পিতামহ : রামেশ্বর সেন। খ্যাতনামা শক্তি সাধক,—কবি ও গায়ক। বাঙ্গালা সংস্কৃত ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। অল্প বয়সেই কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি প্রকাশিত। পিতার মৃত্যুর পর ১৭।১৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় মুহুরির কর্ম করার কালে হিসাবের খাতায় শ্যামাসঙ্গীত লেখা দেখে

মনিব প্রীত হয়ে মাসিক ৩০·০০ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করায় সংসার চিন্তায় মুক্ত হয়ে কালী সাধনায় নিবিষ্ট। কৃষ্ণনগরের বৈষ্ণব আজু-গোঁসাই-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। সঙ্গীতে মুগ্ধ কৃষ্ণ-নগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত ১০০ বিঘা নিষ্কর জমি ও কবিরঞ্জন উপাধি প্রাপ্ত। স্বরচিত সুর সহযোগে স্বরচিত সঙ্গীত গায়ক। গানগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তিতে আন্তরিকতায়, ভাষার অনাড়ম্বর সারল্যে সহজ বাস্তব জগতের উপমা ব্যবহারে,—মাতাপুত্রের গভীর স্নেহের আদান-প্রদান জনিত বাৎসল্য রসের উৎসারে সর্বজনপ্রিয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্যামাসঙ্গীত ও আগমনী বিজয়ার গানের প্রবর্তক। রচনা: বিদ্যা-সুন্দর বা কালিকামঙ্গল কাব্য, শ্যামাসঙ্গীত ও কালীকীর্তন, আগমনী বিজয়ার গান বা উমাসঙ্গীত। রামপ্রসাদের গানে শাক্ত-বৈষ্ণবের মিলন তথা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রতিফলিত।

রামপ্রসাদ সেন (৩।২।১৩১৭/১৯১০—২৬।৯।১৯৮৭)। জন্ম: কার্তিক বসু লেন, কলিকাতা-৪। পিতা: রাজস্থানের জয়পুর রাজ্যের সংসারচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফটোগ্রাফার ও শিল্পী শরৎচন্দ্র সেন, মাতা: কেশবচন্দ্র সেনের খুড়তুতো ভগিনী সৌদামিনী দেবীর কন্যা কুমুদিনী। বৈদ্যবংশীয়। নিবাস: নাটাগড়, ২৪ পরগণা। সামরিক বিভাগের কর্মী (৫ বৎসর)—জয়পুর রাজপ্রাসাদের কর্মচারী,—আন্দামানে পি. ডব্লিউ. ডি-র কর্মী (৪ বৎসর)। শনিবারের চিঠি, মানসী, গল্পভারতী প্রভৃতি বহু পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধম্মপদ (কাব্যানুবাদ), দ্বৈপায়ন (আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস), ময়ূরের ডাকে (রাজস্থানের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত শনিবারের চিঠি পত্রিকায় প্রকাশিত), শৃগস্ত বিশ্বে (উপন্যাস—১৯৮৩)।

রামপ্রাণ গুপ্ত (৯।১১।১২৭৫/১৯।২।১৮৬৯—২৭।৫।১৩৩৪/১৩।৯।১৯২৭)। জন্ম: কেদার-পুর, মৈমনসিংহ, মৃত্যু: কলিকাতায়। পিতা: কৃষ্ণপ্রাণ গুপ্ত, মাতা: কাশীশ্বরী, পত্নী: প্রাণদাসুন্দরী। শৈশবে পিতৃহীন। গ্রাম্য পাঠশালা, দিনাজপুর জেলা স্কুল, সাঁকরাইল স্কুল, ও রিপণ কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃত-কার্য। দিনাজপুর কালেক্টরীতে শিক্ষা-নবীশ। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের পর নিজ জমিদারী পরিচালনা কার্যে ব্যাপৃত। টাঙ্গাইলের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট,—মিউনিসিপ্যাল কমিশনার। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সহযোগী,—পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি কুপ্রথার বিরোধী। টাঙ্গাইল ইউনিয়ন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাসের গবেষক ও প্রবন্ধকার। সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী, আরতি, নবনূর প্রভৃতি পত্রিকায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: হজরত মহম্মদ (১৩১১), মোগল বংশ (১৩১১), ব্রত-মালা (১৩১৪), পাঠান রাজবৃত্ত (১৩১৮), প্রাচীন ভারত (১৩২১) প্রাচীন ইসলাম কাহিনী (১৯১১), ভারতমালা, ভারতললনা (১৩২৩), প্রাচীন রাজমালা (১৩৩১), চেঙ্গিস খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ (১৩৭৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ: রিয়াজ-উস্-সালাতিন (সটীক বঙ্গানুবাদ—১৩১২)।

রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর। বাঁকুড়া জেলার কেঁচকা গ্রামের জমিদার। কৃষিক্ষেত্র ও কয়লা খনির মালিক। সখের

যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাতা। স্বরচিত পালা যাত্রাদলে অভিনীত। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামলীলা গীতাভিনয় ৩ খণ্ড (১৯০১)।

রামবন্ধু পট্টনায়ক (১৮৯৩—?) বি.এ.। জন্ম: রামচন্দ্রপুর, বাঁকুড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেশ দেশান্তরে, দীপদান, গুরু-দক্ষিণা।

রামবল্লভ দাস (১৭শ শতাব্দী) রচনা: বনপর্ব।

রাম বসু (১১৯৪/১৭৮৬—১২৩৬/১৮২৮) প্রকৃত নাম: রামমোহন বসু, মতান্তরে রামচন্দ্র বসু। জন্ম: হাওড়া শালিখায় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে। পিতা: রামলোচন বসু। কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় পিসীর বাড়ীতে থেকে বিদ্যাশিক্ষা। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনায় দক্ষ। ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি কবিয়ালদের দলে গায়ক,—পরে নিজস্ব কবিদলের সংগঠক। কবি-গানের আসরে বসে জবাব দেওয়ার রীতির প্রবর্তক। মহিলা কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বরীর প্রণয়ী হিসাবে পরিচিত। পুরাতন কবি-গানের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ প্রতিনিধি। মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে কবিগান অনুষ্ঠানের সময় মৃত্যু। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এবং শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা,—খেউড় গানে, বিরহের গানে এবং লহরা রচনায় দক্ষ। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক রাম বসুর ১৪৮টি সঙ্গীত সংগৃহীত।

রাম বসু (১২।১২।১৯২৫—) ছদ্মনাম: কনিষ্ক। জন্ম: তারাগুণিয়া, বসিরহাট মহকুমা, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস: ১২।২ এ, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট্, কলিকাতা—৬। উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলায় জরাইকেলা গ্রামে বাল্যকাল অতিবাহিত। পিতা: ললিত-কুমার বসু, মাতা: ইন্দুবালা। ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া এল্. এম্. এস্. হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪২), কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. কম্ (১৯৪৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কলেজ থেকে বি. কম্ (১৯৪৬)। খিদিরপুর ডকে ষ্টিভেডোর কোম্পানীর কর্মচারী,—হুগলী স্কুলের শিক্ষক,—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মী (১৯৪২—)। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য (১৯৪২—৫৩)। প্রথম কবিতা 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত। অরণি, অগ্রণী, পরিচয় ইত্যাদি বহু পত্রিকায় স্বনামে কবিতা ও প্রবন্ধ এবং ছদ্মনামে ছোটগল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: তোমাকে (১৩৫৭), যখন যন্ত্রণা (১৩৬১), দুঃখের দর্পণে (১৩৬০), অন্তরালে প্রতিমা (১৩৭২), হে অগ্নি প্রবাহ (১৩৭৪), কানামাছি (১৯৭২), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭২), মন্ত্র খুঁজি (১৯৮১), হোচিমিনের প্রিজন ডায়েরী (অনুবাদ)। কাব্যনাটক: ব্রীজ (১৩৭২), নীলকণ্ঠ (১৯৫৭), মলিন আয়না (১৩৭৬), পার্থ ফিরে এল (১৯৭৪), চার চোখ (তন্দ্রা থেকে ফেরা নাট্য সংকলনের অন্ত-র্ভুক্ত), গগন ঠাকুরের সিঁড়ি (পাহাড়ের ডাক ও আতসকাচের আলো সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ১৯৮৪)। ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস (কনিষ্ক ছদ্মনামে) মোগলহাটের সন্ধ্যা, তিন দুয়ারী ঘর, লেন বাই লেন, জঙ্গল জ্বলছে (১৯৭১), ঝাড়খণ্ড সীমান্ত (১৩৭২), আলোর আয়ু (১৯৭৩), বাঘবন্দী। ইতিহাস: জগৎ শেঠের কাহিনী (১৩৭২), বাদশার দেশে বিদেশী (১৩৭৩)।

রাম বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষ্ণচন্দ্র জীবন।

(ডঃ) রামবহাল তেওয়ারী (৫।৫।১৯৪০-) জন্ম: দেওরিয়া, উত্তর প্রদেশ, পৈতৃক

নিবাস : বরপার গ্রাম, দেওরিয়া, উত্তর প্রদেশ। বর্তমান নিবাস : ১৭, রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। মাতৃভাষা : হিন্দী। পিতা : গোমতি তেওয়ারী, মাতা : কলাবতী। বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৬), বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির থেকে আই. এস্. সি (১৯৫৮), বিশ্বভারতী বিদ্যাভবন থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬১), ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. (১৯৭৩)। বিশ্বভারতী পাঠভবন ও বিদ্যাভবনের বাঙ্গালা বিভাগের রীডার। বিশ্বভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, উদীচী, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, দেশ, যুগান্তর, আজকাল, প্রবাসী, অনুবাদ পত্রিকা, ধূসর পাণ্ডুলিপি, বসুধারা, কল্পন প্রভৃতি পত্রিকায় এবং আজ (বারাণসী), অবকাশ (ঐ), স্বরসৌরভ (আগ্রা) এবং দিল্লী ও অযোধ্যার নানা পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আধুনিক বাংলা ও হিন্দী ছন্দ (১৯৭৮), আধুনিক ওড়িয়া ছন্দ (১৯৮০), একে ইন্দু ছয়ে বিন্দু (হিন্দীকাব্যের বঙ্গানুবাদ), সুরপদরত্নাবলী (সুরদাসের ২৫৫টি পদের বঙ্গানুবাদ—মূলসহ—১৯৮৪)।

রামব্রহ্ম সান্যাল (১৮৫০—১৩।১০।১৯০৮) জন্ম : মুর্শিদাবাদের লালগোলায় মাতুলালয়ে, নিবাস : মহুলা, মুর্শিদাবাদ। পিতা : বৈদ্যনাথ সান্যাল। বহরমপুর কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তিন বৎসর পড়ে ও অর্থাভাবে লেখাপড়া ত্যাগে বাধ্য। উদ্ভিদ-জীবন ও জীববিজ্ঞানে পারদর্শী। পশুপক্ষীর জীবন বিষয়ে গবেষক। কলিকাতা চিড়িয়াখানা নির্মাণকালে (১৮৭৫) চিড়িয়াখানার পরিদর্শক, পরিকল্পনা ও নির্মাণ কার্যের ভারপ্রাপ্ত। একক প্রচেষ্টায় পশুশালা নির্মাণের (সমাপ্তি ১৮৯০) কৃতিত্বের অধিকারী। বিশ্ববিখ্যাত জীববিজ্ঞানী। ইউরোপে আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞানী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি (১৮৯৮)। কলিকাতা পশুশালার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। বিদেশের বিভিন্ন ম্যাগাজিনে জীববিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : Hours With Nature (১৮৯৬) বিজ্ঞান পাঠ।

রামমণি (১৬শ শতাব্দী ?) রজকিনী রামী নামে প্রসিদ্ধা। পদকর্তা চণ্ডীদাসের প্রেমিকা ও সাধনসঙ্গিনী হিসাবে সুপরিচিতা। এঁর নামে দুটি পদ পাওয়া গেছে।

রামময় শর্মা (১৯শ শতাব্দী) অনূদিত গ্রন্থ : মৃচ্ছকটিক (১৮৭৫)।

রামমোহন কবিরাজ, বিদ্যাবিনোদ। জন্ম : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রত্যক্ষ ফলদায়িকা, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা (সংকলন—১৮৬১), শিশুচিকিৎসা (১৮৭৩) প্রভৃতি।

রামমোহন চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের টীকা (১৮৭৬)।

রামমোহন ন্যায়বাগীশ (১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) গদ্য ও পদ্য রচনায় দক্ষ। রচনা : শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গরের গদ্যানুবাদ. শিহ্লন মিশ্রের 'শান্তি শতকের পদ্যানুবাদ।

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : মাটীয়ারী, নদীয়া। পিতা : বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনা : রামায়ণ (পদ্যানুবাদ—১৮৩৮)। রামমোহনের রামায়ণ ভক্তিরসাশ্রিত।

রামমোহন রায় (১৭৭২/৭৪—২৭।৯। ১৮৩৩)। ছদ্মনাম : ব্রজমোহন, শিবপ্রসাদ শর্মা। জন্ম : রাধানগর, হুগলী, মৃত্যু :

ব্রিষ্টল শহর, ইংলণ্ড। পিতা: রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: তারিণীদেবী ওরফে ফুলঠাকুরাণী, পিতামহ: ব্রজবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতামহ কৃষ্ণকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাদশাহ ফরুখশিয়ারের আমলে বাঙ্গালার সুবেদারের আমিন থাকায় রায় উপাধিপ্রাপ্ত। জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর রাধানগরে অতিবাহিত। পাটনায় আরবী ও কাশীতে সংস্কৃতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। রাধানগরের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রামের নন্দকুমার বিদ্যালংকার বা হরিহরানন্দ স্বামীর প্রভাবে কৈশোরেই আধ্যাত্মিক ভাবের ভাবুক। ১৫ বৎসর বয়সে হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী নামক গ্রন্থ রচনা করায় আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিরোধের ফলে পিতা কর্তৃক গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ায় তিব্বতে উপনীত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটন করে ৪ বৎসর পরে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত। ১৭৯১ খ্রীঃ পিতা লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে বাস করায় ভ্রাতৃগণসহ পৈতৃক জমিদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। পৈতৃক ও অন্যান্য সূত্রে জমি বাগান ও কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীর মালিক (১৭৯৬)। দুটি বড় তালুক খরিদ। কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায়ী। যশোরে কালেক্টর উডফোর্ডের দেওয়ান (৭।৩।১৮০৩)। মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে একেশ্বরবাদ বিষয়ে আরবী ফার্সী ভাষায় 'তুহফাৎ-উল্-মুবাহহিদ্দীন' গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ (আঃ ১৮০৩-৪)। রঙপুরের কালেক্টরির কর্মী (১৮১০) ও পরে সেরেস্তদার,—সিভিলিয়ান ডিগবীর দেওয়ান বা খাস কর্মচারী। স্থায়ী ভাবে কলিকাতাবাসী (১৮১৪)। চৌরঙ্গী ও মানিকতলায় গৃহ ক্রয়, মানিকতলায় রাজার মত জীবন যাপন। ধর্ম, সমাজ, দেশ, বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টিত। উপনিষদ ও বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন। একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মীয়সভার প্রতিষ্ঠাতা (১৮১৫)। পরে এই সভার ব্রাহ্মসমাজ নামকরণ (১৮২৮)। বেদান্তের একেশ্বরবাদ প্রচারের ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বিরোধ। ইউনিটেরিয়ান নামে ধর্মসভার প্রতিষ্ঠাতা (১৮২১)। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা (২০।৮।১৮২৮)। সমাজের নবনির্মিত ভবনে উপাসনার সূচনা (২৩।১।১৮৩০), ব্রাহ্মসমাজ ভবনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রার্থনার আয়োজন। প্রথম আচার্য্য হরিহরানন্দের ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন ও আইন পাশ (৪।১২।১৮২৯) রামমোহনের বিশিষ্ট কীর্তি। রাজনীতিক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবাদী। জুরী প্রথা প্রবর্তনের ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহী। ইংরাজী শিক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা (১১।১২।১৮২৩)। দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক রাজা উপাধি দানের দ্বারা সম্মানিত। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর কর্তৃক বাদশাহের দূত হিসাবে ইংলণ্ডে প্রেরিত। লিভারপুল বন্দরে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত (৮।৪।১৮৩১), পার্লামেণ্টে বৈদেশিক দূতের আসনে সম্মানিত, ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টায় সফলতা প্রাপ্ত। প্যারিসে যাওয়ার পর ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সম্বর্ধিত। ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল শহরে বসবাস কালে আটদিনের জ্বরে মৃত্যু। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, উর্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী ও ফার্সী ভাষায় পারদর্শী। পাণ্ডিত্য, দৈহিক শক্তি

ও সৌন্দর্য্যে অসাধারণ পুরুষ। বহু ফার্সী, ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতের নবজাগরণের প্রথম পুরুষ। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভারত পথিক' আখ্যায় সম্মানিত। কালী মীর্জার কাছে গান শেখার পর বাঙ্গালায় ধ্রুপদ রচনা ও কলিকাতায় ধ্রুপদের প্রচলনকারী। ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা। প্রথম যুগের গদ্য রচয়িতা। ধর্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়কএবং উক্ত দুই বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদ্যে গ্রন্থ রচনা করলেও বাঙ্গালা গদ্যের শৈশবে দৃঢ়তা সঞ্চারের জন্য 'বাঙ্গালা গদ্যের জনক' আখ্যায় সম্মানিত। সাহিত্যিক লালিত্য, মাধুর্য, ছেদচিহ্নের যথোপযুক্ত ব্যবহারের অভাব সত্বেও গদ্যভাষায় দৃঢ়তা ও প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা সঞ্চারের ফলে যুক্তিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা ও শাস্ত্রীয় আলোচনার উপযোগী করে গদ্যভাষায় সুদৃঢ় ভিত্তি দান রামমোহনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। ভাষার জনকত্ব আরোপ বিতর্কের বিষয় হলেও তাঁর রচনার দ্বারা বঙ্গভাষার শক্তিলাভের ঘটনা তর্কাতীত। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী (১৭৮৯), বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৬), তবলকার উপনিষৎ (কেনোপনিষদ,—অনুবাদ ১৮১৬), ঈষোপনিষৎ (অনুবাদ—১৮১৬), উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬-১৭), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭), কঠোপানিষৎ (অনুবাদ—১৮১৭), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (ঐ—১৮১৭), গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮) ঐ ২য় (১৮১৯), গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০), সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০), ব্রাহ্মণ সেবধি ও ব্রাহ্মন মিশনারী সংবাদ (১৮২১), চারি প্রশ্নের উত্তর (১৮২২), প্রার্থনাপত্র (১৮২৩), পাদরিশিষ্য সংবাদ (১৮২৩), গুরুপাদুকা (১৮২৩), পথ্যপ্রদান (১৮২৩), ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬), কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার (১৮২৬), বজ্রসূচী ১ম নির্ণয় (১৮২৭), গায়ত্র্যা পরমোপাসনা-বিধানং (১৮২৭), ব্রহ্মোপাসনা (১৮২৮), ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮), অনুষ্ঠান (১৮২৯), সহমরণ বিষয় (১৮২৯), গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩), ক্ষুদ্রপত্রী, আত্মানাত্মবিবেক (অনুবাদ), কুলার্ণবতন্ত্র ৫ম খণ্ড ১ম উল্লাস (ঐ)। ইংরাজী গ্রন্থ: The Governance of India, Freedom of the Press, Crusade against Suttee, Hindu Law of Inheritance, On Religion প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা: ব্রাহ্মণ-সেবধি (১৮২১), সম্বাদকৌমুদী (৪।১২। ১৮২১—), মীরাৎউল্ অখবার (২২।৪।১৮২২—ফার্সী)।

রামযাদব বাগচী এম্. ডি.। চিকিৎসক। সম্পাদক: মাসিক সাবিত্রী (মাঘ ১৩০৩)।

রামযাদব মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রোগনাশক ১ম (১৮৬৮)।

রামরতন মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু। সঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালীর গান'এ এঁর একটি গান সংকলিত হয়েছে।

রামরত্ন (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস: শ্রীহট্ট। রচনা: শ্রীচৈতন্য রত্নাবলী।

রামরত্ন দাস সরকার (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: রসিকরতন (১৭৮৬ শক), মানব দেহরতন (১৮৬৪), পদার্থসুধাসেতু। চিকিৎসাবিষয়ক: চিকিৎসারঞ্জন।

রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : ধর্মদহ, নদীয়া পূর্বপুরুষের নিবাস : বরেন্দ্রভূমি। রচনা : ভগবতী গীতা (দেবীভাগবত অনুসারে—১৮২১)।

(ডাঃ) রামরবি মুখোপাধ্যায়। চিকিৎসক, সাংবাদিক ও সমাজসেবী। বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদ, বাঁকুড়া ডেভলপ্‌মেন্ট সোসাইটি, বাঁকুড়া সম্মিলনী, মেডিক্যাল কলেজ ও বহু সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক : বাঁকুড়া দর্পণ (৪০ বৎসরের অধিককাল)।

রামরাজা (আঃ ১৭শ শতাব্দী)। জন্ম : চট্টগ্রাম। রচনা : মৃগলুব্ধ সংবাদ।

রামরাম বসু (১৭৫৭—৭।৮।১৮১৩)। জন্ম : চুঁচুড়া, হুগলী। খ্রীষ্টান মিশনারীদের মুন্‌সী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত। মিশনারীদের বাঙ্গালা শেখানোর ভারপ্রাপ্ত (৮।৩।১৭৮৭)। উইলিয়ম কেরী কলিকাতায় আগমন (১৭৯৩) করার পর কেরীর মুন্সী। শ্রীরামপুরে ব্যাপ্‌টিষ্ট্ মিশন প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালা বিদ্যালয় খোলার সময়ে উক্ত কর্মে নিযুক্ত (জুন, ১৮০০), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সহকারী পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত (১৮০১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : খ্রীষ্টস্তব, হরকরা (গস্‌পেল মেসেঞ্জার-এর অনুবাদ), খ্রীষ্টবিবরণামৃতং, রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র (বাঙ্গালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ,—জুলাই ১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা ফার্সীবহুল, লিপিমালার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ।

রামরামেন্দ্র কাব্যতীর্থ। জন্ম : কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত নাটক : আশীর্বাদ।

রামরুদ্র। রচনা : রামায়ণ (সুন্দরকাণ্ডের পুঁথির কয়েকটি পৃষ্ঠামাত্র পাওয়া গেছে)।

রামরূপ ঠাকুর (১৯শ শতাব্দী)। পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা কবিয়াল।

রামরূপ ভট্টাচার্য। জন্ম : চুঁচুড়া, হুগলী। গ্রন্থ : চরিত্র, ষণ্ডেশ্বর মাহাত্ম্য।

রামরেণু মুখোপাধ্যায় (১৯২৪—৬।৩।১৯৮০)। নিবাস : বাঁকুড়া। সম্পাদক : সাপ্তাহিক মল্লভূমি (বাঁকুড়া)।

রামলাল চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য : কবিতাকলাপ ২ ভাগ (১৮৭৩-৭৪), পদ্মমুকুল (১৮৭৪)।

রামলাল দাসদত্ত। জন্ম : চন্দননগর। হুগলী। কলিকাতায় বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষক। ফরাসী সঙ্ঘের কর্মচারী। শেষ বয়সে কাশীবাসী। গায়ক ও সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙালীর গান' এ কয়েকটি গান উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পাদক : মাতৃভূমি।

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯শ শতাব্দী)। কবি ও নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাল পরিণয়, কমলা, অনাথিনী বালিকা, বিদেশী, অভিষেক, প্রেমপাশা, চাঁদের হাট, অপরিচিতা, প্রেমের চিত্র, অদৃষ্ট, অশ্রুপূজা (কাব্য—১২৯১), প্রলাপ (কাব্য—১২৯২)।

রামলাল মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : শকুন্তলা, সুললিত ইতিহাস।

রামলাল মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাষণ্ডদলন, মহাশ্বেতার তাপসী বেশ (১৮৮৫)।

রামলাল সরকার। চিকিৎসক। তঙ্গুর (ভামোতে) সরকারী মেডিক্যাল অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্থ : নব্য বাঙ্গালী কর্তব্য, চীন দেশের সন্তান চুরি, সন্তান শিক্ষা, বিদ্যারম্ভ, আমার জীবনের লক্ষ্য।

রামলোচন দাস কবিরত্ন (×।৯।১১৯৮—৪।১০।১২৭৪ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: তেরখি, কাগমারি, মৈমনসিংহ। পিতা: কৃষ্ণকান্ত দাস। মাতা: যমুনা। জাতিতে বৈদ্য। নাটোর ও ঢাকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন,—প্রতিমা গঠন, চিত্রকলা ও তারপাশা শিল্পে দক্ষ। বারাকপুরের মুন্সী ও দিনাজপুর আদালতের সেরেস্তাদার। সঙ্গীত রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: প্রেমলহরী (দুবলহাটীর ভূস্বামী কাশীনাথের নির্দেশে রচিত, প্রকাশ—১২৭৬), সঙ্গীত রসোত্তর, সঙ্গীতামৃতসিন্ধু, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ (পদ্যানুবাদ,—বহড়া,—১২৫৫), কল্কিপুরাণ (পদ্যানুবাদ, তারকনাথ রায়ের নির্দেশে রচিত), পদ্মপুরাণের ব্রহ্মোত্তর খণ্ড (১২৫৫)।

রামলোচন দ্বিজ। পিতা: রামনারায়ণ, পিতামহ: সীতারাম। রচনা: স্ত্রীপর্ব (মহাভারত)।

রামলোচন দেবদাস (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস: চন্দনপুর, হুগলী। রচনা: বিক্রমাদিত্য রাজ্যোপাখ্যান।

রামশঙ্কর চৌধুরী (১৯১৬)। জন্ম: তিলুড়ী, বর্তমান নিবাস: আসানসোল, বর্দ্ধমান। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। বাল্যকাল থেকে সাহিত্য চর্চায় রত। ছোটদের পত্রিকা 'অংকুর'এ প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত (১৯৩২)। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের ফলে হাজতবাস (১৯৩০)। রেলওয়ের কর্মচারী (১৯৩৭—)। 'ষড়যন্ত্র' নাটক লেখার পর (১৯৬৭), সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে এক বৎসর কারাদণ্ডিত (১৯৪৮)। লোকসঙ্গীত সম্পর্কে গবেষক। সংক্রান্তি, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, পরিচয় ইত্যাদি পত্রিকার লেখক। দীপালী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: জাগরণের বাস্তবে (দীপালিতে প্রকাশিত), উত্তরণ, রেলকলোনীর মা, তিনপর্ব। গবেষণা: ভাদু ও টুসু।

রামশঙ্কর দত্তরায় (১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ/১৮শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। নিবাস: মানিকগঞ্জের ঘোলাপাড়ার নিকটবর্তী বায়রা গ্রামে। বৈদ্যবংশীয়। রচনা: রামায়ণ। আধ্যাত্ম রামায়ণ, বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও নিত্যানন্দের রামায়ণের সংমিশ্রণে রচিত। কাব্যটি সংহত ও পরিচ্ছন্ন। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারের দক্ষতা প্রশংসনীয়।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আঃ ১৭৬১—১৮৫৩ খ্রীঃ)। জন্ম ও মৃত্যু: বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা: গদাধর ভট্টাচার্য। বাঙ্গালায় ধ্রুপদ গান চর্চার প্রবর্তক। তৎ-প্রবর্তিত ধারা 'বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ' নামে পরিচিত। বাঙ্গালাভাষায় প্রথম ধ্রুপদ গান রচয়িতা। অনেকের মতে, বিষ্ণুপুরী ঘরানার আদি পুরুষ। বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য-সিংহের সভাগায়ক হিসাবে ভূমিপ্রাপ্ত। রাজসভায় ও স্বগৃহে বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রবর্তক। রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বিষ্ণুপুর গ্রন্থে কয়েকটি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে।

রামশঙ্কর সেন। নিবাস: সাহাপুর, সাতসইকা পরগণা। পিতা: বাবুরাম সেন। রচনা: সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় (১৬।৮।১৩০৯ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম: ফেউগ্রাম, নান্নুর, বীরভূম। পিতা: ক্ষুদিরাম গঙ্গোপাধ্যায়। কীর্ণাহার শিবচন্দ্র হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্সসহ স্বর্ণপদক লাভ করে বি. এ. (১৯২৪), ডেভিড

হেয়ার ট্রেণিং কলেজ থেকে ১ম বিভাগে বি. টি. (১৯৩০)। শিবচন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯২৪),—প্রধান শিক্ষক (১৯২৮-৬৫)। শিশির, যষ্টিমধু, সন্দীপন, লোকশক্তি, বুলবুল, বীরভূমি, দুর্গাপুরবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রূপান্তর (উপন্যাস), আশ্রমিকা (ঐ), চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে (গবেষণা)।

রামশরণ দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী) নামান্তর: রামসুন্দর। রচনা: ক্রিয়াযোগ সার (মাধব সুলোচনার উপাখ্যান ও গঙ্গামাহাত্ম্য অংশ পাওয়া গেছে)।

রামশাস্ত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: রহস্য-মন্দির (কলিকাতা—১৯২৫)।

রামসত্য মুখোপাধ্যায়। বিহার প্রবাসী। সম্পাদক: বিহারে প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় মাসিক 'তরঙ্গিনী' (মজঃফরপুর, বৈশাখ ১২৯০)।

রামসদয় ভট্টাচার্য্য (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক শুভকরী পত্রিকা (তালীগ্রাম, মে ১৮৬২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিক্রমোর্বশী (১৮৫৯), বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর (১৮৬৯), অদ্ভুত উপন্যাস (১৮৬১)।

রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ। মেট্রোপলিটান্ ইন্‌স্‌টিটিউসনের অধ্যাপক, পটলডাঙ্গা ট্রেণিং স্কুলের পণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক। সম্পাদক: পাক্ষিক কল্পলতিকা (১২৭৫), মাসিক প্রতিবিম্ব (১২৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: আশমানের নক্‌সা (১৮৬৮)।

রামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ততীর্থ। জন্ম: কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী। নৈহাটীতে বঙ্কিম চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রাচীন চিত্র (সমালোচনা-১৩৩২), অপ্রকাশ (প্রবন্ধ), মালঞ্চ (কাব্য), বঙ্কিমচিত্র (সমালোচনা)।

রামসুন্দর রায় (১৯শ শতাব্দী)। যুগ্ম সম্পাদক: মাসিক পাবনা দর্পন (পাবনা, মার্চ ১৮৬৫)।

রামসুন্দর রায় (১৯শ শতাব্দী) কবিগান রচয়িতা। নীলু ঠাকুরের কবির দলে গান লেখক। ভোলা ময়রা, রাম বসু প্রভৃতির সমসাময়িক। প্রাচীন 'ওস্তাদি কবির গানে' কয়েকটি সঙ্গীত সংকলিত।

রামসেবক বিদ্যারত্ন। রচনা: বিষ্ণু-পুরাণ (বঙ্গানুবাদ)।

রামহরি (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: শ্রীরামপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা পঞ্জিকা (প্রথম মুদ্রিত পঞ্জিকা—১৮১৮)।

রামহরি ভট্টাচার্য, সাহিত্যভূষণ (১৮৭৩-১৯৫৬)। পূর্বস্থলী ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্‌টিটিউসনের শিক্ষক। যশোরে চঁয়ড়া রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার। কৃষিতত্ত্বে অভিজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ: মাধবীর বিদ্রোহ, মনুবংশ, বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ, বাঁচিবার উপায়, Adventure of Makar Ketan.

রামাই পণ্ডিত (আঃ খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী)। ধর্মপূজার প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধ। ধর্মপূজার আদি পুরোহিত। নিবাস: বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার অন্তর্গত খড়িনদীর তীরে ভাদা গ্রামে। এই গ্রামে রামাই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত যাত্রাসিদ্ধি ধর্মঠাকুর ও রামাই পণ্ডিতের সমাধিস্থান বর্তমান। নিকটে হরিশ্চন্দ্র রাজার ঢিপি ও রোহিতাশ্ব গড় অবস্থিত। অনেকেই রামাই পণ্ডিতের ঐতিহাসিকতায় সন্দিহান। অনেকের মতে রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত পুঁথিগুলি এক ব্যক্তির নয়। রচনা: শূন্যপুরাণ (বৌদ্ধ-প্রভাবিত যুগে গদ্য পদ্যময় বাঙ্গালা গ্রন্থ), ধর্মপূজাবিধান (ধর্মঠাকুরের পূজা পদ্ধতি), অনাদ্যের পুঁথি।

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় (১৮২৯—১৯১৪)। জন্ম : শাকনাড়া, বর্ধমান,। মৃত্যু : কাশীধামে। পিতা : রামনারায়ণ ভট্টাচার্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা : প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। ১৪ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজ থেকে সিনিয়র বৃত্তি পাশ। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য পাঁচ বৎসরের জন্য সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেই বৎসরেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৫৭)। দেড় বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর অফ্ স্কুল হিসাবে কর্মরত। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা জেলায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে (১৮৬৬-৬৭) ও বিহারের দুর্ভিক্ষে (১৮৭৪) ত্রাণকার্যে ব্রতী। অবসরপ্রাপ্ত (১৮৯২)। নিজগ্রামে দীঘি খনন, মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনহিতকরকার্যে নিযুক্ত। রায়বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত (১৮৯৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংস্কৃত : আত্মচিন্তন, আচারচিন্তন। বাঙ্গালা গ্রন্থ : পুলিশ ও লোকরক্ষা (১৮৯২), প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনচরিত ও কবিতাবলী (১৮৯২), নিকাশ আখেরি বা পরিণাম।

রামানন্দ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : রসতত্ত্ববিলাস।

রামানন্দ। বর্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্রের আশ্রিত। রচনা : শাক্তপদাবলী।

রামানন্দ আচার্য। রচনা : কাব্যপ্রকাশ।

রামানন্দ গুণনিধি (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : আর্যাছড়া।

রামানন্দ ঘোষ (১৭শ শতাব্দী)। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে জাতিতে কায়স্থ, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে সদ্‌গোপ, ডঃ সুকুমার সেনের মতে আগরি। রচনা : রামায়ণ। পুঁথি বর্ধমান জেলার কালনা থেকে প্রাপ্ত। কবি মুসলমানের অত্যাচার দূর করার জন্য নিজেকে বুদ্ধের অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধধর্ম, শক্তিভক্তি ও রামোপাসনার সম্মিলন ঘটেছে এই কাব্যে। কাব্যে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের উল্লেখ আছে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (২৮।৫।১৮৬৫—৩০।৯।১৯৪৩)। ছদ্মনাম : কৃষ্ণসুন্দর। দ. হ. ডমরুধর, D. পীরু। জন্ম : পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা : হরসুন্দরী, পত্নী : মনোরমা। সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্। বাঁকুড়া স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স (১৮৮২), সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১ম বিভাগে ৪র্থ স্থান অধিকার করে এফ্. এ. (১৮৮৫), সিটি কলেজ থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে রিপন বৃত্তি লাভ করে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৮৮৮), ইংরাজীতে এম্. এ. (১৮৯০)। প্রতি পরীক্ষাতেই বৃত্তিপ্রাপ্ত। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (১৮৮৯)। সিটি কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপক, পরে মাসিক ১০০্ বেতনে পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক (১৮৮৮-৯৫), এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৯৫—১৯০১), বিশ্বভারতীর অবৈতনিক অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ (১৯২৪-২৫)। কলেজে অধ্যয়নের কাল থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এলাহাবাদ ত্যাগ করে কলিকাতাবাসী (১৯০৮)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক (১৯১০), সভাপতি (১৯২২)। লীগ্ অফ্ নেশনস্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইউরোপ গমন (১৯২৬)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের

মূল সভাপতি (১৯২৩, ১৯৩১), সেকেণ্ডারী এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য। নিরপেক্ষ নির্ভীক দৃঢ়চেতা সাংবাদিক। সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ, স্যর্ আশুতোষ, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মনীষীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জগদীশচন্দ্রের সাহায্যে শিশুদের মাসিক পত্রিকা 'মুকুল'-এর প্রতিষ্ঠাতা (১৮৯৫)। হিন্দী মাসিক 'বিশাল ভারত' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৭)। সম্পাদক : মাসিক ধর্মবন্ধু (১৩০৪), মাসিক দাসী (১৮৯২), মাসিক প্রদীপ (১৩০৪), মাসিক প্রবাসী (এলাহাবাদ থেকে প্রথমে প্রকাশিত—১৩০৮, পরে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ১৯০৮), মাসিক Modern Review (এলাহাবাদ থেকে ১ম প্রকাশ-১৯০৭, পরে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত, ১৯০৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : আরব্যোপন্যাস ১ম (১৯০৬), ঐ ২য় (১৩১৭), ঐ ৩য় (১৩২৪), রাজা রবিবর্মার জীবনী (১৯০৭), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৯১), সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম (১৮৯৪), ঐ ২য় (১৯০৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ : কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৯০৯), সচিত্র অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত (১৯২৬), Towards Home Rule ৩ ভাগ (১৯১৭-১৮), Rammohan Ray and Modern India (১৯১৮), Chatterjee's Picture Albums ১৭ খণ্ড (১৯২০), The Golden Book of Tagore (১৯৩১)।

রামানন্দ নন্দী (১১৮০ বঙ্গাব্দ—?) জন্ম : রাহুতা, ২৪ পরগণা। পিতা : আনন্দ-চন্দ্র নন্দী। প্রথমে নিতাই দাসের কবি দলের গীত রচয়িতা। ৪।৫ বৎসর নিতাই দাসের দলে থাকার পর নীলু ঠাকুর, ভবানী বেনে প্রভৃতির কবি দলের সঙ্গে যুক্ত,—শেষে নিজস্ব কবিদলের প্রতিষ্ঠাতা ও সঙ্গীত রচয়িতা।

রামানন্দ নাড়া বা দ্বিজ। পল্লী কবি। রচনা : গাঁজা ও তামাকুর গান।

রামানন্দ ন্যায়বাগীশ। জন্ম : রূপসা গ্রাম, ফরিদপুর। পেশা : কথকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গরুড়ের দর্পচূর্ণ, সত্যভামা।

রামানন্দ বসু (১৬শ শতাব্দী)। জন্ম : কুলীন গ্রাম, বর্ধমান। পিতা : মালাধর বসু গুণরাজ খান, মতান্তরে মালাধরের পুত্র সত্যানন্দ বসু। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও পার্ষদ। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী ও বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

রামানন্দ মিশ্র (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : রসতত্ত্ববিলাস।

রামানন্দ যতি (১৮শ শতাব্দী)। ধর্মমতে রামায়েৎ বৈষ্ণব বলে অনুমিত, সংস্কৃতজ্ঞ। উড়িষ্যায় সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা টিপ্পনী রচয়িতা। রচনা : রামায়ণ (১৭৬২), চণ্ডীমঙ্গল (১৭৬৬)। রামায়ণে তুলসীদাসের প্রভাব আছে। কাব্য-দ্বয়ে উচ্চ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরামের নিন্দা আছে।

রামানন্দ রায় (?—১৫৩৪)। রায় রামানন্দ নামে পরিচিত। জন্ম : কটক, উড়িষ্যা। পিতা : ভবানন্দ পট্টনায়ক, ভ্রাতা : বাণীনাথ পট্টনায়ক। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ-রুদ্র দেবের প্রধান কর্মচারী ও বিদ্যানগরের শাসন কর্তা। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান উড়িয়া ভক্ত ও পার্ষদ। গোদাবরীতীরে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও বিদ্যানগরে সাধ্যসাধনতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। রচনা : জগন্নাথ বল্লভ নাটক (সংস্কৃত), ব্রজবুলিভাষায় রচিত পদাবলী। 'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ

ভেল' ইত্যাদি গানটি সুপ্রসিদ্ধ এবং মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়।

রামানন্দ সাও (৮।৯।১৯৩৬—) বি. কম্.। জন্ম: ফতেপুর দীনুমিস্ত্রীর বাগান, গার্ডেন রীচ, কলিকাতা। পিতা: মুনিলাল সাও। চাকুরিজীবী। ১৯৫০ সাল থেকে গল্প উপন্যাস ও কবিতা রচনায় নিরত। পুষ্পরাগ, জীবন দর্পণ, মধুচক্র, আহুতি, পদধ্বনি, আবেগ, ভগ্নদূত, অগ্নিশিখা, অন্তরালে, সাহিত্যরূপ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য: শপথের দিন।

রামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: অদ্বৈত চিন্তার আদর্শ মণ্ডপ।

রামাবতার সাহিত্যাচার্য। সম্পাদক: মিত্রগোষ্ঠী পত্রিকা (১৮২১-২৮ শকাব্দ)।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (২০।৮।১৮৬৪/ ৬।৫।১২৭১—৬।৬।১৯১৯/২৩।২।১৩২৬)। জন্ম: টেঁয়া বৈদ্যপুর, জেমো, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। পিতা: গোবিন্দ সুন্দর ত্রিবেদী, মাতা: চন্দ্রকামিনী। পত্নী: জেমো রাজবাড়ীর নরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা ইন্দুপ্রভা। গ্রাম্য বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি, কান্দি ইংরাজী সংস্কৃত স্কুল থেকে ১ম স্থান অধিকার করে এনট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ২য় স্থান অধিকার করে এফ্. এ. (১৮৮৩), বিজ্ঞানে অনার্স সহ ১ম স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৮৫), বিজ্ঞানে ১ম স্থান অধিকার করে সুবর্ণ পদক পুরস্কার সহ এম্. এ. (১৮৮৭), পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে পি. আর্. এস্. (১৮৮৮)। প্রেসিডেন্সী কলেজের ল্যাবরেটারিতে বিনা বেতনে দুই বৎসর গবেষক। কিছুকাল আইন অধ্যয়ন। রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক (১৮৯২), পরে অধ্যক্ষ (৪।৬।১৯০৩—)। আশৈশব সাহিত্যানুরাগী। নবজীবন পত্রিকায় 'মহাশক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত (১২৯১)। পরে নবজীবন, সাহিত্য, সাধনা, ভারতী প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এই আন্দোলনে দেশব্যাপী অরন্ধন পালনের পরামর্শদাতা ও উদ্যোক্তা (১৯০৫)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক (১৩০১—১৩১৮), সহসভাপতি (১৩২২-২৩), সভাপতি (১৩২৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য (১৮৯৪—১৯১৯), কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি (১৩২০)। জাতিভেদ প্রথার বিরোধী,—উগ্র স্বদেশ প্রেমিক,—সাহিত্য পরিষদের উন্নতির মূল স্তম্ভস্বরূপ। সূক্ষ্ম হিউমারের সঙ্গে সহজ সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয় আলোচনায় অসাধারণ দক্ষ। প্রবল স্বদেশ প্রেম, প্রাঞ্জলতা, সরসতা এবং গভীর রসবোধ প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য। সম্পাদক: ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৩০৬—১০, ১৩২৪—২৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রকৃতি (১৩০৩), জিজ্ঞাসা (১৩১০), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (বঙ্গানুবাদ—১৯১১), মায়াপুরী (১৯১১), কর্মকথা (১৯১৩), চরিত-কথা (জীবনী ১৯১৩), বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৯১৪), শব্দকথা (১৯১৭), ধর্মের জয় (১৯২০), নানা কথা (১৯২৪), বিচিত্র জগৎ (১৯২০), বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্যে রচিত—১৯০৬), Aids to Natural Philosophy.

রামেন্দু দত্ত (১৯০০—১৯৬০)। কবি ও গল্প লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: দুলালী, রসায়ন (১৯৩২), ভুলের ফুল (১৯৩২)। কাব্য: মঞ্জরী, মঞ্জুলা (১৯৩৩)।

রামেশ্বর (১৭শ/১৮শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব

সাধনা নিবন্ধ লেখক। রচনা : কলিকলুষ-বিমোচন (পুঁথির লিপিকাল—১২১০), হাটপত্তন।

রামেশ্বর চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য (আঃ ১৬৬৭--১৭৪৪ খ্রীঃ)। জন্ম : মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের অন্তর্গত বরদা পরগণায় যদুপুর গ্রামে। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী। বেণীসংহার নাটক রচয়িতা ভট্টনারায়ণের বংশধর। নিবাস : কাঁসাই নদীর তীরবর্তী অযোধ্যানগর। পিতামহ : বেদজ্ঞ পণ্ডিত গোবিন্দ চক্রবর্তী। পিতা : লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য পদবী গ্রহণ করেন। মাতা : রূপবতী, দুই পত্নী : সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। দুর্দান্ত জমিদার শোভা সিংহ বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর অধিকার করার পরে শোভা-সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হেমৎ সিংহ (হেমন্ত সিংহ) কর্তৃক স্বগ্রাম থেকে বিতাড়িত (১৬৯৭-৯৮) হয়ে মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামন্ত রাজা রাম সিংহের সভায় পুরাণ পাঠকের পদ প্রাপ্ত। রাম সিংহের অনুগ্রহে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী অযোধ্যা নগরের অধিবাসী। রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত মহামায়া ও অভয়ার পূজারী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড় চক্রবর্তীর নিকট তন্ত্রমতে দীক্ষিত ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত। সাধক কবি নামে পরিচিত। রাম সিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবন্ত সিংহের সভায় সভাকবি। যশোবন্তের সময়ে শিব সংকীর্তন কাব্য সমাপ্ত হয়(১৭১১-১২)। বৈশাখী পূর্ণিমায় মৃত্যু দিনে যদুপুর গ্রামে অষ্টপ্রহর ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয়। কবি হিন্দী, উর্দু, ফার্সী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। রচনা : সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন (১৭১১), শীতলামঙ্গল। হিন্দী, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরিচয় আছে সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে, সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় আছে শিবায়ন কাব্যে। শিবায়ন কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, হর-পার্বতীর লৌকিক কাহিনীতে বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ। হাস্যরস, কাব্যকলার সচেতন অনুশীলন সত্ত্বেও শিব-সংকীর্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মে উন্নীত হতে পারে নি। দেবদেবী চরিত্রে মানবিকতার আরোপ, অনুপ্রাসের বাহুল্য চরিত্র পরিকল্পনায় দক্ষতার অভাব, গ্রাম্য হাস্য-পরিহাস, স্থূল রঙ্গরস, বৈষ্ণবতা, গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি শিবায়নের বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট রাগ্-ভঙ্গীর প্রকাশে এবং বাস্তব জীবনের মনোরম বর্ণনায় শিবায়ন দোষত্রুটি সত্ত্বেও মধ্যযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাব্য।

রামেশ্বর দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : দণ্ডীপর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে)।

রামেশ্বর দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। পুঁথি উত্তর বঙ্গে প্রাপ্ত। রচনা : গোবিন্দমঙ্গল বা গোবিন্দ বিজয়, জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা।

রামেশ্বর নন্দী (১১১১ বঙ্গাব্দ—?) জন্ম : নন্দীপুর, মৈমন সিংহ। রচনা : মহাভারত (আদিপর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে), ক্রিয়াযোগ সার (পদ্যানুবাদ—লিপিকাল—১৭৩৪ শকাব্দ), মঙ্গলচণ্ডী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী। পূর্ববঙ্গের মনসা-মঙ্গল কাব্যে রামেশ্বরের ভণিতা আছে।

রামেশ্বর প্রসন্ন সেন। পিতা : কবিরাজ হরিশ্চন্দ্র সেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : হর্ষবর্ধন।

রায় অনন্ত (১৭শ শতাব্দী)। পদকর্তা অনন্ত দাস থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। বৈষ্ণব পদকর্তা। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা চৈতন্য নিত্যানন্দ বন্দনামূলক দুটি পদ রায় অনন্ত ভণিতায় পাওয়া গেছে।

রায় চম্পতি। চম্পতি রায় দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড)।

রায় নারায়ণ বিশ্বাস পরামাণিক (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাভারতের প্রকৃত দর্শন (১৮৭৯)।

রায় বসন্ত (১৬শ শতাব্দী)। কোন কোন পদে দাস বসন্ত ভণিতায় ব্যবহৃত। রাজা প্রতাপাদিত্যের বসন্ত রায় থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। কবি গোবিন্দ দাসের বন্ধু ও নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য। ব্রাহ্মণ বংশজাত। শেষ জীবনে বৃন্দাবনবাসী। গোবিন্দদাস কবিরাজের তিনটি ব্রজবুলির পদে রায় বসন্তের নাম উল্লিখিত। পদকল্পতরুতে রায় বসন্তের ৫১টি পদ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৯টি পদ ব্রজবুলিতে রচিত। রায় বসন্তের পদে সহজ ভাষায় সহজ ভাবে প্রাণের কথা প্রকাশিত। পদগুলির স্বভাব সৌন্দর্য আকর্ষণীয়।

রায় শেখর (১৭শ শতাব্দী)। গোবিন্দদাস কবিরাজের পরবর্তী বৈষ্ণব কবি। ভণিতায় রায় শেখর, কবি শেখর রায়, শেখর, শেখর দাস, কবি শেখর, নব কবি শেখর, নৃপ কবি শেখর নাম থাকায় একাধিক কবির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কোন পণ্ডিত সন্দিহান। পদকল্পতরুতে উক্ত বিভিন্ন ভূমিকায় ১৭৯টি পদ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে ব্রজবুলিতে রচিত পদের সংখ্যা ৯০। কারো মতে কবির প্রকৃত নাম: শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর। কবি নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত; সম্ভবতঃ জমিদার সন্তান। জন্ম: পরাণগ্রাম, বর্ধমান। বিদ্যাপতির কোন কোন পদে রায় শেখরের ভণিতা দৃষ্ট হয়। গোবিন্দদাসের অনুসরণে ব্রজবুলি ভাষায়, সরল বাঙ্গালা ভাষায় ও লোচন দাসের ধামালি অনুসরণে চটুলভাষায় পদাবলী রচয়িতা। বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের সমকক্ষ না হলেও ১৭শ শতাব্দীতে পদকর্তাদের মধ্যে রায় শেখর বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় (২৮।১২। ১৩৩৪—) ছদ্মনাম: দেবদূত। জন্ম: নায়না, ডোমজুড়, হাওড়া, নিবাস: ২৫।৩এ, মান্নাপাড়া লেন, বরাহনগর. কলিকাতা—৯০। পিতা: কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, মাতা: বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রবেশিকা পাশ (১৯৪৫)। দমদমে মেসার্স মোটর এণ্ড মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ-এর কর্মী (১৯৫০—)। গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনী লেখক। ত্রৈমাসিক পটভূমি পত্রিকায় (বাগ্‌বাজার কলিকাতা) প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত (১৩৯১)।

রাসবিহারী দাস। সম্পাদক: সাপ্তাহিক সারস্বত পত্র (১২৯০)।

রাসবিহারী বসু (২৫।৫।১৮৮৫—×।১। ১৯৪৫)। জন্ম: সুবলদহ, বর্ধমান, মৃত্যু: জাপানে। পিতা: চন্দননগর নিবাসী বিনোদ বিহারী বসু। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও স্বদেশ প্রেমিক। মর্টন স্কুল ও ডুপ্লে কলেজের ছাত্র। চন্দননগরে অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে বিপ্লবী কানাই দত্ত, শ্রীশ ঘোষ, মতিলাল রায় প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—বারীন ঘোষ সংগঠিত মুরারিপুকুর বাগানে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। দেরাদুনে ফরেষ্ট্ রিসার্চ ইনস্‌টিটিউটের হেড্ ক্লার্ক। দেশবিদেশের বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত। বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে (উত্তর প্রদেশ) বিপ্লবীসংস্থার সংগঠক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে ও সৈন্যদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টার জন্য ও কয়েকটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার কর্তৃক

পুরস্কার ঘোষণা। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় নাম প্রকাশিত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয়ে পি. আর্. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানে উপনীত হওয়ার পর টোকিও ইণ্ডিয়ান লীগের প্রতিষ্ঠাতা,—জাপান থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালক। জাপান মিত্র পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় (ডিসেম্বর ১৯৪১) প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ্ সঙ্ঘ' বা 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্‌স্ লীগ অফ্ ইষ্ট্ এসিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা। নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানে গেলে তাঁর হাতে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণকারী। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র জাপানী ভাষায় অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাসবিহারীর আত্মকথা ও দুষ্প্রাপ্য রচনা (সম্পাদক, অমল কুমার মিত্র)।

রাসবিহারী ভট্টাচার্য (১৪।৭।১৩০৮—৩।৯।১৩৫২ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: বাহিরগাছি, নাকাশীপাড়া, নদীয়া, মৃত্যু: বর্ধমান শহরে। পিতা: কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য, মাতা: বিন্দুবাসিনী। সাহিত্যিক,—স্বদেশ প্রেমিক,—বিপ্লবী আন্দোলনের সহায়ক। চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহের নায়ক 'মাষ্টার দা' সূর্য সেনের সহকারী। মহাত্মা গান্ধী বর্ধমান শহরে আগমন করলে (৮।৫।১৯২৫) মাষ্টারদার নির্দেশে বর্ধমানের মহারাজ বিজয় চাঁদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে মাষ্টার দার নিকটে প্রেরণকারী। পেশায় চিকিৎসক। বর্ধমান রাজ বিজয় চাঁদ মহতাবের পারিবারিক চিকিৎসক। বর্ধমানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসারের উদ্দেশ্যে 'ফ্রেণ্ডস্ এসোসিয়েশন' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতি শনিবারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৈঠকের উদ্যোক্তা। স্বাধীনতা সংগ্রামের নিষ্ঠাবান নির্ভীক,—জাতীয়তাবাদী কর্মী। অন্যতম সম্পাদক: শান্তিজল (বর্ধমান জেলার প্রথম মাসিক পত্রিকা)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ত্যাজ্যপুত্র (উপন্যাস), ভদ্রা (নাটক), গিন্নী দায় (প্রহসন)।

রাসবিহারী মণ্ডল ('?'—৯।৯।১৯৬৬)। ছদ্মনাম: শ্রীবাসব। কথাসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অগ্নি পরীক্ষা, আগাছা, (১৯৩১), আগুন ও রোঁয়া, আঁকাবাঁকা, ঝিকি-মিকি, পরাহত, প্রদীপ ও শিখা; স্ফুলিঙ্গ, দিদির বর (১৯০২)।

রাসবিহারী মল্লিক (১৯০১—১৯৭৬)। ছদ্মনাম: রসরাজ। কবি জীবনীকার ও ব্যঙ্গলেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বংশগৌরব, বৈশ্য ইতিহাস, দাদু শ্রীরামকৃষ্ণ, যদুনাথ মল্লিকের জীবনকথা।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪—১৯২৪)। জন্ম: হুগলীর উত্তর পাড়ার জমিদার বংশে। পিতামহ: জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। সম্পাদক: উত্তর পাড়া মাসিক পত্রিকা (শ্রাবণ, ১২৭৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: পতঞ্জলি যোগদর্শন (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৯৫), Philosophical Dialogues and Fragrants (লণ্ডন—১৮৮৯)।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় (১২৩২/১৮২৫—২৮।১২।১৩০৪/১৮৯৭)। জন্ম: তারপাশা, বিক্রমপুর, ঢাকা। তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তারক চন্দ্রের দ্বারা পালিত। বহুবিবাহের পক্ষপাতী, গোঁড়া কুলীন খুল্লতাত কর্তৃক অর্থলোভে অল্প বয়সে ১৪ বার বিবাহিত। ২৫ বৎসর বয়সে পিতৃব্যের কাছ থেকে পৃথক হয়ে মৈমন সিংহের জমিদার বাড়ীর তহশীলদার নিযুক্ত। সমাজ সংস্কারে উদ্যোগী,—কৌলিন্য ও কুলাচারের বিরুদ্ধে

আন্দোলনকারী। কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে বহু সঙ্গীত রচয়িতা। কুলীন ব্রাহ্মণকন্যার দুর্দশা সম্পর্কিত সঙ্গীতগুলি মর্মস্পর্শী। সম্পাদক: মাসিক কুলকীর্তন (১২৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বল্লালী সংশোধনী, রমনী-মোহন কাব্য, বিদ্যাবিধি, শৈশব জ্ঞানচন্দ্রিকা, সীতার বনবাস (১৮৬৮), কুলীন কীর্তন (১৮৭৪), সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত (১৮৭৫)।

রাসবিহারী রায় (×।১১।১৯০৫ / ১৩১২—) এম্. এ. (ইংরাজী) বি. টি.। জন্ম: মেদিনীপুর শহরের মীরবাজারে জকপুরের রাজবংশে। নিবাস: ১৬এ, নিমতলা লেন, কলিকাতা—৬। পিতা: পূর্ণচন্দ্র রায়, মাতা: জ্ঞানদা। জাতিতে কায়স্থ। মেদিনীপুর টাউন স্কুল, মেদিনীপুর কলেজ, শ্রীরামপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক,—নিখিল বঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের লেকচারার। কলেজে পাঠ্যাবস্থা থেকেই সাহিত্যচর্চায় নিরত। কলিকাতার বহু সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য,—West Bengal Historical Record Regional Committee-র সভ্য। অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, যুগান্তর, বেতার জগৎ, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃত, ইলাস্ট্রেটেড্ ইণ্ডিয়া, নেশান, গণবার্তা, সন্দীপন, নব বঙ্গ, বর্তমান, মেদিনী বাণী, কিশোর বাংলা, সেবাব্রতী, পল্লীবাংলা, লোকসেবক, সাহিত্য-তীর্থ, যষ্টিমধু, কিশোর কল্যাণ, দৃষ্টিপাত প্রভৃতি পত্রিকায় তিন শতাধিক প্রবন্ধ, গল্প, রসরচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত। প্রধান সম্পাদক: সন্দীপন, মাসিক মেদিনী বাণী। সম্পাদক: ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী পত্রিকা। যুগ্ম সম্পাদক: মেদিনীপুর পত্রিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিচিত্র, কিম্বদন্তীর আঙ্গিনায়, ভারত-গৌরব রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর পরিচয়, বিবাহ বিচিত্রা, কিশোর বিচিত্রা প্রভৃতি।

রাসবিহারী শীল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য: উত্তরা বিলাপ।

রাসবিহারী সরকার (১৩।১১।১৩১৭/ ১৯১১—২৯।৩।১৯৭৯)। জন্ম: রসুলপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা (অধুনা বাংলাদেশ), মৃত্যু: খোয়াই, ত্রিপুরা। পিতা: রাম-নারায়ণ রায়, মাতা: কুসুমকুমারী। আই. এ. পাশ। শিক্ষক। খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত কাব্য: কিশলয় (১৯৭৬)।

রাসসুন্দরী দেবী, সরকার (১৯শ শতাব্দী) পুত্র: কিশোরীলাল সরকার, দৌহিত্রী: সরলা বালা সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমার জীবন (মহিলা লিখিত প্রথম আত্মজীবনী—১৮৭৬)।

রাসু-নৃসিংহ (১৭২৮—১৮০৭) খ্যাতনামা কবিয়াল। কারো কারো মতে রাসু নৃসিংহ দুই সহোদর, রাসুর মৃত্যু: ৭২ বৎসর বয়সে ১৮০০ খ্রীঃ। নৃসিংহের মৃত্যু আরও কয়েক বৎসর পরে। জন্ম: হুগলী চন্দননগরের নিকটবর্তী গোন্দল পাড়ায় সম্ভবতঃ কায়স্থ বংশে। পিতা: আনন্দীনাথ রায়। চুঁচুঁড়ায় মাতুলালয়ে থেকে মিশনারী স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের নিকট সঙ্গীতকলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। সখী সংবাদ ও বিরহের গান রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁদের কয়েকটি গান সংকলিত।

রাহাত খান (১৬।১২।১৯৩০—)। জন্ম: জাওয়ার, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। সাংবাদিক। দৈনিক ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক। গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৩), আবুল মনসুর স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮০), সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার (১৯৭৯) ও হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: অনিশ্চিত লোকালয় (১৯৭২), অন্তহীন যাত্রা (১৯৭৫), ভালমন্দের টাকা (১৯৮১), আপেল সংবাদ (১৯৮৩)। উপন্যাস: অমল ধবল চাকরি (১৯৮২), এক প্রিয়দর্শিনী (১৯৮৩)। শিশু সাহিত্য: দিলুর গল্প (১৯৬৭), হবু রাজা গবু মন্ত্রী (১৯৮১), হাজার বছর আগে (১৯৮২), হাসি কান্নার চিকিৎসা (১৯৮৩)।

রিজিয়া রহমান (২৮।১২।১৯৩৯—)। জন্ম: কলিকাতায়, নিবাস: ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ, (১৯৬৭)। অধ্যাপিকা। উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা(১৯৭৮)। প্রকাশিত গল্প: অগ্নি সাক্ষরা (১৩৭৪)। উপন্যাস: ঘর ভাঙ্গা ঘর (১৯৭৪), উত্তর পুরুষ (১৯৭৭), রক্তের অক্ষর (১৯৭৮), রং থেকে বাংলা (১৯৭৮), অরণ্যের কাছে (১৯৭৯), শিলায় শিলায় আগুন (১৯৭৯), অলিখিত উপাখ্যান (১৯৮০), ধবল জ্যোৎস্না (১৯৮০), সূর্য সবুজ রক্ত (১৯৮০)।

রিয়াজুদ্দিন মুন্সি। জন্ম: নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। কলিকাতা নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ষাঁড়ের মস্কর নামা ২য় খণ্ড (১৩১৬), কেশ রাম (১৩১৮)।

রিয়াজুদ্দিন সেখ (১৮৮২— ২৫।৬। ১৯৭২)। জন্ম: রঙপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: আরব জাতির ইতিহাস, History of Saramen, Spirit of Islam.

রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: কুলাপাড়া, নেত্রকোণা, মৈমনসিংহ। সম্পাদক: মাসিক আর্য প্রদীপ (সুসঙ্গ, দুর্গাপুর—১২৮৫), মাসিক কৌমুদী (ঐ—১২৮৫), মাসিক আর্যপ্রভা (ঐ ১২৮৭)। প্রকাশিত কাব্য: উত্তরা বিলাপ কাব্য (১৮৭৪), পদ্যমালা।

রুজ জি. এইচ্. (G. H. Rouse) (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক খ্রীষ্টীয় বান্ধব (১৮৮৬)।

রুদ্রদেব (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: রায়মঙ্গল।

রুদ্রদেব দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: ভারত পাঁচালীর আদিপর্ব।

রুদ্ররাম চক্রবর্তী, বিদ্যাভূষণ (১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ)। নিবাস: খুলনা। পিতা: গঙ্গারাম চক্রবর্তী। রচনা: ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য।

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (২৮।৭।১৯৩৫—) জন্ম: সেকেন্দারী, ঘাটাল, মেদিনীপুর। নিবাস: ২, ডা: দেওদার রহমন রোড্, এল্ ৪।৩, কলিকাতা—৩৩। পিতা: কৃষ্ণকিশোর চক্রবর্তী, মাতা: সুমতি দেবী। কলিকাতা ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল থেকে এস্. এফ্. (১৯৫৪), সিটি কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৬) ও বি. এ. (১৯৫৮), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্.এ. (১৯৬৪)। লাইব্রেরী সায়েন্স-এ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত (১৯৬০)। হুগলী জেলার বাগাটীতে শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজ (১৯৫৯—৬১), রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন পি. জি. বি. টি কলেজ (১৯৬১—৬২) ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগারের (১৯৬৩—৬৫) গ্রন্থাগারিক—উত্তর ২৪ পরগণায় রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিয়ানশিপ্ ট্রেনিং

সেন্টারের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের লেক্‌চারার, বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৬৫—৬৬) কলিকাতা আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক (১৯৬৬—)। কলিকাতা যোধপুর পার্কে শিক্ষাসংসদ পরিচালিত ডিপ্লোমা ইন্‌ পারফরমিং আর্টস্‌-এর কোর্স ডিরেক্টর (১৯৮৩—)। যুগান্তর, আনন্দবাজার, দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, বিংশ শতাব্দী, বেতার জগৎ, পক্ষীরাজ, সন্দেশ, নবকল্লোল প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। গল্প, উপন্যাস ও নাটক রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : সাগর থেকে বন্দর, দ্বিতীয় বসন্ত, খাঁচা থেকে পালিয়ে (কিশোর পাঠ্য)। গল্প : পঞ্চদশী। ছোটদের গল্প : হে অতীত গল্প বলো, খোকা বাঘ, খেয়ালী ময়ূর, মিঠু মিঠি, সোনার কেল্লার সন্ধানে (সত্যজিৎ রায় লিখিত ভূমিকা সহ)। আকাশবাণী থেকে প্রচারিত নাটক : কষ্ঠি পাথর, রাধাচূড়া, রাজা হাসির রাজা, শকুনির পাশা। মঞ্চে অভিনীত নাটক : কালের পুতুল, শকুনির পাশা।

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৬।১০।১৯৫৬—) জন্ম : বরিশাল, পৈত্রিক বাসস্থান : মোংলা বন্দর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্‌. এ.। কবি। ঢাকা সংস্কৃতি সংসদ থেকে মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮০, ১৯৮১)। প্রকাশিত কাব্য : উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯), ফিরে যাই স্বর্ণগ্রাম (১৯৮১)।

রুদ্রেন্দু সরকার (৬।৬।১৩৪৯—)। জন্ম : ১০, শশিভূষণ ব্যানার্জি লেন, গণ্ডেরিয়া, ঢাকা। বর্তমান নিবাস : নর্থষ্টেসন রোড, আগর পাড়া, ২৪ পরগণা। সাংবাদিক ও পুস্তক প্রকাশক। কবি। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'সাগরতীর্থ' দৈনিক লোকসেবক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৬২)। সম্পাদিত পত্রিকা : উদয়ন (যুগ্মভাবে—১৯৬৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ : নেহেরু সংকলন—অনির্বাণ (১৯৬৫)।

রুবেন রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : মর্তের মৃত্তিকা, মুখর মুকুর, আরক্তিম, স্পন্দন, জাগ্রত জীবন।

রুদ্রেন্দ্র কুমার নাম। চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। নিবাস : হবিগঞ্জ, আসাম (অধুনা বাংলাদেশ)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শারীর তত্ত্ব (১৩৫০), হর্মোন, বাঙ্গালীর খাদ্য।

রূপক চট্টরাজ (১১।৮।১৯৪৯—) বি. এস্‌. সি., বি. এল্‌.। জন্ম : মলুটি গ্রাম, সাঁওতাল পরগণা। পিতা : অজিত কুমার চট্টরাজ, মাতা : অনিমারাণী। বর্তমান নিবাস : অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা—৫। 'পাঠশালা পরিষদ' এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। সত্যযুগ, লোকসেবক, পয়গাম, শিশুপ্রিয়, অভিনব, অগ্রণী, লঘুছন্দা, কথা-সাহিত্য, অনির্বাণ, ঝলমল, মৌচাক প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় ছড়া, কবিতা ও গল্প লেখক।

রূপচাঁদ অধিকারী (১১২৯—১১৯৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। পিতা : প্রাণকৃষ্ণ অধিকারী। কথকতা এবং সঙ্গীতে দক্ষ,—পরে কীর্তনের দল গঠন করে কীর্তনের সঙ্গে কথকতা মিশ্রিত করে ঢপ্‌ কীর্তনের প্রবর্তক,—ঢপ্‌ কীর্তন গান রচয়িতা। দক্ষ গায়ক।

রূপচাঁদ মহাপাত্র (x।১০।১২২১/১৮১৫—?) রূপচাঁদ পক্ষী নামে পরিচিত। ছদ্মনাম : আর্‌. সি. ডি. বার্ড, খগরাজ, দীন খগ। জন্ম : কলিকাতায়। আদি নিবাস : উড়িষ্যায় চিল্কা হ্রদের নিকটে। পিতা : গৌরহরি দাস মহাপাত্র। পিতার

কর্মস্থল কলিকাতা। সঙ্গীত রচয়িতা। মধুকানের সমসাময়িক। পক্ষীর দলের গঠন কর্তা। তাঁর কবির দলের সঙ্গীরা পাখীর স্বর অনুসরণ করে পাখীর নাম গ্রহণ করায় পক্ষীর দল নামে পরিচিত হয়। বাগবাজারের ধনী শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক সঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়ার গান, বাউল, দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, টপ্পা গান ও শান্তরসাত্মক গান রচনায় সমানভাবে দক্ষ। সমস্ত গানই পক্ষী বা খগরাজ ভণিতা যুক্ত। অনেক গান বাঙ্গালা ও ইংরাজী শব্দ মিশ্রিত। 'বাঙ্গালীর গান' এ এঁর অনেকগুলি গান সংকলিত হয়েছে।

রূপনারায়ণ। পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে এঁর ভণিতা আছে।

রূপনারায়ণ ঘোষ (১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। নিবাস: আদ্যাবাড়ী গ্রাম, আটিয়া পরগণা, মৈমনসিংহ। পিতা: জগন্নাথ ঘোষ। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন,—হিন্দী ও ব্রজবুলি ভাষায় নিপুণ। রচনা: দুর্গামঙ্গল কাব্য। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে পাঁচালীর আকারে রাগরাগিণীর উল্লেখ ও সংস্কৃত স্তবস্তুতি সহ ব্যাখ্যামূলক কাব্য)।

রূপময় পাল (১০।১১।১৯৪২—) ছদ্মনাম: সবিতা পাল। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: আধুনগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: কালীনগর—আড়া, দুর্গাপুর—১২, বর্ধমান। কলিকাতায় প্রাইভেটে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ (১৯৬০), প্রাইভেটে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ.। পিতা: যামিনী রঞ্জন পাল, মাতা: প্রেমবালা, পত্নী: লীলা। কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেটে অভয় আশ্রমের সেলস্‌ম্যান (১৯৫৮), দুর্গাপুর এলয় এ্যাণ্ড্ ষ্টীল ফ্যাক্টরীর কেরাণী (১৯৬২), বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অফিস্ সুপারিনটেন্‌ডেন্ট্। প্রথম প্রবন্ধ অভয় আশ্রমের অভ্যুদয় পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫৯)। দুর্গাপুরের শিল্পবানী, রোদ্দুর, স্ফুলিঙ্গ, দূরবীণ, দুর্গাপুর সংবাদ, সাহিত্য সানাই, অভিব্যক্তি প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা তমোহা (১৩৮৪—৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: ঢেউ-এর তালে তালে (সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা সহ—১৯৭২), তীর ভাঙ্গা ঢেউ (দুর্গাপুর সংবাদ পত্রিকায় শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত)। গল্প: অনন্যা (১৯৭৪)।

রূপরাম চক্রবর্তী (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম: কহিতি শ্রীরামপুর গ্রাম, রায়না থানা, বর্ধমান। পিতা: পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রীরাম চক্রবর্তী। পিতার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বরের দ্বারা ভৎ'সিত হওয়ায় গৃহত্যাগ করে আড়াই ক্রোশ দূরে পাষণ্ডা গ্রামে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন। গুরুর দ্বারা প্রহৃত ভৎ'সিত ও বিতাড়িত হয়ে অধ্যয়নের নিমিত্ত নবদ্বীপ যাত্রাকালে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী ধর্মরাজের দ্বারা ধর্মরাজের গান রচনায় আদিষ্ট ও মহাবিদ্যামন্ত্র প্রাপ্ত। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে পুনরায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা ভৎ'সিত হওয়ায় গৃহত্যাগ করে দীঘনগর অতিক্রম করে এড়াল গ্রামে গোপভূমের ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ রায়ের আশ্রয় প্রাপ্ত। রাজাদেশে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় নিরত। কবি মাণিক গাঙ্গুলীর মতে রূপরাম ধর্মমঙ্গলের আদি কবি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা দুইজন রূপরাম ছিলেন—একজন আদি

রূপরাম। এ বিষয়ে প্রমাণাভাবে নিশ্চিত কিছু বলা অসম্ভব। রূপরাম রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ১৫৪৯ বা ১৬০৪ খ্রীঃ। অলংকার বাহুল্যবর্জিত সহজ সরল রচনা-রীতি, স্বচ্ছন্দ বর্ণনা, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য, চিত্ররীতি, করুণ হাস্য ও বাৎসল্য রস সৃষ্টিতে দক্ষতা প্রভৃতি গুণে রূপরামের কাব্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে বিশিষ্ট সৃষ্টি।

রূপশ্রী রায় (২।৬।১৯৬৬—)। জন্ম: শ্যামবাজার, কলিকাতা। বর্তমান নিবাস: উপেন্দ্র বিশ্বাস রোড্, নাটাগড়, ২৪ পরগণা। পিতা: তপেন্দ্র মোহন রায়, মাতা: সুরভি। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা। সাংবাদিকা। খেয়াল খুশী, শিশুভবন পত্রিকা, বিদগ্ধ, আজকের বার্তাবাহক প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখিকা। সহ-সম্পাদিকা: পাক্ষিক আজকের বার্তাবাহক (১৯৮২—), জহর শিশুভবন পত্রিকা।

(ডঃ) রূপাই সামন্ত (৩।২।১৯৩৬—) এম্. এ. পি. এইচ্. ডি.। পিতৃদত্ত নাম: রবীন্দ্র নাথ সামন্ত। নিবাস: স্কুল ডাঙ্গা, বাঁকুড়া—৭২২১০১। 'রবীন্দ্র কাব্যে নৈসর্গিক উপাদান' নিবন্ধের জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত। অধ্যাপক—কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: বাংলা আমার দেশ, আমি ফুল ভালবাসি। প্রবন্ধ: নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন, আধুনিক কালের কবিতা চর্চা, রবীন্দ্র কাব্যে ফুল, রবীন্দ্রনাথ ও নদী, তুষু ব্রত, গীতি সমীক্ষা, শিল্পী যামিনী রায়, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা। নাটক: রাধাকৃষ্ণ, নাটের গুরু, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন (নাট্যরূপ), দুটি চোখের জন্য। সম্পাদিত গ্রন্থ: নীল দর্পণ। সম্পাদিত পত্রিকা: সুচেতনা, ইন্দিরা, অবান্তর। অন্যতম সম্পাদক: সময়ানুগ।

রেখা দত্ত (১৭।৫।১৯৩৮—)। জন্ম: সোলোক, বরিশাল, বাংলাদেশ। পিতা: জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত। নিবাস: ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। সম্পাদিকা: আধুনিক কবিতা (২ বৎসর)। প্রকাশিত কাব্য: দুরন্ত আগুন।

(কুমারী) রেখা নাথ (১৯৫৫—)। ছদ্ম নাম: অনন্য পাঠক, মালবিকা। জন্ম: পলাশী পাড়া, নদীয়া। বর্তমান নিবাস: ৩৬, রামবাগ, এলাহাবাদ—৩, উত্তর প্রদেশ। পিতা: শ্যামাপ্রসাদ নাথ, মাতা: শোভা। অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ। বহু লিট্ল ম্যাগাজিনে রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: তূণীর (৬ বৎসর যাবৎ)। সহ-সম্পাদিকা: ত্রিবেণী, বঙ্গবার্তা, পদক্ষেপ (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের এলাহাবাদ শাখার মুখপত্র)।

রেজাউদ্দিন ষ্ট্যালিন (২২।২।১৯৬২—) জন্ম: নলডাঙ্গা, কালীগঞ্জ, যশোর। পিতা: বোরহান উদ্দীন, মাতা: রেবেকা সুলতানা। বর্তমান নিবাস: নতুন উপসহর, যশোর, বাংলাদেশ। অর্থনীতিতে এম্. এ.। যশোর সাহিত্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে (১৯৮২), এবং এম্. এম্. কলেজ থেকে (১৯৮২) পুরস্কার প্রাপ্ত। কবি। প্রথম কবিতা শতদল মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৭০)। ইংরাজী, অসমীয়া ও উর্দুতে কবিতা অনূদিত। সম্পাদিত পত্রিকা: রৌদ্রদিন, স্বরবর্ণ, সুহৃদ, কপোতাক্ষ। প্রকাশিত কাব্য: ফিরিনি অবাধ্য আমি।

রেজাউল করীম (১৯০২—)। জন্ম: শাসপুর, বীরভূম। বর্তমান নিবাস: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পূরা নাম: রেজাউল করীম

মহম্মদ আবু জওয়াদ। পিতা: আবদুল হামিদ, মাতা: মাজিমা খাতুন, পত্নী: নইমা খাতুন। দারিদ্র্যের বাধা সত্ত্বেও নিজের চেষ্টায় বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৩৪), বি. এল্. (১৯৩৬) পাশ। নবযুগ পত্রিকার সহ-সম্পাদক রূপে সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত। গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী—মননশীল সাহিত্যিক ও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বাণী বাহক। আইন ব্যবসায়ী,—বহরমপুর গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক (অবসর প্রাপ্ত)। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, দেশ, উদ্বোধন, লোকশক্তি, পূর্ণিমা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধি দ্বারা সম্মানিত (১৪।৭।১৯৮৪), বীরভূম সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সম্বর্ধিত (১৬।১২।১৯৮৪)। সম্পাদিত পত্রিকা: সৌরভ (১৯২৫), দূরবীণ (কলিকাতা—১৯৩৬), নবযুগ (আহমদ আলী সহ), মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, গণরাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ফরাসী বিপ্লব (১৯৩৩), নয়া ভারতের ভিত্তি, (১৯৪২), জাতীয়তার পথে (১৯৩৯), তুর্কী বীর কামাল পাশা (১৯৪১), পাকিস্তানের বিচার (১৯৪২), বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ (১৯৪৪), সাধক দারা শিকোহ (১৯৪৪), মনীষী মওলানা আবুল কালাম আজাদ, জাগৃহি, কাব্য মালঞ্চ (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক মুসলিম কবিদের কবিতা সংকলন ১৯৪৫), আমরা যাহা বিশ্বাস করি (কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সহ), সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতি সমন্বয়—কিছু ভাবনা, For India and Islam (১৯৩৭), Jottles of Hazrat Mahammad (১৯৩৯), Pakistan Examined, The Book of Hour, Muslims and the Congress, Mother Kasturba Gandhi (১৯৪৪)।

রেজোয়ান সিদ্দিকী (১০।২।১৯৫৩—) জন্ম: এলাসিন, টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৬)। সাংবাদিক। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সিনিয়র সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: ভুল জ্যোৎস্নায় পদলেহন (১৯৮৪)। অনুবাদ: প্যাপিলন (১৯৮৩)।

রেণুকা দেবী (২৪।৭।১৯১৯—২৩।১১।১৯৮২) ছদ্মনাম: রবিকণা আচার্য। জন্ম: সাঁওতাল পরগণার জামতারায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: নবদ্বীপ, পরে কৃষ্ণনগর। পিতা কৃষ্ণনগর কোর্টের উকিল সুধীররঞ্জন সান্যাল, কৃষ্ণনগরের স্থায়ী বাসিন্দা হন। স্বামী: শান্তিপুর নিবাসী রাধাবিনোদ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এড্ভোকেট রাসবিহারী গোস্বামী। ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত জামতারায় অতিবাহিত। জামতারার মিশনারী স্কুল থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজ্ পাশ। ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। নিজের ও শ্বশুর বাড়ীর আগ্রহে ও উৎসাহে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি প্রাপ্তা। রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইন্স্টিটিউট্ থেকে ফরাসী ভাষায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা। প্রথম রচনা ২২ বৎসর বয়সে নাচঘর পত্রিকায় প্রকাশিত। বিষাণ, অগ্রগতি, বঙ্গশ্রী, প্রবাসী, বসুমতী, আনন্দ-বাজার, স্বদেশ, মহিলামহল, ঘরে বাইরে, মহিলা, রহস্য পত্রিকা, রোমাঞ্চ, ঘরণী, রামধনু, মুকুল, শিশু বিচিত্রা, সন্দেশ, শিশু-তীর্থ, সবুজ পাতা, পূর্ব পাকিস্তানের বেগম ও শিখা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা, শিশু-সাহিত্য, রহস্য উপন্যাস প্রকাশিত। এলাহাবাদের মিত্র প্রকাশনের মায়া,

মনোরমা, মনোহর কাহানীয়া ও মনোমোহন পত্রিকায় হিন্দীতে অনূদিত গল্প প্রকাশিত হয়েছে। গল্প ভারতীতে ফরাসী ভাষা থেকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : মেঘমালা (১৩৬১), স্বপ্নশেষ (১৩৭৫)। কাব্য : হে কন্যা কবিতা (১৩৮৯), বর। রহস্য উপন্যাস : ভেলভেটের বাক্স (১৩৬৪), বিচিত্র রহস্য সিরিজের অন্তর্গত—কালী সাধক, কালো ভূত ও ফাঁসীর আসামী।

রেণুকা রায় (১৯০৫—)। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্যতম সদস্য সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; মাতার মাতুল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্বামী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ্ সেক্রেটারি সত্যেন্দ্রনাথ রায়। সাত বৎসর বয়সে পিতামাতার সঙ্গে বিলাত গমন। এক বৎসর পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর লরেটো বিদ্যালয়ের ছাত্রী,—পরে ডায়সেশন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। ১৬ বৎসর বয়সে ডায়সেশন কলেজের ছাত্রী থাকা কালীন দেশবন্ধুর বাস-ভবনে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিতা,—গান্ধীজীর হস্তে নিজের অলংকার প্রদানের ফলে গান্ধীজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রাপ্তা। তিন বৎসরের অধিককাল বিলাতে অতিবাহিত। লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স্-এ বি. এস্. সি. অধ্যয়ন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী প্রাপ্তা। হেরল্ড্ ল্যাস্কি, লুই স্মিথ্, জর্জ বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে পরিচিতা। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯২৫)। বিবাহ (১৯২৫)। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন মন্ত্রী—পরে দিল্লীতে পার্লামেণ্টের সদস্যা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখিকা।

রেণু মিত্র (১৯১৯—১৫।১।১৯৮৪/১০।১০।১৩৯০)। বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী পুরুষোত্তমা-নন্দ অবধূতের প্রধানা শিষ্যা ও নরনারায়ণ আশ্রমের অধ্যক্ষা। সম্পাদিকা : উজ্জ্বল ভারত। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাথের ঘরে বাইরে, শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি।

রেবতীমোহন বর্ম্মণ (১৯০৫—৬।৫।১৯৫২)। জন্ম : মৈমনসিংহ, মৃত্যু : ত্রিপুরার আগরতলায় কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে। স্কুলে পড়ার সময়েই লেখাপড়া ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় শীর্ষ-স্থানের অধিকারী। ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় শ্রীসঙ্ঘের সভ্য হিসাবে কলিকাতা, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় সঙ্ঘের কার্যপরিচালক। বৈপ্লবিক কর্মের মধ্যেও কৃতিত্বের সঙ্গে এম্. এ. পাশ। বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভাষায় সুলেখক। তিরিশের দশকে বিনা বিচারে রাজনৈতিক বন্দী। ১৯৩৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বিভিন্ন বন্দী শিবিরে অবস্থান কালে মার্কস্বাদ অনুশীলন করে কমিউনিষ্ট্ মতবাদে আস্থাশীল। মার্কস্বাদী সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণসাহিত্য চক্র নামে ঢাকায় প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। মার্ক্সীয় গ্রন্থের অনুবাদক। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক বেনু। প্রকাশিত গ্রন্থ : তরুণ রুশ (১৯২১)। ভারতের কৃষকের সংগ্রাম ও আন্দোলন (১৯৩৮)। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, সাম্রাজ্যবাদের সংকট, মার্কস্‌বাদ প্রবেশিকা, কৃষক ও জমিদার, হেগেল ও মার্ক্স্, ক্যাপিটাল (সংক্ষিপ্তসার), লেনিন ও বলশেভিক পার্টি, সমাজের বিকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, শান্তিকামী সোভিয়েট্, অর্থনীতির গোড়ার

কথা, Society and its Development, Marxist view of Capital.

(ডঃ) রেবতীমোহন বিশ্বাস (১৫।৮।১৩৩৬ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : বারখাদা, নদীয়া (অধুনা বাংলাদেশ)। বর্তমান নিবাস : সৎসঙ্গ, দেওঘর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্. সি. ও এম্. এ. (ইংরাজী), নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি.। সৎসঙ্গে যোগদান (১৯৫২)। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের মানবকল্যানমূলক কর্মে নিযুক্ত। ভারতের ও বহির্ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করে ভাষণ দানে নিরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমেরিকার পথে (১৯৭৭), মেয়েই ত মা, The new light from the East (১৯৮০)। The guide. সম্পাদক : Ligate (মাসিক, দেওঘর)।

রেবতীমোহন মল্লিক (মৌলিক) (১৯শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য : প্রকৃতি (১২৯৩)।

রেবতীমোহন মুখোপাধ্যায় (১২৮৮ বঙ্গাব্দ— ?)। জন্ম : বজ্রযোগিনী, ঢাকা। পিতা : কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়। গৃহে ইংরাজ শিক্ষক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। স্বদেশী যুগে নির্যাতীত জমিদার ও পল্লীকবি। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : মা (১৩০৫), লেখা (১৩০৭), একটি ফুল (১৩০৮), আশীর্বাদ (১৩১৮), শুভযোগ (১৩১৯)। শিশু-পাঠ্য : কৃত্তিবাস (১৩২০), কূলবধূ (১৩২১), ভক্তের ভগবান (১৩২১), প্রহ্লাদ, লখিমা (১৩৩০), করুণা (১৩৩১), ভোগের ঘর (১৩৩২), তোমাদের রামায়ণ (১৩৩৮), আকাশের কথা (১৩৪০)। উপন্যাস : পথের গড় (১৩৪২), বিপত্নীক, তৃতীয় পক্ষ (১৩৪৫)।

রেবতীমোহন সেন (১৮।৭।১২৭৩—৫।৮। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : মূলার, বিক্রমপুর। পিতা : দেওয়ান রামকুমার সেন। ঢাকা পগোজ স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ। খুলনা জেলা নলটা স্কুলের শিক্ষক—পরে বরিশাল সেটেল্‌মেণ্ট্ অফিসের কর্মী। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বরিশালে মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে যোগে দীক্ষা নিয়ে (১২৯৬) ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব হয়ে নামকীর্তনে ব্রতী। বহু স্বদেশী সঙ্গীতের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বালক শ্রীকৃষ্ণ (১৩২০), দাক্ষিণাত্যে শ্রীচৈতন্য (১৩২৪), ঠাকুর হরিদাস (১৩২৭), হাসান হোসেন, বালক রামায়ণ, কীর্তন মঙ্গল, নলদময়ন্তী, সাবিত্রী।

রেবতীরঞ্জন রায়—প্রকাশিত কাব্য : প্রেমের স্বপন।

রেবতীরমণ মান্না—এম্. এ.। জন্ম : ঘাটাল, মেদিনীপুর। সম্পাদক : অভিযান (বরাহনগর)।

রেবন্ত গোস্বামী (১৫।৪।১৩৪৩/৩১।৭। ১৯৩৬—)। জন্ম : আমলা, কুষ্টিয়া, বর্তমান বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ১৫৮/২বি, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫। পিতা : সুধীরকুমার গোস্বামী, মাতা : প্রীতিদেবী। আমলা সদরপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার পর কলিকাতা পার্ক ইন্‌স্টিটিউশন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫২), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৫৪), ডিস্টিংসন সহ বি. এস্. সি. (১৯৫৬)। কেন্দ্রীয় সরকারের গেজেটেড্ অফিসার। শিশু সাহিত্যিক। কিশোর উপন্যাস 'অরুমিতুকের কথা'র জন্য শিশু সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক বৎসরের শ্রেষ্ঠ কিশোর সাহিত্যিক হিসাবে পুরস্কৃত। আনন্দমেলা, পক্ষিরাজ, কিশোরভারতী,

কিশোর মন প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কিশোর উপন্যাস : কচিপাতার রঙ্ (১৯৭৬), অরুমিতুকের কথা (১৯৮০), সাহেব বিবির গুপ্তধন (১৯৮৪)।

রেবা ঘোষ। কবি ও প্রবন্ধলেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : পত্রলেখা, সূর্যতপসা, শতাব্দীর সূর্য (রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রচিত ৫টি কবিতা ও ৫টি প্রবন্ধের সংকলন)।

রেবেকা (১১।৩।১৯৪১—)। জন্ম : পৈলানপুর, পাবনা। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, চাকুরিরতা। বাংলাদেশবাসিনী কবি। প্রকাশিত কাব্য : ব্যাকুলবৃষ্টির ঠোঁটে (১৯৮৪)।

রেয়াজ অলদিন আহমদ মশাহাদি। ছদ্মনাম : ফকির আবদুল্লা। জন্ম : চারান, রতনগঞ্জ, মৈমনসিংহ। দিলদুয়ার জমিদার বাড়ীতে অবস্থানকারী। কথাশিল্পী,—মননশীল প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ কৌমুদী, অগ্নিমুকুট, সমাজ সংস্কারক (১২৯৬), সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩০৮) প্রভৃতি।

রেয়াজউদ্দিন আহমদ মুন্সি। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য রচনায় অভ্যস্ত। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : মাসিক ইসলাম প্রচারক, সোলতান। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : সুধাকর। প্রকাশিত গ্রন্থ : গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধ ২ খণ্ড, কৃষক বন্ধু, জোবেদা খাতুন, রোজনামচা, আমীরজানের ঘরকন্না, বিলাতী মুসলমান, হক নাদি হক, উপদেশ রত্নাবলী।

রেয়াজউদ্দিন আহমদ মৌলবী, শেখ। জন্ম : তুষ্ণান্তারদল গ্রাম, রঙ্পুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : সচিত্র আরব জাতির ইতিহাস ৩ খণ্ড, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস (অনুবাদ), জীব হত্যা ও গো কোর্বানী, মহাত্মা স্যার সৈয়দের সুবৃহৎ জীবনী।

রেয়াজউদ্দীন আহমদ (২।৮।১৮৮৬—১৯৫৬)। জন্ম : বালিকুরী, মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ। স্কুল পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রথমে শিক্ষক,—পরে মাদারগঞ্জ সেন্ট্রাল্ কো-অপারেটিভ্ ব্যাংকের সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : মালেকা (১৯২০)। জীবনী : হাজী ফাজেল মোহাম্মদ (১৯২৫)।

রেহমান সোবহান (১২।৩।১৯৩৫—)। জন্ম : কলিকাতায়। লণ্ডনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯৫৩)। চাকুরিজীবী,—বি. আই. ডি.এস্-এর চেয়ারম্যান। প্রকাশিত গ্রন্থ : বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট (১৯৮২), পেট্রো-ডলার চক্রাবর্তের অর্থনীতি ও আয়াতুল্লাহ খোমেনির তাৎপর্য (১৯৮০), Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan (১৯৬৮), Public Enterprise in and intermediate Regime, A Study in the Political Economy of Bangladesh (১৯৮০) প্রভৃতি।

রোকনুজ্জামান খান (৯।৪।১৯২৫—)। জন্ম : পাংশা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস : ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া। সাংবাদিক। দৈনিক ইত্তেফাকে কর্মরত। শিশুসাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাট্টিমাটিম (১৯৬২), আজব হলেও গুজব নয় (অনুবাদ)।

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, বেগম (১৮৮০—৯।১২।১৯৩২)। জন্ম : পায়রাবন্দ, রঙ্পুর। পিতা : জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের, স্বামী : সাখাওয়াৎ

হোসেন। স্বগৃহে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা। ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। ১০ বৎসর পরে বিধবা হওয়ার পর কলিকাতা-বাসিনী ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নিরতা। কলিকাতায় সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী (১৫।৩।১৯১১)। কুসংস্কার ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মহিলাদের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল করে তোলার কাজে আত্মনিবেদিতা। 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: অবরোধবাসিনী, মতিচুর, পদ্মরাগ, ফুলতারার স্বপ্ন।

রোমেনা আফাজ (১৯২৬—) বাংলা-দেশের ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: অভিশপ্ত (১৯৬৮), আলোর রশ্মি (১৯৬৯), উত্তাল তরঙ্গ (১৯৭৬), কাগজের নৌকা (১৯৬৫), কুস্তিবাঈ (১৯৬৬), ভোরের সূর্য (১৩৭৬), লেখকের স্বপ্ন (১৯৬৮), নিয়তির চক্র (১৯৬৮), নীল আকাশ (১৩৭১), প্রিয়ার কণ্ঠস্বর, আলেয়ার আলো (১৯৬৭), জানি তুমি আসবে (১৩৭৩), দেশের মেয়ে (১৯৬২), হারানো মানিক (১৩৬৯), সাগর সৈকত (১৯৬৭), শেষ মিলন (১৯৬৬), রূপালী পর্দা (১৯৭০), সোনালী সন্ধ্যা (১৩৭৬), রঙ্গীয়া (১৩৭২), কিশোর উপন্যাস: মান্দীগড়ের বাড়ী।

রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস: পূরাপাড়া, ঢাকা। পিতা: জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ। সঙ্গীত রচয়িতা। এঁর কয়েকটি ভক্তিমূলক গান 'বাঙ্গালীর গান'-এ সংকলিত হয়েছে।

রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: চন্দ্রবিক্রম (১২৯৩), প্রমোদবালা (১২৯৪), মায়াবিন্দী (১৩০০), সুধামুখী (১৩০৯)।

রোহিণী সরকার (১৯শ শতাব্দী)। অনূদিত গ্রন্থ: মহাভারত (গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সহ, ১৮৭১—৭৫)।

লক্ষ্মণ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: শিব-রামের যুদ্ধ, অনাদি পুরাণ (ধর্মমঙ্গল কাব্য)।

লক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস (২৬।৯।১৯২১/ ১০।৬।১৩২৮—)। জন্ম: লক্ষ্মণদীয়া, পাংশা, ফরিদপুর। নিবাস: কৃষ্ণ লাহা লেন, কলিকাতা। পিতা: গোপালচন্দ্র বিশ্বাস। কুষ্টিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৯), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই.এস্.সি. উত্তীর্ণ। ফরিদপুর মাচপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজগ্রামে পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪০)। ব্যবসায়ী। পরে চিত্র-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট (১৯৫৫)। কাব্যশ্রী উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৪৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভাঙ্গা বেহালা (কাব্য), পাঠশালার মাষ্টার (উপন্যাস)। সম্পাদক: মিলন (ফরিদপুর, ১৩৫০), 'মাসিক মর্মবাণী' (কলিকাতা-(১৩৫৯)।

লক্ষ্মণচন্দ্র রক্ষিত। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীবিশ্বকর্মা।

লক্ষ্মণ দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: সূর্যমঙ্গল পাঁচালী।

লক্ষ্মণ দ্বিজ (১৭শ শতাব্দী)। ডঃ সুকুমার সেনের মতে কবির প্রকৃত নাম: লক্ষ্মণ বন্দ্য (বাঁড়ুজ্জে)। রচনা: রামায়ণ (আদি-কাণ্ড)। মহাভারতের আখ্যান বিশেষেরও রচয়িতা। পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত রামায়ণের একটি পুঁথির লিপিকাল: ১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ। অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ থেকেও উপাদান গৃহীত।

লক্ষ্মীকান্ত দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস:

নতুপাড়া বা নওপাড়া। পিতা: লালবিহারী। রচনা: ধ্রুবচরিত্র।

লক্ষীকান্ত দেব। রচনা: উঞ্ছবৃত্তিপালা।

লক্ষীকান্ত বিশ্বাস। জন্ম: কাপাসডাঙ্গা, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: অপূর্ব জ্ঞানযোগ।

লক্ষীকান্ত বিশ্বাস (? —১৮১৯/২০)। জন্ম: কলিকাতার ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলে কায়স্থবংশে। একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন থাকায় 'লকে কানা' নামে পরিচিত। পেশাদার পাঁচালীদলের অধিকারী। পৃষ্ঠপোষক: গোপীমোহন ঠাকুর। সুরসিক, উপস্থিত বক্তা এবং ওস্তাদি গানে দক্ষ। পাঁচালী গানে আধুনিকতার প্রবর্তক। পাঁচালী গান রচয়িতা। বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচালী রচনা করলেও সবই প্রায় লুপ্ত। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শতরঞ্চের পাঁচালী নামে একটি মাত্র ব্যাঙ্গাত্মক পাঁচালী উদ্ধার করেছিলেন।

লক্ষীনাথ দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: কৃষ্ণমঙ্গল।

লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। কবি, গীতিকার ও নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ভীষণ ঝঞ্চা (১২৭১), সন্ন্যাসী (১৮৬৪)। উপন্যাস: শক দুহিতা বা দুর্গোদ্ধার (১৩০৬)। নাটক: নন্দবংশোচ্ছেদ (১৮৭৩), সেরাজুদ্দৌলা (১৮৭৬), আনন্দ কানন (১২৮২), কুলীন কন্যা (১২৮৯), 'বাঙ্গালীর গানে' এঁর ২টি গান সংকলিত হয়েছে।

লক্ষীনারায়ণ দত্ত (২৯।৯।১৩৪১ বঙ্গাব্দ—) ছদ্মনাম: মোহেন্-জো-দড়ো। জন্ম: বীরভূমের নলহাটী সংলগ্ন তেজহাটী গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস: ধরমপুর, বীরভূম। সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ। মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি এস্. এন. উচ্চ (মাধ্যমিক) বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আসর, জাগরী, ডানপিটেদের আসর, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও ছোট গল্প লেখক। সম্পাদক: দীপংকর (১৩৭২), পল্লীহাট, হিমানী (বৈশাখ ১৩৮২—)।

লক্ষীনারায়ণ ন্যায়ালংকার (১৯শ শতাব্দী)। পিতা: গদাধর তর্কবাগীশ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ (১১।১।১৮২৪—১৮৩১), পরে পূর্ণিয়ায় জেলা আদালতের জজ্ পণ্ডিত। সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দায়াধিকারক্রম দত্তকৌমুদী (বঙ্গানুবাদ—১৮২২), ব্যবহার তত্ত্ব, (১৮২৮), হিতোপদেশ, ব্যবহারবিচার শব্দাভিধান। সম্পাদক: সাপ্তাহিক শাস্ত্রপ্রকাশ (শাস্ত্র আলোচনার পত্রিকা, জুন ১৮৩০)।

লক্ষীনারায়ণ ভট্টাচার্য। জন্ম: কিরাগোড়া, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর। শিক্ষক। সম্পাদিত গ্রন্থ: গল্প গাঁথা (১৯২৮)। সম্পাদিত পত্রিকা: টাউন স্কুল পত্রিকা।

লক্ষীনারায়ণ রায় (১৮শ/১৯শ শতাব্দী)। রচনা: ধ্রুবচরিত্র।

লক্ষীমণি দেবী (১৯শ শতাব্দী)। নারীনাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: চিরসন্ন্যাসিনী (১৮৭২)।

লক্ষীমণি দেবী (১৯শ শতাব্দী)। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহবাসিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিকথা (সংগ্রাহক—স্বামী নির্মলানন্দ)।

লক্ষীরাম (১৮শ শতাব্দী)। কোচবিহার রাজ সভার কবি। রচনা: অযোধ্যাকাণ্ড (রামায়ণ)।

লক্ষীশ্বর সিংহ (?—১৯৭৭)। জন্ম: বাড়ীগ্রাম, শ্রীহট্ট। পিতা: বাণেশ্বর সিংহ। বাল্যকাল থেকেই দারু শিল্পে আগ্রহী। গ্রামের শিল্পীদের নিকটে প্রাথমিক শিল্প

শিক্ষার পর সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান, বোলপুরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হলে (১৯২২) শ্রীনিকেতনে যোগদান, গ্রামের লোকেদের কাঠের কাজ শিক্ষাদান। জাপানী শিল্পী কাসাহারা শ্রীনিকেতনে আসার পর তাঁর কাছে শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষালাভ—শান্তিনিকেতনে তিন বৎসর অবস্থানের পরে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে সুইডেন গমন (১৯২৮),—ন্যাসপ্লয়েড্ ট্রেনিং কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন,—শান্তিনিকেতনে কারু শিল্পের শিক্ষকতা,—বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কবির অনুমতি নিয়ে পুনরায় সুইডেন গমন—প্লয়েড্ কলেজ থেকে মিস জিয়ামসন ও সেডার ব্লম নামে দুই শিক্ষিকাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন (১৮৩৭) ও শ্রীনিকেতনে যোগদান,—ওয়ার্ধায় শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হলে তার সুপারিনটেন্ডেন্ট্ পদ গ্রহণ (১৯৩৮), গান্ধীজীর আমন্ত্রণে সেবা গ্রামের বি. টি. কলেজে অধ্যাপনা,—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পুনরায় শ্রীনিকেতনে যোগ দিয়ে কারু শিল্পের উন্নতি বিধানের চেষ্টা—সাহিত্য সাধনা,—লক্ষ্মীশ্বরের জীবন পঞ্জী। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাঠের কাজ (রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সহ), তরাই তরুণী (সাধু ভাষায় ১৩৪৩ খ্রীঃ প্রবাসীতে প্রকাশিত। পরে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে ১৯৬২ খ্রীঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত), এস্ পেরাণ্টো আন্দোলন (১৯৬৩), ল্যাপল্যাণ্ড (অনুবাদ) ইত্যাদি।

লতিকা চক্রবর্তী। অনূদিত গ্রন্থ : লেনিনের স্মৃতি (ক্লারা)।

লতিকা মুখোপাধ্যায়। সম্পাদিত প্রবন্ধ গ্রন্থ : বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন।

লতিফা হিলালী (১৯২৮—)। জন্ম : কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৪)। ঢাকা ইডেন গার্লস্ কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : এক আকাশ অনেক তারা (কাব্য—১৩৬৯), আপনার শিশুকে জানুন (সমাজ বিজ্ঞান—১৯৬২)।

লবনী দাস (১৬শ শতাব্দী)। রচনা : জগমোহন ভাগবত। বৈষ্ণব সাধু জগমোহনের জীবনী (১৫২৮—৬০) অবলম্বনে চৈতন্য ভাগবতের আদর্শে রচিত।

ললিত কুমার ঘোষ। জন্ম : কিরাগোড়া, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর। শিক্ষক। সম্পাদিত গ্রন্থ : গল্প গাঁথা (১৯২৮)। সম্পাদিত পত্রিকা : টাউন স্কুল পত্রিকা।

ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮—১৯৪৯)। জন্ম : কয়া, কুষ্টিয়া, নদীয়া (বর্তমান বাংলাদেশ)। পিতা : মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৩), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বি. এ. ও বি. এল্ পাশ। আমৃত্যু কৃষ্ণনগর কোর্টের উকিল। ভাগিনেয় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনার গুরু এবং প্রধান সহায়। তাঁর চেষ্টায় তাঁর শ্বশুর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গৃহে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। নদীয়ার শিবপুর ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার ও প্রমাণাভাবে মুক্ত। হাওড়া গ্যাং কেসে কারাদণ্ড ভোগ কালে প্রচণ্ডভাবে নির্যাতীত। সুসাহিত্যিক, প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ।

ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯।৭।১২৭৫/৩।১১।১৮৬৮—১৩।৮।১৩৩৬/২৯।১১।১৯২৯)। ছদ্মনাম : আমোদর শর্মা। জন্ম : নদীয়া শান্তিপুরে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস :

কাঁচজুলি—মুড়াগাছা, নদীয়া। নিবাস: কাঁচজুলি। পিতা: নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: কুসুম কামিনী, পত্নী: জগত্তারিণী। ১০ মাস বয়সে মাতৃহীন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১ম বিভাগে বৃত্তিসহ এনট্রান্স (১৮৮২), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১ম স্থান ও বৃত্তি লাভ করে এফ্.-এ. (১৮৮৫,) কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন থেকে ইংরাজীতে অনার্স ও সংস্কৃতে অনার্সে ১ম স্থান অধিকার করে এবং সর্বসাকুল্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৮৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৮৮৮)। বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজ (১৮৮৯-৯০), ভাগলপুর টি-এন্. জুবিলি কলেজ (২ মাস), বহরমপুর কলেজ (১৮৯০—৯৩), কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৩—৯৪), বঙ্গবাসী কলেজ (১৮৯৭—১৯০২), মেট্রোপলিটান কলেজ ও পরে পুনরায় বঙ্গবাসী কলেজের (৩২ বৎসর) ইংরাজীর অধ্যাপক। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত, সেক্‌স্‌পীরিয়ান্ স্কলার হিসাবে খ্যাত। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন কর্তৃক বিদ্যারত্ন উপাধিতে ভূষিত (১৯১১)। হাস্যরসাত্মক রচনায় পারদর্শী। বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সাহিত্য, ভারতী, আর্যাবর্ত, মানসী, ভারতবর্ষ, নারায়ণ, মালঞ্চ, মাসিক বসুমতী, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রবন্ধ, গল্প ও ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত। সমালোচনায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ফোয়ারা (১৯১১), ব্যাকরণ বিভীষিকা (১৯১১), সাধু ভাষা বনাম চলতি ভাষা(১৯১৩), বানান সমস্যা (১৯১৩), অনুপ্রাস (১৯১৩), যোগেন্দ্র স্মৃতি সভা (১৯১২), ককারের অহঙ্কার (১৯১৫), কপালকুণ্ডলা তত্ত্ব (১৯১৬), কাব্যসুধা (১৯১৬), পাগলা ঝোরা (১৯১৭), প্রেমের কথা (১৯২০), সখী (১৯২১), মোহিনী (গল্প—১৯২১), সাহারা (রচনা সংকলন—১৯২৭), কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা (১৯২৮)। শিশুসাহিত্য: ছড়া ও গল্প (১৯১০), আহ্লাদে আটখানা (১৯১২), রসকরা (১৯২০), সাত নদী (জামাতা অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ)।

ললিতকৃষ্ণ ঘোষ (২৭।৫।১২৮৭ বঙ্গাব্দ—) জন্ম: বালী গাঁও, কিশোরগঞ্জ, মৈমন সিংহ। পিতা: কালীকৃষ্ণ ঘোষ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরিণয় (কাব্য), সাগরিকা (কাব্য), মজা।

ললিত মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬—১৬।১০। ১৯৮০/৩০।৫।১৩৮৭)। ছদ্মনাম: বিষ্ণু শর্মা। মৃত্যু: কলিকাতায় বিধান সরণিস্থিত বাস ভবনে। বাগবাজার হাই স্কুলের শিক্ষক,—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম সেক্রেটারি। শিশুদের পাততাড়ি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ছোটদের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ছড়া লেখক। কয়েকটি শিশুদের উপযোগী গ্রন্থেরও রচয়িতা।

ললিত মোহন অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: হ্যামলেট্।

ললিত মোহন কর এম্. এ., বি.-এল্, কাব্যতীর্থ। নিবাস: চন্দননগর। প্রকাশিত গ্রন্থ: অশোক অনুশাসন (অনুবাদ,—চারুচন্দ্র বসু সহ ১৩২১)।

ললিতমোহন কাব্যস্মৃতিতীর্থ (১২৬১ বঙ্গাব্দ,— ?)। জন্ম: সাংঘানিয়া, খুলনা। প্রকাশিত প্রহসন: দত্তক চন্দ্রিকা।

ললিত মোহন গুপ্ত। সম্পাদক: দৈনিক হিন্দুস্থান (১৩২৬—৩০)।

ললিত মোহন গোস্বামী। সম্পাদক : শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব (১৩০৬)।

ললিত মোহন (লাল ?) ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবের স্বরূপ ও ধর্ম (মায়াপুর, নদীয়া, ১৩২২)।

ললিত মোহন ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : অচল বাসিনী (হিন্দু দুর্গরক্ষকের সঙ্গে মুসলমান কন্যার বিবাহের কাহিনী—১৮৭৫)। কাব্য : ভারত ভ্রমণ কাব্য (১৮৬৫)। কাব্যে রঙ্গলাল ও মধুসূদনের প্রভাব আছে।

ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়। দিল্লীতে সরকারী কর্মচারী। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : লহরলীলা, আক্কেল সেলামী (১৩০৭), শ্মশান, অনিলা বা বরবদল (১৩১৭), চপলা।

ললিত মোহন দাস (৬।২।১৮৬৮—২৭।১২।১৯৩২)। জন্ম : গৈলা, বরিশাল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের প্রথম দিকের ছাত্র। উক্ত বিদ্যালয় থেকে ১৫৲ টাকা বৃত্তি সহ এন্ট্রান্স পাশ। কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৯২) এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ. (১৮৯৩)। যশোরের নলদা গ্রামের স্কুলের ও কলিকাতা সিটি স্কুলের শিক্ষক ও পরে সিটি কলেজের অধ্যাপক। অশ্বিনী কুমার দত্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। Risley circular-এ শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ হওয়ায় সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করে আজীবন গৃহশিক্ষকের কর্মে ব্যাপৃত। বরিশালের পিরোজপুরে জেলা কনফারেন্সের সভাপতি (১৯৩০)। আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য কারাদণ্ডিত (১৯৩০)। কলিকাতায় বরিশাল সমিতির প্রথম সভাপতি ও আমরণ কর্ণধার। শিবনাথ শাস্ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধর্মসাধন (১৯০০), নিবেদন—পূর্বার্ধ, নিবেদন—উত্তরার্ধ, করুণার লীলা (অপ্রকাশিত)।

ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক : মাসিক গৌরাঙ্গসেবক (১৩১৮—২৫)।

ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। জন্ম : শেওড়াফুলি, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : লীলা সহচরী।

ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়। ছদ্মনাম : বিজ্ঞান ভিক্ষু। ছোটদের জন্য জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পরিবেশক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আবহাওয়া, এটম্ বোমা, কারিগরের বাহাদুরি ২ খণ্ড, ক্ষিতি ও তেজ, পরমাণু রহস্য, প্রাণিজগৎ, তার ও বেতার, কি ও কেন ইত্যাদি।

ললিত মোহন রায়। প্রকাশিত উপন্যাস : হারানিধি (১৩২২)।

ললিত মোহন সিংহরায়, রায়বাহাদুর। বর্ধমান জেলার মেমারির নিকটবর্তী চকদীঘির জমিদার। রাজপুত বংশে জন্ম। নিষ্ঠাবান ধার্মিক। প্রসিদ্ধি অনুসারে প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনার পর ২।৪টি ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনায় অভ্যস্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আত্মদর্শন, স্বপ্নদর্শন, গীতাবলী, ভক্তিপুষ্প (ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সংকলন)।

ললিতমোহন সেনগুপ্ত। সম্পাদক : বরিশাল হিতৈষী (বরিশাল)।

ললিতানন্দ গুপ্ত (৩১।৮।১৯০১—১৯৬৯) ছদ্মনাম : শ্রীঅমলা দেবী। জন্ম : হাতিসুরিয়া, বাঁকুড়া। নিবাস : নূতন চটী,

বাঁকুড়া। বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যাপক। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: মনোরমা (১৯৩৯), সুধার প্রেম (১৯৪০), সরোজিনী (১৯৪২), সমাপ্তি (১৯৪৯), বন্ধু বিদায়, ভিখারিণী, চাওয়া পাওয়া, কল্যাণ সঙ্ঘ, শেষ অধ্যায় প্রভৃতি।

ললিতা প্রসাদ দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রহ্ম কায়স্থ, বঙ্গে সামাজিকতা।

লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস। দিব্যসিংহ দ্রষ্টব্য (২য় খণ্ড—পৃঃ ৪২)।

লাড়ী ডোম্বীপাদ (১১শ শতাব্দী) চর্যাগীতিকার। ১১ সংখ্যক চর্যাপদটি এঁর রচনা।

লাতাফাৎ হোসেন। প্রকাশিত কাব্য: জীবন বাঁশী।

লাবণ্যকুমার চৌধুরী (৬।৯।১৯০৬—) নিবাস: ৬৮, অশোক এভিনিউ, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা—৪০। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: বাগিচার কুলি, অন্ধের বাঁশী, মা ও সন্তান।

লাবণ্য কুমার চক্রবর্তী (১২৯২ বঙ্গাব্দ—?) জন্ম: ঢাকা দক্ষিণ, শ্রীহট্ট, অধুনা বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধ্রুব, পঞ্চ প্রদীপ, ভারতের নিধি, জয়দেব-পদ্মাবতী, শংকরাচার্য, ইব্রাহিম, শান্তিপ্রসূন, সাহিত্যরেণু।

লাবণ্য দাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: মানুষ জীবনানন্দ।

লাবণ্যপ্রভা বসু (সরকার) (?—১৯১৯) জন্ম: রাঢ়ী থাল, ঢাকা। পিতা: ভগবান চন্দ্র বসু, স্বামী: হেমচন্দ্র সরকার। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ভগিনী। সম্পাদিকা: মাসিক শিশু-পত্রিকা 'মুকুল' (চৈত্র ১৩২৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ: আনন্দ মোহন বসুর দৈনিক জীবনী ১ম (১৮৯৯), ঐ ২য় (১৯০১), নীতিকথা, গৃহের কথা, পরিণয়, কবি ও কাব্যের কথা, পৌরাণিক কাহিনী ২ ভাগ, শ্রদ্ধায় স্মরণ (১৩১৯), মাতা ও পুত্র, দৈনিক।

লাবণ্যপ্রভা মল্লিক বি. এ. বি. টি.। সম্পাদিকা: মাসিক অঙ্কুর (১৯৪৪)।

লায়লা সামাদ (৩।৪।১৯২৮—) বি, এ., ডিপ্. ইন্. জার্নালিজ্ম্ (ক. বি.)। জন্ম: কলিকাতায়। বাংলাদেশবাসিনী। বেতার কর্মী,—শিক্ষিকা,—সাংবাদিক, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও শিশুসাহিত্য লেখিকা। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোট গল্প: দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে (১৯৬৩), কুয়াশার নদী (১৯৬৫), অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা (১৯৭৮)। নাটক: বিচিত্রা (১৯৬২)। শিশু সাহিত্য: শ্রীশ্রীবিড়ালোত্তম দাস, একাত্তুরে কড়চা, বেগম সাহেবা (১৯৭১), ষোল দেশের ষোল কাহিনী (১৯৭৯)। প্রবন্ধ: আপনার শিশুকে জানুন (১৯৬২)। সম্পাদিত গ্রন্থ: আলিম উদ্দিন আহমদের আত্মজীবনী। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক অনন্যা (১৯৫৪), চিত্রিতা (১৯৬৯)।

লালদাস বাবাজী (১৯শ শতাব্দী) নামান্তর: কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণব গ্রন্থকার। রচনা: শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ (নাভাজী রচিত হিন্দী ভক্তমালের বঙ্গানুবাদ)।

লালন ফকির (আঃ ১৭৭৫—১৭।১০। ১৮৯১/১।৭।১২৯৮)। জন্ম: ভাঁড়ারা, কুষ্টিয়া (তৎকালীন নদীয়া), মৃত্যু: সেঁউড়িয়া, কুষ্টিয়া। কিম্বদন্তী অনুসারে হিন্দু সন্তান, নিরক্ষর। বাউলদাসের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গমন কালে বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ায় সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলে কোন মুসলমান রমণীর শুশ্রূষায় রোগমুক্ত—ও উক্ত রমণীর দ্বারা পালিত। দরবেশ সিরাজ সাঁই-এর

নিকট বাউল সহজিয়া বা ইসলাম ধর্মের সুফী মতে দীক্ষিত। নবদ্বীপে শাস্ত্র চর্চায় রত। মুখে মুখে সঙ্গীত রচনায় নিপুণ। উদাত্ত কণ্ঠে স্বরচিত সঙ্গীত গায়ক। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমায় (অধুনা বাংলাদেশ) সেঁউড়িয়া গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য প্রাপ্ত। বৈষ্ণব পদাবলী ও কয়েক শত বাউল গান রচয়িতা। প্রবাসী ও দেশ পত্রিকায় এবং 'হারামণি' গ্রন্থে বহু গান প্রকাশিত।

লাল বিহারী দে, রেভারেণ্ড (১৮।১২। ১৮২৪—২৮।১০।১৮৯৪)। ছদ্মনাম: An Old Bengali Boy. জন্ম: সোনাপলাশী, বর্ধমান, মৃত্যু: কলিকাতায়। পত্নী: মোকিয়া হায়াস। সুবর্ণবণিক-বৈষ্ণব বংশজাত। নয় বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন। জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ্‌ ইন্‌স্‌টিটিউসনের ছাত্র। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত। রেভারেণ্ড্‌ ডাফ কর্তৃক খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত (১৮৪৩)। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে নিযুক্ত (১৮৫১), রেভারেণ্ড পদপ্রাপ্ত (১৮৫৫)। সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত (১৮৬৭), হুগলী কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক (১৮৭৭—৮৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৭৭), বেথুন সোসাইটির সক্রিয় সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: Reminiscences of Dr. Duff (লণ্ডন—১৮৭৯), Bengal peasant life (Govinda Samanta or the History of Bengal Raiyat,—জমিদারের শোষণ সংক্রান্ত উপন্যাস), Folk tales of Bengal, বাসর যামিনী (গীতিনাট্য—৪র্থ সং ১২৯৩) প্রভৃতি। সম্পাদক: Bengal Magazine, অরুণোদয় (প্রথম সচিত্র পাক্ষিক—১৮৪৬), খ্রীষ্টান ট্রাষ্ট্‌ সোসাইটির মুখপত্র (শ্রীরামপুর)।

লালবিহারী বল্লভ। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবন সংগ্রাম।

লালবেগ। মুসলমান বৈষ্ণব কবি। ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে একটি মাত্র বৈষ্ণব পদ সংকলিত হয়েছে।

লালমাধব মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক: ত্রৈমাসিক সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী (জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত জুলাই, ১৮৬৫)।

লাল মাহ্‌মুদ। জন্ম: বাগুইডহর, নেত্রকোনা মহকুমা, ময়মনসিংহ। ভ্রাতা: কামু। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রথম জীবনে গাজীর কীর্তন গায়ক,—পরে কবির দলে যোগদান। হিন্দু ও বৈষ্ণব দর্শন,—পুরাণাদি পাঠের ফলে বৈষ্ণব প্রভাবিত। বৈষ্ণব আচার গ্রহণ ক'রে বটবৃক্ষ মূলে তুলসীমঞ্চ স্থাপন ক'রে পূজা ও স্বপাক নিরামিষ ভোজনকারী। তুলসীমূলে নিয়মিত কীর্তন গায়ক। ভক্তিগীতি ও বৈষ্ণব পদ রচয়িতা। সঙ্গীতগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের সুর প্রতিফলিত।

লালমোহন। রচনা: সত্যনারায়ণ পাঁচালী।

লালমোহন গুহ (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: মেঘদূত (অনুবাদ—ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ সহ—১২৫৭)।

লালমোহন দ্বিজ (১৯শ শতাব্দী)। রচনা: বানের ছড়া (১২৩০ সালের বন্যা সম্পর্কে ছড়া)।

লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫/×।১২। ১২৫১—২৮।৯।১৯১৬/১২।৬।১৩২৩)। জন্ম: মহেশপুর, নদীয়া, মৃত্যু: শান্তিপুর। পিতা: রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতামহ: রামলোচন তর্কসিদ্ধান্ত। দিগম্বরপুরের চতুষ্পাঠী, মহেশ-

পুরের চতুষ্পাঠী ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র (১৮৫৮)। সংস্কৃত কলেজে কাব্য অলংকার স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতি অধ্যয়ন করে বিদ্যানিধি উপাধিপ্রাপ্ত (১৮৬৮)।' কটক কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৮৬৮), পরে দিনাজপুর জেলায় স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্‌সপেক্‌টর (১৮৭০), ছোটনাগপুরের ডেপুটি ইন্‌সপেক্‌টর (১৮৭২), নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় স্কুল সমূহের তত্ত্বাবধায়ক (১৮৭২-৮৮), হুগলী নর্ম্যাল স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত (১৮৮৮-১৯০১), ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আর্যদর্শন, বঙ্গ দর্শন, রহস্য সন্দর্ভ, ভ্রমর,'বান্ধব, নবপ্রভা, এডুকেশন গেজেট, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য নির্ণয় (১৮৬২), সম্বন্ধ নির্ণয় (১৮৭৫), ভারতীয় প্রতিভা, আর্য জাতির আদিম অবস্থা (১৮৯১), পত্র প্রবন্ধ বা আদর্শ পত্র লিখন প্রণালী (১৮৭৬), শিক্ষা সোপান (১৯০৩), চারু প্রবন্ধ (১৯১০)। সম্পাদিত গ্রন্থ: মেঘদূতম্ (সটীক—১৮৯৪), কবি কল্পদ্রুম: (পরিভাষা সহ ধাতু পাঠ—১৯২৩)।

লালা জয়নারায়ণ সেন (১৮শ শতাব্দী) জন্ম: বিক্রমপুর। অগ্রজ: কবি রামগতি, অনুজ: কবি রাজনারায়ণ। রচনা: হরিলীলা (সত্যনারায়ণের পাঁচালী—১৭৭২), চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরামের কাহিনী অনুসৃত। নূতন সংযোজনা সুলোচনার গল্প। ভাষা মার্জিত, ভঙ্গী তির্যক।

লালী বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.। স্বামী: অসিত হালদার। জন্ম: কলিকাতায়। নিবাস: বসিরহাট, ২৪ পরগণা। মহিলা কবি। সঙ্গীত রচনা ও আবৃত্তিতে দক্ষ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। যুগ্ম সম্পাদিকা: সাহিত্যকল্প (১১ বৎসর)।

লালু নন্দলাল (১৮শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম: লালচন্দ্র (চাঁদ) নন্দলাল। জন্ম: চুঁচুড়া, মতান্তরে বীরভূম। খ্যাতনামা কবিয়াল। গোঁজলা গুঁই-এর সঙ্গীত শিষ্য, কবিয়াল রাসু নৃসিংহের সমসাময়িক,—নিতাই দাস বৈরাগীর (১৭৫১—১৮২১) গুরু। সম্ভবতঃ লালু ও নন্দলাল দুই ভ্রাতা। নিধুবাবু ও শ্রীধর কথকের পূর্ববর্তী সঙ্গীত রচয়িতা। সখী সংবাদ, কৃষ্ণকালী, আগমনী, লহর ও খেউড় গান রচনার জন্য বিখ্যাত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এঁদের একটি মাত্র গান সংগ্রহ করেছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হালহেড্ সংগৃহীত একটি পুঁথিতে লালচাঁদের একটি গান আছে।

লিলি ভট্টাচার্য (২৪।১২।১৯১৮—) নিবাস: লিলি মঞ্জিল, ১৬।২—এফ্, ডোভার লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—২৯। প্রকাশিত উপন্যাস: শুভক্ষণ মম (১৯৪৬), পূর্ণচ্ছেদ।

লীনা চট্টোপাধ্যায় (৯।৬।১৯৩৪—) নিবাস: লীনা ইন্‌স্‌টিটিউট, ৭৩, ডঃ দাউদার রহমান রোড্, কলিকাতা—৩৩। পিতা: ডাঃ বি. এন্. চট্টোপাধ্যায়, মাতা: পদ্মা দেবী। মহিলা সাহিত্যিক,—কবি ও গীত রচয়িত্রী। নৃত্য ও সঙ্গীতানুরাগিণী। বহু পুরস্কার বিজয়িনী: সম্পাদিকা: মাসিক জাগরণ (৩০।১।৮৮—)।

লীলা দেবী (১৮৯৬—৩।৩।১৯৪৩)। জন্ম: জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। পিতা: রণেন্দ্র মোহন ঠাকুর, স্বামী: আর্যকুমার চৌধুরী। সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শিনী। মহিলা কবি ও ঔপন্যাসিক। বারোয়ারী উপন্যাসের অন্যতম লেখিকা। প্রকাশিত

গ্রন্থ : কাব্য : কিশলয় (১৩২৮), ঝরার ঝর্ণা। উপন্যাস : ধ্রুবা (১৯২৩), নব ঘন (১৯২৭), রূপহীনার রূপ, সিঞ্চন।

লীলা প্রকাশ ব্রহ্মচারী। মহানাম সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধর্মপ্রসঙ্গে মিশনারী ও ভারতীয় সাধু।

লীলা মজুমদার (২৬।২।১৯০৮—)। বিখ্যাত মহিলা শিশু সাহিত্যিক। নিবাস : সুইট্ ৮, ৩০ চৌরঙ্গী, কলিকাতা—১৬। ইংরাজীতে এম্.-এ. পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারিণী। পিতা : প্রমদা রঞ্জন রায়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপিকা,—কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপিকা। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রাঙ্কনে শিক্ষাপ্রাপ্তা। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। উপন্যাসে ইঙ্গবঙ্গ মহিলাশাসিত সমাজের উপভোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশু-সাহিত্য : দিন দুপুরে (১৯৪৯), পদি পিসীর বর্মী বাক্স (১৯৫৩) প্রভৃতি। উপন্যাস : শ্রীমতী (১৯৫২), জোনাকী (১৯৫৫), মণিকুন্তলা (১৯৫৫), চীনে লণ্ঠন (১৯৫৮), পাকদণ্ডী (১৩৯৩)। অনুবাদ : বুদো ও সাগর (হেমিংওয়ের The Old Man and the Sea—১৯৫৬)

লীলাময় দে। প্রকৃত নাম : প্রফুল্ল কুমার দে। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : অভিযান। উপন্যাস : কবিতার জন্মদিন।

লীলা রায় (২।১০।১৯০০—১১।৬।১৯৭০) জন্ম : গোয়ালপাড়া, আসাম। পিতা : গিরিশচন্দ্র নাগ। বেথুন কলেজ থেকে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক লাভ করে বি. এ. (১৯২১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯২৩)। নারী ভোটাধিকার সমিতি (১৯২১) ও ঢাকায় উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির (১৯২২)সহ-সম্পাদিকা। নারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে দীপালি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী (১৯২৩)। দীপালি ছাত্রীসঙ্ঘ নামে ভারতে প্রথম ছাত্রী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী (১৯৩০) ও মহিলাদের আবাস ছাত্রী ভবনের প্রতিষ্ঠাত্রী। অনিল রায়ের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী দল 'শ্রী সঙ্ঘে' যোগদান। অনিল রায়ের সঙ্গে বিবাহ (১৩।৫।১৯৩৯)। কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯২৮) নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় ভারপ্রাপ্তা। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার ও আটক (১৯৩১—৩৮)। মুক্তির পর নেতাজী জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা সাব কমিটির সদস্যা। নেতাজীর অন্তর্ধানের পরে স্বামী অনিল রায়ের সঙ্গে উত্তর ভারতে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব প্রাপ্তা (১৯৪১)। পুনর্বার গ্রেপ্তার (১৯৪২)। উদ্বাস্তুদের সেবায় নিযুক্তা। ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যা। সম্পাদিকা : মাসিক জয়শ্রী (১৯৩১)।

লুইপাদ (খ্রীঃ ৯ম/১০ম শতাব্দী)। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও পদকর্তা। কোন কোন মতে প্রকৃত নাম : রোহিত পা। সহজিয়া সাধক ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারক। ১ ও ২৯ সংখ্যক চর্যাপদদুটি এঁর রচনা। রচনা : সংস্কৃত : অভিসময় বিভঙ্গ, বজ্রস্বত্ত্ব সাধন, বুদ্ধোদয়, ভগবদভিসার। অপভ্রংশ : তত্ত্ব-স্বভাব দোহাকোষ গীতিকা। প্রাচীন বাঙ্গালায় : লুইপাদগীতিকা।

লুৎফ রহমান (১৮৯৭—১৯৩৬) এম্. এ. জন্ম : হাজিপুর, যশোর। চিকিৎসক। সম্পাদক : সুলতান (মাগুরা)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উন্নত জীবন, মহৎ জীবন, মানব জীবন, প্রীতি উপহার, বাসর উপহার, সরলা,

রায় হান, মঙ্গল ভবিষ্যৎ, দুঃখের রাত্রি, পথহারা।

লুৎফর রহমান। জন্ম: মুন্সিগঞ্জ, নদীয়া। মৌলভী,—কবি। প্রকাশিত কাব্য: প্রকাশ (১৩১২)।

লুৎফর রহমান রিটন (১।৪।১৯৬২—) জন্ম: কুমিল্লা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিশু সাহিত্যিক। সিকান্দার আবু জাফর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) ও অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু সাহিত্য: উপস্থিত সুধীবৃন্দ। ছড়া: ধুত্তুরি (১৯৮২), ঢাকা আমার ঢাকা (১৯৮৪)।

লুৎফর রহমান সরকার (১।২।১৯৩৪ —) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম্. এ, (১৯৫৫)। সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রম্য রচনা: দৈনন্দিন, সূর্যের সাত রঙ্ (১৯৭৬), জীবন যখন যেমন (১৯৮০)। ছড়া: টিয়ে পাখীর বিয়ে (১৯৭৯), নতুন বৌ (১৯৮২)

লেখরাজ সামন্ত (ছদ্মনাম) প্রেমেন্দ্র মিত্র দ্রষ্টব্য।

লেবডেফ্, হেরাসিম (১৭৪৯—১৮১৮) জন্ম: ইউক্রেন, রাশিয়া। চাষী পরিবারের সন্তান। সহজাত সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারী। ইতালী, প্যারিস ও লণ্ডন ভ্রমণের পরে মাদ্রাজে আগমন (১৫।৮।১৭৭৫),—মাদ্রাজ থেকে কলিকাতায় আগমন। একজন রুশ চিকিৎসকের সাহায্যে কলিকাতায় সঙ্গীতজ্ঞ রূপে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। পাশ্চাত্য যন্ত্রে প্রথম ভারতীয় সুরের স্রষ্টা। গোলোক দাস নামক একজন স্কুল শিক্ষকের নিকট পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষাদানের বিনিময়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা। কলিকাতার ডোমতলায় (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীট্) রঙ্গালয় স্থাপন করে বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাহায্যে ভারতে প্রথম দেশী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা (২৭।১১।১৭৯৫)। The Disguise এবং Love is the Best Doctor নামে দুটি ইংরাজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়ে উক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্যোক্তা। ইংরাজী থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে থিয়েটার ভস্মীভূত। ঋণগ্রস্ত হওয়ায় আদালতের শরণাপন্ন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আদেশে কলিকাতা ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। স্বদেশে পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মপ্রাপ্ত। রচিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা ব্যাকরণ (লণ্ডন—১৮০১), বাঙ্গালা অভিধান, কথোপকথন গ্রন্থ, ভারত চন্দ্রের কাব্য, আত্মজীবনী, ইংরাজী নাটক দ্বয়ের অনুবাদ (গোলক চন্দ্র দাসের সাহায্যে)।

লোকনাথ দত্ত (১৮শ শতাব্দী) রচনা: নৈষধ বিজয় (নল দময়ন্তীর কাহিনী)।

লোকনাথ দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: মায়ের মন্দির (কাব্য), বীর ছেলে, শান্ত সতী, আনন্দ কুটির, সাঁওতাল কাহিনী।

লোকনাথ দাস (১৯শ শতাব্দী)। লোকা ধোপা নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের অধিকারী। সুকণ্ঠ গায়ক এবং সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর শক্তি বিষয়ক দুটি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে।

লোকনাথ দাস (১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ)। প্রকৃত নাম: লোকনাথ চক্রবর্তী। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য। রচনা সীতা চরিত্র (অদ্বৈতাচার্যের পত্নী সীতাদেবীর জীবনী)। গ্রন্থটি চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতের পরবর্তী রচনা। ভাষা সরস, বর্ণনা স্বচ্ছন্দ।

লোকনাথ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাবুঘাটের কুমারী মাছ (রূপক উপন্যাস)।

লোকনাথ শর্মা (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: সুন্দর কাণ্ড ও কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড (রামায়ণ)।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত (১৮৬৫—১৯১৫) পিতা: ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত, পত্নী: লণ্ডন প্রবাসী ক্ষেত্রমোহন দত্তের কন্যা মেব্‌ল দত্ত। রবীন্দ্রনাথের বন্ধু,—কবি। লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যয়ন(১৮৭৯—৮২)। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান(১৮৮৬)। বাঙ্গালা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও জজ্। অবসর গ্রহণ (১৩১৩)। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে দশ হাজার টাকা দান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষণের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান (১৯১২)। সাধনা পত্রিকায় সাহিত্য-তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরাজীতে অনুবাদক। ওমর খৈয়ামের রুবাইতের পদ্যে বঙ্গানুবাদক। ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত।

লোকেশ ঘটক (×।২।১৯২০—৩।১১। ১৯৭৫)। জন্ম: চট্টগ্রামে। পিতা: বহুভাষা-বিদ্ সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র ঘটক, মাতা: ইন্দুবালা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা: কবি মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), কনিষ্ঠ ভ্রাতা: ঋত্বিক ঘটক। প্রবেশিকা পাশ করার পর ১৫ বৎসর বয়সে ইণ্ডিয়ান্ মার্কেন্টাইল মেরিনের সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে ডাফরিনে ক্যাডেট্ রূপে যোগ দিয়ে (১৯৩৬) পাঠ সাঙ্গ করে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ নেভিতে কর্মপ্রাপ্ত (১৯৩৯)। মহাযুদ্ধের সময় ৪ বৎসর সমুদ্রপথে বিশ্বের সর্বত্র ভ্রমণকারী। ফিরে এসে রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভির রিজার্ভ অফিসার নিযুক্ত (১৯৪২), বঙ্গোপসাগরে পেট্রোল শিপের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সারা পৃথিবী ভ্রমণকারী। মার্চেণ্ট নেভি বা প্রাইভেট্ শিপিং-এর কর্মী (১৯৫৪—৭৪)। মানবেন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক সোসাইটির সদস্য, ইন্দো-কন্টিনেন্টাল আর্টিষ্ট্স্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা (১৯৬২)। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কবিতা, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচয়িতা। কার্টুনিষ্ট্ ও চিত্রশিল্পী। বাঙ্গালা গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদক। প্রথম প্রকাশিত বাঙ্গালা উপন্যাস: মহাসাগর (১৯৩৯)। প্রকাশিত নাটক: বসুন্ধরা সন্তান তোমার (১৩৮২)।

লোকেশ্বরানন্দ স্বামী (১৯১১—) রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। ৪০ বৎসর যাবৎ অনাথ বালকদের বিদ্যালয়ের পরিচালক। দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা-দানে, অনগ্রসর জন সমাজের উন্নয়নে, গ্রাম উন্নয়নে, ব্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ ও ভারতের নানা স্থানে ত্রাণকার্যে নিয়োজিত। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক (১৯৭৩ পর্যন্ত)। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য। কলিকাতা গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ কালচারের প্রধান। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজার-ল্যাণ্ড এবং ইটালীতে আমন্ত্রিত হয়ে বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দর্শনের প্রচারক। অক্স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ সোরবোন ও পশ্চিম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদাতা। ব্যাংকক ও প্যারিসে আন্তর্জাতিক ডেলিগেশনে ভারতের প্রতিনিধি। ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ কালচার-এ প্রতি সপ্তাহে ভগবদ্গীতা, কথামৃত এবং উপনিষদের ব্যাখ্যাতা। ভারতে

এবং বহির্ভারতে বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : তব কথামৃতম্, ছোটদের সারদাদেবী।

লোচন অধিকারী (১৮শ শতাব্দী) বিখ্যাত কৃষ্ণ যাত্রাকার। কৃষ্ণ যাত্রা বা কালিয় দমন যাত্রার অধিকারী। বদন অধিকারীর শিষ্য। রচনা : অক্রুর সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস।

লোচনানন্দ আচার্য (১৬শ শতাব্দী) রচনা : ভক্তিচন্দ্রিকা (নরহরি সরকারের আদেশে চৈতন্য উপাসনা সম্পর্কে রচিত)।

লোচনানন্দ দাস (আঃ ১৫২৩—১৫৮৯ খ্রীঃ) নামান্তর : লোচন দাস, ত্রিলোচন দাস। জন্ম : বর্ধমান জেলার কো গ্রামে বৈদ্য বংশে। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের নিবাস : কো গ্রাম। পিতা : কমলাকান্ত, মাতা : সদানন্দী, মাতামহ : কমলাকর দাস, পত্নী : কাঞ্চনী। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা নরহরি সরকারের শিষ্য। বৈষ্ণব পদকর্তা। গৌর লীলা বিষয়ক আদি রসাত্মক ধামালির পদ রচয়িতা। গুরু নরহরির আদেশে নদীয়া নাগর ভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে চৈতন্য মঙ্গল রচয়িতা। গৌরপদতরঙ্গিণীতে ৭১টি বৈষ্ণব পদ উদ্ধৃত হয়েছে। রচনা : বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য মঙ্গল (১৫৩৭ খ্রীঃ), দুর্লভসার, জগন্নাথ বল্লভ নাটক ও রাসপঞ্চাধ্যায়ের পদ্যানুবাদ। শ্রেষ্ঠ রচনা : চৈতন্য মঙ্গল। চৈতন্যমঙ্গল গান করার উদ্দেশ্যে রচিত,— চার খণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে গৌর অবতারের উদ্দেশ্যে দেবদেবীর কাল্পনিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার অভাব, কবিকল্পনার প্রাধান্য, নদীয়া নাগরভাবের প্রতিষ্ঠা এবং অনুচিত আদি রসের বর্ণনা লোচনের চৈতন্য মঙ্গলের বৈশিষ্ট্য।

লোহারাম শিরোরত্ন (১৮২৫— ?) নিবাস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রচনা : মালতীমাধব, মুগ্ধবোধসার, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, শিশুবোধ ব্যাকরণ, নীতিপুষ্পাঞ্জলি।

শইখ শরফুদ্দীন (১।১০।১৯০০—) এম্. এ. (আরবী), এম্. এ. (ফার্সী), বি. এল্. (কলিকাতা রিপন কলেজ)। জন্ম : ফুলবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডের রেজিষ্ট্রার। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : পবিত্র জীবন (১৯৭৮), আরবী ভাষা ও সাহিত্য (প্রাচীন যুগ,— ১৯৮১), ইসলাম নানা প্রসঙ্গ (১৯৮১), বাংলাদেশে সুফী প্রভাব ও ইসলাম প্রচার (১৯৮২), Lectures on Islam (১৯৭৯), The Hijra and the Charter (১৯৮০), The Notion of Evolution Through the Ages (১৯৭৭, ১৯৮১)।

শওকত আলি (১২।২।১৯৩৬—)। জন্ম : রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৮)। প্রথমে ঠাকুর গাঁও কলেজ পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), লেখক শিবির পুরস্কার (১৯৭৮) ও অজিত গুহ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আকাশ (১৯৬৪), যাত্রা (১৯৭৮)। গল্প : উন্মুল বাসনা (১৯৬৮), লেলিহান সাধ (১৯৭৮)। কিশোর উপন্যাস : টুনকু নামে হাতী (১৯৭৯), নীল পাহাড়ের গান (১৯৭৯)।

শওকত ওসমান (২।১।১৯১৭—) এম্. এ.। জন্ম : সবল সিংহপুর, হুগলী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গলা সাহিত্যে এম. এ. (১৯৪১)। বাংলাদেশে সরকারী কলেজে অধ্যাপনার পর অবসর

প্রাপ্ত। শিক্ষাবিদ্। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক রচয়িতা। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৬), তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট্ পুরস্কার (১৯৬৭) ও একুশে ফেবরুয়ারী পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ উপন্যাসঃ ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), সমাগম (১৯৬৭), জননী (১৯৬৮), চৌর সন্ধি (১৯৬৯), দুই সৈনিক (১৯৭০), জাহান্নাম হতে বিদায় (১৯৭১), রাজা উপাখ্যান (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), পতঙ্গ পিঞ্জর (১৯৮৩), বনি আদম। প্রবন্ধঃ সমূদ্র নদী সমর্পিত (১৯৭৩)। গল্পঃ পিঁজরা পোল (১৯৫০), জুহু আপা ও অন্যান্য গল্প (১৯৫২), সাবেক কাহিনী (১৯৫৩), প্রস্তর ফলক (১৯৬৪), নেত্রপথ (১৯৬৮), উভশৃঙ্গ (১৯৬৯), উপ-লিঙ্গ (১৯৬৮), জন্মদিন তব বঙ্গে (১৯৭৫)। মিশ্র রচনাঃ হপ্তম পঞ্চম। অনুবাদঃ টাইম মেশিন, স্পেনের ছোট গল্প (১৯৬৫), পাঁচটি গল্প (মলিয়েরে), টলষ্টয়ের নয়টি গল্প। নাটকঃ আমলার মামলা (১৯৫২), তস্কর ও লস্কর (১৯৪৬), কাঁকরমণি (১৯৫২), বাগদাদের কবি, ডাক্তার আবতুল্লার কারখানা (১৯৭৪), এতিমখানা, রাজাদের কবি। শিশু সাহিত্যঃ ওয়েটন সাহেবের বাংলো (১৯৪৪), ডিগ্‌বাজী (১৯৬৪), মসকুইটোফোন (১৯৫৭), তারা তুইজন (১৯৫৮), ক্ষুদে সোসালিষ্ট্ (১৯৭৩)।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (২৫।১১।১৯৩৩—) ছদ্মনামঃ রূপচাঁদ পক্ষী। জন্মঃ বহড়ু, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। কলিকাতাবাসী (১৯৪৮—)। নিবাসঃ কর্ণেল বিশ্বাস রোড্, কলিকাতা। মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক্ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র। কবি। দেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' কাব্য গ্রন্থের জন্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৩)। প্রকাশিত কাব্যঃ সোনার মাছি খুন করেছি, যেতে পারি কিন্তু কেন যাব, রূপকথার কলকাতা, প্রকৃত স্বদেশ, হেমন্তের অরণ্যে, আমি পোষ্ট্‌ম্যান, চির প্রণম্য অগ্নি (১৩৯৩) প্রভৃতি।

শক্তি দত্ত (১৯২৩—)। ছদ্মনামঃ শঙ্খচূড়া, শকুন্তলা দত্ত, শ. দ.। জন্মঃ কলিকাতায়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। সহ-সম্পাদকঃ চলন্তিকা।

শক্তিধর চৌধুরী। নিবাসঃ হাইলাকান্দি, আসাম। কবি। প্রকাশিত কাব্যঃ এখানে ত্রিবেণী (আশুতোষ দাশ ও মাসুক আহমদের কবিতা সহ)।

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় (×।৯।১৯৩২—) জন্মঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখপত্র 'কিশোর' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। পরে দৈনিক বসুমতী, জয়শ্রী, তরুণের স্বপ্ন, শিক্ষক, রামধনু, শুকতারা, অভিযান, মৌ, বাঁকুড়া দর্শন, হিন্দুস্থানী, বাঁকুড়া সংবাদ, সংহতি, বিংশ শতক প্রভৃতি পত্রিকায় বহু কবিতা প্রকাশিত। কবিতায় যুগযন্ত্রণা জনিত বিষণ্ণতা এবং আশাবাদ ধ্বনিত।

শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৩—) ছদ্মনামঃ পদ্মনাভ। নিবাসঃ জগন্নাথ পুর, পোঃ আমারা, সাঁওতাল পরগণা। সাংবাদিক। প্রকাশিত উপন্যাসঃ ধূসর পৃথিবী (১৯৫০)।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। আসামের শিলচর নিবাসী কবি। প্রকাশিত কাব্যঃ সময় শরীর হৃদয়, এই পথে অন্তরা।

শক্তিপদ ভট্টাচার্য এম্. মিউজ। সঙ্গীত শিক্ষক ও পরীক্ষক। সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থঃ স্বরাগম শিক্ষা,

তান আলাপ, তান শিক্ষা, সঙ্গীত সহায়ক, ভজন লহরী, সঙ্গীতে শাস্ত্রীয় চিন্তা, ধ্রুপদ ও ধামার মঞ্জুষা।

শক্তিপদ রাজগুরু (১।২।১৯২১—) ছদ্মনাম: পঞ্চমুখ। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: গোপবান্দী, বাঁকুড়া। নিবাস: রায়পাড়া বাই লেন, দমদম, কলিকাতা—৫০। পিতা: মনীন্দ্রনাথ রাজগুরু, মাতা: শবাসনা। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ও রিপন কলেজের ছাত্র। শিক্ষা: আণ্ডার গ্রাজুয়েট। ডাক ও তার বিভাগের পদস্থ কর্মীরূপে অবসর প্রাপ্ত। এণ্টালি কালচারাল কন্‌ফারেন্স, পূর্ব-কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'আবর্তন' (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২), প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: দিনগুলি মোর (১৯৪৩)। দুই শতাধিক ছোট গল্প, ৩৫টিরও অধিক উপন্যাস, ৬টি নাটক ও ৬টি কিশোর উপন্যাসের লেখক। নয়া বসত ও মেঘে ঢাকা তারা উপন্যাসের জন্য ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা বার্মা ল্যয়ন্স ক্লাব পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, দেশ, আনন্দ বাজার, যুগান্তর, বসুধারা, অমৃত, গল্পভারতী, নব-কল্লোল, শুকতারা, উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ ইত্যাদি পত্রিকায়, হিন্দী ধর্মযুগ, মনোরমা, মনোহর কহানী, মায়া, নবনীত ইত্যাদি পত্রিকায়, মালয়ালাম ও কানাড়ী ভাষার বিভিন্ন পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। মেঘে ঢাকা তারা, জীবন কাহিনী, কুমারী মন, মুক্তিস্নান, নয়া বসত ইত্যাদি উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপায়িত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঐতিহাসিক উপন্যাস: সোমনাথ, গৌড়জন বধূ, মণিবেগম ইত্যাদি। সামাজিক উপন্যাস: ভবু বিহঙ্গ (উদ্বাস্তু জীবনের কাহিনী), দিনগুলি মোর, হেথা নয়, শাল পিয়ালের বন, কাজল গাঁয়ের কাহিনী, কুমারী মন, শেষ নাগ, মেঘে ঢাকা তারা, কেউ ফেরে নাই (কয়লার খনির কাহিনী—১৯৬০), জনম অবধি, যদি জানতেম, বন্যা এলো, নয়া বসত, অনুসন্ধান, মুক্তিস্নান, অভয়ারণ্য, ইমাম, তিল থেকে তাল, বিক্ষোভ, দিন অবসান, অধিকার, উত্তরের পাখী, সন্ধ্যা সাগরকূলে, বাসাংসি জীর্ণানি, অভ্রনীল রোদ, অগ্নি স্বাক্ষর, পদাতিক, যাত্রীরা হুঁশিয়ার, সতী সীমন্তিনী, পথ বহে যায় ইত্যাদি। ছোট গল্প: মধুমতীর বাঁক, গল্প সংগ্রহ ইত্যাদি। নাটক: শেষাগ্নি, মেঘে ঢাকা তারা, প্রজাপতি, জীবন কাহিনী, মণিবেগম ইত্যাদি। ছোটদের: পটলার গঙ্গা দর্শন, পটলার বাঘ শিকার, কোঁৎকা খেল হোৎকাদা, কমলা দি গ্রেট্, বনে গেলেন গাবুদা ইত্যাদি।

শক্তিভূষণ ভট্টাচার্য। জন্ম: বালিঘাটা, মেদিনীপুর। সম্পাদক: বৈষ্ণব পত্রিকা (মেদিনীপুর ১৩২৮)।

শক্তিব্রত ঘোষ (১১।১।১৯৩৩—) এম্. এ. (১৯৫৫)। জন্ম: নোয়াখালি, বাংলাদেশ। পৈত্রিক নিবাস: ঢাকা। বর্তমান নিবাস: ১০।৪৩, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড, কলিকাতা—৪০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যাপক,—সরকারী কলেজের অধ্যাপক (১৯৬১—৭৫), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৭৫—)। কবি ও প্রবন্ধকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: বর্ষাকন্যা (১৯৫৪), অন্যতর (১৯৬০), বনবাস (১৯৭৫)। প্রবন্ধ: কালিম্‌পঙে রবীন্দ্রনাথের দিনগুলি, উইলিয়ম কেরীর সাধনা, কবি দেবেন্দ্রনাথ

সেন ও কয়েকজন। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাংলা সনেট (যুগ্মভাবে—১৯৬০)।

শক্তিব্রত মজুমদার (১০।৮।১৯৬০—) জন্ম : জলপাইগুড়ি শহর। পৈত্রিক নিবাস : মানিক গঞ্জ, ঢাকা। পিতা : দেবব্রত মজুমদার, মাতা : সুমিত্রা। জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে মাধ্যমিক (১৯৭৬), জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৭৮) পাস এবং বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক (১৯৮১)। উত্তর বঙ্গে চা শিল্প সংস্থায় কর্মরত। ফটোগ্রাফার। প্রবন্ধ ও ফিচার লেখক। আনন্দ বাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, আজকাল, পরিবর্তন, বর্তমান, দিন কাল প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : দ্যোতনা (১৯৮২—)।

শক্তি হালদার (৩০।৯।১৯৩২—)। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : বিষ্ণুপদ হালদার। ত্রিপুরা নিবাসী। চারুকলায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে শিল্প শিক্ষক। প্রথম কবিতা 'খেয়ালী' কলিকাতার চৈত্রালী পত্রিকায় প্রকাশিত। ত্রিপুরার অন্যতম চিত্রশিল্পী ও নাট্য পরিচালক। প্রকাশিত কাব্য : নীল পাহাড় সোনালী ঢেউ (আগরতলা থেকে প্রকাশিত)।

শঙ্কর (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস : কুলচণ্ডা। রচনা : গুরুদক্ষিণা পালা।

শঙ্কর (১৮শ শতাব্দী) রচনা : লক্ষ্মীমঙ্গল (লক্ষ্মীর ব্রতকথা)।

শঙ্কর (১৮শ শতাব্দী)। পিতা : রত্নেশ্বর ভট্ট। রচনা : আর্যা ছড়া।

শঙ্কর। মনিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য (২য় খণ্ড)।

শঙ্কর আচার্য। নিবাস : কলিকাতায়। নাকতলা—বি. বা. দী. বাগ মিনিবাস চালক। কবি। একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত।

শঙ্কর ঘোষ (২৬।৭।১৯৫৬—)। জন্ম : কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস : ১১৫।১৭, ক্যানাল ষ্ট্রীট্, শ্রীভূমি, কলিকাতা—৪৮। পিতা : বিনয় কুমার ঘোষ, মাতা : সরমা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালায় এম্. এ. এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এড্। বেসরকারী সংস্থায় সহকারী হিসাব রক্ষক। পত্রপুট, সাহিত্য ভারতী, অনুভব, বিশ্বাসী প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : নানান ফুলের মালা ' ছোট গল্প ১৯৭৫)। যুগ্ম সম্পাদক : পত্রপুট।

শঙ্কর চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র (১৭শ—১৮শ শতাব্দী)। জন্ম : বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের নিকট পানুয়া গ্রামে। পিতা : মুনিরাম চক্রবর্তী, পুত্র : কুঞ্জবিহারী। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সভাকবি। রচনা : রামায়ণ (রামলীলা বা রাম মঙ্গল), মহাভারত, ভাগবতামৃত বা শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল পাঁচালী, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শীতলা মঙ্গল, শিবায়ন (১৬৮০) প্রভৃতি। রামায়ণ রচিত হয় বিষ্ণুপুর রাজ ২য় রঘুনাথের রাজত্বকালে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে। অধ্যাত্ম রামায়ণ ও বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে রামায়ণ রচিত। বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামে পরিচিত। অঙ্গদের রায়বার, শিবরামের যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণের রায়বার প্রভৃতি রামায়ণ বিষয়ক পুঁথি পাওয়া গেছে। রঘুনাথের পুত্র গোপাল সিংহের রাজত্বকালে (১৭১৮—৪৮ খ্রীঃ), ভারত পাঁচালী ও ভাগবতামৃত রচিত। মহাভারত সম্পর্কিত 'দাতাকর্ণ' উপাখ্যান বিশেষ জনপ্রিয়। শিবায়ন কাব্যের অন্তর্গত 'মাছধরার পালা' মাত্র পাওয়া গেছে। শঙ্খ পরা নামে অপর একটি পালার উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়।

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩—৯।৬।১৯৭৬/ ২৬।২।১৩৮৩) ছদ্মনাম : জনমেজয়। মৃত্যু : গৌহাটী, আসাম। অকৃতদার। দেশ ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় কবিতা গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ত্রিবৃত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ : এই দশকের কবিতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : কেন জন্ম কেন নির্যাতন। উপন্যাস : দিন আমাদের (চলচ্চিত্রে রূপায়িত)।

(ডঃ) শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। কুমেরু অভিযাত্রী,—বৈজ্ঞানিক। পত্নী : শিবানী। কলিকাতা নিবাসী। যাদবপুর ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রশান্ত মহলানবীশের আমলে (ষাটের দশকের মধ্যভাগে) ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউটের গবেষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট্। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। টেক্‌সাস টেক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যান্টার্কটিক্ রিসার্চ সেণ্টারের অধ্যক্ষ। তিনবার মেরু অভিযানের পর চীন দেশে ইউনানের দুর্গম অঞ্চলে ডাইনোসারের ফসিলের সন্ধানে ভ্রমণকারী (১৯৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পৃথিবীর শেষপ্রান্তে (১৯৮৫)।

শঙ্করচন্দ্র বিশ্বাস। প্রকাশিত উপন্যাস : তুমি যখন আসবে।

(ডাঃ) শঙ্কর জ্যোতি দেব (১৯৫৭—) এম্. বি. বি. এস্.। জন্ম : পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস : শিলচর শহর, কাছাড়, আসাম। পিতা : সুধেন্দু কুমার দেব, মাতা : মলিনা। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জেন। সপ্তর্ষি, ইত্যাদি, শতক্রতু, সাহিত্য, অঙ্গীকার, সম্ভার, অনির্বাণ, বেলাভূমি, আমাদের সমকাল, মহুয়া, কালপুরুষ, উত্তরসূরী, অন্য-দিন, জিজ্ঞাসা, শিলাদিত্য, কৃত্তিবাস, আজকাল, অভিমান প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : সপ্তর্ষি (১৯৭৫-৭৭), ইত্যাদি (১৯৮০—)।

শঙ্কর দাশগুপ্ত (শ্রীপঞ্চমী ১৯৪৭—) এম্, এ, (বাঙ্গালা)। ছদ্মনাম : কৌন্তেয় সেন। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ৪১৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা—৬৮। পিতা : লোকনাথ দাশগুপ্ত। মাতা : চারুলতা। সরকারী সংস্থায় কর্মরত। বহু সাময়িক পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। উৎকল দেশ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। সম্পাদিত পত্রিকা : সহজিয়া, অন্বীক্ষণ, জন্মদিন। প্রকাশিত গ্রন্থ : তুমি কার? (উপন্যাস), নাগকেশর, মানসপুত্র, রৌদ্রের চিৎকার, লক্ষ মাণিক, সত্তর দশকের গল্প ইত্যাদি।

শঙ্কর নাথ পণ্ডিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কার বিধি, আর্যাভিনয় মর্ত্যার্থপ্রকাশ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত বাঙ্গলা গ্রন্থ : বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়, ঋষীন্দ্র জীবন।

শঙ্করনাথ রায় (১৯১১—৮।১১।১৯৭৩) জন্ম : নবগ্রাম, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা। মৃত্যু : দক্ষিণ কলিকাতায়। প্রকৃত নাম : প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য। পিতা : যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পত্নী : রেণুকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ.। খ্যাতনামা যোগী কালিপদ গুহরায়ের শিষ্য। সাংবাদিক ও গবেষক। ভারতের বিভিন্ন সাধনমার্গী, মঠ, সম্প্রদায়, মণ্ডলী, ও সারস্বত কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৬৪)। সম্পাদক : হিমাদ্রি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতের সাধক ১২ খণ্ড (১৯৫৬—৭২), ভারতের সাধিকা ২ খণ্ড, সাধু সন্তের মহাসঙ্গমে, ভারতকে মহান সাধক (হিন্দী), Saints of India.

শঙ্করপ্রসাদ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: রূপনগরী হংকং (ভ্রমণ কাহিনী)।

শঙ্কর পাগল (১৮শ শতাব্দী) নামান্তর: শঙ্কর দাস। রচনা: দোললীলা।

শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬—) ছদ্মনাম: স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণফুল। জন্ম: ভাগলপুর, বিহার। পৈতৃক নিবাস: নবদ্বীপ, নদীয়া। বর্তমান নিবাস: কোঃ বি/২০৮৭; সেক্টর—২, রাঁচি—৪, বিহার। পিতা: কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: বিন্দুবাসিনী। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞানে এম্. এ.। দিল্লীতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত ও জার্নালিজম-এ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত। বিহার বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী (১৯৫৫—৬১), কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এইচ্. ই. সি. তে কর্মরত (১৯৬১—)। কবি, গীতিকার, গায়ক। স্বরচিত গানের ক্যাসেট প্রকাশিত। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় কলিকাতা ও হাওড়া থেকে একাংক নাটক ও কবিতায় সার্টিফিকেট অফ্ মেরিট পুরস্কার প্রাপ্ত। সম্পাদিত পত্রিকা: কাঁচা হাতের কাগজ (হস্তলিখিত পত্রিকা, —১৯৫১-৮২)। যুগান্তর (পাততাড়ি), যষ্টিমধু, কবিতা, ইদানীং, একক, ডানপিটেদের আসর ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: পাতা বাহার (কাব্য—১৯৭৫), জলতরঙ্গ (গদ্য—১৯৭৭) গীতলহরী (গীত—১৯৮১)।

শঙ্কর বিশ্বাস। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতা ভবানী শঙ্কর দাস দ্রষ্টব্য। (২য় খণ্ড)।

শঙ্কর বিশ্বাস। প্রকাশিত উপন্যাস: হবু এম্. এল্. এ. হব মন্ত্রী।

শঙ্কর ভট্টাচার্য (২৬।৫।১৩৩৩—) জন্ম: ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা। পৈত্রিক নিবাস: মেদিনীপুর। পিতা: ভূদেব চন্দ্র ভট্টাচার্য, পিতামহ: বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও স্মার্ত আশুতোষ শিরোরত্ন, খুল্লপিতামহ: গায়ক যদু ভট্ট। বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবন কলিকাতায় অতিবাহিত। হরিণঘাটায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিভার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে কর্মরত। তরুণ বয়সে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ও নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত। অভিনেতা হিসাবেও খ্যাতিমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাট্যাচার্য শিশির কুমার অর্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার, বাংলা থিয়েটারে অভিনয়, কলিকাতায় থিয়েটার ২ পর্ব, রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান—১৮৭২-১৯০০।

শঙ্কর মিত্র (×।১০।১৯৩০—) ছদ্মনাম: সৌমিত্র রায়, শ্রীশঙ্কর, রুদ্রকিশোর। জন্ম: নোনা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া। বর্তমান নিবাস: কদমতলা, হাওড়া। কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। হাওড়ায় বৃহৎ ওয়াগন কারখানায় (বার্ন কোম্পানী) হিসাব বিভাগের কর্মী। আনন্দবাজার, সাপ্তাহিক মহাজাতি, পশ্চিমবঙ্গ, শিশুসাথী, দৈনিক কিশোর, দৈনিক সত্যযুগ, তেপান্তর, সাহিত্যবাণী, নন্দন, সীমান্ত, কৃশভারতী, সময়ানুগ, প্রবাহ, কলরব, সোনার কাঠি প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: শিল্প ও শিল্পী (১৯৫১), জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র। উপন্যাস: চোখের আলোয় (১৯৬০), পরবাসে (১৯৬৪)। কাব্য: অমৃত সূর্য (১৯৬২), নীলাঞ্জনা ছায়া। ছোট গল্প: রাজা। সহ-সম্পাদক: মাসিক গণসাহিত্য, সাপ্তাহিক ছায়াপথ (চলচ্চিত্র)। সম্পাদক: উজ্জয়িনী, সানাই, মাণিক্য, মাসিক বর্ণপরিচয় (কিশোরদের), কিশোরদের কাগজ।

শঙ্কর রুদ্র (১১।৪।১৯৬৫—) ছদ্মনাম:

কে, সদাশিবম্। নিবাস : ৩এ, বীডন স্কোয়ার, কলিকাতা-৬। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমি সৈনিক (গল্প), দুরন্ত ঘূর্ণি (গল্প), একক দশক।

শঙ্কর সরকার (৬।৯।১৯৫৫—)। জন্ম : কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস : কুমিল্লা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : রবীন্দ্রপল্লী, নিমতা, কলিকাতা-৪৯। পিতা : বীরেন্দ্রকিশোর সরকার, মাতা : চারুবালা। বেলঘরিয়া ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৭৫)। চাকুরিজীবী। অঙ্গীকার, এবং, নৈকট্য, তৃষ্ণা, নগ্ন নির্জন, কষ্টিপাথর, সোপান, ছুটির মন, ইস্পাত, এ মাসের কবিতা, আয়োজন, অভিমান, সোনামণি, সাইরেন, দিগ্বিজয়, কৌরব, ইত্তেফাক (বাংলাদেশ), ছাই (বাংলাদেশ), অনির্বাণ, বর্তিকা, চন্দনী, কালমৃগয়া, নবারুণ, দিদিভাই ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক অতএব (১৯৭০-৭৪)। প্রকাশিত কাব্য : সময় অসময় কবি তিন জন, এই সব দিন রাত্রি আলো অন্ধকার (১৯৮২)।

শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। পূর্বনাম : উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, জীবের সাধ্য ও সাধনা, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান, মানুষ ও গ্রামের প্রাচীনত্ব ও পুরাতত্ত্বের আবিষ্কার, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন, A Brief History of Bengal Brahman, The Grandeur of the Vedas প্রভৃতি।

(ডঃ) শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় (২৬।১।১৯৩২ —)। ছদ্মনাম : আর্যদেব। জন্ম : জামালপুর, মুঙ্গের, বিহার। পূর্বপুরুষের নিবাস : বলাগড়, হুগলী। বর্তমান নিবাস : ৩২, কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন, কলিকাতা-২৬। পিতা : নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা : নিভাননী। জামালপুর (মুঙ্গের) ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৯) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫১) ও ইংরাজীতে অনার্সসহ বি এ. (১৯৫৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্.এ. (১৯৫৮). প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাসে এম্. এ. (১৯৭২) ও পি. এইচ. ডি. (১৯৭৪)। W. B. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় (১৯৫৫), সিভিল সার্ভিসে যোগদান। আলিপুরে ২৪ পরগণার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের স্পেশাল অফিসার (১৯৬১-৬৫), পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার্স অফিসে রিসার্চ অফিসার (১৯৬৫-৬৬), কলিকাতার এ্যানথ্রপলজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার এডিটর (১৯৬৭)। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ অর্থ দপ্তরের সহ-সচিব। দেশ, আনন্দবাজার, উত্তরসূরী, সাহিত্যচিন্তা প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। যুগ্ম সম্পাদক : উত্তর স্বাক্ষর (১৯৫২)। সম্পাদিত গ্রন্থ : (ডঃ অমলকুমার দাস সহ) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোকসাহিত্য (১৯৭৬), পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী নির্দেশিকা (১৯৭৭) পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী আন্দোলন (১৯৭৭), *A* focus on Sundarban (১৯৮৯), প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : অজ্ঞাতবাস (১৯৫৭), নিম ডালের ফুল (১৯৬২), টাপুরটুপুর জলের নূপুর (কিশোর-১৯৭৩)। ঘরখুলে বারান্দায় (১৯৬৫), সেই লোকটাকে খুঁজছি (১৯৭৫) উপন্যাস : রূপসী মঞ্জুরী (১৯৭৬)। অনুবাদ, উন্মোচিত হৃদয় (বদলেয়ার), শালপলাশ : বাংলায় আদিবাসী কবিতা (১৯৭৩)। প্রবন্ধ : The Austrics of India—Their

Tradition and Religion (১৯৭৫), A Profile Sundarban Tribes, কবিতা : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ (১৯৮৩)।

শঙ্করানন্দ, স্বামী (২৬।১২।১৮৯৮—১৭।৭।১৯৭৮)। সন্ন্যাস-পূর্বনাম : তারিণী-শঙ্কর দাস। নিবাস : রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। জন্ম : শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২১)। কলিকাতায় স্বামী অভেদানন্দের সংস্পর্শে আসার পর তাঁর নিকট দীক্ষিত। স্বামী অভেদানন্দ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলে শ্রীহট্টে সোসাইটির কাজে নিযুক্ত (১৩৩৯)। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র বিশ্ববাণী পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক। কিছুকাল বেদান্ত সোসাইটির অন্যতম ট্রাষ্টি। মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তিতে শান্তিনিকেতনে গবেষক। মোহেন্-জো-দাড়ো সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা কর্মের জন্য স্মরণীয়। প্রকাশিত গ্রন্থ : The Rigvedic Culture of Pre-historic Indus ২ খণ্ড (১৯৪৩-৪৪), Dictionary of Indian Hieroglyphs, The Indus People Speak (১৯৫৬), The Last Days of Mohenjodaro, Western Buddhism or Christanity (১৯৫৬), Discipherment of Phiastos Disc of Crete, Is Sivalinga a phallus (১৯৫৭), জীবনকথা (১৯৪৭), শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র (১৯৪৭), স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের জীবনী, মানস চরিত্র (১৯৫৭), নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম (১৯৫৩), স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সভ্যতার বিবরণ, বঙ্গে মোহেন-জো-দাড়োসভ্যতার বিস্তারপ্রভৃতি।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু (২১।১০।১৯২৮—) আদি নিবাস : নতিবপুর, হুগলী। বর্তমান নিবাস : ১ বি, ওলাবিবিতলা লেন, হাওড়া-৪। পিতা : নরেন্দ্রনাথ বসু, মাতা : মনোরমা। হাওড়া বিবেকানন্দ ইন্‌স্‌টিটিউশন, কলিকাতা রিপণ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের রীডার। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ গ্রন্থের জন্য একাডেমি পুরস্কার-প্রাপ্ত (১৯৭৮)। প্রফুল্লকুমার সরকার পুরস্কার (আনন্দ পুরস্কার—১৯৭৯) ও ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি প্রদত্ত শরৎ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : মহাজীবনের গাথা। সম্পাদিত গ্রন্থ : নিবেদিতা শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ২ খণ্ড (সুনীলবিহারী ঘোষ সহ—১৯৬৬, ৬৮), বিশ্ববিবেক (ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্কর সহ—১৯৬৩), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (বিমলকুমার ঘোষ সহ—১৯৮১)। Vivekananda in Indian Newspaper—1883—1902 (সুনীল-বিহারী ঘোষ সহ— ১৯৬১), Letters of Sister Nivedita ২ খণ্ড (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য (১৯৫৫), চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি (১৯৬০), কবি ভারতচন্দ্র (১৯৭৪), বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ১ম (১৯৭৫), ঐ ২য় (১৯৭৬), ঐ ৩য় (১৯৭৮), ঐ ৪র্থ (১৯৮০), ঐ ৫ম (১৯৮১), সহাস্য বিবেকানন্দ (১৯৭৪), নিবেদিতা লোকমাতা ১ম (১৯৬৮), আমাদের নিবেদিতা (১৯৬৭), ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং (১৯৬০), ইডেনে শীতের দুপুর (১৯৬০),

রমণীয় ক্রিকেট (১৯৬১), বল পড়ে ব্যাট নড়ে (১৯৬২), ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট (১৯৬৩), নট আউট (১৯৬৫), লাল বল লারউড (১৯৬৭), সারা দিনের খেলা (১৯৭৬), ক্রিকেট অনিবাস ২ খণ্ড (১৯৭৬), গ্রেটেষ্ট্ গেষ্ট্ (১৯৮২), স্বরনৃত্যের উর্বশী (১৯৭৭), কৃষ্ণ (১৯৮৩)।

শঙ্খ ঘোষ। চিত্তপ্রিয় ঘোষ দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯-৪০)।

শচীদুলাল চক্রবর্তী (১৯৪৬—) ছদ্মনাম: কৌশিক চক্রবর্তী। নিবাস: রামচন্দ্রপুর, পুরুলিয়া। সাংবাদিক। সম্পাদক: পদক্ষেপ।

শচীদুলাল দাস (৩।১।১৯৩৪/১৩৪০—) জন্ম ও নিবাস: মোহনপুর, বহড়াগোড়া, সিংভূম, বিহার। পিতা: ভুবনচন্দ্র দাস, মাতা: পরশমণি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। শিক্ষক, নবারুণ, নব জাগরণ, সীমান্ত পথিক, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদক: সীমান্ত পথিক (১৩৮৬), রাঙ্গামাটি (১৩৮৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বন্যা (কাব্য—১৩৯০), এই সিংভূম, Pen friend's Post Places (১৯৮১)।

(ডাঃ) শচীনকুমার সেনগুপ্ত (২৯।১। ১৩৫৩/১৯৪৬—)। ছদ্মনাম: ঝরাপাতা। জন্ম: জাওড়া, কেশপুর, মেদিনীপুর, নিবাস: রাঙামাটি, মেদিনীপুর। পিতা: কৃপাসিন্ধু সেনগুপ্ত। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। রেজিষ্টার্ড এলোপ্যাথিক চিকিৎসক। মোহিনীদর্পণ, সন্ধানী হাট, ছাড়পত্র প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস: জীবিত-মৃত।

শচীনদেব বর্মণ (১।১৯।১৯৩৬—৩১।১০। ১৯৭৫/১৩।৭।১৩৮২।) জন্ম: কুমিল্লা, অধুনা বাংলাদেশ। নিবাস: আগরতলা, ত্রিপুরা। পিতা: মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর। পত্নী: সঙ্গীতশিল্পী মীরা, পুত্র—রাহুলদেব বর্মণ। কুমিল্লায় এবং আগরতলায় শৈশব অতিবাহিত। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া মহাবিদ্যালয় থেকে বি. এ পাশ (ক. বি.—১৯২৫)। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের উচ্চ পদ ত্যাগ করে সঙ্গীত শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করে ওস্তাদ বাদল খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, আলাউদ্দীন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ প্রভৃতি গুণীদের কাছে সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। লোকসঙ্গীতের অনুরাগী। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক সঙ্গীত সংগ্রাহক। বোম্বাইএ ফিলিমিস্তানের শিকারী ছবির সঙ্গীত পরিচালনায় প্রথম প্রতিভা প্রকাশিত (১৯৪৬)। বহু চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক। সঙ্গীত নাটক একাডেমি ও এসিয়ান ফিল্মস্ সোসাইটি (লণ্ডন) কর্তৃক সম্মানিত (১৯৫৮)। ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত (১৯৬৯)। সাংস্কৃতিক দলে শিল্পী হিসাবে ইংলণ্ড, রাশিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড প্রভৃতি ভ্রমণকারী। ক্রীড়ানুরাগী—ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সদস্য। বোম্বাই নিবাসী (১৯৪৪—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সরগমের নিখাদ (আত্মজীবনীমূলক রচনা—দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত), স্বরের লিখন (সঙ্গীত—১৯৩৯)।

শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় (৫।৯।১৯৩৯—) বর্ধমান জেলায় উখড়ার বাঁকোলা কোলিয়ারীর স্থপারিন্টেন্ডেন্ট্ অফিসের কর্মী। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: পরাজিত নায়ক।

শচীন বিশ্বাস। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : জীবন যাপন।

শচীন ভট্টাচার্য (১৪।৮।১৯৩৬—) নিবাস: ৪২ বি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কলিঃ-২৬। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : মরুর কান্না, সম্রাটের মৃত্যু, বিস্ফোরণ।

শচীন ভৌমিক। ছদ্মনাম : বচন ফকির। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : পটের বিবি।

শচীন সেন (১৯০২—) ঔপন্যাসিক। সমালোচক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : যোগবিয়োগ (১৯৩৩), এই তো জীবন (১৯৩৭)। ভ্রমণকাহিনী : প্রবাসের কথা। সমালোচনা : রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়।

শচীনন্দন (১৯শ শতাব্দীর ১ম ভাগ) রচনা : উদ্ধব সংবাদ, রাসপঞ্চাধ্যায়।

শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপ্লবের পথে রাশিয়া।

শচীনন্দন পাল। সম্পাদক : সমাজ-শক্তি (১৩৩০-৩৭)।

শচীনন্দন বিদ্যানিধি (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : উজ্জ্বল নীলমণি (সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী (৩০।৪।১৩০৪/১৮৯৭—৮।৭।১৩৮৬/২৫।১১।১৯৭৯)। জন্ম : ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। নিবাস : খোরসেদপুর, শিলাইদহ, মহকুমা—কুষ্টিয়া, জেলা—নদীয়া (অধুনা বাংলাদেশ), মৃত্যু : চন্দননগরে নিজ বাসভবনে। পিতা : সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, মাতা : শরৎ নলিনী। কুষ্টিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা ও ও কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজ থেকেআই. এ. পাশ। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় দুঃখকষ্টের মধ্যে মানুষ। শিলাইদহে ঠাকুর জমিদারী সেরেস্তার পেস্কার(হেড ক্লার্ক—২১ বৎসর), কুষ্টিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১ বৎসর) শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সহকারী হিসাবরক্ষক (১৩৩৮ থেকে ৬ বৎসর) আনন্দবাজার পত্রিকার স্থাবর সম্পত্তির তদারক (ল' ক্লার্ক ১৯ বৎসর)। শিলাইদহ ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, গ্রামোন্নয়ন সমিতি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন বোর্ডের সম্পাদক—জেলা জুরীর সদস্য। দক্ষ অভিনেতা—নাট্যকার ও প্রবন্ধকার। কলিকাতা বেতারে নাটক অভিনীত—ছড়া ও গল্প পঠিত। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, বিশ্বভারতী পত্রিকা, আনন্দ বাজার পত্রিকা, দেশ ইত্যাদির লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : কবিতীর্থের পাঁচালী (১৩৫৩)। প্রবন্ধ : সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ (১৯৪২), পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৪), রবিতীর্থ (১৩৭৪), শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ (১৩৮০), রবীন্দ্র মানসের উৎস সন্ধানে (১৯৫২) প্রভৃতি অপ্রকাশিত নাটক : মানুষের কবি (রবীন্দ্রনাথ), গ্রামে ফেরো, লালন ফকির। সম্পাদিত গ্রন্থ : রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ (নন্দলাল বসু অংকিত শিলাইদহের ছবি সম্বলিত)।

শচীনন্দনন আঢ্য—(১৩।১২।১৩৩১—) জন্ম : খড়্গপুর, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : শরৎ চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া। কবি, সমালোচক, গল্পকার ও প্রবন্ধকার। ভারতবর্ষ, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, যুগান্তর, লোকসেবক, কৃষক, স্বরাজ, দীপালি, নবযুগ, মৌচাক, শিশির, ভগ্নদূত, যষ্ঠিমধু, পরাগ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। শিশু সাহিত্য পরিষদ ও শিশু সাহিত্য সম্মেলনের সদস্য। সম্পাদক : সম্বোধন (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)।

শচীন্দ্র নাথ গুপ্ত। নাট্যকার। নূতন দিল্লীর স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়

বিভাগের কর্মী। প্রকাশিত নাটক: এই পৃথিবীর অনেক দূরে, সোনালী শহর।

শচীন্দ্রনাথ গুহ (১৯১২—৮।৩।১৯৮৪/২৪।১১।১৩৯০)। স্বাধীনতা সংগ্রামী। যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত, বিপ্লবী সূর্য সেনের শিষ্য—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক। স্বাধীনতার পরে শিক্ষকতাও সাহিত্য সেবায় ব্রতী। প্রকাশিত গ্রন্থ: চট্টগ্রাম বিপ্লবের বহ্নিশিখা প্রভৃতি।

শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১।৩।১৯৩৯—) জন্ম: আষ্টা মহামায়া, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা: মনোমোহন চক্রবর্তী। মাতা: মোক্ষদা সুন্দরী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের স্নাতক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ্। মহাজাতি সেবা সমিতি, চাঁদপুর সম্মিলনী ও কলিকাতায় সাহিত্য সংস্কৃতির বৈঠকেরসঙ্গে যুক্ত। সহ সম্পাদক: চলচ্ছায়া। সত্যযুগ, যুগান্তর, আমাদের আওয়াজ (পাক্ষিক), সাপ্তাহিক পত্র (যুগবাণী) সবুজ শিখা, নীলিমা, কালি ও কলম, একাল, আধুনিকা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সর্বানন্দ (মেহারের তন্ত্রযোগী সাধকের জীবনী—১৯৮১)। শিশু সাহিত্য: ভালবাসি ছড়াছবি, খোকাখুকু পড়ে বসে অ আ ক খ, নবপর্যায় আদর্শলিপি ও বর্ণপরিচয়।

শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (২১।১২।১৯৩২—) জন্ম: কাথণ্ডা, খুলনা, বাংলাদেশ। পিতা: হরিপদ চক্রবর্তী, মাতা: শিব সুন্দরী। কৈশোর যৌবন কলিকাতায় অতিবাহিত। ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুলের ছাত্র। দারিদ্র হেতু বহু কষ্টে স্কুল ফাইন্যাল উত্তীর্ণ (১৯৫৪)। আই. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। উড়িষ্যায় বণ্ডামুণ্ডায় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের কেরাণী,—ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ট্রেনিং নেওয়ার পর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্‌স্‌পেক্‌টরের পদ প্রাপ্ত। বিলাসপুরে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্‌পেক্‌টর, বর্তমানে কলিকাতায় গার্ডেনরীচে হেড অফিসে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের চীফ্ ষ্টাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌স্‌পেক্টর। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস: বৌদিদি (রচনা ১৯৪৭, প্রকাশ ১৯৫১), ময়লা মেয়ে (১৯৫৬), পুতুল (১৯৬২), তপনবাবুর দুষ্টুমি (কিশোর উপন্যাস—১৯৬৫), সং মানুষের খোঁজে। প্রবন্ধ: আমরা চাষ করি আনন্দে (১৯৭৮—ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত, হিন্দীতে অনূদিত)।

(ডাঃ) শচীন্দ্রনাথ দরিপা (১৯৩৩—) এম্. বি. বি. এস্। চিকিৎসক। প্রকাশিত কাব্য: একমুঠো ফুল (স্বরলিপি সহ সঙ্গীত), শাল মহুয়ার ফুল।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬।৯।১৯২০/২১।৫।১৩২৭—)। ছদ্মনাম: উমানন্দ ভৈরব, উমা দেবী, শিবানী দেবী, শান্তি ভট্টাচার্য। জন্ম: কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস: কালীঘাট, কলিকাতা। বর্তমান নিবাস: ৭বি/১সি, মহেশ দত্ত লেন, চেতলা, কলিকাতা-২৭। পিতা: সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: সুরুচি দেবী। নড়াইল ভিক্‌টোরিয়া কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৮), কলিকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪০), প্রাইভেটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। ঘাটশিলায় কারখানার সরকারী পরিদর্শক (১৯৪১—৪৫), জাপানী প্রতিষ্ঠানে শাখা

ম্যানেজার (১৯৪৫—৫৩), পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ অধিকর্তা (১৯৫৩—৮১)। চেতলা কৈলাশ বিদ্যামন্দিরের পরিচালক সমিতির সরকারী প্রতিনিধি ও পরে সভাপতি (১৯৬৮—৭৫), সেণ্ট্ জন এ্যাম্বুলেন্স্ এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার নাট্য পরিচালক (১৯৫৫-৬৭)। মানসী পত্রিকার গল্প প্রতিযোগিতা (১৩৩৮), শিশির পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (১৯৪০), সর্বভারতীয় বেতার নাট্য প্রতিযোগিতায় (১৯৪৬), পুরস্কৃত। সাহিত্যে অমৃত পুরস্কার (১৯৬৭) ও দিল্লীর ক্রিটিক্স্ কাউনসিল অফ্ ইণ্ডিয়ার পুরস্কার (১৯৮১) প্রাপ্ত। মানসী, খেয়ালী, শিশির, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, দেশ, স্বদেশ, পূর্বাশা, বর্তমান, চিত্রবাণী, শিক্ষক, কল্যাণশ্রী, উল্টোরথ, প্রসাদ, নবকল্লোল, জলসা, মালঞ্চ, ঘরোয়া প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : পশ্চিমবঙ্গ (১৯৬৯-৭৫)। স্টার থিয়েটারে জনপদবধূ (নাট্যরূপ) অভিনীত। কয়েকটি গল্প চলচ্চিত্রে রূপায়িত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : শ্বেত কপোত (১৩৫৯), প্রজন্মের ইতিহাস (১৩৬০), সমুদ্রের গান (পরিবর্তিত নাম মধ্যদিনের গান ১৩৬২), নীলসিন্ধু (১৩৬৩), দেবকন্যা (১৩৬৩), সীমাস্বর্গ (১৩৬৩), জলকন্যার মন (১৩৬৪), জনপদবধূ (দেবদাসীদের কাহিনী অবলম্বনে—১৩৬৩, নাটক ১৩৮১), অভিমানী আন্দামান (১৩৬৪), তীরভূমি (১৩৬৬), এই তীর্থ (১৩৬৭), নতুন নাম নতুন ঘর (১৩৬৮), কতো আলোর সঙ্গ (১৩৬৮), সীমান্ত শিবির (১৩৭০), শান্তির স্বাক্ষর (১৩৬৮), আপন মানুষ (১৩৭০), স্বপ্ন সঞ্চার (১৩৬৮), দ্বিতীয় অন্তর (১৩৭০), স্মৃতি দিয়ে ঘেরা (১৩৭১), উত্তরাধিকার (১৩৭৩), পটমঞ্জরী (১৩৭২), ঢেউ ওঠে পড়ে (১৩৭১), কামিনী কাঞ্চন (১৩৭১), কর্ণাট রাগ (১৩৭১), নগর নন্দিনীর রূপকথা (১৩৭৬), ছায়া সঙ্গিনী (১৩৭৬), আনন্দ ভৈরবী (১৩৭৬), অপরিচিতের নাম (১৩৭৪), সূর্যের সন্তান (১৩৭৬), সাক্ষী বালুচর (১৩৭৭), কৃষ্ণপক্ষের আলো (১৩৭৮), পত্রলেখার উপাখ্যান (১৩৮১), তোমার পতাকা (১৩৮২)। ছোট গল্প : একটি রঙ করা মুখ (১৩৫৮), সিন্দুর টিপ (১৩৬২), এক আশ্চর্য মেয়ে (১৩৬৩), নীলাঞ্জন ছায়া (১৩৬৬), নগ্নদ্বীপ (১৩৬৯), তারুণ্যের কাল (১৩৭০), নয়ানকুলি (১৩৭১), সাগরিকা (কিশোর), গল্প সংগ্রহ ১ম (১৩৮৮)। নাটক : পথ (১৩৬৮), আনন্দমঠ (বঙ্কিম চন্দ্রের—১৩৬৯), জনপদবধূ (১৩৮১), নিধুবাবুর টপ্পা (১৩৮৬)। রম্যোপন্যাস : বন্দরে বন্দরে (ভ্রমণভিত্তিক)।

শচীন্দ্রনাথ বসু (?—১০।২।১৯৩৯) সম্পাদক : মাসিক ব্যবসা ও বাণিজ্য।

শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সঙ্গীত প্রভাকর। নিবাস : বসিরহাট, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাগ বিন্যাস (১৯৭৬)।

শচীন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : তন্দ্রাতুরা, কামিনীর ভ্রূকুটি।

শচীন্দ্রনাথ মোদক। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। সম্পাদক : জয়হিন্দ্।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (৩।৬।১৮৯৩—৬।২ ১৯৪৩)। জন্ম : কাশী, উত্তরপ্রদেশ। পিতা : হরিনাথ সান্যাল। কাশীর বাঙালীটোলা স্কুলের ছাত্র। বিপ্লবী—অনুশীলন সমিতির বারাণসী শাখার সংগঠক। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সংযুক্ত (১৯৪১)। বারাণসী ষড়যন্ত্রের

মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত,—আন্দামান সেলুলার জেলে নির্মমভাবে নির্যাতীত। মুক্তিপ্রাপ্ত (১৯৪০)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেওলি ক্যাম্পে আটক (১৯৪১)। রাজনৈতিক বন্দীর সেবাকালে টি. বি. রোগাক্রান্ত। দেওলি ক্যাম্পে মৃত্যু। সম্পাদক: অগ্রগামী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বন্দীজীবন ২ খণ্ড (নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে)। গ্রন্থটি ভারত সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, কিন্তু বহু ভাষায় অনূদিত।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (৪।৪।১২৯৯—২১। ১১।১৩৬৭/৫।৩।১৯৬১)। শচীন সেনগুপ্ত নামে পরিচিত। জন্ম: সেনহাটী, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। নিবাস: ২৮এ, ভূপেন বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৬। পিতা: সত্যচরণ সেনগুপ্ত, মাতা: চপলাসুন্দরী। ১২ বৎসর বয়সে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় পিতার কর্মস্থল রঙ্‌পুরের বুড়ীগ্রামে বাস, পরে মাতুলালয়ে বাস ও রঙ্‌পুর জেলা স্কুলে অধ্যয়ন। ফোর্থ ক্লাসে অধ্যয়ন কালে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে জেলা স্কুল ত্যাগ করে রঙ্‌পুরে নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। এই বিদ্যালয়ে বিপ্লবী শহীদ প্রফুল্ল চাকীর সহপাঠী এবং অতুল গুপ্তের ছাত্র। এখানে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ার পর কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। এখানে বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণেশ দেউস্‌করের ছাত্র। পণ্ডিত দেউস্‌করের পরামর্শে সাংবাদিকতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচিত। পূর্ববঙ্গে বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কলিকাতায় ফিরে (১৯১২) ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের কলেজ অফ্‌ ফিজিসিয়ন্‌স্‌ এণ্ড্‌ সার্জেন্‌স্‌-এ ভর্তি। এই সময়ে খুলনার পয়োগ্রামের শ্রীশচন্দ্র সেনের কন্যা কিরণ কুমারীর সঙ্গে বিবাহ। কটক মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা। পুলিশের আদেশে কটক ত্যাগে বাধ্য। মৈমনসিংহ শহরে ভগিনীপতির বাড়ীতে থেকে কবিরাজী শিক্ষা করে কবিরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত। ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রতিষ্ঠিত সোস্যাল সার্ভিস লীগে মাসিক ৩০·০০ টাকা বেতনে হিসাব পরীক্ষকের চাকুরিপ্রাপ্ত,—বারীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বিজলী পত্রিকায় মাসিক ৪৫·০০ টাকা বেতনের কর্মী,—শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে বিজলী পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বপ্রাপ্ত। মৃণালকান্তি বসুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জার্নালিষ্ট্‌ এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক, —আত্মশক্তি ও পরে উক্ত পত্রিকার রূপান্তর নবশক্তির,—পরে বৈকালী ও সান্ধ্য পত্রিকার সম্পাদক। আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের সেক্রেটারি প্রবোধচন্দ্র গুহের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত। সারা জীবন নাটক রচনায় পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত। I.P.T.A., World Peace Council, সাহিত্য একাডেমি ও সঙ্গীত নৃত্য একাডেমির সদস্য। বেসরকারী সাংস্কৃতিক দলের নেতা হিসাবে রাশিয়া, নরওয়ে, পোলাণ্ড, নয়াচীন, সিংহল প্রভৃতি দেশে ভ্রমণকারী। প্রখ্যাত নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবনী: বীর বালক (বীর বাদল প্রমুখের জীবনী)। উপন্যাস: চিঠির গুচ্ছ (পত্রোপন্যাস—নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত,—পরে চিঠি নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত), প্রাণ প্রতিষ্ঠা (সামাজিক সমস্যামূলক)। উপন্যাসের নাট্যরূপ: দেবদাস, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, নষ্টনীড়, সাহেব বিবি গোলাম, ক্ষুধিত পাষাণ (অপ্রকাশিত),

পথের দাবী। সামাজিক নাটক: রক্তকমল (অপরাধমূলক—১৯২৯), প্রলয় (১৯৩৪ খ্রীঃ বিহারের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পটভূমিকায় রচিত ১৯৩৭), ঝড়ের রাতে (১৯৩১), সতী-তীর্থ (১৯৪৮), স্বামী-স্ত্রী (বিদেশী নাটক অনুসরণে), তটিনীর বিচার (১৯৩৯), নার্সিং হোম, কালো টাকা, সুপ্রিয়ার কীর্তি। ঐতিহাসিক নাটক: গৈরিক পতাকা (শিবাজীর কাহিনী অবলম্বনে,—১৯৩০), সিরাজদ্দৌলা (১৯৩৮), ধাত্রীপান্না (১৯৪৩), বাংলার প্রতাপ, রাষ্ট্রবিপ্লব (১৯৪৪), আবুল হাসান। পৌরাণিক নাটক: হরপার্বতী। রাজনৈতিক নাটক: দেশের দাবী (১৯৩৪), সংগ্রাম ও শান্তি (১৯৪০), মাটির মায়া, এই স্বাধীনতা (১৯৪৮), ভারতবর্ষ, সবার উপরে মানুষ সত্য (সুয়েজ খাল নিয়ে মিশর ও ইংরাজের দ্বন্দ্ব নিয়ে—১৯৫৭), আর্তনাদ ও জয়নাদ (আসামে বাঙ্গালী নিপীড়নের সমস্যা)। অনুবাদমূলক: কাঁটা ও কমল (ম্যাকবেথ অবলম্বনে)। কিশোরদের নাটক: তুষারকণা, সাত ভাই চম্পা, ভিটামিন, সিংহাসন। প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনী: বাংলার নাটক ও নাট্যশালা, মানবতার সাগরসঙ্গমে, অবিস্মরণীয় চীন।

শচীন্দ্রপ্রসাদ বাগচী। সম্পাদক: হসন্তিকা।

শচীন্দ্র মজুমদার (১৫।১২।১৮৯২—১৯৫৫)। জন্ম: বাজিতপুর, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশু সাহিত্য: খ্যাতির বিড়ম্বনা (১৯৩৭), হারানো দিন (১৯৩৮), বনীদের গল্প (জীবনী—১৯৩৯)। উপন্যাস: লীলামৃগয়া (১৯৪৫), পলাতকা (১৯৪৭)। ইংরাজী: A Queer crowd (ছোট-গল্প—১৯৪৫)। হিন্দী: পহল বনো কী কহনীয়াঁ (১৯৪৩) প্রভৃতি।

শচীন্দ্রমোহন সরকার বি.এ.বি. এল্. জন্ম: আকড়া, পাবনা। আইন ব্যবসায়ী শিক্ষক ও কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: ফুলঝুরি, মঞ্জুষা।

শচীন্দ্রলাল ঘোষ (৭।১০।১৩১২—২১। ৮।১৩৮৬/৮।১২।১৯৭৯)। ছদ্মনাম: জয়ন্ত উপাধ্যায়। জন্ম: নড়াইল, খুলনা। মৃত্যু: নূতন দিল্লী। পিতা: হীরালাল ঘোষ, মাতা: সরলাবালা। খুলনা জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২২), দৌলতপুর কলেজ থেকে আই. এ. (১৯২৪) ও বি. এ. (১৯২৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. (১৯২৮)। সাংবাদিক। দিল্লী ইউনিয়ন অফ্ জার্নালিস্টের সভাপতি, ইণ্ডো এসিয়ান কালচারের সম্পাদক (১৯৬২-৭২)। Urban Morals in Ancient India (১৯৪৫), Holocust (১৯৪৬), 'Gandhiji's Do or Die Mission' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত বাঙ্গলা গ্রন্থ: মৃত্যুবিলাসী (১৯৩৬)। সহ সম্পাদক: স্বাধীনতা (১৯২৮), বঙ্গবাণী (১৯৩০), Liberty (১৯৩১), Advance (১৯৩৩), Amrita Bazar Patrika (১৯৩৮), Hindusthan Standard (নূতন দিল্লী ১৯৫২)। সম্পাদক: Tide (১৯৪০)।

শচীন্দ্রলাল দাসবর্মা। প্রকাশিত কাব্য: কয়েকটি কবিতা।

শচীন্দ্রলাল রায় (১৩০৩—)। জন্ম: পাবনা। পিতা: উপেন্দ্রলাল রায়। রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার—মহিষাদল রাজ এস্টেটের চীফ্ ম্যানেজার। প্রকাশিত গ্রন্থ: দাবী দাওয়া, গেঁয়ো, নেশার ঘোরে, রক্তের সম্বন্ধ, জহর ও অমৃত।

শচীপতি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: অন্তঃশিলা।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (১৮৬৯—×। ৯।১৯৪৫/২৬।৫।১৩৫০)। জন্ম : কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি, উত্তর ২৪পরগণা। পিতা : বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রবেশিকা (১৮৮৬) ও এফ্. এ. (১৮৮৮) পাশ। সাব্ রেজিষ্ট্রার (নভেম্বর ১৮৯১) স্পেশাল সাব্ রেজিষ্ট্রার (১৯১৪)। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বীরপূজা (১৯০৫), বাঙ্গালীর বল (১৯০৬), রাজা গণেশ (১৯০৯), রানী ব্রজসুন্দরী (১৯১৮), বেল মতিয়া, অমরনাথ, প্রণবকুমার, সনাতন গোস্বামী, কুন্তের ঝঙ্কার, বঙ্গসংসার (১৯০৭), নীরদা (১৯০৮), পূজার মালা (স্ত্রীর রচিত কয়েকটি গল্প ও স্বরচিত প্রবন্ধ সংকলন), বঙ্কিম জীবন, বীরকাহিনী (বঙ্কিমচন্দ্র-আরব্ধ কাহিনীর উপন্যাসরূপ)।

শতঞ্জীব দাস (১৮শ শতাব্দী) রচনা : দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড।

শতদল বাসিনী বিশ্বাস (১৮৮০—১৯১১), জন্ম : ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বেহুলা, বাঙ্গালার ব্রতকথা, বিজনবাসিনী (উপন্যাস), বিধবা বঙ্গললনা (উপন্যাস—১২৯১), সন্তান পালন।

শতদল ভট্টাচার্য (১৯৩৮—)। জন্ম : কলিকাতায়। আদি নিবাস : দণ্ডীর হাট, বসিরহাট, ২৪পরগণা। কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও রস রচনা লেখক। যষ্টিমধু, শুকতারা, নবকল্লোল প্রভৃতি পত্রিকায় রসরচনা ও ভ্রমণকাহিনী লেখক।

শফিক রেহমান (১১।১১।১৯৩৪—) এম্. এ. (ঢাকা) এ. সি. এ. (ইংলণ্ড)। চার্টার্ড একাউন্‌টেন্ট্। প্রকাশিত গ্রন্থ : রিপু কাহিনী।

শবরীপাদ বা শবর পাদ (১০ম/১১শ শতাব্দী। তিব্বতী গ্রন্থ স্‌ম্‌পামাথান-পোর মতে বঙ্গদেশে পাহাড়ী শিকারী জাতির মধ্যে আবির্ভূত। জনশ্রুতি অনুসারে শবর পা'র দুই পত্নী—লোকি ও গুণি। তিনি নাগার্জুনের দ্বারা বজ্রযান ধর্মে দীক্ষিত। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে সরহ পাদের শিষ্য এবং লুইপাদের গুরু। বজ্রযোগিনী সাধনা বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। চর্যাপদে দুটি গান সংকলিত হয়েছে।

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার (১৯।১২।১৯১৬—) এম্. এ., বি. টি., এল্. এল্. বি.। জন্ম : কলিকাতায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিবাস : ৯, মাধব চ্যাটার্জী লেন, এল্‌গিন রোড্, কলিকাতা-২০। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : জনগণমনঅধিনায়ক (১৯৪৭)। উপন্যাস : বীরেশ লাহিড়ী (১৯৪৯)। শিশু সাহিত্য : আমাদের ইতিহাস (১৯৫৩)।

শমসের আলী (১৭শ শতাব্দী)। নিবাস : সুলতানপুর, হাটজারি থানা, চট্টগ্রাম। ফার্সী, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। রচনা : রিজওয়ান্ শাহ (আখ্যানমূলক কাব্য)।

শম্ভুকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : তারাশরণ বামাচরণ (জীবনী)।

শম্ভুচন্দ্র কুমার, রায় (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ২য়া পত্নীর গর্ভজাত সন্তান। ভক্তিগীতি রচয়িতা। 'বাঙালীর গান'এ এঁর কয়েকটি গান সংকলিত হয়েছে।

শম্ভুচন্দ্র মিত্র (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : সাপ্তাহিক সংবাদ দিনমনি (১৮৪৮)।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৮।৫।১৮৩৯—৭।২। ১৮৯১)। জন্ম : বরাহনগর, ২৪ পরগণা। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. ডি. উপাধিপ্রাপ্ত।

মুর্শিদাবাদের নাজিমের দেওয়ান (১৮৬৪), রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী। ইণ্ডিয়ান লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি (১৮৭৫)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। On the Cause of Mutiny (১৮৫৭), The Career of an Indian Princess (১৮৬৯), Sikandar Begum of Bhopal প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। সহ-সম্পাদক: Hindu Patriot (১৮৫৮)। সম্পাদক: সমাচার হিন্দুস্থান (১৮৮২)।

শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী। জন্ম: কাকিলা, রঙপুর। পিতা: ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলী (১৩২২)।

শম্ভুচরণ পাল। চিকিৎসক ও সাংবাদিক। নিবাস: ২১ শশিভূষণ সরকার লেন, হাওড়া। নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের হাওড়া শাখার সভাপতি। রবিবাসরের সদস্য। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: হাওড়া বার্তা।

শম্ভুচরণ সিংহ। জন্ম: রাধানগর, আমলাগোড়া, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভাদু গান (সংকলন)।

শম্ভুনাথ ঘোষ (১৯৩০—) এম্. এ. (ডবল্), বি. টি. কাব্যতীর্থ, সঙ্গীত বিশারদ (সর্বভারতে ৮ম স্থান), সঙ্গীত প্রভাকর (এলাহাবাদ), সঙ্গীত স্বরোত্তম (কলিকাতা)। জন্ম: খুলনা, বাংলাদেশ। নিবাস: বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্, কলিকাতা। খুলনা জেলা স্কুল, দৌলতপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক,—বেহালা বাদক। বর্তমানে অবসর গ্রহণ করে সঙ্গীত ও সাহিত্য সাধনায় রত। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্র সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত (১৯৭৩), সঙ্গীতের ইতিবৃত্ত (১৯৭২), সহজ তালাপাপ (১৯৭৫), প্রশ্নোত্তরে প্রভাকর ও বিশারদ (১৯৭৫), তবলার ইতিবৃত্ত (১৯৭২), মজলিসী ঠুম্‌রী ধ্রুপদ ও ধামার (১৯৭৭), শত ভজনমালা (১৯৮১), নজরুল গীতির নানা দিক (১৩৮৪), প্রশ্নোত্তরে নজরুল গীতি, কথক নৃত্যের রূপরেখা (১৯৭৯), সঙ্গীত শিক্ষার সহজপাঠ (১৯৮৬) হিমগিরির অঙ্গনে (১৯৭৭), আশীর দশকে কৈলাস ও মানস সরোবর (১৯৮২)।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় (১০।৯।১৯৫২/২১।৫।১৩৫৯—) বি. এ. (অনার্স) কাব্যতীর্থ। ছদ্মনাম: আনারকলি চট্টোপাধ্যায়, ঈশান কাশ্যপ। জন্ম: বাঁকুড়া জেলার চক্‌শ্যামপুর (পোঃ) সিদাবাদ গ্রামে মাতুলালয়ে। বর্তমান নিবাস: বৈলাপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা: কমল কুমার চট্টোপাধ্যায়, মাতা: নমিতারাণী। বাঁকুড়া জেলা জজ্‌কোর্টে ও পরে বিষ্ণুপুর ফৌজদারী আদালতে টাইপিষ্ট, কপিইষ্ট্ (১৯৭৬),—বিষ্ণুপুর কংসাবতী রেভিনিউ ডিভিসনের করণিক (১৯৭৬—)। বিষ্ণুপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক (১৯৭০—৭৩), বিষ্ণুপুর নমিতা কমার্শিয়াল ট্রেনিং সেণ্টারের অবৈতনিক অধ্যক্ষ, মধুচক্র সাহিত্যগোষ্ঠী ও মধুচক্র পাঠাগারের সম্পাদক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সাংবাদিক। বাঁকুড়া দর্শন, অভিযান, অশনি সংকেত, সময়ের ভিড়, হৈ চৈ হল্লা, সক্রেটিস্, মৌ, শঙ্খ, প্রচ্ছদ, উর্মি, আলপনা, ঝিলিমিলি, শ্রাবণী, খুকুমণি, রামধনু, বিষ্ণুপুর, প্রিয়ভূমি, আশাবরী, কোরক, ভারতশ্রী, একক, যুগবাণী, অনুভূতি প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, ছড়া, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: রামধনু (১৯৭০), একলব্য (১৯৭৮), বিষ্ণুপুর (১৯৭৭—), যান্মাসিক (১৯৭৬—)।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২০—৬।৬।১৮৬৭)

জন্ম : ভবানীপুর, কলিকাতা। পিতা : সদাশিব (শিবনাথ) পণ্ডিত। কাশ্মীরী পণ্ডিত বংশের সন্তান। লক্ষ্ণৌতে উর্দু ও ফারসীতে ব্যুৎপন্ন। ১৪ বৎসর বয়সে কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্র। স্কুল ত্যাগ করে (১৮৪১)। সদর দেওয়ানী কোর্টের সহকারী রেকর্ড-কিপার। এখানে আইন বিষয়ক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর (১৮৪৫) রবার্ট বার্লোর অধীনে ডিক্রীজারির মুহুরির পদ প্রাপ্ত। ডিগ্রীজারি সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতা। আইন পরীক্ষায় পাশ (১৮৪৮)—ফৌজদারী উকিল—জুনিয়ার সরকারী উকিল (১৮৫৩), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক (১৮৫৫)—সিনিয়র সরকারী উকিল। হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে (১৮৬১) আমৃত্যু প্রধান বিচারপতি। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় আইন বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৮৫১)। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন। পিয়ার্সনের বাক্যাবলী গ্রন্থে আইন সম্পর্কে লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ডিক্রিজারী, On the Being of God.

শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য (১৯৩৩—) ছদ্মনাম : শ্যেনদৃষ্টি। জন্ম : কলিকাতায়। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাময়িক পত্র পত্রিকার লেখক : সম্পাদক : উল্টোরথ।

শম্ভু মিত্র। প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রসঙ্গ : নাট্য।

শম্ভু রক্ষিত (১।৫।১৯৪৮—) নিবাস : ঠাকুরদত্ত লেন, হাওড়া। কবি। প্রকাশিত কাব্য: সময়ের কাছে কেন আমি বা কেন মানুষ।

শম্ভুরাম ভট্টাচার্য। সম্পাদক : মধুমালা (চক্ শ্যামপুর, মেদিনীপুর)।

শম্ভুনাথ মজুমদার (১৮শ শতাব্দী) নামান্তর : দ্বিজ শম্ভুরাম। নিবাস : পাথরা গ্রাম, মেদিনীপুর। পৈতৃক নিবাস: রতনচক। পৃষ্ঠপোষক : নাড়াজোলের জমিদার মোহন লাল খান। রচনা : জীমূত মঙ্গল (সূর্যপুত্র জীমূত বাহনের ব্রতকথা বা জিতাষ্টমীর পাঁচালী)। অনন্ত চতুর্দশীর ব্রতকথা।

শম্ভুসুত দ্বিজ (১৮ শ শতাব্দী) রচনা : আদিকাণ্ড (রামায়ণ)।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (১৫।৮।১৯৩১—) জন্ম : পুরী, উড়িষ্যা। নিবাস : আর ৯০৩, নিউ রাজেন্দ্রনগর সিটি, নিউদিল্লী-৫। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : সহবাস। কাব্য : সোনার হরিণ (১৩৬৮), র‍্যাঁবো ভেলেন এবং নিজস্ব (১৯৭২), আহত ভ্রূবিলাস (১৩৭২), মৌরীর বাগান ও কিছু নূতন কবিতা (১৯৭৪), অন্ধকার লেবুবন (১৯৭৭), কোথায় দীর্ঘ চোখ (১৩৮৮)। সম্পাদিত পত্রিকা : কৃত্তিবাস (২।৩টি সংখ্যা-১৯৬৪)।

শরৎকুমার রায়, কুমার (১৮৭৮-১৯০৫)। জন্ম : রাজশাহী জেলার দীঘাপতিয়ার রাজবংশে। প্রকাশিত ঐতিহাসিক উপন্যাস : মোহনলাল।

শরৎকুমার রায় এম্. এ. বিদ্যারত্ন সাহিত্যভূষণ (১৮৭৮—২।৬।১৯৩৫)। জন্ম : বরিশালের তারপাশা জমিদার বংশে। পিতা : হরকুমার রায়। ব্রজমোহন স্কুল ও ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক। অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক : হিতবাদী, সন্ধ্যা, নবশক্তি। প্রকাশিত গ্রন্থ : বুদ্ধের জীবন ও বাণী (১৩২১), বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩২৮), বৌদ্ধভারত (১৩৩০), শিবাজী ও মারাঠা জাতি, পঞ্চকন্যা, শিখগুরু ও শিখ জাতি (১৩২৮), ভারতীয় সাধক,

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, রাজর্ষি রামমোহন, বিদ্যাসাগর চরিত।

শরৎকুমারী চৌধুরাণী (১৫।৭।১৮৬১—১১।৪।১৯২০) ছদ্মনাম: শ্রীমতী শা দাসী সিমলা। জন্ম: ২৪ পরগণার, চাণকে (ব্যারাকপুরে)। পৈত্রিক নিবাস: চোরবাগান, কলিকাতা। পিতা: শশিভূষণ বসু, স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। লাহোরে পিতার কাছে বঙ্গবিদ্যালয়ে ও ইউরোপীয় স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্তা। বিবাহ (১২।৩।১৮৭১)। স্বামী স্ত্রী উভয়েই ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ এবং ভারতী সম্পাদকীয় চক্রের সদস্য। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা, নারী কল্যাণের নিমিত্ত সখী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী (১২৯৩)। ভারতী, বালক, সাধনা, ভাণ্ডার, বঙ্গদর্শন, মানসী, ধ্রুব, সবুজপত্র, মানসী ও মর্মবাণী, বিশ্বভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সহজ ভাষা, সাবলীল ভঙ্গী ও চিত্রধর্মিতা রচনার বৈশিষ্ট্য। প্রথম রচনা: কলিকাতা স্ত্রী সমাজ ভারতী পত্রিকায় ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত (১২৮৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শুভবিবাহ, (প্রবন্ধ সংকলন ১৯০৬), মনের কথা, সোনার ঝিনুক (উপন্যাস)।

শরৎকুমারী দেবী। ছদ্মনাম: পদ্মাবতী দেবী। শিবচন্দ্র দেবের পুত্রবধূ, কবি। প্রকাশিত কাব্য শান্তিকানন (১৩১০)।

শরৎকুমারী দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উত্তরায়ণে গঙ্গাস্নান।

শরৎচন্দ্র কুণ্ডু। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: অঘোরানন্দ স্বামী। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: তত্ত্বজ্ঞানামৃত (১৩৩৩)।

শরৎচন্দ্র ঘোষ (১৮৮২—১৯৫৭)। জন্ম: বরিশাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: অবধূতভাষ্য।

শরৎচন্দ্র ঘোষ, বি. এল্.. জন্ম: হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: গৃহস্থ, সনাতন হিন্দুধর্ম, জাতিতত্ত্বকল্পদ্রুম, সদ্গোপ জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, হিন্দু পঞ্জিকা, Succession Certificate Act-1989 with Notes.

শরৎচন্দ্র ঘোষ। সম্পাদক: মাসিক অবসর (১৩২২-২৩)।

শরৎচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৩—৮। ৮।১৯৫৩) এম্. আর. এস্. এল্. (লণ্ডন)। বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। সম্পাদক: হ্যানিমান। Pacific Coast Journal of Homeopathy. প্রকাশিত গ্রন্থ: বিসূচিকা দর্পণ, Life of Dr. Mahendra Lal Sarkar, Drugs of Hindustan.

শরৎচন্দ্র ঘোষাল এম্. এ. বি. এল্, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী। বেদান্ত ও জৈন দর্শনে পণ্ডিত। কথা সাহিত্যিক। সম্পাদিত গ্রন্থ: বেদান্ত পরিভাষা (বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীসহ), দ্রব্যসংগ্রহ (সটীক, ইংরাজী অনুবাদসহ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: অভীমানিণী। গল্প: বারুনী (১৯১৫)।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: সাধু নাগ মহাশয়, স্বামী শিষ্য সংবাদ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৩১।৫।১২৮৩/১৫। ৯।১৮৭৬—২।১০।১৩৪৪/১৬।১।১৯৩৮)। ছদ্ম, নাম: অনিলা দেবী, অনুপমা দেবী, অপরাজিতা দেবী, শ্রীচট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ কথা সাহিত্যিক। জন্ম: দেবানন্দপুর, হুগলী। মৃত্যু: কলিকাতার পার্ক নার্সিং হোমে। পিতা: মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী। পিতা: মতিলালের দারিদ্র্য হেতু কৈশোর যৌবন

ভাগলপুরে মাতুলালয়ে অতিবাহিত। ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি পাশের পর (১৮৮৭) টি. এন্ জুবিলী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৯৪)। অর্থাভাব বশতঃ এফ্. এ. পরীক্ষার ফি সংগ্রহাভাবে পরীক্ষা স্থগিত। বর্ণেলি এষ্টেটের কর্মচারী (স্বল্পকাল)—সন্ন্যাসীর বেশে নিরুদ্দিষ্ট (১৯০০)। অল্প বয়স থেকেই ভবঘুরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সতীশ চন্দ্রের সঙ্গে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদমপুর ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ক্লাবে বিভিন্ন নাটকে সুনামের সঙ্গে অভিনয়। পিতার মৃত্যুর পর (১৯০৩) ভাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুন যাত্রা। রেঙ্গুনে একাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসের কর্মী। রেঙ্গুনে বিবাহ। প্লেগ রোগে পুত্র ও পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিবাহ। বাল্যকাল থেকে সাহিত্য সাধনায় নিরত। প্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দির' কুন্তলীন পুরস্কারে ভূষিত। ভাগলপুরে 'বাগান' নামক হস্তলিখিত পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত। ১২।১৩ বৎসর প্রবাস জীবনে ও সাহিত্য সাধনায় নিরত। ফণিভূষণ পালের যমুনা পত্রিকায় (১৩১৯—২০) রামের সুমতি, পথ নির্দেশ ও বিন্দুর ছেলে প্রকাশিত হলে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত। ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ। ভারতবর্ষ পত্রিকায় বিরাজ বৌ, পণ্ডিত মশায়, পল্লী সমাজ প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হলে কথা সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি প্রসারিত। রেঙ্গুনে স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় কলিকাতায় আগমন (১৯১৬)। প্রথমে বাজে শিবপুর অঞ্চলের অধিবাসী, পরে হাওড়া জেলার পানিত্রাসে গৃহ নির্মাণ করে বাস (১৯১৯—), শেষ জীবনে কলিকাতার বালিগঞ্জে গৃহনির্মাণ করে বাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯২৩) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি (১৯৩৬) দ্বারা সম্মানিত। নানাস্থানে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। জনগণ কর্তৃক অপরাজেয় কথাশিল্পী, দরদী কথাশিল্পী, অদ্বিতীয় কথাশিল্পী ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত। কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধক। উপন্যাসে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রবল ভাবাবেগ, সরল ভাষা—গ্রাম্য সমাজের বাস্তব রূপায়ণ,—গ্রাম্য দলাদলি-কলহের রূপায়ণ,—দীনদরিদ্রপতিত-বঞ্চিত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে আন্তরিক আগ্রহ,—নারী-চরিত্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা,—নারীর বঞ্চিত লাঞ্ছিত জীবনের চিত্রাঙ্কন,—সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্বকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রের উপস্থাপনাহেতু বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্য, তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণ, নির্মল কৌতুকরসের ইতস্ততঃ বিচ্ছুরণ, সর্বোপরি আন্তরিক জীবপ্রীতি,—মানব প্রীতি শরৎসাহিত্যকে অনন্য বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছে। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক যমুনা (১৯১৪), মাসিক রূপ ও রঙ্গ (১৯২৪), প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : বড় দিদি (১৯১৩), বিরাজবৌ, (১৯১৪) পরিণীতা (১৯১৪), পণ্ডিত মশাই (১৯১৪), পল্লী-সমাজ (১৯১৬), চন্দ্রনাথ (১৯১৬), বৈকুন্ঠের উইল (১৯১৬); অরক্ষণীয়া (১৯১৬), শ্রীকান্ত ১ম (১৯১৭), ঐ ২য় (১৯১৮), ঐ ৩য় (১১২৭), ঐ ৪র্থ (১৯৩৩), দেবদাস (১৯১৭), কাশীনাথ (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), স্বামী (১৯১৮), দত্তা (১৯১৮), গৃহদাহ (১৯২০), বামুনের মেয়ে (১৯২৭), দেনাপাওনা (১৯৩০), পথের দাবী (১৯২৬),

শেষ প্রশ্ন (১৯৩১), বিপ্রদাস (১৯৩৫), শুভদা (১৯৩৮), শেষের পরিচয় (১৯৩৯)। গল্প : বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (১৯১৪), মেজ দিদি ও অন্যান্য গল্প (১৯১৫), নিষ্কৃতি (১৯১৭), ছবি (১৯২০), নববিধান (১৯২৪), হরিলক্ষ্মী (১৯২৬), অনুরাধা সতী ও পরেশ (১৯৩৪), ছেলেবেলার গল্প (১৯৩৮)। প্রবন্ধ : নারীর মূল্য (১৯২৩), স্বদেশ ও সাহিত্য (১৯৩২)। উপন্যাসের নাট্যরূপ : ষোড়শী (১৯২৭), রমা (১৯২৮), বিরাজ বৌ (১৩৩৪), বিজয়া (১৯৩৮)।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৮২—১৯৪৫)। ঔপন্যাসিক। সম্পাদক : মাসিক গল্প-লহরী (১৩৩৭—১৩৪৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শান্তিজল, জয়পতাকা, চাঁদমুখ (১৯২২), মুখরক্ষা (১৯২২), পথের সন্ধান (১৯২৫), শুভলগ্ন (১৯২৬), সুপ্রভাত (১৩৩৪), বারুণী, যৌতুক, বৈরাগ্যের পথে, অভিমানিনী।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতজ্ঞ। সম্পাদক : মাসিক সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা (১৩৩১—৩৫)।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী (১৮৫৭—১৯২৬)। জন্ম : বেগমপুর, শ্রীহট্ট। মৃত্যু : কাশীতে। শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও সাধক। পুঁটিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে বি. এ. পাস (১৮৮৪), হুগলীর হরিপালে ইংরাজীর শিক্ষক (১৮৯৩), শ্রীহট্টের মৌলভীবাজার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৯৯), শেষজীবনে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিরত। কাশীতে বিশ্বহিতকর যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। সুরমা উপত্যকায় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি। উক্ত সভায় সভাপতি শ্রীঅরবিন্দকে 'যোগি-রাজ ঋষি' আখ্যায় সম্বোধনকারী। শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক 'গৃহীসন্ন্যাসী' আখ্যায় ভূষিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিক্ষা পরিচয় (১২৯৬-১৩০২), ধর্ম ও কর্ম (১৩০৯)। বর্ণশিক্ষা ৩ ভাগ, অধ্যাপন, জার্মাণ উচ্চশিক্ষা, বর্ণশিক্ষা পরিশিষ্ট, দেবী যুদ্ধ (ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী। জন্ম : মালিয়াজুড়ী, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ভারতপ্রসঙ্গ।

শরৎচন্দ্র দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক ভারত চিকিৎক (১২৪৮)।

শরৎচন্দ্র দত্ত। যুগ্ম সম্পাদক : মাসিক তাম্বুলী সমাজ (১৩০৯)।

শরৎচন্দ্র দাস, রায়বাহাদুর (১৮।৭।১৮৪৯ —৫।১।১৯১৭)। জন্ম : আলমপুর, চট্টগ্রাম। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। দার্জিলিং-এ ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৭৪)। এখানে তিব্বতী ভাষায় পারদর্শিতাপ্রাপ্ত। সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বে পারদর্শী। উগিয়েন গিয়াৎ সোর সঙ্গে তিব্বতের রাজধানী লাসা ভ্রমণকারী। লর্ড মেকলের সঙ্গে সিকিম ভ্রমণকারী (১৮৮৪), চীনদেশের পিকিং ভ্রমণ (১৮৮৫), বাঙ্গালা সরকারের তিব্বতী ভাষার অনুবাদক (১৮৮১-১৯০৪)। সি.আই.ই (১৮৯৬) ও রায়বাহাদুর (১৮৯৬) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। লণ্ডনের Royal Geographical Society দ্বারা পুরস্কৃত। বৌদ্ধধর্মে পাণ্ডিত্যের জন্য 'তুষিতমত' পদকপ্রাপ্ত। Buddhist Text Society-র প্রতিষ্ঠাতা (১৮৯২)। Indian Pandits in the Land of Snow (১৮৯৩), Journey to Lassa and Central Tibet (লণ্ডন—১৯০২), A Tibetan English Dictionary with Sanskrit Synonims (১৯০২), An Introduction to the Grammar of Tibetan

Language (১৯১৫), History of Rise Progress and Downfall of Buddhism in India প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : তিব্বতভ্রমণ বৃত্তান্ত (১৮৯৯), বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা ৪ ভাগ (অনুবাদ)।

শরৎচন্দ্র দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : পারশ্য উপন্যাস, মধুমালতী, সরোজবালা, জেনানা রহস্য।

শরৎচন্দ্র দে। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিলাদিত্য।

শরৎচন্দ্র দেব (১৬।১০।১৮৫৮/২।৭।১২৬৫ — ?)। জন্ম ও মৃত্যু : হরিনাভি, ২৪ পরগণা। পিতা : নন্দলাল দেব। হরিনাভি ইংরাজী বিদ্যালয়, কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। প্রবেশিকা পাশ (১২৭২)। সংস্কৃতচর্চা, নাট্যাভিনয়, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ড্রয়িং শিক্ষা (১২২৪), ঢাকায় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন, কবিরাজী শিক্ষা (ঢাকা), ফটোগ্রাফি শিক্ষা প্রভৃতিতে নিযুক্ত। ঢাকা কলেজের ও কলিকাতা নর্মাল স্কুলের ড্রয়িং শিক্ষক। তৎকালীন সাময়িক পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখক। কবিরত্ন ও জ্যোতিষ বিশারদ উপাধিপ্রাপ্ত। সম্পাদক: মাসিক শিল্প পুষ্পাঞ্জলি (১২৯২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিজ্ঞান চিন্তা, প্রণয় প্রতিমা, কনকলতা, চীনের কলসী, শান্ত কুটির, জ্যোতিষ কল্পতরু প্রভৃতি। নাটক : শ্রীমন্তের মশান, বা কমলে কামিনী, জয়দ্রথ বধ, বাল্মীকি চরিত্র, সাধক সংহার, শাক্যসিংহপ্রতিভা, বা বুদ্ধদেব চরিত (১২৯৫) প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্র দেব। সম্পাদক : মাসিক অকালবোধনী পত্রিকা (১৩০৪)।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (২৬।৪।১৮৮১ / ১৩।১। ১২৮৭—২৪।৪।১৯৬৮/১৩।১।১৩৭৫)। ছদ্মনাম : আত্মঘাতী দেবশর্মা। দাদাঠাকুর নামে সুপরিচিত। জন্ম : বীরভূম জেলার নলহাটী থানার সিমলাদি গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : দফরপুর, মুর্শিদাবাদ, মৃত্যু : জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা : হীরালাল পণ্ডিত, মাতা : তারাসুন্দরী, পত্নী : প্রভাবতী। জঙ্গীপুর হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পর বর্ধমান রাজ কলেজে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েও লেখাপড়া অসম্পূর্ণ। মফঃস্বলে বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রবর্তক। দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন ও সাত বৎসর বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় কনিষ্ঠ পিতৃব্য রসিকলালের দ্বারা অপত্য স্নেহে পালিত। ছাত্রাবস্থাতেই অত্যন্ত মেধাবী ও মুখে মুখে কবিতা রচনায় নিপুণ —ব্যঙ্গ কবি। ছাত্রাবস্থাতেই রসিকলালের ইচ্ছায় বিবাহিত। পণ্ডিত প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। দারিদ্র্যের সঙ্গে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশক। হাস্যরসাত্মক গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি রচয়িতা। সম্পাদক : সাপ্তাহিক জঙ্গীপুর সংবাদ, সাপ্তাহিক বিদূষক (৬।১০।১৩২৯—সচিত্র পদ্যে রচিত সংবাদপত্র)। পত্রিকার মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে লেখনী চালক। দরিদ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণ—সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় ব্যঙ্গাত্মক ছড়া রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : দাদাঠাকুরের রচনাবলী (১৯৮৩)।

শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯শ শতাব্দী) গীতাভিনয় লেখক। প্রকাশিত গীতাভিনয় : চন্দ্রতারা।

শরৎচন্দ্র ব্রহ্মচারী। জন্ম : হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বশাসন, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, পাঠটীকা, পাঠদান, সমালোচনা, স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: কুমারদ্বয়, তন্ত্রার্থবোধক।

শরৎচন্দ্র ভৌমিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শঙ্খচূড় বধ।

শরৎ মজুমদার বি. এল্. জন্ম: ভাগলপুর, বিহার, পিতা: রামরতন মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ: ক্রীড়া (উপন্যাস, ভাগলপুর, ১৩২১), মেয়েলি চিকিৎসা (হোমিও)।

শরৎচন্দ্র মিত্র। সম্পাদক: মাসিক ঊষা (রঙ্গনগর, ২৪ পরগণা—১৩০৪)।

শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক: মাসিক বীণাপানি (১২৯৪)।

শরৎচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর (৪।১১। ১৮৭১—৩০।৪।১৯৪২/১৮।১।১৩৪৯)। পৈতৃক নিবাস: কাড়াপাড়া, খুলনা। মৃত্যু: রাঁচী, বিহার। পিতা: পূর্ণচন্দ্র রায়, মাতা: রাজলক্ষ্মী। কলিকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৮), জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউসন (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৮৯২) এবং এম্. এ, রিপণ কলেজ থেকে বি. এল্. (১৮৯৫) উত্তীর্ণ। প্রথমে ২৪পরগণার আলিপুরে (১৮৯৭) ও পরে রাঁচীতে জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালতে আইন ব্যবসায়ী (৪৫ বৎসর)। রাঁচীতে ওঁরাও, মুণ্ডা, খেড়ী, হো প্রভৃতি আদিম জাতির মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে উক্ত জাতিসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় রত। নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে নৃতত্ত্ববিভাগের সভাপতি (১৯২৩)। লণ্ডনের ফোক্‌লোর সোসাইটির অনারারি মেম্বর, নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে নৃতত্ত্ব ও লোকগাথা বিভাগের সভাপতি (১৯৩২-৩৩), ফ্রান্সের নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের সম্মানিত সদস্য। Man in India—ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক (১৯২১-৪২)। অধ্যাপক জে. এইচ্. হাটন কর্তৃক Father of Indian Ethnology আখ্যায় ভূষিত (১৯৩৮)। The Mundas and Their Country (১৯১২), The Oraons of Chotanagpur (১৯১৫), The Priniciples and Methods of Physical Anthropology (১৯২১), The Birhores (১৯২৫), Oraon Religion and Custom (১৯২৮), The Hill Bhulyas of Orissa (১৯৩৫), The Kharias ২ খণ্ড (১৯৩৭)—শীর্ষক গ্রন্থগুলির রচয়িতা। মারাঠা জাতির অভ্যুদয়, ছোটনাগপুরের ওঁরাও জাতি, ওঁরাও জাতির প্রতিবেশী, ওঁরাও যুবকদের জীবনযাত্রা, ওঁরাওদের শিল্প, নর ও বানর, ছোটনাগপুরের সাহিত্য সেবার উপাদান, রাঁচীর কথা, সভ্যতার অভিব্যক্তি, ভারতের মানব ও মানবসমাজ, ওঁরাওদের ঐতিহ্য, ওঁরাওদের শিল্প প্রভৃতি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রবাসী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত বাঙ্গলা গ্রন্থ: মুণ্ডা জাতির ইতিহাস।

শরৎচন্দ্র রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রাহ্মণ বংশ বৃত্তান্ত (১৩২২)।

শরৎচন্দ্র রাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কলিকাতার ছাত্রাবাস।

শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী (১৮।৪।১২৬৯/১৮৬২—৩১।১২।১৩২২)। জন্ম: নবদ্বীপ, নদীয়া, মৃত্যু: কলিকাতায়। পিতা: পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ, ভ্রাতা: মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ। কোঁড়কদীর কৈলাশচন্দ্র তর্করত্ন ও নবদ্বীপের কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্নের কাছে ব্যাকরণ কাব্য ইত্যাদি

অধ্যয়নের পর পূর্বস্থলী নিবাসী যদুনাথ বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে কাব্য ব্যাকরণ অলংকার ইত্যাদি শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। রাজশাহীতে ইংরাজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, পরে কলিকাতায় সিটি কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত, দার্জিলিং হাইস্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়, কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল ও হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। বাল্যকাল থেকেই কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। শিক্ষা পরিচয়, জন্মভূমি, নব্যভারত, কল্পজ্যোতি, এডুকেশন গেজেট, দৈনিক হিতবাদী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, ভারতী, সাহিত্য প্রদীপ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, সাহিত্য সংহিতা প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সভ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামানুজ চরিত, দক্ষিণাপথ ভ্রমণ (১৩১২), শঙ্করাচার্য চরিত (১৩১২), নীতিগুচ্ছ।

শরৎসুনীল নন্দী কবি। প্রকাশিত কাব্য: জলের গভীরে।

শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫—১।৫।১৯৭৮/১৭।১।১৩৮৪) শিশু সাহিত্যিক। নিবাস: ২৪।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা —৬। বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। প্রবাসী, বিচিত্রা, বসুমতী, নব কল্লোল, গল্প লহরী প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ফিচার ইত্যাদি প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: পরিচয়। শিশু সাহিত্য: পথ চলে গল্প বলে, গল্প বলি শোন।

শরদিন্দু নারায়ণ রায়, কুমার (×।৫।১২৮৫—?)। জন্ম: দিনাজপুরের রাজবংশে। পিতা: রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রতদর্পণ (হরিভক্তি বিলাসের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ)।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (৩০।৩।১৮৯৯—২২।৯।১৯৭০) ছদ্মনাম: চন্দ্রহাস। জন্ম: পিতার কর্মস্থল বিহারের পূর্ণিয়ায়, মৃত্যু: পুণা, আদি নিবাস: বরাহনগর, কলিকাতা। মুঙ্গের জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১৫), কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. (১৯১৯), পাটনা থেকে আইন পাশ (১৯২৬)। ওকালতি ছেড়ে সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত (১৯২৯)। হিমাংশু রায়ের আহ্বানে সিনারিও লেখার জন্য বোম্বাই গমন। আচারিয়া আর্ট প্রোডাক্শনে দেড় বৎসর কর্ম (১৯৪১)। সিনারিও নির্মাতা ও বিক্রেতা। সিনেমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুণায় স্থায়িভাবে বাসকারী ও সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন। ছোটগল্প, বড়গল্প, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ডিটেক্টিভ্ গল্প, নাটক, শিশু-সাহিত্য ইত্যাদি রচয়িতা। সৌখিন গোয়েন্দা ব্যোমকেশ এবং বরদার স্রষ্টা। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পদ। শেষ জীবনে বোম্বাই অঞ্চলে বাস করায় পশ্চিমঘাট পর্বত ও এই অঞ্চলের অধিবাসীরা রচনায় স্থান প্রাপ্ত। ব্যঙ্গ কবিতা রচনাতেও অসাধারণ দক্ষ। উপন্যাস গল্পগুলি সুলিখিত—আখ্যান ভাগ সুসংবদ্ধ —সুমিত বাক্য প্রয়োগ, অনায়াস সুন্দর স্বচ্ছ রচনারীতি—ভাবগ্রন্থন ও মন্তব্য-সংযোজন গুলি উপভোগ্য, গভীর জীবনবোধের অভাব সত্ত্বেও চিত্রময়ী বর্ণনা, কবিত্বের সৌরভ, প্রশংসনীয় বর্ণনা কৌশলের জন্য মনোহারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: রহস্য কাহিনী (সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ অবলম্বনে): পথের কাঁটা (১৩৩৯)। সীমন্ত হীরা (১৩৩৯), সত্যান্বেষী (১৩৩৯), মাকড়সার রস (১৩৪০), অর্থমনর্থম্ (১৩৪০), চোরাবালি (১৩৪০), অগ্নিবাণ (১৩৪২), উপসংহার (১৩৪২),

রক্তমুখী নীলা (১৩৪৩), ব্যোমকেশ ও বরদা (১৩৫৮), চিত্রচোর (১৩৫৮), দুর্গরহস্য (১৩৫৯), চিড়িয়াখানা (১৯৫৩), আদিম রিপু (১৯৫৫), বহ্নি পতঙ্গ (১৯৫৬), রক্তের দাগ (১৩৬৩), মণিমণ্ডন (১৩৬৫), অমৃতের মৃত্যু (১৩৬৬), শৈল রহস্য (১৩৬৬), অচিন পাখি (১৩৬৭), কহেন কবি কালিদাস (১৩৬৮), অদৃশ্য ত্রিকোণ (১৩৬৮), খুঁজি খুঁজি নারি (১৩৬৮), অদ্বিতীয় (১৩৬৮), মগ্নমৈনাক (১৯৬৩), দুষ্ট চক্র(১৯৬৩), হেঁয়ালির ছন্দ (১৯৬৪), রুম নম্বর দুই (১৯৬৪), ছলনার ছন্দ (১৯৬৫), সজারুর কাঁটা (১৯৬৭), বেণী সংহার (১৯৬৮), লোহার বিস্কুট (১৯৬৯), শিশুপালবধ (১৯৭০)। ঐতিহাসিক উপন্যাস : কালের মন্দিরা (১৩৫৮), গৌড়মল্লার (১৩৬১), তুমি সন্ধ্যার মেঘ (১৩৬৫), কুমার সম্ভবের কবি (১৩৭০), তুঙ্গভদ্রার তীরে (১৩৭২)। নাটক : বন্ধু (১৯৩৭), পথ বেঁধে দিল (১৯৪১), কালিদাস (১৯৪৩), বিজয়লক্ষ্মী (১৯৪৭), কানামাছি (১৯৫২)। গল্প : রাতের অতিথি (১৩৪১), চুয়াচন্দন (১৩৪২), বিষকন্যা (১৩৪৭), কাঁচামিঠে (১৩৪৯), কালকূট (১৩৫১), দন্তরুচি (১৩৫২), পঞ্চভূত (১৩৫২), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৪), যুগে যুগে (১৩৫৪), সাদা পৃথিবী (১৩৫৫), ছায়া পথিক (১৩৫৬), সরস গল্প (১৩৫৯), কানু কহে রাই (১৩৬১), মায়াবন (১৩৬৩), জাতিস্মর (১৩৬৩), আলোর নেশা (১৩৬৫), মায়া কুরঙ্গী (১৩৬৫), বহু যুগের ওপার থেকে (১৩৬৮), রাজদ্রোহী (১৩৬৮), হসন্তী(১৩৬৯), তনু মন (১৩৬৯), শঙ্খ কঙ্কন (১৩৬৯), রঙিন নিমেষ (১৩৭২), কল্পকাহিনী (১৩৭৬), উত্তম মধ্যম (১৩৭৭) প্রভৃতি। অনুবাদমূলক রোমান্টিক উপন্যাস : ঝিন্দের বন্দী (১৩৪৫)। ছোটদের গল্প : ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৬৩), সদাশিবের তিন কাণ্ড (১৩৬৬), স-সে-মি-রা (১৩৬৬), রিমঝিম (১৩৬৭), সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড (১৩৬৮) প্রভৃতি। স্মৃতিমূলক : যৌবন স্মৃতি (১৩২৫)। সংকলন : ব্যোমকেশের গল্প (১৩৪৪), ব্যোমকেশের ত্রিনয়ন (১৩৬৯), ব্যোমকেশের ডায়েরী (১৩৪০), শরদিন্দু অমনিবাস ১০ খণ্ড।

শরদিন্দু ভক্তিবিনোদ। সম্পাদক : মাসিক হরিভরসা (যশোর কৃষ্ণচৈতন্য কমিটির মুখপত্র)।

শরফৎ আলি, সৈয়দ। প্রকাশিত গ্রন্থ : হজরত মহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ও উপদেশ।

শশধর তর্কচূড়ামণি (৯।৭।১২০৭/১৮১৪ —১৯২৮) জন্ম : মুগডোবা গ্রাম, ফরিদপুর, মৃত্যু : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা : হলধর বিদ্যামণি, মাতা : বিশ্বেশ্বরী। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাগ্মী,—হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। কাব্য, অলংকার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী। কাশিমবাজারের জমিদারের সভাপণ্ডিত এবং বহরপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা। বঙ্গবাসী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সম্পাদক : মাসিক বেদব্যাস (১২৯৩—) প্রকাশিত গ্রন্থ : ধর্মব্যাখ্যা, ভবৌষধ, দুর্গোৎসব পঞ্চক, ভক্তিসুধালহরী, সাধন প্রদীপ,, চূড়ামণি দর্শন, শ্রদ্ধান্নবিবেক।

শশধর দত্ত (?—১৯৫২) জন্ম ও মৃত্যু : হরাদিত্য, হুগলী। কথাসাহিত্যিক। প্রকাশিত উপন্যাস : ঘি ও আগুন, স্বর্গাদপি গরীয়সী, আগুন ও মেয়ে, শ্রীকান্তের শেষপর্ব, শেষ উত্তর, মোহন সিরিজ

(দুঃসাহসী উদার দস্যু মোহনের রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে শতাধিক কাহিনী)।

(ডাঃ) শশধর ভট্টাচার্য (১৯১২—) জন্ম : গিরিডি, নিবাস : আরোগ্যালয়, তুণ্ডী রোড্, গিরিডি, হাজারিবাগ, বিহার। চিকিৎসক। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : আধুনিকার প্রেম (১৯৫৯), মাটির মানুষ (১৯৫২)। ইংরাজী : Mallik's Memorandum (১৯৫৪)।

শশধর রায় (১৯শ শতাব্দী)। মাইকেল মধুসূদনের আদর্শে মহাকাব্য রচয়িতা। প্রকাশিত কাব্য : ত্রিদিব বিজয় (১৩০৩), রাঘব বিজয় (১৩১০), বঙ্গদর্পণ (১৩১০)।

(ডঃ) শশধর সিংহ (১৯০১—২৯।১১। ১৯৭২) মৃত্যু : বড়িশায় ভগিনীর বাড়িতে। পিতা : মনীন্দ্র সিংহ, পত্নী : মার্থা সিংহ। শান্তিনিকেতনের আদি যুগের ছাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর কলিকাতা সিটি কলেজে অধ্যয়ন। শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন (১৯২১)। শান্তিনিকেতনের শিক্ষক (১৯২৫ পর্যন্ত)। লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্সের স্নাতক ও ডক্টরেট। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যুক্ত থাকায় সপরিবারে গ্রেপ্তার। মুক্তিলাভের পর ইংলণ্ড গমন। ইংলণ্ডে বিবলিওফাইল নামে পুস্তক সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক। স্বাধীনতার পরে দিল্লীতে পাব্লিকেশন ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টার। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির ইংরাজীতে অনুবাদক। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থ : Social Thinking of Tagore, Life of Asutosh, Indian Independence in Perspective of Japan প্রভৃতি।

শশাঙ্কমোহন সেন (১।৭।১৮৭২—১৩।৪। ১৯২৮) জন্ম : ধলঘাট, চট্টগ্রাম। পিতা : ব্রজমোহন সেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ্. এ. প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. (১৮৯৪), ও বি. এল্ (১৮৯৭) পাশ করে চট্টগ্রামে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। কবি—সমালোচক ও নাট্যকার। সম্পাদক : বঙ্গবাণী (১৯১৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : সিন্ধু সঙ্গীত (১৮৯৬), শৈল সঙ্গীত (১৯০৫), বিনামিকা (১৩৩১), স্বর্গের ও মর্ত্যের প্রেম গাথা (১৯১২)। নাটক : সাবিত্রী (১৩১৬), বিশ্বামিত্র (নাট্যকাব্য, চট্টগ্রামের অঞ্জলি পত্রিকায় প্রকাশিত)। সমালোচনা : মধুসূদন (১৯২৮), মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা (১৯২৬)। অপ্রকাশিত গ্রন্থ : রূপসুন্দরী (কাব্য), শুক্লমঙ্গল (ঐ), নচিকেতা (কাব্য)। কাব্য নাটক : স্বপ্ন।

শশাঙ্ক পাল (?—১৯৭১)। জন্ম : বরিশাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঝরাপাতার কান্না (১৯৬৬)।

শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক বাঁকুড়া লক্ষ্মী (১৩২১)।

শশাঙ্কশেখর সান্যাল। (২৮।২।১৩০৮—) জন্ম : মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : ঘোড়াদহ, করিমপুর, নদীয়া। পিতা : উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরে উকিল, ভবতারণ সান্যাল, মাতা : স্বাধীনতা সংগ্রামী কালীদাসী দেবী। স্বাধীনতা সংগ্রামী,—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একান্ত বিশ্বাসভাজন। রাজরোষে পুনঃ পুনঃ কারারুদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ : সংবিধান না স্বৈরাচারী (১৯৬৮), হাজার

দুয়ারীর হাজার নিঃশ্বাস, মায়ের মায়া (১৯৭৭), প্রবন্ধ সংকলন (১৯৩৮)।

শশিকান্ত ভট্টাচার্য। সম্পাদক : কল্যাণী (১৩২০)।

শশিকুমার মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : বয়ন শিক্ষা (বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সহ—১৩২৮)।

শশিকুমার সেন। চিকিৎসক। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ : দম্পতি।

শশিজীবন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : নারী গীতা (১৩২৮)।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪০—১৫।১২। ১৯৫৫) জন্ম : বরাহনগর, কলিকাতা। পিতা : রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক-বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মী। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। বরাহনগরে মহিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৫)। মেরী কার্পেন্টারের আহ্বানে সস্ত্রীক বিলাত গমন (১৮৭১), প্রত্যাবর্তন (১৮৭২)। পত্নী রাজকুমারীর মৃত্যুর পর হিন্দু বিধবাকে বিবাহ। সাধারণ পাঠাগার, মহিলা পাঠাগার, শ্রমিক শিক্ষার নৈশ বিদ্যালয়, মুসলমান শিশুদের শিক্ষা কেন্দ্র, শ্রমজীবী সমিতি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা। ৩৫টি বিধবার বিবাহদাতা, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম-শিক্ষার জন্য 'দেবালয়' প্রতিষ্ঠাতা। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক সেবাব্রত উপাধিতে ভূষিত। সম্পাদক : বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার (১৮৬৫), অন্তঃপুর (মহিলাদের পত্রিকা—১৮৭৩), মাসিক ভারত শ্রমজীবী (বৈশাখ ১২৮১/১৮৭৫)।

শশিভূষণ গুহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদর্শ কৃষি।

শশিভূষণ ঘোষ। প্রকাশিত নাটক : চারুপ্রভা (১৮৭৪) অপূর্ব পরিণয় (নাটক)।

শশিভূষণ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামকৃষ্ণদেব (১৩৩২)।

শশিভূষণ চক্রবর্তী (১৮৬৩—১৯১১)। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম : রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী : রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারক। মাদ্রাজে রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা—পরিচালক। বেলুড়মঠের ১১জন ট্রাষ্টীর অন্যতম। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামানুজ চরিত।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সরল ফলিত পঞ্জিকা, ফরাসী ও বাঙ্গালা অভিধান।

শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০—১৯২৬) জন্ম : কোন্নগর, হুগলী। সংস্কৃত কলেজ থেকে বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত। মিথিলায় জ্যোতিষ শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, কানাড়ী, ইংরাজী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় মানচিত্র প্রস্তুতকারক। সম্পাদক : মাসিক সহচর। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, ভূগোল পরিচয়, রামের রাজ্যাভিষেক।

শশিভূষণ তালুকদার। রচনা শ্রীশ্রীহরি-লীলারসামৃত সিন্ধু (১৩২২)।

শশিভূষণ দত্ত এম্. এ.। সম্পাদক : মাসিক কামনা (১২৯৮), মাসিক সেবক (১২৯৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বস্ত্র শিক্ষা (১৮৬৮)।

শশিভূষণ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : বড় ঘরের বউ, রণরঙ্গিণী ও প্রতিজ্ঞা পালন।

(ডঃ) শশিভূষণ দাসগুপ্ত (১৯১১—২১।৭।১৯৬৪) জন্ম : চন্দ্রহার, বরিশাল। পিতা : কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই. এ. এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে বি, এ.,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম. এ. (১৯৩৫), পি. এইচ্. ডি. (১৯৩৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৩৮), রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক (১৯৩৮)। শিশুসাহিত্য সংসদের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য। প্রবন্ধ, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচয়িতা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য গ্রন্থের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৬১)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গবেষণামূলক ও প্রবন্ধ: ক্ষণদর্শন, ঘরে বাইরে সাহিত্যচিন্তা, বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, বাঙলা সাহিত্যের একদিক, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, উপমা কালিদাসস্য, কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম পর্যায়, শ্রীরাধা-ক্রমবিকাশ—দর্শনে ও সাহিত্যে (১৩৫৯), ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য, টলষ্টয় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, ত্রয়ী (বাল্মীকি-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ), বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, শিল্পলিপি, সাহিত্যের স্বরূপ, ভারতীয় সাধনার ঐক্য। কাব্য: এপারে ওপারে। শিশুসাহিত্য: নিশিঠাকুরের কড়চা, ছুটির দিনে মেঘের গল্প, ছেলেবেলার বিবেকানন্দ, ছোটদের ছোট গল্প, ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ, ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত, হাবা হলধর। নাটক: রাজকন্যার ঝাঁপি, দিগন্তের আগুন। উপন্যাস: বিদ্রোহিণী, জঙ্গলা মাঠের ফসল। অনুবাদ: মিল্‌টনের অ্যারিও প্যাগিটিকা। ইংরাজী গ্রন্থ: Obscure Religious cults (১৯৪৬), An Introduction to Tantric Buddhism (১৯৫০), Aspects of Indian Religious thought. অন্যান্য: সীতা, ব্যান ও বন্যা, শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে।

শশিভূষণ দে। প্রকাশিত গ্রন্থ: কম্‌পাউণ্ডারি শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা।

শশিভূষণ নন্দী (৬।৬।১২৪৯/১৮৪২—১৮।৮।১২৯৯/১৮৯২) জন্ম: রসুলপুর, ২৪-পরগণা। মৃত্যু: মুন্সিগঞ্জ, খিদিরপুর। পিতা: জগন্নাথ নন্দী। ভবানীপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। আলিপুর মুনসেফ্‌ কোর্টের নাজির—লালা দ্বারকাপ্রসাদ রায়ের এষ্টেটের ম্যানেজার (১২৯১—৯৪ বঙ্গাব্দ)। ফরিদপুর আর্য কায়স্থ সমিতি (১২৯৬), খিদিরপুর কায়স্থ সমিতি (১২৯৭) এবং ধর্ম-নিগম মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা (১২৯৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কায়স্থ পুরাণ ২ খণ্ড (১২৮৫, ৮৮), ধ্রুবানন্দ মিশ্র কৃত কারিকার বঙ্গানুবাদ (১২৯৬)।

শশিভূষণ নিয়োগী এম্. এ. বি. এল্.। সম্পাদক: মাসিক ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি, আশ্বিন ১৩০৭)।

শশিভূষণ পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: সতীলক্ষ্মী।

শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পুত্র: নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ। জন্ম ও নিবাস: কালনা, বর্ধমান। সম্পাদক: পাক্ষিক পল্লীবাসী (গোপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ১৩০৪—), মাসিক আচার্য (প্রভুপাদ মণি গোপাল গোস্বামী সহ)।

শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। পুত্র: শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বা সোহহং স্বামী। প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও পরে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে আমার মত ও বিশ্বাস, ভাই ভগ্নীর কথোপকথন প্রভৃতি।

শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম: মুন্সীগঞ্জ,

ঢাকা। প্রকাশিত ধর্মগ্রন্থ : বৈষ্ণববাদ (ঢাকা ১৩২৪), ধর্মসূত্র (ঢাকা—১৩২২)।

শশিভূষণ বসু (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : পাক্ষিক ধর্মবন্ধু (১২৮৮), রবি (১৮৯৬—৯৭)।

শশিভূষণ বিদ্যালংকার, চক্রবর্তী, (১৮৬১/১২৬৮—১৯৪৭/২৩।৬।১৩৫৪) জন্ম : বিদ্যাকূট, ত্রিপুরা। পিতা : উমানাথ চক্রবর্তী। কেশব একাডেমি স্কুলের শিক্ষক, রেঙ্গুনে বেঙ্গল একাডেমি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক। শেষ জীবনে কলিকাতাবাসী। যৌবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সদস্য। বাল্যসখা ও স্বাবলম্বী নামের মাসিক পত্রিকাদ্বয়ের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবনীকোষ (পৌরাণিক অংশ ২ খণ্ড ও ঐতিহাসিক অংশ ৭ খণ্ড—ঐতিহাসিক অংশ অসম্পূর্ণ)।

শশিভূষণ বিশ্বাস (১৮৭২—১৯২৪) জন্ম : জুজুড়, বাঁকুড়া। পিতা : যাদবচন্দ্র বিশ্বাস। উচ্চশিক্ষা লাভের পর সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ বিভাগের কর্মী—উক্ত বিভাগের সাব ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত। সাহিত্যানুরাগী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সোনাবিবি, আলেখ্য, বৌ বা নববধূর কর্তব্যকথা, সার্ভে ও সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ দর্পণ, পরিমাণ পদ্ধতি, Survey Acts, Histro-geographical Sketch of Afganistan প্রভৃতি।

শশিভূষণ বিশ্বাস। সম্পাদক : মাসিক ভারত শ্রমজীবী (অগ্রহায়ণ ১২৯২)।

শশিভূষণ ভট্টাচার্য। সম্পাদক : স্বাবলম্বী (১৩৩১—৩২)।

শশিভূষণ মিত্র (২৩।১।১৩৫৮—) জন্ম : ঘিয়ের হাঁড়িগ্রাম, কোচবিহার। বর্তমান নিবাস : ঘুঘুমারি, কোচবিহার। পিতা : সতীশচন্দ্র মিত্র, মাতা : রেণুবালা। স্নাতক। শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : লুব্ধক (অধুনালুপ্ত), আবাদ।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (আঃ ১৮৫৪—১৯।৩।১৯১৪) জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। মৃত্যু : কার্মাটার, সাঁওতালপরগণা। কর্মস্থল : এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ। পরিচালক ও সম্পাদক : সাপ্তাহিক বিশ্বদূত (কালীঘাট, কলিকাতা—অগ্রজ পশুপতি মুখোপাধ্যায় সহ), প্রয়াগদূত (এলাহাবাদ), দৈনিক প্রভাতী (কলিকাতা), সাপ্তাহিক Bearer (ফরাসডাঙ্গা), সাপ্তাহিক National Guardian.

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক : মাসিক দিল্লী কা লাড্ডু (১২৮৯)।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক : অনাথবন্ধু (১৩২৩—২৪)।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন। ছদ্মনাম : কালো শশী। সম্পাদক : দৈনিক বসুমতী (আগষ্ট, ১৯১৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পরলোক ও প্রেততত্ত্ব।

শশিভূষণ মোদক। জন্ম : যশোহর। সম্পাদক : মাসিক যশোহর প্রবাহ (ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩)।

শশিভূষণ রায়। পিতা : রাধানাথ রায়। উড়িষ্যা প্রবাসী। উড়িয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গদ্য লেখক। উৎকল সাহিত্য সমাজের সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উৎকল ঋতুচিত্র।

শশিভূষণ রায়চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা, সরল চিকিৎসা প্রণালী।

শশিভূষণ সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : তাপসবালা (১৩০৮)।

শশিভূষণ সান্যাল (১৮৪৮—১৯২৭)।

সন্ন্যাশ্রমের নাম যোগত্রয়ানন্দ। জন্ম : বালি, হাওড়া। স্মৃতি, আগম, পুরাণ ও বেদে পণ্ডিত। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক। রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য—সন্ন্যাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আর্যশাস্ত্র প্রদীপ, মানবতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, ভূত ও শক্তি, আয়ুস্তত্ত্ব, শিবরাত্রি ও শিবপূজা (১৩৩৪), শিবরামের অভেদতত্ত্ব ও শ্রীরাম অবতার কথা ৩ খণ্ড, শ্রীরামপূজা, দুর্গা, দুর্গার্চন, নবরাত্রতত্ত্ব, সংস্কারতত্ত্ব, পূজাতত্ত্ব, গণিতে দার্শনিক রহস্য, বর্ণবিবেক।

শশিভূষণ সেন (২।১২।১৮৭১—১৯৫১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শান্তিকুসুম।

শশিভূষণ হোমচৌধুরী। সম্পাদক : পূর্ণিমা (১৩৩৪—৩৬)।

শশিমোহন সাহা এম্. এ. বি. এল্.। সম্পাদক : বৈশ্য সাহা সুহৃদ (চট্টগ্রাম)।

শশিশেখর চন্দ্রশেখর (১৮শ শতাব্দী)। দুই ভ্রাতা : জ্যেষ্ঠ—চন্দ্রশেখর, কনিষ্ঠ শশিশেখর। বৈষ্ণব পদকর্তা। সংকলিত গ্রন্থ : নায়িকা রত্নমালা। এই গ্রন্থে নায়িকার ৬৪ প্রকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ৬৪টি পদ সংকলিত হয়েছে। চন্দ্রশেখরের পদসংখ্যা—৪৫, শশিশেখরের পদসংখ্যা—১৫। অন্যান্য পদসংকলনে দুই ভ্রাতার কিছু কিছু পদ সংকলিত হয়েছে।

শশিশেখর বসু (১৮৭৪—২৬।২।১৯৫৫) জন্ম : কলিকাতায়, পৈত্রিক নিবাস : উলা বীরনগর, নদীয়া। পিতা : চন্দ্রশেখর বসু। ক্যালকাটা ইন্‌টেলিজেন্সি সিণ্ডিকেটের প্রতিষ্ঠাতা। ব্যঙ্গ রচনায় নিপুণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : যা দেখেছি যা শুনেছি, Humorous Sketches (এলাহাবাদ)।

শশিশেখর রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বেশমতত্ত্ব।

শশিশেখরেশ্বর রায় (১৮শ শতাব্দী) রাজশাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা। শক্তিগীতি রচয়িতা।

শশীন্দ্র দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাসমালা।

শহীদ আখন্দ (১১।১।১৯৩৫—) এম্. এ. জন্ম : পাছুদরিল্লা, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৪৯)। বাংলাদেশ শিল্পমন্ত্রণালয়ের সেক্‌সন অফিসার। ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৮) ও আবুল মনসুর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : দু'দণ্ড শান্তি (১৮৭১), পাখীর গান বনের ছায়া (১৯৭০), পান্না হলো সবুজ (১৯৬৪)। অনুবাদ : মানসী (১৯৫৯), যখন সুমতি (১৯৭৮), আরো কিছু জীবন (১৯৭৯), শিকল অন্তরে (১৯৭৯), আমাকে হত্যা করা হলে (১৯৮১)। গল্প : নির্জন (১৯৭৩), অনিবার্য বান্ধব (১৯৭৯), যখন পারি না (১৯৮২)। শিশু সাহিত্য : বেগম রোকেয়া (১৯৮২), রাজার মত রাজা (১৯৮১)।

শহীদ কাদরী (১৪।৮।১৯৪২—) জন্ম : ঢাকা। সাংবাদিক। কবি। তৎকালীন পাকিস্তান টি. ভি. কর্পোরেশনের প্রযোজক, পরে সোভিয়েত দূতাবাসে তথ্য বিভাগের কর্মী। বর্তমানে প্রবাসী। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৩)। প্রকাশিত কাব্য : উত্তরাধিকার (১৯৬৯), তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা (১৯৭৪), কোথাও কোন ক্রন্দন নেই (১৯৭৮)।

শহীদ সাবের (১৮।১২।১৯৩০—৩১।৩।১৯৭১) বি. এ. জন্ম : ইদ্‌গাহ, চট্টগ্রাম। শিক্ষক ও পরে সাংবাদিক। গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লেখক। জেলখানায় বসে (১৯৪৯)

কারাজীবনের কাহিনী 'আরেক দুনিয়া থেকে' রচয়িতা। ১৯৫৯ খ্রীঃ থেকে অপ্রকৃতিস্থ। পাক সৈন্যদের দ্বারা নিহত। ঢাকা বাংলা একাডেমি কর্তৃক মরণোত্তর পুরস্কারে সম্মানিত (২১।২।১৯৭৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: এক টুকরো মেঘ (১৯৫৫)। শিশুসাহিত্য: ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান। অনুবাদ: ইস্কাপনের বিবি ও পাগলের ডায়েরী, কালো মেঘের স্বপ্ন (১৯৫৫)। কারা কাহিনী: আরেক দুনিয়া থেকে (১৯৪৯)।

শহীদুল্লাহ কায়সার (১৬।২।১৯২৬—১৪। ১২। ১৯৭১)। জন্ম: মজুপুর, নোয়াখালি, মৃত্যু: ঢাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ। পিতা: মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ, অনুজ: বাংলাদেশের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। অল্পবয়সে ইংরাজ আমলে রাজনীতিতে প্রবিষ্ট, কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রেসিডেণ্ট্ আয়ুবখানের সামরিক শাসনকালে গ্রেপ্তার (১৯৫৮)। জেলে বসে বিখ্যাত উপন্যাস 'সারেং বৌ' এর রচয়িতা (১৯৬২), কয়েক বৎসর পরে মুক্তিপ্রাপ্ত। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত (১৯৭১)। বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। বুদ্ধিজীবী হিসাবে পাকফৌজের দ্বারা অপহৃত (১২।১২। ১৯৭১) এবং নিহত। সারেং বৌ উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩) এবং বাংলা একাডেমি পুরস্কারে (১৯৭০) সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: সারেং বৌ (১৯৬২), সংসপ্তক (১৯৬৫), তিমির বলয়। কারাগারের স্মৃতি: রাজবন্দীর রোজ নামচা (১৯৬২)। ভ্রমণ: পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ (১৯৬৬)।

(ডঃ) শহীদুল্লাহ মহম্মদ (১০।৭।১৮৮৫—১৩।৭।১৯৬৯)। জন্ম: পেয়ারা, ২৪পরগণা, মৃত্যু: ঢাকায়। প্রবেশিকা (১৯০৪) এফ্. এ. (১৯০৬), কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯১০), কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম্. এ. (১৯২১), বি. এল্. (১৯১৮), ডিপ্লোফোন (প্যারিস ১৯২৬), ডি. লিট্. (প্যারিস ১৯২৮)। বসিরহাট কোর্টের উকিল, পরে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক (১৯২১)। ৩০ বৎসর অধ্যাপনার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান। চর্যাপদ সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. প্রাপ্ত। লোক সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ও চণ্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ রচয়িতা। পূর্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলনের উদ্গাতা। ছোট গল্প ও কবিতা লেখক। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক প্রাইজ অফ্ পারফরমেন্স সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত। সম্পাদিত পত্রিকা: বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, বঙ্গভূমি, Peace. প্রকাশিত গ্রন্থ: রকমারী (ছোট গল্প), বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা, বাঙ্গলা পরিভাষা কোষ অভিধান, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, শেষ নবীর সন্ধানে, ইকবাল (অনুবাদ), ওমর খৈয়াম (অনুবাদ), চর্যাপদের ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক দিক হইতে উহার গবেষণা প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: পদ্মাবতী কাব্য, বিদ্যাপতি শতক।

শাক্যসিংহ সেন। সম্পাদক: সৎসঙ্গী।

শান্তনু দাস (৭।১।১৯৪২—)। জন্ম:

ঢাকার রমনায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস: ৪/১, আফ্‌তার মস্ক লেন, আলিপুর, কলিকাতা—২৭। আদি নিবাস: আমতা, হাওড়া। পিতা: কবি দিনেশ দাস, মাতা: মণিকা, পত্নী: সীমা (কবির দেওয়া নাম সীমন্তিনী)। পিতার কর্মস্থল চেতলা বয়েজ স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ (১৯৫৭), আশুতোষ কলেজে অধ্যয়নকালে পিতার ইচ্ছায় মফঃস্বল শহরে টেকনোলজিক্যাল কলেজ থেকে কারিগরি বিদ্যায় উত্তীর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান। কবি ও গল্প লেখক। দেশ, বসুমতী, অমৃত, কৃত্তিবাস, দৈনিক কবিতা, ঘরোয়া, শারদীয় আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প প্রকাশিত। গঙ্গোত্রী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য (১৯৬৪/৬৫)। কার্যকরী সম্পাদক: সচিত্র শ্রীমতী (৬ বৎসর)। সম্পাদক: অপসৃয়া (১৯৬৯), গঙ্গোত্রী (নবপর্যায়, ১৯৭০)। সহ-সম্পাদক: ঘরোয়া। সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: স্বনির্বাচিত (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন—১৯৭০), বাংলার মুখ (দুই বঙ্গের কবিদের ছড়ার সংকলন), কালের কবিতা। প্রকাশিত কাব্য: দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময় (১৯৬৮), মধ্যাহ্নের ব্যাধ (১৯৭১), কাফের (১৯৭৮)।

শান্তশীল দাশ (×।১।১৯১৮—)। জন্ম: দর্জিপাড়া, কলিকাতা। বর্তমান নিবাস: পানিহাটী, ২৪পরগণা। পিতা: মন্মথ নাথ দাস। আই. এ. পাশ করে বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। অর্থাভাবে পরীক্ষা স্থগিত। শিক্ষক—কবি। ছাত্রাবস্থা থেকে কবিতা রচনায় নিরত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: জীবনায়ন (১৯৫২), পরিক্রমণ (১৯৫৫), একটি প্রসন্ন সুর (১৯৫৮), তোমায় কি দিয়ে বরণ করি (১৯৬১), তুমি মহাত্মা (১৯৬২), হে মহাজীবন (১৯৬৪), নেতাজী একটি নাম (১৯৭১), শবরী পৃথিবী জাগে (১৯৭৬), অপরূপা (১৯৭৭)। কিশোর নাটক: সভ্যতার অভিশাপ (১৯৪৫), দেশের ছেলে (১৯৫২), দেশের মেয়ে (১৯৫৪), বন্ধু (১৯৫৬)।

শান্তা দেবী (নাগ) (৩০।৪।১৮৯৩/১৩০০—৩০।৫।১৯৮৪/১৬।২।১৯৩১)। ছদ্মনাম: সংযুক্তা দেবী (ভগিনী সীতা দেবী সহ)। জন্ম: পাঠকপাড়া, বাঁকুড়া। মৃত্যু: দক্ষিণ কলিকাতায়। পিতা: বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ভগিনী: সীতা দেবী, স্বামী: ঐতিহাসিক ডঃ কালিদাস নাগ। বাল্যকাল এলাহাবাদে অতিবাহিত। কলিকাতা বেথুন কলেজ বৃত্তিসহ প্রবেশিকা, বেথুন কলেজ থেকে বৃত্তিসহ এফ্. এ. (১৯১২) ও অংকে অনার্স সহ ১ম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদকলাভ করে বি. এ. (১৯১৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এ. পড়া অসম্পূর্ণ। ভুবনেশ্বরী পদক প্রাপ্তা। শান্তিনিকেতনে গমন করে (১৯১৭) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর নিকট চিত্রাঙ্কনে শিক্ষাপ্রাপ্তা। ৬০টি বিখ্যাত চিত্রের স্রষ্ট্রী। স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণকারিণী (১৯৫২)। আমেরিকায় বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতাকারিণী। উপন্যাস গল্প ও শিশুসাহিত্য লেখিকা। প্রবাসী ও অন্যান্য পত্রিকার লেখিকা। প্রথম গল্প 'সুনন্দা' প্রবাসীতে প্রকাশিত (১৯১৭)। প্রথম উপন্যাস উদ্যানলতা (ভগিনী সীতা সহ, প্রবাসীতে প্রকাশিত)। শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর উপন্যাসে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রতিফলন, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার

প্রভাবে নারী মনের আন্দোলন ও আলোড়নের ইতিবৃত্ত বিধৃত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : উদ্যানলতা (১৯১৯), চিরন্তনী (১৯২১), জীবন দোলা (১৯৩০), অলখ ঝোরা (১৯৩৭)। প্রবন্ধ : মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৪৭)। অনুবাদ : হিন্দুস্থানী উপকথা (শ্রীশচন্দ্র বসুর Folk Tales of Hindustan-এর অনুবাদ— সীতাদেবী সহ)। স্মৃতি চিত্রণ : পূর্বস্মৃতি (১৩৯৩), স্মৃতির সৌরভ। গল্প: উর্বসী (১৯১৮), সিঁথির সিঁদুর (১৯১৯), বধূবরণ, পথের দেখা, দেওয়ালের আড়াল (১৯৫০), হুক্কাহুয়া (শিশুদের)। যুগ্ম সম্পাদিকা : বঙ্গলক্ষ্মী (১৩৫৫)। সম্পাদিকা : শ্রেয়সী, উৎসব (মাঘ, ১৩৪৫)।

(ডঃ) শান্তিকুমার দাসগুপ্ত (৯।১১।১৯১৪—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বন্ধনহীন গ্রন্থি (উপন্যাস), রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য (সমালোচনা)।

শান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা জুবিলি পার্ক নিবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঘরাজার আদালত (কিশোর নাটক)।

শান্তি ঘোষ (২।১১।১৯১৬—)। পৈতৃক নিবাস : বরিশাল, বর্তমান বাংলাদেশ। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ২৯এ, বি. কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। পিতা : দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতা : সলিলবালা, স্বামী : চিত্তরঞ্জন ঘোষ। বাল্যকালেই বিপ্লবী যুগান্তর দলের সভ্যা। কুমিল্লার ফৈজন্নেসা গার্লস স্কুলে ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে সহপাঠিনী সুনীতি চৌধুরীর সঙ্গে জেলাম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার (১৯৩১), আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী, যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তা (২৭।১।১৯৩২),—মুক্তিপ্রাপ্তা (১৯৩৯)। প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৯), উইমেন্স্ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪১) পাশ। বিবাহ (১৯৪২)। প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্যা (১৯৬২—৬৭)। রাজ্য পরিষদের সদস্যা (১৯৫২—৬২, ১৯৬৭-৬৮)। তাম্রপত্র দ্বারা সম্মানিতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : অরণ্য বহ্নি (আত্মজীবনী—১৩৫৮)।

শান্তি ঘোষাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : নীচের সমাজ।

শান্তি চট্টোপাধ্যায় (২২।৭।১৯২৮—) নিবাস : ১০ এইচ, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রান্তরে ছোট্ট শহর (কিশোরদের)।

শান্তি দাসগুপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাতের গভীরে (রহস্য উপন্যাস—১৩৮০)।

শান্তি দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : অরুণ বহ্নি।

শান্তিদেব ঘোষ (৭।৫।১৯১০—) ছদ্মনাম : শার্ঙ্গদেব। পিতা : শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ, ভ্রাতা : সাগরময় ঘোষ। পিতা মাতা ও পিতামহীর সঙ্গে শান্তিনিকেতন বাসী (১৯১০—)। শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপক (৪৮ বৎসর)। ললিতকলা একাডেমির ফেলো। নৃত্য সঙ্গীত ও অভিনয়ে দক্ষ। শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, জাভা, বালি ও সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণকারী। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটক ও নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণকারী। 'তাসের দেশ'-এর অভিনয় স্মরণীয় কীর্তি। তারাশঙ্করের ডাকহরকরা চিত্ররূপে বাউলের ভূমিকায় অভিনয় স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ৬১টি গানের রেকর্ড বর্তমান। প্রবন্ধ সাহিত্যে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত (১৩৮৫), ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধিতে

ভূষিত (১৩৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্র সঙ্গীত (১৯৪২), জাভা ও বালির নৃত্যগীত (১৯৬৩), গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য, ভারতীয় গ্রামীণ সংস্থা (১৯৫৬), রূপকার নন্দলাল (জীবনী—১৯৫৬), Village Culture India (১৯৫৫), গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য (১৯৮৬)।

শান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২২—) জন্ম : ঢাকা শহরে। পিতা : দুর্গাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : প্রফুল্লময়ী। বর্তমান নিবাস : যশোহর রোড, বনগ্রাম, ২৪-পরগণা। আই. এ. পাশ করা পর্যন্ত ঢাকা বাসী। কলিকাতায় আগমন (১৯৪০)। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ.। ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এম্. এ. পরীক্ষার পর প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকুরি প্রাপ্ত। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে অনুরাগী। শিশুসাথী, পাঠশালা, মৌচাক প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইহুদী রাষ্ট্র ইসরায়েল (১৯৮২), ভারতের পথে প্রান্তরে।

শান্তিপাদ বা শান্তিদেব (৯ম/১০ম শতাব্দী) বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। চর্যাগীতি রচয়িতা। চৌরাশী সিদ্ধের অন্তর্গত দ্বাদশ সিদ্ধ। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'এ শান্তিদেবের ভনিতা দুটি গান আছে (১৫ ও ২৬ সংখ্যক)। একটিতে ভুসুকুর নাম থাকায় শান্তিপাদকে ভুসুকুর শিষ্য বলে অনুমিত হয়। এছাড়াও একটি চতুষ্পদী ও একটি দ্বিপদী কবিতা পাওয়া গেছে। ত্রিপুরা জেলার গুনই ঘর গ্রামে প্রাপ্ত বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে (৫০৭খ্রীঃ) শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আর্যাবলোকিত বিহারের উল্লেখ আছে। পদকর্তা শান্তিপদ সম্ভবতঃ ভিন্ন ব্যক্তি। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে শান্তিপাদ মগধে জাত, উদ্দণ্ডপুরী বিহারে সর্বাস্তিবাদে দীক্ষাপ্রাপ্ত, কিছুকাল সোমপুরী বিহারের স্থবির এবং সাত বৎসর সিংহলে ধর্মপ্রচারক। কোন কোন মতে শান্তি পাদ ও ভুসুকু অভিন্ন।

শান্তি পাল (৩।১০।১৩০১—) বিখ্যাত সন্তরণবিদ্ ও কবি। জন্ম : সিমুলিয়া, কলিকাতা। পিতা : ডাঃ সুরেশচন্দ্র পাল, মাতা : গিরিবালা দাসী, পিতামহ : বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ পাল, সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল ও কলিকাতা ট্রেনিং একাডেমির ছাত্র। রসা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াক্স্-এর ষ্টোর্ কীপার ও সন্তরণ শিক্ষক। ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান (১৯২১)। ফ্রেণ্ডস্ পোলো ক্লাব (১৯১৬), সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব, (১৯১৭), স্কুল অফ্ ফিজিক্যাল ক্লাব, শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব, পল্স্ বক্সিং ইন্স্টিটিউসন প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত কাব্য : ছায়া, পথচারী, ছন্দোবীণা, খেয়াপারে, অসি ও বাঁশী, গাঁয়ের গান, জলতরঙ্গ। সাঁতার সম্পর্কিত : সন্তরণ পরিচয়, সন্তরণ বিজ্ঞান, সাঁতারুর গল্প।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় (১০।৮।১৯৪২ —)। ছদ্মনাম : শান্তিপ্রিয়, শ্রীসাংবাদিক, শ্রীপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস : ১২ বি, ডাঃ নগেন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৩১। প্রকাশিত গ্রন্থ : ক্রিকেট খেলার আইন কানুন (খেলা সম্পর্কে), ফেরারী (উপন্যাস)। গোপন কথা, রাত্রির আকাশে সূর্য, সেই আশ্চর্য রাত (অনুবাদ)।

শান্তিপ্রিয় বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলার চাষী।

শান্তি বর্ধন (১৯১৬—১৯৫৪)। জন্ম: উকিল পিতার কর্মক্ষেত্রে কুমিল্লা শহরে। পৈতৃক নিবাস: বিরামপুর, ত্রিপুরা। পত্নী: নৃত্যশিল্পী গুণা বর্ধন। দেশ-বিভাগের পর কলিকাতায় এসে (১৯৪৭) আধুনিক নৃত্যকলায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। পরে ত্রিপুরায় মণি বর্ধনের কাছে কথাকলি নৃত্য, মণিশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে ভরতনাট্যম্, কথক নৃত্য, লোকনাট্যে ও মণিপুরী নৃত্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত। আলমোড়ায় উদয়শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান কালচারাল সেণ্টারের শিক্ষক। নূতন নূতন নৃত্যের আঙ্গিকের স্রষ্টা। বোম্বের আথেরী অঞ্চলে নিজস্ব নৃত্য অনুশীলন কেন্দ্র 'লিট্‌ল্ ব্যালে ট্রুপে'র গঠনকর্তা (১৯৫২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নৃত্যবিজ্ঞান।

শান্তিভূষণ রায় (৩।১।১৯৩৭—)। জন্ম: নোয়াখালি, বাংলাদেশ। পিতা: সুরেশচন্দ্র রায়, মাতা: চপলাদেবী। বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ., বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ., এল্. এল্. বি.। গবেষণার জন্য ইউ. জি. সি গ্রাণ্ট্ প্রাপ্ত (১৯৬৭)। এড্‌ভোকেট্—কলিকাতাস্থিত গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স, চম্পাহাটি সুশীল কর কলেজ ও খিদিরপুর কলেজের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। দৈনিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী, মাসিক রহস্য পত্রিকা, ঝুমঝুমি, রোশনাই, জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, শিবম্, সংহিতা, নরনারী, অলিম্পিক, প্রহরী, প্রগতি, ইচ্ছা-শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকার লেখক। সহ-সম্পাদক: মাসিক কিশোর জগৎ। সহ-সম্পাদক: মাসিক রোশনাই, পাক্ষিক ঝুমঝুমি, মাসিক জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত (ইংরাজী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: এক সমুদ্র দুটি মন, নীল পাখী ধূসর আকাশ, সাত রং সাত আকাশ, (অনুবাদ কাব্য—১৩৬৩)। উপন্যাস: কিম্বদন্তীর নায়ক (১৯৬৫), ঝড়জল কুয়াশা।

শান্তিময় ঘোষাল। প্রকাশিত উপন্যাস: বিনুর রোজনামচা (কিশোর), কাঁটা দিয়ে ঘেরা।

শান্তিময় মুখোপাধ্যায় (৬।১।১৯৩০—) জন্ম: বারাণসী। নিবাস: ৪, রামকমল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩। কবি। প্রকাশিত কাব্য: বৈশাখী (১৯৪৯)।

শান্তিময়ী সেন। সম্পাদিকা: গৃহলক্ষ্মী (আশ্বিন ১৩১৪)।

শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত (১।৪।১৯১৭—) এম্, বি. ডি. ও. এম্. এস্. (কলি)। জন্ম: ঢাকা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ঢাকুরিয়া, কলিকাতা। পিতা: চিন্তাহরণ দাশগুপ্ত, মাতা: অমিয়া কুমারী, ভগিনী: যাদু সম্রাজ্ঞী উমা দাশগুপ্তা। চক্ষু চিকিৎসক ও সার্জেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর। সমাজসেবী—এমেচার ঐন্দ্রজালিক। আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের দ্বারা অর্জিত দশ হাজার টাকা রাজ্যপালের তহবিলে প্রদাতা। কিশোর বাংলা, সোনার কাঠি, সংহতি, সাহিত্য ভারতী, ছন্দসী, স্বাস্থ্যের চাবিকাঠি প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রসাদের গল্প (১৯৫৪)।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (৪।১২।১৯২০/ ২৯।৮।১৩২৭ — ১৩।৭।১৯৭২/২৮।৩।১৯৭৯) ছদ্মনাম: অলীক শর্মা, রাহগীর। জন্ম: বগুড়া, বাংলাদেশ; আদি নিবাস: বিক্রমপুর, ঢাকা। নিবাস: হাওড়া শহরে, মৃত্যু: কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে। পিতা: নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা:

নলিনীবালা, পত্নী: বিমলপ্রতিভা। বিভিন্ন স্কুলে পড়ার পর শিবপুর বি. কে. পাল ইনৃষ্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, স্কটিশ-চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৪০) উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান। পরে লিভার ব্রাদার্সের কর্মী,—পোর্ট কমিশনের কর্মচারী। চাকুরী ত্যাগ করার পর সাংবাদিক। হাওড়ার অভিবাদন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক, মাসিক সওগাত পত্রিকার সাংবাদিক, স্বরাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও দৈনিক সত্যযুগ পত্রিকার সম্পাদক। আনন্দ-বাজার পত্রিকায় যোগদান (১৯৫৪) এবং আমৃত্যু আনন্দবাজারের সহ-সম্পাদক। কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্যিক জীবন স্থরু করলেও উপন্যাস ও গল্পলেখক হিসাবে পরিচিত। রাহগীর ছদ্মনামে হাদিশের অনু-বাদক। আবেগবর্জিত ভাষায় মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার,—নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মধ্য-বিত্ত জীবনের দুঃখদৈন্য, ভাঙন, সীমাবদ্ধতা, ভণ্ডামি, প্রাণ ধারণের গ্লানি,—দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে মধ্যবিত্ত সমাজ গল্পে উপন্যাসে চিত্রিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: চন্দ্রসূর্য (১৩৫০), মেবার এবং, মিশ্ররাগিণী। ছোটগল্প: রামরহিম (১৩৫৯), নতুন নায়িকা (১৩৬১), শুভ রাত্রি (১৩৬২), তিমিরাভিসার (১৩৬৩), সন্ধ্যা সকাল (১৩৬৪), রাত্রির আকাশে সূর্য, নিকষিত হেম (১৩৬৭), এসো নীপবনে (১৩৬৮), প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি (১৩৬৯), সুসমাচার (১৩৭১)। উপন্যাস: মুখোমুখি (১৩৬৬), অমিত্রাক্ষর, জীবনযৌবন। অনুবাদ: হাদিস, দুই ভাই (মোপাসাঁ—১৯৫৪), রাজসূয় (ষ্টিফান জাইগ—১৩৬১), সাদা কালো (এরস্কিন কড়ওয়েল—১৩৬০), সেতুবন্ধ (ষ্টিফান জাইগ ১৩৬১), প্রিয়তমাসু (ঐ ১৩৬১), অন্তর্জালা, (ঐ), গোধুলির গান (ঐ ১৩৬২), করুণা করো না (ঐ ১৩৬০), গোপন কথা (১৩৫৭)। সমালোচনা: আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য (১৩৬১)।

শান্তি রায় (৪।১।১৩৫২—)। নিবাস: হিজলডিহা, বাঁকুড়া। কবি। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। সম্পাদক: মরূদ্যান। প্রকাশিত কাব্য: মৌসুমী, স্মৃতি সান্ত্বনা ও অভীষ্ট সংলাপ (যুগ্মভাবে), কবিতার মেজাজ (যুগ্মভাবে)।

শান্তি সিংহ (১৭।৭।১৯৪৫—)। জন্ম: বাঁকুড়া। পুরুলিয়ায় বিবেকানন্দনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের বাঙ্গালা সাহিত্যের শিক্ষক। কবি ও প্রবন্ধকার। কলিকাতা প্রতিশ্রুতি পরিষদ প্রদত্ত সুকান্ত ভট্টাচার্য স্মারক কবি পুরস্কার (১৯৭৭), মেদিনীপুর অমৃতলোক পরিষদ প্রদত্ত অমৃতলোকের যাত্রী কবি পুরস্কার (১৯৭৯) ও বাঁকুড়া বীক্ষণ গবেষণা পরিষদ প্রদত্ত শাল মহুয়ার কবি পুরস্কারে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: লাল মাটি নীল অরণ্য (১৯৭৩), মাটিতে পা রেখে (১৯৮২)। প্রবন্ধ: পুরুলিয়া সংস্কৃতি পরিক্রমা।

শান্তিসুধা ঘোষ (১৮।৬।১৯০৭—)। জন্ম: বরিশাল, অধুনা বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস: আলেবান্দা, বরিশাল। বর্তমান নিবাস: প্রান্তীয়, সতীন্দ্রপল্লী, গড়িয়া, কলিকাতা-৮৪। পিতা: ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, মাতা: অন্নদা-সুন্দরী। বরিশাল সদর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৪), বি. এম্. কলেজ থেকে ৩য় স্থান অধিকার করে আই. এ. (১৯২৬), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সম্মানিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করায় ঈশান বৃত্তি ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি লাভ করে বি. এ. (১৯২৮), ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান

ও রৌপ্য পদক অধিকার করে এম্. এ. (১৯৩০)। বরিশাল ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের (১৯৩২—৩৪) ও বি. এম্. কলেজের (১৯৩৮-৫০), আসানসোল মণিমালা গার্লস্ কলেজের অধ্যক্ষা (১৯৫০—৫১), হুগলী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা (১৯৫১-৭০)। শিক্ষকতা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য সম্মানপত্র ও রাজ্যসরকার প্রদত্ত ১০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্তা। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্তা (১৯৩০—৪২)। কারাবাস ও অন্তরীণ (১৯৩৩, ১৯৪২)। দুর্ভিক্ষে রিলিফ ও পরে স্থায়ী সেবামূলক কর্মে ব্যাপৃতা (১৯৪৩—৪৬), হুগলী মহিলা সমিতির সদস্যা ও সভানেত্রী (১৯৫২—৭০)। যুগান্তর, জয়শ্রী, মহিলা-মহল, মন্দিরা, বেণু, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস: গোলক ধাঁধা (১৯৩৫), ১৯৩০ সাল (১৯৪৪)। প্রবন্ধ : নারী (১৯৪১)। জীবনী : বীর সংগ্রামী সতীন্দ্রনাথ সেন (১৯৭৮)।

শামছুল হক মওলানা (৪।১১।১৩০৪—) জন্ম : গওহরডাঙ্গা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হওয়ার পর দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে ফাজেল পাশ। ঢাকার লালবাগে জামিয়া কোর কানিয়ার শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : হক্কানী তফছির, হজের মাছায়েল; এলেমের ফজিলত, নামাজের ফজিলত, নামাজের অর্থ, তবলীগের ফজিলত, সেতার কর্তব্য, ইছলামী ও অনৈছলামী নেজামের পার্থক্য, বৃটিশ শাসনের বিষফল, সংক্ষেপে ইসলাম, পাদ্রীদের গোমর ফাঁক, ভোটারের দায়িত্ব, মওলানা থানভীর। অনুবাদ : জেওর, বেহেশতী গওহর, তালিমুদ্দীন, ফরউল ইমাম, ছায়তুল মোছলেমীন, হাদীছে আরবাইন।

শামসুর রাহমান (২৪।১০।১৯২৯—) জন্ম : ঢাকা। বর্তমান নিবাস : ৩০, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা—১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সসহ বি. এ. পাশ (১৯৫৩)। সাংবাদিক। ঢাকায় দৈনিক বাংলার সম্পাদক। কবি। প্রথম কবিতা 'উনিশশো উনপঞ্চাশ' সোনার বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৪৯)। আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জীবনানন্দ দাশ পুরস্কার (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৭৭), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮১), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮১), ভাসানী পুরস্কার (১৯৮২) এবং সাংবাদিকতায় মিতশি বিসু (জাপান) পুরস্কার (১৯৮২) প্রাপ্ত। সম্পাদিত পত্রিকা : কবিকণ্ঠ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৫১), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৬), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজ বাসভূমে (১৯৭০), বন্দী শিবির থেকে (১৯৭২), দুঃসময়ের মুখোমুখি (১৯৭৩), ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪), আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪), এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫), আমি অনাহারী (১৯৭৬), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৬), শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭), বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭), প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮), এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮০), প্রেমের কবিতা (১৯৮১), মাতাল ঋত্বিক (১৯৮২), ইকারুসের আকাশ (১৯৮২), কবিতার সঙ্গে গেরস্তালি (১৯৮৩), উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২), নায়কের ছায়া (১৯৮৩)। শিশু সাহিত্য : এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫), ধান ভানলে কুঁড়ো দেব (১৯৭৭), স্মৃতির শহর (১৯৭৯), গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে (১৯৭৭)। অনুবাদ : ফ্রষ্টের কবিতা (১৯৬৫), খাজা ফরিদের

কবিতা (১৯৬৯), মার্কোমিলিয়নস্ (১৯৬৭)।

শামসুল হক দিশারী (১৯৪৯—)। জন্ম: রামের বাগ, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৬)। ঢাকায় বাংলাদেশ রেডিওতে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কান্না চেপে হাসছে স্বদেশ (শিশুসাহিত্য—১৯৮৩)।

শামশের আনোয়ার (৩০।৪।১৯৪৪—) জন্ম: জলপাইগুড়ি শহরে, পূর্বপুরুষের নিবাস: মুর্শিদাবাদ। বর্তমান নিবাস: পার্ক সার্কাস, কলিকাতা। পিতা: জনাব জাকেরিয়া হোসেন, মাতা: আনোয়ারা খাতুন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ (১৯৬৪)। কলিকাতায় সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. ক্লাশে পড়ার পরে মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. পাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্. এ. পড়া অসম্পূর্ণ। অবিবাহিত। আশী দশকের গোড়ায় ইউরোপে ভ্রমণকারী। চা বাগানের মালিক। কৃত্তিবাস, কবিতা সাপ্তাহিকী, দেশ, অমৃত, অলিন্দ, বিভাব প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদক: জার্নাল সত্তর (প্রথমে সমর তালুকদারের সঙ্গে; পরে এককভাবে)। প্রকাশিত কাব্য: মা কিম্বা প্রেমিকা স্মরণে (১৯৭৩)।

শামীম আজাদ (১১।১১।১৯৫১—) জন্ম: ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৩)। ঢাকা কলেজে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত কাব্য: ভালোবাসার কবিতা (১৯৮৩), স্পর্শের অপেক্ষা (১৯৮৪)।

শারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য: নিসর্গসুন্দরী (ঢাকা—১২৮২)।

শাহ আকবর (১৭শ শতাব্দী) বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

শাহজাহান কিরবিয়া (২৪।১।১৯৪১—) জন্ম: নোয়াখালি, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৪), বাংলাদেশ সংস্থাপন বিভাগে কর্মরত। শিশু সাহিত্যিক। অগ্রণী ব্যাঙ্ক সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ (শিশু সাহিত্য): জাতির জনক বঙ্গবন্ধু (১৯৭৪), বেড়ালের গলায় ঘণ্টা, উল্টো বুড়ি, প্রাচ্যের রূপকথা, ইরানের মজার গল্প।

শাহনূর সৈয়দ। জন্ম ও নিবাস: সৈয়দপুর, সুনামগঞ্জ মহকুমা, শ্রীহট্ট। বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। রচনা: নূর নাছিহত (মারিফতি গানের সংকলন)।

শাহ ফজলুর রহমান, এম্. এস্. সি.। জন্ম: পাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: মহাশূন্যে অভিযান (১৯৬৬)। অনুবাদ: খেলার ছলে বিজ্ঞান (১৯৬৪)।

শাহ মামুদ, খোন্দকার (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: বগুড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: শাহ কলন্দর (১২৮৬)।

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯৩৭—)। জন্ম: দোগাছী, বিক্রমপুর, ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ., এল্. এল্. বি. (১৯৬৩)। রাজনীতিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নিত্য কারাগারে (১৯৭৬)।

শাহ মোহাম্মদ সগীর (১৭শ শতাব্দী) রচনা: ইউসুফ জোলেখা।

শাহরিয়ার কবির (২০।১১।১৯৫০—) জন্ম: ঢাকা। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ

(১৯৬৮)। সাংবাদিক। বর্তমানে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় কর্মরত। শিশু সাহিত্যিক। অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৮৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ (শিশুসাহিত্য) : পূবের সূর্য (১৯৭২), নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় (১৯৭৬), হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা (১৯৭৬), কমরেড্ মাও সে তুঙ্ (১৯৭৭), আবুদের এ্যাড্ভেঞ্চার (১৯৮২)।

শাহসের আলি (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কললেন, আরেফিন (১২৮৮), সের আলি (১২৮৬)।

শাহাদাৎউল্লা (১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) জন্ম : মণ্ডলঘাট, খুলনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গোলশলে আজয়ের (১২৯৯)।

শাহাদাত বুলবুল (১৯৷২৷১৯৪৬—) জন্ম : ঘনশ্যামপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি, বাংলাদেশ। ঢাকায় আদর্শ কলেজ থেকে আই. এ. পাশ (১৯৭৩)। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মী। প্রকাশিত কাব্য : অন্যরকম নির্মাণ (১৯৭৪), দুই ভুবনের মানুষ (১৯৮১)।

শাহাদাত হোসেন (×।৪।১৩০০/১৮৯৪ —৩।১২।১৯৫৩)। জন্ম : পণ্ডিতপোল, বারাসত, ২৪ পরগণা, মৃত্যু : কলিকাতায়। শিক্ষা : ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত। পেশা : শিক্ষকতা, অভিনয়, সাংবাদিকতা ইত্যাদি। কবি—নাট্যকার,—ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে শরৎ-চন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : কল্পলেখা, মৃদঙ্গ (১৯২৮), রূপছন্দা (১৯৫০)। নাটক: সরফরাজ খাঁ, আনারকলি (১৯৪৫), মসনদের মোহ (১৯৪৬)। উপন্যাস : মরুর কুসুম (১৯২১), সতী মহিমা, হিরণ রেখা (১৯২০), পারের পথে, স্বামীর ভুল, ঘরের লক্ষ্মী, রেখা, তরী (১৯২২), সোনার কাঁকন (১৯২৩), রিক্তা, যুগের আলোকে (১৯২২), পথের দেখা (১৯২৮), কাঁটাফুল (১৯৩২)। গল্প : রূপায়ণ। শিশুসাহিত্য : মোহনভোগ, ছেলেদের গল্প, বালিকা জীবন, গুলবদন, জাহানারা, সুরুচিপাঠ।

শাহা বদি উদ্দীন (১৮শ শতাব্দী) রচনা: ফাতেমার সুরৎনামা (হজরত মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির রূপ ও গুণের বর্ণনা)।

শাহাবুদ্দিন আহমদ (২১।৩।১৯৩৬—) জন্ম : বসিরহাট, ২৪ পরগণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইন্যাল পাশ (১৯২৫)। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : শব্দধানুকী নজরুল ইসলাম (১৯৭০), সাহিত্য চিন্তা (১৯৭৫), নজরুল সাহিত্য বিচার (১৯৭৬), ইসলাম ও নজরুল (১৯৮০), নজরুল সাহিত্য দর্শন (১৯৮৩)। অনুবাদ : তিন বোন (১৯৭০), শংখচিল (১৯৭২)। শিশু সাহিত্য : ছোটদের নেপোলিয়ান (১৯৬৯), ছোটদের মহম্মদ আলী (১৯৮৩), ছোটদের নজরুল (১৯৭৭), শ্রেষ্ঠ বীরগাথা (১৯৮৪), আলী মোহাম্মদ আলী (১৯৮১)।

শাহেদ আলী (১৯২৫—) জন্ম : মাহমুদ-পুর, সিলেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ.। ঐস্লামিক ফাউণ্ডেশনের পরিচালক। গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : জিবরাইলের ডানা (১৯৫২), একই সমতলে (১৯৬৩)। প্রবন্ধ : বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান (১৯৬৫), একমাত্র পত্র. তরুণ মুসলমানের ভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া, জীবন হইতে জীবনান্তর, তওহীদ।

শ্যাম কিশোর (?—×।৫।১২৬০ বঙ্গাব্দ)। রঘুনাথ ভট্টাচার্যের রঘুনাথ লীলামৃত গ্রন্থে রঘুনাথের সাধক বন্ধু শ্যামকিশোরের জীবনী আছে। শ্যামকিশোরের রচনা : সহজ

উজ্জ্বল চিন্তামণি, হরিভক্তি তরঙ্গিণী, জয়দেব চরিত্র।

শ্যাম চতুরানন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৃহৎ কুলপঞ্জিকা।

শ্যামচাঁদ গুপ্ত (১২২২/১৮১৫—১২৬১/১৮৫৫)। জন্ম: কেদারপুর, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। পিতা: ভবানীপ্রসাদ গুপ্ত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দিনাজপুরের সেরেস্তাদার। পদকর্তা। রচিত পদগুলি সারিগান নামে পরিচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: পদাবলী (১৩০৮)।

(ডাঃ) শ্যামচাঁদ শীল (১৯১৫—) জন্ম: ঘুঁটিয়াবাজার, হুগলী। বর্তমান নিবাস: দমদম। পিতা: গোকুলচন্দ্র শীল। জাতিতে সুবর্ণবণিক। মেটিয়াবুরুজ হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩২) পাশ। আশুতোষ কলেজে কিছুকাল পড়ার (১৯৩২) পর ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল থেকে এল্. এম্. এফ্. (১৯৩৮) পাশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনা বিভাগে চিকিৎসক হিসাবে কর্মপ্রাপ্ত (১৯৩৯)। যুদ্ধকালে মিশরে মেডিক্যাল অফিসার। যুদ্ধবন্দীরূপে ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে মেডিক্যাল অফিসার। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পরে আলিপুরে মিলিটারি হাসপাতালে কর্মপ্রাপ্ত (১৯৪৬)। দানাপুরে ভারতীয় রেলওয়ের কর্মী। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এম্. বি বি. এস্. পাশ (১৯৫০)। অবসরপ্রাপ্ত (১৯৭৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রসন্ন গোয়ালিনী (বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের অনুকরণে—১৯৭৫), Health Hygine and Hinduism (১৯৭৬)।

শ্যাম দাস (১৭শ শতাব্দী)। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। বৈষ্ণব পদকর্তা। রচনা: সারগীতা।

শ্যাম দাস (১৪শ শতাব্দী)। রচনা: উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের কুলগ্রন্থ 'শ্যামদাসী ডাক', উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা। কুলগ্রন্থে সংক্ষেপে সংকেতে কুলপরিচয় প্রকাশিত।

শ্যামদাস আচার্য (ভট্টাচার্য) (আঃ ১৫৯২ খ্রীঃ— ?) নামান্তর: শ্যামাদাসাচার্য, বিষ্ণুদাসাচার্য। জন্ম: মাতিসর, বর্ধমান। পিতা: জগদানন্দ ভট্টাচার্য। অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য। বৈষ্ণব পদকর্তা। রচনা: পদাবলী, চৈতন্য মঙ্গল।

শ্যামদাস (১৮শ শতাব্দী) নামান্তর: শ্যামানন্দ দাস, শ্যামসুন্দর দাস। জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিবাস: করট্যা গ্রাম (গোপভূম), পশ্চিম বর্ধমান। রচনা: আত্মজিজ্ঞাসা (১৭৭১), নিগূঢ় তত্ত্ব গ্রন্থ (প্রকাশ, সচিত্র—১৮৫৭), সাধনবর্ত্ম (বা সাবধানবর্ত্ম বা সাবধান বৃত্তান্ত)।

শ্যামদাস দত্ত। রচনা: গুরুদত্ত পালা।

শ্যামদাস দ্বিজ (১৬শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব পদকর্তা। শ্যামদাস আচার্যের সঙ্গে অভিন্নতা অসম্ভব নয়।

শ্যামদাস দে। দুঃখী শ্যামদাস দ্রষ্টব্য।

শ্যামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভিক্ষাবৃত্তি: সমস্যা ও সমাধানের রূপরেখা (হাওড়া বেগার্স রিসার্চ ব্যুরো—১৩৮৩)।

শ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: চলতি দুনিয়া, বাঁশী।

শ্যামধর রায়। জন্ম: কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রচনা: কবি রসসাগরের জীবন চরিত।

শ্যাম পণ্ডিত। শ্রীশ্যাম পণ্ডিত দ্রষ্টব্য।

শ্যামপ্রিয়া (১৭শ শতাব্দী)। রসিকানন্দের শিষ্যা। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িত্রী।

শ্যামলকুমার বিশ্বাস (১২।৪।১৯৫৭—) জন্ম: শ্যামনগর, ২৪ পরগণা। আদি নিবাস: ফরিদপুর, বাংলাদেশ। মুলাজোড়

সীতানাথ পাঠশালার ছাত্র। পরে কান্তিচন্দ্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক (১৯৭৭)। শ্যামনগরে ন্যাশন্যাল ইন্স্যুলেটেড্ কেবল কোম্পানীতে কর্মরত। দৈনিক বসুমতী, তুলি, চর্যাপদ, ডাক দিয়ে যাই, সুচেতনা, আনন্দবাজার, অনুভব, বাগযুদ্ধ, তৃণাঙ্কুর, উত্তরসূরী, শিলাদিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (১৫।৫।১৯০৫—) জন্ম: নাইরোবি, পূর্ব আফ্রিকা। বর্তমান নিবাস: কাঞ্চন, পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা: বেণীমাধব ঘোষ, মাতা: অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর ভগিনী মালিনী। পিতার মৃত্যুর পরে ১৪ বৎসর বয়সে উগাণ্ডার রেলওয়ের কর্মী। ভারতে প্রত্যাগত (ডিসেম্বর, ১৯২৩)। ধাতুপাথর সন্ধানী সংস্থা বার্ড কোম্পানীর কর্মী (মার্চ ১৯২৪)। খনি বিভাগের অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে মাইনিং মেটালজিক্যাল ও জিওলজিক্যাল ইন্স্টিটিউটের সভ্য। উড়িষ্যার মাইনিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (শেষ ৫ বৎসর), অবসরপ্রাপ্ত (১৯৬৭)। পরিচয় পত্রিকায় নিয়মিত গ্রন্থসমালোচক (১৯৩২—)। শারদীয় সন্দেশ পত্রিকায় নিয়মিত গল্প লেখক। রবি, স্বরলিপি, মন্দিরা, বিচিত্রা, চতুরঙ্গ, বসুমতী, রঙ্মশাল, শিশুবিচিত্রা, পক্ষিরাজ, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: জলে জঙ্গলে (১৩৭৭)।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (২৫।৩।১৯৩৩/১১।১২।১৯৩৯—)। জন্ম: খুলনা শহর, বর্তমান বাংলাদেশ। পিতা: মতিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মাতা: কিরণবালা। নিবাস: কাশীপুকুর রোড, কলিকাতা-২। ন্যাশন্যাল আয়রন এণ্ড ষ্টীল্ ওয়ার্কসের কর্মী (১৯৫২), ওপেন হার্থ ফার্ণেসের কর্মী (১৯৫২-৫৫)। আনন্দবাজার পত্রিকার নৈশ সম্পাদক (১৯৫৮-৭৬)। সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার সহ-সম্পাদক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। অমৃতবাজার-যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠী কর্তৃক ঈশ্বরীতলার রূপকথা গ্রন্থের জন্য মতিলাল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'চর' (১৯৫৩), প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: বৃহন্নলা (১৯৬০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কুবেরের বিষয় আশয়, পরস্ত্রী, স্বর্গে ছিল পাপী, ক্লাস সেভেনের মেয়ে, হাওয়া গাড়ী ২ খণ্ড, সরমা ও নীলকান্ত, নির্বান্ধব, নতুন ভুবন, অর্জুনের অজ্ঞাতবাস, অনিলের পুতুল, ঈশ্বরীতলার নানা কথা, অন্য শেষ রজনী, একদা ঘাতক, জলপাত্র, সতী অসতী, হিম পড়ে গেল, সাধু কালাচাঁদ, গল্প সংগ্রহ ২ খণ্ড, আবিষ্কার, অলীকবাবু, সোনার ঝাঁপি। স্বনির্বাচিত গল্প: ফিরোজা প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: বাংলা নামে দেশ।

শ্যামল চক্রবর্তী (১৮।১।১৯২০—২৮।৩।১৯৭৫)। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: উরুক্রম দাস চক্রবর্তী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রদৌহিত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। পলিটিক্যাল ইকনমিতে এম্. এ. (১৯৪১)। সাম্যবাদী। কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য (১৯৪০)। প্রথমে সরকারী কর্মচারী,—পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গঠিত সামাজিক, অর্থনৈতিক সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত (১৯৫৫),—কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক (১৯৫৮) ও পরে বিভাগীয় প্রধান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ লেখক। বার্লিনে শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শন-কালে মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ: Housing Conditions in Calcutta, Twenty-five Years of Education, বিদ্যাসাগর।

শ্যামলতনু দাশগুপ্ত। প্রকাশিত নাটক: বাদক।

শ্যামলবরণ সাহা (×।৭।১৯৫৮—) বি. এস্. সি.। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ও আর্ট কলেজের ছাত্র। বহু পত্র পত্রিকার লেখক। কবি ও শিল্পী। প্রকাশিত কাব্য: বেহুলা বিশ্বাস।

শ্যামল মুখোপাধ্যায় (১৯৪২—) জন্ম: মাদারিপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। পিতা: নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্. সি., ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ. (জব্বলপুর)। কলিকাতায় আগত (১৯৫০), জব্বলপুরবাসী (১৯৬২)। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে গান ক্যারেজ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত। কবি। প্রথম কবিতা প্রকাশিত যুগান্তর পত্রিকার পাততাড়িতে। বিভিন্ন কবিতা সংকলনে ও সাময়িক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদক: ত্রৈমাসিক সাতপুরা (জব্বলপুর, ১৯৭০-৭৭)। প্রকাশিত কাব্য: রক্তবিন্দু গোলাপ হলো (১৯৮১), অন্ধকারে সূর্যমুখী (১৯৬৯)।

শ্যামল সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বধ্যভূমির সিংহাসন।

শ্যামলাল গোস্বামী। বৈষ্ণব পণ্ডিত। সম্পাদক: বৈষ্ণব সন্দর্ভ (বৃন্দাবন ১৩১০)। সহসম্পাদক: বিষ্ণুপ্রিয়া (৪১৬ চৈতন্যাব্দ)।

শ্যামলাল গোস্বামী, বিদ্যাভূষণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ঐতিহাসিক কাহিনী (১৩২১), নূরজাহান (উপন্যাস—১৩২২)।

শ্যামলাল চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক: মাসিক জ্ঞানপ্রভা (দ্বিভাষিক ১২৮৭)।

শ্যামলাল বসাক (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারত পরাজয় কাব্য, গীতগোবিন্দ পদ্যানুবাদ (১৮৮৯), সুশীলা শ্রীপতি (কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল অবলম্বনে রচিত নাটক—১৮৭৬)।

শ্যামলাল মজুমদার (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: কনকশালী, হুগলী। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: প্রভা (১৮৯৭), বসন্ত (১৮৯৮), সুরবালা, দেবী না মানবী।

শ্যামলাল মল্লিক (১৮৯০—১৯২৮)। জন্ম: কলিকাতার বিখ্যাত মল্লিক বংশে। পিতা: নন্দলাল মল্লিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: চারিধাম ভ্রমণ, কাব্যকুঞ্জ ১ম (১৩০৫), ভাগীরথী স্তোত্রমালা (১৩০৪), হীরক জুবিলী (১৩০৪)।

শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: তুমি যে সর্বনেশে, গোবর্ধন নাটক (১২৬৮)।

শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) যাত্রাওয়ালা। গোপাল উড়ে, কৈলাস বারুই প্রভৃতির মত বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যাত্রাপালা রচয়িতা।

শ্যামলী ভট্টাচার্য (২৪।৬।১৯৫৭—) নিবাস: অজন্তা, রায়পাড়া, খন্যান, হুগলী। সময়ানুগ পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত কাব্য: বিরাশীর বুক।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১২।৭।১৮৬৯/১২৭৫—৭।৯।১৯৩২/২২।৫।১৩৩৯)। জন্ম: ভারেঙ্গা, পাবনা। পিতা: হরসুন্দর চক্রবর্তী। সাংবাদিক, স্বদেশপ্রেমিক ও বক্তা। বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পাশ। পিতৃবিয়োগের পর বি. এ. পড়া ছেড়ে পাবনা স্কুলের শিক্ষক (১৮৮৯—৯০), পরে কলিকাতায় এ্যাংলোভেদিক

স্কুলের শিক্ষক। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষীদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সমপর্যায়ের নেতা। মান্দালয়ে নির্বাসিত (১৯০৮—১০)। মুক্তি লাভের পর (১৯১০) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঙ্গলী পত্রিকার সহ-সম্পাদক। পুনরায় অন্তরীণ (১৯১৭)। গান্ধীজীর আদর্শে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত, ৬ মাস কারাদণ্ডিত (১৯২২)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্ (১৯০৬) ও বেঙ্গলী (১৯১০) পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক : Servant (১৯১৭), English Vasumati, সাপ্তাহিক সোনার বাঙ্গালা (১৩৩০), প্রতিবেশী।

(ডঃ) শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (৪।২। ১৯১৭—) এম্. এ. (ডবল্) ডি. লিট্. নিবাসঃ ১৭, তেলিপাড়া লেন, কলিকাতা-৪। পালি ও বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ.। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ, উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপক,—কিছুকাল প্যারীমোহন কলেজের অধ্যক্ষ। শরৎ সাহিত্যের উপর গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. উপাধিপ্রাপ্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস কর্মী। দুইবার কারাদণ্ডিত। কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শাখার সভাপতি, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারত ও বর্তমান (দ্বিতীয়) মহাযুদ্ধ (১৯৪৪), টাকার মূল্য হ্রাস (১৯৪৮), ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৩), ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৬), স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র, সূর্যতপস্যা (উপন্যাস—১৯৫১), জীবন সংগ্রাম (নাটক—১৯৫২), শরৎ চেতনা (১৯৬৭), শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগৎ ও তাঁহার সাহিত্য (১৯৭৯)।

শ্যামসুন্দর সেন (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : সমাচার সুধাবর্ষণ (দৈনিক দ্বিভাষিক—বাঙ্গলা ও হিন্দী,—জুন ১৮৫৪)।

শ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন, কাব্যব্যাকরণতীর্থ (৫।১১।১২৮৬—?) জন্ম : উনশিয়া, কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। পিতা : উমাকান্ত চক্রবর্তী, মাতা : তারামণি। বৃন্দাবনে গুরুকুল বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাশীর কথা, কাশীর মহিমা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, কাশীকেদার মাহাত্ম্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাল্মীকি রামায়ণ (বঙ্গানুবাদ সহ), শ্রীমদ্ভাগবত (টীকা ও বঙ্গানুবাদ), ধনুর্বেদ বা কোদণ্ড মন্থনম্ অনুবাদ সহ)।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮—৬।১২। ১৯১৮) সন্ন্যাসাশ্রমের নাম : সোহহং স্বামী। জন্ম : আড়িয়ল, বিক্রমপুর, ঢাকা, মৃত্যু : হিমালয়ে। পিতা : শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়ে ব্যায়াম চর্চায় নিরত,—ঢাকা লক্ষ্মীবাজারের বিখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের তত্ত্বাবধানে কুস্তিতে পারদর্শিতা প্রাপ্ত। ১৮ থেকে ২২ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাবের ভুট্টা সিং, কাদের পালোয়ান, যুক্ত (উত্তর) প্রদেশের জয়মল সিং প্রভৃতিকে পরাজিত করে খ্যাতিমান। ত্রিপুরার মহারাজের পার্শ্বচর (২ বৎসর), বরিশাল গভর্নমেণ্ট স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক। ত্রিপুরায় শিকার কালে ব্যাঘ্রদ্বারা আক্রান্ত হয়ে মল্লযুদ্ধে ব্যাঘ্রকে পরাজিত করে ছুরিকাদ্বারা ব্যাঘ্রহন্তা। ফ্রেড্ কুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তু নিয়ে খেলা দেখানোর জন্য নিযুক্ত। নিজে বিরাট সার্কাস দলের সংগঠক (১২৯৫)। ভূমিকম্পে সার্কাস নষ্ট হওয়ায় গ্রাণ্ড শো অফ্ ওয়াইল্ড

এ্যানিম্যাল্স্ নামে সার্কাস দলের সংগঠক। তরুণ সমাজে ব্যায়ামচর্চা, আত্মনির্ভরতা ও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার কাজে নিযুক্ত। ৪২ বৎসর বয়সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ (১৯০৪)। তিব্বতী বাবার নিকট দীক্ষা নিয়ে সোঽহং স্বামী নামে পরিচিত। নৈনিতালের নিকট ভাওয়ালীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সোঽহং তত্ত্ব, সোঽহং সংহিতা, সোঽহং গীতা, বিবেকগাথা, ভগবদ্ গীতার সমালোচনা, Truth.

শ্যামাকুমার ঠাকুর, নবাব (১৮৮১—১৯২০) জন্ম: কলিকাতা, পাথুরেঘাটার ঠাকুর বংশে। পিতা: মহারাজা স্যার সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর। পারস্য সরকার কর্তৃক নবাব উপাধিতে ভূষিত। পারস্যের ভাইস কনসাল জেনারেল, বোলিভিয়ার কনসাল জেনারেল, ভেনেজুয়েলার কনসাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্যামাহৃদয়ম্ (সংস্কৃত ও বাঙ্গালায়), জার্মানী কাব্যম্ (সংস্কৃত কাব্যে জার্মানীর ইতিহাস)।

শ্যামাঙ্গিনী দে (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদিকা: মাসিক সোহাগিনী (বৈশাখ ১২৯২, কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু সহ)।

শ্যামাচরণ কবিরত্ন (২৯.৯।১২৬০—৭।১২।১৩৪৭)। জন্ম: চেঙ্গাইল, হাওড়া, মৃত্যু: কাশী। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক হরিভক্তি (১৩০৬—৭)। রচিত গ্রন্থ: বাঙ্গালা চণ্ডী, রামলীলা, সত্যনারায়ণ ও শুভচুনীর কথা, প্রবেশিকা দর্পণ, বৈদিক ব্যাকরণ, কুন্দরাণীর ছড়া, সরল কাদম্বরী, ঋতু দর্পণ ৩ ভাগ। সম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থ: সাহিত্য সংহিতা (১৩২১—২৩), আহ্নিককৃত্যম্, ভাগবত পুরাণ, বিদগ্ধমুখ-মণ্ডন, ভবদেব পদ্ধতি, চণ্ডী (অনুবাদসহ), মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কালিকা পুরাণোক্ত দুর্গা পূজা, চতুর্বেদী সন্ধ্যাবিধি, ত্রিবেদীয় ক্রিয়া-কাণ্ড পদ্ধতি।

শ্যামাচরণ ঘোষাল (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত প্রহসন: বারইয়ারী পূজা।

শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জীবন চরিত (পাটনা, ১৮৬৯)।

শ্যামাচরণ তর্কবাগীশ (১৯শ শতাব্দী। অনুবাদক। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ: রামায়ণ ৪ খণ্ড (অযোধ্যানাথ তত্ত্বনিধি ও আশুতোষ শিরোরত্ন সহ, বর্ধমান, ১৮৬৬-৭১, —আদি ও অযোধ্যাকাণ্ড)।

শ্যামাচরণ দাস দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক (Rowe রচিত দি ফেয়ার পেনিটেন্ট্ এর অনুবাদ—১৮৫৬), কুরুক্ষেত্রোপাখ্যান (১৮৭৫)।

শ্যামাচরণ দে (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: মামদীপুর, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: তিব্বতী কথা (১৯২৭), বঙ্গের উপকথা (এলাহাবাদ—১৩২১), কাশ্মীরী উপকথা, দেহঘর, অনার্যের উপকথা, শুশ্রূষা, খোকার হাসি, বাসর কৌতুক নাটক (প্রহসন—১৮৫৯)।

শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আ: ১৮২৪—১৮৮৪) নিবাস ও মৃত্যু: গুপ্তিপাড়া, হুগলী। পিতা: রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি। সাপ্তাহিক প্রবেশিকা, দৈনিক সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়, প্রাত্যহিক সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদক: সাপ্তাহিক সংবাদ ভারতবন্ধু (১৮৪১)।

শ্যামাচরণ বসু (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা (সত্যসঞ্চারিণী বেদান্ত সভার মুখপত্র জুন, ১৮৪৬)।

শ্যামাচরণ বসু (১৮২৭—১৮৬৭) জন্ম:

টেংরা ভবানীপুর, খুলনা। মৃত্যু: লাহোর। কলিকাতা ডাফ্ সাহেবের স্কুলের ছাত্র। শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। পাঞ্জাবের ফোরম্যান সাহেবের শিক্ষাবিস্তার কার্যের সহায়করূপে লাহোরে কর্ম (১৮৪৯)। লাহোরে মিশনারী স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক। সম্পাদক: শিক্ষাসভা। গ্রন্থ: Official Monitral.

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবন ও মরণান্তে জীবন (১৯০৪), ধর্মজীবন ও ভক্তি (১৯০৫)।

শ্যামাচরণ মজুমদার (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক বিজলী (১২৯২)। প্রকাশিত কাব্য: উমেদার দর্পণ (১৮৯০)।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাব্য: সাধনাগীতি।

শ্যামাচরণ সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: তপোবল (১৩২১)।

শ্যামাচরণ সরকার (২০।৩।১৮১৪—১৪।৭। ১৮৮২/৩০।৫।১২৮৯) ছদ্মনাম: A Native. জন্ম: পূর্ণিয়া, বিহার। নিবাস: মামজোয়ান, নদীয়া। পিতা: পূর্ণিয়ার রাণী ইন্দ্রবতীর দেওয়ান হরনারায়ণ সরকার। কৃষ্ণনগরে শ্রীনাথ লাহিড়ীর নিকট ৬ বৎসর ফার্সী ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত—কলিকাতায় আগমনের পরে (১৮৩৭) রামতনু লাহিড়ীর গৃহে অবস্থান করে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ল্যাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইংরাজী ও ইতালীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত, উর্দু এবং আরবী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন। কলিকাতা মাদ্রাসার বাঙ্গালা শিক্ষক (১৮৩৭), মেদিনীপুরে বেলী সাহেবের বাঙ্গালা শিক্ষক (১৮৪২)। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত (১৮৪২)। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষক (১৮৪২), সদর দেওয়ানী আদালতের পেসকার (১৮৪৮), সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ এণ্টারপ্রেটর (১৮৫৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী টেগোর ল লেকচারার (১৮৭৩)। ২৬।৭।১৮৭৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি(১৮৭৬)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। স্বগ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৫৮)। বিদ্যাভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: হিন্দু আইন, মুসলমান আইন, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও উর্দু ভাষার অভিধান, বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১২৫৯), ব্যবস্থা দর্পণ ২য় ভাগ (১২৬৬), পথ্যসার, নীতিদর্শন (১৮৮২), পাঠ্যসার (১৮৮৪), Introduction to Bengali Language ২ খণ্ড (১৮৫০), The Mahammadan Law ২ ভাগ (১৮৭৩, ৭৫), Vyavastha Chandrika (১৮৭৮)।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী (? —২১।৮।১৮৭৫) জন্ম: শিমুলিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: বল্যোদ্বাহ নাটক (১৮৬০), আর্য জাতির শিল্পচাতুরী (১৮৭৪), সিংহল বিজয় কাব্য (১৮৭৫)।

শ্যামাচরণ সান্যাল (১৯শ শতাব্দী)। যুগ্ম-সম্পাদক: দ্বিসাপ্তাহিক সৌদামিনী (৩।৯।১৮৫৯)। প্রকাশিতগ্রন্থ: আঙ্গুলে ফুলে কলাগাছ (হুতোম প্যাঁচার নক্সার অনুকরণে)।

শ্যামাদাস (দে) বৈষ্ণব কবি। দুঃখী শ্যামাদাস (২য় খণ্ড) ও কৃষ্ণদাস দুঃখী (১ম খণ্ড পৃ: ২৪৩) দ্রষ্টব্য।

শ্যামাদাস বাচস্পতি (১৮৬৪ ৩।৭।১৯৩৪) জন্ম: চুপী, বর্ধমান। পিতা: অন্নদাপ্রসাদ। নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন (১২৯০), কাশীতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা। কলিকাতায় কবিরাজী চিকিৎসক ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক।

দেশবন্ধুর আহ্বানে দুই লক্ষ টাকা দান করে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক। রচিত গ্রন্থ: চা পানের দোষ, ব্রহ্মার কথা, শিবের কথা প্রভৃতি।

শ্যামাদাস মজুমদার (১৯শ শতকের প্রথম ভাগ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সরল ভূগোল (১৮৭২।

শ্যামানন্দ। নিবাস: পিপলন, বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: চৈতন্যদেবের মহাদান।

শ্যামানন্দ দাস (? —১৬৩০)। পৈতৃক নিবাস: বীরেন্দ্র বাহাদুরপুর, মেদিনীপুর, পরে দণ্ডেশ্বর, উড়িষ্যা। পিতা: কৃষ্ণ মণ্ডল, মাতা: দুরিকা। জাতিতে সদ্‌গোপ। হৃদয়ানন্দের পিতা। উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক। বৈষ্ণব পদকর্তা। রচনা: উপাসনাসারসংগ্রহ, গোবর্ধনোপদেশ, প্রার্থনাভাব মালা, অদ্বৈততত্ত্ব, বৃন্দাবন পরিক্রমা।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী (১৮।৫।১৩০২ বঙ্গাব্দ—২৯।৫।১৯৬৮ খ্রীঃ)। জন্ম: বর্ধমান জেলার নাসিগ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: কসিগ্রাম, বর্ধমান। কসিগ্রাম স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও সিটি কলেজ থেকে আই. এ. পাশ। এম্. ই. স্কুলের হেড্ মাষ্টার। কর্ম ত্যাগ করে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর খুলনা জেলার টাউন শ্রীপুর গ্রামের স্কুলের সহকারীপ্রধান শিক্ষক। প্রাইভেটে ১ম শ্রেণীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. পাশ। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক (১৯২৮—)। পরিচয় পত্রিকায় কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: পুরুষ ও নারী (কাব্য), ওমর খৈয়াম (পদ্যানুবাদ), অলংকার চন্দ্রিকা।

(ডঃ) শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯—২২।৪।১৯৭৭/৯।১।১৩৮৪) এম্. এ. বি. টি., বি. এল.। মৃত্যু: বাঁকুড়া জেলার তিলুড়ী গ্রমের নিজস্ব বাসভবনে। প্রথমে বাঁকুড়া আদালতে আইনজীবী পরে মালদহ জেলার চাঁচল রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার। উক্ত পদ ত্যাগ করার পরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, জীবনের শেষদিকে তিলুড়ী রামচন্দ্র পুর স্কুলের শিক্ষক—সবশেষে রাজগ্রাম বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ, গল্পভারতী, নব কল্লোল, অমৃতবাজার, রিডার্স ডাইজেষ্ট, প্রভৃতি বহু পত্রপত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ ও নাটক প্রকাশিত। প্রকাশিত উপন্যাস: নতুন পৃথিবী।

শ্যামাপদ ঠাকুর (১৯১৯—) এম্. এ. কোবিদ। জন্ম: পাটনা, বিহার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিবাস: ২৯, সদানন্দ রোড্, কলিকাতা—২৬। কবি। প্রকাশিত কাব্য: গ্যাংটক গ্যাংটক (১৯৫৫), বান্দুং বান্দুং (১৯৫৬)।

শ্যামাপদ ন্যায় ভূষণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিধবার ধর্মরক্ষা।

শ্যামাপদ সেন (১৯০৩—) এম্. এ. বি. টি. জন্ম: সেনহাটী, খুলনা। নিবাস: দমদম, কলিকাতা। পিতা: ভক্তিগীতি প্রণেতা কবিরাজ গোবিন্দ চন্দ্র সেন কবিচন্দ্র। সেনহাটী হাই স্কুল ও বিরাটি (২৪পরগনা) হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ডাক (কাহিনী চিত্র), পদ্মরাগ (কবিতা সংকলন)।

শ্যামাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী। জন্ম: নোয়াখালি, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ধর্মতত্ত্ববারিধি (নোয়াখালি—১৩১৪)।

শ্যামা প্রসাদ দত্ত। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী. সম্পাদিত গ্রন্থ: রামদাস সেনের পদাবলী (রাখাল চক্রবর্তী সহ)।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (৬।৬।

১৯০১—২৩।৬।১৯৫৩)। জন্ম : ভবানীপুর, কলিকাতা, মৃত্যু : শ্রীনগর, কাশ্মীর। পিতা : স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মাতা : যোগমায়া। কলিকাতা মিত্র ইন্স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৯১৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ. (১৯২১), ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ, (১৯২৩), বি. এল্. (১৯২৪), ইংলণ্ড থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত (১৯২৪—২৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট্. ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক এল. এল্. ডি. উপাধিপ্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলর (১৯৩৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা, বিহারীলাল মিত্রের অর্থে সোশ্যাল সায়েন্সের প্রবর্তন, আশুতোষ মিউজিয়ম ও আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা, বাঙলা পরিভাষা প্রবর্তনের প্রয়াস—উল্লেখযোগ্য কীর্তি। হিন্দু মহাসভার নেতা। ফজলুল্ হক্ মন্ত্রী সভার অর্থমন্ত্রী (১৯৪১)। ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদান (১৯৪২)। মেদিনীপুর জেলায় বৃটিশ সরকারের নির্যাতন, গুলিবর্ষণ, নারীনির্যাতন ইত্যাদির প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। ১৯৪৩ খ্রীঃ মন্বন্তরে সেবাকার্যে নিরত। স্বাধীনতার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান (১৯৪৭), নীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে মতবিরোধের ফলে পদত্যাগ। জনসঙ্ঘ নামে নূতন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা। সংসদে বিরোধী দলের নেতা। অসাধারণ বাগ্মী। মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, মহাবোধি সোসাইটি, বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ ভবন, আশারাম ও হরলালকা হাসপাতাল, রাজনারায়ণ বসুস্মৃতি মন্দির, পণ্ডিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও সরবরাহ সচিব (১৯৪৭—৫০)। সংসদ সদস্য (১৯৫২)। ভারত সরকারের কাশ্মীর নীতির প্রতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশ করার পর বন্দী অবস্থায় মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ : পঞ্চাশের মন্বন্তর, রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, A phase of Indian struggle. সম্পাদিত গ্রন্থ : বঙ্কিম পরিচয়।

শ্যামাপ্রসাদ লোধ (১১।৫।১৯৫৫—) ছদ্মনাম : রাজ শংকর। জন্ম : লামডিং, আসাম। পৈত্রিক নিবাস : চাঁদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : লামডিং, নওগাঁ, আসাম। পিতা : আদিত্য গোপাল লোধ, মাতা : ঊষা। স্নাতক,—ব্যবসায়ী এবং সাহিত্যসেবী। শিলচরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আজীবন সদস্য। একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে নরেশ চন্দ্র শা স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮০)। দৃষ্টি (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, লামডিং শাখার মুখপত্র), কবিতাপত্র, নূতন মুখ, দৈনিক প্রান্তজ্যোতি, দৈনিক রূপসী বাংলা (বাংলাদেশ) সাপ্তাহিক সমাজকণ্ঠ (ঐ), কিংশুক, সম্মেলনী, সাহিত্য সরণি, দীপম্, রুদ্রবীণা, প্রান্তিক, অঙ্গীকার, সাংস্কৃতিকী, সুপ্রভাত, মাটি, সৈনিক, মানস প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : দৃষ্টি (১৯৭৯—), দীপম্ (১৯৮১), কবিতাপত্র (১৯৮৩)। সম্পাদিত কবিতা সংকলন : আজকের কবিতা (১০ জন কবির কবিতা), বঙ্গোপসাগর (আসাম ও পশ্চিম বঙ্গের কবিদের কবিতা-সংকলন,—চিত্তরঞ্জন মাইতিসহ,—১৯৮৫)।

শিউলি সেনগুপ্ত (৪।১০।১৯৪৪—)

নিবাস : ১০০, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স্, কলিকাতা —১৯। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : টুনু,পিকুলু।

শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় (× ।১২।১২৭৪ / ১৮৬৭—×।৮।১৩৩০/১৯৩৬)। জন্ম : আন্দুলিয়া পাড়া, নবদ্বীপ, মৃত্যু : পার্কসার্কাস কলিকাতা। পিতা : ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি। মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায় রত্নের নিকট কাব্য, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চাননের স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন। নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী সভা কর্তৃক বাচস্পতি উপাধিতে ভূষিত (১২৯২), মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত (১৯২৮)। বর্ধমান চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক (১৯০৭), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে চতুষ্পাঠী বিভাগে স্মৃতির অধ্যাপক (১৯১১)। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার। নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী সভার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : অলঙ্কার দর্পণ, ভারতের দণ্ডনীতি প্রভৃতি।

শিপ্রাগুহ। সম্পাদিকা : সাপ্তাহিক একাল (১৩৫৫)

শিপ্রা দত্ত। প্রকাশিত উপন্যাস : আলো ছায়ার অন্তরালে।

শিবকিঙ্কর ভট্টাচার্য, কাব্য ব্যাকরণরত্ন। জন্ম : খাটুন্দী, বর্ধমান, নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : যুগাবতার, সোনার নৌকা।

শিবকৃষ্ণ দত্ত (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : বঙ্গহিতার্থিনী (মে ১৮৬১)।

শিবকৃষ্ণ মিত্র (১৯শ শতাব্দী) জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। সম্পাদক : সপ্তাহিক ধূমকেতু (বৈশাখ, ১২৯৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বসন্ত লাল মিত্রের জীবনী।

শিবচন্দ্র দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধনবিজ্ঞানে সাকরেতি।

শিবচন্দ্র দেব (২০।৭।১৮১১—১২।১১। ১৮৯০) জন্ম : কোন্নগর, হুগলী। পিতা : ব্রজকিশোর দেব। হিন্দু কলেজে ভর্তি (১৮২৫)। ডিরোজিওর শিষ্যদের অন্যতম। গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত। সার্ভে বিভাগের কম্‌পিউটর, পরে সাব-আর্ডনেট্ এক্‌জিকিউটিভ্ সার্ভিসে ডেপুটি কালেকটর (১৮৩৮—১৮৬৩)। ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান (১৮৪৩), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা (১৮৭৮)। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে উৎসাহী,—স্বগৃহে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬০)। কোন্নগরে ইংরাজী ও ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ও হিত সাধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা এবং হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার (১৮৬৫—৭৮)। জ্ঞানান্বেষণ সমিতির সদস্য। সারা জীবন সংস্কৃতি শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন কর্মে ব্যাপৃত। হেয়ার প্রাইজ প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশু পালন (১৮৫৭), অধ্যাত্ম বিজ্ঞান (১৮৬৭), স্পিরিচুয়ালিজম্ বিষয়ক গ্রন্থ।

শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৬০—১৮৯৭)। ডাফ্ কলেজের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : খ্রীষ্টের জীবনী।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১২৬৭/১৮৬০—১১।১২। ১৩২০/২৫।৩। ৯১৩)। জন্ম : অবিভক্ত নদীয়ার কুষ্ঠিয়া মহকুমার কুমারখালি গ্রামে, মৃত্যু : কাশীতে। পিতা : চন্দ্রকান্ত তর্কবাগীশ, মাতা : চন্দ্রময়ী দেবী। কুমারখালি বঙ্গ বিদ্যালয় ও নবদ্বীপের কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্নের চতুষ্পাঠীর ছাত্র। ব্যাকরণ, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের ছাত্র। নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক কবিরত্ন, সরকার কর্তৃক কবিকঙ্কণ

এবং কলিকাতার পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক বিদ্যার্ণব উপাধিতে ভূষিত। কাশীতে রাম রাম স্বামীর নিকট বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ নামে প্রসিদ্ধ হরিনাথ মজুমদারের শিষ্য। গার্হস্থ আশ্রমে থেকে ও বীরাচারী তন্ত্রসাধক। কুমারখালিতে সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কাশীতে তন্ত্রধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারে ব্রতী। কুমারখালি, কাশী, কলকাতা ও শিবপুরে সর্বমঙ্গলা সভার প্রতিষ্ঠাতা। সনাতন আর্যধর্ম প্রচারে উদ্যোগী। সাধক জীবনে ভৈরবানন্দ গিরি নামে পরিচিত। বিখ্যাত তান্ত্রিক কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উড্‌রফের তন্ত্রসাধনার গুরু। বহু শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা। সম্পাদক : শৈবী (তন্ত্র বিষয়ক পত্রিকা, কুমারখালি, ১৩০৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : তন্ত্রতত্ত্ব ২ খণ্ড, গঙ্গেশ, দুর্গোৎসব ২ খণ্ড, রাসলীলা ২ খণ্ড, বঙ্গ সঙ্গীত (১২৯০), গীতাঞ্জলি ২ খণ্ড, কর্তা ও মন ২ খণ্ড, মা ৪ খণ্ড, শৈবী গীতাবলি, ভাগবতী তত্ত্ব, চণ্ডীতত্ত্ব (বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত), পীঠমালা, স্তোত্রমালা, দশমহাবিদ্যাস্তব প্রভৃতি।

শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য : নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), তিনটি কুসুম (১৮৭৮), অজ-বিলাপ (১৮৬৭)।

শিবচন্দ্র রায় মহারাজ (?—১১৯৫ বঙ্গাব্দ) জন্ম : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। নদীয়ার জমিদার। শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান' এ কয়েকটি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে।

শিবচন্দ্র সরকার (১৯শ শতাব্দী) নিবাস : নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট্, গরাণহাটা, কলিকাতা। গায়ক ও সঙ্গীত শাস্ত্রে পারদর্শী। সঙ্গীত রচয়িতা। দশমহাবিদ্যা বিষয়ক ১০ টি গানের রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান' এ এঁর ১০ টি গান উদ্ধৃত হয়েছে।

শিবচন্দ্র সেন (১৯শ শতাব্দী) নিবাস : কাঠাদিয়া, পূর্ব নিবাস : সেনহাটী, খুলনা। পিতা : গঙ্গাপ্রসাদ সেন, মাতা : মহামায়া। রচনা : সারদামঙ্গল, ভারত সাবিত্রী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী। সারদামঙ্গল কাব্যটি রামায়ণ নামে প্রচলিত, সম্ভবতঃ রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গা পূজা কাহিনীর জন্য। এই গ্রন্থে পার্বতীর জন্ম থেকে বিবাহ ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

শিবচরণ দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী) ভণিতায় আছে : দ্বিজ শিব, দ্বিজ শিবচরণ, দ্বিজ শিবদাস। রচনা : গৌরী মঙ্গল কাব্য (মার্কেণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী)।

শিবচরণ দাস (১৮শ শতাব্দী) আর্যাছড়া রচয়িতা।

শিবজ্যোতি ভট্টাচার্য। প্রকাশিত কাব্য : আমি কেন অস্তিত্ব বা উপলব্ধি।

শিবতোষ মুখোপাধ্যায় (৭।১০।১৯২৬—) প্রকাশিত গ্রন্থ : আসা যাওয়া পথের ধারে।

শিবদয়াল ত্রিবেদী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক আর্যপ্রদীপ (সুসঙ্গ দুর্গাপুর—১৮৮৫), আর্যপ্রভা (ঐ ১৮৮৭)।

শিবদাস ঘোষ (১৯২১—৫।৮।১৯৭৬) জন্ম : সুভদ্যা, ঢাকা। পিতা : হরেন্দ্র নাথ ঘোষ। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। ১৩ বৎসর বয়সে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথম জীবনে মানবেন্দ্র রায়ের দ্বারা প্রভাবিত। নবগঠিত আর. এস্. পি. দলের সঙ্গে যুক্ত (১৯৪০)। ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়

ভাবে যুক্ত। তিনবৎসর কারারুদ্ধ। ভারতের সোসালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার (S. U. C. I) নামে রাজনৈতিক দলের সংগঠক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস্. ইউ. সি, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, ভারতের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য, চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে, কমরেড্ সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে প্রভৃতি।

শিবদাস চক্রবর্তী (২৪।২।১৯২২—) জন্ম: নলডাঙ্গা, যশোর। নিবাস: ১৮—৩, চণ্ডী ঘোষ রোড্, টালিগঞ্জ, কলিকাতা—৪০। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: শূন্য প্রান্তরের গান (১৯৫৬), কলকল্লোল (১৯৪৬)। জীবনী: সন্ন্যাসী এক যাত্রী (১৯৫৬), হারিয়ে যাবে জগৎ কাঁদে (১৯৪৮)।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২০।৮।১৯২৬—) ছদ্মনাম: দরবেশ। জন্ম: বনগাঁ, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস: ৭এ/৬৫ ডব্লিউ, ই. এ., নূতন দিল্লী—৫। পিতা: মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিক। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে 'যুগান্তর পুরস্কার' প্রাপ্ত (১৯৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভ্রমণ কাহিনী: দুস্তর মরু (১৯৬০)। উপন্যাস: একটি চঞ্চল মুহূর্ত, অস্থির পঞ্চক, সুয়েজে সূর্যোদয়।

শিবদাস বসু। ছদ্মনাম: মেহেরুন্নিসা। নবদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিদিশা (রম্য রচনা—১৩৭৮)।

শিবধন বিদ্যার্ণব। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় কয়েকটি 'লোকচিত্র' প্রকাশিত (১৩০৮) এবং ভারতী পত্রিকায় 'অধ্যাপক চিত্র' প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: চতুষ্পাঠী।

শিবনাথ বসু (১০।১২।১৩৪৩/১৯৩৬—) প্রকৃত নাম: প্রভাত কুমার বসু। জন্ম: গারুলিয়া, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। পিতা: হরেন্দ্রনাথ বসু, মাতা: কনকলতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনার্স সহ বি. কম্. পাশ (১৯৫৭)। শ্যামনগরে ন্যাশন্যাল ইনসুলেটেড্ কেবল্ কোম্পানীর সিনিয়র একাউন্টস্ ক্লার্ক। বসুন্ধরা, মাসিক রহস্য পত্রিকা, ঘরোয়া, নরনারী, নবকল্লোল, দৈনিক বসুমতী প্রভৃতিতে গল্প ও উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস: শেষ পর্যন্ত (ঘরোয়া—১৯৭০), অভিমান (নরনারী ১৩৭৯), হত্যার আড়ালে (ঘরোয়া—১৩৮০), পত্নী (ঐ ১৩৮০), প্রতিশোধ (ঐ ১৯৭৬)।

শিবনাথ ব্রহ্মচারী (×।৯।১৩১৮/১৯১১—) প্রকৃত নাম: শিবানন্দ স্বর্ণকার। জন্ম: সিঙ্গারকোন, থানা—কালনা, বর্ধমান। পিতা: তারাপদ স্বর্ণকার। সাধক ও গীতিকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনুরাগ সঙ্গীত।

শিবনাথ মুখোপাধ্যায় (×।১।১৯২০—) পিতা: প্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিতামহ: মেঘদূতের অনুবাদক দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. বি. এল্। কবি। বহু পত্রপত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। নিখিল ভারতবঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা শাখার সহ-সভাপতি। প্রকাশিত কাব্য: জীবন তৃষ্ণা (১৯৬৯)।

শিবনাথ শাস্ত্রী (৩১।১।১৮৪৭—৩০।৯।১৯১৯)। জন্ম: চাংড়িপোতা হরিনাভি গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: মজিলপুর, ২৪ পরগণা। পিতা: হরানন্দ ভট্টাচার্য, মাতা: গোলোকমণি। মজিলপুর গ্রামের পাঠশালা, আদর্শ বাঙ্গালা স্কুল, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সংস্কৃতে এম্. এ. পাশ করে শাস্ত্রী উপাধি-

প্রাপ্ত (১৮৭২)। ছাত্রাবস্থায় সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। পিতার বিরাগভাজন হলেও মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের অত্যন্ত স্নেহভাজন। ভবানীপুরের সাউথ সুবারবন স্কুলের হেড মাষ্টার (১৮৭৪), হেয়ার স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক (১৮৭৬)। পরে ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য পদত্যাগ (১৮৭৮)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। বাল্য-বিবাহের বিরোধী ও বিধবা বিবাহের উৎসাহী। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে Indian Reforms Association এর সঙ্গে যুক্ত। মদ্যপান নিবারণ ও নারীমুক্তি আন্দোলনে কেশবচন্দ্রের সহযোগী। ব্রাহ্ম-সমাজের কয়েকজন তরুণকে নিয়ে একটি বৈপ্লবিক সমিতির সংগঠক। জাতীয়তা-বাদী সমাজ সংস্কার মূলক শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন, জাতিভেদ দূরীকরণ, নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, অশ্বারোহণ, বন্দুকচালনা প্রভৃতি এই সমিতির লক্ষ্য ছিল। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্র-নাথ বন্দোপাধ্যায় এই সমিতিতে যোগ দেন। কেশবচন্দ্রের বালিকা কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে মতদ্বৈধ উপস্থিত হলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা—ধর্ম-প্রচার ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যা-য়ের সহযোগে সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা (১৮৭৯), —স্বপ্রতিষ্ঠিত 'সাধনা আশ্রমে' ইংরাজের চারিত্রিক দৃঢ়তা নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রবর্তন প্রভৃতি শিবনাথের অন্যতম কীর্তি। ছয় মাস বিলাত ভ্রমণ কারী। কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক মদ না গরল (১৮৭০), সোমপ্রকাশ (১৮৭৩-৭৪), মাসিক যমদর্শী (১৮৭০-৭৮), সাপ্তাহিক সমালোচক (১২৮৪), পাক্ষিক তত্ত্বকৌমুদী (১২৮৫), মাসিক মুকুল (শিশুদের ১২৯৫), মাসিক সখা (শিশুদের ১৮৮৫-৮৬), Indian Messenger (১৮৫৩), Bengal Public Opinion, Brahma Public Opinion. প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৬), হিমাদ্রি কুসুম (১৮৮৭), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮), ছায়াময়ীর পরিণয় (রূপক কাব্য—১৮৮৯)। উপন্যাস : পুষ্প-মালা (১৮৭৫), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়ন-তারা (১৮৯৯), বিধবার ছেলে, মেজবৌ (১৮৭৯)। প্রবন্ধ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ধর্মজীবন, মাঘোৎসবের উপদেশ ও বক্তৃতা, History of Brahma Samaj, Men I have seen. জীবনী : রামমোহন রায়, আত্মচরিত। সম্পাদিত গ্রন্থ : উজ্জ্বল চন্দ্রিকা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শকুন্তলা।

শিব নারায়ণ (১৯শ শতাব্দী) রচনা : সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

শিব নারায়ণ ঘোষ (১৯শ শতাব্দী) জন্ম : গগনেশ্বর, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : কৈবল্য সঙ্গীত ২ খণ্ড।

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৭।২।১৯৩৪/ ২৯।১০।১৩৪০—)। জন্ম : অনন্তপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : স্মরজিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা : সুধীরা। সপরি-বারে ভারতে আগমন (১৯৫০)। বর্তমান নিবাস : মাটিয়ারী, বানপুর, নদীয়া। ডিষ্টিংশন সহ বি. এ. (১৯৫৮), স্পেশাল অনার্স (১৯৬২) ও বি. টি. পাশ। মাটিয়ারী —বানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, জনসেবক, শিশুসাথী, কাকলী (ত্রিপুরা), উদিতি (ঐ),

দিগন্ত (ঐ), চন্দনা (ঐ), বিচার, শিশুস্বর্গ, রাজস্বাক্ষর, ঋক্, কালীয়, কলরব, বিশ শতক, চুমকী, বঙ্গলক্ষ্মী, বসুমতী, যুগান্তর, সত্যযুগ, শিক্ষক, মৌচাক, ত্রিবৃত্ত, প্রবর্তক, বোম্বাই বিচিত্রা, সাহিত্য বাণী, সবুজের অভিযান প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা, ছড়া, শিশু-সাহিত্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত। শ্যাম-নগরের (২৪ পরগণা) তৃণাঙ্কুর পত্রিকার পক্ষ থেকে পুরস্কৃত, কাজদিয়া কৃষি সাহিত্য পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্বর্ধিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাসি রঙ আলো (ছড়া—১৩৮২), প্রসন্ন গোধূলি (কাব্য—১৩৮২—), গীতাঞ্জলি ও রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম চেতনা (ভাবমুখে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক প্রতীতি।

শিবনারায়ণ রায় (২০।১।১৯২১—)। জন্ম : কলিকাতা। পিতা : সাহিত্যিক পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রী। মাতা : রাজনন্দিনী জ্যেষ্ঠভ্রাতা : নৃপেন্দ্রনাথ রায়। কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যাপক (১৯৪৫-৬০), বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯৬০-৬৩), লণ্ডনে School of Oriental and African Studies, Rock-feller Foundation এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো (১৯৫৬-৫৮), ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৭০), বাংলাদেশে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক অধ্যাপক (১৯৭৫), সিমলায় Institute of Advance Studies এর রিসার্চ ফেলো, বিশ্বভারতীর ভিজিটিং ফেলো (১৯৭৯-৮০), এম. এন্. রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী (১৯৪৬-৫৪), এলেন রায়ের সহযোগী (১৯৫৪-৬০)। অষ্ট্রেলিয়ায় মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত বিদ্যার অধ্যাপক (১৯৬৩-৮১), বর্তমানে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনের ডিরেক্টর। Radicalism (১৯৪৬), In men's own Image (১৯৪৮), Explorations (১৯৫৭), Gandhi India and the World (১৯৭০), A partheia in Shakespeare and other reflections প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : প্রেক্ষিত (১৯৪৫), সাহিত্যচিন্তা (১৯৫৬), প্রবাসের জার্ণাল (১৯৫৮), মৌমাছি তন্ত্র (১৯৬০), নায়কের মৃত্যু (১৯৬১), কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা, কথারা তোমার মন (কাব্য), গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়, নোরা হাতা (জাঁ পল সাঁতরের অনুবাদ)। সম্পাদক : উত্তরসূরি (১৯৫২)।

শিবনারায়ণ শিরোমনি। নিবাস : বুড়োশিবতলা, নবদ্বীপ, নদীয়া। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের হেড্ পণ্ডিত। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ও সুকবি। প্রকাশিত কাব্য : অদ্বৈত সঙ্গীত (১৯১৩)।

শিব নারায়ণ স্বামী, পরমহংস। প্রকাশিত গ্রন্থ : অমৃত সাগর ১ম (১৯০৩), ভ্রমণ বৃত্তান্ত (১৮৯১), পরম কল্যাণী গীতা (১৩২৭)।

শিবপদ চক্রবর্তী (২।২।১৯২৮—) ছদ্মনাম : উদ্ভ্রান্ত। জন্ম ও নিবাস : কলিকাতা। বর্তমান নিবাস : ৯/১, হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬। পিতা : শান্তিপদ চক্রবর্তী, মাতা : গিরিবালা। ভবানীপুর সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৪), আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৪৬), সিটি কলেজ থেকে বি. এস্. সি. (১৯৪৮)। প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থী হিসাবে বি. এ. ও পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম্. এ. (১৯৬৬), ইতিহাসে এম্. এ. (১৯৬৮)। বাণীপুর থেকে পি. জি. বি টি. (১৯৫৪—

৫৫)। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক—বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সক্রিয় সদস্য। যুগান্তর, আলিপুরবার্তা. পশ্চিমবঙ্গ, সংহতি, দেশলোক, নবফলী, শ্রীভারতী, রূপান্তর, অনুশীলন বার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উদ্‌ভ্রান্তের ডায়েরী (রমারচনা—১৯৭৪)। উদ্‌ভ্রান্তের ডায়েরি (সমাজদর্পণ—১৯৮০)।

শিবপদ দাস। নিবাস: পোড়ামাতলা রোড্, বেনেপাড়া. নবদ্বীপ। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, কলেজের ছাত্র, ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: শরৎচন্দ্রের পর, এ মেয়ে মেয়ে নয়, মানসী।

(ডঃ) শিবপদ সেন (২৭।৮।১৯১৪—) বি. এ. (অনার্স), ডি. ফিল্. ডি. লিট.। কলিকাতায় ও লণ্ডনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। নিবাস: ৫এ, মতিলাল নেহেরু রোড্ কলিকাতা-২৯। প্রকাশিত গ্রন্থ: মধ্যযুগের সভ্যতা (১৯৭৪), আধুনিক যুগের সভ্যতা (১৯৫৫), The French in India: First Establishment and Struggle.

শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক সাহিত্য কল্পদ্রুম: (১২৯৬)।

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (১।৬।১৯১৯—) জন্ম: রাজশাহী শহর, অধুনা বাংলাদেশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম্. এ. (১৯৪১), বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪৪), বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন সদস্য, সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা (১৩৬০), সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৩৬৮), যশোর খুলনার ছড়া (১৩৭১)।

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম: শ্রীরামপুর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৈদ্যুতিক পাখা, ইলেকট্রিক মেসিন—তাহার দোষ ও প্রতিকার।

শিবপ্রসাদ ঘটক। নিবাস: শিমূলতলা, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। তিনটি উপন্যাস ও একটি কাব্যের রচয়িতা। প্রকাশিত কাব্য: দুঃসহ পাঁচালী।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, মেঘনাদ বধ কাব্যের সর্বাঙ্গীন আলোচনা।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১০।১১।১৮৮৭— ?) এম্. এ. বি. টি. সাহিত্যভারতী। জন্ম: ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। নিবাস: ৪১/৪৫. রসা রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩। সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লী প্রকৃতি (১৯৩৬', উত্তর খণ্ড যাত্রা (কাব্য—১৯৪৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কবিকর্ণপূরের অলঙ্কার কৌস্তভ (১৯২৬), কাব্যপ্রকাশ সঙ্কেত (১৯৩১), চণ্ডীদাসের কাব্যপ্রকাশ দীপিকা (১৯৩৩), Religious Practices of Hindus (১৯৫৩)।

শিবপ্রসাদ শর্মা (ছদ্মনাম) রাজা রামমোহন রায় দ্রষ্টব্য।

শিবব্রত দে। ছদ্মনাম: কোমলগান্ধার। চিকিৎসক ও কবি। জ্যোতির্ময় পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক।

শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪০—২৮।১।১৯৮২/২৪।১০।১৩৮৮)। মৃত্যু: শীলপাড়ার বাসভবনে। কবি—গল্প ও নাটক লেখক। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও সংকলনগ্রন্থে রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: ভালোবাসি ঘৃণা করি। সম্পাদক: ত্রৈমাসিক ঋক্।

শিবরতন মিত্র (১।১২।১২৭৮—২০।৭। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: চড়রা গ্রাম,

খয়রাশোল, বীরভূম। মৃত্যু : সিউড়ি, বীরভূম। পিতা : ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। মাতা : নিত্যময়ী। প্রবেশিকা (১৮৯১) ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. পাশ। জেনারেল এসেম্ব্লিজ থেকে বি. এ. অনুত্তীর্ণ (১৮৯৭)। বীরভূম কালেক্টরীর হেড্ অ্যাসিস্‌টেন্ট্। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সাময়িক পত্রে বহু কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। রতন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা। বীরভূম সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। বহু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক। যুগ্ম সম্পাদক : মাসিক মানসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক (১৩১১), দূর্বা (১৩১৩), বর্ণমালা ১ম (১৩১৩), হস্তলিপি লিখন প্রণালী (১৩১৫), শকুন্তলা (১৩১৬), সীতার বনবাস (১৩১৭), বিদ্যাসাগর (১৩১৭), প্রবন্ধরত্ন (১৩২১), রত্নহার (১৩২০), রতনপাঠ (১৩২৩), সচিত্র আরব্য উপন্যাস (১৩২৩), গোপীচন্দ্র (১৩২৬), চিন্ময়ী (১৩২৬), প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১৩২৬), সাজের কথা (১৩২৭), ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩২৮), সাগরসুধা (১৩২৯), রত্নকণা (১৩২৮), কুরঙ্গ (১৩২৯), আরব্য উপন্যাস ২য় খণ্ড (১৩৩০), শিশুবোধ ভারত ইতিহাস (১৩৩০), অক্ষয় সুধা (১৩৩১), সাগরকণা (১৩৩১), ভারতকণা (১৩৩১), উজ্জ্বল চন্দ্রিকা (১৩৩৩), প্রসঙ্গকোরক (১৩৩৭), প্রসঙ্গমালিকা (১৩৩৭), প্রসঙ্গচন্দ্রিকা (১৩৩৭), ভারতকথা (১৩৩৭), প্রসঙ্গকুসুম (১৩৩৭), কল্পলতা (১৩৩৭), সাঁওতালী উপকথা, Types of Early Bengali Prose (১৩২১), Early Poems (১৩৩১)। অপ্রকাশিত গ্রন্থ : লাউসেন, বঙ্গসাহিত্য, শিশির কথা, বিদ্যাপতি, বনের কথা।

শিবরাম (১৭শ শতাব্দী)। নামান্তর : শিবরাম দাস। বৈষ্ণব পদকর্তা। নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি ভাষায় অনেকগুলি পদের রচয়িতা। অপর রচনা : উদ্ধব সংবাদ।

শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায় (১৮শ শতাব্দী)। নামান্তর : দ্বিজ শিবরাম। নিবাস : সোনামুখী, বাঁকুড়া। রচনা : লক্ষ্মণ শক্তিশেল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী। সত্য নারায়ণের পাঁচালীর লেখক শিবচরণ ও শিবরাম একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

শিবরাম ঘোষ (১৭শ শতাব্দী)। মহাভারত রচয়িতা কবি। কাশীরাম দাস মহাভারতের প্রথম চার পর্ব রচনা করে পরলোকগমন করলে শিবরাম ঘোষ 'উদ্যোগ' থেকে ছয় পর্ব রচনা করেছিলেন।

শিবরাম ঘোষ (১৮শ শতাব্দীর ১ম ভাগ)। জন্ম : অলুক, মেদিনীপুর। পিতা : রাজেন্দ্র ঘোষ। মাতা : রাধিকা। রচনা : একাদশী পাঁচালী।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৩।১২।১৯০৩—২৮।৮।১৯৮০/১১।৫।১৩৮৭)। জন্ম : চাঁচল, মালদহ। চাঁচল রাজবংশের সন্তান। মৃত্যু : কলিকাতায় এস্. কে. এম্. হাসপাতালে। নিবাস : ১৩৪নং মুক্তারাম বসু ষ্ট্রীটের (কলিকাতা-৭) মেসবাড়ীতে। পিতা : শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, মাতা : শিবরাণী। ম্যাট্রিকুলেশনের টেষ্ট্ পর্যন্ত পড়াশুনা। কলিকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যালয় থেকে আদ্য, মধ্য ও অন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত—কারাদণ্ডিত। কারাগারে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। কারাগারে কাব্যসাধনায় নিরত। বসুমতী পত্রিকার হকার,—যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক (শিশির কুমার ঘোষ কর্তৃক যুগান্তর ক্রয়

পর্যন্ত)। ১৩৪ নং মুক্তারাম বসু ষ্ট্রীটের মেসের বাসিন্দা ১৯২২ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। বসুমতী পত্রিকার 'বাঁকা চোখে' নামক ব্যঙ্গাত্মক রচনার লেখক। আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় "অল্প বিস্তর" এর লেখক। অকৃতদার। শিশুসাহিত্যিক। তত্ত্ববোধিনী, কল্লোল, আত্মশক্তি ও ভারতী পত্রিকার লেখক। মৌচাক পুরস্কার (১৯৬০) ও আনন্দ পুরস্কারে (১৯৭৫) ভূষিত। শব্দ নিয়ে খেলায় ও pun বা শ্লেষ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: মানুষ (১৯২৯), চুম্বন (১৯২৯)। গল্প: মেয়েদের মন (১৯৪১), প্রেমের বিচিত্র গতি (১৯৪২), আজ কি মজার দিন, আত্মীয়তা বজায় রাখা সোজা নয় (১৯৪৩), আমার অচেনা (তরু রায় সহ), আমার ভালুক শিকার (১৯৫৮), আমার ভূত দেখা (১৯৪১), উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে (১৯৫৮), এক রোমাঞ্চর অ্যাড্‌ভেঞ্চার (ক্রবেশ চন্দ্র অধিকারী সহ), কথায় কথায় ফ্যাসাদ, কলকাতার হালচাল (১৯৩৬), কালান্তর, লাল ফিতা, কাকাবাবুর কাণ্ড, কৃতান্তের দন্তবিকাশ (১৯৪০), কে হত্যাকরী (১৯৪৪), কেবল হাসির গল্প (১৯৪০), কেরামতের কেরামতি (১৯৬২), গোলদীঘির ভারী গোল (১৯৬২), ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি (১৯৩৭), চক্রবর্তীরা কঞ্জুষ হয় (১৯৫৮), চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন (১৯৬২), চুলচেরা শোধবোধ (১৯৫৯), ছোটদের প্রিয় গল্প (১৯৫৭), ছোটদের সরস গল্প, জন্ম দিনের উপহার (১৯৫৩), জন্মদিনের হাসিখুসি (১৯৫৮), জীবনের সাফল্য (গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর সঙ্গে—১৯৫৯), টম সয়্যারের গল্প (উপেন্দ্রকুমার নন্দীর সঙ্গে—১৯৩৯), দাদু নাতির দৌড় (১৯৬২) নাক নিয়ে নাকাল (১৯৫৭), নিখরচায় জলযোগ (১৯৫৯), পঞ্চ রং (১৯৬০), পঞ্চাননের অশ্বমেধ (১৯৩৫), পেয়ারার স্বর্গ (১৯৬১), ফাঁকির জন্য ফিকির খোঁজা (১৯৫৮), ফাষ্ট বয়, ফুটবলের দৌড় (১৯৪০), বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ, বন্ধু চেনা বিষম দায় (১৯৪৮), বর্মার মামা (১৯৫৮), বাজার করার হাজার ঠেলা (১৯৪০), বাড়ী থেকে পালিয়ে (১৯৩৭), বাবুম বুবুম বুম (১৯৪১), বিনির কাণ্ড-কারখানা (১৯৪৭), বিশ্বপতি বাবুর অশ্বত্ব প্রাপ্তি (১৯৩৯), ভারী বিপর্যয় ব্যাপার (১৯৪২), ভালো ভালো গল্প (১৯৫৯), ভূত ও অদ্ভুত (১৯৪৯), ভূতুরে অদ্ভুতুরে (১৯৫৪), মজার মজার গল্প, মধুচক্রান্ত, মধুরেণ সমাপয়েৎ (১৯৪০), মধুর মাষ্টার (১৯৩৭), মানুষের উপকার করো (১৯৫৩), মামার জন্মদিন (১৯৩৯), মালাই বরফ (১৯৩৮), মৃত্যুর মুখোমুখি (১৯৪৪), যত হাসি তত মজা (১৯৫৭), যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্ধন (১৯৩৮), রসময় যার নাম (১৯৫৮), লেজের প্রিভিলেজ (১৯৬২), শঙ্কর আমাদের সব পারে (১৯৪২), শিব্রাম চকরবরতির মতো কথা বলার বিপদ (১৯৪৫), শুঁড়ওয়ালা বাবা (১৯৩৫), হর্ষবর্ধন অপহরণ (১৯৩৯)। হর্ষবর্ধন আর গোবরধন (১৯৬২), হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি (১৯৩৯), হাওড়া-আমতা রেলের দুর্ঘটনা (১৯৪২), হাসিখুশির মেলা, হাসির গল্প (১৯৬১), শুধু হাসির গল্প (১৯৬২), হাস্নুহানা (১৯৫৭), হিপ্ হিপ্ হুররে (১৯৬০), স্বামী মানেই আসামী, অনেক হাসি (১৩৭৯), দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন (১৩৭৯), দারুণ হাসির গল্প (১৩৮২), অকথিত কাহিনী, হর্ষবর্ধনের নানান কাণ্ড (১৩৮৪), অদ্বিতীয় শিব্রাম (১৩৮৪), হর্ষবর্ধনের নানা রঙ্গ (১৩৮৪), লাভের বেলায় ঘণ্ট (১৩৮৬), কল্কে কাশির গোয়েন্দা গিরি (১৩৮৬),

কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন, হাতির সঙ্গে হাতাহাতি, রসময়ের রসকথা, শিবরামের বারোয়াড়ী, প্রজাপতির পক্ষপাত, সুখ ও শারি প্রভৃতি। নাটক : যখন তারা কথা বলবে (১৯৪৮), প্রাণকেষ্টর কাণ্ড (১৯৫৪), পণ্ডিত বিদায় (৩য় সং ১৯৫৫)। উপন্যাস : গুম্ফবতী (১৩৮২), প্রাণ নিয়ে টানাটানি (১৩৮৪), হর্ষবর্ধনের জয়ধ্বনি (কিশোর)। সংকলন : শিবরামের সেরা গল্প (১৯৫১), শিব্রাম চকরবরতির রচনাবলী (৪) খণ্ড। প্রবন্ধ : মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী। আত্মজীবনী : ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা।

শিবরাম রাজা। রচনা : সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

শিব শম্ভু পাল (১।১।১৯৩৪—) নিবাস : ৬-বি, পাইকপাড়া রো, কলিকাতা—৩৭। প্রথম কবিতা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫২)। সময়ানুগ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : ঘরে দূরে দিগন্ত রেখায় (১৯৬৯)।

শিবসনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় (৮।১১।১৩৩৪/ ২১।২।১৯২৮—) জন্ম : নডিহা গ্রাম, থানা : ফরিদপুর (দুর্গাপুরের নিকটে), বর্ধমান। নিবাস : আসানসোল—৪, বর্ধমান। পিতা : সাহিত্যিক উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : লীলাবতী। আসানসোল জহরমল জালান ইন্‌সটিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৪), আসানসোল বি. বি. কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৬), বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৪৮), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এল্.। প্রথম জীবনে আসানসোলে এড্‌ভোকেট (১৯৫৬), পরে অমৃতবাজার পত্রিকার আসানসোলের ষ্টাফ্ করেসপণ্ডেন্ট্ (১৯৬১—)। আসানসোল প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৮—)। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট্ এসোসিয়েসন ও ভেটারেনস্ জার্নালিজম্ এসোসিয়েসনের সদস্য (১৯৬৮—)। অমৃতবাজার পত্রিকার ষ্টাফ্ রিপোর্টার ও আকাশবাণীর সংবাদদাতা (১৯৬৪)। ক্রীড়া সংগঠক, ক্রীড়া বিচারক। দুর্গাপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও ধানবাদে রেফারী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, আসানসোল রেফারীজ এসোসিয়েসনের সভাপতি ও বর্তমানে আজীবন সাম্মানিক সভাপতি, বর্ধমান জেলা স্কুল ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি, কলিকাতা রেফারীজ এসোসিয়েসনের কাউন্‌সিল সদস্য ও টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য, কাটোয়ার শ্যামলাল লাইব্রেরীর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আসানসোলের রবীন্দ্রভবন কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম সম্পাদক, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আসানসোল শাখার প্রাক্তন সহ-সভাপতি। প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার। সহ-সম্পাদক : কাটোয়া বার্তা (১৯৫৩—৫৬), বঙ্গবাণী (আসানসোল ১৯৬৩—৬৬), বীক্ষণ। ক্রীড়া সম্পাদক : জি. টি. রোড্ (আসানসোল, ১৯৫৬—৬১)। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক Olympian (১৯৮২—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মফঃস্বল সংবাদপত্র ও সামাজিক দায়িত্ব (১৯৮৩), অ্যাথ্‌লেটিকদের আইন কানুন (১৯৮১) ভলিবলের আইন কানুন (১৯৮২), ধনুর্বিদ্যার আইন কানুন, ফুটবল রেফারী ও রেফারী প্রশিক্ষকদের হ্যাণ্ডবুক, সৈনিক কবি নজরুল (জীবনী—১৯৮৬)। Atheletic officials Hand Book (১৯৬৪), Volley ball Quiz (১৯৬৭)।

শিব সুন্দরী দেবী (১৮০৬—১৮৯৩) পিতা : ঈশান চন্দ্র মুস্তফী, স্বামী : হরকুমার ঠাকুর। আধুনিক যুগের প্রথম মহিলা সাহিত্যিক। প্রকাশিত নাটক : তারাবতী।

শিবানন্দ আচার্য ঠাকুর (১৬শ শতাব্দী) বৈষ্ণব পদকর্তা। রামগোপাল দাসের রাধা-কৃষ্ণ কল্প বল্লীতে (১৫৯৫) দুটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। বাঙ্গালা পদে শিবাই ও শিবা সহচরী ভণিতা আছে।

শিবানন্দ গিরি (১০।১।১৩৪৪—২০।৪।১৩৯৪/৫।৮।১৯৮৭) এম্. এ.। জন্ম: কলিকাতা। নিবাস: ধ্যানাশ্রম, ১২৪ বি. টি. রোড, কলিকাতা—৩৫। পূর্বাশ্রমের নাম: শিশির ভট্টাচার্য। পিতা: বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, মাতা: শোভনা। প্রাক্ সন্ন্যাস পর্বে 'আনন্দম্' নামে কীর্তন গায়ক দলের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫২)। নানা স্থানে কীর্তন গায়ক। সন্ন্যাস গ্রহণ (১৯৭৬)। সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু: হৃষীকেশে কৈলাসাশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দিব্যানন্দ গিরি। কৈলাস, আনন্দ আশ্রম, ভোলাগিরি স্নেহনীড়, বিবেকানন্দ স্নেহনীড়, অর্ঘ্য প্রভৃতি বহু জনকল্যাণমূলক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ। শ্রী সুদর্শন, অঙ্গন, পাঁচসিকে পাঁচ আনা প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্মমূলক প্রবন্ধ লেখক। গ্রন্থকার। গ্রন্থগুলি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত। সম্পাদক: মাসিক পাঁচ সিকে পাঁচ আনা (১৯৭৮—৮৭) প্রকাশিত গ্রন্থ: অরূপ বহুরূপ অপরূপ, আমার ছোট্ট সমুদ্র, প্রমাণ কোথায় গেল, যে প্রশ্ন সবার প্রশ্ন, আনন্দ সঙ্গীত, সাধু মুখে সাধু কথা, রূপের আড়ালে।

শিবানন্দ কর (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: লক্ষ্মীমঙ্গল।

শিবানন্দ চক্রবর্তী (১৬শ শতাব্দী)। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। বৈষ্ণব পদকর্তা। শিবানন্দ নামধারী অন্যান্য পদকর্তাদের রচনার সঙ্গে এঁর রচনা মিশ্রিত হলেও যে পদগুলিতে গদাধরের প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ বা শ্রদ্ধা প্রকাশিত, সেগুলি শিবানন্দ চক্রবর্তীর রচনা হওয়া সম্ভব। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শিবানন্দ চক্রবর্তী ও শিবানন্দ আচার্য ঠাকুর অভিন্ন হতে পারেন।

শিবানন্দ দত্ত (১৮শ শতাব্দী)। পিতা: সানন্দরাম দত্ত। রচনা: শ্রীকৃষ্ণবিজয় (পুঁথি শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রাপ্ত)।

শিবানন্দ সরস্বতী (১৮৯৮—৭।১০।১৯৭৯/২০।৬।১৩৮৬)। পূর্বাশ্রমের নাম: শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস: বাঘল পাড়া, বরিশাল, বাংলাদেশ, মৃত্যু: শিবানন্দ যোগাশ্রম, বরাহ নগর, কলিকাতা। পিতা: রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১২ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী। নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের নিকট দীক্ষিত। ২৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী,—২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ। হিমালয়ে তপস্যা—৪৪ বৎসর বয়সে হিমালয়ে কঠোর তপস্যার পর কামাখ্যা পাহাড়ে উমাচল যোগাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। উমাচল যোগাশ্রমের অন্তর্বিভাগে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫০টি শয্যা, বরাহনগর শাখা কেন্দ্রে ১৫টি শয্যা, মেদিনীপুর শাখায় ১২টি শয্যার স্থাপয়িতা। উক্ত শয্যায় যৌগিক ক্রিয়ায় রোগীর চিকিৎসা ও যোগ বিদ্যা নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: যোগবলে আরোগ্য, খাদ্যনীতি ও পশুপালন বিধি, সহজ যৌগিক ব্যায়াম বিধি, প্রাণায়াম ও নেতি ধৌতি, ছাত্রছাত্রীর ব্রহ্মচর্য, ঈশোপনিষদ, আসন চিত্র প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা: ত্রৈমাসিক যোগেশ্বর।

শিবানন্দ সেন (১৬শ শতাব্দী) নিবাস: কুমারহট্ট (হালিশহর) ২৪ পরগণা। পুত্র: চৈতন্যজীবনী রচয়িতা কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে নিজ ব্যয়ে ভক্তগণ সহ নীলাচলে

গৌরাঙ্গ দর্শনে গমনে অভ্যস্ত। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচয়িতা। মহাপ্রভু পুরী থেকে গৌড় যাত্রাকালে এঁর গৃহে অবস্থান করে ছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ও ভক্তিব্যাকুলতা বর্তমান।

শিবানী বসু (দেব) (৭।২।১৯৪৮—) জন্ম : ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। বর্তমান নিবাস : ৭৩/১১, পাম এভিনিউ কলিকাতা-১৯। পিতা : সাংবাদিক বিমল বসু, মাতা : গৌরী বসু, স্বামী : ব্যারিষ্টার দীপক দেব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ব্যারিষ্টারি পাঠ অসম্পূর্ণ। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির কম্‌পিউটার বিভাগের সুপারভাইজার (১৯৭০—৭৭), বি. বি. সির প্রবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তা (১৯৬৮—৭৭)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (ডিসেম্বর, ১৯৭৭)। কলিকাতা আকাশবাণীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। মহিলা, মহিলামহল, অমৃত, নবাঙ্কুর প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা।

শিবানী বসু। সম্পাদিকা : জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল (১৯৫২)।

শিবুপদ মান্না (১৩।১০।১৩৫৪—) জন্ম : দুর্গাপুর, মায়াপুর (পো:), বজবজ, ২৪ পরগনা। পিতা : বসন্ত কুমার মান্না, মাতা : মেনকা। নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিলের কর্মচারী। রূপম্, ঈশানী, মধুমিতা (বজবজ) জেলাবার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় সঙ্গীত, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বপ্নালো (গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতির সংকলন)।

শিবেন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৯—) বি. এ. (অনার্স), বি. টি.। জন্ম : দামকল, বীরভূম। পিতা। কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, মাতা : মলিনা। শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌স্টিটিউশনের বাঙ্গালা সাহিত্যের শিক্ষক। অমৃত, মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, পরিচয়, চতুষ্কোণ, নতুন পরিবেশ, মাসিক কবিতা, কবিপত্র, শিশুসাথী, কালান্তর, সমকালীন, সংহতি, সীমান্ত, অনুভব, সোনার বাংলা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। কবি। সম্পাদক : মাসিক অভ্যুদয় (১৯৫৫), ত্রৈমাসিক দৃশ্যপট (১৯৬৯), পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা (১৯৭৬)। সাহিত্য সম্পাদক : মঞ্চকথা। প্রকাশিত কাব্য : ঢেউকন্যা (১৩৬৪), দর্পিত প্রহরে (১৩৭১), সূর্যপতনের দৃশ্যে (১৩৭৬), নির্বাসিত জ্যোৎস্নায় (১৩৮২), তুমি স্মৃতি রক্তের গভীরে (১৩৮৫), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৩৮৫), স্পেনের কবিতা (অনুবাদ ১৩৭০), কাটুমকুটুম্ (ছোটদের ১৩৭৪), রাতদিনের ছড়া (১৩৮৩), গল্পে গীতা, গল্পে চণ্ডী, গল্পে মহাভারত।

শিবেন মোদক। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের কৃতী ছাত্র। নবদ্বীপ নিবাসী। এম্. এ. পাশ করে (১৯৫২) কর্মজীবনে প্রবেশ করার কয়েক বৎসর পরে লোকান্তরিত। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : পঞ্চদশী।

শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস ৪ খণ্ড।

শিমূয়েল পীরবক্স্ (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিধবা বিরহ নাটক।

শিশিরকণা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আঁধারে আলো।

শিশিরকুমার ঘোষ (×।৮।১৮৪০/×।৩। ১২৪৭—১০।১।১৯১১/৬।৯।১৩১৭) ছদ্মনাম : MLG, MLL, মন্মথলাল ঘোষ। জন্ম : পলুয়া মাগুরা (অধুনা অমৃতবাজার), যশোর। পিতা : হরিনারায়ণ ঘোষ, মাতা : অমৃতময়ী, ১মা পত্নী : ভুবনমোহিনী, ২য়া পত্নী : কুমুদিনী। কলিকাতা কলুটোলা ব্রাহ্ম

স্কুল (অধুনা হেয়ার স্কুল) থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৫৭). হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) বি. এ. পর্যন্ত পড়ার পর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সংবাদদাতা। কলিকাতায় মুদ্রণের কাজ শিখে স্বগ্রামে কাঠের মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। অমৃতপ্রবাহিনী পত্রিকা প্রকাশ (১৯৬২-৬৩)। পিতার মৃত্যুতে প্রেস বন্ধ করে শিক্ষকতায় ব্রতী। পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ডেপুটি ইন্‌স্‌পেকটর অফ্‌ স্কুল্‌স্‌। ছদ্মনামে হিন্দু পেট্রিয়ট্‌ পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক। অমৃতবাজার পত্রিকা নামে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রকাশক (২০।২। ১৮৬৮)। পর বৎসর ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দ্বিভাষিক অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ। ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্‌ট্‌ চালু হওয়ায় (২৩।৩।১৮৭৮) পত্রিকাটির সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ। প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মমতাবলম্বী, পরে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগী (১৮৯৬)। বোম্বাই শহরে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কী প্রতিষ্ঠিত থিওসফিক্যাল্‌ সোসাইটির সমর্থক। পরিশেষে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সংবাদদাতারূপে (১৮৫৯-৬০) নির্ভীকভাবে নীলকরবিরোধী সংবাদ পরিবেশক। শেষজীবনে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম আলোচনায় নিরত। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি ধর্মের অনুরাগী। বিধবা বিবাহের সমর্থক—ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। কীর্তনগানে ও মৃদঙ্গ বাদনে দক্ষ। বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : সর্পাঘাতের চিকিৎসা (১৮৬৮), সঙ্গীত শাস্ত্র (১৮৬৯), নয়শো রূপেয়া (প্রহসন—১৮৭৩), বাজারের লড়াই (ঐ ১৮৭৪), শ্রীনরোত্তম চরিত (১৮৯১), অমিয় নিমাই চরিত ৬ খণ্ড (১৮৯২—১৯১১), কালাচাঁদ গীতা (কাব্য—১৮৯৬), শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীগোপাল ভট্ট (১৮৯৬), নিমাই সন্ন্যাস (নাটক ১৯০৯), Lord Gauranga ২ খণ্ড, Picture of Indian Life (মাদ্রাজ-১২১৭), Indian Sketches (১৮৯৮)। সম্পাদিত পত্রিকা : পাক্ষিক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (১৮৯০), অমৃতবাজার পত্রিকা (১৯।২।১৮৬৮—১০।১।১৯১০,—প্রথমে বাঙ্গালা, পরে দ্বিভাষিক, ২১।৩।১৮৭৮ থেকে ইংরাজী সাপ্তাহিক), Hindu Spiritual Magazine (পরলোক তত্ত্ববিষয়ক মাসিক পত্রিকা)।

(ডঃ) শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায় (?—৬।১।১৯৭৩)। কলিকাতায় মিত্র ইন্‌স্টিটিউসন, সেন্ট্‌ পল্‌স্‌ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী উপন্যাসের টেকনিক সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমন (১৮৫৫)। দুই বৎসর পরে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী নিয়ে প্রত্যাগমন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগের প্রধান। প্রবন্ধকার ও সমালোচক। রবীন্দ্রনাথের পত্রপুট কাব্যের ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের ২১টি কবিতার ইংরাজী ভাষায় অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস পাঠের ভূমিকা, উপন্যাসের স্বরূপ, Bangla Desh : the Birth of a Nation, Aldus Huxley—a Study, The Novel is the Modern Epic, Problems in Modern English Fiction প্রভৃতি।

(ডঃ) শিশিরকুমার দাশ (১৯৩৬—) ছদ্মনাম : পরীক্ষিৎ সেন। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : সি-১৯/২৯—৩১ প্রবীণ রোড, দিল্লী—১১০০০৭। পিতা : মুকুন্দচন্দ্র দাশ,

মাতা : সরলা। কলিকাতা সাউথ সুবারবন মেন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪১), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৫৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. (১৯৫৭), কলিকাতা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি (১৯৬৩), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্মী (১৯৫৮-৬০), লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৬০—৬৩)। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৬৩—) কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। পশ্চিম জার্মানী সরকার প্রদত্ত নেহেরু পুরস্কার (১৯৬১) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬) প্রাপ্ত। দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, আজকাল, প্রসাদ, বিভাব, উত্তরসূরী, কবি ও কবিতা, বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: জন্মলগ্ন (১৯৫৬), সোনার পাখী (ছোটদের ছড়া-১৯৫৯)। উপন্যাস : নীল সমুদ্র (১৯৬০), সীমান্ত (১৯৬১)। গল্প: তারায় তারায় (১৯৬০), সক্রেটিসের জবানবন্দী (১৯৭৬)। প্রবন্ধ: বাংলা ছোট গল্প (১৯৬৩)। অনুবাদ : কয়েকটি গ্রীক নাটকের অনুবাদ, এ্যারিষ্টটলের কাব্যতত্ত্ব। ইংরাজী : Early Bengali Prose (১৯৬৬), The Shadow of the Cross (১৯৭৪), The Artist in China (১৯৮৪)।

শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (×৭।১৮৯৩/×।৩।১৩০৩—১৯৩৩/২৮।৬।১৩৪০)। জন্ম: পাইকপাড়ায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: মালিপোতা, নদীয়া, পরে গুপ্তিপাড়া, হুগলী। পিতা: রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: পঙ্কজিনী। গুপ্তিপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯১৩), কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯১৮)। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে আপার ডিভিসন ক্লার্ক,—শিক্ষক (১৯২০-২২),—হাজারিবাগে কন্ট্রাক্টর। কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য। গুপ্তিপাড়া গ্রামোন্নতি বিধায়িনী সমিতি (১৯১৫), সাধারণ পাঠাগার (অধুনা শিশির বাণীমন্দির পাঠাগার—১৯১৭), বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় (অধুনা হিন্দু গার্লস্ প্রাইমারী—১৯১৯) ও শিল্পভাণ্ডার নামে স্বদেশী ষ্টোর্স-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত উপন্যাস: পরাজিত (১৯২৯), নীহারের মা।

শিশিরকুমার বসু (২৯।৯।১৮৯৬—)। বি. এ.। জন্ম: কলিকাতায়। নিবাস: ১৯৮/১, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দাম্পত্য কলহে চৈব (গল্প-১৯৪৫), অতনুর ডাক (১৯৪৭)। সম্পাদিত পত্রিকা: সাপ্তাহিক শিশির (১৯২১-২৫), সাপ্তাহিক ভগ্নদূত (১৯২৮), দৈনিক ভগ্নদূত (১৯৩০-৩১)। সম্পাদিত গ্রন্থ :গান্ধীহত্যা কাহিনী (১৯৪৯)।

শিশিরকুমার মজুমদার (১।১০।১৯২৩—) জন্ম: কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস : খান্দারপাড়া, ফরিদপুর, বাংলাদেশে। বর্তমান নিবাস : ১৫৬, শরৎবসু রোড, কলিকাতা—২৯। পিতা : বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, মাতা : জ্যোতির্ময়ী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৪০), অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। শিশু সাহিত্যিক। শিশু সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত। সংহতি, মৌচাক, সন্দেশ, রামধনু, কিশোর ভারতী, পক্ষিরাজ, কিশোর মন, সাপ্তাহিক বসুমতী, মহানগর, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। শিশু সাহিত্য সংসদ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ

শিশু সাহিত্যিক হিসাবে সম্মানিত (১৯৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : আকাশে আগুন পাতালে আগুন (রাজনৈতিক), তুফান দরিয়ার পরশমণি, সিন্ধু তলের সন্ধানী, পাতালপুরী অভিযান, কুঠি বাড়ীর রহস্য, দালং মিশনের ঘণ্টা বনে বনান্তে। গল্প : শব্দ সিঁড়ি রহস্য।

শিশির কুমার মিত্র। সম্পাদক : আমার দেশ (১৩২৭—৩৩), সাপ্তাহিক সচিত্র শিশির (১৩২৯—৩৪), বঙ্গসাহিত্য (১৩৩৪)।

শিশির চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১।৬।১৮৭৩ —?) বি. এ. (ক. বি.) ছদ্মনাম : কামদেবী। জন্ম : খড়দহ, ২৪ পরগণা। নিবাস : ভুবন ভবন, খড়দহ, ২৪ পরগণা। শিক্ষক। তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : তন্ত্রচিন্তা (১৯২৯), রবিভজন (১৯৪১), এলিজি (Gray-এর কবিতার অনুবাদ— ১৯১৫), The Two Towers of the Ancient (১৯৫৭), English Poetry for the Young (সম্পাদিত—১৯২২)।

(ডঃ) শিশির মিত্র (২৪।১০।১৮৯০—) আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : কোন্নগর, হুগলী। পিতা : বিহারের ভাগলপুর নিবাসী জয় কৃষ্ণ মিত্র। এফ্. এ. উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত পিতার সঙ্গে ভাগলপুর নিবাসী। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এস্. সি.। বাঁকুড়া, পাটনা ও ভাগলপুরে অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে (১৯১৬) লেকচারার পদপ্রাপ্ত, পরে বিভাগীয় প্রধান সি. ভি. রমনের সঙ্গে গবেষণায় রত ও ডি, এস্. সি. উপাধি প্রাপ্ত (১৯১৯)। প্যারিস গমন (১৯২১), প্যারিস থেকে ডকটরেট উপাধি প্রাপ্ত। প্যারিসে সর্বণ (Sarboune) বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। প্যারিসে নব নব গবেষণায় খ্যাতিপ্রাপ্ত। স্যর্ আশুতোষের আহ্বানে স্বদেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ (১৯২৩), পরে স্যর্ রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক (১৯৩৫)। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯৫১—৫৩), ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বরোদা অধিবেশনের মূল সভাপতি (১৯৫৫)। The Upper Atmosphere নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। ভারতী, নারায়ণ, প্রবাসী, বিচিত্রা, সুপ্রভাত প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক গল্প লেখক।

শিশির সেন (৮।১১।১৯১৭—) জন্ম : পাবনা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিংশ শতাব্দী (উপন্যাস—১৯৪২), নতুন লেখা (গল্প— ১৯৫৩), তখন ও এখন (গল্প—১৯৫০), আনন্দ নিকেতন (১৯৫২)।

শিশুরাম অধিকারী (১৮শ/১৯শ শতাব্দী) কৃষ্ণ যাত্রা বা কালিয় দমন যাত্রার অধিকারী। অধঃপতিত কৃষ্ণযাত্রাকে নবরূপদাতা।

শিশুরাম দাস (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : নবদ্বীপের নিকটবর্তী ফুলগড়। জাতিতে তন্তুবায়। রচনা : প্রভাসখণ্ড (প্রকাশ ১৮৫৯)।

শিশুরাম রায় (১৭শ শতাব্দী)। নামান্তর : রামরায়, রামরাজ। রচনা : মৃগলুব্ধ কাব্য।

শিহাব সরকার (২০।৩।১৯৫২—) জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৭৩)। সাংবাদিক, বর্তমানে দি নিউ নেশন পত্রিকায় কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : লাল যৌবন দিন (১৯৮২), তোমার ক্ষত্রিয় (১৯৮৩)।

শীতল ঘোষ। জন্ম : সিরাজগঞ্জ, পাবনা।

পিতা : ঠাকুর দাস ঘোষ, মাতা : ননীবালা। নিবাস : বেথুয়াডহরী, নদীয়া। শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত। ফটোগ্রাফার। সাহিত্য-তীর্থ নামক সংস্থার সম্পাদক। নয়নতারা (২৪ পরগণা), চূর্ণী (নদীয়া), কৌণিক, প্রবাহ (বেথুয়াডহরী), সওগাত (ঐ), সূর্যমেলা (কল্যাণী), বাণী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প লেখক। সম্পাদক : মাসিক বাণী (১৯৮০), কৌণিক (১৯৮২—)।

শীতল ঘোষ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম : অঞ্জন ঘোষ। জন্ম : হাওড়া জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : সীমান্তের এপার ওপার।

(ডঃ) শীতল ঘোষ (১।১।১৯২৮—) জন্ম ও নিবাস : সাহড়া, পোঃ মুগকল্যাণ, থানা : বাগনান, হাওড়া। পিতা : মানিক লাল ঘোষ, মাতা : সুধীরা বালা। বাগনান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৬), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৫), বাঙ্গলায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্য এম্. এ. (১৯৫৯), পি. এইচ্. ডি. (১৯৭৬)। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৬০—)। প্রভাত, কলরব, শিউলি ইত্যাদি পত্রিকায় প্রবন্ধ, ছোটগল্প ও কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : এরিস্টটলের পোয়েটিক্স, ট্র্যাজেডিতত্ত্ব ও নাটক, রোমান্টিকতত্ত্ব ও কাব্য, বাংলা নাটকে ট্রাজেডি তত্ত্বের প্রয়োগ, ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস, Sanskrit and Western Dramaturgy প্রভৃতি।

শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী (?—৬।৭।১৩৪১ বঙ্গাব্দ) এম্. এ.। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতবর্ষ পরিক্রমা।

শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী (?—১৯৩৪), এম্. এ. (ডবল্), বিদ্যানিধি। জন্ম : চাঁদের চর, কুমিল্লা, অধুনা বাংলাদেশ। উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষক (১৮৯৯—১৯২৫), প্রকাশিত গ্রন্থ : ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস (১৩৩৩—৩৪), আদি আর্যভূমি (১৩৩৪), হিন্দুর ভূগোল বিদ্যা, আর্য ও অনার্য জাতির ইতিহাসের রহস্য, ঐতিহাসিক কৌতুক রহস্য, ধর্ম, ষোড়শী, The Mystries of the Bible, Secrets of Antiquity।

শীতল চন্দ্র বেদান্তভূষণ। জন্ম : মাদারিপুর। সম্পাদক : মাসিক ধর্মজীবন (মাদারিপুর —১৩০৬)।

শীতল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : সাম্যবাদ।

শীতল দাস (২৩।৭।১৯৩৭—) জন্ম : ষণ্ডেশ্বর তলা, চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা : চারুচন্দ্র দাস, মাতা : ঊষাঙ্গিনী, পত্নী : দেবী। চুঁচুড়া শিবচন্দ্র সোম ট্রেণিং একাডেমি থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৩) ও হুগলী মহসীন কলেজ থেকে আই. এ. (কমার্স) পাশ (১৯৫৫)। হুগলী চুঁচুড়ার পৌরসভার করণিক, পরে সহ-হিসাব রক্ষক ও শিক্ষা বিভাগের ভার-প্রাপ্ত কর্মী। সাংবাদিক ও ক্রীড়াবিদ। ক্রীড়া বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক। হুগলীর মুখপত্র, উষালোক, সমাধান, চুঁচুঁড়ার বার্তাবহ, জ্যোতিষ্ক, ব্যাণ্ডেলের চরাচর, সাহাগঞ্জের স্বপ্ন সবুজ, শেওড়াফুলির কেয়া, বৈদ্যবাটীর সন্দীপন, চন্দননগরের গোধুলি মন, বর্তমান ভারত প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। সহ সম্পাদক : পরিবর্তক।

শীতলা প্রসাদ ঘোষ (১৮৭৫—১৯৬৪)। জন্ম : করঞ্জলি, দঃ ২৪ পরগণা, পিতা : রাজকৃষ্ণ ঘোষ। শিক্ষক, এনট্রান্স পাশ

করিয়া কলিকাতা সি. টি. কলেজ থেকে এফ. এ. এবং বি. এ, অধ্যয়ন। আজীবন শিক্ষাব্রতী, বিভিন্ন হাইস্কুলে সহ শিক্ষক, পরে স্বগ্রামে এম. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এই সময় তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে এবং স্থানীয় জমিদার বংশের ও জনসাধারণের প্রচেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে করগুলি উ. ই. বিদ্যালয় স্থাপন (১৯৪৮), বর্তমানে উহা বি. কে. মাল্টি পারপাস ১২ক্লাস স্কুল। বিধায়িনী সভা প্রভৃতি জনহিতকর সংস্থার সহিত যুক্ত, কিছুকাল স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা ছাড়া মুদ্রিত পত্রিকা : শীতলা পত্রিকা।

শীতলাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবন মুক্তি দর্শন ও পরমতত্ত্ব বিচার ও সিদ্ধান্ত।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) জন্ম : ঢাকা, মৃত্যু : লাহোর। কবি। প্রকাশিত কাব্য : বনকুসুম (১৮৭৭)।

শীতালং শাহ্। জন্ম : ভঙ্গার, করিমগঞ্জ মহকুমা, শ্রীহট্ট। প্রৌঢ় বয়সে সংসারত্যাগী। তাঁর রচিত আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ বহু সঙ্গীত শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত। তিন শতাধিক সঙ্গীতের পাণ্ডু লিপি শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

শীতাংশু মিত্র। সম্পাদিত গ্রন্থ : ফরাসীর গল্প।

(ডঃ) শীতাংশু মৈত্র (?—২৫।৫।১৯৮৬) এম্, এ., পি. এইচ্. ডি.। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : যুগন্ধর মধুসূদন, মাদার রোভারী (গুস্তাব ফ্লাবেয়ারের অনুবাদ)।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (২।১১।১৯৩৫—) জন্ম : মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস: বিক্রমপুর, ঢাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলিকাতায় আগমন। রেলওয়ের চাকুরে পিতার সঙ্গে প্রথম জীবন নানা স্থানে অতিবাহিত। মিসনারী স্কুলের ছাত্র। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ., কলিকাতার কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ। প্রথমে স্কুলের শিক্ষক,—পরে সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। দু'বার আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৭৩, ১৯৮৭), শিশু সাহিত্যের জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত, প্রথম উপন্যাস 'ঘুণ পোকা' দেশ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস : মনোজদের অদ্ভুত বাড়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঘুণ পোকা, পারাপার, দিন যায়, যাও পাখী, শ্যাওলা, লাল নীল সবুজ, ক্ষয়, ফজল আলি আসছে, আশ্চর্য ভ্রমণ, গন্ধটা খুব আশ্চর্যজনক (শিশু), গোঁসাই বাগানের ভূত (ঐ), কৌটোর ভূত (ঐ) নির্বাচিত পঁচিশ (গল্প সংকলন) প্রভৃতি।

শ্রীকণ্ঠ মল্লিক (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : জগচ্ছবি (১৮৬২)।

শ্রী কবি বল্লভ (১৮শ শতাব্দী) প্রকৃত নাম : রসিক মিশ্র। রচনা : মনসামঙ্গল।

শ্রীকর নন্দী (১৬শ শতাব্দী) নামান্তর : শ্রীকরণ নন্দী। কবি। নিবাস : চট্টগ্রাম। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র ছুটী খানের অনুরোধে মহাভারত রচয়িতা। রচনা : মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব (জৈমিনী ভারত অনুসারে)।

শ্রীকর নন্দী (৭।২।১৩৫৭/২২।৫।১৯৫০—) জন্ম : বড় গগন গোহালিয়া, ২৪ পরগণা। পৈতৃক নিবাস : সাতগাছিয়া, ২৪ পরগণা। পিতা : অবনী ভূষণ মালিক, মাতা : উষারাণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.

এ.। সওদাগরী অফিসে চাকুরিরত। ছাত্রাবস্থাতেই কয়েক বৎসর মুকুর নামে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সহ-সম্পাদক, দৈনিক, বসুমতী, পয়গাম, ধনধান্যে, শিশুমেলা ও বহু লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে গল্প, কবিতা, ছড়া, ফিচার, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : টাটকা ছড়ার গল্প।

শ্রীকান্ত পাল (১৯।৮।১৩৪৮/১৩।২।১৯৪১—) ছদ্মনাম : শ্রী শঙ্করনাথ, দিলদার কাজী। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস : নজরপুর, পোঃ কাঁটাপুকুর, থানা—বাগনান, হাওড়া। বর্তমান নিবাস : ১নং ব্লক অফিস এলাকা (পশ্চিম) বাগনান, হাওড়া। পিতা : বনমালী পাল, মাতা : শঙ্করী পাল। প্রথমে কাঁটাপুকুর আশুতোষ মেমোরিয়াল ইন্‌স্‌টিটিউসনে পড়ার পর খালনা (আমতা) রায় রাধাগোবিন্দ ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৮) ও বাগনান কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৬১) পাশ। বি. এ. পাঠরত অবস্থায় সংসারের চাপে সরকারী চাকরিতে যোগ দেওয়ায় শিক্ষা অসমাপ্ত। রাজ্য সরকারের রেভিনিউ বিভাগে (১৯৬২—৬৫), পালস্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ (১৯৬৫—৬৬), কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার (১৯৬৭—) কর্মী। মোহিত-লাল মজুমদার স্মৃতিরক্ষা কমিটির কোষাধ্যক্ষ, গ্রামীণ সাহিত্য সম্মেলনের সদস্য। তেরো বৎসর বয়স থেকে সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। নীহারিকা, ইন্দ্রাণী, কফন, গোধূলিমন, আলেয়া, লোকশক্তি, কাবেরী সাহিত্য, অঞ্জলি, রেনুকা, সাহিত্যিকা, মুক্তি, অন্বেষণ, তির্যক, অনির্বাণ, বাগনান বার্তা, সুকান্ত, মাধ্যম, আলোর মেলা, আশাবরী, সেতু, সন্দীপন, অন্ত্যোদয়, কংসাবতী, মুক্তি চাই ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা, গান, রম্যরচনা ও গল্প লেখক। প্রকাশিত কাব্য : নতুন করে : সুরুতে (১৯৭৪), জন্মভিটার উপর দিয়ে ফিরছি (১৯৮১)।

শ্রীকুমার চক্রবর্তী। কবি। প্রকাশিত কাব্য : বসন্তের জ্যোৎস্নায় আমার উদ্যানে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩।৩।১৮৯২—২৮।২।১৯৭০/১৬।১১।১৩৭৭) জন্ম : বীরভূম জেলার হাতিয়ায়, মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস : কুশমার গ্রাম, বীরভূম। পিতা : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবেশিকা (১৯০৬), হেতমপুর কলেজ থেকে এফ্. এ., স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ ঈশান স্কলারশিপ্ লাভ করে বি. এ. (১৯১০), ইংরাজীতে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯১২), বি. এল্. 'Romantic Theory—Wordsworth and Colridge' সম্পর্কে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি. (১৯২৭)। রিপন কলেজ (১৯১২), প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৯১৩-১৫) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর লেক্‌চারার, রাজশাহী কলেজের সহাধ্যক্ষ (১৯৩৫-৪০), পুণায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান ও রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক (১৯৪৬-৫৫) ও ডীন্ অফ্ ফ্যাকাল্‌টি অফ্ আর্টস্। নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসী রাজনীতিতে যুক্ত ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৪৪), বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৪৮), বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (১৯৪৮), বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা ২ খণ্ড, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা (১৯৫২), Critical Theory and Practice in the

Wordsworth's Lyrical Ballad (১৯৩১)। সম্পাদিত গ্রন্থ : উনিশ শতকের গীতি কবিতা সংকলন, সমালোচনা সংগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর (১৮শ শতাব্দী)। জন্ম : মেদিনীপুর ও হাওড়ার সীমান্তবর্তী হাড়োয়া-চক। পিতা : কানমণি (?)। জাতিতে অব্রাহ্মণ। শান্তিরাম আগমবাগীশ নামে এক মঙ্গলগান রচয়িতার সংস্পর্শে আসার ফলে মনসামঙ্গল পালা রচনা। সমাজপতি ব্রাহ্মণ-দের সঙ্গে বিরোধের ফলে গ্রামত্যাগী,—বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র প্রদত্ত ভূমি প্রাপ্ত, ক্ষেপুতের নিকটবর্তী কিষ্টবাটী গ্রামবাসী। পাঁচালী ও অন্যান্য গান রচয়িতা। অনেকের মতে কৃষ্ণকিঙ্করের নামানুসারে গ্রামের নাম কৃষ্টবাটী বা কিষ্টবাটী। চেতুয়াখণ্ডের বৃহৎ অংশে কৃষ্ণকিঙ্করের রচিত শীতলামঙ্গল গীত হয়। রচনা : মনসামঙ্গল, লঙ্কাপূজা, বরুণ-পূজা, ইন্দ্রপূজা, রাবণ পূজা, শীতলামঙ্গলের চারটি পালা, পঞ্চানন মঙ্গল, দেবী লক্ষ্মীর গীত, সত্যনারায়ণের সাত ভাই দুঃখীর পালা, শীতলার জন্মপালা, শীতলার জাগরণ পালা প্রভৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী। কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড পৃঃ ২৪১-৪২)।

শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস (১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগ)। নিবাস : রোজয়া গ্রাম, বাহার-বন্দ পরগণা। জাতিতে মোদক। সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের অনুগৃহীত। রচনা : দুর্গামঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণ দাস (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : বোয়ালিয়া, রাজশাহী। সম্পাদক : জ্ঞানাঙ্কুর (আশ্বিন, ১২৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সভ্যতার ইতিহাস (২য় সংস্করণ ১৮৭৬)।

শ্রীকৃষ্ণ দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : রসপুর কাহিনী, মনঃশিক্ষা, বৃন্দাবনলীলা, শোচক, রূপাষ্টক।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। এনট্রান্স পাশ। জামালপুরে অডিট্ অফিসের কর্মচারী। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন। চাকুরী ত্যাগ করে সন্ন্যাসী। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনগুপ্ত দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৬)।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : ভীষ্মপর্ব।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র। জন্ম : খুলনা। সম্পাদিত পত্রিকা : রূপান্তর। প্রকাশিত গ্রন্থ : বারণ (কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক নাট্যা-কারে রূপায়িত)।

শ্রীগোপাল দাস (১৮শ শতাব্দী) রচনা : পাষণ্ড দলন।

শ্রীগোপাল ভট্ট দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : প্রেমরসকথা।

শ্রীচাঁদ দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : কালকেতুর চৌতিশা।

শ্রীচৈতন্য দাস (১৭শ শতাব্দী)। বীর হাম্বীরের নামান্তর। বীর হাম্বীর দ্রষ্টব্য, (২য় খণ্ড)।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (২৬।১।১৮৯৩—)। ছদ্মনাম : গণপতি শর্মা। প্রকৃত নাম : শ্রীজীব ভট্টাচার্য, এম্. এ. কাব্য ব্যাকরণ ন্যায়তীর্থ। জন্ম ও নিবাস : ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা। পিতা : পঞ্চানন তর্কতীর্থ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদক ও অনুবাদক। সানুবাদ সম্পাদিত গ্রন্থ : সপ্তশতী (১৯২৭), শ্রীমদ্ ভাগবত (১৯৫৪) ইত্যাদি। প্রকাশিত গ্রন্থ : গোপীনাথ কবিরাজ স্মারক বক্তৃতামালা (১৯৭৭)। সংস্কৃত নাটক : ক্ষুৎক্ষেমনীয়ম্। পুরুষ রমনীয়ম্ (১৯৪৮)। ইংরাজী :

Source of Knowledge (১৯৫৬), Antiquity of Naya Sastra (১৯৫৬)।

শ্রীধর (১৬শ শতাব্দী)। বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচয়িতা। খণ্ডিত পুঁথি মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক আবিষ্কৃত। কাব্যে গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের পৌত্র ও নসরৎ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি।

শ্রীধর অধিকারী। জন্ম: মেদিনীপুর। সম্পাদক: তমালিকা (সাপ্তাহিক,—১৩০৩—৮)।

শ্রীধর কথক, ভট্টাচার্য (১২২৩/১৮১৬—?) জন্ম: বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। পিতা: রতনকৃষ্ণ শিরোমণি, পিতামহ: লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ। ১৪ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ কাব্য ও ভাগবতে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। বাল্যকালেই সঙ্গীত ও কবিত্ব প্রতিভা বিকশিত। হুগলী জেলার গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ভাগবতে শিক্ষা প্রাপ্ত এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত, নিধুবাবুর সমসাময়িক। যৌবনে পাঁচালী ও কবিগান গায়ক, পাঁচালী গানের জন্য জ্যেষ্ঠতাত জীবন-কৃষ্ণ শিরোমণির দ্বারা ভৎর্সিত হওয়ায় মুর্শিদাবাদে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত, বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্যের নিকট কথকতা শিক্ষা ও আত্মসাধনায় উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত। সুকথক হিসাবে খ্যাত। ভাবময় ও রসময় টপ্পা এবং কৃষ্ণ বিষয়ক ও শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা। বাঙ্গালা, হিন্দী, আরবী ও ফার্সী ভাষায় বহু টপ্পা গান রচয়িতা। সংগৃহীত ১৬৯ টি গানের মধ্যে প্রেম বিষয়ক গানের সংখ্যা অধিক। শ্যামা বিষয়ক, গৌরী বিষয়ক, কৃষ্ণ বিষয়ক এবং বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত ও বহু পদাবলী রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান' এ অনেকগুলি গান সংকলিত হয়েছে।

শ্রীধর সমাদ্দার বি. এ.। জন্ম: বাগধা, বাখরগঞ্জ। পিতা: শশিকান্ত সমাদ্দার, হোমিওপ্যাথিতে পারদর্শী। প্রথম জীবনে মিলিটারি একাউন্ট্‌স এর উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আইন অমান্য আন্দোলনে সরকারী কর্মত্যাগী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বরাজলাভ, অদৃষ্ট (উপন্যাস—১৩২১)।

শ্রীনাথ (১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের আদেশে মহাভারত রচয়িতা। রচনা: বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণপর্ব।

শ্রীনাথ (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: উষাহরণ গাথা।

শ্রীনাথ কুণ্ডু (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গড়নিকাশ ও হাল বন্দোবস্ত (প্রহসন—১৮৭৭), তারকাবধ কাব্য (১৮৭৩), বিজয় কুমারী নাটক (১৮৭৩)।

শ্রীনাথ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দীর ২য় অর্ধ)। কৃষ্ণ যাত্রার পালা রচয়িতা।

শ্রীনাথ চন্দ্র (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত কাব্য: সদ্ভাবকুসুম (১৮৭২), কাব্য কৌমুদী (১৮৭৭)।

শ্রীনাথ চন্দ্র পণ্ডিত। জন্ম: মৈমনসিংহ। মৈমনসিংহ জেলা স্কুলের পণ্ডিত। সম্পাদক: মাসিক বাঙ্গালী (মৈমনসিংহ ১৮৭৪), সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী (১৮৭৮), মাসিক সেবক (১৩০১)।

শ্রীনাথ চন্দ্র শিরোমণি (১৮৫৫—১৯০৮) জন্ম: মেদিনীপুর, মৃত্যু: ধান্দা, মেদিনীপুর। পিতা: রামশঙ্কর বিদ্যারত্ন। প্রকাশিত গ্রন্থ: হিন্দু ক্রিয়াকল্পদ্রুম, চতুর্বেদীয় সন্ধ্যাতত্ত্ব, শীতলার্চন চন্দ্রিকা ও শীতলা মাতার ইতিহাস (১৩০৮)।

শ্রীনাথ চরণ সামন্ত (১৯শ শতাব্দী), জন্ম : মেদিনীপুর। হুগলী নর্মাল স্কুলের ছাত্র। বাসুদেবপুর, ঘাটাল, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্কুলের শিক্ষক। সম্পাদক : ঘাটাল পত্রিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : পদ্য পরিচয় (পৌষ ১২৭৯)।

শ্রীনাথ চৌধুরী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত নাটক : আমি তো উন্মাদিনী (১৮৭৪)।

শ্রীনাথ দত্ত (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : মাসিক ব্যবসায়ী (১২৮৩)।

শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক : মাসিক সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী (১৮৫১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মাসিক চিকিৎসা প্রণালী (১৮৭৩), A brief Sketch of Life of Pandit Prananatha Saraswati (১৮৯৫)।

শ্রীনাথ বালিয়া। রচনা : কঙ্ক ও লীলা (গীতিকা) শান্তি (গীতিকাব্য)।

শ্রীনাথ মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম (১৩১১)।

শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : মধুমতী (নাটক—১৮৭৩)।

শ্রীনাথরায় (১৯শ শতাব্দী) যুগ্ম সম্পাদক : সাপ্তাহিক সংবাদ ভাস্কর (মার্চ ১৮৩৯)।

শ্রীনাথ সিংহ রায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক হিন্দু রঞ্জিকা (বোয়ালিয়া ধর্ম সভার মুখপত্র, ডিসেম্বর, ১৮৬৫), পরে সাপ্তাহিক হিন্দু রঞ্জিকা (১৮৬৮)।

শ্রীনিবাস আচার্য (১৭শ শতাব্দী) নামান্তর : চৈতন্য দাস। নিবাস : চাখন্দী গ্রাম, নদীয়া। বাল্যকালে মাতুলালয় শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী যাজিগ্রাম নিবাসী। পিতা : গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, মাতা : লক্ষ্মী। নরহরি সরকার ঠাকুরের স্নেহপ্রাপ্ত। পিতৃ বিয়োগের পর বৃন্দাবনবাসী। গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষিত। শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব শাস্ত্রে বুৎপত্তিপ্রাপ্ত। নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে বৃন্দাবনে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। গৌড়দেশে গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থ প্রচারে ভারপ্রাপ্ত। বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণবীয় গ্রন্থাদি গৌড়দেশে আনয়নকালে নরোত্তমের সঙ্গে গ্রন্থ রক্ষায় ভারপ্রাপ্ত। গ্রন্থাপহারক বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বীর হাম্বীর ও তৎপুত্র ধাড়ি হাম্বীরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাদাতা। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনায় দক্ষ। ২টি প্রার্থনা, ১টি শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা ও ১টি আক্ষেপানুরাগের পদ মাত্র পাওয়া যায়।

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক : অতিথি (১৩০৯)।

শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য (১।৮।১৯২১—) এম্. এ. কাব্যতীর্থ, সাহিত্যভারতী। জন্ম : শ্রীপুর, খুলনা, বাংলাদেশ, নিবাস : বাণীবীথি, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ডেভিড্ হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুক্তির পূজারী (ইতিহাস—১৯৪৯), শিক্ষা প্রসঙ্গ (শিক্ষা বিষয়ক—১৯৫৬), শিক্ষা ও সংস্কৃতি (১৯৫০), শিশুর জীবন ও শিক্ষা (১৯৫৭), শকুন্তলা, Society and Education.

শ্রীনিবাস মল্ল। নেপালের ললিতাপুরের সিদ্ধিনরসিংহ মল্লের পুত্র। বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা। ১টি পদ মাত্র পাওয়া গেছে।

শ্রীপতিচরণ কবিরত্ন, সাহিত্যাচার্য (১৮৬৭—১৯১৫)। জন্ম, নিবাস ও মৃত্যু : গুপ্তিপাড়া, হুগলী। পিতা : গদাধর বিদ্যারত্ন, মাতা : কৈলাস কামিনী দেবী। সংস্কৃত কলেজ থেকে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। মহামহোপাধ্যায়

মধুসূদন স্মৃতিরত্নের কাছে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা, অবিভক্ত বঙ্গের মন্ত্রী তুলসী চরণ গোস্বামীর গৃহশিক্ষক,—ভবানীপুর সাউথ্ সুবারবন স্কুলের প্রধান পণ্ডিত। The Dawn, Students, Magazine, ধর্ম প্রচারক, আর্যধর্ম, ভারত সুহৃৎ, শান্তিকণা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। তৎ প্রণীত গুপ্তিপাড়া মঠের ইতিহাস গ্রন্থের কিয়দংশ সম্মিলনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৯১৫)। বিদ্যালয়ের ছাত্র-পাঠ, গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাপুরুষ চরিতম্ (সংস্কৃত কাব্য), পার্থ বিজয়ম্ (সংস্কৃত নাটক)। সম্পাদিত গ্রন্থ: মথুরেশ বিদ্যালংকারের (১৭শ শতাব্দী) শ্রীশ্রী শ্যামাকল্প লতিকা।

শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রী নীলকণ্ঠ চরিতামৃত (কৃষ্ণ যাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের জীবন—১৩৭৭)।

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাল্যবিবাহ নাটক (১৮৫৯)।

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় (১২৭৮—১৩০৮) জন্ম: রসুই, বর্ধমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: সতী মাহাত্ম্য বা সাবিত্রী (কাব্য)।

শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) সম্পাদক: মাসিক জ্ঞানদর্শন (মে, ১৮৫১)।

শ্রীপতি মোহন ঘোষ। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মায়ার খেলা (১৯১৪), স্বর্ণমরু (১৯১৭), মদন মোহন (১৯১৯), দেল মোহন (১৯১৯), বাজপাখী, অভিসার, স্বয়ম্বরা, বিজয়িনী (১৯২৪), সহচরী (১৩২৫), ভালবাসা, শুভদৃষ্টি, বন্দিনী, (১৯১৯), মণিহার, সাধের বিয়ে।

শ্রী পথিক চন্দ্র কবিরত্ন (১৯শ শতাব্দী) ছদ্মনাম: বিষ্ণুশর্মা জুনিয়ার। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভজহরি (ব্যঙ্গাত্মক সমাজচিত্র—১২৯৩)।

শ্রীপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামায়ণী আর্ট (নাটক)।

শ্রীপাঁচু গোপাল হাজরা। জন্ম: আড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: অকিঞ্চন, ছন্দে গাঁথা কিছু কথা। গল্প: জীবনের পথে পথে। উপন্যাস: ভবিতব্য। সম্পাদিত পত্রিকা: স্মৃতিটুকু থাক।

শ্রীবল্লভ (১৮শ শতাব্দী)। পিতা: শীতলা মঙ্গল কাব্য রচয়িতা শ্রীগোপাল। শ্রীগোপাল মান্দারণ (হুগলী জেলার মান্নাদ) থেকে বৈদ্যপুরে (বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত) বসতি স্থাপন করেন। রচনা: শীতলা মঙ্গল। কাব্যে ৬৪ প্রকার বসন্ত রোগের চিকিৎসক ছিলেন বলে অনুমিত হয়। কাব্যটি গ্রাম্যতা দোষ-মুক্ত কিন্তু কবিত্ববর্জিত নয়।

শ্রীবল্লভ (১৭শ শতাব্দী)। পিতা: জাহ্নবা দেবীর পোষ্য পুত্র রামচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীনন্দন। রচনা: শ্রীবল্লভ লীলা।

শ্রীভাস দাস (১৯শ শতাব্দী) যাত্রাপালা লেখক। প্রকাশিত যাত্রাপালা: সুবল সংবাদ।

শ্রীমতী (১৯শ শতাব্দী)। শ্যাম কিশোরের (মৃত্যু ১২৬০) সাধন সঙ্গিনী। কয়েকটি আধ্যাত্মিক পদের রচয়িত্রী। রঘুনাথ ভট্টাচার্যের রঘুলীলামৃত গ্রন্থে শ্রীমতীর কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে।

শ্রীমতী নিতম্বিনী (১৯শ শতাব্দী)। মহিলা নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: অনূঢ়া যুবতী নাটক (ঢাকা—১৮৭২)।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা (১৯শ শতাব্দী) মহিলা নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: শূরবালা সুরবালা (হরিনাভি—১৮৭৮)।

(ডঃ) শ্রীমন্ত কুমার জানা (১০।৭।১৯৪১ —) জন্ম, পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস: বহালিয়া, পোঃ মহিষাগোট, মহকুমা—কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা: ভুবন চন্দ্র জানা, মাতা: জাহ্নবী। হেঁড়্যা শিবপ্রসাদ ইন্‌স্টিটিউসন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৪), কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৬) ও বি. এ. (১৯৫৮), বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা' বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করে পি. এইচ্. ডি., বিশ্বভারতী থেকে সাহিত্য ভারতী ও ইতিহাস ভারতী ডিগ্রী প্রাপ্ত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সেমিনারে শিল্প ও নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। অধ্যাপক। আনন্দ বাজার, যুগান্তর, দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী, সাপ্তাহিক অমৃত, মাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সমকালীন, পূর্বাশা, চতুষ্কোণ, কালি ও কলম, বসুধারা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্র মনন (১৯৬৯), রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা (১৩৮৪), রবীন্দ্র গল্পে ভূতপ্রেত (১৯৮৪), বঙ্কিম সাহিত্যে অতি প্রাকৃত (১৯৮৫), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৮৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ: দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত (অধ্যাপক অনলকান্তি রাহা সহ—১৯৭০)।

শ্রীমন্ত দাস (১৮শ শতাব্দী) রচনা: প্রহ্লাদ চরিত্র (১১১৪ মল্লাব্দ)।

শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ। জন্ম: মহেশপুর, যশোর। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাম বনবাস।

শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্ত বাগীশ (১৮৬৩/১২৭০—১৯০৭)। জন্ম: দবিরত্বেশ্বর, কুলপী, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: জাতি চন্দ্রিকা (১২৯৪), রহস্য বিবেক।

শ্রীমান্ দিগ্‌গজচন্দ্র বিদ্যাবর্তী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: নটেন্দ্রলীলা কাব্য (মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অনুসরণে গিরিশচন্দ্রের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক কাব্য—১২৯১)।

শ্রীমুন্সী (২২।৮।১৯৩৬—)। জন্ম: ঠেঙ্গাপাড়া, থানা মঙ্গলকোট, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস: ইডেন বেসমেণ্ট কোয়ার্টার্স, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা—৭৩। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী: কবি ও আকাশবাণীর গীতিকার। যুগান্তর, বসুমতী, অমৃত, বেতার জগৎ, লোক সেবক, কথাসাহিত্য, কবি ও কবিতা, লোকশক্তি, শাশ্বত ভারত, অনামিকা, বাঁকুড়াবার্তা, মল্লভূম, লোকমাতা, স্পন্দন, সিসৃক্ষা, পল্লী পল্লব, উত্তরণ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: প্রবাল, বুকে বুকে বাংলাদেশ, যন্ত্রণা, নীল রাত, অশান্ত সাগর, সূর্য শপথ।

শ্রীরাম দুলাল (১৮শ শতাব্দী) রচনা: আর্যাছড়া।

শ্রীরামবিনোদ (১৮শ শতাব্দী) পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি।

শ্রীরাম শাস্ত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: তত্ত্ববোধ, লক্ষ্মী চরিত্র, রহস্যলহরী ২ ভাগ, সত্যনারায়ণ পাঁচালী, মোহমুদ্গর, চাণক্য শ্লোক।

শ্রীশচন্দ্র উপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: হৈমবতী নাটক (১২৮৮)।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৭—২।৫।১৯৪১) জন্ম: সুবলদহ, রায়না, বর্ধমান। পিতা: বিরাজকৃষ্ণ ঘোষ। চন্দননগরে পিতৃব্য বামা চরণের কাছে প্রতিপালিত। ডুপ্লে স্কুলে পড়ার সময়ে অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ের

সান্নিধ্যে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। এনট্রান্স পাশ (১৯০৫) করার পরে অর্থাভাবে কলেজের পাঠ ত্যাগ করে হিতবাদী পত্রিকায় কর্মগ্রহণ। সখারাম গণেশ দেউস্করের স্নেহধন্য, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর আত্মীয় ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু। পাঁচ বৎসর ইংরাজের কারাগারে বন্দী (১৯১৫—২০)। কারামুক্তির পর চন্দননগরে প্রবর্তক আশ্রমের কর্মে নিযুক্ত, পরে ফটকগোড়ায় বনোয়ারীলাল সাহার বাড়ীতে কর্মকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। মানসিক আঘাতে ও অর্থাভাবে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিক্ষাগুরু প্রসঙ্গে।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গেশ্বর (১৩০২)।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৯—১৯৪৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কালাপাহাড় (১৮৯৯)। শিবাচার্য ঠাকুর (কাব্য—১৩১৪), প্রতিমা।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০—২৪।১। ১৯৭২) বি. ই.। সরকারী চাকুরে, বিকানীরে ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেবায়তন ও ভারতীয় সভ্যতা, মগধের স্থাপত্য সৃষ্টি, India and New Order.

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৫৩)। জন্ম: পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: মুর্শিদাবাদ কথা, গঙ্গাধর কবিরাজ।

শ্রীশচন্দ্র তা। সম্পাদক: মাসিক উগ্র-ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি (১২৯৮)।

শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মহারাজা (১৮৯৭—২।২। ১৯৫২) এম. এ.। জন্ম: মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের রাজবংশে। পিতা: মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী। বাঙ্গালা সরকারের মন্ত্রী (১৩৩৬—৪১)। কলিকাতার শেরিফ (১৯৫১)। প্রকাশিত গ্রন্থ: মনোপ্যাথী (নাট্যে রূপান্তরিত), Bengal Rivers and Economic Welfare, Bengal Rivers' Problem, Flood, Flood and its Remedy.

শ্রীশচন্দ্র বসু (১৯০৮—)। জন্ম: চন্দননগর। রাজশাহী বোয়ালিয়া স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ (১৮৭০), বার্ এ্যাট্. ল. প্রকাশিত গ্রন্থ: বুদ্ধ, নলদময়ন্তী, মালতী-মাধব, পুণ্ডরীক (নাটক), সন্দিগ্ধা, History of Nurjahan, The Reminiscense.

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০—৮।১১।১৯০৮/ ২৩।৭।১৩১৫)। জন্ম: বর্ধমান জেলার বৈদ্য ন'পাড়া গ্রামে বৈদ্যবংশে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বলরাম দাসের বংশধর। পিতা: পুটিয়ার এষ্টেটের দেওয়ান প্রসন্ন কুমার মজুমদার। অনুজ: সাহিত্যিক শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। রাজশাহী বোয়ালিয়া স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ (১৮৭৬)। সাবডেপুটি কালেক্টর। পুটিয়ার মহারানী শরৎকুমারীর উৎসাহে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী। সাধনা, প্রদীপ, সমালোচনী, ভারতী ও বঙ্গদর্শন পত্রিকায় কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রথম রচনা—বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সমালোচক পত্রিকায় প্রকাশিত (কার্তিক-অগ্রহায়ণ—১২৮৬)। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পত্রিকার পরিচালক (১৮৮৩) ও সম্পাদক (১৩০০)। সম্পাদিত গ্রন্থ: পদরত্নাবলী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ—১৮৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: শক্তিকানন (১৮৮৭), ফুলজানি (১৮৯৪), কৃতজ্ঞতা (১৮৯৬), বিশ্বনাথ (ঐতিহাসিক উপন্যাস—১৮৯৬) প্রভৃতি। জীবনী: রাজতপস্বিনী

(মহারানী শরৎকুমারী দেবীর জীবনী—১৮৯৬)। সংকলন: শ্রীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (১৯১৯)।

শ্রীশচন্দ্র রায়, বেদান্তভূষণ। জন্ম: শ্রীহট্ট। নিবাস: কালীকচ্ছ, ত্রিপুরা। অধ্যাপক। তত্ত্বরত্ন, বিদ্যাভূষণ, বেদান্তভূষণ ও ভাগবতরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত। আদর্শ শিক্ষক, কবি ও দার্শনিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রণতি (কাব্য—১৯৩৭), বাসন্তী গীতা, ধ্যানযোগ, বৈষ্ণব দর্শনে, ধ্যানযোগে, Echoes and Heart Beats (১৯৩৯) প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: শ্রীমদ্ ভাবদগীতা (সটীক ভাষ্য ও ইংরাজী অনুবাদ সহ)।

শ্রীশচন্দ্র রায়, মহারাজ (১৮১৯—১৮৫৬)। জন্ম: নদীয়া—কৃষ্ণনগরের রাজবংশে। রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের দত্তকপুত্র। ২২ বৎসর বয়সে (১৮৪১) রাজাসন প্রাপ্ত,—মহারাজ বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত (১৮৪৮)। সঙ্গীত রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাধন সঙ্গীত।

শ্রীশচন্দ্র রায়। সম্পাদক: সেবক (১৩২৩—২৪)।

শ্রীশচন্দ্র শর্মা ভট্ট। (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইলা (ঐতিহাসিক উপন্যাস—১২৯৬), প্রমীলা (১২৯৬)।

শ্রীশচন্দ্র সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবন রহস্য (১৩২১)।

শ্রীশচন্দ্র সুর বি. এ., বি. এল্.। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: মোগল পাঠান (১৩১৯), বরের বাবা (১৩২১), জাগরণ, কলির স্বর্গজয়।

শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৭৬?—১৯৪৭) জন্ম: সোমড়া-বাজার, হুগলী। প্রকাশিত নাটক: গ্রহমুক্তি।

শ্রীশ্বর বিদ্যালংকার (২৬।১১।১২৪১—৬।১১।১৩১১ বঙ্গাব্দ), জন্ম: ইটাকুমারী, রঙপুর। পিতা: ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: সপ্তশতী, বিজয়িনী (১৩০৯), দিল্লী মহোৎসব (১৩১০), সংস্কৃত: জীবদূতম্ (কাব্য), দেবী শতকম্, শিব-জাতকম্, কৌমার ব্যাকরণম্, হেমোদ্বাহ কাব্যম্ (১২৮৯)।

শ্রীশ্যাম পণ্ডিত (১৭শ শতাব্দী) ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কবি। বীরভূম ও বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে। উত্তর পশ্চিম রাঢ়ের কবি। কাব্যের নাম: নিরঞ্জন মঙ্গল। রচনায় নাট্যগুণ ও স্বচ্ছন্দ গতি বর্তমান।

শ্রীস্বরূপ (১৮শ শতাব্দী) রচনা: উপাসনা-পটল।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় (৮।৭।১৯২৩—) জন্ম: ছুতারপাড়া লেন, কলিকাতা—১২। পৈতৃক নিবাস: বড়িশা, ২৪ পরগণা। পিতা: পশুপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.-(১৯৪৫)। বেঙ্গল আই. এম্. এ. এন্-কোয়ারী এণ্ড্ রিলিফ কমিটির জয়েণ্ট্ পাবলিসিটি ইন্ চার্জ (১৯৪৬), পরে ম্যানেজার। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রচার সচিব (১৯৪৭—)। পি. ই. এন্.-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (কেন্দ্রীয়) প্রাক্তন সহ-সভাপতি, উক্ত সংস্থার, পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন সভাপতি। ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো ও জহর শিশুভবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত, অমৃতবাজার, মাসিক বসুমতী, বেতার জগৎ, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, আভা, শিল্প ও সংস্কৃতি, ধনধান্যে, শুকতারা, ঝলমল প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত।

প্রকাশিত গ্রন্থ : (পুস্তিকা) রবীন্দ্রনাথের রেখায় কাব্য (সচিত্র), স্বামী বিবেকানন্দ (সচিত্র), The Values of Child Art, Propaganda and News Papers. সম্পাদিত পত্রিকা : বার্ষিক নববর্ষ (১৯৬০—৬৪), নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য স্মরণিকা (১৯৫২—৬১,—৬ সংখ্যা), বাঙ্গালার পাঁজি (৯৫০)।

শুকদেব গোস্বামী। নিবাস : ১/২এ, নীলাম্বর মুখার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : নরনারীর যৌন চরিত্রে রাশি লগ্নের প্রভাব ও যোটক বিচার।

শুকদেব মিত্র। জন্ম : কলেশ্বর গ্রাম, বীরভূম। পিতা : শশিভূষণ মিত্র। পেশা : কৃষিকর্ম। গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কলেশ্বর কলেশ নাথ।

(ডঃ) শুকদেব সিংহ। এম্. এ. পি. এইচ. ডি.। জন্ম : নবদ্বীপ, নদীয়া। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীরূপ ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

শুক্রেশ্বর, পণ্ডিত। নিবাস : শ্রীহট্ট। পিতা : বিষ্ণুপ্রসাদ ও ভ্রাতা বানেশ্বর ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে বাঙ্গালা পয়ারে ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস 'রাজমালা'র রচয়িতা। রচনা : রাজমালা (ত্রিপুরী ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদ—১৪০৭ খ্রীঃ)।

(ডঃ) শুদ্ধসত্ত্ব বসু (১।৩।১৯২১—) জন্ম : কালীঘাট, কলিকাতা। পৈত্রিক নিবাস : খানাকুল কৃষ্ণনগর, আরামবাগ, হুগলী। বর্তমান নিবাস : ১০/৩ সি, নেপাল ভট্টাচার্য ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পিতা : যাদুগোপাল বেদ সাংখ্যতীর্থ, মাতা : কৃষ্ণভামিনী। কালীঘাট হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৭), আশুতোষ কলেজ থেকে ১ম বিভাগে আই. এ. (১৯৩৯), ডিস্‌টিংসন সহ বি. এ. (১৯৪২)। ভারত ছাড় আন্দোলনে ও 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আন্দোলনে যোগদান করায় পড়ায় ছেদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪৮), রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতার উপর মৌলিক গবেষণার জন্য পি. এইচ ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত। রাজনৈতিক কর্মের জন্য প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দী (মার্চ-সেপ্টেম্বর ১৯৪৯)। বিভিন্ন সেবামূলক, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বহু সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রথমে রেলের চাকুরে, পরে ১৯৪৯ সাল থেকে অধ্যাপক। নেতাজী কলেজ ও চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক,—দেশবন্ধু মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ(১৯৬২—)। সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৭৪)। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক একক (১৯৪১—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : কয়েকটি সনেট (১৩৫৯), আজন্ম (১৩৬০), জীবন সম্পর্কিত (১৩৬৫), ঘুম ভাঙার গান (১৩৫৪), সনেট শতক (১৩৭৮), প্রেম প্রীতি প্রত্যয় (১৩৮০), স্মরণ স্মরণাতীত (১৩৯০)। উপন্যাস : পুষ্পলাবী (১৩৬৬), অচেনা (১৯৬১), আড়াল (১৩৬৮)। নাটক : রায় (১৩৬৯, চতুর্ভানী (একাংক ১৩৮৩), পদ্ম হিরণ্ময় (কাব্যনাট্য-১৩৮০), জয় জয়ন্তী (নৃত্যনাট্য—১৩৯০)। ছোটদের উপন্যাস : দেশের ডাক (১৩৫২), খুন হবার পর (১৩৫৬), গণ্ডীর ভেতর। প্রবন্ধ : বাংলাভাষার ভূমিকা (১৩৫৫), কাব্য পরিচয় (১৩৫৫), আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি প্রকৃতি (১৩৬৪), রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায় ১ম (১৩৭৯), ঐ ২য় (১৩৮০),

শরৎ সমীক্ষা (১৩৮২), কবি জীবনানন্দ (১৩৮২), সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার (১৩৮৪), অনন্বয় ও আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৭৬), বাংলা কাব্যে দুরূহতা ও সুররিয়ালিজম (১৩৮৭), বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ (১৩৮৪), আধুনিক বাংলা কাব্যের আলোচনা (১৩৮৮), রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ (১৩৮৩), রবীন্দ্রনাথের সেঁজুতি (১৩৫৪), রবীন্দ্রনাথের নবজাতক (১৩৭৬, রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে (১৩৮৮), রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় (১৩৮৬), অলঙ্কার জিজ্ঞাসা (১৩৬০)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কবিতা শতক (১৩৭৭), শতেক কবিতা (১৩৭৬), বারো ভূতের গল্প (১৩৫৪)।

শুভঙ্কর। প্রসিদ্ধ আর্যাছড়া লেখক। পণ্ডিতদের মতে শুভঙ্করের সময় ১৫শ শতাব্দীর পূর্বে। পরবর্তীকালে একাধিক গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর নামে গণিতের ছড়া লিখেছেন। মল্লভূমির এক শুভঙ্কর দাস বা সেন প্রসিদ্ধ। শুভঙ্করের নামে প্রচলিত প্রাচীনতম আর্যাছড়ার রচনাকাল ১৮শ শতাব্দী বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

শুভ বসু (১৫।৪।১৯৪৬—) জন্ম: কলিকাতায়। বর্তমান নিবাস: দেশবন্ধুনগর, সোদপুর, ২৪ পরগণা। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের সান্ধ্য বিভাগের অধ্যাপক,—কবি। প্রকাশিত কাব্য: রাত যায় পূবে (১৯৭৭), বিষ প্রহর (১৯৮২), সাম্প্রতিকের কৌতুক (১৯৮৩)।

শুভব্রত রায়চৌধুরী (৯।১১।১৯৪৮—) নিবাস: নিভৃত নিলয়, ১০৪ ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৮। পিতা: বিভুগণ রায়চৌধুরী। মাতা: উর্মিলা। বি. এস্. সি. (কলিকাতা), পি. জি. ও আর (কলিঃ), এ. সি. সি. এ. (লণ্ডন)— অটোকোডার প্রোগ্রামে (ডাটামেটিক্স) পি. জি. সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজিওন্যাল্ কম্পিউটার সেণ্টারের কর্মী। বিভিন্ন সংস্থার সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা। সায়েন্স্ এসোসিয়েশন্ অফ্ বেঙ্গল ও চিল্ড্রেন্স্ প্যারাডাইসের প্রতিষ্ঠাতা। সমাজসেবী। বিজ্ঞান প্রসারে ও বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় জগদীশচন্দ্র বসু মেধা অনুসন্ধান পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭০)। সত্যযুগ, বসুমতী, আজকাল, জ্ঞানবিজ্ঞান, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, বিটা, বিজ্ঞান বিচিত্রা, যুগ-চেতনা, মালিনী, মৌচাক, আলিপুরবার্তা, বিশ শতক সমীক্ষা ইত্যাদি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক: বিটা (বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় বিজ্ঞানভিত্তিক ত্রৈমাসিক,-৫ বৎসর), সমীক্ষা (১০ বৎসর)।

শুভময় ঘোষ (১১।৩।১৯২৯—১৫।৯।১৯৬৩)। জন্ম: শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা: রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী কালীমোহন ঘোষ, অগ্রজ: শান্তিদেব ঘোষ ও সাগরময় ঘোষ। প্রাথমিক থেকে এম্. এ. পর্যন্ত বিশ্বভারতীর ছাত্র। এম্.এ. পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ। কিছুকাল বিশ্বভারতীর কর্মী। ভারত সরকারের মনোনীত হয়ে অনুবাদকের কাজ নিয়ে মস্কো গমন। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার মস্কোর সংবাদদাতা। ইংরাজী ও রুশ সাহিত্যে পণ্ডিত। নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমার কথা (আলাউদ্দীন খাঁর গ্রন্থের অনুবাদ)।

শুভ সোম (৩১।১২।১৯৫৫—) প্রকৃত নাম: তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস: ২৫/১, ডি ম্যাল, কানপুর। একটি আধা

সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শাখার তত্ত্বাবধায়ক। উত্তরসূরী, প্রতিশ্রুতি, তিতাস, ব্যতিরেক, সূর্যতৃষ্ণা, অমৃতলোক, পথের সংগ্রহ, বাঁকুড়া হিতৈষী, লুব্ধক, মাঠময়দান কারখানা, রূপায়ণ, দহন, অনামিকা, জ্বালা, সাম্পান, মহুয়া, এবং আর কিছু, সময়ানুগ, রেনেসাঁ, মানুষ থেকে মানুষে প্রভৃতি পত্রিকার লেখক।

শুভ্রাংশু গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: মহাকরণ (রাজনৈতিক উপন্যাস)।

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী (১৮৯৩—) বি. এ. (অনার্স) বি. টি. কাব্যতীর্থ। জন্ম ও নিবাস: তমলুক, মেদিনীপুর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিক্ষক,—সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মুক্তি সাধনায় বাঙলা (ইতিহাস—১৯৪৮), রাণী রাসমণি (জীবনী ১৯৫০), জাগ্রত মেদিনী (গল্প ১৯৫১), গল্পে রামায়ণ (১৯৫১), বড়দের গল্প ৭ খণ্ড (১৯৫৩—৫৭), সেকালের গল্প (১৯৫৩) প্রভৃতি।

শেখ আখতার হোসেন (১৯৫৬—) জন্ম: খুলনা, বাংলাদেশ। জীবনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: খুলনার প্রতিভা ১ম (১৯৮০), বাঁশদহের তোলপাড় (১৯৮০), সাহিত্যিক ডাঃ আবুল কাশেম (১৯৮০)।

শেখ আজিমুদীন (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে (১৮৬৮—)।

শেখ কবীর (১৬শ শতাব্দী)। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। রচনা: বৈষ্ণব পদাবলী ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী।

(ডঃ) শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী (৩০।১১।১৯০০—১৭।১২।১৯৬১)। জন্ম: ফুলবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসীতে এম্. এ., আরবীতে এম্. এ., বি. এল্. ও ডি. ফিল্ (১৯৪৯)। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের কিউরেটর, ঢাকায় বাংলা একাডেমির গবেষণাধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: হালিদা হাস্থম (১৯৩৩), আলবেরুণী (১৯৩৯), হজরতের জীবননীতি (১৯৬৫), A Manual of Persian Grammar (১৯৩৪), Asar in Tarana of the Persian Verses of Ram Taran Mukherjee (১৯৩৮), Islamic attitude to-words Non-Muslims (১৯৫২), Iran and Islam: their resiprocal influence (১৯৬৩) Perso-Arabic Influence in Bengali (১৯৬৭)।

শেখ ঘেন হাজদ্দিন। জন্ম: আলিনগর, বরিশাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: গারকৃনামা (১২৮৩)।

শেখ চান্দ (১৫৬০—১৬২৫)। সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গের কবি। পিতা: ফথে মোহাম্মদ। শাহ্ দৌলত নামক গুরুর নিকট দীক্ষিত। সংসার বিরাগী। রচনা: রসুল বিজয়, হরগৌরী সংবাদ, তালিবনামা।

শেখ ফজলুর রহমান। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবনজাগার গান (কাব্য—১৯৭৯), শিলাবতীর কালো জলে, পাখ পাখালি, অনন্ত গোধূলি, সাত রং-এর তুলি, মুসলিম ঐক্যের স্বপ্ন।

শেখ দা এ মল্লা (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস: শোভাবাজার, কলিকাতা। রচনা: গোলে দেও গান্ধার (১২৬০ বঙ্গাব্দ)।

শেখ নজরুল ইসলাম (৯।৬।১৩৫১ বঙ্গাব্দ —) নিবাস: ধূলা সিমলা, হাওড়া। প্রকাশিত কাব্য: সাম্পান।

শেখ পরাণ। ১৭শ শতাব্দীর মুসলমান কবি।

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২—১৯৩৬)। প্রকাশিত উপন্যাস: বিবি রহিমা (১৯১৮)।

শেখ ফজলুল হক মলি (১৫।৮।১৯৭৫—) রাজনীতিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গীতা রায় (১৩৮১)।

শেখ ফয়জুল্লা। রচনা: গোরক্ষ বিজয় (মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত,—১৯১৭)।

শেখ মহদ্দিন (১৭শ শতাব্দী)। নিবাস: চাকলা-রোশনাবাদ, ত্রিপুরা। রচনা: চম্পকবিজয় কাহিনী (১৬৮৫ থেকে ১৭১০ খ্রী: মধ্যে)।

শেখ মেহেরুদ্দিন আহমদ্। প্রকাশিত গ্রন্থ: শাহ আলম নূরজাহান (১২৯১)।

শেখর বসু। খ্যাতনামা গল্পলেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিঠিতে খুন (গল্প ১৩০৯), অন্তরঙ্গ জীবন ও সাহিত্য (প্রবন্ধ ১৩৯৩)।

শেখর সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: বারো-ভূতের হাট।

শেখর সেনগুপ্ত (১৫।৪।১৯৫৪—)। জন্ম: বরিশাল, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: নূতন পল্লী, বর্ধমান। ইতিহাসে এম্. এ.। ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমুদ্রে আগুন, নগ্ন তাপস, ঝলসানো বরাভয়, বিপ্লব দেশে দেশে, গ্রেট্ ডিক্‌টেটর, নির্যাতীত নিগ্রো, ঘরে নেই তারা, একই বৃত্তে ক'জন, গেরিলা: বিপ্লব মুক্তি, তুমি যখন তরুণী ছিলে। অনুবাদ: মঁপাসা রচাবলী ২ খণ্ড, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প ও উপন্যাস ১ম ও ২য় খণ্ড, রেড্।

শেখ রিয়াজুদ্দিন (১৮৮২—২৫।৬।১৯৭২)। নিবাস: রঙ্‌পুর, অধুনা বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: আরব জাতির ইতিহাস, মিষ্ট্রি অফ্ স্যারামিন (অনুবাদ), স্পিরিট্ অফ্ ইসলাম।

শেখ সাজ্জাত করিম। প্রকাশিত উপন্যাস: আমিনা (১৯০০)।

শেখ সাদী (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: মল্লিকার হাজার সওয়াল (বা ফকুরর নামা—শেখ বাজ সহ)।

শেখ হবিবর রহমান (১৮৯০—১৯৬১)। এল্. টি. (১৯২৪)। জন্ম: ঘোষগতি, যশোর, মৃত্যু: খুলনা। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাবিভাগের মক্তব সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টর। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: পারিজাত (১৯১২), আবেহায়াত (১৯১৫), বাঁশরী (১৯১৭), কোহিনূর (১৯১৯), গুলশান। কাব্যানুবাদ: সদ্ভাব কুসুম বা সাদীর কলিম (১৯২৫), বুঁস্তা (১৯৩২), গুলিস্তাঁ (১৯৩৩)। গল্প: নিয়ামত (১৯১৭), পরীর কাহিনী (১৯১৮)। উপন্যাস: আলমগীর (১৯১৯)। জীবনী: ভারত সম্রাট বাবর (১৯১৯)। ভ্রমণ: সুন্দরবনের ভ্রমণকাহিনী (১৯২৬)। শিশুসাহিত্য: হাসির গল্প, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, পরীর কাহিনী (রূপকথা—১৯১৯)। আত্মজীবনী: আমার সাহিত্য জীবন (১৯২৭)।

শেফালী চট্টোপাধ্যায়(১৯২৭—) নিবাস: মন্মথনাথ গাঙ্গুলী রোড্, কলিকাতা-২। ২০ বৎসর বয়স থেকে সাহিত্য সাধিকা। বিবাহিতা। গল্প ও উপন্যাস লেখিকা। ঘরোয়া, যুগান্তর, রহস্য, নবকল্লোল, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: ভুল সবই ভুল, বিচার (ঘরোয়া পত্রিকায় প্রকাশিত), নিভতে তারে দিও না (রহস্য পত্রিকায় প্রকাশিত), মিষ্টার কুমুদবতী (১৩৮৬)।

শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫।৮।১৯১৩—)। নিবাস: হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। প্রকাশিত উপন্যাস: বনমিতা।

শেফালী নন্দী (৩০।৭।১৯১২—২৭।৫।

১৯৭১)। জন্ম: কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ। নিবাস: ১০৯/৫, সর্দার শংকর রোড, কলিকাতা-২৯। পিতা: আইনজীবী গগনচন্দ্র বিশ্বাস, মাতাঃ কুমুদিনী, স্বামী অখিল নন্দী। কলিকাতায় কমলা গার্লস্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ (১৯৩৯)। সাউথ ক্যালক্যাটা গার্লস্ কলেজে আই. এ. পড়ার সময় ত্রিপুরার বিপ্লবী নেতা অখিল নন্দীর সঙ্গে বিবাহিতা। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৪৯)। লণ্ডনের উপকণ্ঠে সারেতে (Surrey) মন্টেসরি ট্রেণিং কলেজে অধ্যয়ন (১৯৫১), আন্তর্জাতিক শিশুরক্ষা সম্মেলনে যোগদান,—মন্টেসরি ডিপ্লোমা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯৫২)। কলিকাতায় প্যাট্ মেমোরিয়াল স্কুলের শিক্ষিকা। ইংরাজীতে এম্. এ. পাশ (১৯৬৫)। দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের সাহায্যের জন্য কুমুদিনী মেমোরিয়াল স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার ফাণ্ডের প্রতিষ্ঠাত্রী। ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্ধানীর চোখে পশ্চিম (১৯৫৩), রাজকুমারীর রূপরেখা, গীতিমুখর ভিয়েনা, সিষ্টার মিস্ মিত্র, সাগরে হাওরে, নানা চিন্তা, তাঁবু নগর, পান্না দ্বীপ, Bengali for foreigners. অনুবাদ: বসন্ত, ভিটিয়ার ফাঁদ, জোয়াশুয়ের কথা (১৯৫৪), ইভান্ ইভানোভিচ, বরফের দেশে আইভ্যান।

শেরবাজ মুন্সি (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: মল্লিকার হাজার সওয়াল (১২৭৬)।

শেষ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭২—১৭।১।১৯৪৯)। জন্ম: কলিকাতা। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভ্রাতৃবিলাপ।

শৈবাল মিত্র (১৬।৯।১৯৪৩—)। জন্ম: কলিকাতা। নিবাস: ৭০০এ/১এ, ব্লক পি, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩। পিতা: প্রদ্যোৎকুমার মিত্র, মাতা: ইলা। কলিকাতা মেট্রোপলিটান্ ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ.। মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক। কথা সাহিত্যিক। দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, যুগান্তর, শীলাদিত্য, প্রতিক্ষণ ও বহু লিট্ল্ ম্যাগাজিনের লেখক। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: অজ্ঞাতবাস (১৩৮৭)। সম্পাদক কবিপত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: আতর আলির রাজসজ্জা। উপন্যাস: অজ্ঞাতবাস, অগ্নির উপাখ্যান, দেওয়ালের লিখন, আনন্দের দিন, রসাতল।

শৈল চক্রবর্তী (৬।২।১৯০৯—) ছদ্মনাম: এলিয়স। পৈত্রিক নিবাস: আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া। নিবাস: ৪৩, বালিগঞ্জ টেরেস, কলিকাতা-১৯। চিত্রশিল্পী, শিশু সাহিত্যিক ব্যঙ্গলেখক। অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। অমৃতবাজার পত্রিকায় 'লিট্ল্ ডাক্' সিরিজের স্রষ্টা। শিশুসাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। শিশুসাহিত্য সংসদ কর্তৃক ভুবনেশ্বরী পদক দ্বারা সম্মানিত (১৩৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ: যাদের বিয়ে হ'ল, যাদের বিয়ে হবে, কার্টুন, কৌতুক, গাড়িঘোড়ার গল্প, মানুষ এলো কোথা হতে, ছোটদের ক্র্যাফট্, ছোটদের ছোট বই, বুদ্ধজীবন কথা প্রভৃতি।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮/২১/৩/১৯০০—২/১/১৯৭৬)। জন্ম: বর্ধমান জেলার অণ্ডালে মাতুলালয়ে। মৃত্যু: কলিকাতায় টালাপার্কের বাড়ীতে। পৈতৃক নিবাস: রূপসীহর, বীরভূম। পরবর্তী নিবাস: টালা পার্ক, কলিকাতা-২। পিতা: ধরণীধর মুখোপাধ্যায়, মাতা: হেমলতা, পত্নী:

লীলারাণী। মাতুলালয়ে মাতামহ রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে পরিবর্ধিত। বর্ধমানের সিয়ারসোল স্কুলে নজরুল ইসলামের সহপাঠী বন্ধু। প্রি-টেষ্ট্‌ পরীক্ষার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের জন্য নজরুলের সঙ্গে কলিকাতায় আগমন। ৪৯ নং বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে প্রবেশের স্থিরতা সত্ত্বেও ডাক্তারী পরীক্ষায় অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন। প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলেজে ভর্তি হয়েও পড়াশুনা ছেড়ে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং শিখে কয়লাকুঠিতে চাকুরিপ্রাপ্ত। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যানুরাগী। চাকুরি ছেড়ে কলিকাতায় এসে সাহিত্যকর্মে নিরত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ কুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীনেশ রঞ্জন দাস প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে কল্লোল, কালিকলম গোষ্ঠীর লেখক হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্য জীবন সুরু করলেও কথা সাহিত্যিক হিসাবেই সমধিক খ্যাত। কল্লোল, কালিকলম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, প্রবাসী, সংহতি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প উপন্যাস প্রকাশিত। রাণীগঞ্জ অণ্ডাল অঞ্চলে কয়লাখনি শ্রমিকদের রূপকার হিসাবে কয়লাকুঠির সাহিত্যিক নামে পরিচিত। কয়লাকুঠির শ্রমিক মজুর সাঁও-তালদের জীবনযাত্রা—রীতি,—উৎসব, প্রণয় প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে রচিত গল্প উপন্যাস অভিনব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গভীর জীবন-বোধ, ব্যাপক বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং নিরা-সক্ত শিল্পদৃষ্টির জন্য রচনাগুলি বাঙ্গালা কথা সাহিত্যে স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম রচনা 'কয়লা কুঠি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রজগতে প্রবিষ্ট (১৯৩২)। পরে চলচ্চিত্র পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কয়লা কুঠি, আমের মঞ্জরী (গল্প—১৩৩০), ঝড়ো হাওয়া (১৩৩০), বধূবরণ, হাসি (১৩৩০), লক্ষ্মী (১৩৩০), মাটির ঘর (উপ—১৩৩১), ষোল আনা, ছায়াছবি (উপ), নারীর মন (১৩৩৩), ইতিহাস(১৩৩৩), জোয়ার ভাটা (উপ-১৩৩৩), বাংলার মেয়ে (১৩৩২), রক্তলেখা, মাটির রাজা, পূর্ণচ্ছেদ (উপ—১৩৩৬), নারীমেধ, বানভাসি, নীহারিকা ওয়াচ্‌ কোম্পানী, অতসী, সাঁওতালী, নন্দিনী (১৩৩৮), পৌষ পার্বণ (১৩৩৮), দিন মজুর, খরস্রোতা (১৩৩৯), অনাহূত (১৩৩৯), লহ প্রণাম (১৩৩৯), অনিবার্য (১৩৩৯), অপরাধী (১৩৪০), অরুণোদয় (১৩৪০), বহুবচন, উদয়াস্ত (১৩৪১), অভিশাপ (১৩৪০), হোমানল (উপ-১৩৪২), শুভদিন (১৩৪২), কাঁকনতলার মেয়ে (১৩৪২), জীবন নদীর তীরে, পূর্বাপর, ক্রৌঞ্চমিথুন, রূপবতী, বিজয়িনী, গঙ্গাযমুনা, সতী অসতী, বন্ধু-প্রিয়া (১৩৪৫), আকাশকুসুম, পাতালপুরী, বিজয়া (১৩৪৯), বন্দী (নাটক), মিতে নিতিক, কেউ ভোলে কেউ ভোলে না, যে কথা বলা হয়নি, দীপ ও দেউল, এই ত জীবন, শহর থেকে দূরে (উপ), কনে চন্দন, এক মন দুই দেহ, মারণাস্ত্র (উপ) , অপ-রূপা, নন্দিনী (উপ,—প্রবোধকুমার সান্যাল সহ) প্রভৃতি।

শৈলবালা ঘোষজায়া (২।৩।১৮৯৪/১৯।১১।১৩০০—×।৯।১৯৭৪)। জন্ম: কক্স্‌-বাজার, চট্টগ্রাম, পৈতৃক নিবাস: বর্ধমান। পিতা: কুঞ্জবিহারী নন্দী, মাতা: হেমাঙ্গিনী, স্বামী: বর্ধমানের নিকটবর্তী মেমারী গ্রাম নিবাসী জমিদার নরেন্দ্র মোহন ঘোষ, জ্ঞাতি সম্পর্কে মাতুল: অরবিন্দ ঘোষ। ১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ (১৩১৪)। বর্ধমান বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। স্বামীর মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে বহু দুঃখ যন্ত্রণা প্রাপ্তা।

অবশেষে স্বামীর মৃত্যুর (১৩৩৬) পর আসানসোল আদ্রা রেলপথে রামচন্দ্রপুরে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণাশ্রমবাসিনী। স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর কৃপাপ্রাপ্তা। মহিলা কথা সাহিত্যিক। ৫৫টি প্রকাশিত গ্রন্থের লেখিকা। প্রথম গল্প 'বীণার সমাধি' মযিহর রহমানের বেগম বাহার প্রতিযোগিতায় ২য় স্থান প্রাপ্ত। প্রথম উপন্যাসে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্য প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ শেষ আন্দু (১৩২২), নমিতা (১৯১৮), অবাক, অভিশপ্ত সাধনা (১৯২৭), আড়াই চাল (১৩২৬), মঙ্গল ঘট, জন্ম অভিশপ্তা (১৯২১), শান্তি, বিলাতি (১৯৩০), বিনিময়, গঙ্গাপুত্র, অভিনেত্রীর এক রাত্রি, বিভ্রাট, বিনীদা, বিনির্ণয়, স্মৃতিচিহ্ন, মঙ্গল্‌ মঠ (১৯২১), মিষ্টি সরবত (১৯২৩), মোহের প্রায়শ্চিত্ত, মুচি, রঙীন ফানুষ, তেজস্বতী, স্নিগ্ধা (১৩৩২), চৌকো চোয়াল, জন্ম পতাকা, অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্তি (গল্প), করুণাদেবীর আশ্রম, স্বর্ণাহৃতা, মহিমাদেবী (১৩২৭), রুদ্রকান্ত, অনন্তের পথে (১৯৫৭), চৌকো চোয়াল (বড়দের ডিটেকটিভ্‌), ছোটদের ডিটেক্‌টিভ্‌, মোহের প্রায়শ্চিত্ত (নাটক—১৯২১) প্রভৃতি। অপ্রকাশিত গ্রন্থ: আত্মজীবনী।

শৈলিবালা দেবী। সম্পাদিকা: মাসিক বিরহিনী (১২৯৫)।

শৈলেনকুমার দত্ত (১৭।১।১৯৪০—)। জন্ম: শ্রীরামপুর, হুগলী। পৈতৃক নিবাস: ডাহুকা, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস: ১১৩, নেতাজী সুভাষ এভিনিউ, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১। পিতা: নিমাইচরণ দত্ত, মাতা: পরিমলবালা। দশ মাস বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় মাতামহী আশালতা সিংহের দ্বারা মাতুলালয়ে (সিমডাল, বর্ধমান) প্রতিপালিত। সিমডাল থাকমনি বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর চাতরা নন্দলাল ইন্‌স্টিটিউসন্‌ (শ্রীরামপুর) থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। শ্রীরামপুর কলেজ থেকে আই. এস্‌. সি. এবং উত্তরপাড়া রাজা প্যারীমোহন কলেজ থেকে সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৬৩), পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রাইভেটে এম্‌. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৬৬)। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৬৫)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। কবি, প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক। দেশ, অমৃত আনন্দবাজার, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, সমকালীন, দৈনিক বসুমতী, কবি ও কবিতা, উত্তরসূরী, একক, ধ্রুপদী, মহারাজ, বেলা অবেলা, সন্দেশ, শিশুসাথী, মৌচাক, রামধনু, শুকতারা, ঝলমল, পক্ষিরাজ, কিশোর ভারতী, শিশুমেলা, খেলার আসর, শিলাদিত্য, ঘরোয়া, নব কল্লোল, মৌসুমী, মালিনী, বেতার জগৎ প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মারক পুরস্কার (১৯৮৫), অমৃতকমল রৌপ্যপদক (১৯৮৬) ও শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৮৭) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: অমৃতে অথৈ (কাব্য—১৯৭৮), মনীষীজীবন ও বিচিত্র প্রসঙ্গ (নিবন্ধ—১৯৭৮), মাছের ঝাঁপি (ছড়া—১৯৭৯), আইকম বাইকম (ছড়া-১৯৮০), কিচির মিচির ছড়া (১৯৮০), কাটুম্‌কুটুম্‌ (ছড়া—১৯৮১), বিস্মৃত প্রায় বাংলা কাব্য (আলোচনা—১৯৮১), খেলা ঘরের রাজা (কবিতা—১৯৮৫), মনীষীদের ছেলেবেলা (১৯৮৬), জানোয়ারের মেলা (ছড়া—১৯৮৬), মহাজীবনের হাস্য পরিহাস, সাধারণ অসাধারণ ২ খণ্ড (রম্যরচনা—

১৯৮৭), ডোরাকাটার মুখোমুখি (ছোটদের ১৯৮৭), আয়রে পাখি (ছড়া—১৯৮৭), যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৯৮৭), রসাল কথা (রম্য রচনা ১৯৮৭), পুশকিনের কবিতা, (অনুবাদ —১৯৮৭)।

শৈলেন ঘোষ। নিবাস: ১১/১, ফকির দে লেন, কলিকাতা-১২। শিশু সাহিত্যিক। সম্পাদক: শিশুরঙ্গণ।

শৈলেন চক্রবর্তী (১৯১৪—২৬।১২।১৯৮৭) মৃত্যু: কলিকাতার বাসভবনে। আদি নিবাস: সাধকপুর, ত্রিপুরা। প্রখ্যাত গীতিকার। প্রকাশিত সঙ্গীত সংকলন: শৈলেন্দ্র সঙ্গীত ২ খণ্ড।

শৈলেন দত্ত (১৯৩৩–)। কবি—ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থলেখক ও নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: জয় বাংলা, গুহক মুক্তি, চলো যাই চাঁদে।

শৈলেন দাস (৭।৭।১৯৩০—)। জন্ম: পৈত্রিক ও বর্তমান নিবাস: দোলতলা, বাঁকুড়া। পিতা: বিশ্বনাথ দাস, মাতা: শান্তি। বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৫০)। বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ থেকে আই. এ. অনুত্তীর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী। বাঁকুড়া জেলা ছাত্র-এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া জেলা মোটর মজদুর ইউনিয়নের কর্মী—গান্ধী বিচারপরিষদের কর্মী। সোলডুকো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। দোলতলা সেবাকেন্দ্রের সঞ্চালক ও পরিচালক। বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া রামকিঙ্কর বেজ স্মারক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি সংগ্রাহক। সুচেতনা, বাঁকুড়া লোক সংস্কৃতি, রাঢ় বাঁকুড়া, রাঢ় জনসমাচার, স্মরণ, সমাপ্তি, উষালগ্ন, দর্শক, শরসন্ধান, ধ্বনি, হিন্দুবাণী, বঙ্গদূত, সবিতৃ, বাঁকুড়া সংসদ, প্রবাস, ত্রিবেণী প্রভৃতি বহু লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা: সংকেত, (১৯৫২), সুচেতনা (১৯৭২-৮১), বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি (১৯৮২—), রামকিঙ্কর স্মরণে (বিশেষ সংখ্যা—১৯৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ভাষা (১৯৮৩)।

শৈলেন ব্রহ্মচারী (বন্দ্যোপাধ্যায়) (১২।৭।১৩৮২ বঙ্গাব্দ—)। আদি নিবাস: বিঝাড়ী গ্রাম, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: আনন্দময়ী আশ্রম, বৃন্দাবন, উত্তরপ্রদেশ। পিতা: শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এলাহাবাদে, পরে কলিকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। অকৃতদার। ইংরাজ আমলে কিছুকাল সামরিক বিভাগের ও পরে শিক্ষা বিভাগের কর্মী। অধুনা আশ্রমবাসী। কবি ও গ্রন্থকার। প্রকাশিত গ্রন্থ: শোন বলি মায়ের কথা (জীবনী—১৩৬২,—হিন্দীতে অনূদিত), মাতৃলীলা নাম সংকীর্তন (১৩৬২), কূজন (১৯৫৪)। সম্পাদক: আনন্দবার্তা (১৯৫৩ —৬৭)।

শৈলেন মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক: বাঁকুড়া সিংহক্ষা।

শৈলেন রায় (১৯১০—৭।৭।১৯৬৩)। জন্ম: পাবনা। নিবাস: কুচবিহার। বাল্যকাল থেকেই কাব্যচর্চায় রত। কলিকাতা সিটি কলেজে বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। কাজী নজরুল ইসলামের আনুকূল্যে রেকর্ডের জন্য গান রচনা। খ্যাতনামা গীতিকার। চিত্র-জগতের সংগে সংশ্লিষ্ট। প্রথম রচনা: স্মরণ পারের ওগো প্রিয়, তোমার মাঝে আপন হারা (রেকর্ড—১৯২৭)। অজস্র গানের মধ্যে ১৮০০ গান সংগৃহীত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সোনালী দুপুর।

শৈলেন শেঠ। কবি। প্রকাশিত কাব্য : সমুদ্র দেখিনি পাহাড়ও না।

শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ (১৯০৯—×।৯। ১৯৭৭) জন্ম : করঞ্জলী, দঃ ২৪ পরগণা (পৈত্রিক নিবাসে), বর্তমান নিবাস : পি ৪৫০, কেয়াতলা, কলিকাতা-২৯। পিতা : ৺গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, মাতা : হেমালিনী দেবী। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। অ্যালোপ্যাথি ঔষধ ব্যবসায়ী। ইস্টার্ণ ড্রাগ কোঃ লিঃ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। নিউবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক। ভারত জ্যোতি প্রত্রিকায় রচনা প্রকাশিত এবং উহার সম্পাদক (দুই বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ: Clouds Over Assam, কণ্ট্রোলের অভিশাপ, গৌড় কাহিনী, মধ্যযুগের গৌড়।

শৈলেন্দ্র কৃষ্ণদেব, মহারাজ কুমার। জন্ম : কলিকাতার শোভা বাজার রাজবংশে। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামায়ণের কথা, Social Problem, The Vedic Age.

শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা (×।১।১৯৮২—৩১।৪। ১৩৬৭) এম্. এ. বি. এল্. জন্ম : শিমুলিয়া, কলিকাতা। পিতা : কবি অবতার চন্দ্র লাহা। কিছুকাল আইন ব্যবসায়ে নিরত। 'রবি বাসরে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩৪২—৪৬) ও পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৫৯—৬০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহিত্য ও সমালোচনা, স্বপ্ন ও সবিতা (কাব্য)।

শৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : মাসিক প্রতিজ্ঞা।

শৈলেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্য বেদান্ততীর্থ (৭।৪।১৩০১—)। জন্ম : চৌরাশী, ২৪ পরগণা। পিতা : মহেন্দ্রনাথ মৌলিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কলঙ্কিনী।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ (১।৯।১৯০৮—) নামান্তর : শৈলেন ঘোষ। জন্ম : সরিষা, ২৪ পরগণা, নিবাস : ১১।১২, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। প্রকাশিত উপন্যাস : ছায়াসীতা (১৯৩২), তিন রং।

শৈলেন্দ্রনাথ বিশী। জন্ম : রাজ শাহীর জোয়ারী গ্রামে জমিদার বংশে। কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ থেকে বি. এ. ও বি. এল্. (১৯২১)। কলিকাতা হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ী (১৯২১—২৩)। সম্পাদক : মাসিক জনসেবক (১৯২৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : চিত্তকথা (১৩৩২), নেতাজী (নাটক), বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন, সর্বোদয় সমাজ, একটি সবুজ পাতা, নরনারী, বলশেভিকবাদ (অনুবাদ)।

শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্. এ.। পিতা : প্যারীচরণ সরকার। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও সরস্বতী ইন্‌স্‌টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : মধুর মিলন, মনোরমা, রমা, পথের জলপান, সুমতী, গৌরাঙ্গলীলা, নাসিরুদ্দিন (নাটক)।

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহাভারতীয় উপাখ্যান (১৩৫৫)। সম্পাদক : আধুনিক চিকিৎসা (১৩৩৩—৩৪)।

শৈলেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : পূর্বে আবার সূর্য উঠলো।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (১২।৯।১৯১৮—৬।১০। ১৯৭২)। জন্ম : কলিকাতায়, পৈতৃক নিবাস : ইলুহার, বরিশাল। ১৩ বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৫ বৎসর বয়সে আই. এ. পাশ করে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত, পরে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. ও এম্. এ. পাশ। রৌপ্য পদক সহ কাব্যবিনোদ উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৩৬)। রাজনীতিতে ফরোয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত। কয়েকবার

কারাদণ্ডিত। ভারতীয় সেনা বিভাগের স্থল বিভাগে যোগদান ও লেফ্‌ট্যানেন্ট-কর্নেল পদে উন্নীত। যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে শিক্ষকতায় নিরত। দেশ বিভাগের পর কয়েক বৎসর মৈমনসিংহের ভুঁইয়াপুর কলেজের অধ্যক্ষ। ছাত্রাবস্থা থেকে সাহিত্য চর্চায় রত। এ. টি. দেব পুস্তক প্রকাশনীর কর্মী,—শিশু সাহিত্য সংসদের সঙ্গে যুক্ত। ছোটদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থ রচয়িতা। সম্পাদিত গ্রন্থ: সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সংসদ ইংলিশ বেঙ্গলী ডিক্‌সনারী, সংসদ বেঙ্গলী ইংলিশ ডিক্‌সনারী। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: কালি ও কলম (১৩৫৩), পুরাতনী।

শৈলেন্দ্র শেখর শেঠ (২১২।১৩৩৮—) নিবাস: মাস্থারী বাজার, কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা। কবি। প্রকাশিত কাব্য: রক্তে রাঙ্গা জয়বাংলা।

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১১।৩। ১৯২৬—) ছদ্মনাম: মৈনাক, ভট্টজী দীক্ষিত, শিখরেশ দেবশর্মা। জন্ম: চক্রধরপুর, সিংভূম, বিহার। নিবাস: খাদিগ্রাম, মুঙ্গের, বিহার। পাটনায় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের ডিরেক্টর। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: মিঠেকড়া (১৯৫৬), স্বর্ণরেখার তীরে। প্রবন্ধ: গান্ধী ও মার্কস্‌ (১৯৫৬), শিক্ষা (১৯৫৭)। অনুবাদ: আমার ধ্যানের ভারত (গান্ধীজীর India of My Dream, ১৯০১), বিজ্ঞান, স্বাধীনতা ও শান্তি (Aldous Huxley— ১৯৫৪), যুগের দাবী (১৯৫৫)।

শৈলেশ গুহ নিয়োগী। ছদ্মনাম: পিক্‌লু নিয়োগী। নট ও নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: টেকা, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (হাস্যরসাত্মক একাংক)।

শৈলেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯৩৩—) ছদ্মনাম: অভী দূত। নিবাস: নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৫৩। কবি ও কথাসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনেক শোনা পাখীর গান (কাব্য), কিছু থাকে অদেখা (গল্প), কত কথা মনে পড়ে (উপন্যাস)।

শৈলেন দাসগুপ্ত। নিবাস: বাগুইআটি, কলিকাতা-২৮। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষিশিল্প।

শৈলেন দে। ছদ্মনাম: বহুরূপী। জন্ম: রত্নকুণ্ডলী। নিবাস: ২১-বি, ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমি স্বভাষ বলছি ২ খণ্ড (জীবনীমূলক উপন্যাস), বধূ, গোধূলি বেলায়, মোনবাগানের মেয়ে, বিনয় বাদল দীনেশ, রক্তের অক্ষরে।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (১২৭৩—২২।২ ১৩২৩)। জন্ম: বৈদ্য-নপাড়া, বর্ধমান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা: শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের এষ্টেটের ম্যানেজার। সম্পাদক: সমালোচনী (১৩০৮-১৩), বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়, ১৩১৮-২০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিত্রবিচিত্র (১৩০৯), ইন্দু (১৩০১), পূজার ফুল (১৩১৩— কালিদাস নামে প্রদীপে প্রকাশিত, ১৩০৪-৫)।

শোভন সোম (১৯৩২—)। জন্ম: শিলচর, আসাম। বর্তমান নিবাস: ১২৮, অভয়ঙ্কর নগর, নাগপুর-৩, মহারাষ্ট্র। পেশাদার চিত্রশিল্পী,—কবি। প্রথম কবিতা 'মৃত্যুর মাঝে অমর' ১৯৪৬ খ্রীঃ আবাহনী (মৌলভীবাজার, শ্রীহট্ট) পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: শরবিদ্ধ (১৯৬৪)।

শোভনা ঘোষ। জন্ম: কলিগাঁও, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছেলেদের চিত্তরঞ্জন।

শোভরাম মুন্সী। জন্ম: উঁখুটি, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্দীপ বর্ণনা।

শোভা ঘোষ (১৪।৯।১৯০৩—)। জন্ম: ঢাকা শহরে পিতৃগৃহে। পিতা: ঢাকার মালখাঁনগর গ্রামের প্রসিদ্ধ বসুঠাকুর বংশীয় ডাঃ দেবেন্দ্রকুমার বসু, মাতা: প্রফুল্লময়ী বসু, স্বামী: বরিশাল জেলার অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ। নিবাস: ৫৯বি, প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা-৯। ঢাকার ইডেন স্কুল থেকে ১৫, টাকা বৃত্তি সহ ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণা (১৯২০), বিবাহের পরে কলিকাতা বেথুন কলেজ থেকে আই. এ. ও সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ (১৯২০-২৪)। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (১৯৩২-৪১)। পুষ্পাঞ্জলি ও মহিলামহল পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখিকা। সম্পাদিকা: কাকলী (রঙপুর)। প্রকাশিত গ্রন্থ: আজও তারা পিছু ডাকে (নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, বরিশাল সেবাসমিতি কর্তৃক প্রকাশিত—১৯৮১), ভুলে যেন না যাই (ঢাকা ও বরিশালের ভাষায় লিখিত—১৯৮৩)।

শোভারাম (১৮শ শতাব্দী) রচনা: আর্যাছড়া (১৭৮৩)।

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ (২৪।২।১৯১১—১৫।৫।১৯৮৬/৩১।১।১৩৯৩) নিবাস: ১২-বি, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪। পিতা: পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সম্পাদক: মাসিক পঞ্চপুষ্প ও মাসিক ব্যবসা বাণিজ্য। সম্পাদিত গ্রন্থ: অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ গ্রন্থাবলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা ২ খণ্ড।

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৯—২৪।৮।১৯৫৯)। জন্ম: কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ। মৃত্যু: চাকুরিয়া, কলিকাতা। পিতা: কাশিমবাজার রাজের সভাপণ্ডিত রমাপতি তর্কভূষণ, মাতা: বরদাসুন্দরী, পত্নী: উমা-শশী। বাল্যকাল থেকে কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। সৈদাবাদ হার্ডিঞ্জ স্কুলের (বর্তমান মনীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ) ছাত্র। ১৩১০ বঙ্গাব্দ থেকে বিভিন্ন মাসিক ও সপ্তাহিক পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় কবিখ্যাতি প্রসারিত। স্বদেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত-রচয়িতা। দক্ষচিত্রশিল্পী। মুর্শিদাবাদ বন্দনা গানের রচয়িতা (১৯৪৪)। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: ছন্দা, মন্দাকিনী, নির্মাল্য, পদ্মরাগ, বাংলার বাঁশী, বাঁশীর আগুন প্রভৃতি।

শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর (×।৬।১২৪৭/১৮৪০—২২।২।১৩২১/৫।৬।১৯১৪)। জন্ম: কলিকাতার পাথুরে ঘাটার রাজ বাড়ীতে। পিতা: হর কুমার ঠাকুর, অগ্রজ স্যর যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর। কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র। সঙ্গীতে পারদর্শী। সঙ্গীতগুরু লক্ষ্মী প্রসাদ মিশ্র ও ক্ষেত্র মোহন গোস্বামীর ছাত্র। হিন্দু সঙ্গীতের পুনরুদ্ধারে ও প্রচারে ব্রতী। বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয় (১৮৭১) ও Bengal Academy of Music (১৮৮১) এর প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। জাষ্টিস্ অফ্ পীস্। ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ্ মিউজিক (১৮৭৫) এবং অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ্ মিউজিক (১৮৯৬) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। এফ্. আর্ এ. এস্. সি. আই. ই. (১৮৮০), রাজা (১৮৮০) এবং নাইট্ (১৮৮৪) উপাধিতে ভূষিত। পারস্যের শাহ্ কর্তৃক নবাব শাহজাদা উপাধিতে ভূষিত। বহু ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত (১৮৫৪), মুক্তা-ফল (১৮৫৪), হারমোনিয়ম সূত্র (১৮৭৪),

গীত প্রবেশ, সঙ্গীত শাস্ত্র প্রবেশিকা, ভারতীয় নাট্যরহস্য (১৮৭৭), ভিক্টোরিয়া গীতি-মালা (১৮৭৬), জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৬), যন্ত্র কোষ (১৮৭৬), মালবিকাগ্নিমিত্র (অনুবাদ—১৮৭২),— যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা (১৮৭৮), মৃদঙ্গ মঞ্জরী, রসাবিষ্কারক বৃন্দক (১৮৮০), একতান, A Brief History of Tagore Family (১৮৬৪), The Dramatic Sentiments of Aryas (১৮৮১), Eight Tunes etc. (১৮৮০), The Eight Principal Rasas of the Hindus (১৮৮২), The Five Principal Musicians of the Hindus (১৮৮১), Hindu Music From Various Authors (১৮৭৫), Six Principal Ragas (১৮৭৭), The Principal Avataras of the Hindus (১৮৮০), A Vedic Hymn. (১৮৭৮) প্রভৃতি। সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ : মণিমেলা ১ম (১৮৭৬), ঐ ২য় (১৮৮১)।

ষষ্ঠী চরণ (১৯শ শতাব্দী) রচনা : শনির পাঁচালী।

ষষ্ঠী দাস মজুমদার, কবিরাজ। জন্ম : চট্টগ্রাম। কাশ্মীর রাজ সরকারের কর্মী। রচনা : সীতারাম সম্মিলন, ভদ্র বিদ্যানিধির সঙ্ (প্রহসন), সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ্ প্রভৃতি।

ষষ্ঠীদাস সেন (১৯ শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : হরিণা উপন্যাস (১২৯১)।

ষষ্ঠী পদ চট্টোপাধ্যায়। নিবাস : শিবপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাণ্ডব গোয়েন্দা।

ষষ্ঠীবর দত্ত (১৮শ শতাব্দী) নিবাস : ডায়ঘর, মৌলবীবাজার মহকুমা, শ্রীহট্ট। জাতিতে বৈদ্য। গুণরাজ খাঁ উপাধিপ্রাপ্ত। পিতা : ভূমানন্দ, পিতামহ : পুরুষোত্তম। রচনা : মনসামঙ্গল কাব্য। কাব্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব বর্তমান, কিন্তু উচ্চ প্রতিভার পরিচয় অনুপস্থিত।

ষষ্ঠীবর সেন (১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ) নিবাস : ঝিনারদি (দীনার দ্বীপ), পূর্ববঙ্গ। স্বভাবকবি। জগদানন্দ নামে কোন ধনীর আশ্রয়ে গ্রন্থ রচয়িতা। প্রাঞ্জল ভাষায় স্থললিত ছন্দে কাব্য রচয়িতা। রচনা : মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ।

ষ্টুয়ার্ট ক্যাপ্টেন জেম্স্ (?—১৮৩৩)। ইংরাজ শিক্ষাব্রতী। বর্ধমান প্রভিন্সিয়াল ব্যাটালিয়নের অ্যাড্জুয়্যান্ট। বর্ধমান মিশন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। বহু স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বর্ণমালা (১৮১৮), উপদেশ কথা (১৮১৭), তমোনাশক (১৮২৮)।

ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ (×।৮।১৩০০ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : ছয়গাঁও, ফরিদপুর। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই. এ. ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ। সরকারী আবগারী বিভাগের কর্মচারী। অবসরপ্রাপ্ত (১৩৫৯)। দশের পূজা নামক বারোয়ারী উপন্যাসের অন্যতম লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইতিহাসের কথা, অঞ্জলি, মেওয়া।

ষোড়শীচরণ মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম : পানিসেহোলা, হুগলী। পিতা : ঈশানচন্দ্র মিত্র, মাতা : কৃষ্ণভামিনী। পাটনা হাই-কোর্টে আইন ব্যবসায়ী। সম্পাদক : পাক্ষিক হিন্দুদর্পণ (কলিকাতা—১২৮১)।

ষোড়শীবালা দাসী (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : পুষ্পপুঞ্জ (১২৯১)।

ষোড়শীমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : লালাবাবু ও তদীয় গুরু পাটের ইতিবৃত্ত।

সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৭।১২। ১৮৬৯—২৩।১১।১৯১২/৮।৮।১৩১৯)। জন্ম: বৈদ্যনাথধামে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে, মৃত্যু: বৈদ্যনাথধামে, আদি নিবাস: দেউস্, রত্ন-গিরি, মহারাষ্ট্র। পিতা: সদাশিব গণেশ দেউস্কর। পাঁচ বৎসর বয়সে মাতৃহীন। বৈদ্যনাথ ইংরাজী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৯০)। বৈদ্যনাথ ইংরেজী স্কুলের শিক্ষক (১৮৯৩—৯৭)। দেওঘরের ম্যাজিষ্ট্রেট হার্ড সাহেবের বিরুদ্ধে হিতবাদী পত্রিকায় লেখার অপরাধে কর্মচ্যুত। কলিকাতায় হিতবাদী পত্রিকার প্রুফ্ রীডার পরে কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদের মৃত্যুর (৪।৭।১৯০৭) পর হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক। রাজ-নৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। দেশব্রতে বাল গঙ্গাধর তিলকের শিষ্য স্থানীয়। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে (আধুনিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯০৮)। বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বাল্যকাল থেকেই বঙ্গদেশবাসী। বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে রত,—বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচয়িতা। প্রতিভা মাসিক প্রত্রিকায় প্রথম রচনা প্রকাশিত। বাঙ্গালায় শিবাজী উৎ-সবের প্রবর্তক (১৯০২)। প্রথম রচনা মাসিক প্রতিভা পত্রিকায় প্রকাশিত। ডিগবি সাহেব রচিত Poverty in British Rule in India গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক(সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)। প্রকাশিত গ্রন্থ: এ কোন যুগ (১৮৯২), মহামতি রাণাডে (১৯০১), আনন্দী বাঈ (১৯০৩), দেশের কথা ১ম (১৯০৪,—বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), ঐ ২য় (১৯০৭), বাজীরাও (১৯০২), তিলকের মোকদ্দমা, শিবাজীর মহত্ত্ব (১৯০৩), ঝাঁসির রাজ কুমারী (১৯০১), কৃষকের সর্বনাশ (১৯০৪), শিবাজীর দীক্ষা (১৯০৪), তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র (১৯০৮), বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ (১৯১০)।

সঙ্কর্ষণ দাস। জনমেজয় মিত্র দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড)

সঙ্কর্ষণ রায় (২৫।৭।১৩২৮—)। জন্ম: আসানসোল, বর্ধমান। পিতা: মনীন্দ্র মোহন রায়, মাতা: বাসন্তী। বর্তমান নিবাস: পি৫৮৩, দমদম পার্ক, কলিকাতা—৫৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্ব বিষয়ে এম্. এস্. সি.। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের বিভাগীয় অধিকর্তা। কৈশোরে সাহিত্য সাধনায় সাহিত্যিক নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণা প্রাপ্ত। ঘাটশিলায় ভূতাত্ত্বিক গবেষণাকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ভূবিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রেরণা প্রাপ্ত। মাটির কাছাকাছি মানুষ, খনিজ, মাটি, জল, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি বিষয়ে ভূবিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস রচয়িতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক ভ্রমণ কাহিনী লেখক। পশ্চিম-বঙ্গের বিশিষ্ট পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা গ্রন্থটি রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ ও রম্যরচনা: ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা, ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্ব-প্রকৃতি, পাতালের ঐশ্বর্য সন্ধান, সোনা সোহাগ, ভূ-প্রকৃতি বিজ্ঞান। ভ্রমণ কাহিনী: গঙ্গা থেকে চম্বল, ছোটনাগপুরের বনে জঙ্গলে বনে বনান্তরে, আরাকান থেকে আরাবল্লী। উপন্যাস: সঙ্ঘমিত্রা, অগ্নিযুগের অনামা সৈনিক, অগ্নিরথ, বনলীনা, বনের গহনে। বিজ্ঞান ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস: রক্ত-প্রবাল, গভীর গহন, কালনাগিনীর আক্রোশ,

ইউরেনিয়াস রহস্য, অনুবীক্ষণ রহস্য, ঘাসবনের রহস্য। বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য উপন্যাস : (বড়দের) : নীল সংকেত। বন্য প্রাণী বিষয়ক রম্য রচনা : বন্যরা বনে, বন্য প্রাণী, বনে যারা থাকে।

সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ ব্রজবালা, স্বামী (বামন দ্বাদশী, ভাদ্র ১২৬০—৫।৪।১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) জন্ম : ধামরাই, মৃত্যু : হাওড়া। পিতা : হরিমোহন চৌধুরী, ১মা পত্নী : বিন্দুবাসিনী, ২য়া পত্নী : জানকীবালা, (কোকিলাদেবী)। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স, ঢাকা কলেজ থেকে এফ্. এ., পরে অন্যত্র বি. এ. পাশ। এম্. এ. ক্লাশ পর্যন্ত অধ্যয়ন। সস্ত্রীক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত। গেণ্ডরিয়া আশ্রমে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তীর্থ পর্যটনকালে নাসিকে দণ্ডী দিগম্বর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট পূর্ণ সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত। বৃন্দাবনে রাধিকানাথ গোস্বামীর নিকট গোপীভাবে সাধনপ্রণালী শিক্ষার পরে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ পূর্বক ব্রজগোপীর বেশে সাধনায় নিরত। রাধিকানাথ কর্তৃক শ্রীরাধা দাসী ব্রজবালা নামে অভিহিত হওয়ায় বৃন্দাবনে ব্রজবালা নামে সমধিক পরিচিত। বৃন্দাবনে গোপীনাথ মন্দিরের নিকটে বিজয়কৃষ্ণ কুঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা (১৩০৪-৫) ও জয়পুর থেকে আনীত শ্রীরাধা-ব্রজনাগর মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। বৃন্দাবনে বাসকালে মথুরার জনৈক চৌবে ব্রাহ্মণকন্যা জানকীবালাকে (কোকিলাদেবী) বিবাহ করেন। ধামরাই গ্রামে বৃন্দাবন থেকে আনীত বিগ্রহসমূহের প্রতিষ্ঠাতা। স্বগ্রামে প্রথমা পত্নীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় শেষজীবনে হাওড়াবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : চিত্রমোচন কাব্য, প্রীতিকুসুম, ধ্রুবচরিত্র, প্রসূনাঞ্জলি, লীলাম্বুধি, গীতি-বৈজয়ন্তী, Sri Radha Krishna Gauranga in the Best Indian Pelf, The Divine Manual.

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য (১০৯৩—২০।৪।১৯৭৩) মৃত্যু : কলিকাতায় শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে। প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। যাদবপুর ও গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বহু গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ভারতের ইতিহাসের অভিধান।

সচ্চিদানন্দ সরকার। ছদ্মনাম : নিগূঢ়ানন্দ। নিবাস : কলেজ রো, বেহালা, কলিকাতা-৩৮। প্রকাশিত গ্রন্থ : সরস্বতী বাই (উপন্যাস), ইরাণ কন্যা, পঞ্চনদীর তীরে, প্রতীক্ষিতা, আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ), সবুজ মাঠের ইতিকথা।

সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। সাধক। ধর্মগ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাধন প্রদীপ, গুরুপ্রদীপ, গীতা প্রদীপ, সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য, পূজাপ্রদীপ, সন্ধ্যারহস্য, কাশীধাম, জ্ঞানপ্রদীপ, গদাধর।

সজনীকান্ত দাস (২৫।৮।১৯০০—১৯৬২) ছদ্মনাম : ভাবকুমার প্রধান, অনুপ্রাসরঞ্জন সেন, অবলাকান্ত হাঁ, M. A. A. Z., অরসিক রায়, আবোলতাবোল সেন, উদ্‌ভ্রান্ত পাঠক, কুড়ুলরাম, কেবলরাম গাজনদার, গণদাস বণিক, গণেশ সাহা, গাজী আব্বাস বিটকেল, গোপালদা, অরুণচাঁদ উধাও, দোদুল দে, নববিষ্ণু শর্মা, বটুকলাল ভট্ট, লিলিপ্রিয়া সেন, বস্তুসুন্দর পথিক, বেচারাম মাইতি, বেতাল, মেঠো ভূত, হতাশ হালদার, শ্রীস। জন্ম : বর্ধমানের বেতালবন গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : রায়পুর, বীরভূম। পিতা : হরেন্দ্রনাথ দাস, মাতা : তুঙ্গলতা। মালদহ জেলা স্কুল ও পাবনা

জেলা স্কুলে অধ্যয়নের পরে দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৯১৮)। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কারণে অধ্যয়ন সম্ভব না হওয়ায় বাঁকুড়া ওয়েস্‌লিয়ান মিশনারী কলেজ থেকে আই. এস্. সি. ও কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এস্. সি. পাশ (১৯২২)। বরাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পড়ার সময়ে শনিবারের চিঠি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। পত্রিকাটির ১১শ সংখ্যা থেকে পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক। প্রবাসী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, সঙ্গীত রচয়িতা ও গবেষক;—চলচ্চিত্র নাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতা। ব্যঙ্গ রচনায় নিপুণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩৪৪-৪৬), পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৪৬-৪৭), সম্পাদক (১৩৫২-৫৫) ও সভাপতি (১৩৫৯), প্রথম রচনা 'আবাহন' ভাবকুমার প্রধান ছদ্মনামে শনিবারের চিঠিতে ও 'স্বপ্ন জাগরণ' স্বনামে প্রবাসীতে প্রকাশিত। নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্রসঙ্ঘ, সাহিত্যসেবক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, পরিভাষা সংসদ, এডাল্ট এডুকেশন কমিটি, ফিল্ম সেন্‌সার বোর্ড প্রভৃতির সদস্য, সহ-সভাপতি বা সভাপতি। শনিরঞ্জন প্রেস ও রঞ্জন পাবলিশিং হাউস-এর প্রতিষ্ঠাতা। স্বদেশী সঙ্গীত ও অভ্যুদয় গীতিনাট্যের অধিকাংশ সঙ্গীত রচনা করে খ্যাতিপ্রাপ্ত। কবিত্বের সঙ্গে মনোবিশ্লেষণ ও সাংকেতিকতার সমন্বয় উপন্যাসের বিশিষ্ট গুণ। সম্পাদিত পত্রিকা: শনিবারের চিঠি (আশ্বিন ১৩৫৫—), বঙ্গশ্রী (১৩৩৯-৪১), দৈনিক বসুমতী, অলকা (১৩৪৫-৪৭)। সহ-সম্পাদক: শনিবারের চিঠি (আশ্বিন, ১৩৩৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: পথ চলতে ঘাসের ফুল (গীতিকাব্য-১৩৩৬), মনো দর্পণ (ব্যঙ্গ কবিতা) মধু ও হুল (১৩৩৮), অঙ্গুষ্ঠ (ব্যঙ্গ কবিতা—১৩৩১), রাজহংস (১৩৪২), আলো আঁধারি (১৩৪৩), কেড্‌স্ ও সাণ্ডাল (১৩৪৭), পঁচিশে বৈশাখ (১৩৪৯), মানস সরোবর (১৩৪৯), রণভূমে (ব্যঙ্গ কবিতা—১৯৩১)। উপন্যাস: অজয় (১৩৩৬), মৃত্যু দূত (১৩৫১), রাজমোহনের স্ত্রী (বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবাদ)। গল্প: কলিকাল (হাসির গল্প—১৩৪৭), আকাশ বাসর (১৩৫১), প্রবন্ধ ও সমালোচনা: উইলিয়ম কেরী (১৩৪৯), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ—১৩৪৯), বাংলার কবিগান (১৩৫১), বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৩৫৩), পথের সন্ধান (১৩৫৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কাশীরাম দাসের মহাভারত (১৩৩৪), রজত জয়ন্তী: ভারত সাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯৩৫), বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (অন্যতম—১৩৪৪), কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (১৩৪৬), কথোপকথন (১৩৪৯), বঙ্কিম গ্রন্থাবলী ৯ খণ্ড (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ১৩৪৫—৪৮), আলালের ঘরের দুলাল (১৩৪৭), রবীন্দ্র রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২ খণ্ড (১৩৪৭-৪৮), মধুসূদন গ্রন্থাবলী ২ খণ্ড (১৩৪৭-৪৮), ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী ২ খণ্ড (১৩৪৯—৫০), বাঙ্গালার কবি ও কাব্যগ্রন্থমালা (১৩৪৯—৫১), দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী ২ খণ্ড (১৩৫০—৫১), পালামৌ (১৩৫১), রামমোহন গ্রন্থাবলী ২ খণ্ড (১৩৫১—৫২), শকুন্তলা (১৩৫২), দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী (১৩৫৩), হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা ও অন্যান্য সমাজচিত্র (১৩৫৫), সীতার বনবাস (১৩৫৫), রামেন্দ্র রচনাবলী ৪ খণ্ড (১৩৫৬—৫৭), সারদামঙ্গল (১৩৫৬),

মহিলা (১৩৫৭), শরৎ কুমারী চৌধুরীর রচনাবলী (১৩৫৭), হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী (১৩৬১)।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় (৮।৫।১৯৪২—) ছদ্মনাম : নীলাঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম : কলিকাতার শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে। পিতা : সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : জ্যোৎস্না, পত্নী : অর্পিতা। বর্তমানে কলিকাতায় টালিগঞ্জ নিবাসী। হুগলী জেলার তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের সন্তান। তেলিনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৮), চন্দননগর কানাই লাল কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৬০), কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নন-কলেজিয়েট পরীক্ষার্থী হিসাবে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৬) উত্তীর্ণ। কলিকাতা সেণ্ট্ পিটার্স হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯৬৩—৬৮), সেণ্ট্ জেভিয়ার্স স্কুলের শিক্ষক (১৯৬৯), সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক (১৯৭৫—)। গীতবাদ্যে অনুরাগী। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় মাসিক বসুমতীতে (১৯৫৯)। ১৯৬৫ খ্রী: থেকে শ্রুতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সময়ানুগ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম (১৯৭৪—৭৫)। কবি, গল্পলেখক ও প্রবন্ধকার। যুগ্ম সম্পাদক : নতুন কবিতা (১৯৭০—৭১)। চিত্রধর্মী রোমান্টিক গদ্য কবিতা রচয়িতা। প্রকাশিত কাব্য : তৃষ্ণা আমার তরী (১৯৬৬), স্বপ্নে উপকূলে (১৯৭৭), পিকাসোর নীল জামা (১৯৭৯), মিড় (কবিতা এখন সিরিজের অন্তর্গত—১৯৮১)। ভ্রমণ-কাহিনী : ভ্রমণ (১৯৮৭)। '১৯৭৭' ও '১৯৭৯' সংকলনে কবিতা সংকলিত।

সজল বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবনে দলাদলি (বাঙ্গালী জীবনে দলাদলি সম্পর্কে সরস তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ—১৯৮৭)।

সঞ্জয় (১৭শ শতাব্দী) জৈমিনী ভারত অবলম্বনে মহাভারত রচয়িতা। বাঙ্গালা মহাভারতের প্রাচীনতম কবি। ডঃ সুকুমার সেনের মতে সঞ্জয় নামে কোন কবির অস্তিত্ব নিছক কল্পনা প্রসূত। সঞ্জয়ের নাম লেখা মহাভারতের যে পুঁথি পাওয়া গেছে তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত।

সঞ্জয় কুমার নিয়োগী (৫।৪।১৯৬৩—) ছদ্মনাম : জাসমিন। জন্ম : কোটালপুর, সাহেব গঞ্জ, বিহার। সম্পাদক : বেণুবন (কোটালপুর)।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (৪।২।১৯০৯—৪।২।১৯৬৯), জন্ম : শ্যামগ্রাম, ত্রিপুরা (বর্তমানে বাংলাদেশ)। নিবাস : ৫৪ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা—১৩। পিতা : রাজ কুমার ভট্টাচার্য, অগ্রজ : কবি ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ.। যশোর জেলায় মডার্ন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে কৃষিকার্যে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগে সফলতা প্রাপ্ত। দেশ বিভাগেয় পর মডার্ন ফার্ম পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আয়ের পথ রুদ্ধ। চাকরি গ্রহণে অনিচ্ছুক। সাংবাদিক ঔপন্যাসিক কবি ও প্রবন্ধকার। উপন্যাসে আধুনিক শিক্ষিত মানুষের যৌন বিকৃতি প্রাধান্য প্রাপ্ত। সম্পাদক : পূর্বাশা (নব পর্যায়), নিরুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : বৃত্ত (১৯৪২), মরামাটি (১৯৪২), দিনান্ত (১৯৪৩), কল্লোল, কষ্মৈ দেবায় (১৯৪৪) প্রভৃতি। ছোটগল্প : ফসল (১৯৪১), ঋণ (১৯৪৩), নতুন দিনের কাহিনী (১৯৪৬) প্রভৃতি। প্রবন্ধ : তিনজন আধুনিক কবি (সমালোচনা—১৯৪৬)। কাব্য : প্রেম ও

অপ্রেম (১৯৫২), নতুন দিন, পত্রাবলী (১৯৫৩), পৃথিবী (১৯৩৯), প্রাচীন প্রাচী (১৯৪৮), যৌবনোত্তর (১৯৪৬), সঙ্কলিতা (১৯৪২), সবিতা (১৯৫৮), সাগর ও অন্যান্য কবিতা (১৯৩৬), স্বনির্বাচিত কবিতা (১৯৫৫), উত্তর পঞ্চাশ (১৯৬৩)। গবেষণা: History of Mohenjodara—(১৯৫২)।

সঞ্জিতা সেন (১।১১।১৩৫৬ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : ২, চৌরঙ্গী টেরেস, কলিকাতা—২০। পৈতৃক নিবাস : এ, ই, ২১৭ সল্ট্ লেক, সেক্টর ১, কলিকাতা-৬৭। বর্তমান নিবাস: ৩৩২, 'স্বর্ণালী' সরোজিনী নাইডু রোড্, টম্বে নগর, মুলুন্দ (পশ্চিম), বোম্বে—৪০০০৮০। স্থায়ী নিবাস : ২৮ এ, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা—৬। পিতা: মধুসূদন দাস, মাতা : কল্পনা, স্বামী : দুর্জয় কুমার সেন। গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, যাদবপুর আর্টস্ এণ্ড্ সায়েন্স কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ ২য় বিভাগে ১ম এবং সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বি. এ.। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্ষ্ট পার্টে ১ম বিভাগে ১ম স্থান (১৯৭০), এবং ফাইন্যাল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে ১ম স্থান ও সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ইংরাজীতে এম্. এ.। প্রথমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭২—৭৩) এবং পরে বোম্বেতে পার্থে কলেজ অফ্ আর্টস্ এণ্ড সায়েন্স এর অধ্যাপিকা (১৯৭৪—৭৫)। বোম্বেতে ফ্রেণ্ডস কো-অপারেটিভ্ এডুকেশন সোসাইটিজ হাইস্কুলের (১৯৮৪—) এবং বঙ্গভাষা প্রচার সমিতির বাঙ্গালা ক্লাসের শিক্ষিকা (১৯৮৪—)। কবি, চিত্রশিল্পী, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী—নাটক রচয়িত্রী,—এবং বেতার নাটকের অভিনেত্রী। দেশ, অমৃত, মালিনী (কলিকাতা), পশ্চিমী (বোম্বে), Times of India (বোম্বে)। Famina, ধর্মযুগ প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙ্গালা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : কাল কতদূর গেছে (১৯৭৭)।

সঞ্জীব কুমার দাস (১০।৩।১৯৪৬—) ছদ্মনাম : মতিন মিয়া। জন্ম : পাথার কান্দি, কাছাড়, আসাম। পৈত্রিক নিবাস: ডঃ সুরেন্দ্র চক্রবর্তী লেন, দক্ষিণ বিলপার, শিলচর—৫, আসাম। পিতা: চণ্ডীপ্রসাদ দাস, মাতা : কমল কুমারী। শিলচর গুরুচরণ কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক (১৯৬৬), —শিক্ষক (১৯৬৮)। ষ্টেট্ ব্যাংকের করণিক (১৯৬৯-৭১), আসাম বিদ্যুৎ পর্ষদের করণিক (১৯৭১—)। কবি, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ লেখক। চলাচল, নিশানা, শতক্রতু, প্রস্তুতিপর্ব, অনীক, জনবাণী, গণমুখ, আগামী পৃথিবী, দেশপ্রেমিক, বালার্ক, কবিকণ্ঠ, কবির চিঠি, আমাদের সমকাল, কোরাস, পাণ্ডুলিপি (অসমীয়া), অনৌবা পৃথিবী—(মণিপুরী) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য : আমাদের সমকাল (৬।৭ বৎসর)। সম্পাদক : কবিতা বুলেটিন, কোরাস (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে)। প্রকাশিত কাব্য : পূর্বের হাওয়া (অপর তিন কবির সঙ্গে)।

সঞ্জীব কুমার বাগচী (১৮৮২— ?) ছদ্মনাম : নদীয়া বাতুল। জন্ম : নদীয়া জেলায়। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : সত্য-নারায়ণ, করুণাকণা।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬—) ছদ্মনাম : সঞ্জয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ছোটনাগপুরের নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলে শৈশব অতিবাহিত। কিছুকাল রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যালয়ের শিক্ষক—কিছুকাল প্রব্রজ্যা গ্রহণ কারী,—কিছুকাল সরকারী কর্মচারী।

বর্তমানে সাংবাদিক,—আনন্দ-বাজার পত্রিকার কর্মী। রস-সাহিত্যিক। নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা-কালীন কয়েকটি নাটক রচয়িতা। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'সারি সারি মুখ'। দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত গল্প চকমকি। দেশ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত রচনা 'জীবিকার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ' সঞ্জয় ছদ্মনামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত। দুটি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবিকার সন্ধানে পশ্চিম বঙ্গ, শ্বেত পাথরের টেবিল, পায়রা, সোফা কাম বেড্, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই, ক্যানসার, শাখা প্রশাখা, তৃতীয় ব্যক্তি, শঙ্খ চিল, মিলিটারি, সিন্দুক, বুদবুদ, অবশেষ, দুই মামা, নবেন্দুর দলবল, মনোময়, বালির উপর পোল, বামুনের গরু, আমার ভূত, তোয়াজ, দিন আনি দিন খাই, রসে বশে, রুকুসুকু (কিশোর উপন্যাস), কিশোর গল্প সমগ্র প্রভৃতি।

সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪—১৮।৪। ১৮৮৯) ছদ্মনাম : প্রমথ নাথ বসু। জন্ম : কাঁঠালপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা : যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুজ : সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মেদিনীপুর স্কুল ও হুগলী কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। নিজ চেষ্টায় ইংরাজী সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও ইতিহাসে পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত। অ্যাসেসারি ডেপুটি স্পেশাল সাব্-ইন্‌স্‌পেক্‌টর,—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকারি চাকরি উপলক্ষ্যে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে ও বিহারের পালামৌতে অবস্থানকারী। কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিক। গল্প পরিবেষণে দক্ষ। কাহিনী বিন্যাসে শৈথিল্য বিরাজমান। প্রকাশিত গ্রন্থ : জাল প্রতাপচাঁদ (১৮৮৩), রামেশ্বরের অদৃষ্ট (১৮৭৭), দামিনী (বড় গল্প—১৮৯৯), কণ্ঠমালা (১৮৭৭), মধবীলতা (১৮৮৪)। ভ্রমণ কাহিনী : পালামৌ (বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ১২৮৭—৮৯)। প্রবন্ধ : যাত্রা-সমালোচনা (১৮৭৫), সংকার (১৮৮২), বাল্যবিবাহ (১৮৮২), জয়চাঁদের চিঠি। Bengal Ryots : Their Rights and Liabilities. সম্পাদক : মাসিক ভ্রমর (বৈশাখ ১২৮১), মাসিক বঙ্গ-দর্শন (১২৮৪—৮৫)।

সঞ্জীব সেন (১৯৩২—) এম্. এ, জন্ম : বর্ধমান জেলায়, বর্তমান নিবাস : কোন্নগর, হুগলী। চাকুরিজীবি। প্রথম গল্প 'বাস্তব' শারদীয়া দামোদর পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫১)। দামোদর, ভাগীরথী, রাঙ্গামাটি, সত্যযুগ, রক্তকরবী, নাট্য লিপিকা, আশ্বিন, গ্রুপ থিয়েটার, পশ্চিম-বঙ্গ, নন্দন, চেতনা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। কবি, প্রবন্ধকার, নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : সময় অসময় কোলাহল (কাব্য), স্তালিন লাভিস্কি ও ব্রেশট, থিয়েটারের চালচিত্র (নাটক প্রযোজনা সম্পর্কিত) প্রভৃতি।

সত্যকিঙ্কর গোস্বামী (১৮৯১—১৯।১। ১৯৬০) সন্ন্যাসাশ্রমের নাম : ভাস্করানন্দ সরস্বতী। জন্ম : কোন্দা-গোবিন্দপুর, বর্ধমান। পিতা : দোল গোবিন্দ গোস্বামী। ঘনশ্যাম গোস্বামীর অধস্তন দশম পুরুষ। পিতার নিকট ব্যাকরণ ও উখরার কুঞ্জবিহারী চতুষ্পাঠীতে আশুতোষ স্মৃতি-তীর্থের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ থেকে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে কাব্যতীর্থ উত্তীর্ণ (১৯১১)। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিলাতি দ্রব্য ও মাদক বর্জনে এবং

চরকাকাটা ও জাতীয় শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী। পরিণত বয়সে সন্ন্যাসিনী শ্রী শ্রী জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট যোগে ও সন্ন্যাসে দীক্ষা প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ, তরণী বিদায় (সংস্কৃত কাব্য), শ্রীশ্রী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর জীবনী।

সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১।৯।১৮৯৯—১৮।১২।১৯৮০) মৃত্যু : কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী। বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ গানের ধারক, মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচারক। পঞ্চকোট, লালগোলা, নাটোর প্রভৃতি রাজসভার গায়ক। বিভিন্ন কলেজে সঙ্গীত শিক্ষক ও সঙ্গীতের পরীক্ষক। সঙ্গীত শিক্ষাশ্রয়ের অধ্যক্ষ। আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের দ্বারা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত চিত্র ও নৃত্য একাডেমির দ্বারা সম্মানিত (১৯৭৮, ১৯৮০)। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্র সঙ্গীতের এমেরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত। প্রকাশিত সঙ্গীত সম্পর্কিত গ্রন্থ : সঙ্গীতজ্ঞান প্রবেশ, সঙ্গীত মুকুর, সঙ্গীত ও কাহিনী প্রভৃতি।

সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, সাহিত্য বিনোদ (?—১৯৬২) পৈতৃক নিবাস : সমুদ্রগড়, বর্ধমান, মৃত্যু : নবদ্বীপ, নদীয়া। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ। কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেশবন্ধু কথা (১৯২৫), বাঙ্গালা অমরকোষ (যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস সহ)। সম্পাদিত গ্রন্থ : কবিতা রত্নাবলী ১ম (১৩২০), ঐ ২য় (১৯১৩)।

সত্যকিঙ্কর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ, রায় বাহাদুর (৫।৫।১৮৭৪—৭।১০।১৯৬০)। জন্ম : শুঁড়ি পুষ্করিণী, বাঁকুড়া। বর্ধমান থেকে এনট্রান্স (১৮৯১) ও এফ. এ. (১৮৯৪) জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লিজ থেকে বি. এ. পাশ। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কাব্যাদিতে ব্যুৎপন্ন। অশ্বারোহণে ও শিকারে দক্ষ। বাঁকুড়াবাসী (১৯১৭ থেকে)। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম চালকল শ্রীধর রাইস মিলের প্রতিষ্ঠাতা, বাঁকুড়া শহরে ৯।১০ বিঘা অনুর্বর জমিতে পুষ্করিণী খনন ও ফুল-সব্জীর চাষ করে বাঁকুড়া রানীগঞ্জ রাস্তার ধারে আদর্শ কৃষিশালার প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া ওয়েলেসলি কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা স্কুল কমিটির সদস্য, কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের ডিরেক্টর, সাবজেলের পরিদর্শক—অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও বিষ্ণুপুর থেকে নির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য। হিতবাদী, সঞ্জীবনী, সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও বসুমতী পত্রিকায় কবিতা লেখক। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ চণ্ডী দাস প্রসঙ্গ, শকুন্তলা প্রসঙ্গ, মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব, শুক্তা, কলিকা (কাব্য), যূথিকা (কাব্য) প্রভৃতি।

সত্যকৃষ্ণ রায়। চিকিৎসক। সম্পাদক : চিকিৎসক ও সমালোচক (১৩০১—৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব।

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়। নিবাস : ছাড়াগলি, চুঁচুড়া, হুগলী। প্রকাশিত নাটক : শেষ থেকে স্বরু।

সত্য গুপ্ত (১৯১৮—) নিবাস : ২৯, নর্থ রেঞ্জ, কলিকাতা—২৭। প্রকাশিত গ্রন্থ : না (উপন্যাস), ডহরপামি (গল্প)।

সত্য গুপ্ত (?—৯।৮।১৯৬৯) কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক। পরিচয় পত্রিকায় কর্মাধ্যক্ষ। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সির সঙ্গে

যুক্ত। সম্পাদক : নন্দন।

সত্য ঘোষাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : গোবিন্দ সামন্ত (অনুবাদ)।

সত্য চরণ গুপ্ত। সম্পাদক : ক্ষত্রিয় বান্ধব (১৩৩৫)। প্রকাশিত কাব্য : ললিত কাব্য (১২৮২)।

সত্য গুহ (১৷৩৷১৯৩৫—)। জন্ম : বরিশাল, বাংলাদেশ। নিবাস : ৬৭৭৷১, অশোক নগর, ২৪ পরগণা। কবি। প্রথম কবিতা মোহনা পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫১)। প্রকাশিত কাব্য : চেনা অচেনার ভীড়ে আমার মুখ (১৯৬৫), এ যেন বারবেলা (১৯৬৭), অবিরাম ভীড়ে ও জীবনে (১৯৮১), সত্য গুহর ঘরবাড়ী ও প্রেম (১৯৮২) ইত্যাদি।

সত্য গোপাল পাল (৮৷৯৷১৩৩৭/২৪৷১২৷১৯৩০—)। জন্ম : কালিন্দীপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা : রাইরমণ পাল, মাতা : সুকুমারী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ভাই বোন, শুকতারা, মন্দির, উদয়ন, প্রভাত, উজ্জীবন, যষ্টিমধু, সংহতি, শ্রীচরণেষু, জন সেবক, যুগান্তর, সম্মেলনী, ভারতবর্ষ, ছোটদের কাগজ, হাওড়া বার্তা, জনশিক্ষা, কথাবার্তা, মৌচাক, পাঠশালা, ডান পিটেদের আসর, নবীন, সারদা, চন্দনা, বঙ্গীয়তিলি সমাজ, দৈনিক বসুমতী, জীবন ও সমাজ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভক্তের কথা (বৈষ্ণব সাধকদের সম্পর্কে নানা তথ্য—১৯৬২)।

সত্যচন্দ্র বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুরাণ সংগ্রহ, মহাভারত।

সত্যচরণ চক্রবর্তী। নিবাস : কোন্নগর, হুগলী। ঔপন্যাসিক। সম্পাদক : খোকাখুকু (১৩৩০), যুগ্ম সম্পাদক : ঝঙ্কার। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গবধূ, গৌরী (১৯১৮), চিত্রকর (গল্প—১৯১৮), বাঙ্গালী বীর (১৯১৯), সোনার শিকল, রানী দুর্গাবতী (১৩২৭), কনে বউ (১৩২৯), প্রেমের হাট (১৩৩২), মিলন প্রহেলিকা, চিত্রে সতী সাধ্বী, সোরাব রুস্তম, সিদ্ধ বাবা, হাতেম তাই, দ্রৌপদী, সতী রানী, দাতা কর্ণ, বামনের দেশ, দৈত্য-পুরী, ঠাকুরমার ঝোলা, মজার গল্প, গল্প কথা, ডাইনীর বাঁশী, ভক্তির ডোর, সোনার চাঁদ, হর পার্বতী, ফুল দেবী।

সত্যচরণ মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : চুম্বন (১৮৮৪)। উপন্যাস : অবলাবালা, আকাশ গঙ্গা (১৯০২), বড় বউ বা সুধাবৃক্ষ (১৮৯২), সহমরণ প্রভৃতি।

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। পিতা : রাজ-স্থানের চোলপুর নিবাসী সর্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা : লেখিকা গিরীন্দ্র-নন্দিনী দেবী। আইনজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাময়িক ভারতের ইতিবৃত্ত।

সত্যচরণ লাহা। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক প্রকাশিত গ্রন্থ : হোমিওপ্যাথিক গৃহ চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথিক কলেরা বা ওলাউঠা চিকিৎসা (১৩২১)।

(ডঃ) সত্যচরণ লাহা (১৮৮৮—১৯৮৪) এম্. এ. পি. আর. এস্. পি. এইচ্. ডি। জন্ম : কলিকাতায় বিখ্যাত লাহা বংশে। পিতা : অম্বিকাচরণ লাহা। পক্ষিতত্ত্ববিদ্। আগরপাড়ার বাগান বাড়ীতে পক্ষী প্রতি-পালক। পাখী সম্পর্কে গবেষণা-মূলক গ্রন্থ রচয়িতা। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : পক্ষী বিষয়ক পত্রিকা : প্রকৃতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : কালিদাসের পাখী।

সত্যচরণ শাস্ত্রী (১২৷৪৷১৮৬৬—১৯৩৫) জন্ম : দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা, মৃত্যু-

কলিকাতায়। স্বগ্রামে বাঙ্গালা ও ইংরাজী অধ্যয়নের পরে ১৫ বৎসর বয়সে কাশীতে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট শিক্ষা লাভ করে শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত। বহু ভাষাবিদ। হিন্দী, মারাঠী ও রুশ ভাষায় পণ্ডিত। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য মহারাষ্ট্র, শ্যাম, জাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত, বঙ্গের শেষ হিন্দু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত, মহারাজ নন্দ-কুমার চরিত, ক্লাইভ্ চরিত, ভারতে অলিকসন্দর, আলিবর্দি খাঁ প্রভৃতি।

সত্যচরণ সেন (?—১৯৩২)। জন্ম : হরিপুর, নদীয়া, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, সাহিত্যিক। কবিরাজ যামিনী ভূষণ রায়ের অনুরোধে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ, নাটক ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা। সম্পাদক : আয়ুর্বিজ্ঞান (১৩৩৩—৩৪), আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী (১৩৩৮—৩৯)।

সত্যজিৎ রায় (২।৫।১৯২১—) পৈতৃক নিবাস : মশুয়া, মৈমন-সিংহ। নিবাস : কলিকাতা। পিতা : শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়, মাতা : সুপ্রভা, পিতামহ : উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, খুল্লতাত : সুবিনয় রায়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতি সহ বি. এ. পাশ। মাতা সুপ্রভা ও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে শান্তিনিকেতনে ফাইন আর্ট্স্-এর ছাত্র। নন্দলাল বসু ও বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের নিকট চিত্রাঙ্কনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বিজ্ঞাপন কোম্পানী ডি. জে. কীমার-এর জুনিয়র ভিজুয়ালাইজার (১৯৪৩), বহু গ্রন্থের প্রচ্ছদ-নির্মাতা। ক্যালকাটা ফিল্ম্ কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৭)। আলোক চিত্র গ্রহণে দক্ষ। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রশিল্পী ও শিশুসাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮৫), ফরাসী সরকার কর্তৃক লিজিয়ন অফ্ অনার সম্মানে ভূষিত (১৯৮৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রহস্য কাহিনী : গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য, বাদশাহী আংটি, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, সোনার কেল্লা, বাক্স রহস্য, কৈলাসে কেলেংকারী, রয়েল বেঙ্গল রহস্য, জয় বাবা ফেলুনাথ, ফেলুদা-এণ্ড্ কোং, গোরস্থানে সাবধান, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, হত্যাপুরী, যত কাণ্ড কাটমাণ্ডুতে, টিনটোরেটোর যীশু, ফেলুদা ওয়ান, ফেলুদা টু, প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা, সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু, মহাসংকটে শঙ্কু, স্বয়ং প্রোফেসার শঙ্কু, শঙ্কু একাই প্রভৃতি। গল্প : এক ডজন গপ্পো, আরো এক ডজন গপ্পো, মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প, তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ, ফটিক চাঁদ, পিকুর ডায়েরী ও অন্যান্য (বড়দের), আরো বারো এবারো ইত্যাদি। আত্মকাহিনী : যখন ছোট ছিলাম। প্রবন্ধ : বিষয় চলচ্চিত্র। অনুবাদ : নেড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম, ব্রেজিলের কালো বাঘ। রূপকথা : সুজন হরবোলা। সম্পাদিত গ্রন্থ : সেরা সন্দেশ, রসগল্প।

সত্যজিৎ রায়। নিবাস : ১/১, বিশপ লেফ্রয় রোড্, কলিকাতা-২০। প্রকাশিত উপন্যাস : কাঞ্চনজঙ্ঘা।

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। জন্ম : উত্তর-পাড়া, হুগলী। সম্পাদক : মাসিক শ্রীশ্রী নিত্যধর্ম।

সত্যদাস মণ্ডল (১।১।১৯৫১—) নিবাস : ২৯, রাজেন্দ্র চ্যাটার্জি রোড্ কলিকাতা-৩৫। প্রকাশিত কাব্য : এটা ঠিক নয়।

সত্যদেব ব্রহ্মর্ষি (১৯।৯।১২৯০—২৩।৩।১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : বরিশালের নবগ্রামে, মৃত্যু : কার্মাটার, সাঁওতাল পরগণা, বিহার। পিতৃদত্ত নাম : শরৎ চন্দ্র। পিতা : কৈলাস চন্দ্র, মাতা : সারদা সুন্দরী। মাতৃ সাধক,—স্বদেশ প্রেমিক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে স্বদেশ-মাতৃকা পূজার পুরোহিত (অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৩২)—বিহারের কার্মাটরে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক,—গৃহী সন্ন্যাসী,—ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্যটক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য ৩ খণ্ড, যোগ রহস্যম্, সত্যপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

সত্যনাথ বিশ্বাস। সম্পাদক : শ্রী শ্রী নিত্যধর্ম (১৩২০)।

সত্যনারায়ণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : রোমাঞ্চকর রাশিয়া।

সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৯১৮—২৬।৪।১৯৭৪)। জন্ম ও স্থায়ী নিবাস : ক্ষীর গ্রাম, বর্ধমান। নিবাস ও মৃত্যু : নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা : মাধবেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে 'এ' গ্রুপে এম্. এ. (১৯৪০) ও 'বি' গ্রুপে এম. এ. (১৯৪৩)। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে পারদর্শী। বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নবদ্বীপে ব্যাকরণ চর্চা (নবদ্বীপ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মুক্তিদূত পত্রিকায় ধারা বাহিকভাবে প্রকাশিত)।

সত্যনারায়ণ স্মৃতিসাংখ্যবেদান্ততীর্থ (২৬।১০।১২৯৩ বঙ্গাব্দ—?)। জন্ম : পচতহি গ্রাম। পিতা : নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাম্বুধি। দাঁইহাট (বর্ধমান) ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক—বীরভূম কুণ্ডল রূপাম্বুবিন্দু চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বরস্বত্যাষ্টক, হর্ষাষ্টক, তারাষ্টক, কালী সহস্র, বীরভদ্র, ভূতশুদ্ধি, ভার্যাষ্টক, অদৃষ্টদোষ, মিবার প্রতাপ।

সত্যনারায়ণ সেন, কবিরঞ্জন। কবিরাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ : হরিনাথ চরণামৃত (১৩২২)।

সত্যপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। সম্পাদক : মাসিক উষা (১৩৩৭)।

সত্যব্রত দে। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা (সমালোচনা)।

সত্যব্রত ভঞ্জ চৌধুরী। প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ : দি কাউন্ট্ অফ্ মন্টোক্রিষ্টো।

সত্যব্রত সামশ্রমী (২৮।৫।১৮৪৬/শুক্লা পঞ্চমী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৩—১।৬।১৯১১)। পিতৃদত্ত নাম : কালিদাস, পরে সত্যনিষ্ঠার জন্য পিতা কর্তৃক পরিবর্তিত নাম : সত্যব্রত। জন্ম : পিতার কর্মস্থলে পাটনায়। পৈতৃক নিবাস : ধাত্রীগ্রাম, থানা-কালনা, বর্ধমান। পিতা : ডেপুটি কালেক্টর রামদাস চট্টোপাধ্যায় বাচস্পতি। আট বৎসর বয়সে কাশীতে গুরু গৌড়স্বামী তারক ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর তত্ত্বাবধানে সরস্বতী মঠে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ২০ বৎসর বয়সে পাণিনি ব্যাকরণ, চতুর্বেদ, ষড়্ দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত। সহপাঠী : বিশ্বরূপানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী। অধ্যয়ন সমাপ্তির পরে (১৮৬৬) কয়েকজন ছাত্র সহ দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত ভ্রমণ করে শেষে একাকী কৈলাস, মানস সরোবর, কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী ও কাশ্মীর ভ্রমণ কারী। নানা স্থানে পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় রত। বেদবিদ্যায় পাণ্ডিত্যের জন্য বুন্দীরাজ প্রদত্ত

সামশ্রমী উপাধি প্রাপ্ত। কাশ্মীর রাজের আমন্ত্রণে কাশ্মীর ভ্রমণ। জয়পুরে রাজ পুরোহিত পাণ্ডিত্যগর্বী হরিশ্চন্দ্রের শাস্ত্রবিচারে পরাজয়বরণ। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্তপণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের আগ্রহাতিশয্যে তৎপুত্র মথুরানাথ পদরত্নের কন্যা সর্বমঙ্গলার সহিত বিবাহ। কিছুকাল কাশ্মীরের রাজা রণবীর সিংহের সভাপণ্ডিত। কাশী থেকে বৈদিক শাস্ত্রাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রত্ন কম্র-নন্দিনী নামে মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক (১৮৬৭—৭৮)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুরোধে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকায় সামবেদ সংহিতা সম্পাদনায় ভারপ্রাপ্ত। পিতার মৃত্যুর পর (১৮৭০) সপরিবারে কলিকাতাবাসী। বেদাদি শাস্ত্র প্রচারে ও বঙ্গানুবাদে ব্রতী। পত্নী বিয়োগ (১৮৯৩)। বেদ প্রচারের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। এসিয়াটিক সোসাইটির এসোসিয়েট্ মেম্বর (১৮৯২), ফিললজিক্যাল কমিটির নির্বাচিত সভ্য (১৯১১), লর্ড কার্জনের সঙ্গে উক্ত সভার অনারারি ফেলো নির্বাচিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক (১৮৯২), পরে বেদ গ্রুপের লেকচারার ও পরে রীডার। কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কলিকাতায় নিজস্ব চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, বিপিন চন্দ্র পাল, হরিনাথ দে, প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সম্পাদিত পত্রিকা: মাষিক উষা (১৮৮৯-১৯০৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ: ঋগ্বেদ সংহিতা, ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ (সায়ন ভাষ্য সহ), আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (ঐ); সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ, অক্ষর (ভাষ্য সহ), অষ্ট বিকৃতি বিবৃতি (ভাষ্য সহ), বিকৃতি বল্লী (ভাষ্য সহ), নারদীয় শিক্ষা, সাম প্রাতিশাখ্য, গৃহ্য সংগ্রহ, সামপদ সংহিতা (টিপ্পনী সহ), নিরুক্তালোচনম্, কারণ্ড ব্যূহ, কবি কল্পলতা (ভাষ্য সহ) প্রভৃতি। সভাষ্য ও সানুবাদ: যজুর্বেদসংহিতা (মহীধর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ), সামবেদ সংহিতা (সায়ন ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ), আগ্নেয় ও ঐন্দ্র পর্ব, সামবিধান ব্রাহ্মণ, সামসূচী (বঙ্গানুবাদ সহ), আরণ্যক সংহিতা (সায়ন ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ), মন্ত্র ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, গোভিল গৃহ্যসূত্র, যজ্ঞপরিভাষা সূত্র, স্নানবিধি ও স্নান মন্ত্র (বঙ্গানুবাদ সহ) ঋতু মণ্ডলানি (ঐ), ত্রয়ী ভাষা (বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সহ), মীমাংসা দর্শন (স্বীয় ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ) প্রভৃতি। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থ: বৌদ্ধ-দর্শন (অনুবাদ), সাংখ্যদর্শন (আলোচনা), বহুবিবাহ বিচার, দেবতাতত্ত্ব দেবতা বিষয় বর্ণনা (১৮৭৩) প্রভৃতি।

সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ১৫১৩ সাল।

সত্যভূষণ সেন (প্রয়াত)। নিবাস: গৌহাটী, আসাম। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য। রস রচনায় নিপুণ। যুগান্তর পত্রিকায় 'শিলঙের চিঠি' শিরোনামায় তথ্যপূর্ণ রাজনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধ লেখক। প্রবাসী, ভারতী, ভারতবর্ষ, দেশ প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ইংরাজী কবিতা ও গল্প বিদেশের সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত।

সত্যরঞ্জন বসু (১৮৯৪—১৭।৩।১৯৭৪) বি. এ.। মৃত্যু: আগরতলা, ত্রিপুরা। পিতা: মোক্ষদা কুমার বসু। কলিকাতা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্র। ত্রিপুরা রাজ প্রাসাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট্। ব্যাংক ব্যবসায়ের অন্যতম পথিকৃৎ। ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্রিকায়

প্রবন্ধ লেখক। পরিচালক : ত্রৈমাসিক রবি (১৯২৪-৩০)।

সত্যরঞ্জন বক্সী। সম্পাদক : সাপ্তাহিক বাংলা কথা।

সত্যরঞ্জন রায় এম্. এ.। জন্ম : ভারেঙ্গা, পাবনা। মুঙ্গের কলেজের অধ্যাপক,—মেট্রোপলিটান ইন্‌স্‌টিটিউসনের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাজা দেবীদাস, অবগুণ্ঠিতা (১৩১৬), চক্ষুদান (১৩১৯), বর্ণাশ্রমধর্ম ও বৈশ্য জাতি (১৩১৮), বেণী রায়, স্নেহের ঋণ।

সত্যরঞ্জন সেন (৫।৮।১৮৮৭—?) এম্. এ. বি. টি.। জন্ম : জনাই, হুগলী। নিবাস : ১০৬/বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্., কলিকাতা-৪। শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে হাস্যরস (১৯২৭), প্রাচ্য গরিমা (১৯৪১), মিথ্যার জয় (গল্প-১৯৩১)। প্রভারত্নাকর (১৯৫৭)।

সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক : মাসিক বসুধা (১৩০৮)।

সত্যাদেশ আচার্য (৮।২।১৯৪৪—)। জন্ম : ময়মন সিংহ, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ১৯/৪, পীতাম্বর ঘটক লেন, কলিকাতা—২৭। সরকারী চাকুরে,—কবি। প্রকাশিত কাব্য : এখানেই শেষ নয় (১৯৮১), কবিতা যখন সামাজিক (১৯৮৩)।

সত্যানন্দ গুহ (১৯৪২—) জন্ম : কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ছদ্মনাম : আনন্দ রায়, নীলকমল গুহ। নিবাস : ৭, পার্ল রোড্., কলিকাতা—১৭। সংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রতিনিধি (গল্প সংকলন), দ্রৌপদী (উপন্যাস), নারী পুরুষ (প্রবন্ধ সংকলন)। সম্পাদিত গ্রন্থ : জাতক (গল্প সংকলন)। সম্পাদিত পত্রিকা : প্রতিনিধি।

সত্যানন্দ দাস। সম্পাদক : মাসিক ব্রহ্মবাদী (১৩০৭)।

(স্বামী) সত্যানন্দ দেব (?—১৯৬৯) প্রকৃত নাম : সুব্রত মুখোপাধ্যায়। পিতা : কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি. এ. ও অর্থনীতিতে এম্. এ.। রামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দের মন্ত্র শিষ্য। শক্তি-উপাসক-সিদ্ধ সাধক। জপ ধ্যান পূজা সাহিত্য শিল্প অভিনয় ইত্যাদিতে প্রেরণা-দাতা। ভক্তিগীতি রচয়িতা। ইনি প্রত্যহ দুটি গান লিখে নিজে গেয়ে শ্যামা মা ও গোপালজীর চরণে উপহার দিতেন।

সত্যানন্দ স্বামী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নাম : সত্যচৈতন্য। স্বামী নিগমানন্দের শিষ্য। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : আপনি আচরি, গীতানুবচন প্রভৃতি। সম্পাদক : শ্রী সুদর্শন।

সতীকুমার নাগ (২৮।৮।১৯১৩—)। জন্ম : মৈমন সিংহ। নিবাস : ১৩।২-বি, বেনিয়া-টোলা লেন, কলিকাতা—৯। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : চলার পথে (১৯৩৫), হাজার বছর পরে আমাদের কবি (১৯৪২)। জীবনী : কমলের গড়া দেশ (১৯৫৪), ছোটদের নেতাজী (১৯৪৬), সত্যের পূজারী বাপুজী (১৯৪৮)। গল্প : গল্পের মিছিল (১৯৫৬)।

সতীদেবী মুখোপাধ্যায় (১৯২০—)। জন্ম : দার্জিলিং এ হ্যাপি ভ্যালি চা বাগানে। নিবাস : ২২ বি, জনক রোড কলিকাতা—২০। পিতা : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : পান্না রানী, স্বামী : অমূল্য মুখোপাধ্যায়। বসুমতী, বাতায়ন, দীপালি, মহিলা, খেয়া, রবিবাসরীয় আনন্দ বাজার প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : একপাটি

হতো, এতদিন বসেছিলাম (ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে)।

সতীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (২০।১।১২৮৭/১।৫।১৮৮০—?)। জন্ম : জামালপুর, বর্ধমান। পিতা : হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মাতা : এলোকেশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে (বেদান্ত) এম্. এ. সাহিত্যরত্ন। বর্ধমান জেলার চকদীঘি সারদা প্রসাদ অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (৪০ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রী শ্রী গীতামৃত (গীতার ব্যাখ্যা), রামলীলামৃত (রামায়ণের দার্শনিক ব্যাখ্যা)।

সতীনাথ ভাদুড়ী (২৭।৯।১৯০৬—৩০।৩।১৯৬৫) ছদ্মনাম : চিত্রগুপ্ত। জন্ম : বিহারের পূর্ণিয়া শহরে ভাট্টা বাজারে, মৃত্যু : পাটনায়। আদি নিবাস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা : পূর্ণিয়ার লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। পূর্ণিয়া জেলা স্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৪), পাটনা সায়েন্স কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯২৬), অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯২৮), পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯৩০), বি. এল্. (১৯৩১)। পূর্ণিয়ায় পিতার সঙ্গে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত (১৯৩২—৩৯)। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত (২৫।৯।১৯৩৯), জাতীয় কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী,—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত,—জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারি (১৯৪০)। কংগ্রেস সেবী হিসাবে তিনবার কারাদণ্ডিত (১৯৪০-৪৫)। সর্বোদয় নেতা বৈদ্যনাথ ভাদুড়ীর টিকাপট্টি আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন (১৯৪০)। কংগ্রেস ত্যাগ (১৯৪৮)। বিদেশে বিশেষতঃ ফ্রান্সে বাস (১৯৪৯—৫০)। সাহিত্য সাধনায় নিমগ্ন। জাগরী উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৫০)। খ্যাতিমান কথা-সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : জাগরী (১৯৪৬), গণনায়ক (১৯৪৮), ঢোঁড়াই চরিত মানস ১ম (১৯৪৯), চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৯৪৯), ঢোঁড়াই চরিত মানস ২য় (১৯৫১), সত্যি ভ্রমণ কাহিনী (১৯৫১), অপরিচিতা (১৯৫৪), অচিন রাগিনী (১৯৫৪), চকাচকী (১৯৪৬), সংকট (১৯৫৭), পত্র লেখার বাবা (১৯৫৯), জল ভ্রমি (১৯৬২), আলোক দৃষ্টি (১৯৬৪)।

সতীনাথ মৈত্র (২৯।২।১৩৩২/১৫।৬।১৯২৫ —) জন্ম : পুঁটিয়া, রাজশাহী, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : উষুমপুর, আগরপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা : শৈলেন্দ্র নাথ মৈত্র। কবি। নীহার রঞ্জন রায় ও ত্রিদিব চৌধুরী সম্পাদিত ক্রান্তি পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। অগ্রণী, পরিচয়, উত্তর সূরী, দেশ, সারস্বত, প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আকাশের মুখ (কবিতা সংকলন—১৯৫১), মায়ারোভস্কির কবিতা (১৯৫৯), কবিতা ও মার্কসবাদ (অনুবাদ—১৯৮২), বাস্থ (অগ্রণী পত্রিকায় ধারা বাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাস,—১৯৫৭-৬০), আনন্দিত অন্ধকার (কবিতা সংকলন)। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক উত্তর কাল (প্রসূন বসু সহ), নতুন পরিবেশ (ধনঞ্জয় দাস সহ)।

সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্. এ. বি. এল্. সম্পাদক : মাসিক দেবালয় (১৩১৬)।

সতীনাথ লাহা (১৯১৪—) এম্. এ. শিল্পী ও সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : শকুন্তলা, পূর্বাপর, ছেলেদের ছড়ার বই।

(ডঃ) সতীন্দ্র নারায়ণ রায় (১৮৮৯—১৯৪১/১৩৩৪)। জন্ম : লক্ষ্মণ নাথ, জেলা বালেশ্বর, উড়িষ্যা, মৃত্যু : কটক, উড়িষ্যা।

পিতা : রায় বাহাদুর হরেন্দ্র নারায়ণ রায়, মাতা নগেন্দ্রবালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. ও বি. এল্। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি.। বিদ্যাভূষণ উপাধি প্রাপ্ত। কলিকাতা হাইকোর্টের ভাকিল, বিহার ও উড়িষ্যা হাইকোর্টের এড্ভোকেট্। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, The Journal of the Behar and Orissa Society, The Mayurbhanj Gazettee, Times of India, প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রকৃতি পরিচয় (কাব্য,—কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভূমিকা সহ—১৩৩৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ : উড়িষ্যার কথা (ক্ষিতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ভূমিকা সহ)।

সতীপ্রসাদ সেন (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : কোনের বউ (১২৯৬)।

(ডঃ) সতীশচন্দ্র আচার্য, বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় (১৫।৪।১২৭৭/৩০।৪।১৮৭০-২৫।৪।১৯২০)। জন্ম : নবদ্বীপে কমলাকর জোতিষীর বংশে। পিতা : পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল থেকে ১৫ টাকা বৃত্তি সহ এনট্রান্স উত্তীর্ণ (১৮৮০), কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১ম স্থান ও স্বর্ণ পদক লাভ করে বি. এ. উত্তীর্ণ (১৮৯২), পর বৎসর সংস্কৃত কলেজ থেকে এম্. এ. উত্তীর্ণ। শিবনারায়ণ শিরোমণির নিকট ব্যাকরণ, মহেশ ন্যায়রত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার ও গোবিন্দ শাস্ত্রীর নিকট দর্শন, স্মৃতি ও বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভা থেকে বিদ্যাভূষণ উপাধি প্রাপ্ত। কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা কালে মহামহোপাধ্যায় অজিত ন্যায়রত্ন ও যদুনাথ সার্বভৌমের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন। পালি, তিব্বতীয়, চীন, জাপান ও শ্যাম দেশীয় ভাষা এবং জার্মান ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন। কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক (১৮৯৩-৯৭)। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৯০০)। পালিভাষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. উত্তীর্ণ (১৯০১)। বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট কর্তৃক তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত (১৮৯৭)। রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের সহযোগিতায় তিব্বতী ইংরাজী ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধানের সংকলক। গ্রিফিথ্ পুরস্কারে সম্মানিত। History of Indian Logic গ্রন্থের জন্য পি. এইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। সিংহলে মাহিন্দা কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষার অধ্যক্ষ। রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি (লণ্ডন) ও রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতার সভ্য। বুদ্ধিষ্ট টেক্স্ট্‌বুক সোসাইটির সহ-সম্পাদক ও কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটির কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক। সাহিত্য পরিষদের যশোর অধিবেশনের সভাপতি। বৌদ্ধ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য 'ত্রিপিটক বাগীশ্বর', নিখিল ভারত জৈন কন্‌ফারেন্স্ থেকে 'সিদ্ধান্ত মহোদধি' (১৯১৩), যোধপুর শ্বেতাম্বর জৈন কন্‌ফারেন্স্ থেকে 'শাস্ত্র সুধাকর' উপাধি প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আত্মতত্ত্ব প্রকাশ, পালি ব্যাকরণ, বুদ্ধদেব, ভবভূতি, Tibetan Dictionary (শরৎচন্দ্র দাস সহ), Nayasutras and Gautama, Six Systems of Indian Philosophy প্রভৃতি। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৩০১—২৩))।

সতীশ চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণতীর্থ (৮।২। ১২৯৬—২৭।৩।১৩৬১)। জন্ম : কান্দী,

মুর্শিদাবাদ। পিতা : জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : কোষ সংগ্রহ।

সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা (১৮৮৭—?) ছদ্মনাম : সেহঙ্গল, স. চ. ঠাকুর, মৃত্যু : সেহঙ্গল। নিবাস : ইণ্ডিয়ান হোম, গান্ধীগ্রাম, বারাণসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : গান্ধী কীর্তন (১৯২২), প্রাচ্যবর্গী করণ পদ্ধতি (ইংরাজী ও সংস্কৃত—১৯৩২), গ্রন্থাগমন ক্রমনিকা (হিন্দী—১৯৩৩), Gandhi Mahatma (১৯২২)।

সতীশ চন্দ্র ঘটক (৪।৫।১৮৮৫—১৬।৬। ১৯৩২) এম্. এ. বি. এল্.। মৃত্যু : ভবানীপুর, কলিকাতা। আইনজীবী। কবি—গল্পকার ও নাট্যকার। ব্যঙ্গ লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : ঝলক (১৯২৩), লতিকাগুচ্ছ (১৯৩০)। গল্প : সতীর জেদ (১৯২৪), দুই চিঠি (১৯২৮)। প্রবন্ধ : রঙ্গ ও ব্যঙ্গ। নাটক : নাটিকাগুচ্ছ ৫ খণ্ড (১৯২৯), হাটে হাঁড়ি (১৯২৯), অগ্নিশিখা (১৯৩০)।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৮৪—২৫।১০।১৯২৯) প্রত্নতত্ত্ববারিধি। জন্ম : রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, মৃত্যুঃ চট্টগ্রাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও আমেরিকান সোসাইটি অফ্ আর্টস্ এর সহায়ক সদস্য। কলিকাতা পণ্ডিতসভা থেকে প্রত্নতত্ত্ব বারিধি উপাধি প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : চাকমা জাতি, সংযুক্ত চট্টগ্রাম বিবরণী ৩ খণ্ড, রামায়ণ (পাঠ্য), মহাভারত (পাঠ্য)।

সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী (১৫।৫।১২৮৬— ২০।৯।১৩২১ বঙ্গাব্দ)। ছদ্মনাম : ভবঘুরে। জন্ম : নবগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মন-সিংহ। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রাহক। সম্পাদক : দুর্মুখ (ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা,—মৈমন সিংহ)।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। জন্ম : ধলাগ্রাম, মৈমন সিংহ প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতপথিক সহায়।

সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ললনা সুহৃদ, রায় পরিবার, শান্তিনীতি।

সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : চণ্ডীরাম, জাহানারা, নূতন বাবু, অন্নপূর্ণা, শ্রীরাধা, ধর্মপথ।

সতীশ চন্দ্র চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : তামাসা (১৩২২)।

সতীশ চন্দ্র দত্ত (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : চিন্তালহরী বা পদ্যময়ী (১২৯৪)।

(ডঃ) সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত (১৪।৬।১৮৮০ —২৪।১২।১৯৭৯)। জন্ম : রঙ্পুর জেলার কুড়িগ্রাম শহরে, মৃত্যু : বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। পূর্ব-নিবাস : সহদেবপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। পিতা : পূর্ণচন্দ্র দাশগুপ্ত, মাতা : বিজয়লক্ষ্মী, পত্নী : কথা সাহিত্যিক নরেশ সেন গুপ্তের সহোদরা হেমপ্রভা। রিপন কলেজে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ছাত্র। রসায়ন শাস্ত্রে এম্. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস্. সি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। প্রফুল্ল চন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল গঠনে ও পরিচালনায় সহায়ক— ও ম্যানেজার। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবিষ্কারক। কোকনদ কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। সরষের তেল তৈরীর নূতন ধরনের ঘানি, গোবরগ্যাস প্ল্যাণ্ট, কন্‌ডেন্‌স্‌ড্ মিল্ক রক্ষার পদ্ধতি, গুড়, সাবান, মৃত পশুর হাড়, মাংস-চর্বি, মৌমাছি পালন, চর্ম-শিল্প, লেখার কালি প্রভৃতি বিষয়ে গবেষক। খাদি ও কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র 'ফায়ার কিং'-এর বিক্রয়-

লব্ধ অর্থ থেকে দুই লক্ষ টাকা দিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৬)। অল্প-মূল্যে বাঁশের চরকা নির্মাতা। সোদপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, সোদপুর গান্ধী নামে পরিচিত। হরিজন আন্দোলনের অন্যতম নেতা। লবন সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য কারাদণ্ডিত (১৯৩৩-৩৪)। ওয়ার্ধা রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউসনের প্রধান। খাদি বোর্ডের সদস্য। ভারতছাড় আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য কারাদণ্ডিত (১৯৪২—৪৪)। বাঁকুড়া জেলার গোগরা গ্রামে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করে ৮৬ বৎসর বয়সে কৃষিগবেষণার কার্যে আত্ম-নিয়োগ। যমুনা লাল বাজাজ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৮)। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডক্টরেট উপাধি দ্বারা সম্মানিত। সম্পাদক : রাষ্ট্রবাণী (ইংরাজী ও বাঙ্গালায়)। হিন্দী, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও তামিল ভাষায় ২০ টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : The Cow in India ২ খণ্ড, Home and Village Doctor, Khadi Manual, Cottage Match Factory, Bone Mill Fertilizer, গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট, গান্ধীজীর আত্মকথা (মূল গুজরাটী থেকে অনূদিত)—২ খণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, হিন্দু স্বরাজ্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, জীবন-ব্রত ও গান্ধীবাদ, গান্ধীভাষ্য গীতা, অনাসক্তিযোগ (অনুবাদ—১৩৩৭), ভারতের সাম্যবাদ (১৩৩৭), হিন্দু-ধর্ম ও অস্পৃশ্যতা (১৯৩২), বারদোলী সত্যাগ্রহ, বিলাতে গান্ধীজী, কুটির চর্মশিল্প, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, তুলসীদাসের রামচরিত (অনুবাদ) প্রভৃতি।

সতীশ চন্দ্র দে এম্. এ. বি. এল্। পৈতৃক নিবাস : কাঞ্চন পল্লী (কাঁচড়াপাড়া), ২৪ পরগণা। পিতা : শ্যামাচরণ দে। ঢাকা কলেজের (১৮৯২-৯৮), হুগলী কলেজের (১৯০১—০২), কৃষ্ণনগর কলেজের (১৯০২-০৯), ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ (১৯১৬), ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ (১৯১৬—১৯), হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ (১৯২৮),। আই. ই. এস্. উপাধি প্রাপ্ত (১৯২১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামায়ণের প্রকৃত কথা (১৩৩৯), গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চন পল্লী (১৯৩৩), Kalidasa and Vikramaditya (১৯২৮), Stray Thoughts. (১৯৩১)।

সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী। (১৮৯২—৩০।১২ ১৯৭৩)। জন্ম : মাধব গ্রাম, ঢাকা। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। ৩২ বৎসর কারারুদ্ধ ও এগার বৎসর আত্মগোপন-কারী। কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত (১৯৩৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : অগ্নিযুগের কথা (আত্মজীবনী)।

সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ-চন্দ্র দত্তের প্রভাব সক্রিয়। প্রকাশিত উপন্যাস : রাজরানী (১২৯৮), রাণী দুর্গাবতী (১৮৯২), প্রিয়তমার পত্র, প্রেমময়ী।

সতীশ চন্দ্র বর্মণ বি. এ, বি. এল্। কলিকাতা নিবাসী প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও প্রসিদ্ধ কবি। বিভিন্ন পত্রিকায় বহু কবিতা প্রকাশিত।

সতীশচন্দ্র বসু। সম্পাদক : পল্লীগ্রাম (১২৯৯)।

সতীশ চন্দ্র বাগচী। কলিকাতা ল'কলেজের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ফরাসী গল্প (১৩২২)।

সতীশ চন্দ্র মাইতি। নিবাস : দোরো আকুবপুর, সুতাহাটা মেদিনীপুর। দেউল-পোতা মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যবস্থা পঞ্চবিংশতি, প্রত্যুত্তরলিপি।

সতীশচন্দ্র মিত্র (১৪।১২।১৮৭২—৭।৬।১৯৩১)। জন্ম : খুলনা জেলায়। পিতা : খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট্ আদালতের পেশ্‌কার প্যারীমোহন মিত্র। দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে ছাত্রজীবন অতিবাহিত। প্যারীমোহন পরে বঙ্কিম চন্দ্রের অধীনে কর্ম করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত ও সাহিত্যানুরাগস্ফুরিত। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ (১৮৯৭)। পর পর কয়েকটি স্কুলে হেড্‌মাষ্টার হিসাবে সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর দৌলতপুর হিন্দু একাডেমির অধ্যাপক হিসাবে বৃত (১৯০৪) এবং আজীবন এই কলেজের অধ্যাপক। ছাত্র জীবনে 'শিক্ষা' পত্রিকায় 'আর কি সেদিন আসিবে?' নামে প্রথম রচনা প্রকাশিত (১৮৯৪)। আচার্য যদুনাথ সরকারের ছাত্র হিসাবে ইতিহাসানুরাগী। কাব্য, দেশাত্মবোধক রচনা ও ইতিহাস রচনায় দক্ষ। বহু পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব থেকে যশোর ও খুলনার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অনুপ্রেরণায় ও অর্থানুকূল্যে এই বিশাল গ্রন্থ রচনায় ব্রতী। ভারত ধর্ম মহামণ্ডল থেকে কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত। ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাণা প্রতাপ সিংহ (১৯০৪), উচ্ছ্বাস (১৯০৯), যশোর খুলনার ইতিহাস ১ম (১৯১৪), ঐ ২য় (১৯২২), হরিদাস ঠাকুর (১৯২৫), সপ্ত গোস্বামী (১৯২৭), ধম্মপদ (পদ্যানুবাদ)। সম্পাদিত গ্রন্থ : অদ্বৈত প্রকাশ (১৯২৬)।

সতীশ চন্দ্র মিত্র (×।৬।১৩৩৭—) লক্ষ্মীবিলাস প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। বীরেন্দ্রনাথ পালের সম্পাদনায় যমুনা পত্রিকার প্রকাশক। সম্পাদক : সাপ্তাহিক প্রবাহিণী, সাপ্তাহিক বাসন্তী। যুগ্ম সম্পাদক : মাসিক পুষ্পপাত্র, মাসিক যমুনা (২য় বৎসর)।

সতীশ চন্দ্র মিত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : এতদ্দেশে লাভকর নূতন কলাকৌশলের কথা। (১৩২৪)।

সতীশ চন্দ্র মিত্র। নিবাস : চন্দন নগর। প্রকাশিত গ্রন্থ : শতদল।

সতীশ চন্দ্র মিত্র। ভাকুবাবু নামে পরিচিত। নট ও নাট্যকার। জন্ম : কাপাশটিকরী, মেদিনীপুর। পিতা : উকিল রামসদয় মিত্র, মাতা : নিস্তারিণী। পরবর্তীকালে মেদিনীপুরের বিবিগঞ্জ নিবাসী। বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ে দক্ষ। মেদিনীপুরে পেশাদারী থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত প্রহসন : বোনেদি বেহায়া (১৩০৯), গুপ্তদোল (১৩১০)।

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪—১৯২০) সন্ন্যাসাশ্রমের নাম প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, স্বামী। জন্ম : বরিশাল জেলায়। বিপ্লবী ও বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। অশ্বিনী কুমার দত্তের প্রেরণায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গয়ায় শঙ্করানন্দ সরস্বতীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। বৈপ্লবিক কার্যের জন্য কাশীধামে অন্তরীণ। বিভিন্ন কারাগারে বন্দী অবস্থায় বেদান্ত ও রাজনীতি বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় নিরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, সবলতা ও দুর্বলতা ইত্যাদি।

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৯৭—১৯৪৪) জন্ম ও মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়, মাতা : ভবতারিণী, জামাতা : সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটক। ইংরাজীতে বসুমতী পত্রিকার প্রকাশক। স্বল্পমূল্যে ধর্ম ও সৎ সাহিত্য গ্রন্থাবলীর প্রকাশক ও সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক বসুমতী (১৯২৯—)।

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধনবান হইবার সহজ উপায় (১৩২১)।

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (×।১২।১২৭৬—১১।৪।১৩২২ বঙ্গাব্দ)। দ্বিজ সতীশচন্দ্র নামে পরিচিত। জন্ম : চৌহাট্টা, বীরভূম। পিতা : রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়। মাতা : বরদা সুন্দরী। সাধক কবি। চৌহাট্টা গ্রামে চন্দ্রচূড় মন্দির ছিল সাধন ক্ষেত্র। শ্যাম ও শ্যামা বিষয়ক গানগুলি ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। প্রায় সাড়ে চার শ পদের রচয়িতা। সংগৃহীত পদের সংখ্যা—১২৬। প্রকাশিত গ্রন্থ : সতীশ চন্দ্রের পদ সংগ্রহ (কবি কমলাকান্ত সম্পাদিত, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত,—১৯৬৩)।

সতীশ চন্দ্র রায় (১৭।১০।১৮৮৬/১।৭।১২৭৩—২৯।৫।১৯৩১ / ৫।২।১৩৩৮)। জন্ম : পাবনা জেলায় শাহাজাদপুরে জমিদার বংশে, মৃত্যু : ধামাগড়, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ঢাকা কলেজ থেকে এফ্. এ., কলিকাতা জেনারেল এসেম্ব্লিজ থকে বি. এ., সংস্কৃত কলেজ থেকে এম্. এ.। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। পরে অধ্যাপনা ত্যাগ করে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী। ঐতিহাসিক গবেষণা, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব চর্চায় নিরত। হিন্দী সাহিত্যে গভীরভাবে ব্যুৎপন্ন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি। মৃদঙ্গ ও তবলাবাদক হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। ১০টি গ্রন্থ ও ৪০ টি গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। ৬।৭ টি প্রবন্ধ হিন্দীতে রচিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কালিদাসের মেঘদূত (পদ্যানুবাদ), জয়দেবের গীত গোবিন্দ (ঐ), কালুদেবের রসমঞ্জরী (ঐ), নায়িকা রত্নমালা, গোপাল চরিতম্। সম্পাদিত ও সঙ্কলিত গ্রন্থ : পদকল্পতরু ৪ ভাগ (১৩২১—৩৪), পদরত্নাবলী (অপ্রকাশিত), ভবানন্দ রচিত হরিবংশ কাব্য (ঢাকা-বিশ্ব:)।

সতীশ চন্দ্র রায় (২৪।৫।১৮৮৮—১৪।৭।১৯৬০)। সাধক জীবনের নাম : হরিদাস রামানন্দ। জন্ম : শ্রীহট্ট। শিক্ষাবিদ্ ও সাধক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. (১৯১০) এবং লণ্ডন থেকে এম্. এ. (১৯১৪)। দেশে বিদেশে বহু পুরস্কার প্রাপ্ত। আসামের প্রথম বাঙ্গালী ডি. পি. আই (১৯৪০—৪৩)। ঢাকা, লাহোর, কলিকাতার সিটি কলেজ, শ্রীহট্ট গোহাটী প্রভৃতি কলেজের অধ্যাপক। বৃন্দাবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য। হরিদাস রামানন্দ নামে ভগবৎ সাধনায় নিরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : Religion of Modern India, Training in Leadership and Citizenship for Young India, Bhagavat Gita and its Background, উপনিষদের মর্মবাণী, জীবন বীণার বিচিত্র সুর, উৎসবের প্রণতি, ছেলে মেয়ের প্রার্থনা প্রভৃতি।

সতীশ চন্দ্র রায় (১৮৮২—১৯০৪) বি.এ.। শান্তিনিকেতন-নিবাসী। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ। শান্তিনিকেতনের অজিত কুমার রায়ের ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক। রবীন্দ্র-প্রভাবিত প্রকৃতি প্রেমিক রোমান্টিক কবি ও প্রবন্ধকার। ইংরাজী কাব্যরসিক। ব্রাউনিং এর ভক্ত, মহাকবি কালিদাসের অনুরাগী। সাহিত্য রচনার

কাল ১৩০৮ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে ও সমালোচনীতে রচনা প্রকাশিত (চৈত্র ১৩০৮—বৈশাখ ১৩১১), বিশ্বভারতী পত্রিকাতেও রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সতীশচন্দ্রের রচনাবলী (অজিত কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত ও শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত), গুরু দক্ষিণা (বালক-পাঠ্য, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত —১৯৩৪)।

সতীশ চন্দ্র রায় এম্. এ. লাহোর প্রবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: অঞ্জলি (১৩২২)।

সতীশ চন্দ্র রায়। গৌহাটীর কটন কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গুরুদক্ষিণা, সাবিত্রী।

সতীশ চন্দ্র রায়। নিবাস: রানী সায়র, বর্ধমান। বর্ধমানের দেওয়ান। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাসনাঞ্জলি (১৩০৭), সুখধর্ম।

সতীশ চন্দ্র লাহিড়ী বি. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাস্থ্য ও শতায়ু, রোগীর প্রতি উপদেশ।

সতীশচন্দ্র সরকার। নামান্তর: অধর চাঁদ সন্ন্যাসী। প্রথমে বৈষ্ণব, পরে সহজিয়া সাধক, মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী। নানা স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে জনসেবা-মূলক কর্মে নিযুক্ত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক: রসরাজ।

সতীশচন্দ্র সেন। প্রকাশক: সখা ও সাথী (১৩০২), সম্পাদক: মাসিক সাথী (১৩৮০)।

সতীশ চন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৭৬—?) সাহিত্যভূষণ। জন্ম: শোলাঘর, নিবাস: ৮৯, যশোর রোড্, ভগবতী কলোনী, দমদম, কলিকাতা—২৮। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কবিতা কোরক (১৮৯৭)। উপন্যাস: মনের বল (১৯২২), শতদল (১৯২৪)।

সতীশচন্দ্র হালদার (২৩।৭।১৮৭৫—১৩।৬। ১৯২১)। জন্ম: বোদান, আমডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: গিলগিটের ইতিবৃত্ত।

সতীশ পাকড়াশী। প্রকাশিত গ্রন্থ: অগ্নিযুগের কথা (আত্মজীবনী)।

সতু বদ্যি। প্রকৃত নাম: শত্রুজিৎ দাশ-গুপ্ত। কলিকাতা নিবাসী। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সতুবদ্যির রোজ নামচা, সতু বদ্যির উপাখ্যান, রাঙামাটির কড়চা। (১২ টি কাহিনীতে ক্ষুধার নানা রূপ আলোচিত— ১৯৮৫)।

সত্যেন ভদ্র। প্রকাশিত নাটক: সূর্যের সন্ধান, যবনিকা কম্পমান।

সত্যেন মিত্র (১৯৩৭—৩।৫।১৯৭১)। বহুরূপী নাট্য সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—নান্দী-কার নাট্যসংস্থা গঠিত হওয়ার পর (১৯৩০) এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত,—থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৬৬),—অভিনেতা ও নাট্যকার। রচিত নাটক: ললিতা (জাঁপল সার্ত্র-এর নাটকের রূপান্তর), জংলী (একাংক), চাই হৃদয় চাই (ঐ)।

সত্যেন সেন (১৯০৭—৫।১২।১৯৮১) জন্ম: সোনারঙ্, ঢাকা। স্বাধীনতা সংগ্রামী। দেশ বিভাগের পরে পূর্বপাকি-স্তানের অধিবাসী। স্বাধীনতার পূর্বে ইংরাজের কারাগারে ও পরে পাক কারাগারে দীর্ঘকাল অতিবাহিত। সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক। আদমজী পুরস্কার ও উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭০) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: ভোরের বিহঙ্গী (১৯৫৭), অভিশপ্ত নগরী (১৯৬৭), রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ (১৯৬৭), সেয়ানা (১৯৬৭), পদচিহ্ন (১৯৬৭), আলবেরুণী (১৯৬৯), কুমার জীব (১৯৬৯), পুরুষমেধ (১৯৬৯),

বিদ্রোহী কৈবর্ত (১৯৬৯), সাত নম্বর ওয়ার্ড (১৯৬৯), অপরাজেয় (১৯৭০), উত্তরণ (১৯৭০), না (১৯৭০), একূল ভাঙে ওকূল গড়ে (১৯৭১), পাপের সন্তান (১৯৮১)। শিশু সাহিত্য: গল্প: পাতা বাহার (১৩৭৫), বিজ্ঞান বিষয়ক: আমাদের এই পৃথিবী (১৩৭৪), এটমের কথা (১৩৭৬)। অন্যান্য: মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৪৮), গ্রাম বাংলার পথে পথে (১৩৭২); মসলায় যুদ্ধ (১৩৭৪), অভিযাত্রী (১৩৭৬), মানব সভ্যতার উষালগ্ন (১৩৭৭), মনোরমা মাসীমা (১৯৮১), প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১), বিপ্লবী রমহান মাষ্টার (১৯৭৩), জীব বিজ্ঞানের নানা কথা (১৯৭৩) সীমান্ত সূর্য আবদুল গফ্ফার খান (১৩৮৩), ইতিহাস ও বিজ্ঞান ১ম (১৩৮৪), ঐ ২য় (১৯৭৯), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানের ভূমিকা।

সত্যেন্দ্র আচার্য (১।৩।১৯৩৪—)। জন্ম: দক্ষিণ রামনগর, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস: ৩৩/৫, এন্. কে. ঘোষাল রোড্, কলিকাতা—৪২। পিতা: বসন্ত কুমার আচার্য, মাতা: কল্যাণী। দক্ষিণ কলিকাতার জগদ্বন্ধু ইন্স্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৯), সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই. এ., বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. উত্তীর্ণ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। ভারত সরকারের ইণ্ডিয়ান্ ইন্স্টিটিউট্ অফ্ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এণ্ড্ বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট্ থেকে ন্যাশন্যাল সোশ্যাল সার্ভিস্ স্কীম এর ওরিয়েণ্টাল কোর্সে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগে কর্মরত। কলেজের গ্রন্থাগারিক,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জাতীয় সেবা প্রকল্পে কলেজ ইউনিটে প্রোগ্রাম অফিসার। আনন্দ বাজার, যুগান্তর, বসুমতী, দেশ, চতুরঙ্গ, অমৃত, শিলাদিত্য, আনন্দমেলা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ: উত্তর পুরুষ (১৯৬১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: আধুনিক বিশ্বকোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: অন্তরঙ্গ সপ্তর্ষি (কাব্য), উত্তম পুরুষ, লীলা অভিনব (উপন্যাস), প্রিয়জনোচিত, তিন মূর্তি, আতঙ্ক, শুভযাত্রা (গল্প) কোপাই-কুণ্ডার কাপালিক (কিশোর উপন্যাস), কোরিয়ার গাইড্ প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্র কুমার বসু (১২৯৫—৪।৩।১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: খুলনা জেলার মৌভোগ গ্রামে বিশিষ্ট বৈষ্ণব বংশে। সম্পাদক: সাপ্তাহিক হিতবাদী, মাসিক বসুমতী (১৩৩১)।

সত্যেন্দ্র কুমার বসু (১০।৫।১৮৯০—) এম্. এস্. সি। জন্ম: সিউড়ি, বীরভূম। নিবাস: আরণ্যক, কালিম্পং, দার্জিলিং। কৃষিতত্ত্ববিদ্। বঙ্গীয়-সরকারের বনবিভাগের কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতের বনজ (১৯৪৪), হিউ-য়েন-চাঙ্ (জীবনী—১৯৫২), Tribes of Shantiniketan (১৯৫৭), The little clay cart (মৃচ্ছকটিকের অনুবাদ ১৯৩৮)।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু (১২৮৪— ?)। জন্ম: দণ্ডীর হাট, ২৪ পরগণা। পিতা: কুঞ্জ-বিহারী বসু। বঙ্গবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৩১০-১২)। সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালী'র গানে কয়েকটি গান সংকলিত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বি. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রজাপতি, প্রতারক, পরাজয়, বৌদিদি, মহাযুদ্ধের ইতিহাস ৭ খণ্ড, বৈষ্ণবী।

সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। কবি ঈশ্বরগুপ্তের ভ্রাতার বংশধর। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : মহাপ্রস্থান (মহাভারত অবলম্বনে ১৯৩২), কথানাট্য (একাংক নাটক,—নারায়ণে প্রকাশিত)।

সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : আলোক (১৩২৭—২৯)।

সত্যেন্দ্রনাথ জানা (১।৯।১৯০৮/১৬।৫। ১৩১৫—)। ছদ্মনাম : শ্রীভণ্ডুল। জন্ম : মেদিনীপুরের কাঁথি শহরে। নিবাস : তমলুক, মেদিনীপুর। পিতা : জগবন্ধু জানা, মাতা : কুসুমকুমারী। শান্তিনিকেতনের ছাত্র। কলিকাতা রিপণ কলেজ থেকে ১ম স্থান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ম স্থান অধিকার করে বি. এল্. (১৯৩২) পাশ। তমলুক শহরে আইন ব্যবসায়ী। তমলুক সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। কাব্যরথী উপাধিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : সাগরিকা (১৩৪৯), রবিতর্পণ (সঙ্গীত ও কবিতা—১৩৫১), বহ্নিপাষাণ, মরশুমী ফুল, রূপ ও খেয়া ইত্যাদি। নাটক : পনেরো আগষ্ট (১৩৫৭)। অন্যান্য : কবিতার জন্ম, বাউল ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১।৬।১৮৪২—৯।১। ১৯২৩)। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশে। পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা : সারদাদেবী, কন্যা : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অনুজ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে অধ্যয়নের পরে হিন্দু স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ (১৮৫৭)। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন,—জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ (১৮৫৯), কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মনোমোহন ঘোষের গৃহে অবস্থান (১৮৬১),—পিতার সঙ্গে সিংহল ভ্রমণ (২৭।৯।১৮৫৯), কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর ব্রাহ্মসমাজের কর্মকর্তা নিযুক্ত (১৫।১২। ১৮৫৯), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ, লণ্ডন গমন (২৩।৩।১৮৬২), আই. সি. এস্. পাশ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৮৬৪), আমেদাবাদের এ্যাসিষ্টেণ্ট্ কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ (১৮৬৫), ৩৩ বৎসর কর্মের পর অবসর (১৮৯৭) ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন (১৮৬৪), প্রথম বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্,—স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ,—পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে নিয়ে গিয়ে শিক্ষাদান,—স্বগৃহে পর্দাপ্রথার বিলোপসাধন,—বড়লাটের আমন্ত্রণে গভর্ণমেণ্ট হাউসে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে জ্ঞানদানন্দিনীর যোগদান,—স্বদেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কলিকাতায় বেলগাছিয়ার হিন্দুমেলা প্রবর্তনের (চৈত্র-সংক্রান্তি ১২৭৩/১২।৪।১৮৬৭) উদ্যোক্তা,—এই মেলায় ২য় অধিবেশনে গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' সঙ্গীত রচনা (১২৭৪),—নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ১০ম অধিবেশনে সভাপতি (১৮৯৭), আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য (১৯০৬), জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আচার্য ও সভাপতি নির্বাচিত (১৯০৭), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি (১৩০৭—০৮), বহু ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা,—সত্যেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী। সম্পাদক : তত্ত্ববোধিনী (ডিসেম্বর ১৮৫৯—মার্চ ১৮৬২, ১০।৪।১৯০৯—২০।১।১৯১৫)। প্রকাশিত গ্রন্থঃ স্ত্রী স্বাধীনতা, সুশীলা বীরসিংহ নাটক (১৮৬৮), বোম্বাই (১৮৮৯), মেঘদূত (পদ্যানুবাদ—১২৯৮), বৌদ্ধধর্ম (১৩০৮), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদ্যানুবাদ—১৩১১), নবরত্নমালা (১৩১৪), ভারতীয়

ইংরাজ (১৩১৪), আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস (১৩১৫), তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ, Raja Rammohan Ray (১৮৮৭), The Autobiographical Notes and Reminiscenses (১৮৯৭), The Autobiography of Moharshi Debendra Nath Tagore..

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১১।২।১৮৮২/৩০।১০। ১২৮৮—২৫।৬।১৯২২ / ১০।৩।১৩২৯)। ছদ্মনাম : নবকুমার কবিরত্ন, অশীতিপর শর্মা, কলমগীর, ত্রিবিক্রম বর্মণ, সলিলোল্লাস সাঁতরা। জন্ম : ২৪ পরগণনার নিমতা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : চুপী, বর্ধমান, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : রজনীনাথ দত্ত, মাতা : মহামায়া, পিতামহ : মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৯), জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌স্টিটিউসন্ থেকে এফ্. এ. (১৯০১)। বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর মাতুলের আগ্রহে পড়া ছেড়ে ব্যবসায়ে লিপ্ত,—পরে ব্যবসা ছেড়ে সাহিত্যসেবায় ব্রতী। রবীন্দ্রভক্ত,—রবীন্দ্রশিষ্য,—রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের জ্যেষ্ঠ কবি। নানা ভাষায় অভিজ্ঞ। পিতামহের মত ইতিহাস-অনুরাগী। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অনুবাদ কবিতা রচয়িতা। বহু বিদেশী কবিতার অনুবাদক। নানাবিধ ছন্দ রচনা, —ছন্দ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা,—বাঙ্গালার নিজস্ব বাগ্‌ধারা ও ধ্বনি সহযোগে নব নব ছন্দ উদ্ভাবনের জন্য 'ছন্দের যাদুকর' নামে প্রসিদ্ধ। রোমান্টিকতা, স্বদেশ প্রেম, ঐতিহ্যপ্রীতি, মানবপ্রীতি, সমকালীন বাস্তব সমাজজীবনের রূপায়ণ, ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা ও ছন্দের ঝঙ্কার কবিতার বিশিষ্ট গুণ। ভাবের অগভীরতা এবং ঐতিহাসিক তথ্যের গুরুভার অনেক ক্ষেত্রে কবিতার ত্রুটিরূপে পরিগণিত। উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করলেও এগুলিতে প্রতিভার স্ফূর্তি অপ্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত কাব্য : সবিতা (১৯০০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : সবিতা (১৯০০), সন্ধিক্ষণ (১৯০৫), বেণু ও বীণা (১৩১৫), হোমশিখা (১৯০৭), তীর্থসলিল (অনুবাদ—১৯০৮), তীর্থরেণু (অনুবাদ—১৯১০), ফুলের ফসল (১৯১১), কুহু ও কেকা (১৯১২), তুলির লিখন (১৯১৪), মণিমঞ্জুষা (অনুবাদ—১৯১৫), অভ্র আবির (১৯১৬), হসন্তিকা (ব্যঙ্গ-কবিতা—১৯১৭), চীনের ধূপ (অনুবাদ), বেলাশেষের গান (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ১৯২৩), বিদায় আরতি (ঐ ১৯২৪), কাব্যসঞ্চয়ন (সংকলন—১৯৩০), শিশু কবিতা (সংকলন ১৯৪৫)। উপন্যাস : জন্মদুঃখী (নরওয়ের লেখক য়োনাসলীর লিভস্‌স্লাভেন উপন্যাসের অনুবাদ—১৯১২), বারোয়ারী (১৯২১)। নাটক : রঙ্গমল্লী (বিদেশী নাটকের অনুবাদ—১৩১৯), ধূপের ধোঁওয়ায় (১৩৩৬)।

(ডঃ) সত্যেন্দ্রনাথ দে (১৬।২।১৯৩০—) জন্ম : চাইবাসা, সিংভূম, বিহার। পৈতৃক নিবাস : দেবায়তন রাধানগর, গড়বেতা, মেদিনীপুর্। বর্তমান নিবাস : ৩, এল্-৪, এ রোড, টেল্‌কো, জামসেদপুর—৮৩১০৪৪। পিতা : নন্দলাল দে, মাতা : মহামায়া। প্রবেশিকা (পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৬), আই. এস্. সি. (ক. বি.—১৯৪৮), বি. এ. বিহার বিশ্ববিদ্যালয়—১৯৫৪), বিহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গসাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৯), রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি., বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ থেকে সাহিত্য-

ভারতী (১৯৬০), যশোর সাহিত্য সংঘ (বাংলাদেশ) থেকে কাব্যভারতী, হাওড়া বিশ্ববাণী থেকে নাট্যভারতী (১৯৫৭), শান্তিপুরে বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ থেকে সাহিত্যবিনোদ (১৯৫৬) উপাধিপ্রাপ্ত। জামসেদপুর ওয়ার্কার্স কলেজ (১৯৫৯-৬১), জামসেদপুর কো-অপারেটিভ কলেজ (১৯৬১-৬৪), জামসেদপুর সিটি কলেজ (১৯৬৪-৬৫) ও রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৭২-৭৩) বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। বর্তবানে টেল্‌কো শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিভাগের কর্মসচিব। লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে জামসেদপুর শাখার সহ-সভাপতি, জামসেদপুর রবীন্দ্রসংসদের সহ-সভাপতি, বিহারে বাঙ্গালী সমিতির কেন্দ্রীয় পরিচালক পরিষদের সদস্য, পাটনায় বিহার বাংলাএকাডেমির কার্যকরী সদস্য, টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের জামসেদপুর শাখায় রবীন্দ্রসাহিত্যের অধ্যাপক। আকাশবাণী কলিকাতার গীতিকার। দেশ, একক, সম্মেলনী, সার্থকতা, সুবর্ণরেখা, সৌরভ, উদ্দীপ্ত, দ্বৈরথ, নাট্যসমাচার, নবজাগরণ, উদীচী, ইস্‌পাত, চলন্তিকা প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা ও নিবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা: চলন্তিকা, ইস্‌পাত, সবুজ কল্যাণ, বৈতালিক, নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কেন্দ্রীয় স্মারক গ্রন্থ (১৯৮০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: নতুন মেঘের মন (১৯৬০), শব্দের শরীরে প্রত্যয়। প্রবন্ধ: প্রবন্ধশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। গল্প: বিধাতার মৃত্যু।

সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্. এ. যুগ্ম সম্পাদক: সম্মিলনী (ঢাকা—১৩১৪), ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী (১৩১৮)।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯০—১৬।১০। ১৯৫৪) ছদ্মনাম: নন্দীভৃঙ্গী। জন্ম: ঘাবিনদা, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ মৃত্যু: কলিকাতায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে, পৈতৃক নিবাস: ঘাবিনদা, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। পিতা: মহিমচন্দ্র মজুমদার। বাল্যকাল ও কৈশোর কোচবিহারে অতিবাহিত,—শিক্ষাও কোচবিহারে (সপ্তম শ্রেণীতে পাঠকালে রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত(১৯০৭), কোচবিহারে নায়েব, মহারাজের দেহরক্ষী,—কলিকাতায় ব্যবসায়ে নিযুক্ত,—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা,—হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর চাকুরে। যৌবনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাহচর্যপ্রাপ্ত। কলিকাতায় অবস্থানকালে বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীসারদামায়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছানুসারে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত রচয়িতা। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। দেশবন্ধু সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতায় ব্রতী,—আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রকাশিত হলে (১৯২২) সুরেশচন্দ্র মজুমদারের মাধ্যমে সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। নির্ভীক সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে উত্তরভারত ভ্রমণকারী (১৯৩৯)। রাজদ্রোহের অভিযোগে তিনবার কারাদণ্ডিত। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি (১৯৪৩-৪৫)। গ্লোব নিউজ এজেন্সীর প্রধান সম্পাদক। সোভিয়েট রাশিয়ার আমন্ত্রণে রাশিয়া ভ্রমণ (১৯৪৪), ইউরোপ ভ্রমণ (১৯৫১)। সম্পাদক: আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯২৬—৭।১।১৯৪১), সাপ্তাহিক অরণি (১৯৪৩-৪৭), দৈনিক স্বরাজ (১৯৪৫-৪৬), দৈনিক সত্যযুগ (১৯৪৯-৫৪), দৈনিক বসুমতী (১৯৪৭-৪৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিবেকানন্দ চরিত, সমাজ ও সাহিত্য,

ষ্ট্যালিন (জীবনী), ছোটদের বিবেকানন্দ, আমার দেখা রাশিয়া (১৯৬৯), স্বৈরিণী (উপন্যাস), বহ্নিশিখা (ঐ), জহরলালের আত্মচরিত (অনুবাদ), রূপমুগ্ধ (উপন্যাস), বাঁশী (গল্প সংকলন), রঙ্ বেরঙ্ (রম্য রচনা—ছদ্মনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১।২।১৯১৭—) জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা : দেবেন্দ্রনাথ রায়, মাতা : কুমুদিনী। দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. (১৯৩৯), বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৮)। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র অধ্যাপক—অবসর গ্রহণের পরে রবীন্দ্র গবেষণা প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, এক্ষণ, দেশ, জিজ্ঞাসা, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি (ইংরাজী) ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ (১৯৭২), সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৭৪), রবীন্দ্র বিশ্বাসের জগৎ (১৯৮০), শিল্প সাহিত্য দেশকাল (প্রবন্ধ সংকলন,—১৯৮১), সৃষ্টি ও মননের নানাদিকে রবীন্দ্রনাথ (ঐ ১৯৮৩)। সহ-সম্পাদক : বিশ্বভারতী পত্রিকা (১৯৭৫-৭৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ : সাহিত্য সমীক্ষা (প্রবাসজীবন চৌধুরী রচিত), শিক্ষা চিন্তা (রবীন্দ্র রচনা সংকলন), সাহিত্যচিন্তা (ঐ)।

সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীত প্রবেশিকা (১৯৬৪), চারণ কবি মুকুন্দদাস (প্রবন্ধ,—১৩৭৯)।

সদাই সাহ ফকির। শ্রীহট্ট জেলার উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমায় বালাগঞ্জ থানার অধিবাসী। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি। এঁর একটি গান মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সংকলিত রাগ মারিফত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সদানন্দ ঠাকুর। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিবেকবন্ধু, ব্রজপ্রাপ্তিরসতত্ত্ব।

সদানন্দ মুন্সি (১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ) জন্ম : উস্তি, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : দারাশোকো।

সদাশিব মজুমদার। কবি। জন্ম : উস্তি, মৈমনসিংহ। রচনা : আদিপুরাণ, মনসামঙ্গল, কুমারসম্ভব (অনুবাদ)।

(ডঃ) সন্‌জিদা খাতুন (৪।৪।১৯৩৩—) জন্ম : ঢাকায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৫), বিশ্বভারতী থেকে পি. এইচ্.ডি.। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৫৫), সত্যেন্দ্র কাব্য-বিচিত্রা (১৯৬৯)।

সনৎকুমার পাঁজা (২৯।৭।১৯৪৫—)। জন্মস্থান ও নিবাস : গঙ্গাধরপুর, থানা—পাঁচলা, হাওড়া। ছদ্মনাম : চন্দ্রগুপ্ত। পিতা : মহাদেব পাঁজা, মাতা : মন্দাকিনী। দেউলপুর হাইস্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৬২), আশুতোষ কলেজ থেকে প্রি. ইউ. (১৯৬৩), বহিরাগত ছাত্র হিসাবে বি. এ. (১৯৬৮) ও এম্. এ. (১৯৭১), উলুবেড়িয়া কলেজ থেকে শিক্ষক শিক্ষণ ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আইন পাশ (১৯৭৬)। ধূলাবাড়ি আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৬৭—)। হাওড়া জেলা শিশুকল্যাণ সংসদের যুগ্ম সম্পাদক (১৯৭৯-৮১), মণিমেলা মহাকেন্দ্রের হাওড়া জেলার প্রতিনিধি। পল্লীবীণা, প্রতিধ্বনি, হাওড়া বার্তা, লোকসেবক, যেমন

চলছে প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : পল্লীবীণা (১৯৭৩-৭৫), পাঁচলা বার্তা (১৯৭৬-৭৮)।

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৮—১১। ৮।১৯৭৮/২৫।৪।১৩৮৫)। পিতা : বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : চন্দন যাত্রা, অঙ্গজ, তাম্র-লিপ্ত, সুন্দরী, কথাসাগর প্রভৃতি।

সনৎকুমার বসু। ছদ্মনাম : সান্-ইয়াৎ-সেন। বৃহস্পতি পত্রিকার লেখক।

(ডঃ) সনৎকুমার মিত্র (৩০।৬।১৯৩৩—) স্থায়ী নিবাস : ৬০, জেম্স্ লঙ্ সরণি (পূর্বতন সত্যেন রায় রোড্) বেহালা, কলিকাতা-৩৪। পিতা : ফণিভূষণ মিত্র, মাতা : সুরমারাণী, পত্নী : চিত্রা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫১), আই. এ. (১৯৫৫), বি. এ. (১৯৫৮), বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬০)। গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৫) ও স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৭৬) প্রাপ্ত। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৮৪)। বেহালা শিক্ষায়তন (১৯৫২-৬০), বরিষা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬০-৬১), কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয় ও মিত্র ইন্স-টিটিউশন্ (১৯৬২-৬৩) এর শিক্ষক। চারুচন্দ্র কলেজের সান্ধ্যবিভাগ (১৯৬০), ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজ (১৯৬৩) ও নব ব্যারাক-পুর প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ(১৯৬৪—)এর অধ্যাপক। লোক সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য ইউ. জি. সি. বৃত্তিপ্রাপ্ত (১৯৭১, ১৯৮০)। আন্ত-র্জাতিক লোকসংস্কৃতি আলোচনাচক্রে যোগ-দানের জন্য ইরাণ (১৯৭৭), হংকং (১৯৭৮) ও বাংলাদেশ (১৯৭১) ভ্রমণকারী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য (১৯৭৭-৭৮), পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক। কলিকাতা ফোকলোর একাডেমির রত্ন সদস্য ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য,—কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : রবীন্দ্রনাথের লোক-সাহিত্য, পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা, লালন ফকির : কবি ও কাব্য, বাঘ ও সংস্কৃতি, সেক্স্পীয়র ও বাংলা নাটক, পশ্চিম-বঙ্গের লোকবাদ্য, বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। জীবনী : বীর বালকের কথা, বাঙ্লার নারী, হো-চি-মিন্, কমরেড্ লেনিন, প্রভাতী তারা ডেভিড্ হেয়ার। সম্পাদিত গ্রন্থ : কর্তাভজা : ধর্মমত ও ইতিহাস ২ খণ্ড, চন্দ্রগুপ্ত, লোকরহস্য, চন্দ্র-শেখর, অঙ্গুরী বিনিময় (ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত)।

সনৎ চক্রবর্তী (১।১১।১৯৫৮—) ছদ্ম-নাম : সত্য গুপ্ত, সত্যদর্শী, শুক্রাচার্য। পিতা : নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা : বীণা-পাণি। জন্ম : চেতলা, কলিকাতা। বর্তমান নিবাস : বৈঁচিগ্রাম, হুগলী। বাটিকা (বৈঁচি) হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ। সাংবাদিক। নতুন খবর, কৃষ্টিপ্রহরী, সাহিত্য-সতী, সত্যযুগ, মরমিয়া, আলিকালি, দেশ-মাতৃকা, আলোচনা ইত্যাদি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : পাক্ষিক পল্লীসাথী (১৯৭৫-৭৮), সাপ্তাহিক আজকের আলোচনা (বৈঁচিগ্রাম-১৯৮৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সামাজিক বিপ্লবে নারীর ভূমিকা (আলোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত—১৩৮৮)।

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৫।৪।১৩২৯—১১।১১।১৩৮৪/২৩।২।১৯৭৮)। পিতা : বিখ্যাত গায়ক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠশিল্পী, —চলচ্চিত্রাভিনেতা,—গীতরচয়িতা। প্রকা-শিত সঙ্গীত গ্রন্থ : গীতমানসী।

সন্তদাস বাবাজী (১০।৬।১৮৫৯—১৯৩৫) পূর্বনাম: তারাকিশোর চৌধুরী। জন্ম: বাইসগ্রাম, শ্রীহট্ট। পিতা: হরকিশোর চৌধুরী। এনট্রান্স্ পাশ করার পর কলিকাতায় এসে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত। এম্. এ. পাশ করার পর সিটি কলেজের অধ্যাপক,—আইন পাশ করার পর শ্রীহট্ট ও কলিকাতায় আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত। কাঠিয়া বাবার নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত (১৮৯৩)। বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রম নির্মাতা। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ (১৮১৫), সন্ন্যাসাশ্রমের নাম সন্তদাস। বৃন্দাবনে প্রথম ব্রজবিদেহী বাঙ্গালী মহান্ত, নিম্বার্ক আশ্রমের মহান্ত (১৯২৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা, বেদান্ত দর্শন, দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত, দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা, ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত ও শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য প্রমুখ ভাষ্যকারগণ, রামদাস কাঠিয়া বাবার চরিত। সম্পাদিত গ্রন্থ: শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা, কেনোপনিষৎ, কঠোপনিষদ্।

সনাতন চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)। রচনা: ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ।

সনাতন বিদ্যাবাগীশ (১৭শ শতাব্দী)। রচনা: ভাগবত (সমগ্র ভাগবতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ—১৬৭৯)।

সন্তোষকুমার অধিকারী (২৪।১১।১৯২৩-) জন্ম: জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, নিবাস: ৮১, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯। পিতা: সুনীলকুমার অধিকারী, মাতা: মণিমালা। ইউনাইটেড্ ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়ার স্টাফ্ কলেজের অধ্যক্ষ,—অবসর প্রাপ্ত—(১৯৮৩)। বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টারের সাধারণ সম্পাদক, পি. ই. এন্ এর-পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক। এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: একলা চলরে (গান্ধীজীর জীবনীমূলক কাব্য—১৯৪৮), রক্তকমল (উপন্যাস—১৯৬৭), দিগন্তের মেঘ (কাব্য সংকলন—১৯৫৩), নির্জন শিখর (উপন্যাস—১৯৭১), শহীদ যতীনদাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন (১৯৭৩), অন্য কোন খানে (১৯৭৩), সন্ত্রাসবাদ ও ভগৎ সিং (১৯৭৯), বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা (১৯৮৩), Vidyasagar and Regeneration of Bengal (১৯৮০), Blossoms of the Dust (১৯৮১), Banking and Practice (১৯৭৪), The Leading Banker (১৯৭৪)।

সন্তোষকুমার কুণ্ডু (১৯২৫—) ছদ্মনাম: কঙ্কাল। জন্ম: গোগরা কেতুলপুর। শিক্ষক,—লাউদহ বেসিক ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: মাটি মা, বাসুঘোষের পদাবলী, সমাজ উন্নয়নের ভূমিকা।

সন্তোষকুমার ঘোষ (৯।৯।১৯২০—২৬।২। ১৯৮৫/১১।১১।১৩৯১)। ছদ্মনাম: ইন্দ্রনীল, উত্তম পুরুষ, হিরণ্যপ্রিয়। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: রাজাবাড়ী (বাইরি), ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ, মৃত্যু: কলিকাতার উল্টাডাঙ্গায় নিজস্ব বাসভবনে। পত্নী: নীহারকণা, বন্ধু: গায়ক হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোয়ালন্দ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৬), কলিকাতায় রিপণ কলেজ থেকে ডিস্‌টিংসন সহ বি. এ. (১৯৪০) পাশ। ফি-এর টাকা দেওয়ার অসামর্থ্যতা হেতু এম্. এ. পরীক্ষা স্থগিত। সাংবাদিক ও কথা সাহিত্যিক। সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত যুগান্তর পত্রিকায় সাব: এডিটর হিসাবে (১৯৪২), পরে ষ্টেটস্‌ম্যান্, মর্ণিং নিউজ, দ্য নেশান, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড,

কৃষক, প্রত্যহ, জয়হিন্দ, প্রভৃতি পত্রিকার কর্মী। শেষে আনন্দবাজার পত্রিকায় বার্তা সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক। রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুরাগী। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ভ্রমণকারী। জটিল মনস্তাত্বিক বিষয় উপন্যাসে আলোচিত। ১৬ বৎসর বয়সে প্রথম গল্প ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: নানা রঙের দিন, ২য় উপন্যাস: কিনু গোয়ালার গলি (১৯৫০)। প্রথম প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ: ভগ্নাংশ (জগৎদাস সহ)। শেষ নমস্কারে উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত। দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক কবিসভা থেকে ডক্টর অফ্ লিটারেচর্ উপাধিতে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: নানা রঙের দিন, কিনু গোয়ালার গলি, জল দাও, স্বয়ং নায়ক, সময় আমার সময়, শেষ নমস্কারে—শ্রীচরণেষু মাকে, মোমের পুতুল (১৯৫৪), মুখের রেখা, রেনু, তোমার মন, ত্রিনয়ন প্রভৃতি। ছোট গল্প: চীনে মাটি, কড়ির ঝাঁপি, পারাবত, ছায়া হরিণ, বহে নদী, শুক সারী, কুসুমের মাস, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি। নাটক: অজাতক, অপার্থিব। প্রবন্ধ: সোজাসুজি, বাংলাদেশ কোন্ পথে। ভ্রমণ: বাইরে দূরে।

সন্তোষকুমার দত্ত। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: লাল পতাকা, রঙের গোলাম, সন্ধ্যা তারা। সম্পাদক: বামাতোষিনী পত্রিকা (১৩১৪-২৯)।

সন্তোষকুমার দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: কেদার বদ্রিকা পরিক্রমা (১৩২২)।

সন্তোষকুমার দে (৬৷১৷১৩২৩/১৯।৪। ১৯১৬—)। ছদ্মনাম: সঞ্জয়, Eskede, শ্রীস কবিরাজ, শতাব্দী সামন্ত, সাউণ্ড বক্স্। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: মূলঘর, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ১৪৬, কবি নবীন সেন রোড, কলিকাতা-২৮। পিতা: বঙ্কুবিহারী দে, মাতা: গোলাপসুন্দরী। খরয়িয়া (মূলঘর) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৩), খুলনা দৌলতপুর হিন্দু একাডেমি থেকে বি. এ. (১৯৩৭) উত্তীর্ণ। সাংবাদিক—প্রচারবিদ্—গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রচার অধিকর্তা (৩০ বৎসর)। এম্. এ. পাঠকালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম জয়ন্তী উৎসবে জীবনী রচনার জন্য ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। সারা ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আমেরিকা ও কানাড ভ্রমণকারী। আমেরিকায় জার্সি সিটির মেয়র প্রদত্ত ভারতীয় কবি হিসাবে মানপত্রসহ সম্বর্ধনা প্রাপ্ত (১৯৮৩)। অমৃতবাজার, অমৃত, অনুশীলন বার্তা, অঞ্জলি, অখিলভারত পত্রিকা (শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির মুখপত্র), অন্তরঙ্গ (নিউইয়র্ক), আনন্দবাজার, আনন্দমেলা, ইতিবৃত্ত, উষা, একক, খেয়া, গল্পভারতী, ঘরোয়া, জীবনানন্দ, কবিতা পত্রিকা, জলসা, ঝাড়গ্রামবার্তা, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, সত্যযুগ, সংবাদ বিচিত্রা (নিউইয়র্ক), সচিত্র ভারত, ভারতবর্ষ,, যুগান্তর, যষ্টি মধু, মঞ্জরী (দিল্লী), শিশুসাথী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায় ও বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে কবিতা, সঙ্গীত, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, P E N, সাহিত্যতীর্থ, সাহিত্যবাসর, কলিকাতা সাহিত্যিকা, পূর্ণিমা সম্মেলন প্রভৃতি সংস্থার সদস্য। রবিবাসরের সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা: অঞ্জলি (স্কুল পত্রিকা, ১৯২৭—৩১), দেবায়তন (কলেজ পত্রিকা, ১৯৩৩—৩৭), মাসিক গায়ত্রী, রেকর্ড সঙ্গীত (গ্রামোফোন

কোম্পানীর পত্রিকা), রবিবাসর (১৯৬৮—) সহ-সম্পাদক : স্বাস্থ্য সমাচার (১৯৩৯—৪২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : একতারা, শেষ সঞ্চয়। নাটক : ১৩৫০ সাল। উপন্যাস : মনে পড়ে, বিউটি স্ট্রীট্ (বিজ্ঞাপন জগতের পটভূমিকায়), পাণ্ডুলিপি, দশটা, পাঁচটা, চিত্রা, সঞ্জয় উবাচ। ছোট গল্প : পরিচয় (১৯৫৩), ষ্ট্রাইক (১৯৪৮), রক্ত গোলাপ, কৌতুক যৌতুক (১৯৫৩), সরস গল্প (১৯৫৬), বৈঠকী গল্প, শত গল্প (১০১টি গল্পের সংকলন)। প্রবন্ধ : উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন (১৯৪৯), সাংবাদিকতার গোড়ার কথা, কবিকণ্ঠ (রেকর্ডে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে গবেষণাগ্রন্থ) ২ ভাগ, রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ, বন্দে মাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ (অ কৃ ব ও কুমারেশ ঘোষ সহ)। The Gramaphone in India. জীবনী : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (প্রফুল্ল জয়ন্তীতে পুরস্কার প্রাপ্ত—১৯৪১), কর্মবীর কার্তিকচন্দ্র (ভারতে রসায়ন শিল্পের জনক, বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ কার্তিকচন্দ্রের জীবনী), ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন। শিশু সাহিত্য : এণ্ডারসনের রূপকথার রাজ্য, সেক্‌স্‌পীয়রের গল্প, ভক্তপ্রসাদ, ভক্ত ধ্রুব। সঙ্গীত : স্বাস্থ্য ধর্ম ও সঙ্গীত।

সন্তোষকুমার পাত্র (৩০।৬।১৯৪৯—) জন্ম : রামপুর, হাওড়া। নিবাস : গার্ডেন রীচ্ কলিকাতা-২৪। পিতা : কিশোরীমোহন পাত্র। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য চর্চায় নিরত। উত্তরায়ণ, পদধ্বনি, নবাঙ্কুর, ও অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। নেতাজী মঞ্চ, রামমোহন মঞ্চ, বয়েজ্ ওন্ লাইব্রেরী মঞ্চ, রঙ্ মহল, গ্রীন্ লিট্‌ল্ থিয়েটার প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। জি. ই. সি. সওদাগরী অফিসের কর্মচারী। অভিনেতা, নাট্যকার, ক্রীড়ামোদী। সম্পাদক : পদধ্বনি, (গার্ডেনরীচ, কলিকাতা)। সহ-সম্পাদক : নবাঙ্কুর। রচিত ও অভিনীত নাটক : কেদার রায়।

সন্তোষকুমার পাল (১৩০০-১৩৪১ বঙ্গাব্দ) জন্ম : কাঁথি, মেদিনীপুর। পিতা : আশুতোষ পাল। বি. এ. (১৯১৩), বি. এল্. (১৯১৬) পাশ। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বীণা (১৩৩৭)।

সন্তোষকুমার বসু (১৮৮৯—২৮।৩।১৯৭৭) জন্ম : রাণাঘাট, নদীয়া। রাণাঘাট স্কুল, সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ ও রিপণ কলেজের ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম্. এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ। দুই বৎসর নাগপুর কলেজের অধ্যাপক। রিপণ কলেজে অধ্যয়নকালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত। এন্টি-সারকুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভ্য, সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ছাত্রযুবক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল (১৯১৪)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের দায়িত্বপূর্ণ কর্ম গ্রহণ (১৯২৪), চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত। কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র (১৯৩৩)। বঙ্গীয় আইন সভায় স্বরাজ্য দলের সদস্য, ফজলুল হকের তৃতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় (১৯৪১-৪৩) জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও বেসরকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির সদস্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনার (১৯৪৮-৫০)। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য

নির্বাচিত (১৯৫৩, ৫৪), দুইবার রাজ্যসভার সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : পৌর প্রতিষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র, Diplomacy Through Ages, Reminiscences of Congress Session প্রভৃতি।

(ডঃ) সন্তোষকুমার মাজী (১৩।১১। ১৯৪৯—)। জন্ম : হিরারামপুর, মহিষাদল, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : কুমুদনাথ মাজী, মাতা : উর্মিলা। বিশুদ্ধ রসায়নে এম্. এস্. সি., পি. এইচ্. ডি.। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। অমৃতলোক, অরণ্য, অভিব্যক্তি, অভিযাত্রিক, অনামিকা, উত্তরস্বরী, অনুত্তর, আশির দর্শক, অভী, কৃশানু, কবিতা সাময়িকী, কেতকী, ক্রৌঞ্চী, চণ্ডীদাস, ছায়াতুর, জোড়াসাঁকো, ঝড়ের খেয়া, তিতাস, দুন্দুভি, দেহলী, নগ্ননির্জন, নৈবেদ্য, প্রাতিস্বিক, পূর্বাশা, বিদিশা, মহুয়ামন, যামিনী, শ্রাবস্তী, সাহিত্য সম্প্রতি, সংবর্ত, স্বদেশ, সুরঞ্জনা, সূর্যদেশ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক সূর্যতৃষ্ণা।

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩০০— ১০।৭।১৩৮৩/২৭।১০।১৯৭৬)। জন্ম : কলিকাতায়, মৃত্যু : কলিকাতায় পুলিনবিহারী দাস স্ট্রীটের গৃহে। পালিভাষায় পণ্ডিত। যৌবনে অনুশীলন সমিতির সভ্য, পরে কংগ্রেসকর্মী—আরও পরে হিন্দুমহাসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী। কবি, গল্পলেখক ও দার্শনিক। চিকিৎসা, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচয়িতা। সম্পাদক : মাসিক বাঁশরী (১৩২২), অমৃতবাজার পত্রিকা। পরিচালক : ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জার্নাল, মাসিক পুষ্পপাত্র। প্রকাশিত নাটক : বাঁশরী (মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)।

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় (৭।১৯।১৮৯৩/ ২২।৬।১৩০০—) প্রকাশিত গ্রন্থ : সৃষ্টি ভগবান ও সাধনা, আধুনিক চিকিৎসা, মুরগী পালন।

সন্তোষকুমার রায় (৭।৯।১৯৩৬—) জন্ম : সোনামুড়া, ত্রিপুরা। বি.এ., বি.এড্.। পিতা : দীনবন্ধু রায়, মাতা : নীরদা। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে শিক্ষকতায় রত। কবি। প্রথম কবিতা 'এমনি নূতন দিনে' কলিকাতার জনসেবক পত্রিকায় প্রকাশিত (২৯।৮। ১৯৫৯)। আন্তঃ মহাবিদ্যালয় স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার (১৯৬৪) ও ২য় পুরস্কার (১৯৬৫) প্রাপ্ত। প্রকাশিত কাব্য : শিউলি (সোনামুড়া—১৩৬৯)।

সন্তোষকুমার লাহিড়ী (১৮৯৩—) জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : শরৎকুমার লাহিড়ী, পিতামহ : রামতনু লাহিড়ী। হিন্দু স্কুল ও বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। Police Hand Book, Primer of Criminology and Case Diary, Police Powers, Law of Transport, Criminal Science and Detection of Crime, Constable Manual প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা। সম্পাদিত গ্রন্থ : অন্নদামঙ্গল, মাইকেল কাব্যগ্রন্থাবলী।

সন্তোষকুমার শেঠ, সাহিত্যরত্ন। নিবাস : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহাজনী হিসাব ও লিখন প্রণালী শিক্ষা (১৯১২), মোকামে বাণিজ্যতত্ত্ব ২ খণ্ড, প্রাথমিক ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞাপন তত্ত্ব ও ক্যানভাসিং, মহাজন সখা(১৯১১), বঙ্গে চালতত্ত্ব, অর্থোপার্জনের সহজ উপায় (১৯১২), Book-Keeping in Bengali, Sate's guide

to Commercial places, Trader's Friend.

সন্তোষকুমারী গুপ্তা। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বিভিন্ন সভাসমিতিতে ইংরেজী, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে বক্তৃতাদাত্রী। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণকারিণী। শ্রমিক আন্দোলনের নেত্রী। সম্পাদিকা: শ্রমিক (১৩৩১-৩২)।

সন্তোষ গুপ্ত। বাংলাদেশ নিবাসী সাংবাদিক। প্রবন্ধ, গল্প ও সমালোচনা লেখক।

সন্তোষ চক্রবর্তী (২৫।৬।১৩৪৩/১১।১। ১৯৩৭—) ছদ্মনাম: সুমঙ্গল বসু। জন্ম: ভবানীপুর, কলিকাতা। নিবাস: ১২বি, বকুলবাগান রো, কলিকাতা-২৫। পিতা: সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মাতা: মায়াদেবী। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌স্টিটিউশন, আশুতোষ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯৫৮)। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসের সদস্য—বর্তমানে সংস্কৃতি অধিকর্তা পদে আসীন। দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন একটি লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা 'আহ্বান' প্রকাশিত। দেশ, মাসিক বসুমতী, তরুণের স্বপ্ন, জয়শ্রী, শিলাদিত্য, আনন্দমেলা, সাহিত্যচিন্তা, কলেজ ষ্ট্রীট্, কালান্তর, মালিনী, লা-পয়েজি, শ্রীহর্ষ, কবিকণ্ঠ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: সমস্ত বিবর্ণ পাখীর নাম নীলকণ্ঠ (১৯৭৭), বেলা নিমগ্ন (১৯৮২), নির্বাচন শেষ হোক (১৯৮৩), কোমল অসতর্ক (১৯৮৩), Two Faces (যুগ্মভাবে-১৯৮৩), নির্বিবাদে থাকো গর্বে থাকো (১৯৮৪)।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (২১।২।১৮৮৪— ৩।১১।১৯২৬)। জন্ম: সাতসৈকায় নপাড়া। পিতা: রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ্ শ্রীশচন্দ্রমজুমদার। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে এন্‌ট্রান্স পাশ করে (১৯০৪), একত্রে আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে কৃষি ও গোপালন বিদ্যায় স্নাতক (বি. এস্. সি.) হয়ে প্রত্যাবর্তন—শান্তিনিকেতনে গোশালা স্থাপন,—রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে মাসিক ২০০ টাকা বৃত্তিতে শিক্ষকতা,—১৬ বৎসর বিশ্বভারতীর সেবা,—রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাসত্র বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ (১৯২৪), —আমৃত্যু এই বিদ্যালয়ের পরিচালনা,—ছাত্রদের খেলাধূলায় উৎসাহী করে তোলার প্রয়াস ইত্যাদি সন্তোষচন্দ্রের জীবনসাধনা। রবীন্দ্রনাট্যের দক্ষ অভিনেতা,—সাহিত্যসেবী,—প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গুরু ও ডাকঘর নাটকের সমালোচনা লেখক। সাঁওতালী গান সংগ্রাহক,—গানগুলির বঙ্গানুবাদক ও কতকগুলি গানের ইংরাজী অনুবাদক। সম্পাদক: শান্তিনিকেতন (১৩২৮-২৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: হজরত মহম্মদের জীবনী ও শিক্ষা।

সন্তোষ দাশ (১।৫।১৯৩২/১৮।১।১৩৩৯--) ছদ্মনাম: আর্যকন্যা লোপামুদ্রা। নিবাস: ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা। কবি। প্রথম কবিতা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত (১৩৫১)। প্রকাশিত কাব্য: বেপথুমতী (১৯৬৭), অমল অন্ধকার (১৯৭৮), স্বগতোক্তি (১৯৮১)।

সন্তোষ বিহারী বসু। যুগ্ম সম্পাদক: ত্রৈমাসিক ভূমিলক্ষ্মী (১৩৩১-৩৩)।

সন্তোষ সেন (২২।১১।১৯১২/৬।৭। ১৩১৯—)। জন্ম: মীরাট শহর, উত্তর প্রদেশ। আদি নিবাস: নাটাগড়, সোদপুর, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস: ২/৪বি,

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পিতা: মীরাট শহরের প্রখ্যাত চিকিৎসক সুশীল-কুমার সেন, মাতা: আনন্দময়ী, পিতামহ: জয়পুরের মহারাজের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ সূর্যকুমার সেন। প্রথমে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) পরিচালিত মর্টন ইন্‌স্টিটিউশনে পড়ার পরে মিত্র ইন্‌স্টিটিউসনে (মেন) থেকে লেটারসহ ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ (১৯৩১), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস্. সি. এবং বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এস্. সি. পাশ। এক বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ল' কলেজ আইন অধ্যয়ন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর নির্ধারণ বিভাগের কর্মী (১৯৩৯-৭২), সহকারী কর নির্ধারক পদে অবসরপ্রাপ্ত (১৯৭২)। অল্ বেঙ্গল ষ্টুডেন্ট্‌স্ এসোসিয়েশনের সম্পাদক (১৯৩০)। মহাত্মা গান্ধীর লবন আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতির সংস্পর্শে আসায় সমাজ-সেবামূলক কর্মে প্রবৃত্ত। দেশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা—প্রকাশিত (১৯৩৮)। ভারত-বর্ষ, আলোছায়া, নতুন খবর, বিচিত্রা, নিগম প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। বিখ্যাত নাট্যকার, — নাট্যপরিচালক — শতাধিক নাটক রচয়িতা,—চলচ্চিত্রে সঙ্গীত রচয়িতা। শিল্পীলোক পরিচালিত সারা বাংলায় ব্ল্যাক মার্কেট নাটকের জন্য ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৪৬), মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত এরাও মানুষ নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে পুরস্কৃত (১৯৫৬), সাহেব বিবি গোলাম উপন্যাসের নাট্যরূপ সিনে এড্‌ভান্স পত্রিকা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে উল্লিখিত (১৯৫৮), রঙ্‌মহলে অভিনীত বঙ্কিমচন্দ্রের সুবর্ণ গোলকের নাট্যরূপ শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে পুরস্কৃত (১৯৭২), একাংক নাটক প্রতি-যোগিতায় সুবর্ণপদক প্রাপ্ত। প্রথম নাটক Roll 49 (Proxy)—বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের দ্বারা ষ্টার মঞ্চে অভিনীত (২৯।৯। ১৯৩৭), পরে মেজো জামাই নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত (১৯৫৭), ২য় নাটক Butterfly Club (প্রজাপতি সঙ্ঘ) বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রদের দ্বারা রঙ্‌মহলে অভিনীত (১৯।৯। ১৯৩৮)। নিজ প্রতিষ্ঠিত নাট্যগোষ্ঠী রূপ-মায়া নাট্য সংস্থা কর্তৃক অভিনীত নাটক: মঞ্চলেখা, স্বর্গে কণ্ট্রোল, নরকে কণ্ট্রোল, তান্ত্রিক জ্যোতিষী, ছেলে ধরা, ব্ল্যাক্ মার্কেট, স্বামী বিবেকানন্দ (ষ্টার মঞ্চ), হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা, দুই পাখী প্রভৃতি। সাধারন মঞ্চে অভিনীত নাটক: এরাও মানুষ (মিনার্ভা-১৯৫৫), মধ্যবিত্ত (ঐ ১৯৫৫), সুবর্ণ গোলক (রঙ্‌মহল—১৯৭১), গোবর গণেশ এণ্ড কোং (কালিকা—১৯৭৩), অন্নপূর্ণা (সুজাতা সদন—১৯৮২), সমাধান (ষ্টার—১৯৭৯, ১৩০০ রজনী অভিনীত), ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র (মুক্তাঙ্গন, শৌভনিক—১৯৭৬)। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে নাট্যে রূপায়িত ও বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত: দালিয়া, সম্পত্তি সমর্পণ, ঠাকুর্দা, বিচারক, বিনি পয়সার ভোজ, বাসবদত্তা, অধ্যাপক, নতুন অবতার, কাবুলিওয়ালা, দুই বোন, চোখের বালি, যোগাযোগ। শরৎশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নাট্যে রূপায়িত ও বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত: শেষ প্রশ্ন, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিতমশাই, গৃহদাহ, বিন্দুর ছেলে, শুভদা। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অভিনীত মৌলিক নাটক: দরদী শরৎচন্দ্র, ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র, প্রেমিক শরৎ-চন্দ্র, শরৎচন্দ্রের বিচার। নাট্যে রূপায়িত ও যাত্রায় অভিনীত: কচ ও দেবযানী, বধূবরণ, বাংলার মেয়ে। চলচ্চিত্রে রূপায়িত:

মেজ জামাই। চলচ্চিত্রে রচিত সংলাপ: ছবি (শরৎচন্দ্র), ফুলু ঠাকুরমা। প্রকাশিত নাটক: এরাও মানুষ।

সন্তোষ সেনগুপ্ত (২০।১।১৯১৪—)। জন্ম: বরিশাল, অধুনা বাংলাদেশ। নিবাস: বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশ। পিতা: সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মাতা: নলিনীবালা। দারিদ্রের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা নগণ্য। আকৈশোর মধ্যপ্রদেশের বনাঞ্চলে কোলিয়ারীর কর্মী। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বুদ্ধদেব গুহ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সংকর্ষণ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিলাসপুর শাখার সদস্য। সারথি পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৯৩০)। দেশ, বঙ্গশ্রী, প্রবর্তক, মন্দিরা, কথাসাহিত্য, সঙ্গীতবিজ্ঞান, মৌচাক, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু পত্রিকায় কবিতা, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত। বিলাসপুরের স্ফুলিঙ্গ সাহিত্য সংস্থা কর্তৃক সম্বর্ধিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঙ্গীত সম্ভার, কবিকণ্ঠ, স্বপ্ন সাধনা (১৯৫৬), কাব্যকণিকা, চতুরঙ্গ (শিশুকাব্য নাটিকা সংকলন)।

সন্দীপ দত্ত (৭।৪।১৩৫৮/২৪।৭।১৯৫১—) পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস: ১৮/এম্ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। পিতা: গোলকচন্দ্র দত্ত, মাতা: অঞ্জলি। সেন্ট্ পল্স্ স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী (১৯৬৯), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে অনার্সসহ বি. এ. (১৯৭২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৭৬)। লোকসেবক পত্রিকার সাংবাদিক (১৯৭৬—৭৭)। মেদিনীপুরে বিবেকানন্দ হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯৭৭-৭৯), সিটি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক (১৯৮০—)। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। দর্শক, সময়ানুগ, একক, পত্রপুট, পদক্ষেপ, চতুষ্কোণ, সন্ধ্যাতুরগ, অর্ঘ্য, কল্পবাণী, সময়-গ্রন্থি, আজকাল, মুখ, শাশ্বত, পঁচিশে বৈশাখ, সম্প্রতি, প্রত্যয়, প্রত্যুষ, প্রবাহ, কল্পনা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। 'কোলাজ' কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৩৮১)। লিট্ল্ ম্যাগাজিনের প্রচারে ও প্রসারে উদ্যোগী। লিট্ল্ ম্যাগাজিনের প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা (১৯৭২, ৭৪, ৭৮, ৮২, ৮৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন বিষয়ক সেমিনারের উদ্যোক্তা (১৯৮৩), লিট্ল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা (১৯৭৯), বিভিন্ন অঞ্চলে লিট্ল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী গঠনে সহায়ক। 'হার্দ্য' প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা (১৯৭৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কোলাজ (কাব্য—১৯৭৪), ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস (লোকসেবক পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৭৭, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৯৮৩), জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী (১৯৮৪)।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। নিবাস: ৭১, কাশীনাথ দত্ত রোড, কলিকাতা-৩৬। প্রকাশিত গ্রন্থ: সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য।

সন্ধ্যা ভট্টাচার্য (২০।৫।১৩৪৮ বঙ্গাব্দ—) জন্ম: ধানবাদ, বিহার। নিবাস: জগবন্ধু মিত্র রোড, বর্ধমান। পিতা: নলিনীরঞ্জন রায়, মাতা: স্বর্ণলতা, স্বামী: মুক্তবাংলা (বর্ধমান) পত্রিকার সম্পাদক অজিত ভট্টাচার্য। দৈনিক জনসেবক, রূপাঞ্জলি ও পথের সন্ধানে পত্রিকার লেখিকা। সম্পাদিকা: সাপ্তাহিক বর্ধমানের ডায়েরী (সাহিত্য সংস্কৃতি ও সংবাদভিত্তিক পত্রিকা), বর্ধমানের ডায়েরী (বার্ষিক সাহিত্য সংখ্যা)।

সন্ধ্যা সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: সুরের আগুন (রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারকদের সম্পর্কে ১৯৭৯)।

সন্ন্যাসীচরণ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। নিবাস : নপাড়া, বৈঁচি, হুগলী। সঙ্গীতজ্ঞ। বহু পাঁচালী গান রচয়িতা।

সন্ন্যাসীচরণ সাধুখাঁ (৩১।৮।১৯০৫—২০।২।১৯৮২)। নিবাস : ১৫, যাদবদাস লেন, হাওড়া। শিবপুর দীনবন্ধু ইন্‌সটিটিউসনের প্রধান শিক্ষক। কল্লোল যুগের কবি। কল্লোল, কালিকলম, উপাসনা, নবশক্তি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য : কাঁটা ও রক্তগোলাপ।

সফরী খানম বেগম। জন্ম : করটিয়া গ্রাম, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুক্তির মূল্য।

সফিউদ্দীন আহমদ। প্রকাশিত উপন্যাস : সৈয়দ সাহেব (১৯১৭)।

সফিনাজ নূরুন্নাহার (২৫।১২।১৯৩১—) জন্ম : চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : আমার ভালবাসার ফুল (১৯৮১)। গল্প : সোনালী দিগন্তের ইশারা (১৯৮০)। উপন্যাস : গরমিল (১৯৮৪)। শিশুসাহিত্য : স নদী পার চার বছর (১৯৮৩)। স্মৃতিকথা : এলেম আপন দেশে (১৯৮১)।

সবিতা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক।

সবিতা মুখোপাধ্যায় (২৪।৬।১৩৩৭—)। জন্ম : কলিকাতার হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে। পিতা : ডাঃ তারকনাথ ভট্টাচার্য, স্বামী : স্বাধীনতা-সংগ্রামী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রথমে মিশনারী স্কুলের ছাত্রী, পরে ভারতী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণা (১৯৫০)। দুই বৎসর আই. এ. পড়ার পর শিক্ষকতায় নিযুক্তা। ২৩ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণকারিণী। স্বগৃহে সাহিত্য সন্ধ্যা নামে সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাত্রী। কলিকাতা সাহিত্যিকা, বঙ্গীয় পরিষদ, শুভলিপিকা, প্রভাত, যষ্টিমধু, আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। বঙ্গীয় কবি পরিষদ থেকে কাব্য সরস্বতী উপাধিতে ভূষিতা (১৯৮১)।

সবোধাচার্য চৌধুরী (১৩।১১।১৯২১—) এম্. এ.। জন্ম : মৈমনসিংহ। নিবাস : ৩এ, আহিরীপুকুর রোড, কলিকাতা-১৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : ত্রয়ী (ছোট গল্প ১৯৫৪)।

সমরজিৎ কর। প্রকাশিত গ্রন্থ : এক ফোঁটা বিষ।

সমর দত্ত (৩।৩।১৯৩৭—) এম্. এ. (ক. বি.) সার্ট. লিব্.। ছদ্মনাম : শ্রীদ্রুপদ, অচিন ফকির। জন্ম: খিদিরপুর, কলিকাতা। নিবাস : ১৩, গোপাল ঘোষ লেন, কলিকাতা-২৩। শিক্ষক,—কবি। প্রথম কবিতা 'ক্ষুধা' যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : তারায় আলো। গল্প : ভয় ভাবনা ভালবাসা এবং অন্যান্য। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক দ্বিরেফ (১৯৭৪), বার্ষিক শারদ স্মরণী (১৯৬৬)।

সমর পাণ্ডে। ছদ্মনাম : শ্রীস্বপনকুমার। শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পের ঝুড়ি, রঙীন রূপকথা, প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য।

সমর সেন (১০।১০।১৯১৬—২৩।৮।১৯৮৭ /৬।৫।১৩৯৪)। জন্ম : কলিকাতায়, মৃত্যু : কলিকাতার হাসপাতালে, নিবাস : ১৫-সি, সুইন হো ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৯। পিতা : অরুণচন্দ্র সেন, মাতা : চন্দ্রমুখী, পিতামহ : আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন। একটি পত্রে রেকর্ড নম্বর সহ ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৩৮)। কাঁথি ও দিল্লীতে অধ্যাপক,—অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্মী, — হিন্দুস্থান

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত। নাউ ও ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। অনুবাদকের কাজ নিয়ে সোভিয়েট্ রাশিয়া গমন। মস্কোতে কলিকাতার ওয়াল্টার টমসন্ কোম্পানীর অনুবাদক, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, নাউ ও ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার অনুবাদক। খ্যাতনামা কবি। ৫০এর দশকের পর কবি জীবনের সমাপ্তি। রোমান্টিকতা-বর্জিত তীক্ষ্ণভাষায় সম্পূর্ণ নাগরিক জীবনের কবি। নকশালপন্থী রাজনীতির সমর্থক। নাগরিক জীবনের ইতরতা ও ক্লান্তি, সাঁওতাল পরগণার স্নিগ্ধ মাধুর্য স্বল্পকায় গদ্য কবিতায় প্রকাশিত। যুগ্ম সম্পাদক : কবিতা (১৩৪৪)। প্রকাশিত কাব্য : গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪০), তিন পুরুষ (১৯৪৫), কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭), নানা কথা (১৯৪২), খোলা চিঠি (১৯৪৩), সমর সেনের কবিতা। আত্মজীবনী : বাবু বৃত্তান্ত (১৯৭৮)। ইংরাজী : Naxalbari and After (১৯৭৮)।

সমরেণ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : বেদ বিচার (১৩৯২)।

সমরেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার (১৯।১২।১৯১৬—) নামান্তর : সমর সরকার। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ৯, মাধব চ্যাটার্জী লেন, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। প্রকাশিত গ্রন্থ : জনগণ অধিনায়ক (নাটক), বীরেশ লাহিড়ী (উপন্যাস), আমাদের ইতিহাস।

সমরেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্মা। জন্ম : ত্রিপুরা। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্মৃতি, আগ্রার চিঠি।

সমরেন্দ্রনাথ সেন, এম্. এস্. সি.। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিজ্ঞানের ইতিহাস, আনবিক বোমা।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (৪।৫।১৯৩৫—) নিবাস: ৬এ, সার্কাস মার্কেট প্লেস্, কলিকাতা-১৭। আশুতোষ কলেজ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : কৃত্তিবাস (১৯৭২-৭৫), বিভাব (১৯৭৬—)। প্রকাশিত কাব্য : যে কোন নিঃশ্বাসে (১৯৬২), যতি-চিহ্ন (১৯৮০) প্রভৃতি।

সমরেশ দাশগুপ্ত (১।৬।১৯৩৩—) ছদ্মনাম : কৃত্তিবাস। জন্ম : কুমিল্লা, বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস : বিক্রমপুর, ঢাকা। বর্তমান নিবাস : স্নেহভবন, হাটন রোড, আসানসোল, বর্ধমান। পিতা : ধনেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। মাতা : স্নেহলতা। কুমিল্লা স্কুলের ও বর্ধমান রাজ কলেজের ছাত্র। জীবনবীমা কর্পোরেশনের আসানসোল বিভাগে কর্মরত। লিটল্ ম্যাগাজিনের প্রচারে ও প্রসারে ব্রতী। কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লেখক। প্রতিশ্রুতি ও ভারতী-ভবন আয়োজিত গল্প প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত। সোনার বাংলা, পূর্বাশা, মন্দিরা, রূপাঞ্জলি, শনিবারের চিঠি, গল্প-ভারতী, বিংশ শতাব্দী, সত্যযুগ, আনন্দ-বাজার, শুকশারী, চতুষ্কোণ, সন্দেশ, উত্তর-সূরী, কালি ও কলম প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও সমরেশ বসু সম্পাদিত স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলনে (১ম খণ্ড) রতনের ঘর গল্পটি অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : পেপার কলোনি। গল্প : সাজঘরের বাইরে, নির্বাচিত গল্প (১৯৭৭)।

সমরেশ বসু (১১।১২।১৯২৪— ১২।৩। ১৯৮৮/২৮।১১।১৩৯৪) ছদ্মনাম : কালকূট। পিতৃদত্ত নাম : সুরথনাথ বসু, বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত নাম : সমরেশ। জন্ম : ঢাকা জেলার রাজনগর গ্রামে পিতার মাতুল গৃহে। মৃত্যু : কলিকাতার বেলভিউ ক্লিনিকে। নিবাস : নারিকেলবাগান, নৈহাটী, ২৪ পরগণা, পরে কলিকাতার

লোয়ার রডন ষ্ট্রীটে। পিতা : চিত্রশিল্পী মোহিনীমোহন বসু। মাতা : শৈবলিনী। ঢাকার সুতানুরে একবালপুরে বাল্যজীবন অতিবাহিত। ঢাকার গ্র্যাজুয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় পিতা কর্তৃক নৈহাটীতে বড়দা মন্মথনাথের নিকটে প্রেরিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইচ্ছায় ঢাকেশ্বরী মিলে শিক্ষানবীশ। ১৫ বৎসর বয়সে পুনরায় নৈহাটীতে প্রত্যাবর্তন। চিত্রশিল্পে, গানে ও অভিনয়ে দক্ষ। ঢাকায় দেবলাদেবী নাটকে মতিয়ার ভূমিকায়, নৈহাটীতে সিরাজদ্দৌলা নাটকে, কলিকাতায় রবীন্দ্রসদনে মুক্তধারা নাটকে মন্ত্রীর ভূমিকায়, প্রাণের প্রহরী নাটকে ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনেতা। টপ্পা অঙ্গের প্রাচীন সঙ্গীতে দক্ষ। আঠার বৎসর বয়সে বন্ধু দেবশঙ্করের বাল্যবিবাহিতা ভগিনী স্বামীর অত্যাচারে পিতৃগৃহবাসিনী বাইশ বৎসরের গৌরীদেবীর সঙ্গে প্রণয়, পলায়ন ও নৈহাটী থেকে চার মাইল দূরে বস্তিতে বাস। এই সময়ে পোলট্রির ডিম বিক্রী, আনাজ বিক্রী প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ। জগদ্দলের সত্যভূষণ দাশগুপ্তের প্রেরণায় কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য,—পার্টির পোষ্টার লেখক। ইছাপুরে ফ্যাক্‌টরি ইন্‌সপেক্‌টরেট্ অফ্ স্মল্ আর্মস্-এ ড্রয়িং বিভাগে ট্রেসার—পরে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান পদে উন্নীত। জুটফ্রণ্টে পার্টির ট্রেড্ ইউনিয়নের কর্মী। গ্রেপ্তার (১৪।১২।১৯৪৯), প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী। মুক্তির পর চাকুরী ত্যাগ করে সাহিত্য সেবায় ব্রতী। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক। দেশ পত্রিকায় 'গুণিন' গল্প প্রকাশিত হওয়ার পরে পার্টির বিরাগভাজন, 'স্বীকারোক্তি' গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর পার্টির সদস্যপদ খারিজ। গৌরী দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর ভগিনী ধরিত্রী দেবীর সঙ্গে পুনর্বিবাহ। সোভিয়েট্ রাশিয়া (১৯৮৫) ও জার্মানী (১৯৮৬) ভ্রমণকারী। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ঋষি দাস প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সস্নেহ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। প্রথম গল্প 'আদাব' শারদীয় পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৪৬)। প্রথম উপন্যাস : উত্তরঙ্গ (জেলখানায় রচনা শুরু ও মুক্তির পরে প্রকাশিত)। প্রথম গল্প সংকলন : মরশুমের একদিন। শারদীয় দেশ পত্রিকায় 'বিবর' উপন্যাস প্রকাশিত হলে (১৯৬৫) অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত। বিবর, প্রজাপতি, পাতক ও স্বীকারোক্তি উপন্যাস চতুষ্টয় অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট। দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রজাপতি প্রকাশিত হলে (১৯৬৭) আদালতে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত এবং আদালতের রায়ে বাজেয়াপ্ত, দেশ-আনন্দবাজার পত্রিকার অশোককুমার সরকারও সাগরময় ঘোষের আপীলে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে মুক্ত (১৯৮৫)। গঙ্গা উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর সাহিত্যিক-খ্যাতি প্রসারিত। নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বাস্তবধর্মিতা উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। কালকূট ছদ্মনামে ভ্রমণকাহিনী লেখক। উত্তরঙ্গ উপন্যাসের জন্য সিগনেট পুরস্কার, গঙ্গা উপন্যাসের জন্য আনন্দ পুরস্কার (১৯৫৮), শাম্ব উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার (১৯৮০) প্রাপ্ত। সম্পাদক : মহানগর। প্রকাশিত গ্রন্থ : উত্তরঙ্গ, বি. টি. রোডের ধারে (১৯৫৩), শ্রীমতী কাফে (১৯৫৪), নয়নপুরের মাটি (১৯৫২), গঙ্গা (১৯৫৫), বিবর (১৯৬৫), প্রজাপতি (১৯৬৭), পাতক, স্বীকারোক্তি, বাঘিনী (১৯৬০), শেষ দরবার, স্বর্ণপিঞ্জর, মিছামিছি, সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা, ওদের বলতে দাও, পরম রতন, সদাগর, জগদ্দল, অশ্লীল, শাম্ব (পুরাণকাহিনী অব-

লন্ডনে রচিত) প্রভৃতি। গল্প : মরশুমের একদিন, অকাল বৃষ্টি (১৯৫৪), পসারিণী (১৯৫৫), মানুষ শক্তির উৎস, প্রাচীর বিজড়িত, সঙ্কট, মহাকালের রথের ঘোড়া, রঙ্গমঞ্চ কলকাতা, অপদার্থ, বিপর্যস্ত, টানা-পোড়েন, যুগ যুগ জিয়ে, পুনর্যাত্রা, বিজন বিভুঁই, শেকল ছেঁড়া, হাতের খোঁজে প্রভৃতি। ভ্রমণ কাহিনী : অমৃত কুম্ভের সন্ধানে (১৯৫৪), কোথায় পাব তারে, স্বর্ণ-শিখর প্রাঙ্গণে, মন চল বনে, নির্জন সৈকতে, বাণীধ্বনি বেনুবনে, বাঁশীর তিন সুর, অমৃত বিষের পাত্রে, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়, আরব সাগরের জল লোনা, কোথায় আছে সে প্রভৃতি।

সমরেশ মজুমদার (২৬।১১।১৩৪৮ বঙ্গাব্দ —)। জন্ম : ডুয়ার্সের চা বাগানে। শৈশব ও বাল্য জলপাইগুড়িতে অতিবাহিত। জলপাই-গুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. পাশ। প্রথমে গ্রুপ থিয়েটারের জন্য নাটক রচয়িতা,—পরে গল্প-উপন্যাস লেখক। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। দেশ পত্রিকায় প্রথমে নাটক প্রকাশিত (১৯৬৭), প্রথম প্রকাশিত গল্প অন্তরাত্মা (১৯৬৭), প্রথম উপন্যাস দৌড় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৭৫), দৌড় চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ায় বি.এফ্. জে.এ. দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার প্রাপ্ত। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮২), কালবেলা উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : দৌড়, তীর্থযাত্রী, সওয়ার, এই আমি রেণু, উত্তরাধিকার, বন্দীনিবাস, উনিশ বিশ, কালবেলা, মুক্তবন্ধ, কলকাতা প্রভৃতি।

সমরেশ রুদ্র (১৭।১১।১৩১৬ বঙ্গাব্দ—) এম্. এ.। জন্ম : ইড়পালা, মেদিনীপুর। শিক্ষক, নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : দুর্বার।

সমসের। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। এঁর একটি মাত্র পদ ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

সমাধিপ্রকাশ আরণ্য (১৮৮১—১৩।১০। ১৯৮৫) পূর্বাশ্রমের নাম : নরেশচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়। জন্ম : পূর্ববঙ্গের কোন গ্রামে। পিতা : যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা : গিরিবালা দেবী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. পাশ। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম প্রত্যাখ্যান করে বালিয়া-কান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। স্বাধীনতা সংগ্রামী,—গান্ধীজীর সহযোগী,—গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে ও ফরিদপুরে জগবন্ধুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মধুপুরে কপিলমঠের সাংখ্যযোগাচার্য শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আচার্য মহারাজের নিকট সন্ন্যাসে দীক্ষাপ্রাপ্ত। সিদ্ধিলাভের পরে লোক-হিতে নিযুক্ত। ফরিদপুরে সমাধিনগর আশ্রম ও আর্যসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা (১৩৪৪), ফরিদপুরের স্বর্ণনগরে ও রাজশাহীর কাশিমবাজারে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব প্রচারে ব্রতী। পশ্চিম দিনাজ-পুরে হাসুয়া সমাধিমঠের প্রতিষ্ঠাতা। পাকি-স্তান সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার (১৯৫০)। সমাজকল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জাতিকথা (১৩৪০), বুদ্ধচরিতের আভাস, শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু দর্শন, বিদ্যালয়ে প্রাথ-মিক ধর্মশিক্ষা, শুদ্ধামাধুরী, পল্লীবোধন, বিদ্যাশিক্ষা ও সাধনা, পুরুষ ও আত্মা, পরশ-মণি (১৩৪১)।

সম্রাট সেন (৫।১১।১৯৩৩—) প্রকৃত নাম : বেচু প্রামাণিক । ছদ্মনাম : শ্রীমন্ত সওদাগর। জন্ম : গৌরহাটী, হুগলী। বর্তমান নিবাস : ১২, ফেরী ঘাট ষ্ট্রীট্, তেলিনীপাড়া, হুগলী, পিতা : গৌরমোহন সেন, মাতা : শৈলবালা। কলিকাতা রবীন্দ্র সদনের সহকারী গ্রন্থাগারিক। গল্পভারতী, বেতারজগৎ, নব কল্লোল, বসুমতী, দর্শক প্রভৃতি বাঙ্গালা পত্রিকা, কহানী, নঈ কহানী, রেখা প্রভৃতি হিন্দী পত্রিকা ও রামধনু প্রভৃতি অসমীয়া পত্রিকার লেখক। কথা সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক রূপসী বাংলা (২ বৎসর)। প্রকাশিত উপন্যাস : (শ্রীমন্ত সওদাগর ছদ্মনামে) শঙ্খবতী (১৩৬৬), সন্ধিলগ্ন, এর পূবরী ওর বিভাস (১৩৬৭), তিলোত্তমা (১৩৬৭), রূপমতী (১৩৭০), দূরে স্মৃতি কাছের মানুষ (১৩৭১), (সম্রাট সেন ছদ্মনামে :) মহানগর, বাদশা নগর (১৩৭২), যমুনাবতী সরস্বতী (১৩৭২), সায়াহ্নে সপ্তদুর্গা (১৩৭৩), অগ্নিতট সপ্তগ্রাম (১৩৭৫), দোলন চাঁপা (১৩৭৫), সিরাজের পরে, অঙ্গীকার (১৩৭৬), নেপথ্যে নায়ক (১৩৮২), সপ্তদুর্গার উদয়াস্ত ১ম (১৩৮৩), ঐ ২য় (১৩৮৪), অনির্বাণ জ্বলছে (১৩৮৭), বধূ অমিতার ঘরে (১৩৮৯), (ছোটদের :) সিংহাসনে রাজা নেই (১৩৭০), বাধা দিলেই লড়াই (১৩৮৮), এদিকে ইংরেজ ওদিকে সন্ন্যাসী (১৩৮৯)। নাটক : রাজসিক। সম্পাদিত গ্রন্থ : রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রণীত যন্ত্রকোষ (১৩৯০)।

সমির উদ্দিন (১৯ শ শতাব্দী) জন্ম : বালিয়া বামুন পাড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বেদারন গাফেলিন (১২৬৮)।

সমীর হোড়। ছদ্মনাম : বিদগ্ধ শর্মা, ভবঘুরে। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেশে দেশে রানা, কাঞ্চন তৃষ্ণা, ছলনাময়ী, ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট্।

সমীর কান্ত গুপ্ত (২৪।১০।১৩২৮/৭।২। ১৯২২—) বর্তমান নিবাস : শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডীচেরী। পিতা : নলিনীকান্ত গুপ্ত, মাতা : ইন্দুলেখা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের অধ্যাপক ও পত্রিকা সম্পাদক। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, কথা সাহিত্য, উত্তরসূরী প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাধনার জীবন, কঠোপনিষদ, আলবার পদাবলী, পারী জাতক, কাব্যলোকে, মনের মনমুকুর, শতাব্দীর পূজা, নেপোলিয়ান, সাত কাহন, মৌন মুখর, কর্তেই রাসীন (ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরর অনুবাদ)।

সমীর চক্রবর্তী (১৪।৫।১৯৩৭—) আলুপুর দুয়ার কোর্টে ম্যাক উইলিয়ম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কবি। লোকসংস্কৃতি গবেষক। প্রথম কবিতা আনন্দচন্দ্র কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৫৪)। প্রকাশিত কাব্য : আগুনের সেঁক হাঙ্গরের ঢেউ (যুগ্মভাবে-১৯৬০), চৌদিকে পায়ের শব্দ (কাব্যনাট্য-১৯৭৭)।

সমীর চৌধুরী (১৯২৪—) ছদ্মনাম : আলিয়ান তুতাদি। কবি। প্রকাশিত কাব্য : বৃষ্টি যদি আসে, পর্দাটা তুলতেই দেখি।

সমীর দাশগুপ্ত। অনূদিত কাব্য : বেটোল্ট্ ব্রেখটের কবিতা।

সমীরণ চৌধুরী (১৯৪২—) ছদ্মনাম : বর্ণবিবি, বসু বন্ধু, বাৎসায়ন। জন্ম : কলিকাতায়। কবি ও অনুবাদক। বসুমতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বিদেশী গল্পের অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : এক ঋতু ভিন্ন মুখ(সুকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে), ফাদার

সেরগিয়াস, হেড্ডা গ্যাবলরি, ভ্‌লাদিমির ইলিচ্‌, লেনিন।

সমীরণ ভট্টাচার্য (১৯৫৭—১৯৭৮) পিতা: জগদীশ ভট্টাচার্য। মেদিনীপুর কে. ডি. কলেজের ছাত্র। কবি। আলোর জোয়ার, চলন্তিকা, চুলুং ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: হারিয়ে যাওয়ায় (১৯৮১), সমীরণ সমগ্র (১৯৮৩)।

সমীরণ রুদ্র (২২।৪।১৩২২ / ×/৮। ১৯১৬—)। জন্ম: মাতুলালয়ে মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমায়। পৈতৃক নিবাস: ঘাটাল মহকুমা, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস: ৩ এ, বীডন স্কোয়ার, কলিকাতা-৬। পিতা: ফণিভূষণ রুদ্র। কলিকাতা ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৩), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এ. বিদ্যা-সাগর কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৩৮)। প্রথমে পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত,—পরে যশোর স্কুলের শিক্ষক,—কিশোর গঞ্জে একটি সিনেমা কোম্পানীর হল ম্যানেজার। ছাত্রাবস্থা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত। নির্যাতীত স্বাধীনতা-সংগ্রামী। কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথম গল্প প্রকাশিত। ২৯ বৎসর বয়সে পত্নী-বিয়োগের পর ভুবনেশ্বরে রাম-কৃষ্ণমিশন মঠে যোগদান ও কিছুকাল পরে বড় মহারাজের আদেশে সংসারে প্রত্যাবর্তন। পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা ব্রাঞ্চের অফিস ম্যানে-জার। ঢাকা, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, জব্বল পুর, বিলাসপুর ও পশ্চিমবঙ্গের ভারতবর্ষ, উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ, দৈনিক বসুমতী, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। অসুস্থ ও পঙ্গু অবস্থাতেও সাহিত্য সেবায় নিরত। বিশ্বভারতীয় উপাচার্যের কাছ থেকে জ্ঞানভিক্ষু ও ভাবীকাল সাহিত্য বাসর থেকে সাহিত্যতাপস উপাধিপ্রাপ্ত, সন্দীপন পত্রিকা গোষ্ঠী কর্তৃক সম্বর্ধিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: চার চোখের ভাষা, বসন্ত তিলক, আলোর ঠিকানা, মহা-মানবের সাগরতীরে, অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যা তারা, কুর্চি ফুলের ডালা, এই জীবনের ইতিহাস প্রভৃতি।

সমীরেন্দ্র সিংহ রায় (৪।৯।১৩২৮ বঙ্গাব্দ—) জন্ম: নাকাশী পাড়া, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: নদীয়াবাসীতর্পণ।

সমুদ্র গুপ্ত। জন্ম: সিরাজ গঞ্জ, পাবনা। উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি। বাংলাদেশবাসী। কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প লেখক। প্রকাশিত কাব্য: রোদ ঝলসানো মুখ (১৯৭৭)।

সম্বুদ্ধ। অমূল্য কুমার দাশ গুপ্ত দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড)

সম্বুদ্ধানন্দ স্বামী। সন্ন্যাসী। নিবাস: শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম, বেলানগর, পোঃ অভয় নগর, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: যেমন শুনিয়াছি (ধর্মবিষয়ক)।

সরদার আবদুল হামিদ মিঞা। জন্ম: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বপ্ন সুধা।

সরদার জয়েন উদ্দীন (১।৩।১৯২৩—) জন্ম: কামারহাট, নাজির গঞ্জ, পাবনা, বাংলাদেশ। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক,—ঢাকা টেক্সট্‌ বুক বোর্ডের পরিচালক। ঔপন্যা-সিক ও গল্পকার। উপন্যাসে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭) ও আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: নয়ন ঢুলি (১৯৫২), বীর কণ্ঠীর বিয়ে (১৯৫৫), খর স্রোত (১৯৫৫), অষ্টপ্রহর (১৯৭৩), বেলা ব্যানার্জির প্রেম (১৯৬৮)। উপন্যাস: আদিগন্ত (১৯৫৯), পান্নামতি

(১৯৬৪), নীল রং রক্ত (১৯৫৬), অনেক সূর্যের আশা (১৯৬৬), বেগম শেফালী মির্জা (১৯৬৮), রোদের ঢেউ, শ্রীমতী ক ও খ, শ্রীমান তালেব আলী। শিশু সাহিত্য : উল্টো রাজার দেশ, আমরা তোমাদের ভুলব না, অবাক অভিযান।

সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫—) জন্ম : বরিশাল। দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ.। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। প্রবন্ধকার ও অনুবাদক। অনুবাদে বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : দর্শন কোষ (১৯৭৩), প্লেটোর সংলাপ (১৯৭১), নানা কথা (১৯৭৩), প্লেটোর রিপাবলিক (১৯৭৪), এ্যারিস্টটলের পলিটিক্স (১৯৮৩), গল্পের গল্প (১৯৭৩), নানা কথা (১৯৭৩), নানা কথার পরের কথা (১৯৮৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ : পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য (১৯৬৮), আমাদের সাহিত্য (১৯৬৯), মুজফফর আহমদ চৌধুরী স্মারক গ্রন্থ (১৯৮১)।

সরযূবালা দত্ত। সম্পাদিকা : সচিত্র মাসিক ভারতমহিলা (১৩১২-১৪)।

সরযূবালা দাশগুপ্তা (সেন) (১৮৮৯—১৯৪৯) পিতা : দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতৃজায়া। পিতার শিক্ষায় ও আদর্শে জীবন গঠিত। এন্‌ট্রান্স (১৯০৫) ও এফ্. এ. পাশ করার পর বিলাত গিয়ে Froebel Institution থেকে শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯১২-১৩)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা বসন্ত রঞ্জনের সঙ্গে বিবাহ (১৯১৫), বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর দেশবন্ধুর ভগ্নীপতি বিপত্নীক শরৎচন্দ্র সেনের সঙ্গে পুনর্বিবাহ। নারায়ণ পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বসন্ত প্রয়াণ (পতি বিয়োগের শোকোচ্ছ্বাসমূলক প্রবন্ধ—১৯১৪), দেবোত্তর (রূপক নাট্য-১৯১৫), ত্রিবেণী সঙ্গম (১৯১৪), অন্নপূর্ণা (একাংক নাটক), বিশ্বনাথ প্রভৃতি।

সরযূবালা বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : মনোরমা, প্রতিষ্ঠা, পরিত্যক্তা, প্রায়শ্চিত্ত, প্রেয়সী মিলন, শুকতারা, আহূতি, গ্রহের ফাঁদ, রেখো, প্রবাল।

সরলা দেবী। জন্মস্থান : কলিকাতা। চন্দননগরে সারদা সাধন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মহিলা কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বন্দিনী নারী, সোপান প্রভৃতি।

সরলা দেবী চৌধুরানী (৯|৯|১৮৭২—১৮|৮|১৯৪৫) নামান্তর : সরলা বালা দেবী। জন্ম : জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে মাতুলালয়ে। পিতা : নদীয়া জেলার জয়রামপুর নিবাসী জমিদার জয়চন্দ্র ঘোষালের পুত্র জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল, মাতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বামী : লাহোর নিবাসী ব্যারিষ্টার ও রাজনীতিবিদ হিন্দুস্থান (লাহোর) পত্রিকার সম্পাদক রামভজ দত্ত চৌধুরী। পিতার বিলাত প্রবাসকালে ঠাকুর বাড়ীতে শৈশব অতিবাহিত। পিতার প্রত্যাবর্তনের পরে পিতার সঙ্গে কলিকাতায় কাসিয়া বাগানে বাস করার কালে বেথুন স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স (১৮৮৬), বেথুন কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৮৮৮) এবং ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৮৯০) উত্তীর্ণা। বি. এ. পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক প্রাপ্তা। কবি

কামিনী রায় (সেন), লেডি অবলা বসু (দাস) প্রমুখের সহপাঠিনী। সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চায় নিরতা। গায়িকা ও সুরকার হিসাবে খ্যাতিপ্রাপ্তা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরারোপকারিণী। সংস্কৃত, ফার্সী, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিনী। মহীশূরে মহারানী গার্লস্ স্কুলের এ্যাসিষ্ট্যান্ট্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ (১৮৯৫), বরোদায় মহারানীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। বিবাহ (৫।১০।১৯০৫)। বিবাহের পর লাহোর বাসিনী। স্বামীর মৃত্যুর পর (১৯২৩) স্থায়ীভাবে কলিকাতাবাসিনী। নিরালম্ব স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালায় প্রথম গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনে সহায়িকা। কলিকাতায় প্রতাপাদিত্য উৎসব (১৯০৩) এবং বীরাষ্টমী ব্রত পালনের দ্বারা জাতীয়তা-বোধের প্রচারিকা। স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের (১৯০৪) প্রতিষ্ঠাত্রী। পাঞ্জাবে নারীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোক্ত্রী। স্বামী রামভজ দত্ত চৌধুরী রাজরোষে গ্রেপ্তার হলে উর্দু হিন্দুস্থান পত্রিকার সম্পাদিকা এবং উক্ত পত্রিকার ইংরাজী সংস্করণের প্রকাশিকা। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাত্রী (১৯৩৫)। মহিলাদের মধ্যে লাঠি ও তরোয়াল খেলার প্রচলনকারিণী। প্রথম জীবনে থিওসফিক্যাল সোসাইটি ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিতা,—শেষ জীবনে হাওড়ার আচার্য শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণ দেব-শর্মার শিষ্যা। জাতীয় ভাবের উদ্দীপক বহু সঙ্গীতের রচয়িত্রী। রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপৎ রায়, গোখলে, তিলক ও গান্ধীজীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। কলিকাতায় ভারত স্ত্রীশিক্ষাসদনের স্থাপয়িত্রী (১৯৩০)। বীরভূমের সিউড়িতে (১৩৩২) লক্ষ্ণৌ শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রী। বালক, ভারতী, ঢাকা রিভিউ ও ঢাকা সম্মিলনী পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রথম রচনা 'দুর্ভিক্ষ' ও দ্বিতীয় রচনা 'বাবলা গাছের কথা' বালক পত্রিকায় প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক-১২৯২)। যুগ্ম সম্পাদিকা : ভারতী (অগ্রজা হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে—১৩০২—৪) সম্পাদিকা : ভারতী (১৩০৬—১৪, ১৩৩১—৩৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শত গান (১০০ গানের সংকলন, স্বরলিপি সহ-১৯০০), বাঙ্গালীর পিতৃধন (১৯০৩), ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল (১৯১১), নববর্ষের স্বপ্ন (৫ টি গল্পের সংকলন-১৯১৮), কালী পূজায় বলিদান ও বর্তমানে তাহার উপযোগিতা (১৯২৬), শ্রীগুরু বিজয় কৃষ্ণ দেবশর্মানুষ্ঠিত শিবরাত্রিপূজা (১৯৪১), জীবনের ঝরাপাতা (আত্মজীবনী—১৯৪৪—৪৫)। বেদবাণী (বিজয় কৃষ্ণ দেবশর্মার উপদেশ) ১১ খণ্ড।

সরলানন্দ সেন (১৯১১—১৮।২।১৯৭৬/ ৫।১১।১৩৮২) নিবাস : 'বাপুজী কলোনী, কলিকাতা-৩১। সংবাদিক। ২৫ বৎসর যাবৎ যুগান্তরের বার্তা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত, —যুগান্তর পত্রিকায় ঢাকার চিঠি লেখক। সঞ্জীবনী পত্রিকায় সাংবাদিকতার সূচনা। ফরিয়াদ, আজাদ ও সংবাদ পত্রিকার সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : মা ও সে তুঙ, ছোটদের রামমোহন, ছোটদের সুরেন্দ্রনাথ, ছোটদের চিত্তরঞ্জন, ঢাকার চিঠি ১ম খণ্ড।

সরলা বালা দাসী (১৮৭২ ?—১৯৩৯) জন্ম : বউ বাজার, কলিকাতা। পিতা : অক্রূর দত্তের বংশধর উপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী : হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। কবি। প্রকাশিত কাব্য : মিরণ (মৃতা কন্যার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক কাব্য,—১০০ টি কবিতার সংকলন, —১৩১৮)।

সরলা বালা বসু। 'ভাগের পূজা' (১৯২৩) বারোয়ারী উপন্যাসের ১৬ জন লেখক লেখিকার অন্যতমা।

সরলা বালা (দাসী) সরকার (৯।১২।১৮৭৫/ ২৫।৮।১২৮২—১।১২।১৯৬১)। জন্ম : নদীয়া -কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী কাঁঠাল পোঁতা গ্রামে, পৈতৃক নিবাস : ভড়রামদিয়া গ্রাম, ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী 'কিশোরী লাল সরকার, ভ্রাতা : সরসীলাল সরকার, পিতামহী : 'আমার জীবন' এর লেখিকা রাস স্বন্দরী, স্বামী : শরচ্চন্দ্র সরকার, কন্যা : অশোক কুমার সরকারের মাতা : নির্ঝরিণী, মাতুল : অমৃতবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর হেমন্ত কুমার, শিশির কুমার ও মতিলাল ঘোষ। স্বগৃহে বিদ্যাচর্চা ও কবিতাচর্চা বাল্যকাল থেকেই অব্যাহত। প্রথম কবিতা 'লজ্জাবতী' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ ১২৯৭)। সাহিত্য, অন্তঃপুর, প্রদীপ, উৎসাহ, জাহ্নবী, উদ্বোধন, স্বপ্রভাত, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দেশ, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত। বারো বৎসর বয়সে বিবাহ। ১১ বৎসর দাম্পত্যজীবন যাপনের পরে স্বামীর মৃত্যুর পর রচিত শোককাব্য 'প্রবাহ' (ভ্রাতা সরসীলাল সম্পাদিত—১৯০৪)। স্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কারিণী,—আন্দোলনে প্রেরণাদাত্রী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ লেকচারার (১৯৫৭)। স্মৃতিচিহ্ন গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্তা (১৩০৯)। দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্য : অর্ঘ্য (১৯৫১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : প্রবাহ (১৮৯৫), অর্ঘ্য (১৯৫১)। জীবনী : নিবেদিতা (১৯৩৮), স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ সঙঘ (১৯৫৭)। কুমুদনাথ (১৯৩৮)। প্রবন্ধ :। সাহিত্য জিজ্ঞাসা (১৯৫৭), মনুষ্যত্বের সাধনা (১৯৫৩)। গল্প : চিত্রপট (১৯১৭), গল্প সংগ্রহ (১৯৫৭), শিশুসাহিত্য : পিনকুর ডাইরি (১৯৬১)। আত্মজীবনী : হারানো অতীত (১৯৫৪)।

(ডঃ) সরসী কুমার সরস্বতী (১৯০৬— ২২।৯।১৯৮০/৫।৬।১৩৮৭) জন্ম : রাজশাহী, মৃত্যু : কলিকাতায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বরেন্দ্র রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে গবেষক। এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীয়ান (৪ বৎসর)। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্ট আর্কিওলজির অধ্যাপক (১৯৭২-পর্যন্ত)। এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি (১৯৭৫-৭৬) রকফেলর ফাউণ্ডেশন বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা গমন (১৯৭৩), ইউনেসকোর আমন্ত্রণে মধ্যপ্রাচ্যে গমন। ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পকলা ও চিত্রকলা সম্পর্কে গবেষক। বেনারস থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সেক্রেটারি-কিউরেটর। ভিক্টোরিয়ার মেমোরিয়ালের অছি পরিষদের সদস্য। ১৫টি গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখক। রবীন্দ্রনাথ, বনফুল, জীবনানন্দ দাস, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকদের সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাল যুগের চিত্রকলা, মুঘল যুগের চিত্রকলা, Survey of Indian Sculpture, Indian Art of Crossroad প্রভৃতি।

সরসী বালা দাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : নিবেদিতা।

সরসীবালা বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : শ্রেয়সী (১৯২১), মিলন (১৯২১) : উপন্যাস : চরকার উৎসব (১৩২৮), প্রায়-

ক্ষিত্ত (১৯২০), শুকতারা (১৯২২), রেবা (১৯২২), শিবানী (১৯২১)।

(ডাঃ) সরসীলাল সরকার (১২৭৯ ?—১০।৯।১৩৫১ বঙ্গাব্দ) পৈতৃক নিবাস : ভড়রাম-দিয়া, ফরিদপুর। পিতাঃ হাইকোর্টের ব্যবহার-জীবী কিশোরীলাল সরকার, ভগিনী : কবি ও সাহিত্যিক সরলা বালা সরকার। বৃত্তিসহ এফ. এ. পাশ। এম্. এ. (১৮৯৪), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এল্. এম্. এস্ (১৮৯৮) পাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলিয়ট পুরস্কার প্রাপ্ত। সরকারী সহকারী সার্জেন, পরে সার্জেন (১৮৯৯—১৯৩০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মনের কথা, রবীন্দ্রকাব্যে অগ্নী পরিকল্পনা, পল্লী সংগঠন (১৯২৬)। সম্পাদিত কাব্য : প্রবাহ (সরলা বালা সরকার রচিত—১৯০৪)।

সরহ পা (আঃ খ্রীঃ ৯ম/১০ ম শতাব্দী) নামান্তর : রাহুল ভদ্র, সরোরুহ বজ্র বা সরোজ বজ্র। চক্রসম্বরতন্ত্রের তিব্বতী অনুবাদে শবর পা'র গুরু। জন্ম : কোন মতে উড়িষ্যা, মতান্তরে রাজ্ঞী (বর্তমান ভাগলপুরের নিকটবর্তী), মতান্তরে বরেন্দ্রভূমি বা উত্তর বঙ্গে। চর্যাগীতি রচয়িতা, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য। চর্যা-চর্য বিনিশ্চয়ে এঁর চারটি পদ সংকলিত হয়েছে। রচিত ও সংকলিত গ্রন্থ : দোঁহাকোষ গীতি, দোঁহাকোষ চর্যাগীতি, দোঁহাকোষ উপদেশ গীতি, দোঁহাকোষ মহাসমুদ্রোপদেশ, ভাবনা-দৃষ্টিচর্যাফল দোঁহাকোষ গীতিকা, মহাসমুদ্রো-পদেশ বজ্র গুহ্যগীতি, ডাকিনী বজ্র গুহ্যগীতি, তত্ত্বোপদেশ দোঁহাগীতি, কথন্ত দোঁহা (সটীক)।

সর্বানন্দ (১৮ শ শতাব্দী) বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা।

সর্বানন্দ (১২ শ শতাব্দী) বন্দ্যঘটী-বংশীয়। নিবাস : আর্তিহর, রাঢ়দেশ। রচনা : টীকা সর্বস্ব (অমর কোষের টীকা)। এই টীকায় তিন শতাধিক প্রাচীনতম বাঙ্গালা শব্দ আছে।

সর্বানন্দ ন্যায় বাগীশ (১১৭৬—১২৮২ বঙ্গাব্দ)। জন্ম ; বিদ্যাবতীপুর, বর্ধমান। পিতা : ধর্মদাস বিদ্যানিধি। পিতার কাছে, নবদ্বীপে, মিথিলায় ও কাশীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত এবং রাজার চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। শব্দকল্পদ্রুম সংকলনের অধ্যক্ষ। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিবাদে 'বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ' রচনা করে রাধাকান্ত দেব কর্তৃক পুরস্কৃত।

সর্বানন্দ বড়ুয়া (×।২।১৮৭০—১৬।৪।১৯০৮) জন্ম : চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এল্. এ. উত্তীর্ণ। প্রথমে দারোগা,—মহামুনি মধ্য ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক,—পরে মোক্তার। সম্পাদক : বৌদ্ধ পত্রিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রী বুদ্ধ চরিতামৃত, জগজ্জ্যোতি।

সর্বানন্দ মিত্র। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবন রেখা (১৩২১)।

সর্বাণীনন্দন দ্বিজ (১৮ শ শতাব্দী) রচনা : মহীরাবণ বধ।

(ডঃ) সর্বাণী সহায় গুহরায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : রসায়নের ব্যবহার।

সর্ফ তোল্লা। নিবাস : ওশখাইন, থানা : বাঁশখালী, চট্টগ্রাম। পিতা : প্রসিদ্ধ কবি আলিরাজা বা কানুফকির। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। পিতার ন্যায় বহু সঙ্গীত রচয়িতা। একটি পদ সাহিত্যসংহিতা পত্রিকায় (আষাঢ়, ১৩০৮) প্রকাশিত।

সরিৎশেখর মজুমদার (৩১।১০।১৯১৫/১৪।৭।১৩২২—) ছদ্মনাম : মুদ্গল মুনি,

কৃষ্ণ শেষাদ্রি। জন্ম: শাহদরা, দিল্লী। বর্তমান নিবাস: ৫২, নন্দনা পার্ক, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। পিতা: বনফুলের সাহিত্য রচনার প্রেরণা বটুদা নামে পরিচিত সুধাংশু-শেখর মজুমদার, মাতা: প্রসাদী, পত্নী: উমা। আদি নিবাস: গুপ্তিপাড়া, হুগলী। সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৩৩২), বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ. (১৯৩৮)। গবেষণায় ব্রতী (১৯৩৯)। সালকিয়া এ. এস্. স্কুলের শিক্ষক (১৯৪০), মালদহে ইতিহাসের ও অর্থনীতির অধ্যাপক (১৯৪০—৪২), ইন্‌স্‌টিটিউসন্ অফ্ ইঞ্জিনিয়ার্স ইণ্ডিয়ার এসিস্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারি (১৯৪৩—৭৫), ইনস্‌টিটিউট্ অফ্ ইণ্ডিয়ান ফাউণ্ড্রিমেন এর ডেপুটি সেক্রেটারি (১৯৭৬—৮১)। কবি, কথা-সাহিত্যিক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: পার্ক (১৩৬৫), এই কড়ি খেয়া পারানির (১৩৮১), এখন ফাগুন মাস (১৩৮৩), তেলিয়াগড়ির প্রাঙ্গণে (ঐ-তিহাসিক—১৩৮৪)। কাব্য: প্রথম ভালোবাসা (ব্যঙ্গ—১৩৬৯), রাংচিতার বেড়া (১৩৭১), নির্বাচিত কবিতা (ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন—১৩৮৩), দৃশ্য দৃশ্যাতীত (১৩৮৮), Fancies My Fireflies (১৯৭৩), Rivers and Rivulets (১৯৮৩)। অনুবাদ: আমারি আঙিনা দিয়া (ভিকি বাম্—১৩৬৭), উড়ে চলি দক্ষিণে (কারাজিন-১৩৭২), বিবেকানন্দ জীবনের এবং বিস্মৃত অধ্যায় (বেণী-শঙ্কর শর্মা—১৩৭০), নৃত্যের তালে তালে (ইসাডোরা ডানকান—১৩৭৬)। ছোটগল্প: কথাসরিৎ (১৯৮২)। স্মৃতিচারণ: বনফুল স্মৃতি (১৯৭৯), সম্পাদিত গ্রন্থ: গল্প কথক বিবেকানন্দ (১৯৭৮), ভারতের সাধক (ছোটদের—১৩৭৫)। সম্পাদিত পত্রিকা: রূপাঞ্জলি (১৯৬৪-৬৫)।

সরেশ্বর সেন (পৌষ সংক্রান্তি ১৩৩২—) জন্ম: জয়মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫। পৈত্রিক নিবাস: সরগ্রাম, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস: ৫/১, পটারি রোড্ কলিকাতা-১৫। পিতা: রাধিকাপ্রসাদ সেন, মাতা: শিশুমতি। কলিকাতা স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৩), স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার পরে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম্. (১৯৪৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ.। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কর্মচারী,—দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র একাউন্ট্‌স্ অফিসার, বর্তমানে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে একাউন্ট্‌স সার্ভিসের কর্মী। আনন্দ বাজার, যুগান্তর, অমৃত, বসুমতী, ঘরোয়া, ঘরণী প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটগল্প লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রক্ত-তিলক (সাতটি গল্পের সংকলন)।

সরোজ কুমার আচার্য (৭।৬।১৯০৬—১৮।১০।১৯৬৮) এম্. এ.। জন্ম: কুষ্টিয়া, নদীয়া (অধুনা বাংলাদেশ)। পিতা: দক্ষিণারঞ্জন আচার্য। কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩২) পাশ করার পরে সেন্ট্ পল্‌স্ কলেজ ও পরে কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ। লিভিংষ্টোন মেমোরিয়াল ও মোহিনী মোহন পুরস্কার প্রাপ্ত। ছাত্রাবস্থা থেকেই জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের (১৯৩০) পর গ্রেপ্তার,—বক্‌সা ও দেউলি শিবিরে বন্দী,—সাত বৎসর কারারুদ্ধ। বন্দী অবস্থায় ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে এম্. এ. পাশ। মুক্তি-

লাভের পর কিছুকাল অধ্যাপনায় ব্রতী। হিন্দুস্থান পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯৪৩), পরে আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। মার্ক্সীয় দর্শনে পণ্ডিত,—ভারতীয় কমিউনিষ্ট্ পার্টির তাত্ত্বিক নেতা। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ লেখক। দেশ পত্রিকায় বৈদেশিকী বিভাগের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাশিয়ার রক্তবিপ্লব, মার্কসীয় দর্শন (১৩৪২), যুক্তি বিজ্ঞান (১৯৪৬), রাশিয়া (১৯২৮), বইপড়া (১৯৫৫), Great Rebels (১৯৪৫), Mololov's Third Five Year Plan (সম্পাদিত)।

সরোজ কুমার দত্ত (২১।৫।১৯২৪/৭।২। ১৩৩১—) নিবাস: ৫/৪, শীতলা মাতা লেন, বরাহনগর, কলিকাতা-৯০। পিতা: বাদল চন্দ্র দত্ত, মাতা: প্রতিভাকুমারী। স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল ও স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক (১৯৪৬)। আইন অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ। ব্যবসায়ে অসাফল্য হেতু কিছুকাল চাকুরির পর চল্লিশোত্তর বয়সে পূরাপূরি সাহিত্যকর্মে ব্যাপৃত। কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধ লেখক ও অনুবাদক। নবকল্লোল, ঘরোয়া, নতুন প্রভাত, মরমিয়া, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটগল্প নভেলেট ও উপন্যাস প্রকাশিত। কাকদ্বীপে গঙ্গারিডি গবেষণা-কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত। ঐতিহাসিক নাটক দারাশেকো আকাশ বাণীতে (১৯৮০, ৮৩) ও মঞ্চে অভিনীত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: খেয়ালী পারাবত (১৯৭৫)। অনুবাদ: (রিফ্লেক্ট্ পাবলিশার্স প্রকাশিত:) সেক্সপীয়রের রচনাবলী, চেকভ ও মপাসাঁর গল্প উপন্যাস ও নাটক, তলস্তয়ের ওয়ার এণ্ড্ পীস, (মেসার্স পত্রলেখা প্রকাশিত:) হেমিংওয়ের ওলড্ম্যান এণ্ড্ দি সী (১৯৮৩), আলেক্জাণ্ডার বেলায়েভের দি অ্যাসকিরিয়ান ম্যান (১৯৮৩)। উপন্যাস: সিন্ধু থেকে গঙ্গারিডি (শারদীয় আর্য্য পত্রিকায়—১৩৯০)।

সরোজ কুমার দাস (৮।২।১৯৩৫—) বি. এ. এল্. এল্. বি. জন্মস্থান: ধনবেড়িয়া, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা। এড্ভোকেট, মুনসেফ,—এডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট্ ও সেসন জজ্। বর্তমানে শিলিগুড়িতে স্পেশাল জজ্। স্থায়ী নিবাস: মাধবপুর, ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা। দৈনিক সত্যযুগ, জনসেবক, লোকসেবক, পাক্ষিক ধনধান্যে, মাসিক প্রবর্তক, রবিবাসরীয় জনতা ও বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রায় দেড়শত নাটক প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত।

সরোজ কুমার নন্দী। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রকৃতির পুতুল।

সরোজ কুমার বসু (১৯১০—) এম্. এ. জন্ম: মূলঘর, খুলনা। নিবাস: রাঁচি বিহার। রাঁচি কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাঁচি কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস (১৯৫০)।

সরোজ কুমার রায় চৌধুরী (২০।৮। ১৯০১—২৯।৩।১৯৭২)। ছদ্মনাম: চক্রপাণি উকিল। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: মালিহাটী, মুর্শিদাবাদ। নিবাস: ৩৩এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বি. এ. পড়ার সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও কিরণ শঙ্কর রায়ের সঙ্গে রাজনীতিতে যুক্ত। পরে কলিকাতা জাতীয় বিদ্যাপীঠ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ। ব্যবসায়, দর্জির কাজ, শিক্ষকতা ও সংবাদিকতায় নিযুক্ত।—পরে কৃষক ও নব শক্তি পত্রিকায় যোগদান,—১০ বৎসর

পরে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান ও ১০ বৎসর পরে অবসর। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। কল্লোল যুগের লেখক। ২৫টিরও বেশী গ্রন্থের রচয়িতা। ময়ূরাক্ষী, গৃহকপোতী ও সোমতারা—উপন্যাসত্রয়ে বৈষ্ণবজীবনের সত্যচিত্র উদ্‌ঘাটিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: বন্ধনী (১৯৩১), শৃঙ্খল (১৯৩২), পান্থ নিবাস (১৯৩৫), ঘরের ঠিকানা (১৯৩৬), গৃহকপোতী (১৯৩৭), সোমলতা (১৯৩৮), শতাব্দীর অভিশাপ (১৯৩৮), নাগরী (১৩৩৮), আকাশ মৃত্তিকা (১৩৪০), ময়ূরাক্ষী (১৩৪৩), হংস বলাকা (১৩৪৪), মহাকাল (১৯৪৭), কালো ঘোড়া (১৩৫৩), নীলাঞ্জন (১৩৬৫), নীল আগুন (১৩৭০), অনুষ্টুপ, ছন্দ, ক্ষণ বসন্ত, মধুচক্র ইত্যাদি। গল্প: দেহযমুনা (১৯৩৬), মনের গহনে (১৯৩৬), ক্ষুধা (১৩৫১) ইত্যাদি। নাটক: হালদার সাহেব (১৩৫৪)। অন্যান্য: আত্মজীবনী (অনুক্ত নামে ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত)। সম্পাদিত পত্রিকা: সাপ্তাহিক নবশক্তি (১৩৩৮—৬৯)।

সরোজ কুমারী দেবী (গুপ্তা) (৪।১১। ১৮৭৫—১৯২৬)। পিতা: সাবজজ মথুরানাথ গুপ্ত, ভ্রাতা: সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্বামী: সম্বলপুরের সরকারী উকিল যোগেন্দ্রনাথ সেন। ১০ বৎসর বয়সে বিবাহিতা (১৮৮৬)। কবি। ১৮৯০ সাল থেকে সাহিত্য পত্রিকার লেখিকা। ইংরাজী কবিতার অনুবাদিকা। প্রথম কবিতা ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৮৮)। ভারতী, বালক, সাহিত্য, পরিচারিকা প্রদীপ, তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রেম ও প্রকৃতি কাব্যের প্রধান বিষয় রোমান্টিকতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: হাসি ও অশ্রু (শতাধিক খণ্ড কবিতার সংকলন—১৮৯৫), অশোকা (১৩০৮), শতদল (১০০টি কবিতার সংকলন—১৯১০)। গল্প: অদৃষ্ট লিপি (১৯১৫), ফুলদানি (১৯১৫), কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প (১৩১২)।

সরোজ কুমারী দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্বন্দ্ব, মেঘমুক্তি।

সরোজ দত্ত (১৯১৫?—৭।৮।১৯৭১) জন্ম: নড়াইল, যশোর। পিতা: হৃদয় কৃষ্ণ দত্ত। নড়াইল ভিক্টোরিয়া স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩০), বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৩৬), ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৩৯)। যুগান্তর পত্রিকার সহ-সম্পাদক,—অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিক। ১৯৪১ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত অরণি পত্রিকার সম্পাদক। অমৃত বাজার পত্রিকার প্রেস কর্মীদের ধর্মঘটের সময় চাকরি থেকে বরখাস্ত। কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতা পত্রিকার সহ-সম্পাদক। কলেজ জীবন থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ও পরে সদস্য। বিবাহ (১৯৪৮)। কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত হলে (১৯৬৪) মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। চারু মজুমদার-পন্থী নকশালবাড়ী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত,—১৯৬৮ সাল থেকে আত্মগোপনকারী,—দক্ষিণ কলিকাতায় অধ্যাপক বন্ধুর গৃহে অবস্থানকালে বন্ধুসহ ধৃত। সম্ভবতঃ পুলিশের গুলিতে মৃত্যু। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যসেবী। স্কুল ও কলেজের ম্যাগাজিনে বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। অসংখ্য কবিতা ও প্রবন্ধ ছাড়াও বহু মৌলিক গ্রন্থ ও অনুবাদ গ্রন্থের লেখক। রমাঁ রোলাঁর 'I will not rest', টলষ্টয়ের Resurrection, Sebus-

topal ১ম, টুর্গেনিভের ছোট গল্প, পুস্কিনের Spring Torrent, গোর্কির নানা কথা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, চীনের লোক-সঙ্গীত, মাও সে তুঙের New Democracy, শোলোকোভের ছোট গল্প প্রভৃতি অনূদিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। এঁর লুলুম্বা সম্পর্কিত কবিতাটি বিখ্যাত।

সরোজ দত্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সঞ্জয় ভট্টাচার্য (জীবনী)।

সরোজনলিনী দত্ত। স্বামী: গুরু সদয় দত্ত। জাপান-ভ্রমণকারিণী। প্রকাশিত গ্রন্থ: জাপানে বঙ্গনারী।

সরোজ নাথ ঘোষ (১২৮১?—২৮।১। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ) মৃত্যু: চেতলা, কলিকাতা। বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। সম্পাদক: দৈনিক বসুমতী, মাসিক বসুমতী, পল্লীবাণী (১৩২৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শতগল্প গ্রন্থাবলী, মস্তকের মূল্য (গল্প-১৯০২), জাল সম্রাট, বিসমার্ক, জার্মানীর গুপ্তচর, বিদ্রোহী শাসক, যুবরাজ, যমুনাধারা।

সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের প্রকৃতি (১৩২১)।

সরোজ নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রী নেহার মাহাত্ম্য (১৩২২)।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা কল্পনা-লতা (প্রবন্ধ), আলো আঁধারের সেতু—রবীন্দ্রচিত্রকল্প (১৯৮৪)।

সরোজ বসাক। প্রকাশিত উপন্যাস: বীতংস।

সরোজ বাসিনী দেবী (১৯ শ শতাব্দী) প্রকাশিত উপন্যাস: বনবালা (১২৯৯)।

সরোজ রঞ্জন চৌধুরী (১।২।১৯১৬—) ছদ্মনাম: অরূপ কুমার। জন্ম: নবদ্বীপ, নদীয়া। কবি। প্রকাশিত কাব্য: বনযূথী।

সরোজ রায় (২৬।৪।১৯৪৮—) জন্ম: রঙ্‌পুর জেলায়। বর্তমান নিবাস: রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর। ব্যাঙ্কের কর্মী। আধুনিক কবি। সময়ানুগ পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত।

সরোজ সর্বাধিকারী। ছদ্মনাম: অজ্ঞেয়, অপারসিন্ধু বাউল, আশারূপা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেওয়া নেওয়া, আজ ও ভুলি নাই।

সরোজ সেন (১৮৯৯—২৬।২।১৯৭৯/ ১৩।১১।১৩৮৫) জন্ম: বালিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট। পিতা: কৈলাশচন্দ্র সেন, অগ্রজ: বিপ্লবী হেম সেন, বীরেন সেন ও সুশীল সেন। সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক। সুদীর্ঘ কাল আনন্দ বাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। উক্ত-পত্রিকার নাইট্ এডিটর। প্রকাশিত গ্রন্থ: নীল পাখী, রূপকথা প্রভৃতি।

(ডাঃ) সরোজিৎ বাগচি (২৫।১২। ১৯১০—) ছদ্মনাম আয়ুধ, রত্নাকর। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: যদুবয়রা গ্রাম, কুষ্টিয়া, নদীয়া (অধুনা বাংলাদেশ)। নিবাস: ডি. বি. সি রোড্, জলপাইগুড়ি। পিতা: সঞ্জীব কুমার বাগচি, সঙ্গীত কলাবিশারদ, মাতা: ক্ষেমঙ্করী। দিনাজপুরে মহারাজা গিরিজানাথ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩১), জলপাইগুড়িতে জ্যাকমল মেডি-ক্যাল স্কুল ও কলিকাতায় ক্যাম্বেল মেডি-ক্যাল স্কুল থেকে এল্. এম্. এফ., এফ্. আই. এ. জি. পি পাশ (১৯৩৬)। ডাক্তারি পড়ার সময় বৃত্তিপ্রাপ্ত। চিকিৎসক—সাহিত্যিক। নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় দু বার হেমচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার (১ম পুরস্কার ১৯৬২ ও ১৯৬৩)

প্রাপ্ত। 'শিশুকে লালন পালন' গ্রন্থের জন্য ১৯৭৬ সালে এবং 'নিজে বাঁচো গ্রামকে বাঁচাও' গ্রন্থের জন্য ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত। শিশু কল্যাণমূলক কর্মের জন্য দিল্লী মেডিক্যল এসোসিয়েসন কর্তৃক ডাঃ পি. এন্. ডেল ফাউণ্ডেশন এওয়ার্ড প্রাপ্ত (১৯৭৭)। বিশ্বজ্ঞান-সাধক সোসাইটি কর্তৃক জ্ঞানরত্ব উপাধিতে ভূষিত (১৯৬২)। Legion Des Volantaire Du Sang, Paris এর সদস্য (১৯৬২)। নিখিল ভারত ডানপিটেদের আসরের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রাক্তন সহ-সভাপতি, বর্তমানে পরিচালন পরিষদের সদস্য, সারা ভারত জেনারেল প্র্যাকটিশনার্স এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি, সর্বভারতীয় চিকিৎসক সমিতির কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য, ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ্ জেনারেল প্র্যাকৃটিশনাস এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, কলিকাতা এবং উত্তর বঙ্গের শিশুসাহিত্য পরিষদের সদস্য। রামধনু, উত্তর বঙ্গ সংবাদ, মাসিক ও সাপ্তাহিক ডানপিটেদের আসর, যুগান্তর, দৈনিক স্বাধীনতা, সম্মেলনী, সংহতি, শুকতারা ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদক : মাসিক ডানপিটেদের আসর (১৯৫৫—), ডানপিটেদের সমাচার (১৯৫৬—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশুদের মুখরোচক, ছোটদের মুখরোচক, সাতসাগরের কণা, নানক (ছোটদের), ছোটদের লেনিন, আমার বিশ্বপরিক্রমা (ভ্রমণ কাহিনী), শিশুকে লালন ও পালন, নিজেকে বাঁচাও, বাঁচিয়ে বাঁচাইয়ে, How to lead a disease-free long life.

সরোজেন্দ্র মোহন ঘোষ (১৯৬।১৩৪৩ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : আশাপুর, ললিয়া, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : বায়পাড়া. গভর্নমেন্ট্ হাউসিং এষ্টেট্, কলিকাতা—৫০। পিতা : মোহিনী মোহন ঘোষ, মাতা : প্রভাবতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত এড্ভান্স্ড্ জেনারেল সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এ পোষ্ট্ গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার অফিসার, স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কর্মরত। বিভিন্ন স্বাস্থ্য পত্রিকায় এবং পরিবর্তন, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় জন স্বাস্থ্য-শিক্ষামূলক প্রবন্ধ লেখক. প্রকাশিত গ্রন্থ : রোগটির নাম কুষ্ঠ (কুষ্ঠরোগ বিষয়ক—১৩৮৩, ২য় সং ১৯৭৯)।

সলিম উদ্দিন। জন্ম : চাঁদ পাশা, বরিশাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : আসমান সিং (১৩০১), বিধবা বিচ্ছেদ (১৩০৩)।

সলিল কৃষ্ণ দেববর্মণ (১৯৩২—১১।২। ১৯৮৪) নিবাস ও মৃত্যু : আগরতলা, ত্রিপুরা। পিতা : আশিস কৃষ্ণ দেববর্মণ। আগরতলা রাজ পরিবারের উজির বাড়ীর সন্তান। ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতির প্রাণ-পুরুষ। ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের কর্মী। কবি—চিত্রশিল্পী। ত্রিপুরার কথা পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : জলের ভেতর বুকের ভেতর (৪৭টি কবিতার সংকলন)।

সলিল ঘোষ (১।৪।১৯২০/১৯।১২।১৩২৬ জন্ম : শান্তিনিকেতন, বীরভূম। বর্তমান নিবাস : বিপিন পার্ক, রোড্ নং ৫, হিন্দু কলোনী, দাদার, বোম্বাই-৪০০০১৪। পিতা : কালীমোহন ঘোষ, মাতা : মনোরমা, ভ্রাতা : বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষ ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ। পত্নী : চারলেট ভালেকর। শান্তিনিকেতনে পাঠ-

কালে রবীন্দ্রনাথের ছাত্র (১৯২৭-৩৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বিভাগে লেটার সহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ (১৯৩৫)। কিছুকালের জন্য শান্তিনিকেতনে সুইডিস হ্যাণ্ডলুম বিভাগের কর্মী। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজে আই. এস্. সি. অধ্যয়ন (১৯৩৬—৩৭) করেও পরীক্ষা স্থগিত। কলিকাতায় ধর্মতলায় ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্‌টিটিউট্ অফ্ মেডিক্যাল রিসার্চ-এ লেবোরেটারি এ্যাসিস্‌ট্যান্ট্ (১৯৩৮), বিহারে রাজমহলের কাছে বাকুড়ি রেলষ্টেসনে কন্‌ট্রাক্টরের অধীনে কর্মী (১৯৩৯), পলতায় মহালক্ষ্মী কটন মিলের কর্মী। ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগদান (১৯৪১)। শিক্ষানবিশীর পরে নৌবিভাগের অয়ারলেস অপরেটর (১৯৪২)। নৌবিদ্রোহের সময়ে কর্মচ্যুত (১৯৪৬)। বোম্বাই এ টেলিফোনের কর্মী (১৯৪৬),—বোম্বেতে আনন্দ বাজার পত্রিকার রিজিওন্যাল ম্যানেজার (১৯৭৯), পরে পাবলিক রিলেসন্‌স্ ম্যানেজার (১৯৮১—)। বোম্বেতে বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক সংস্থারসঙ্গে যুক্ত। বোম্বেতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, টেগোর উইক (১৯৫৩), রবীন্দ্র শতবার্ষিকী, শরৎ শতবার্ষিকী ইত্যাদির উদ্যোক্তা। পদ্মশ্রী উপাধিতে সম্মানিত (১৯৭২)। আনন্দ বাজার, দেশ, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বিজনেস ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ইলাস্‌ট্রেটেড্ উইকলি, জলসা, ঘরোয়া ইত্যাদি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত।

সলিল প্রসাদ ঘোষ (১৯।৯।১৩৩৭ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম: কাশীপুর, কলিকাতা। সম্পাদক: তেরোশো পঞ্চান্ন (নাটক)।

সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় (১।৭।১৯৩৩—)। জন্ম: ধানমণ্ডি, ঢাকা। পৈতৃক নিবাস: ধানমণ্ডি, পরে আসাম। নিবাস: ৩৫৬/৫, এন্. এস্. সি. বোস রোড্, নাকতলা, কলিকাতা-৪৭। পিতা: অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: অপরা দেবী, পত্নী: শীলা। গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস্. সি. সিটি কলেজ থেকে বি. এস্. সি. (১৯৫), কলিকাতা থেকে স্পেশাল বি. এ., বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চীনা ভাষায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। আসামে তিনসুকিয়া কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯৬৪—৮১)। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ফর ইংলিশ ষ্টাডিজ্ এর প্রাক্তন সভ্য, বিশ্বভারতী এলামনি এসোসিয়েসনের সভ্য। ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লেখক। কবি-সাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সাহচর্যে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। সৈয়দ মুজতবা আলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্নদা শঙ্কর রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। আসামের তিনসুকিয়ায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনের পরিচালক। পূর্বাশা, সত্যযুগ, গণবার্তা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত উপন্যাস: পারাবত নীড়, রানা তরাই (নেপালের পটভূমিতে লেখা)।

সলিল মিত্র (২৯।১।১৯৩৩—)। জন্ম: চাঁদপুর, ধনেখালি, হুগলী। নিবাস: চাঁদপুর, নিউচাঁদপুর, ভাণ্ডারহাটী, হুগলী। পিতা: নির্মল চন্দ্র মিত্র, মাতা: প্রভাবতী। ভাণ্ডারহাটী বি. এ. ইন্‌সটিটিউসন ও পরে দেউল পাড়া বিদ্যানিকেতন থেকে স্কুল

ফাইন্যাল পাশ,—প্রাইভেট্ পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রি. ইউ. ও বি. এ. পাশ.—ইটাচুনা বেসিক কলেজ থেকে জুনিয়ার বেসিক শিক্ষণ প্রাপ্ত। হুগলীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, আন্দামানে ও গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষক। প্রাতিস্বিক (বেলমুড়ি) পত্রিকা গোষ্ঠীর উপদেষ্টা সভাপতি। মান্দড়া উন্নয়ন সংসদ পরিচালিত 'পল্লীমানস' দ্বিমাসিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক। পশ্চিম বঙ্গ শিশুসাহিত্য সংসদ কর্তৃক ১৯৭৮ সালের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক হিসাবে পুরস্কৃত (১৯৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: আলোর পরিধি (কাব্য-১৯৬০), তুষুর গান (লোকগীতি-১৯৭০), আন্দামানের ইতিহাস (ভ্রমণ ও ইতিহাস-১৯৭১), আন্দামানের বিভীষিকা (কিশোর উপন্যাস-১৯৭২), দুর্গম দ্বীপের রহস্য (ঐ-১৯৭৩), মোহনা পেরিয়ে (ঐ ১৯৭৬), সাগর সোহাগী (উপন্যাস-১৯৭৮), হুগলীর গৌরব কাহিনী (১৯৮০), বর্ধমানের গৌরব কাহিনী (১৯৮১), নদীয়ার গৌরব কাহিনী (১৯৮২), হীরে মানিক জলে (ছোটদের গল্প-১৯৮৬), আদিবাসী সমাজে প্রেম ও পরিণয় (১৯৮৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ: ছড়াছড়ি (ছড়া), পাততাড়ি (ঐ), বরণীয় লোকের স্মরণীয় গল্প, গল্প চয়নিকা, গল্প মঞ্জরী।

সলিল লাহিড়ী (২৮।৩।১৯৩২—) ছদ্মনাম: শান্তনু, বিদুর। জন্ম: ৪, রাধাকান্ত জিউ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। পৈত্রিক নিবাস: পাবনা, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ৮/৪, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯। পিতা: সুনীলচন্দ্র লাহিড়ী, মাতা: রেণুকা। কলিকাতা তীর্থপতি ইন্‌স্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস্. সি. (১৯৫১), শিবপুর বি. ই. কলেজ থেকে বি. ই. (সিভিল-১৯৫৬) পাশ। ইন্‌স্টিটিউসন অফ্ ইঞ্জিনিয়ার্স ও ইনস্টিটিউসন অফ্ পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ার্স এর ফেলো। এ. এম্. এস্. ই (লণ্ডন), M. I (Struct) E (ভারত)। আসাম সরকারের পাবলিক হেল্‌থ বিভাগের ইঞ্জিনিয়র (১৯৫৬-৬১), পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ডেভেলপ্‌মেণ্ট্ কর্পোরেশনের এক্‌জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়র (১৯৬১-৬৫)। চাকরি ত্যাগ করে নিজস্ব ব্যবসায় কন্‌সালটিং ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৬৫-৭১)। ক্যালক্যাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এণ্ড্ স্যানিটেশন অথরিটির একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার (১৯৭১—)। বর্তমানে উক্ত সংস্থার মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার। তিরুপতিতে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি (১৯৮২), ইন্‌স্টিটিউসন অফ্ ইঞ্জিনিয়ার্স পশ্চিম বঙ্গ শাখার এন্‌ভায়রন্‌মেণ্টাল O. K. (S. T.) অফ্ পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ার্স (ভারত) এর ভাইস্ চেয়ারম্যান। শিশুসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। যুগান্তর, আনন্দবাজার, লোকসেবক, বসুমতী, আজকাল, আনন্দমেলা, উল্টোরথ, উচ্চরথ, ঘরোয়া, রোমাঞ্চ, রহস্য পত্রিকা, কলেজ ষ্ট্রীট, পরিবর্তন, মহাদিগন্ত, নীলকণ্ঠ, খেলাঘর, প্রাণ ও পরিবেশ, ক্রাইম প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। বিজ্ঞান কোষ, ছোটদের বুক অফ্ নলেজ, এন্‌সাইক্লোপিডিয়া—গ্রন্থত্রয়ের উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম। যুগ্ম সম্পাদক: মাসিক সময়াতুগ, মাসিক খেলাঘর (কিশোর), প্রাণ ও পরিবেশ (বিজ্ঞান পত্রিকা), উৎসব (কিশোর পূজা সংকলন—১৯৭৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কিশোর সাহিত্য: সাগর পারের রূপকথা (১৯৭৭), কাশ্মীরের ঝঙ্কার (১৯৭৯), রূপকথার পারস্য (১৯৭৯), জগৎ শেঠের

রক্তমোহর (১৯৭৯), গল্পের দেশ ইরাক (১৯৮২), বুন্দেলখণ্ডে হীরক জলে (১৯৮৩), বেতাল পঞ্চবিংশতি, ছোটদের গল্পের কলকাতা (অর্ধেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত), রোবট-২১০০ (১৩৯১)। উপন্যাস : জল-তরঙ্গ (১৯৭৭), আন্না সায়রের হাসি-কান্না (১৯৮০)। কাব্য : ছায়া প্রতিছায়া (১৯৮০)।

সলিল সেন। প্রকাশিত উপন্যাস : সোহাগ বাতি।

সহদেব চক্রবর্তী (১৮ শ শতাব্দী)। জন্ম : হুগলী জেলার বালিগড় পরগণায় রাধানগর গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে। পিতা : বিশ্বনাথ, পিতামহ : রাজারাম। কালু রায় নামে স্থানীয় ধর্মঠাকুরের সেবক। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা। কাব্যের নাম : অনিলপুরাণ (রচনা ১৭৩৫ খ্রীঃ)। কাব্যে ধর্মকাহিনীর সঙ্গে শিবায়ন ও নাথ সাহিত্যের ধারা অনুসৃত। কাব্যের বর্ণনাভঙ্গী পরিচ্ছন্ন ভাষা মার্জিত, তৎসম শব্দের প্রয়োগ রচনা গাম্ভীর্য পূর্ণ,—চরিত্রসৃষ্টিতে মনোযোগের অভাব ও পৌরাণিক কাহিনীর বিবৃতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সহিদ আলি খান। প্রকাশিত উপন্যাস : কেঁচো খোঁড়া মাটি।

স্থগণ। বাঙ্গালী বৌদ্ধ পদকর্তা। কাণেরিণ বা আর্যদেবের বংশধর। রচনা : দোঁহাকোষ তত্ত্ব গীতিকা।

স্বদেশ ঘোষ (২৬।১।১৯৬৫—) ছদ্মনাম : সতীশ। জন্ম : চকৃভৃগু, পশ্চিম দিনাজপুর। পিতা : ভবানী ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : পত্র লিখি (কবিতা), মনের খাঁচায় (উপন্যাস)।

স্বদেশ রঞ্জন দত্ত (১১।৯।১৩৩৯/১৯৩৩—) জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ১৮, পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২০। চাকুরি-জীবী। কবি। প্রথম কবিতা যুগান্তর পত্রিকায় ছোটদের পাততাড়িতে ১৯৪৭/৪৮ সালে প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : ঈশ্বরের সঙ্গে দন্ত (১৩৭১), স্বর্গের পুতুল (১৩৭৪)।

স্বপন দাস (১৯৩৪—)। জন্ম : রঙ্পুর। নিবাস : ৫৮, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। প্রকাশিত গ্রন্থ : এক আকাশে তারা (স্মৃতি-কথা-১৯৫৫), আলোর পলক (গল্প-১৯৫৬), একান্ত (উপন্যাস-১৯৫৭)। সম্পাদক : Poetry Bengali (ডিসেম্বর ১৯৬৭)।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫।৯।১৯৫৫—)। ছদ্মনাম : শিল্পী সান্যাল। নিবাস : রামকুমার ব্যারাক, এস্. বি. সরাই রোড, আসান-সোল, বর্ধমান। পৈতৃক নিবাস : বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : গীতা রানী। স্কুল ফাইন্যাল (১৯৭৫)। প্রি. ইউ. (১৯৭৬) পাশ। সাংবাদিক। পশ্চিম-বঙ্গ সংবাদ এর সাংবাদিক। মৌ, অভিযান, মুহূর্ত, চন্দ্রপ্রভা, তরঙ্গ, রাঙামাটি, দেশ, শিলাদিত্য, সত্যযুগ, নতুন ভারত, রবিবাসর, পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ, মজলিস, পিরামিড, বাঁকুড়া সংবাদ, চণ্ডীদাস, মাঝি, ধানসিঁড়ি, শীর্ষক, নগ্ন নির্জন, এক্ষুণি প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : সোপান (১৯৭২—৮৪), ক্রুদ্ধস্বর (১৯৭৮), শব্দশিল্প (১৯৮৪), আমাদের ছুটন্ত ঘোড়াগুলি (১৯৮৪), New weave of Bengali Poetry (১৯৮৪)। প্রকাশিত কাব্য : আদিবাসী গ্রামের মাদল (১ ৭৭), প্রেমে প্রতিবাদে (১৯৮২)।

স্বপন বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলার নবচেতনার ইতিহাস (১৩৯৩)।

স্বপন মজুমদার (১৯৫২—)। জন্ম : ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ছোট গল্প লেখক।

পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) গণ-মন পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত (১৯৬৭)। বাংলাদেশের গণমন, কাল-বৈশাখী, ইঙ্গিত, সূর্যমুখী, পশ্চিম বঙ্গের প্রগতি, অনির্বাণ, উদাসীন, পূষণ প্রভৃতি পত্রিকায় ৪০টির অধিক গল্প প্রকাশিত।

স্বপন রায় (১৯৫৭—)। জন্ম : কলিকাতা। নিবাস : বালিঘাটা, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। পিতা : রবীন্দ্রমোহন রায়। শিল্পী। বিভিন্ন লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে গল্প লেখক।

স্বপন সেনগুপ্ত। প্রকাশিত নাটক : কবে বসন্ত আসবে।

স্বপন হালদার (১৩।৪।১৩৬৩ বঙ্গাব্দ —) জন্ম : জন্ম ও বর্তমান নিবাস : কুটিরপাড়া, শ্রীরামপুর রোড্, নবদ্বীপ, নদীয়া। পৈত্রিক নিবাস : বরিশাল, বাংলাদেশ। পিতা : গণেশ চন্দ্র হালদার, মাতা : সন্ধ্যারাণী। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। বেসরকারী সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানের অফিসের কর্মী। সিটিজেন ভলেন্টিয়ার্স ফোর্স, নবদ্বীপ শাখার ডেপুটি কমণ্ডাণ্ট্। নবদ্বীপ পত্র পত্রিকা পরিষদের সম্পাদক (১৯৮৬—)। কবি। মুক্তিদূত, সঞ্চয়ন, চৈতক ও মণির খনি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য ; সময়ে সূর্য (১৩৯৪)।

স্বপ্না মুখোপাধ্যায় (১৫।১।১৯৫১—) জন্ম : বালিয়ারা, বর্ধমান। পিতা : অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বামী : ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়। বি. এ. (অনার্স), বি. এড্ (১ম শ্রেণী), বি. মিউজিক (১ম শ্রেণী), সাহিত্যকুশলা (মেডেল প্রাপ্তা), পুরাণ-ভারতী, ভক্তি সরস্বতী, সাহিত্য প্রভাকর, কাব্যপ্রবীণ। কামারপুকুর গোপেশ্বর মিউজিক কলেজের অধ্যাপিকা। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিকা : ইঙ্গিত (নভেম্বর ১৯৮০) প্রকাশিত গ্রন্থ : শিক্ষায় উদ্যান চর্চা (ডঃ গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ—১৯৮২)।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১৯০৮—২১।২। ১৯৬৪)। জন্ম : পালং, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পরে এম্. এ. পড়ার সময়ে (১৯২৯) স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারাদণ্ডিত। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সাংবাদিক। আনন্দ বাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সোভিয়েত সরকারের তাস নিউজ্ এজেন্সীর বাঙ্গালা বিভাগের সম্পাদক। ছোট গল্প ও উপন্যাস লেখক। সম্পাদক : অগ্রণী। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : তীর ও তরঙ্গ, তথাপি, সবার সাথে (১৩৩৯), অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (১।২।১৯২৩ —) প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গ সাহিত্যে বিরহ কাব্য (সমালোচনা)।

স্বর্ণকুমারী দেবী (২৮।৮।১৮৫৫—৩।৭। ১৯৩২)। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে, মৃত্যু : কালিগঞ্জে। পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা : সারদা সুন্দরী, স্বামী : জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল (১৮৪০—১৯১৩)। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা। কন্যা : সরলা দেবী। বিবাহ (১৭।১১।১৮৬৭)। পিতৃগৃহে ও পতিগৃহে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা। কলিকাতায় সখী সমিতির (১৯২৩) ও মহিলা শিক্ষা মেলার (১২৯৫) প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বদেশ-সেবিকা। কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধি (১৮৯০)। বোম্বাই এ অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় যোগদান। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রী (১৩৩১)। উনবিংশ শতাব্দীতে নারী-

জাগরণের অগ্রদূত। মহিলা কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। বহু সঙ্গীত রচয়িত্রী। বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় উৎসাহ-দাত্রী। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ চন্দ্র দত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্থবর্ণপদক দ্বারা সম্মানিতা (১৯২৭)। ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা এবং বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি স্মরণীয়। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস: বিদ্রোহ। সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস: কাহাকে (১৮৯৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: (ঐতিহাসিক) দীপনির্বাণ (১৮৭৬), মিবার রাজ (১৮৮৭), বিদ্রোহ (১৮৯০), ফুলের মালা (১৮৯৫)। (সামাজিক:) ছিন্নমুকুল (১৮৭৯), মালতী (১৮৮০, মালতী ও গল্পগুচ্ছ নামে পুনঃ প্রকাশিত—১৯১০), হুগলীর ইমামবাড়ী (১৮৮৮), স্নেহলতা (১৮৯০), কাহাকে (১৮৯৮), বিচিত্রা (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১), মিলন রাত্রি (১৯২৫)। কাব্য: গাথা (১৮৮০), কবিতা ও গান (১৮৯৫), গীতিগুচ্ছ (১৯২২), প্রেমগীতি। নাটক: বিবাহ উৎসব (১৮৯২), কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা (১৯০১), দেব কৌতুক (কাব্যনাট্য—১৯০৬), কনে বদল (প্রহসন—১৯০৬), পাকচক্র (প্রহসন—১৯১১), রাজকন্যা (নাট্যোপন্যাস — ১৯১৩), নিবেদিতা (১৯১৭), যুগান্ত (কাব্য নাটক—১৯১৮), দিব্য কমল (১৯৩০), বসন্ত উৎসব (গীতিনাট্য—১৮৭৯)। গল্প: নবকাহিনী (১৮৯২), গল্পস্বল্প (১৮৮৯)। বিবিধ: পৃথিবী (বিজ্ঞান—১৯১৮), স্বরলিপি পুস্তক, গীতিগুচ্ছ (স্বরলিপি), প্রেমগীতি (স্বরলিপি) ২ ভাগ। পাঠ্য পুস্তক: সচিত্র বর্ণবোধ ২ ভাগ (১৯০২), বাল্য বিনোদ (১৯০২), আদর্শ নীতি (১৯০৪), কীর্তিকলাপ, প্রথম পাঠ্য ব্যাকরণ (১৯১০), বাল্যস্থহৃদ ২ ভাগ (চন্দ্রকুমার ঘোষ সহ—১৯৩০-৩১), সাহিত্য স্রোত ১ম (১৯৩২)। সংকলন: স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী ৬ ভাগ (বস্থমতী সং)। ইংরাজী অনুবাদ: An Unfinished song (কাহাকের অনুবাদ ১৯১৩), The Fatal Garland (ফুলের মালার অনুবাদ—১৯১০), Short Stories. সম্পাদিত পত্রিকা: ভারতী (১২৯১-১৩০২, ১৩১৫-২১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: হাসি ও অশ্রু (সরোজ কুমারী দেবীর কাব্য—১৮৯৫)। প্রতিষ্ঠাত্রী: বালক পত্রিকা। দিব্যকমল নাটকটি প্রিন্সেস কাল্যাণী নামে জার্মাণ ভাষায় অনূদিত।

স্বর্ণপ্রভা সেন (১৮৯৬?—১৯৬৮)। স্বামী: প্রিয়রঞ্জন সেন। বি. টি. পাশ। শিক্ষাদানে আত্মনিবেদিতা। একটি শিল্পকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা। কলিকাতায় অপরাধী শিশু বিচারালয়ের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্। বহু জনহিতকর কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। সম্পাদিকা: শিক্ষা (বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত পত্রিকা)। অনূদিত গ্রন্থ: গোদান (প্রিয়রঞ্জন সেন সহ)।

স্বরূপ চন্দ্র দাস (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্দেশাবলী (১৮৪০)।

স্বস্তি মণ্ডল। প্রকাশিত গ্রন্থ: সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস (১৩৯২)।

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫।৬।১৩১৭/ ২৪।১০।১৯১০—)। জন্ম: বর্ধমান জেলার বাঘনা পাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে। বর্তমান নিবাস: উকিল পাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা: বক্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণনগর

সি. এম্. এস্. সেণ্ট. জন্স্ হাইস্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই. এ, কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এল্. পাশ। কারাবাসকালে প্রাইভেটে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্, এ.। আইনজীবী ও সাংবাদিক। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত (১৯৩০-৪২)। মোট ছয় বৎসর কারাদণ্ডিত। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও কার্য নির্বাহক সদস্য, এ. আই. সি. সি-র সদস্য। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লক ও বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার পর ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ও প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে ১৫ বৎসর বিধান সভার সদস্য—১০ বৎসর উপমন্ত্রী ও ৫ বৎসর প্রতিমন্ত্রী। আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার কৃষ্ণনগরের নিজস্ব সংবাদদাতা (যথাক্রমে ১৫ ও ১৪ বৎসর)। United Press of India-র কৃষ্ণনগরের নিজস্ব সংবাদদাতা। কলিকাতার India to-morrow, যুগান্তর, জনসেবক, নবশক্তি, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, নদীয়ার হোমশিখা, বঙ্গরত্ন, নদীয়া বাজার, নদীয়া মুকুর, পূজা সংখ্যা, শারদীয় বর্ধমান প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা: পাক্ষিক নদীয়ার কথা (১৯৪১-৫২)। সম্পাদিত গ্রন্থ: স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া (যুগ্মভাবে—১৯৭৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিপ্লবী তারক দাস (বিপ্লবী তারক দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী—১৯৫৮)।

স্মরজিৎ বাগচী (২৩।১২।১৯০৯—) ছদ্মনাম: আয়ুধ, রত্নাকর। জন্ম: নদীয়া জেলায়। নিবাস: জলপাইগুড়ি। চিকিৎসক,—শিশুসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশুদের মুখরোচক, ছোটদের মুখরোচক।

(ডঃ) সাইদ উর রহমান (২৬।৩।১৯৪৮—) জন্ম: শিবপুর, কুমিল্লা। বাংলাদেশবাসী লেখক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭০), পি. এইচ্. ডি.। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলাদেশের প্রবন্ধে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা, চারু মজুমদার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩), পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা (১৯৮৩)।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ (১৯৫৮—) নামান্তর: দুলাল। জন্ম: জামালপুর। সাংবাদিক। পাক্ষিক প্রতিরোধ প্রত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কর্মরত। প্রকাশিত কাব্য: তৃষ্ণার্ত জলপরী (১৯৮২)।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ (৭।২। ১৯৩৩—) জন্ম: টাঙ্গাইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম্. এ. (১৯৫৮)। ঢাকায় জনতা ব্যাংকের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার। কবি, গল্পকার ও অনুবাদক। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৪) ও কবিতায় সুফী মোতাহার হোসেন পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: বুধবার রাতে (১৯৭৩)। কাব্য: আমাকে ছাড়া অনেক কিছু, আঁধির যত শত্রুমিত্র, অদম্য পথিকের গান। অনুবাদ: সেগডেন হ্রদ (সোনঝেনিৎসিনের কবিতা)।

সাইয়েদ আবদুল হাই (৩০।১১।১৯১৯—) জন্ম: তেঁতুলিয়া, খুলনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. (১৯৪১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। প্রকাশিতগ্রন্থ: যুক্তিবিদ্যা পরিচিতি (১৯৫৯), দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ ১ম খণ্ড

(১৯৭৮), নৈতিকতার দার্শনিক তত্ত্বের মূলনীতি (১৯৮২), ইসলামী ভাবধারা (১৯৭০), Muslim Philosophy (১৯৬৪), Iqbal—The Philosopher (১৯৮০)। How Children grow ২ খণ্ড (১৯৫২)।

সাঈদ আহমদ (১।১।১৯৩১—)। জন্ম: ইসলামপুর, ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেসন্স-এ এম্. এ. (১৯৫৪), লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স্ থেকে পোষ্ট্ গ্রাজুয়েট ডিগ্রীপ্রাপ্ত (১৯৫৬)। বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব। নাট্যকার। নাটকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬) ও সুফীমোতাহার পুরস্কার (১৯৭৮) প্রাপ্ত। প্রকাশিত নাটক: সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক (১৯৭৬), প্রতিদিন একদিন (১৯৭৮), Three Plays by Sayed Ahmed (১৯৭৯), কাল বেলা (১৯৭৬), মাইল পোষ্ট, (১৯৭৬), তৃষ্ণায় (১৯৭৬)। ইংরাজী প্রবন্ধ গ্রন্থ: The Thing, Mile Post, Survival, Art in Bangladesh(১৯৭৬), Painting in Bagladesh (১৯৭৬), Five Painters of Bangladesh (১৯৭৯), Contemporary Art (১৯৮০)।

সাঈদা খানম (২৯।১২।১৯৩৭—)। জন্ম: পাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৮) ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম্. এ. (১৯৭২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিভাগের গ্রন্থাগারিক। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ: ধূলোমাটি (১৯৬৪)।

সাকের মামুদ (১৯শ শতাব্দী)। রচনা: মনোহর মধুমালতী।

সাগর চন্দ্র কুণ্ডু। জন্ম ও নিবাস: চন্দননগর। প্রকাশিত গ্রন্থ: জলকষ্টাদির কাহিনী ও বৃষ্টিতত্ত্ব, দুগ্ধ কি বস্তু দেখুন, অগ্নিব্রহ্মের স্তুতি ও মহিমা বর্ণনা, সূর্য-নারায়ণ তত্ত্ব, মাতৃ পিতৃভক্তি, অন্নব্রহ্মের তত্ত্ব ও আহুতি প্রকরণ।

সাগর বসু (১৭শ শতাব্দী)। রচনা: একাদশীর পাঁচালী (লিপিকাল—১৭০১)।

সাগরময় ঘোষ। পিতা: কালীমোহন ঘোষ। ঠিকানা: ৪৫, এস্. আর্. দাস রোড, কলিকাতা-২৬। সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক। অশোক কুমার স্মৃতি পুরস্কার ও বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম উপাধি দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: দণ্ডকারণ্যের বাঘ (শিশু)।

সাজন গাজি। নিবাস: ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: নারিকেল বেড়ের লড়াই (১৩২৫)।

সাজাদ করিম মুন্সি। নিবাস: জয়সিংহ চক, আড়ান্দি, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: আয়েসা, ফুলের মালা, সাজ্জাদা বা যোগাসন।

সাতকড়িপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক: সৎসঙ্গ (বহরমপুর, ১৩০১-৫)।

সাতকড়িপতি রায়। সম্পাদক: সাপ্তাহিক সত্যবাদী (১৩২৯-৩০)।

সাতকড়ি রায় (১২০৯-১২৭৩ বঙ্গাব্দ)। সাতু রায় নামে পরিচিত। জন্ম: শান্তিপুরের নিকটে বৈঁচিগ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে। পিতা: পীতাম্বর রায়। স্বগ্রামে এবং শান্তিপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত। রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের পক্ষে বারাসত মহকুমার মোক্তার। কবিগান রচয়িতা। ভোলা ময়রা ও গরানহাটার শিবচন্দ্র সরকারের কবিদলের বাঁধনদার। সঙ্গীত রচয়িতা। সখী সংবাদের গানে কৃতিত্ব প্রকাশিত। 'বাঙ্গালীর গান'-এ এঁর অনেকগুলি গান সংকলিত হয়েছে।

সাদত আলী আখন্দ (১।৭।১৮৯৯—) বি. এ., বি. এল্। জন্ম: লাহিড়ীপাড়া, বগুড়া।

আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : তরুণ মুসলিম (১৯২৯), ইতিহাসের শহীদ (১৯২৮)। স্মৃতিকথা : যখন দারোগা ছিলাম, তেরো নম্বরে পাঁচ বছর (১৯৬৭)। শিশু সাহিত্য : ঈদের চাঁদ (১৯৩১)।

সাদিকীন। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সপ্তর্ষির কান্না (১৯৬২), দূরের বাঁশরী (১৯৬২)।

সাদেকা শফিউল্লাহ (৬।১১।১৯৩৬—) যশোর (অধুনা বাংলাদেশ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় এম্. এ. (১৯৭৩)। শিশু একাডেমির পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নিষিদ্ধ সুখের যন্ত্রণা (১৯৭৮), যুদ্ধ অবশেষে (১৯৮০), শর্তহীন নৈঃশব্দে (১৯৮১), কর্মরতা মহিলাদের দক্ষতা (১৯৭৯)। কিশোর গল্প : ঝামপরে পোঁ পোঁ (১৯৮২)। প্রবন্ধ : দক্ষতা ও সীমাবদ্ধতা (১৯৭৯), ক্রান্তিকাল (১৯৮১) ডায়েরীর পাতা থেকে (১৯৮১)।

সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪২—) নিবাস : সোদপুর, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত উপন্যাস : অগ্নিদগ্ধ, বিবর্তন, উদ্যোগপর্ব (১৯৮২)।

সাধনা মুখোপাধ্যায় (৬।১২।১৯৩৪—) নিবাস : ৬।১, শ্রীমন্ত দে লেন, কলিকাতা-১২। কবি। দেশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : আকাশ কন্যা (১৯৫৯)।

সানজীদা খাতুন। বাংলাদেশবাসিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাব সম্পদ (ঢাকা)।

সান্ত্বনা গুহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : অসমাপ্ত, রক্ততিলক।

সানাউল হক (২৩।৫।১৯২৪—)। জন্ম : চাউরা, কুমিল্লা। অনার্স সহ বি. এ, অর্থনীতিতে এম্. এ., এল্. এল্. বি.। লণ্ডন স্কুল অফ্ ইকনমিক্স্-এ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স অধ্যয়ন। ওয়াশিংটন ইকনমিক ডেভেলপ্-মেণ্ট ইন্স্টিটিউট্-এর ফেলো। বাংলাদেশে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব,—বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রদূত,—বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের এড্ভোকেট। কবি। সিতারা-ই-কায়েদ আজম খেতাব (১৯৬৪), কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরষ্কার (১৯৬৪), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৯) ও একুশে পদক (১৯৮৩) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : নদী ও মানুষের কবিতা (১৯৫৬), সূর্য অন্যতর (১৯৬৩), সম্ভবা অনন্যা (১৯৬২), বিচূর্ণ আর্শিতে (১৯৬৮), একটি ইচ্ছা সহস্র পালে (১৯৭৩), কাল সমকাল (১৯৭৫), পদ্মিনী শঙ্খিনী (১৯৭৬), প্রবাস যখন (১৯৮১), বিরাশির কবিতা (১৯৮৩), উত্তীর্ণ পঞ্চাশে (১৯৮৪), সানাউল হকের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৪)। ছড়া : ছেলে বুড়োর ছড়া (১৯৬১), ছড়া ঘরে ঘরে (১৯৭১)। অনুবাদ কাব্য : পাস্তরণকের কবিতা (১৯৬৫), ইভানগলের প্রেমের কবিতা (১৯৭১), শ্বেত ঈর্ষার রক্ত জবা (১৯৮৩)। ছোটদের গল্প : পুতুল সৈনিক। প্রবন্ধ : ইচ্ছা ব্যাপ্ত আনন্দ (১৯৭২)। ভ্রমণ কাহিনী : বন্দর থেকে বন্দরে (১৯৬৪)।

সানাউল হক্ খান (৩।১। ১৯৪৭—) জন্ম : মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। মুন্সীগঞ্জ রাজানগর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহকারী ম্যানেজার। কবি। কথাশিল্পী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮২)। প্রকাশিত কাব্য : অন্ধ করতালি (১৯৮০), জন্মগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ (১৯৮৩)।

সানুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : জাতীয় সম্মিলনী সঙ্গীত (১৮৯০), কংসবিনাশ নাটক (১২৯৫)।

সাফল্যরাম, দ্বিজ। নিবাস : কুতুলপুর,

মল্লভূম, বাঁকুড়া। রচনা : রামায়ণ (ধনঞ্জয় সহ)।

সাবিত্রী দত্ত (১৯০৩—১৩।৫।১৯৭৯)। জন্ম : ব্যানারি পাড়া, বরিশাল। স্বামী : অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার দত্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় নবম স্থানাধিকারিণী। বরিশালে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে সরস্বতী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাত্রী! স্বামীর সঙ্গে দিল্লীবাসিনী। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থানের অধিকারিণী। স্বামীর গবেষণা কর্মের সহায়িকা। সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্তা। রচনা : অশোকের শিলালিপির বঙ্গানুবাদ।

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (৬।৭।১৮৯৮-৩০।৬।১৯৬৫)। ছদ্মনাম : অমিতাভ। জন্ম : লোকনাথপুর, নদীয়া। চুয়াডাঙ্গা, মাজদিয়া, কটক, বহরমপুর ও কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ.। এম্. এ. পাঠকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২১)। নেতাজীর সহকর্মী। রাজ-নৈতিক কারণে কয়েকবার কারাদণ্ডিত। প্রচার বিশেষজ্ঞ—ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রচার সচিব। পরবর্তীকালে কলিকাতায় জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বঙ্গ সাহিত্যের অধ্যাপক। স্বদেশ প্রেমিক কবি। সম্পাদিত পত্রিকা : বিজলী, পাক্ষিক স্বায়ত্তশাসন, উপাসনা (১৩৩১—৩৯), অভ্যুদয়। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : পল্লী ব্যথা (১৯২০), রক্তরেখা (১৯২২ বাজেয়াপ্ত), শতপর্ণী (১৯৩৭), পর্ণজা (১৯৩৭), অন্তঃসলিলা (১৯৩৮), জোনাকি (১৯৩৯), উপল (১৯৪০), খোয়াই, ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা (১৯৩৯), আহিতাগ্নি, মনোমুকুর, জলন্ত তলোয়ার (১৯৫০), মডার্ণ কবিতা (১৯৪১), জাপানী ঝিনুক (অনুবাদ-১৯৩০), মধুমালতী, অনুরাধা, বন্দনা (স্বদেশী সঙ্গীত) প্রভৃতি। জীবনী : মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র (১৯৩২), নেতাজী সুভাষচন্দ্র (১৯৪৬), খ্রীষ্টানুসরণ (অনুবাদ)। গল্প : সত্যপালক (১৯৩৭)। প্রবন্ধ : বিচিত্রা (১৯৪১)। ইংরাজী : Life Insurance, Advertising and Selling.

সাবিত্রী রায় (২৮।৪।১৯১৮—৮।১২।১৯৮৫)। পিত্রালয়: পালং, ফরিদপুর, বর্তমান বাংলাদেশ। বেথুন কলেজ থেকে বি.এ., পরে বি.টি. পাশ। স্বামী : অধ্যাপক শান্তিময় রায়। প্রকাশিত উপন্যাস : বদ্বীপ, ত্রিস্রোতা, (১৯৫০), সৃজন (১৯৪৬), পাকা ধানের গান ৩ খণ্ড, মেঘনা-পদ্মা ২ খণ্ড, মালশ্রী, স্বরলিপি।

সামস রাশীদ (২১।১২।১৯২০—)। জন্ম : বাগুড়া, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৭)। কথা সাহিত্যিক। উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : উপল উপকূলে ১ম (১৯৬৯), ঐ ২য় (১৯৭০), নীলঞ্জনী (১৯৭১), প্রাণ-বসন্ত (১৯৭৩), হৃদয় উপবনে (১৯৭৪), পাঞ্চালিকা (১৯৭৬), সিন্ধু বারোয়াঁ (১৯৭৭), মন কোরক (১৯৮১), মন প্রসূন (১৯৮২)। গল্প : চন্দ্রাহত।

(ডঃ) সামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬—) এম্. এ. পি. এইচ্. ডি.। জন্ম : কামদেবপুর, বরিশাল, বাংলাদেশ। অধ্যাপক —চলচ্চিত্র সম্পাদক। উপন্যাস ও গল্প লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : আলম নগরের উপকথা (১৯৬৪), আশিয়ানা (১৯৫৫), কাঞ্চন মালা (১৯৬১), কাশবনের কন্যা (১৩৬৭), জীবন কাব্য (১৯৫৬), দুই মহল (১৯৬৪)। গল্প : ঢেউ (১৯৫৩), পথ জানা নেই (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর

(১৯৫৫), অনেক দিনের আশা (১৯৫৬), সাহের বানু (১৯৫৭)।

সামসুজ্জামান খান (১।৩।১৩৪৪—) এম্. এ.। জন্ম : চারিগ্রাম, ঢাকা। শিশুসাহিত্য ও প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদিত গ্রন্থ : সূর্যমুখী (কিশোর সংকলন—১৯৬৮), বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। সহ-সম্পাদক : কচি ও কাঁচা।

সামসুদ্দিন। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুকুলের গল্প।

সামসুদ্দিন আলম কাসেম। বাংলাদেশের ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : কাশবনের কন্যা (১৯৫৫)।

সামসুদ্দিন মহম্মদ সিদ্দিকী খোন্দকার (১৮০৫-১৮৭৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উচিত শ্রবণ (গদ্য-১৮৬০), ভাবনা (কাব্য-১৮৬৩), সুরত জান (কাব্য)।

সামসুর রহমান (১৯২৯—)। বর্তমান নিবাস : সৈয়দ আলাওল হোসেন লেন, ঢাকা। সাংবাদিক। ঢাকায় একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সহ-সম্পাদক। কবি। প্রকাশিত কাব্য : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৬), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৬), নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮), নিজবাসভূমে (১৯৭০)। সম্পাদিত পত্রিকা : কবিকণ্ঠ।

সামসুন নাহার। মহিলা সম্পাদিকা। যুগ্ম সম্পাদিকা : বুলবুল (১৩৪০-৪৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বেগম মহল (জীবনী-১৯৩৬)

সামসুল হক (১।১১।১৯২৮—)। জন্ম : বেলকা, রংপুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ., গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম্. এ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম্. এস্.। বাংলা একাডেমির পরিচালক—বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন বিভাগে কর্মরত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : নয় ছয় (১৯৫৯), চম্পা চামেলী (১৯৬১), নদীর নাম তিস্তা (১৯৬৬)। শিশু সাহিত্য : বই পড়া ভারী মজা (১৯৬৫), মানুষ কি করে গুনতে শিখল (১৯৬৭), টাকায় যাদু জানে, মজার মানুষ মজার ঘর, হরফ পেলাম কেমন করে, হিমালয়ের বিভীষিকা (সহ-অনুবাদক)। প্রবন্ধ : বাংলা সাময়িক পত্র (১৯৭১), বাংলা সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী ১ম (১৯৭০), ঐ ২য় (১৯৭৩), গ্রন্থাগার সংগঠনে মুসলমান (১৯৭০), শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী (১৯৭৪), গ্রন্থাগারের ইতিহাস মধ্যযুগ (১৯৭৮), বাংলা সাময়িক পত্র ১৯৭২-৮১ (১৯৮৪)।

সামসুল হক (১৬।১২।১৯৩৬/১।৯।১৩৪৩-) ছদ্মনাম : সুগত চৌধুরী। জন্ম : টেঁকপাঁজা গ্রাম, ২৪ পরগণা। পৈত্রিক নিবাস : চাঁদ-পাশা, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস : কাকদ্বীপ, ২৪ পরগণা। পিতা : আবদুল কাদের গাজী, মাতা : সফুরা বেগম, পত্নী : সুধাংসু দে'র কন্যা কবরী। সীতারামপুর শিক্ষা-নিকেতন থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৪), আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৬) ও বি. এ. (১৯৫৮), বাঙ্গালায় স্পেশাল অনার্স ও বি. টি. (১৯৬৫)। কাকদ্বীপে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। মার্ক্সীয় দর্শনে বিশ্বাসী, মানবেন্দ্র রায়ের মতবাদের অনুগামী। কবি। প্রথম কবিতা 'একটি স্বপ্নের জন্য' শ্রীহর্ষ পত্রিকায়প্রকাশিত(১৯৫৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : হৃদয়ের গন্ধ (১৯৬৪,—পরিমার্জিত সংস্করণে নামান্তর চন্দন বিল-১৯৭৯), নিজের বিপক্ষে (১৩৭১), প্রটোপ্লাজম (১৩৭৩), বিদেশী কবিতা (অনুবাদ—১৩৭৪), বাংলাদেশের জন্য (১৯৭১), চলচ্চিত্র (১৯৭২), সমাধিভূমি (কাব্যনাট্য—১৯৭২), ডায়েরী (১৯৭৩),

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : এই পৃথিবী (১৯৭৪), নিভন্ত মোমবাতির তলায় সাদা ঘোড়া (১৯৭৫), সোনার ত্রিশূল (১৯৭৮), দিশি ছড়া (১৯৮০), পাপ পুণ্য (১৯৮০), ভাতে পড়লো মাছি (বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে —১৯৮১)। গল্প : জুয়া (১৩৭৬), উদ্ভিদের আত্মরক্ষা (১৯৮১)। শিশু কিশোর সাহিত্য : রঙিন পুতুল (ছড়া ও গল্প—১৯৬৫), কুটুম এলো (ছড়া গল্প নাটিকা ১৩৭৬), ঘুম গিয়েছে কুট্‌ুম বাড়ী (ছড়া—১৩৮৫)। সম্পাদিত পত্রিকা : নক্ষত্রের রাত (১৩৬৭), পাক্ষিক বাংলা কবিতা (১৩৭৩), সিসিফাস (১৩৭৮), ষাটের দশক (১৯৭৭), সম্পাদিত কবিতা সংকলন : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৬০ (১৯৮০), আমিও তোমার ঘরে বাংলাদেশ (১৩৭৮), পোষ্ট্ কার্ড সংকলন (১৯৬৬)।

সামীয়ুল ইসলাম (৩১।১২।১৯৩১—)। জন্ম: বেলকা, রঙ্‌পুর, বাংলাদেশ। রঙপুর গাইবান্ধা থেকে আই. এ. পাশ (১৯৬৮)। ঢাকায় বাংলা একাডেমির সহ-অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্থ : উত্তর বাংলার লোক সাহিত্য (১৯৭০)। শিশু সাহিত্য : চমচম (ছড়া-১৯৭৩)।

সাযযাদ কাদির (১৪।৪।১৯৪৭—)। জন্ম : দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল, ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭০)। অধ্যাপক। বাংলাদেশ নিবাসী কবি, গল্প লেখক—সাংবাদিক। দৈনিক সংবাদের সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : যথেচ্ছ ধ্রুপদ (১৯৭০), রৌদ্রে প্রতিধ্বনি (১৯৭৬)। গল্প : চন্দনে মৃগপদচিহ্ন (১৯৭৬)। শিশু সাহিত্য : তেপান্তর (১৯৭৯)। প্রবন্ধ : ভাষাতত্ত্বপরিচয় (১৯৭৫)। অনুবাদ : লাভ ষ্টোরি (১৯৭৮)।

সায়ের শ্রী নেহাল চাঁদ (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : পৌষ পার্বণ (ব্যঙ্গ কাব্য—১৮৮৩)।

সারদাকান্ত মৈত্র। সম্পাদক : মাসিক ভিক্ষুক (১৩০৩)।

সারদাকান্ত লাহিড়ী। প্রকাশিত প্রহসন : ঘোষের পো (১২৯৫)।

সারদা চরণ ঘোষ। সম্পাদক : মাসিক আরতি (১৩০৮—১৬)।

সারদাচরণ ধর। প্রকাশিত গ্রন্থ : নবাব হরেকৃষ্ণ।

সারদাচরণ মিত্র (১৯।১২।১৮৪৮—৪।৯।১৯১৯)। জন্ম : পানিসেহালা গ্রাম, হুগলী। মৃত্যু : কলিকাতায়। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ বংশজাত। পিতা : ঈশানচন্দ্র মিত্র, মাতা : ভগবতী। কলুটোলা বয়েজ স্কুল (পরবর্তী হেয়ার স্কুল) থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে এন্‌ট্রান্স, প্রথম স্থান অধিকার করে এফ্. এ. (১৮৬৭), প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৭০), ৩য় স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৮৭০), পি. আর্. এস্ (১৮৭১), বি. এল্ (১৮৭২)। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, (১৮৭০—৭২), কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী (১৮৭৩), কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি (১৯০২—০৩), পরে স্থায়ী বিচারপতি (১৯০৪—০৮। পদত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৫), মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (১৮৭৮—৮০)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৩০৯—১১), সভাপতি (১৩১২—১৯)। কলিকাতা আর্য বিদ্যালয়ের (অধুনা সারদাচরণ মিত্র ইন্‌স্টিটিউসন) প্রতিষ্ঠাতা (১৮৮৪), বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার (১৮৯০) কাজে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহযোগী, টেক্‌স্ট্ বুক্ সোসাইটির সভ্য (১৮৮৪—

১৯০০), ভারত মহামণ্ডলের প্রধান সচিব। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের উন্নতিকল্পে কায়স্থ পরিষদ এবং ভারতে এক লিপি বিস্তারকল্পে 'এক লিপি প্রচার সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। বিদ্যাপতির পদাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ অন্যতম কীর্তি। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারত রত্নমালা, কায়স্থ কারিকা, উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, পুরন্দর খাঁ, Tagore's Law Lectures (১৮৯৫), Land Law of Bengal. সম্পাদিত গ্রন্থ: বিদ্যাপতির পদাবলী, চাণক্য-শ্লোক।

সারদানন্দ (১৮ শ শতাব্দী)। রচনা: রামায়ণ (উত্তর কাণ্ড)।

সারদানন্দ নাথ (১৮ শ শতাব্দী)। রচনা: ভারত পাঁচালী।

সারদানন্দ স্বামী (২৩।১২।১৮৬২/৯।৯। ১২৭২—১৯।৮।১৯২৭)। পূর্বাশ্রমের নাম: শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পিতা: গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা: নীলমণি দেবী। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৮২)। সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন (১৮৮৩)। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সংস্পর্শে আগত (১৮৮৩)। এম্. এ. পাশ (১৮৮৫)। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা ও সঙ্গীত শিক্ষায় তৎপর। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে খ্যাত। পদব্রজে নীলাচল ভ্রমণ (১৮৮৭), হরিদ্বার ভ্রমণ (১৮৮৯), গঙ্গোত্রী কেদারনাথ বদ্রীনাথ দর্শন (১৮৯০)। লণ্ডনে বক্তৃতাদান (১৮৯৬)। নিউইয়র্কে গুড্উইলের সাথে বেদান্ত প্রচার, বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য (২০।৮।১৯০২)। কলিকাতায় বাগবাজারে বিবেকানন্দ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে (১৯০৩) উক্ত সমিতির সভাপতি, উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী ও সভাপতি (১৯০৩)। শ্রীশ্রী মায়ের সেবাধিকার লাভ (১৮৯৯)। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক নিযুক্ত,—৩০ বৎসর উক্তপদে অধিষ্ঠিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতে শক্তি পূজা, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ।

সারদাপ্রসন্ন দাস, রায় বাহাদুর (১৮৭৩—১৯৪৫)। জন্ম: কালিদহ, ফেনী, নোয়াখালি, মৃত্যু: পুরী, উড়িষ্যা। পিতা: মহেশ চন্দ্র দাস। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১ম স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১ম স্থান অধিকার করে এফ্. এ. ও ১ম স্থান এবং ঈশান বৃত্তি অধিকার করে বি. এ. ও এম্. এ. পাশ। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: দক্ষিণ ভারত তীর্থ প্রসঙ্গ।

সারদাপ্রসন্ন মিত্র (১৮৬৫—১৯৫০) সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: ত্রিগুণাতীত স্বামী। জন্ম: পইহাটা-নওবা, ২৪ পরগণা। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী। আমেরিকায় বেদান্তধর্মের প্রচারক। আমেরিকায় মসিক ভয়েস্ অফ্ ফ্রিডম্ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক: উদ্বোধন (১৩০৫—১০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রামকৃষ্ণ কথামৃতের অনুবাদ।

সারদা প্রসাদ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গের শেষ নবাব, মহাস্থান, মোহিনী প্রতিমা বা সরলা, নিরাশ প্রণয়, পদ্মিনী, সাবিত্রী।

সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক: কাজের লোক (১৯০৭—২৭)।

সারদাপ্রসাদ বসু। সম্পাদক: মাসিক সুখী পাখী (১২৯৫)।

সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী) পাঞ্জাব প্রবাসী ধর্ম-প্রচারক। ফিরোজপুরে সরকারী কর্মচারী (১৮৬০), পরে লাহোরে বদলি (১৮৬২)। পাঞ্জাবী সৎসভা, কাংড়ার

আঞ্জুমান সভা ও হাজারা আঞ্জু সভায় ধর্মপ্রচারক। 'সিমলা সনাতন ধর্মে'র প্রতিষ্ঠাতা। আর্য সমাজের দয়ানন্দের সংস্পর্শে আসার পরে আর্যসমাজের সভাপতি। ইণ্ডো-ইণ্ডিপেন্‌ডেন্ট্ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা, ভ্রমণ কাহিনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : অমরনাথ (ভ্রমণ কাহিনী), হাজারা (ঐ)।

সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাধামতি, রাধিকাবিলাপ কাব্য (১৮৭১), শঙ্কর (১৮৮৮)।

সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : উত্তরকাণ্ড পরিক্রম।

সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত উপন্যাস : কলির রাজা হরিশ্চন্দ্র।

সারল (সারণ বা সারলা দাস) (১৭শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম : সিদ্ধেশ্বর পরিয়া। চাষী পরিবারের সন্তান। উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী। রচনা : ভারত পাঁচালী।

সারলা দাস (১৫ শ শতাব্দী)। উড়িষ্যার কবি। রাজা কপিলেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে (১৪৩৫—৬৯) উড়িয়া ভাষায় মহাভারত রচয়িতা। চণ্ডীর উপাসক। বাঙ্গালা ভাষায় সারলাদাসের ভনিতায় মহাভারতের বিরাট পর্বের পুঁথি পাওয়া গেছে। এই গ্রন্থেও সারলাদাস উৎকলীয় ব্রাহ্মণ। সারলা দাসের লেখা নরমেধ যজ্ঞের পুঁথি পাওয়া গেছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, বাঙ্গালী কবি সারলা দাস উড়িয়া ভাষার কবি সারলা-দাসের নামে মহাভারত রচনা করেছিলেন।

সারিবিদ খাঁ (১৭শ শতাব্দী)। সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে জাত, কৌলিক উপাধি 'জি ঠাকুর'। পিতা : নাসুরাজা মল্লিক, পিতামহ : মুছাখান মল্লিক। নোয়াখালি জেলায় তিন সিকের সরকার। 'সিক' পরগণা নোয়াখালি অঞ্চলের দিকে প্রচলিত থাকায় কবি সম্ভবতঃ নোয়াখালি অঞ্চলের অধিবাসী। চট্টগ্রাম অঞ্চলে পুঁথি প্রাপ্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী হওয়াও অসম্ভব নয়। চট্টগ্রাম—আরাকান রাজ সভার মুসলমান কবিদের উত্তরসাধক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। রচনা : বিদ্যাসুন্দর কাব্য, রসুলবিজয় বা জঙ্গনামা (হজরত মহম্মদের জীবনী), হানিফা কয়রাপরী। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। মানবিক রসের প্রাধান্য, সংস্কৃত শব্দের সুষম ব্যবহার এবং সংস্কৃত শ্লোকের সংযোজনের জন্য কাব্যটি মূল্যবান। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক বিদ্যাসুন্দর কাব্যের খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত।

সালবেগ (১৭শ শতাব্দী)। উড়িষ্যার অধিবাসী। কথিত আছে, এক পাঠান সেনাপতি ও উড়িয়া হিন্দু বিধবার সন্তান। শেষ জীবনে মাতার মৃত্যুর পর বৃন্দাবন-বাসী। প্রসিদ্ধ ভক্ত ও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি। পদকল্পতরুতে তিনটি ও পদরত্নাবলীতে একটি পদ উদ্ধৃত। পদগুলিতে আন্তরিক ভক্তিভাব প্রকাশিত। পদকল্পতরুর একটি পদে ব্রজভাষার প্রভাব আছে। উড়িয়া ভাষায় দার্ঢ্যভক্তি নামক গ্রন্থের রচয়িতা। উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ভক্তরূপে সম্মানিত।

সাহানা দেবী (১৭।৫।১৮৯৭—৬।৪।১৯০০/২৩।১২।১৩৯৬)। জন্ম : ফরিদপুর। পিতা : সিভিল সার্জেন ডাঃ প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, মাতা : দেশবন্ধুর বড় বোন তরলা দেবী। লরেটো কন্‌ভেণ্টে ও ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুলে শিক্ষা প্রাপ্তা। নিবাস: অরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। বিসর্জন নাটকে অভিনেত্রী। বিজয়কুমার বসুর সঙ্গে

বিবাহ(১৯১৬)। আশ্রমে যোগদান(১৯২৮)। আশ্রম সাধিকা,—সঙ্গীতজ্ঞা। রবীন্দ্রায়ণ, শৃন্বন্তু, বসুধারা, সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : নীরাজনা, শ্রী অরবিন্দপ্রণাম। স্মৃতি-কথা : শ্রী অরবিন্দ ও শ্রী মার চরণছায়ায়, স্মৃতির রেখা। অনুবাদ : শাশ্বত মুহূর্ত (শ্রী অরবিন্দের কবিতার অনুবাদ)।

সাহানা দেবী। নামান্তর : সুশীলতা দেবী। পিতা : এলাহাবাদ নিবাসী ডাঃ কর্ণেল ফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীতজ্ঞা। বহু গানের স্বরলিপি রচয়িত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মালিকা।

সাহেজুল্লা খাঁ (১৯ শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : যুগী কাছেব (১২৩৪)।

সি. আর. চাকমা। প্রকাশিত গ্রন্থ : চাকমা শব্দ ভাণ্ডার (১৯৮৪)।

সিকদার আমিনুল হক (৬।১২।১৯৪২—) বি. এ. (১৯৬৫)। বাংলাদেশের কবি। সাংবাদিক,—মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্য : দূরের কার্ণিশ (১৯৭৫), তিন পাপড়ির ফুল, পারাবত, এই প্রাচীরের শেষ কবিতা (১৯৮২)। শিশু সাহিত্য : ছড়ার দুপুর (১৯৭৭)।

সিকান্দার আবু জাফর (৩০।৩।১৯১৯—৫।৮।১৯৭৫)। জন্ম : তেঁতুলিয়া, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। সাংবাদিক। সমকাল পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক। কবি নাট্যকার ও অনুবাদক। নাটকের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), তিমিরান্তিক (১৯৬৫), বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫), বৃশ্চিক লগ্ন (১৯৭১)। কবিতা : (১৩৭৪) বাংলা ছাড়ো (১৯৭১)। নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান, সিরাজদ্দৌলা (১৩৭২), মহাকবি আলাওল (১৯৬৫)। উপন্যাস : নতুন সকাল (১৯৪৩), পূরবী (১৯৪০)। ছোটগল্প : মাটি আর অশ্রু (১৯৪১)। অনুবাদ : রুবাইয়াৎ ওমর খইয়াম (১৯৬৬), যদুর কলর্স (১৯৬৮), সেণ্ট্ লুইয়ের সেতু (১৯৬১), সিংয়ের নাটক (১৯৭১)। কিশোর উপন্যাস : জয়ের পথে (১৯৪২), নবী কাহিনী (১৯৪৯)। গান : মালব কৌশিক।

সিতিকণ্ঠ মল্লিক (১৮৪২/১২৪৯—১৯২৯/১৩৩৬)। জন্ম : ভবানীপুর, কলিকাতা। আদি নিবাস : সিঙ্গুর, হুগলী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র। আইন ব্যবসায়ী,—পরে মুন্‌সেফ। ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : সৎ প্রসঙ্গ, দুই ভাই (গল্প)।

সিদ্দিকী আশরাফ এম্. এ.। জন্ম : নাগবাড়ী, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। শান্তি-নিকেতন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। টাঙ্গাইল কুমুদিনী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী কলেজ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নতুন কবিতা, কাগজের নৌকা, তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা, রাবেয়া আপা, বাংলা সাহিত্যের আলোচনা, সাত ভাই চম্পা (কবিতা), বিষকন্যা (ঐ)। সম্পাদিত গ্রন্থ : জমীদার দর্পণ (মশাররফ হোসেন), বসন্ত কুমারী, বাজীমাৎ, কথামালা। সম্পাদিত পত্রিকা : মুকুল (কিশোর)।

সিদ্ধমোহন মিত্র। আরবী ও ফার্সীভাষায় পণ্ডিত। ভারতী, সাহিত্য, সাধনা প্রভৃতি পত্রিকায় মুসলমান সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক।

সিদ্ধান্ত সরস্বতী (১৭ শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)। রচনা : নারদীয় পুরাণ

(ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের আদেশে অনূদিত)।

সিদ্ধার্থ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কলিকাতা নীলকণ্ঠ, লুণ্ঠন (অনুবাদ গল্প), বেঁচে থাকি বিদ্রোহে প্রভৃতি।

সিদ্ধার্থ পাল (১৩।৭।১৯৪১—)। কালনা মহকুমা হাসপাতালের স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। কবি। চেতলা বয়েজ্ হাইস্কুলের ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৯৫৫)। প্রকাশিত কাব্য: স্বপ্নের গঠন ও গল্প (১৯৮০)।

সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়। নিবাস: চুঁচুড়া, হুগলী। সম্পাদক: জোৎস্নাহার (১৩০১)।

সিদ্ধেশ্বর ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: চন্দ্রনাথ (১৮৭৪), লণ্ডভণ্ড।

সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: কিন্নর কামিনী (১১ অংকের নাটক, ভাটপাড়া ১৮৭২)।

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: সাপ্তাহিক আর্যকাহিনী (১৮৮১)।

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় (২৭।৭।১৩৫২ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম ও নিবাস: শ্রীপাট মূলুক, বীরভূম। বি. এ. পি. জি. বি. টি। আলবাঁধা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পুরাতত্ত্বের গবেষক ও প্রবন্ধ লেখক। সাতটি শিলালিপি ও একটি মৃৎলিপির আবিষ্কারক। পরিবর্তন, সমকালীন, কম্পাস, কৌশিনী, বীরভূমি, সূর্যদেশ, শিলাদিত্য প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গ্রাম মূলুকের ইতিকথা (১৯৬৩), মূলুকের শ্রীপাট পরিচিতি (১৩৮৭), শ্রীরাম কানাই (১৩৮৪), শ্রীশ্রী বাঘড়েশ্বর মাহাত্ম্য (১৩৮৭), কংকালী পীঠ (১৩৯০), The Fossilized Chapter of the History of Birbhum (১৩৯০)।

সিদ্ধেশ্বর শর্মা। জন্ম: হুগলী। সম্পাদক: বঙ্গভাস্কর (১৯০৮)।

সিদ্ধেশ্বর সেন (২৭।৩।১৯২৬—)। নিবাস: ফ্ল্যাট্-২, ব্লক সি, সি. আই. টি. বিল্ডিংস্, ১৫, বেচুলাল রোড্, কলিকাতা—১৪। কবি। প্রথম কবিতা অরণি-পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য: ঘনছন্দ মুক্তির নিবিড় (১৯৮০), সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা (১৯৮১), মায়াকোভস্কির শ্রেষ্ঠ কবিতা (শক্তি চট্টোপাধ্যায় সহ—১৯৮২)।

সিরতাজ। বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি। কবির একটি পদ 'সম্মিলন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২৪)।

সিরাজদ্দৌলা চৌধুরী এম্. এ.। ছদ্মনাম: আ ফ ম। অধ্যাপক। বাংলাদেশ নিবাসী কবি। প্রকাশিত কাব্য: কখনো কান্না (১৯৬৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ: রূপরঙ্গ (১৯৬৮)।

সিরাজ সাঁই (১৯ শ শতাব্দী)। উত্তর বঙ্গের বাউল কবি। বাউল গান রচয়িতা।

সিরাজ সিকদার (?—২।১।১৯৭১) বাংলাদেশবাসী প্রখ্যাত কবি ও গীতিকার। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ঢাকার সাভারে পাক সৈন্যদের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত। কবিতা ও সঙ্গীত ছাড়াও গল্প লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত কাব্য: গণযুদ্ধের পটভূমি (১৯৭৩)।

সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী (২২।১০।১৯০৮—২২।১০।১৯৭৯)। জন্ম: কাসিমপুর, কেন্দুয়া, ময়মনসিংহ। ময়মনসিংহ প্রাইমারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের কর্মী। প্রবন্ধ গবেষণার জন্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ: লোকসাহিত্যে ছড়া (১৯৬২), লোকসাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ (১৯৬৮)।

(ডঃ) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২৩।

৬।১৯৩৬—)। জন্ম : বিক্রমপুর, ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ.। যুক্তরাজ্যের লিষ্টার থেকে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক,—গবেষক ও অনুবাদক। প্রবন্ধ গবেষণায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : অন্বেষণ (১৯৬২), দ্বিতীয় ভুবন (১৯৭২), আরণ্যক দৃশ্যাবলী (১৯৭৪), তাকিয়ে দেখি (১৯৭৪), নিরাশ্রয় গৃহী (১৯৭৪), অতিক্রান্ত বৃত্ত (১৯৭৬), প্রতিক্রিয়াশীলতা, আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য (১৯৭৭), শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ (১৯৭৮), বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক (১৯৭৯), কুমুর বন্ধন (১৯৮১), স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি (১৯৮২), উপর কাঠামোর ভেতরেই (১৯৮১), উনিশ শতকের বাংলাগদ্যের সামাজিক ব্যাকরণ (১৯৮৩), Introducing Nazrul Islam (১৯৬৬), The Moral Imagination of Joseph Conard (১৯৭৫), The Enemy Territory (১৯৭৯)। শিশু-সাহিত্য : ছোটদের সেক্‌স্‌পীয়র (১৯৬৬)। অনুবাদ : বুনো হাঁস (১৯৬৩), এরিস্‌টটলের কাব্যতত্ত্ব (১৯৭৩), কাব্যের স্বভাব (১৯৬৫)।

সিরাজুল হক (১৯২৬—)। জন্ম : রামঘাটী, লাভপুর, বীরভূম, পৈত্রিক ও বর্তমান নিবাস : বামনী গ্রাম, লাভপুর, বীরভূম। পিতা : দাউদার রহমান, মাতা : ছাতেম-ন্নেছা। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯৪৩)। বর্ধমান রাজকলেজের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় কলিকাতায় সরকারী কর্মে নিযুক্ত,—ডাক ও তার বিভাগের কর্মী, পরে শিক্ষক। ১৯৫৩ খ্রীঃ থেকে সত্যযুগ, যুগান্তর, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, নবকল্লোল, কম্‌পাস, হিন্দু, কথাবার্তা, সমকালীন, লোকশক্তি, দুর্গাপুর-বাণী, চন্দ্রভাগা (শারদীয়া), বীরভূমি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদিত গ্রন্থ : পণপ্রথা উচ্ছেদের বাস্তব পন্থা; কমলাকান্ত স্মরণিকা, কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা (সহ-সম্পাদক)। সম্পাদিত পত্রিকা : বুলবুল।

সিরাজুল হক খন্দকার (১।৩।১৯৪১—)। জন্ম : হেতেমখান, রাজশাহী। অনার্স-সহ বি. এ. ও বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। রাজ-শাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চোধুরী : জীবন ও সাহিত্য (১৯৭০)।

শিশির ভট্টাচার্য (২।৮।১৯৩১—) নিবাস : ৫৮।১২৮, লেক্ গার্ডেন্‌স্, কলিকাতা—৪৫। কবি। প্রথম কবিতা দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৪৫)। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক অন্যদিন। প্রকাশিত কাব্য : কফি হাউসের সেই লোকটা (১৯৬৯), কখনো মুহূর্তের আলো (১৯৭০), শুধু তোমার নামে (১৯৭২), শব্দের মিনারগুলি (১৯৭৯)।

সিংহভূপতি (১৭শ শতাব্দী। বৈষ্ণব কবি। সম্ভবত : নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য রাজা নরসিংহ। চম্পতি ভণিতায় নরসিংহের পদের সঙ্গে ও সিংহভূপতি ভণিতা-যুক্ত পদগুলির সঙ্গে চম্পতি ভণিতাযুক্ত পদের মিল দেখা যায়।

স্মিথ উব্রায়েন (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : এডুকেশন গেজেট ও সপ্তাহিক বার্তাবহ (৪।৭।১৮৫৬)।

সীতা দেবী (১০।৪।১৮৯৫—২০।১২। ১৯৭৪/৪।৯।১৩৮১)। ছদ্মনাম : সংযুক্তা দেবী (ভগিনী শান্তা দেবী সঙ্গে)। জন্ম ও মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্বামী : কল্লোল ও

প্রবাসীযুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুধীর কুমার চৌধুরী, ভগিনী শান্তা দেবী। বাল্যে এলাহাবাদে পিতার নিকট শিক্ষা-প্রাপ্তা। পরে কলিকাতায় বেথুন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১২), বেথুন কলেজ থেকে এফ্. এ. ও ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ (১৯১৬)। ১৯১৭ খ্রীঃ থেকে প্রায় দুই বৎসর পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের ও ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যপ্রাপ্তা। বিবাহের পর (২৮।৯। ১৯২৩) ব্রহ্মদেশে গমন ও সাত বৎসর বাস। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য জীবনে প্রবিষ্টা। প্রবাসীতে গল্প লেখিকা, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ লেখিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক লীলাপুরস্কারে সম্মানিতা। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস: রজনীগন্ধা। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: বজ্রমণি (১৯১৮), ছায়াবীথি (১৯১৯), আলোর আড়াল (১৯২১)। উপন্যাস: উদ্যানলতা (শান্তাদেবী সহ—সংযুক্তা ছদ্মনামে ১৯১০), পথিক বন্ধু (১৯২০), সোনার খাঁচা (১৯২০), রজনীগন্ধা (১৯২১), বন্যা, পরভৃতিকা (১৯৩০), মাতৃঋণ (১৯৩৪), ক্ষণিকের অতিথি (১৯৩৫), জন্মস্বত্ব (১৯৩৬), মাটির বাসা (১৯৪৫), ঘূর্ণির মাঝখানে (১৯৪৮), সবার উপরে (১৯৬১), বঙ্গমল্লী, বজ্রের আলোতে, ঘর জামাই, মহামায়া (১৯৬১)। অনুবাদ: হিন্দী উপকথা (শান্তা দেবী সহ—১৯১২)। নিজের ও শান্তা দেবীর রচনার ইংরাজীতে অনুবাদ: The Garden Creeper (শান্তা দেবী—১৯১৯), Tales of Bengal (ঐ ১৯২১), The Knight Errant (১৯২৪)। শিশু সাহিত্য: নিরেট গুরুর কাহিনী (১৯১৪), আজব দেশে (১৯১৯), সাত রাজার ধন (শান্তা দেবী সহ—১৯৫৬), তিনটি গল্প, কথা সপ্তক। বিবিধ: পুণ্য স্মৃতি (রবীন্দ্র স্মরণে—১৯৪২), শোক ও সান্ত্বনা।

সীতানাথ গোস্বামী। জন্ম: শান্তিপুরে গোস্বামী বংশে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: বালক বিজয়কৃষ্ণ।

(ডঃ) সীতানাথ গোস্বামী (১।৭।১৯৩০—) এম্. এ. ডি. ফিল্. বেদবেদান্ত ব্যাকরণতীর্থ। জন্ম: নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃবংশে। পিতা: আনন্দগোপাল গোস্বামী, মাতা: কল্যাণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে সংস্কৃতে এম্. এ. (১৯৫১)। স্বর্ণপদক প্রাপ্ত। মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থের প্রিয় ছাত্র এবং ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক (১৯৫৬—) ও বিভাগীয় প্রধান (১০ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বেদান্ত দর্শনে পরমার্থতত্ত্ব (১৯৫৭), ভারতে গোরক্ষা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত রাণী রামরক্ষী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত), স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তা (একনাথ রানাডের অনুবাদ—১৯৬৩)। সম্পাদিত গ্রন্থ: ঈশোপনিষৎ (১৯৬৪), কেনোপনিষৎ (১৯৭১), ঋক্ সংহিতা (অগ্নিসূক্তের ব্যাখ্যা,—ডঃ হিমাংশু নারায়ণ চক্রবর্তী সহ—১৯৭৪)।

সীতানাথ ঘোষ। জন্ম: যশোহর। সম্পাদক: সাপ্তাহিক পাষণ্ডপীড়ন (২০।৬। ১৮৫৪), মাসিক জগবন্ধু (×।১০।১৮৪৬), মাসিক মানসমোহিনী (১৮৫৪), মাসিক হিন্দু প্রদর্শক (১৮৭২)।

সীতানাথ দত্ত, তত্ত্বভূষণ (১৮৫৬—১৯।৮। ১৯৪৫)। জন্ম: সাংঘর, শ্রীহট্ট। পিতা: মুন্সী জগন্নাথ দত্ত। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী,—ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। কলিকাতায় আগমন (১৮৭২)।

কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মনিকেতন থেকে প্রবেশিকা পাশ (১৮৭৪)। জেনারেল এসেম্ব্রিজ কলেজে অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ। নিজের চেষ্টায় ভারতীয় শাস্ত্র, দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপন্ন। পণ্ডিত হিসাবে ভারত খ্যাত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান (১৮৭৮)। কলিকাতায় সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে (৬।৪।১৮৭৯) সেখানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত। কেশব একাডেমিতে যোগদান। পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক তত্ত্বনিধি উপাধিতে ভূষিত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক। বিধবা নগেন্দ্রবালার সঙ্গে বিবাহ (১৮৮৫)। পত্নীর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা কাদম্বিনী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ। ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য (১৮৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, জ্ঞানাঞ্জন (১৮৭০), উপনিষদ, অদ্বৈতবাদ, মৈত্রেয়ী, পঞ্চষি (১৯৩১), শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন, ব্রহ্ম-প্রেমসুধাসিন্ধু, ব্রহ্মসঙ্গীত (ব্রহ্মসঙ্গীত গ্রন্থে ১০ টি সঙ্গীত সংকলিত), Krishna and Gita, Philosophy of Brahmanism on the Creed of Educated Hindus, Vedanta and Modern Thought. প্রকাশক সম্পাদক: ব্রহ্মতত্ত্ব।

সীতানাথ দাস মহাপাত্র। ভক্তিতীর্থ গোস্বামী নামে পরিচিত। মেদিনীপুর জেলার সাউড়ীর প্রপন্ন আশ্রমভুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: হরিনামামৃতসিন্ধু, শ্রীভাগবত-ধর্ম, সদযুক্তিসোপান (১৩২২), শ্রী সেবা সঙ্কল্প, শ্রী রসতত্ত্বগীতাবলী।

সীতানাথ নন্দী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গগৃহ (১২৯২)।

সীতানাথ বসু মল্লিক (১৯শ শতাব্দী) নিবাস: অম্বিকা কালনা। রচনা: কাশীখণ্ড (১৮৫০ খ্রীঃ প্রকাশিত)।

সীতানাথ মুখোপাধ্যায় (১৯ শ শতাব্দী) কবিওয়ালা ও কবিদলের বাঁধনদার,—সঙ্গীত রচয়িতা।

সীতানাথ সিদ্ধান্ত বাগীশ (×।৯।১২৮০—২।৭।১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম: চাঁদনী, বরিশাল। পিতা: কালীকান্ত ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্ধিবৃত্তি, নাম প্রকরণ, দেবনাগর বর্ণ পরিচয়, কুন্মঞ্জরী, পুরোহিত প্রদীপ, চতুষ্টয় বৃত্তি, অথ্যাত বৃত্তি, শব্দ কল্পতরু, কাশ্যপ বংশ ভাসক।

সীতাপতি দেব (১৭ শ শতাব্দী) পূর্ব-বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি।

সীতারাম দত্ত (১৮ শ শতাব্দী) রচনা: প্রহ্লাদ চরিত্র।

সীতারাম দাস (১৭ শ শতাব্দী) জাতিতে কায়স্থ। জন্ম: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসগ্রামে। পিতা: দেবীদাস, মাতা: কেশবতী। গৃহ-দেবতা গজলক্ষ্মীর ভক্ত, রচনা: ধর্মমঙ্গল কাব্য (১৬৯৮—৯৯), মনসামঙ্গল কাব্য (১০ বৎসর পরে রচিত)। রচনা বিবৃতি-মূলক, পরিচ্ছন্ন। কাহিনী বা চরিত্রে নূতনত্বের অভাব দৃষ্ট হয়।

সীতারাম দাস ওঁকারনাথ (৬।১১।১২৯৮—১৯।৮।১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম,: প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জন্ম: কেউটা গ্রাম, হুগলী, পৈতৃক নিবাস: ডুমুর-দহ, হুগলী। পিতা: প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়, মাতা: মাল্যবতী, পত্নী: সিদ্ধেশ্বরী, শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু দাশরথি মুখোপাধ্যায় স্মৃতিভূষণ। চুঁচুড়ায় বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর, বালির যাদবচন্দ্র স্মৃতিরত্নের চতুষ্পাঠীর, ব্যাণ্ডেলের চার্চ স্কুলের ও হুগলী জেলার দাশরথি স্মৃতিভূষণের চতুষ্পাঠীর ছাত্র। পুরাণতীর্থ ও পুরাণরত্ন উপাধি প্রাপ্ত (১৩৩১)। দীক্ষা (১৩১৯),

বিবাহ (১৩২৩), পত্নীর মৃত্যুর পর (১৩৩৭) ত্রিবেণীতে সন্ন্যাস গ্রহণ (১৩৪৩)। ধর্ম-প্রচারক। ১৪৩টি গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অধ্যাত্মবিষয়ক নাটক: ভক্তলীলা (১৩৫২), বিজনে বিজয়া (১৩৫২), তাপস হবির (১৩৩৭), নদীয়া নাগর, অশ্রুবাদল, রণছোড়, কথা রামায়ণ, শুকদেব, শিববিবাহ, দাস্যমধুর প্রভৃতি। কবিতা: মহারসায়ন (১৩৩১—৩২), পাগলের খেয়াল (গদ্য ও পদ্য—১৩৩৩), সুধার ধারা (১৩৫৩), পুষ্প-চয়ন, প্রপন্ন পথিক (১৩৬৪), শ্রীশ্রী নাম রসায়ন (১৩৪৩), নামাবতার (১৩৬৪), জগজ্জননী সতী রমণী (১৩৬৮), মকার বাবা (১৩৬৭), শ্রীশ্রী পুরুষোত্তমলীলা (১৩৬৮) প্রভৃতি। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ: নামামৃত লহরী, নাদলীলামৃত, শ্রীশ্রী গুরু মহিমামৃত, ক্ষেপার ঝুলি, পাগলের খেয়াল, বর্ণাশ্রম বিপ্লব, পথ-হারার পাথেয়, শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী, নারদ ভক্তিসূত্র, প্রেমগীতি, বিরক্ত পূজা, বৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্কর, যোগরহস্য, বিপথগামিনীর আশার আলো, তুমি-আমি, পরমানন্দের পথ, গুরু রত্নম্, চোখের জলে মায়ের পূজা, শ্রীশ্রী নামামৃত, সীতারাম সহস্র নাম, ফুলমালা, দুটি কথা, অমৃতং গময়, প্রেমামৃত, আঁধারে আলো, জগজ্জননী সতীরমণী, মহাব্রত, মরণজয়, উজ্জীবন, অভয়বাণী, প্রণব প্রেমপীযূষ (গীতাভাষ্য), শ্রীশ্রী গোপীগীতা, সই, বড় অতিথি, জয় ভগবান, বাণীমালা, শ্রীশ্রী মহামন্ত্র কল্পতরু, শ্রীশ্রী মহামন্ত্র সংকীর্তন, শ্রীশ্রী নাম-মহিমা গীতি, তুলসীচন্দন, বিশ্বজননী রমণী, পরমপথ, শ্রীশ্রী কৃষ্ণ মহিমামৃত, তরতরাও প্রভৃতি।

সীতারাম ন্যায়চার্য, শিরোমণি, মহামহো-পাধ্যায় (২৪।১১।১২৭০/১৮৬৪—৫।৬।১৯২৮) জন্ম: কাইগ্রাম, বর্ধমান, মৃত্যু: কাশীধামে। পিতা: নবীনচন্দ্র তর্কালংকার। পিতার নিকট সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ ও নবদ্বীপে ভুবন মোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-প্রাপ্ত। নবদ্বীপ বঙ্গ বিবুধজননী সভা থেকে তর্করত্ন (১২৯৭) ও ন্যায়াচার্য শিরোমণি (১৩০২) ও কলিকাতা সংস্কৃত শিক্ষা পর্ষৎ থেকে তর্কতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত। কাশীতে স্বামী বলরাম ও স্বামী বিশুদ্ধানন্দের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করে বেদান্তে পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত। মুর্শিদাবাদে স্বপ্রতিষ্ঠিত 'মুর্শিদাবাদ মঠ' নামে চতুষ্পাঠীতে (১৩১৬) ১৪ বৎসর অধ্যাপনান্তে নবদ্বীপে দেয়ারাপাড়ায় আরণ্য চতুষ্পাঠী নামে স্বপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। বর্ধমান রাজ কর্তৃক বিদ্বোৎ-শোভিনী সভার সভ্য মনোনীত (১৯১৩)। বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহক সভার সদস্য ও বঙ্গীয় বেদসভার সভাপতি নির্বাচিত (১৯২১)। কুচবিহার রাজ পরিবারের মাঙ্গলিক কর্মের উপদেষ্টা (১৯২২—২৮)। শতাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা। সংস্কৃত ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির অনুবাদক। মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত (১৯২০)। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: হরিবাসর সঙ্গীত।

সীতারাম মুখোপাধ্যায়। জন্ম: অবিনাশ-পুর, বীরভূম। নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক। ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ., ডিপ্. ইন্. এল্. টি. ও বি. টি.। বহু পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র (মণিপুররাজ ভাগ্যচন্দ্রের জীবনী)।

সীতাসুত, দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী) রচনা: বাল্মীকিপুরাণ (বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ ও তাঁর পুত্র চৈতন্য সিংহের সময়ে রচিত রামায়ণ)। কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কাকাণ্ডের

পুঁথি পাওয়া গেছে। রামায়ণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আছে।

সীতেশ রায় (১৯৩৯—১৩।২।১৯৭৭/১। ১১।১৩৮৩)। বিখ্যাত পটশিল্পী এবং কবি। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্র। বিড়লা একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্-এর শিক্ষক। যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমেরিকা, পূর্বজার্মানী ও স্বদেশে ১৪ টি ছবির প্রদর্শনী হয়। প্রকাশিত কাব্য : উড়নি পাতার নাও।

সীমা মিত্র (৩০।৪।১৯৫৩—)। নিবাস : ১৩, চন্দ্রমোহন সা রোড্, মণিরামপুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। কবি। প্রকাশিত কাব্য : সালোক্য (১৯৭০), রক্তাক্ত সজারু (১৯৭১), স্বগত (১৯৭৭)।

সুকমল দাশগুপ্ত (২৪।৮।১৯১৫—) জন্ম : এলাহাবাদ। বর্তমান নিবাস: বাঁশদ্রোণী। পিতা : সত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মাতা : স্নেহলতা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ.। উত্তরপ্রদেশ একাউন্টেন্ট জেনারেল (এলাহাবাদ) অফিসের কর্মী (১৯৪০—৪৩), কাউন্সিল অফ্ সাইন্টিফিক্ এণ্ড্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (C. S. I. R.)-এর কর্মী (১৯৪৩—৭৩)। উক্ত প্রতিষ্ঠানের আণ্ডার সেক্রেটারি হিসাবে অবসর প্রাপ্ত। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবনী কাব্য : গদাধর (কাব্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী—১৯৬৪), মা মণি (সারদামণির জীবনী—১৯৫৯), এক যে ছিল রাজা (রামমোহনের জীবনী), গোরাচাঁদ। ছড়া : বিলিতি ছড়া ১ম (১৯৬০), ঐ ২য়, শারদীয়া ছড়া (১৩৬৮), ঘুম ভাঙানী ছড়া (১৩৬৯), ছড়া দিলাম ছড়িয়ে, ছড়াতে রামায়ণ, বিজ্ঞানের ছড়া, খেলার ছড়া। কবিতা : একটা গাছে আটটা চড়ুই (১৯৫৯), পাগলা ভোলা (১৩৭৪)। ছোটদের নাটক : একটা কিল দুটো চিমটি, বরণীয়া (নাটিকা সংকলন), অশোক বনে সীতা, হেমকূটে শকুন্তলা, বিরাট রাজার মেয়ে, সুজাতার পূজা, লবকুশ, জোয়ান অফ্ আর্ক। বড়দের কাব্য : মহান বাসনা (জওহরলাল নেহেরুর My Will-এর অনুবাদ), জাগ্রত ভারত (গানের বই)। গীতি আলেখ্য ও নৃত্যনাট্য : পূর্বমেঘ (১৩৮৭), শক্তির আবির্ভাব (১৩৮৮), বিশ্বরূপ (১৩৮৮), সুন্দরের সন্ধানে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য (৩০।৪।১৩৩৩—২৯।১। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : কলিকাতায় কালীঘাটে মাতামহের বাড়ীতে, ৪২, মহিম হালদার ষ্ট্রীটে, পরবর্তী নিবাস : বাগবাজার নিবেদিতা লেন, ৩৪, হরমোহন ঘোষ লেন, বেলেঘাটায় বিশ্বাস নার্সারি লেন, মৃত্যু : যাদবপুর কুমুদশঙ্কর রায় টি. বি. হাসপাতালে, আদি নিবাস : কোটালি পাড়া, ফরিদপুর। বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৩৫২)। কমিউনিষ্ট্ পার্টির কর্মী। স্বাধীনতা পত্রিকার কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে রোগগ্রস্ত দেহে শোষণ অত্যাচার দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কবিতা রচয়িতা। নজরুল ইসলামের উত্তরসূরী হিসাবে অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চারে ঘোষিত। কবিতার ভাষা সহজ কিন্তু তীক্ষ্ণ, কখনও ব্যঙ্গাত্মক। প্রকাশিত কাব্য : ছাড়পত্র (১৯৪৯), ঘুম নেই (১৯৪৮), মিঠেকড়া (১৯৫১), অভিযান (১৯৫৩), পূর্বাভাস (১৯৫৫), হরতাল, গীতিগুচ্ছ, সূর্যপ্রণাম। সম্পাদিত কাব্য: আকাল (ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের পক্ষে)।

সুকান্ত রায় (১৯৪৯—২।৬।১৯৭৬/২৬।২।

১৩৮৪) কবি। মৃত্যু : জলমগ্ন হয়ে। বসুমতী ও অন্যান্য পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ (বার্ষিক)।

সুকুমার দত্ত (১৯০৬—১৯৭৪) নিবাস ও মৃত্যু : ৫১, কারবালা ট্যাংক রোড, কলিকাতা। জন্ম ও পৈতৃক নিবাস : শ্রীরামপুর, হুগলী। হুগলী জেলার কংগ্রেস নেতা। শ্রীরামপুর পৌর সভার কমিশনার—বিধান সভার সদস্য,—পরে রাজ্য সভার সদস্য। বহুবার কারাদণ্ডিত। পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক : বসুধারা (শ্রীঅরবিন্দের কর্মধারা সম্পর্কিত পত্রিকা)। প্রকাশিত গ্রন্থ : হুগলী জেলার ইতিহাস।

সুকুমার দে সরকার (২।৮।১৯১০—৭।৮।১৯৭৮/২১।৪।১৩৮৫)। জন্ম : কলিকাতায়, মৃত্যু : ক্যানসার রোগে পুনে হাসপাতালে। সাউথ সুবারবন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯২৭), সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এস্. সি. পাশ। কিছুকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীতে কর্মরত,—পরে চাটার্ড একাউন্টেন্সি ও কষ্ট্ একাউণ্ট পাশ করে নিজস্ব অডিটিং ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা। শিশু সাহিত্যিক, রামধনু, সন্দেশ, রং মশাল, মৌচাক, আনন্দমেলা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। জীবজগতের গল্প লেখায় দক্ষ। শিশুসাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত ভুবনেশ্বরী পদক ও রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গল্প-গ্রন্থ : দুই খুনী, জঙ্গলের গল্প, বনের গল্প, চব্বিশে এপ্রিল, চুপ প্রভৃতি।

সুকুমার বড়ুয়া (৫।১।১৯৩৮—)। জন্ম : বিনাজুরি, রাউজান, চট্টগ্রাম। মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউটের সহকারী ষ্টোর কীপার। শিশু সাহিত্যিক। শিশু সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : (ছড়া :) পাগলা ঘোড়া (১৯৭০), ভিজে বেড়াল (১৯৭৬), চন্দনা চঞ্চনার ছড়া (১৯৭৯), এলো পাথারি (১৯৮০), নানা রঙের দিন (১৯৮১)।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২।৬।১৩৩৮—) জন্ম : চাকদহ, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধারাপাত মঞ্জুষা।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৭।৭।১৯২৯—) ছদ্মনাম : ব্রতচারী। জন্ম : তমলুক, মেদিনীপুর। নিবাস : ৪৫-বি, চক্রবেড়িয়া রোড (উত্তর), কলিকাতা—২০। কলিকাতা আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পকার শরৎচন্দ্র, (১৯৫৩), ছোটদের মঙ্গলকাব্য (গল্প—১৯৫২), মঙ্গল কাব্যের কাহিনী (১৯৫৫)।

সুকুমার বসু। মধুবসু দ্রষ্টব্য।

(ডঃ) সুকুমার বসু। প্রকাশিত কাব্য : তার নাম।

সুকুমার বসু (১৮৯৫—)। জন্ম : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। নিবাস : শান্তিনিকেতন, বীরভূম। বি. এস্. সি. পাশ। বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধরিত্রী (১৯৪৯), বিজ্ঞান সূচনা (১৯৩৯), বিজ্ঞান প্রবেশিকা (১৯৩৭)।

সুকুমার মাইতি (১৪।২।১৩১৭ বঙ্গাব্দ—) নিবাস : তিলখোজা, মেদিনীপুর। প্রকাশিত কাব্য : প্রত্যয়। সম্পাদিত গ্রন্থ : বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত।

সুকুমার রঞ্জন ঘোষ (৯।১১।১৩৪৩/২১।২।১৯৩৭—)। ছদ্মনাম : শ্রীঘোষ। জন্ম ও নিবাস : কুলটিকরী, থানা—সাঁকরাইল, মহকুমা—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর। পিতা : গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাতা : গয়ামণি। কুলটি-

করী হাইস্কুলে পড়ার পরে ঝাড়গ্রাম সেবায়তন বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক (১৯৫৬), খড়গপুরে ডিগ্রী কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬২), বি. টি.। কুলটিকরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৬২—)। স্বগ্রামে ভারতী সাধারণ পাঠাগার ও সাঁকরাইল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সংগঠক। কলেজের ছাত্রাবস্থায় বর্তিকা সাহিত্যচক্রের সঙ্গে যুক্ত। পরে খড়্গপুরের প্রতীক সাহিত্যচক্রের পত্রিকা প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত। খড়গপুরে মাসিক 'তরুণদের মুখপত্র' পত্রিকার প্রকাশক। কবি। খড়গপুর কলেজ পত্রিকা, একক, উত্তরসূরী, আধুনিক কবিতা, প্রতীক, তরুণদের মুখপত্র, উৎসর্গ, সময়ানুগ, হাওড়া বার্তা, নিশানব অমৃতলোক, জন্মদিনে, সায়ক, জাগৃতি, অতএব, কক্ষপথ সপ্তদ্বীপা, লা-পয়েজি, নীলোৎপল, পলাশ, মাসিক বসুমতী, আলেখ্য, কবিপত্র, মধুপর্ণী, ভারতী, পদাতিক, কণ্ঠস্বর, শিশির, রক্তস্বাক্ষর, কবিকণ্ঠ, সৈকত, ভগ্নদূত প্রভৃতি বহু পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। কালীপদ কোনার সম্পাদিত 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' সংকলন গ্রন্থে কয়েকটি কবিতা সংকলিত। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক বসুধা (১৯৭২—৮০)। প্রকাশিত কাব্য: ভোরে এসে।

(ডঃ) সুকুমার রঞ্জন দত্ত (২৫।২।১৯৩৬—) জন্ম: কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস: জলাবাড়ী, বরিশাল (অধুনা বাংলাদেশ)। বর্তমান নিবাস: মাটীয়ারী, নদীয়া। পিতা: বিনোদ বিহারী দত্ত, মাতা: চারুবালা। একুয়ার (বর্ধমান) বি. এম্. ডি. পি. ইন্‌সটিটিউসন থেকে ডি. পি. আই. স্কলারশিপ্ সহ ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫১), বর্ধমান শ্যামসুন্দর কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৩), কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৫৯), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বি. টি. (১৯৭১)। তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন, বাল্যকালেই শ্রীগুরু সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংস সরস্বতীর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ। ছাত্রাবস্থায় বর্ধমানের বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীতে সমাজ সেবামূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত। শ্যামসুন্দর কলেজে অধ্যয়নকালে উক্ত কলেজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক। কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স-এ একাউন্ট্স্ বিভাগের করণিক (১৯৫৫-৫৮)। তৎকালে কলিকাতা বন্দর সাহিত্যবাসরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং আনন্দম্ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। সরিষা (২৪ পরগণা) হাই স্কুলের ইংরাজী ও বাঙ্গালার শিক্ষক (মে ১৯৫৮—অক্টোবর ১৯৬০)। উক্ত বিদ্যালয় পত্রিকার সম্পাদক ও সংস্কৃতি বিভাগের পরিচালক। শ্রীগুরুসঙ্ঘ পরিচালিত ২৪ পরগণার পলাশীতে আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯৬১-৭৮), বর্তমানে মাটীয়ারী রামপদ সেন মেমোরিয়্যাল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও রেক্টর (১৯৭৯—)। N. C. E. R. T. এর উদ্যোগে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত সর্ব-ভারতীয় শিক্ষক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রতিনিধি (১৯৬৯)। 'তারকব্রহ্মনাম রহস্য' গ্রন্থের জন্য হুগলী সংস্কৃত পরিষদ কর্তৃক 'তত্ত্ববিনোদ' উপাধিতে ভূষিত। 'শাক্ত বৈষ্ণবের মিলন' গ্রন্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তারিণীচরণ বিদ্যাভূষণ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত (১৯৮০)। ভারতবর্ষ, বসুমতী, শিক্ষা ও

সভ্যতা, শ্রীগুরুসঙ্ঘ, অপাংক্তেয়, দেবযান, সুদর্শন, বাসুদেব, প্রেম প্রবাহ, Journal of the W. B. Head Masters' Association, Educational Review প্রভৃতি পত্রিকায় সাহিত্যশিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : তারক ব্রহ্ম নাম রহস্য (১৩৭১), শ্রীগুরু সঙ্ঘের দার্শনিক ভিত্তি (১৩৮১)। শাক্ত বৈষ্ণবের মিলন (১৩৮১), শ্রীগুরু সাধনা (১৩৮৩), কালী মূর্তি রহস্য (১৩৮৫)।

(ডঃ) সুকুমার রঞ্জন দাশ এম্. এ. পি. এইচ্. ডি.। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা, চিত্তরঞ্জন। সম্পাদক : মাসিক নারায়ণ।

সুকুমার রায় (৩।১০।১৮৮৭/১৩।৭। ১২৯৪—৯।৯।১৯২৪/২৪।৫।১৩৩০)। জন্ম : কলিকাতা। আদি নিবাস : মসুয়া, মৈমনসিংহ। পিতা : শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, মাতা : প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম-নেতা দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর কন্যা বিধুমুখী, ভগিনী : সুখলতা রাও, পুণ্যলতা চক্রবর্তী ও লীলামজুমদার, জ্যেষ্ঠতাত : বাঙ্গালার ক্রিকেটের জনক সারদারঞ্জন রায়। বাল্যকাল থেকেই পিতার কাছ থেকে ছবি আঁকা ও ছড়া রচনায় এবং পিতা ও পিসেমশায় কুন্তলীন খ্যাত এইচ্. বোস বা হেমেন্দ্র মোহন বোসের প্রেরণায় ফটোগ্রাফিতে নিপুণ। সিটি স্কুল থেকে প্রবেশিকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে অনার্স সহ বি. এস্. সি. পাশ। ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ' স্কলারশিপ্ নিয়ে লণ্ডনে স্কুল অফ্ ফটো এন্‌গ্রেভিং এণ্ড লিথোগ্রাফিতে ভর্তি,—পর বৎসর ম্যানচেষ্টার স্কুল অফ্ টেকনোলজিতে ভর্তি। East and West পত্রিকার আহ্বানে 'The Spirit of Rabindranath' প্রবন্ধ পাঠক,—প্রবন্ধটি Quest পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় নানা স্থান থেকে বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত। মৌলিক গবেষণার জন্য F. R. P. S. উপাধি সহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯১৩)। পিতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 'ইউ রায় এণ্ড্ সন্‌স্' এর সঙ্গে যুক্ত। পিতার মৃত্যুর পর (১৯১৫) ভ্রাতৃগণ সহ ব্যবসায়ের পরিচালক। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় ননসেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও ক্লাবের মুখপত্র, সাড়ে বত্রিশ হাজার পরিচালক। ব্যবসা পরিচালনাকালে সান্‌ডে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা। ক্লাবের সভ্য ছিলেন কালিদাস নাগ, অতুল প্রসাদ সেন, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সুগায়ক, অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী। বিলাত গমনের পূর্বে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোড়ায় গলদ নাটকে অভিনয়। মাত্র নয় বৎসর বয়সে প্রথম কবিতা মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত। বিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : আবোল তাবোল, খাই খাই। প্রবন্ধ : অতীতের ছবি, বর্ণমালাতত্ত্ব। নাটক : অবাক জলপান, ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, হিংসুটি, ভাবুকসভা, চলচ্চিত্তচঞ্চরি, শব্দকল্পদ্রুম। গল্প : হ-য-ব-র-ল, পাগলা দাশু, বহুরূপী। রসরচনা : হেসোরামের ডাইরী। সম্পাদক : মাসিক সন্দেশ (১৩২৮)।

সুকুমার রায়। ছদ্মনাম : শ্যাম রায়। জন্ম : ঢাকা জেলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক,—অলইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রাম

একজিকিউটিভ। ব্যঙ্গ লেখক, প্রকাশিত গ্রন্থ : নব জাতক, কলহংস, নীল সবুজের নদী, বাংলা সঙ্গীতের রূপ।

(ডঃ) সুকুমার সেন (×।১।১৯০০—) জন্ম : কলিকাতায় ; ২৭, গোয়াবাগান লেনে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস : গোতান, রায়না, বর্ধমান ; বর্তমান নিবাস : ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১০, স্থায়ী নিবাস : বীরহাটা, বর্ধমান। পিতা : বর্ধমানের উকিল হরেন্দ্রনাথ সেন, মাতা : নবনলিনী। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাই ইংলিশ স্কুল থেকে মোহিনী মোহন মিশ্র মেডেল সহ প্রবেশিকা (১৯১৭), বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গণিতে লেটার সহ আই, এ. (১৯১৯), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯২১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক সহ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম্. এ. (১৯২৩)। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত (১৯২৪), মোয়াট মেডেল প্রাপ্ত (১৯২৬), মৌলিক গবেষণার জন্য তিনবার গ্রিফিথ্ মেমোরিয়াল পুরস্কার ও দু বার স্যর আশুতোষ মুখার্জি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত (১৯২৬—৩১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার (১৯৩০), পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৩৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক (১৯৫৪—৬৪), ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান। অবসর গ্রহণের পর পুনায় ডেকান কলেজের ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৬৬—৬৭), এক বৎসরের জন্য স্কুল অফ্ ড্রাবিড়িয়ান ইন্‌স্টিটিউসনের সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক (১৯৮২)। রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৬৩), বিদ্যাসাগর পুরস্কার (১৯৮১), আনন্দ পুরস্কার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত রামেন্দ্র সুন্দর স্মৃতি পুরস্কার, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রভৃতি বহু পুরস্কার প্রাপ্ত। গ্রেট্ ব্রিটেন রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক (১৯৮৪) এবং অশোক সরকার স্মৃতি পুরস্কারে (১৯৮৪) সম্মানিত। বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্. উপাধি দ্বারা সাম্মানিত। সাহিত্য একাডেমির সদস্য (১৯৫৫-৭১)। সাহিত্য একাডেমির ফেলো (১৯৭৪)। বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি (১৯৩৭), বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উইলসন ফিললজিক্যাল বক্তৃতা দান। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : History of Brajabuli Literature, Etymological Dictionary of Bengali Literature 2 vols, Use of Cases in Vedic Prose, Old Persian Inscriptions, The Latin Language, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৫খণ্ড, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা স্থান নাম, ভারত কথার গ্রন্থি মোচন, রাম কথার প্রাক্ ইতিহাস, নানা নিবন্ধ, বিদ্যাপতি গোষ্ঠী, বিচিত্র প্রবন্ধ, বটতলার ছাপা ও ছবি (১৯৮৫), চৈতন্যাবদান (১৩৯৩), ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন যুগের বাংলা ও বাঙালী (১৩৫০)। মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী (১৩৫২)।

সুকুমারী দত্ত (১৯ শ শতাব্দী) প্রকৃত নাম : গোলাপী দত্ত। প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী। প্রকাশিত নাটক : অপূর্ব সতী নাটক (১৮৮৫)।

সুকুর মামুদ (মহম্মদ) প্রকৃত নাম : আবদুল

মহম্মদ স্কুর। পিতা : সেখ আনার ফকির। নিবাস : পশ্চিম দিনাজপুরের বালুর ঘাটের নিকটবর্তী সিন্দুর কুসুম গ্রাম। সংস্কৃত ভাষা ও পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ। রচনা : গোপী চন্দ্রের গান। কাব্যের গঠনরীতি সংস্কৃত প্রভাবিত,—আরবী-ফার্সী শব্দ ও ব্যবহৃত। মাঝে মাঝে ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী অন্তরস্পর্শী। কাহিনীতে নূতনত্বের অভাব সত্ত্বেও বর্ণনার গুণে উপভোগ্য।

সুকৃতি রায়চৌধুরী (৬।২।১৯২৮—) ছদ্মনাম : সুব্রহ্মণ্য, সত্যপ্রিয়দর্শী। জন্ম : কলিকাতায়. পৈত্রিক নিবাস : ২৪, চক্রবেড় লেন, কলিকাতা-২০। বর্তমান নিবাস : বিল্ডিং নং এস ৮, কো: নং ১৬, জীবনবীমা নগর, বোরিভলি (পশ্চিম), বোম্বাই ৪০০০১০৩। পিতা : সুবোধচন্দ্র রায়চৌধুরী, মাতা : সুরমা। কলিকাতা পদ্মপুকুর ইন্স্টিটিউসন থেকে বৃত্তি সহ ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন, আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এস্. সি. বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এস্. সি. ও প্রাইভেটে বি. এ. পাশ। বর্তমানে জীবনবীমা নিগমের প্রচার বিভাগে বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান হিসাবে বোম্বাই-এ কর্মরত। বোম্বাই-এ নাটমহলের (নাট্যসংস্থা) চেয়ারম্যান (২০ বৎসর)। বোম্বাই-এ বাঙ্গালাভাষা প্রচার সমিতির সহ-সভাপতি। সারা ভারত, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন ও গ্রীস ভ্রমণকারী। গণবার্তা, শিক্ষক, দীপালি, হিমাদ্রি, ভারতবর্ষ, কথা সাহিত্য, রূপলেখা, মেয়েদের কাগজ, মহাজাতি, মন্দিরা, কল্যাণী, সচিত্র ভারত, সচিত্র কৌতুকী, ভারত জ্যোতি, গল্প ভারতী, মহিলামহল, যুগান্তর, বিংশ শতাব্দী, হোমশিখা, শুকতারা, উজ্জীবন, সমকালীন, বোম্বাই বিচিত্রা, কালি ও কলম, চতুষ্কোণ প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। বোম্বাই বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদকীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম (১৯৭৫—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মায়ামৃগ (নাটক—১৩৬৪), তপোময় তুষারতীর্থ (ভ্রমণ—১৩৬৭), অনুক্ত (একাংক নাটক সংকলন—১৩৬৮), অনির্বাণ (ঐ), Moving Thought (প্রবন্ধ—১৯৭২)।

সুকোমল বসু (৭।৫।১৩১৫—৩।৯।১৩৯৪/ ১৯।১২।১৯৮৭) ছদ্মনাম : নরমাতিরত্ন। জন্ম : গিরিডি, বিহার। আদি নিবাস : মালখানগর, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ। পিতা : পশুপতি বসু, মাতা : প্রেমলতা, ভ্রাতা : শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু, ভাগিনেয় : কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। গিরিডি স্কুল ও কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র। কবি ও শিশুসাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য। 'যাত্রাদলের রাজা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়নে স্থান প্রাপ্ত। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, উদয়ন, যুগান্তর, সন্দেশ, শিশুসাথী, মৌচাক, মাতৃবাণী, শুকতারা প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদক : সাপ্তাহিক খেয়ালী, মাসিক ভবিষ্যৎ পত্রিকা, অগ্রগতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইষ্টিশন (কাব্য), প্রেতাত্মার বার্তা (ভৌতিক গল্প—১৯৩৪), পরীর ডানা (নাটিকা—১৯৬০), অনাবিষ্কৃত।

সুকোমল রায় চৌধুরী। প্রকাশিত কাব্য : আওয়াজ হয়।

সুকোমল সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : সমাজ বিপ্লবে সংস্কৃতির প্রশ্ন ও ভারতীয় সমাজ।

সুখতারা দত্ত। সম্পাদিকা : মাসিক অন্তঃপুর (১৩১২)।

সুখময় মুখোপাধ্যায় এম্. এ., বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রকাশিত

গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, কৃত্তিবাস পরিচয়, বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, চৈতন্যদেব : জীবনী কালক্রম পরিমণ্ডল, প্রিয় মণ্ডল।

সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (২৪।৯।১৩১৬—) জন্ম : কালীজুরি গ্রাম, শ্রীহট্ট। বর্তমান নিবাস : শান্তি-নিকেতন, বীরভূম। পিতা : সারদাচরণ ভট্টাচার্য। বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, স্মৃতি মীমাংসা, ন্যায়, তর্ক ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পণ্ডিত-রূপে খ্যাত। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় দুই শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক (১৯৩৭-৭৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ (টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ) : ন্যায় দর্শন, মীমাংসা দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, মিতাক্ষরা, দায় বিভাগ, জৈমিনীয় ন্যায়মালা। প্রকাশিত গ্রন্থ : তন্ত্র পরিচয়, মহাভারতের সমাজ, মহাভারতের চরিতাবলী, রামায়ণের চরিতাবলী, মহাভারতের চতুর্বর্গ।

(ডঃ) **সুখময় সরকার** (২৩।১০।১৩৩৪/৯।১২।১৯২৭—)। জন্ম : দুলালপুর, বাঁকুড়া। পিতা : অতুলকৃষ্ণ সরকার, মাতা : শেফালিকা। দেউলী এম্. ই. স্কুল, ইন্দাস হাই স্কুল, বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৪), আই. এ. (১৯৪৬), বি. এ. (১৯৪৮), এম্. এ. (বাঙ্গালা—১৯৫২)। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Antiquity of Indian Civilization : An Astronomical Assesment নিবন্ধের জন্য পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৭৯)। বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজিয়েট স্কুল, গোপাল নগর কে. কে. ইন্‌স্টিটিউসন, সিয়ার সোল রাজ হাই স্কুল এবং কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে মোট ৩৪ বৎসর শিক্ষকতায় নিরত (১৯৮৩ পর্যন্ত)। প্রবাসী, প্রণব, যুগান্তর, আনন্দবাজার, স্বস্তিকা, শুকতারা, Hindu Regeneration (হায়দারাবাদ) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আচার্য যোগেশচন্দ্র (১৯৫৯), পঞ্চরশ্মি (১৯৭৩), The Hindu New Year's Day (১৯৭৪)।

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (২৭।১২।১৯৩৫—) ছদ্মনাম : সুরঞ্জনী মুখোপাধ্যায়। জন্ম : ভবানীপুর, কলিকাতা। আদি নিবাস : চাঁদসী, বরিশাল, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ১৪/২, ধর্মতলা লেন, হাওড়া-২। পিতা : ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ. (১৯৫৯)। হাওড়া গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক (১৯৬০)। হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৮০-৮২), হাওড়া গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক। হাওড়া শিবপুরে শিশুতীর্থ গ্রুপ্ অফ্ স্কুল্‌স্ নামে তিনটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। 'সাহিত্যপ্রয়াসী' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মণিমেলা শিশু কিশোর সংস্থার সংগঠক। প্রথম রচনা আনন্দবাজার পত্রিকার আনন্দ মেলায় প্রকাশিত (১৯৫২)। যুগান্তর, অমৃত, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদক : দ্বিমাসিক সুকান্ত (৮ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : স্বার্থপর দৈত্য (শিশু—১৯৫৭), পঁচিশে বৈশাখ (শিশু—১৯৫৮), অমৃতস্য পুত্রঃ (১৯৬০)। উপন্যাস : প্রেম ও অপ্রেম (১৯৭০), নতুন করে পাব বলে (১৯৭৩), নরক (১৯৭৬), এক্‌স্‌কারসন (কিশোর—১৯৭৮), মবি ডিক্ (অনুবাদ—১৯৭৮), অন্তবিহীন (১৯৮৩)। কাব্য : অন্য কোন

আমি (১৯৭৮), দ্বিতীয় সেতু। প্রবন্ধ : গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ (১৯৬১), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র (১৯৭৭)। গল্প : কফি হাউজে প্রাথমিক শিক্ষক (১৯৮২)। শিশু সাহিত্য : বৃষ্টির ধূম (১৯৫৮), দোলনার গান (১৯৬৫), মহাপ্রাণ শরৎচন্দ্র (১৯৭৯), নীল নদী লাল পাহাড় (উপকথা—১৯৮৩), Rhyms with Reasons (১৯৬৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮১), বামপন্থী কবিতা সংকলন (১৯৮০), তবুও কবিতা (১৯৭১), কিছু কবিকণ্ঠ (১৯৭৪), রামধনুকের দেশে (১৯৭৬)।

সুখরঞ্জন রায় (২৮।৪।১৮৮৯/১২৯৬—৬।৪।১৯৬৪/১৩৭০)। ছদ্মনাম : জ্যোতিঃ-পিপাসু। জন্ম : অষ্ট গ্রাম, মৈমন সিংহ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম্. এ. পাশ (১৯১১)। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ছদ্মনামে পত্রিকায় সমালোচনা লেখক। প্রতিভা, প্রবাসী, নব্যভারত, বিচিত্রা, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : শুক্লা (১৩১৭), মায়াচিত্র (নাট্যকাব্য—১৩১৮), আকাশ প্রদীপ (ঢাকা—১৩২১)। গল্প : হিমানীর বর (ঢাকা—১৩৩৩)। প্রবন্ধ : কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রতিভা মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত—১৯১৮)।

সুখলতা রাও (৬।৭।১২৯৩/১৮৮৬—১০।৭। ১৯৬৯)। জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ভ্রাতা : সুকুমার রায়, অনুজা : পুণ্যলতা চক্রবর্তী, স্বামী : উড়িষ্যার কটকনিবাসী ডাঃ রজতরাও। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স ও বেথুন কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণা। কিছুকাল শিক্ষকতার পরে বিবাহ। বিবাহের পরে কটকবাসিনী। চিত্রাঙ্কনে দক্ষা। শিশু সাহিত্যিক। ইংরাজী ও বাঙ্গালায় প্রায় ২০ টি গ্রন্থের লেখিকা। স্বামীর সঙ্গে সমাজসেবার জন্য কাইজার-ই-হিন্দ পদক দ্বারা সম্মানিতা। শিশুসাহিত্যের জন্য ভারত সরকারের পুরস্কার-প্রাপ্তা (১৯৫৬)। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কটক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী (১৯৫২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : লালিভুলির দেশে, পথের আলো, নানান দেশের রূপ-কথা, নতুন ছড়া, নিজে পড়, নিজে শেখ, খেলার পড়া, ঈশপের গল্প, হিতোপদেশের গল্প, সোনার ময়ূর, গল্প আর গল্প, স্বাস্থ্য, দুই ভাই, বনে ভাই কত মজাই, New Steps, Living lights (কবিতা)।

সুখেন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : গ্রন্থকার পরিচয়।

(ডঃ) সুখেন লাল ব্রহ্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশুর মন।

সুখেন্দু চক্রবর্তী। প্রকাশিত কাব্য : অপলক দরজা।

সুখেন্দু শেখর আচার্য (৪।২।১৯৫৮—) ছদ্মনাম : সংকেত। জন্ম : সুলতানপুর, মেদিনীপুর। পিতা : শ্রীপতিচরণ আচার্য। বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের কর্মী। জাগরী, সাহিত্যবাণী, প্রভাত ও অন্যান্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : আমি।

সুগত চাকমা। প্রকাশিত গ্রন্থ : চাকমা ভাষার ইতিবৃত্ত।

সুচরিত চৌধুরী (২১।১।১৯৩০—) জন্ম : কধুরখীল, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। বাংলাদেশ-বাসী, কথা সাহিত্যিক, অনুবাদক ও সঙ্গীত-

শিল্পী। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: একদিন একরাত (১৯৬৬), আকাশে অনেক ঘুড়ি (১৯৬১), সুচরিত চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্প। অনুবাদ: নানা। সঙ্গীত বিষয়ক: সুরলেখা (১৯৬৭)।

সুচারু দেবী, মহারাণী (৯।১০।১৮৭৪—?) জন্ম: কলিকাতা। পিতা: ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। স্বামী: ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেব। বিদুষী, শিক্ষানুরাগিণী, কাব্য সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে নিপুণা। বিবাহের আট বৎসর পরে বিধবা। পরে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুরা। কাব্যে শোক-দুঃখ বেদনা প্রকাশিত। সম্পাদিকা: মাসিক পরিচারিকা (১৩০২)। প্রকাশিত কাব্য: ভক্তি অর্ঘ্য (১৩৩২), প্রণতি (১৩৭৫)।

সুচেতা মিত্র (১৯৪৩—৫।১।১৯৮৫)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। যোগমায়াদেবী কলেজের অধ্যাপিকা। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: দূর পন্থচারী, প্রান্তরে সূর্যবদলের ছায়া। প্রবন্ধ: শব্দের শরীরী প্রতিমা (আধুনিক কবিতা সম্পর্কে), আমি সেই পুরোহিত (জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে)। সম্পাদিত পত্রিকা: জীবনানন্দ।

সুজাত আলী (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: দুঃখিনী কন্যা (গদ্য আখ্যায়িকা—১৮৬৩)।

সুজাতা প্রিয়ংবদা (১২।৬।১৯৪০—) নিবাস: মৈত্রী সাহিত্যমন্দির, রুরুআন—৭৫৭০৩৫, ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা। প্রকাশিত কাব্য: প্রথম কবিতা (উড়িয়া—১৯৭৫), বেলা ও সমুদ্র (বাঙ্গালা—১৯৭৭)।

সুজিত কুমার নাগ (২১।৯।১৯৩২—) জন্ম: মুর্শিদাবাদ। পৈতৃক নিবাস: বিক্রমপুর, ঢাকা। নিবাস: ৪৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোটদের কবিতা, সহজ কবিতা, জীবন শিল্পী, অভিশপ্ত, মধ্য রাত্রির প্রার্থনা, বাঙ্গালার বিপ্লবে ইন্দিরা। সম্পাদিত গ্রন্থ: যাত্রা, মণিসঞ্চয়, আজকালের গল্প। সম্পাদিত পত্রিকা: আগমনী, নবজাতক।

সুজিত কুমার পালিত। প্রকাশিত কাব্য: বিশাখা নক্ষত্রের কাল।

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯০৬—৬।৪।১৯৭৮/২৩।১২।১৩৮৪)। জন্ম: চুয়ামসিনা, বাঁকুড়া। মৃত্যু: শান্তিনিকেতন, বীরভূম। চীনা ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত,—গবেষক। বিশ্বভারতীর চীন ভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক। বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের ছাত্র,—রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। অবসরের পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিশেষ অধ্যাপক (৫বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সনাতন ধর্ম (১৯৩৫), মৈত্রী সাধনা (১৯৪০), রবির আলোকে শান্তিনিকেতন, অশ্বঘোষের বর্ষসূচী। অনুবাদ: শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার, নৈরাত্মপরিপৃচ্ছা, শার্দুলকর্ণাবদান, অশোকাবদান। ইংরাজী: Path of Universal Love.

সুজিতকুমার রায় (×।৬।১৩৫৫ বঙ্গাব্দ—) ছদ্মনাম: বটব্বেল পণ্ডিত। পিতা: বিপিনবিহারী রায়। বি. এ. পাঠ অসম্পূর্ণ। স্থায়ী নিবাস: মির্জাপুর, নবরায়পুর, বীরভূম। পুস্তকবিপণিতে ১১ বৎসর কর্মের পর বীরভূম সমবায় বিপণিতে কর্মরত। মির্জাপুর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাক্তন শিক্ষক। বীরভূম সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সদস্য, মির্জাপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতির সদস্য। প্রকাশিত কাব্য: আমারো ইচ্ছা করে (১৩৮৪)। সম্পাদিত পত্রিকা: যুবদর্পণ (১৯৭০), সাপ্তাহিক বোলপুর বার্তা (৩য় বর্ষ ২য়

সংখ্যা থেকে ২১ সংখ্যা পর্যন্ত) সহ-সম্পাদক : জোনাকি মন (আষাঢ় ১৩৭৮—আশ্বিন ১৩৮১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: সপ্তস্বর। (ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ রচিত)।

স্বজিতকুমার সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুন্দর বনের শয়তান (কিশোর এডভেঞ্চার —১৯৮২)।

স্বজিত নাগ (১৯৩৩—)। ছদ্মনাম : দিলদার। জন্ম : বিক্রমপুর, ঢাকা। প্রকাশিত কাব্য : কেন পিছু ডাকে, এই রহস্য কুন্তে পাশাপাশি। সম্পাদিত গ্রন্থ : সুকান্ত স্মৃতি, মানিক স্মৃতি ইত্যাদি।

স্বজিত বিশ্বাস (১৯৪৫—) এম্. এ. জন্ম : গোপাল-গঞ্জ শহর, ফরিদপুর, বাংলা-দেশ। শিক্ষক—লোকসাহিত্যের গবেষক। প্রকাশিত কাব্য : অনুভব।

স্বজিতরঞ্জন দাশ (১।১।১৯৫০—) বি. এস্. সি.(অনার্স) বি. এড্.। জন্ম : হরিশ্যামা গ্রাম, শ্রীহট্ট। পিতা : অদ্বৈতচন্দ্র দাশ, মাতা : কুমুদিনী। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে প্রধান শিক্ষক। প্রথম কবিতা খোয়াই থেকে প্রকাশিত নূতন বার্তায় প্রকাশিত। যুগ্ম সম্পাদক : দ্বিমাসিক ব্রততী (আগরতলা —১৯৮০)। প্রকাশিত কাব্য : অন্তরালে (খোয়াই, ১৯৭৪), মাটির পৃথিবী (আগরতলা —১৯৭৫), স্বজকীলতা (খোয়াই—১৯৭৬)।

স্বদর্শন চক্রবর্তী। ছদ্মনাম : চক্রধর শর্মা। ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। রসরচনায় নিপুণ। ছোটদের জন্য হাসির ও আজগুবি কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : এলেবেলে।

স্বদর্শন দাস। কলিকাতার হাইকোর্টের আইনজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বেসান্ত জীবনী (১৩৩৭)।

স্বদর্শন রায়চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : লাতিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম, ১ম।

স্বদীনকুমার মিত্র (১৮।২।১৯১৯—২।২।-১৯৮৪) এম্. এ. (ট্রিপ্‌ল্)। জন্ম : গিরিডি, বিহার। নিবাস : ১৪০ এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড্, কলিকাতা-২৬। পিতা : চন্দ্র-কান্ত মিত্র, মাতা : প্রমোদিনী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ.। সরকারী চাকুরে,—এসিষ্ট্যাণ্ট্ কালেক্টর অফ্ কাষ্টম্স্ পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন অবসর প্রাপ্ত। মাতৃ সাধনায় সিদ্ধ ও শিব-সাধনায় ব্রতী। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে মাতৃসঙ্ঘ জনকল্যাণ আশ্রম (১ এ, রসময় রোড্, কলিকাতা-২৫) নামক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতি-ষ্ঠাতা। সত্যানন্দজী, সাধক কালীপদ অধিকারী, তারাক্ষ্যাপা, সিয়াখালার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। দেশ, যুগান্তর, শিশুসাথী, পাঠশালা, নব ভারতী, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : মঞ্জরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : পথের সাথী, নাম গানের কথা, সাত সাধকের কাহিনী, গুরু ও প্রতীক্ষা করেন, যাদের সান্নিধ্যে এসেছি ২ খণ্ড, মন্দির মসজিদ চার্চ (১৩৮৮), জলে জঙ্গলে পাহাড়ে, দক্ষিণের তীর্থে তীর্থে, দশ মাতৃকা (১৯৮৩), অবিশ্বাস্য সত্য, সাত সাধিকার কাহিনী, মাতৃবাণী।

স্বদীপকুমার মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস: জয়নগর, মজিলপুর, ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস : দমদম। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি-রক্ষা বিভাগের হিসাব সংরক্ষণের কর্মে নিযুক্ত। প্রকাশিত কাব্য : শুধু পথ খোঁজা (১৯৮২)।

স্বদীপ্ত চক্রবর্তী (১৯৪৪—) এম্. এ. জন্ম : বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। পিতা : অমলচন্দ্র চক্রবর্তী। কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট

স্পনসর্ড স্কুলের শিক্ষক,—কবি। আনন্দবাজার, শিলাদিত্য, পরিচয় ও বিভিন্ন লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : সিদ্ধার্থ (দেবতোষ বসুর সঙ্গে—১৯৭৮)। পত্যবন্ধ (১৯৮০)। প্রকাশিত কাব্য : রক্তে জলে চোখ (১৯৭০), ভূমিহীন যুদ্ধ (১৯৮২)।

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য। নিবাস : ৭২-১ বি, ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা-৩২। সংকলিত গ্রন্থ : দেশাত্মবোধক গান।

(ডঃ) সুধাকর চট্টোপাধ্যায় (৮।৫।১৯১১—৫।২।১৯৭৮)। জন্ম : সিমলা, হিমাচল প্রদেশ। পৈতৃক নিবাস : গোবিন্দপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৩১) ও ইতিহাসে ১ম শ্রেণীতে এম্. এ. (১৯৩৩), ল'পাশ। কিছুকাল ওকালতি করার পর ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত দিনাজপুরে বাণগড় খনন কার্যের সঙ্গে যুক্ত (১৯৪১), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯৪৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী (১৯৪৭) প্রাপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক (১৯৩৯—৫৩), বিশ্বভারতীর ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯৭৪)। ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তি সংস্থার সদস্য। সোভিয়েট সরকারের আমন্ত্রণে দুশাম্বেতে (১৯৬৮) এবং অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় আন্তর্জাতিক ইতিহাস সম্মেলনে (১৯৭৬) অংশগ্রহণকারী। The Achaemenids and India, Evolution of Theistic Sects, The Sakas in India, Early History of North India, Social life in Ancient India, Racial Affinities of Early North Indian Tribes, Some Early Dynasties in South India, Bimbisara to Asoka, Reflections on Tantras, Traditional Values in Indian life প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ : ধর্ম ও কুসংস্কার।

(ডঃ) সুধাকর চট্টোপাধ্যায় (১৬।২।১৯২২—৮।১১।১৯৭৯/২১।৭।১৩৮৬)। জন্ম : মেদিনীপুর শহর। পিতা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যমা কন্যা কুমুদিনী দেবীর পুত্র যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা : সরযূবালা। কলিকাতা শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল থেকে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৭), বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৪১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪৫)। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙ্গালার স্থান সম্পর্কে গবেষণা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক (১৯৪৭), পরে টাকী কলেজ (১৯৫০-৫৪), কৃষ্ণনগর কলেজ (১৯৫৪-৫৭), হুগলী মহসীন কলেজ (১৯৫৭-৬০), মৌলানা আজাদ কলেজ (১৯৬০-৬৮), ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (১৯৬৮-৭৪) এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের (১৯৭৪-৭৯) অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাঙ্গালার স্থান (১৯৫৭), রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সাহিত্য (১৯৬৭), অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ (১৯৬১), কথা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৬৩), আলোছায়া দোলা (১৯৭৮)। চৈতী ফসল (ছোট গল্প), Influence of Rabindranath on Indian literature প্রভৃতি।

সুধাকর ভট্টাচার্য। স্থায়ী নিবাস :

রূপপুর, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। দুর্গাপুর প্রোজেক্‌টস্‌ লিঃ এর এসিস্ট্যান্ট্‌ সাব. ইনস্‌পেক্‌টর। সংসপ্তক পত্রিকায় কবিতা লেখক।

সুধাকান্ত দে এম্‌. এ. বি. এল্‌। প্রকাশিত গ্রন্থ : অর্থনীতি ও করতত্ত্ব, জীবন দোলায়, রহস্যময় চোর, রোগীর জগৎ।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। সম্পাদক : সরণি (১৩২৮-২৯)।

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী (২০।১১।১৮৯৬—) জন্ম : উন্নাও। বিশ্বভারতীর পাবলিক রিলেশন অফিসার, রুরাল রিকনস্ট্রাকসন অফিসার। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : কাঁটার ফুল (১৯২১)। গল্প : সুশীলা (১৯২১)। অনুবাদ : শৈল শিখর হতে ঈশ্বরের উপদেশ (১৯২৫), উপদেশ চয়নিকা (১৯২৫)। শিশু সাহিত্য : লক্ষবীর (১৯৫২)।

সুধাকৃষ্ণ বাগচী বি. এ. জন্ম : বাগনান, হাওড়া। সম্পাদক : মাসিক জাহ্নবী (১৩১৮-২২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : লণ্ডন কাহিনী, পুণ্যের জয়, স্বদেশ কুসুম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাঙালীর সমাজ, কুমার ভীমসিংহ, শিল্পবিজ্ঞান, জ্যোৎস্না (কাব্য)।

সুধা বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

সুধাবালা মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভুলের কাছাকাছি।

সুধাময় জ্যোতির্ভূষণ। নিবাস : ১৮, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। প্রকাশিত গ্রন্থ : রত্নবিজ্ঞান ও মানব জীবন (জ্যোতিষ)।

সুধাংশুকুমার গুপ্ত (১৯০১—) এম্‌. এ. নিবাস : ৫-ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সিটি কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : আতঙ্ক (১৯৩৫), দিব্যদৃষ্টি (১৯৫৬)। অনুবাদ : পাতালপুরীর আংটী (Nibelun Gen Lied—১৯৩৮), পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প (১৯৪৮), সেরা লিখিয়ের সেরা গল্প (১৯৫৬)। শিশু সাহিত্য : ছুটির ঘন্টা (১৯৩৯)।

সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী। সরকারী আমন্ত্রণে সেচ অনুসন্ধান, ভূমি ও জল নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের নিমিত্ত আমেরিকা সফরকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারত থেকে আমেরিকা (১৯৮৩)।

সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১।৫।১৯১৪/ ১৮।১।১৩২১—)। জন্ম : সোদপুর, ২৪ পরগণা, নিবাস : উত্তরপল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : বীণাপাণি। রিপন কলেজে ৩য় বর্ষ বিজ্ঞান পর্যন্ত শিক্ষা। বিভিন্ন শিল্পী ও ওস্তাদের নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বিভাগের প্রাক্তন কর্মী। নবদ্বীপ আদর্শ সঙ্গীত বিদ্যালয়, বর্ধমানে বিভূতি স্বরশ্রী এবং সোদপুরে ত্রয়ী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। সঙ্গীত বিষয়ে গবেষক। দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, যুগান্তর, ভারতবর্ষ, মেলামেশা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ত্রয়ী স্বরে ভারতীয় সঙ্গীত (১৯৬৩), ভারতীয় সঙ্গীত বেদ (১৯৬৪)।

সুধাংশুকুমার বসু। ছদ্মনাম : দেবরাজ। দেশ পত্রিকায় ফিচার লেখক।

সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী (১৯২৪—X। ৩।১৯৮৪)। মৃত্যু : কলিকাতায় পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীটের বাসভবনে। ভ্রাতা : কথাসাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী। গুরুদাস চট্টো-পাধ্যায় এণ্ড্‌ সন্‌স্‌ প্রকাশন সংস্থার ও ভারতবর্ষ পত্রিকার কর্মী,—পরে গল্প ভারতী ও কিশোর ভারতী পত্রিকার কর্মী,—দৈনিক বসুমতীর সাংবাদিক। গ্রন্থাগার আন্দোলনের

সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুবর্ণরেখা প্রভৃতি।

সুধাংশুকুমার হালদার (১৯০০—) প্রকাশিত উপন্যাস : প্রত্যাখ্যান (১৯৪৫)।

সুধাংশু গুপ্ত (১৯১১—২৬।১০।১৯৭৯/ ৮।৭।১৩৮৬) শিশুসাহিত্যিক। মৃত্যু : পথ দুর্ঘটনায়। পিতা : প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। পিতার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বাঙ্গালার ডাকাত' গ্রন্থের দুই খণ্ডের সঙ্গে আরও দুই খণ্ডের রচয়িতা। যুগ্ম সম্পাদক : রাজভোগ (কিশোরদের,—ঢাকা), কৈশোর (ঢাকা)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাঙ্গালার ডাকাত ৪ খণ্ড (পিতার ২ খণ্ড ও স্বরচিত ২ খণ্ড)।

সুধাংশু গুপ্ত (১৬।৩।১৯১৭—)। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ১৪, বারোয়ারীতলা রোড্, বেলেঘাটা, কলিকাতা-১০। প্রকাশিত গ্রন্থ ; কাব্য সঞ্চয়ী (১৯৪৯), বিচিত্রা (১৯৫৪), অভ্যুদয় (১৯৫৭)। নাটক : রক্তনেশা (১৯৫০), Famine Fury (১৯৫১)। উপন্যাস : আত্মার গ্লানি (১৯৫৩)।

সুধাশু ঘোষ। প্রকাশিত উপন্যাস : অরণ্যের স্বর।

সুধাংশু বক্সী। ছদ্মনাম : শ্রীযুধাজিৎ। সাংবাদিক ও গ্রন্থকার। সম্পাদক : রূপাঞ্জলি, বাজালী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মেখলাপরা মেয়ে (আসাম দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস, —সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত), খাদ্যমন্ত্রী।

সুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত। জন্ম : পটুয়াটুলি, ঢাকা। আয়ুর্বেদজ্ঞ। সম্পাদক : মাসিক আয়ুর্বেদ বিকাশ (১৩২০-৩২)।

সুধাংশুমাধব দে (১৯২৬—২১।৬।১।১৯৮৮/৭।৩।১৩৯৫)। মৃত্যু : কলিকাতায় ক্যান্সার রোগে। বসুমতী পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। ওরিয়েন্টাল ইউনিয়ন অফ্ জার্নালিষ্ট-এর রাজ্য সভাপতি। খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদ্। কর্মসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটনকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ সংকলন।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (৮।১২।১৯০১—) এম্. এ. বি. এল্. নিবাস : ১০৩, সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিনা টিকিটে (গল্প—১৯৪৯), অসমীয়া সাহিত্য (সমালোচনা—১৯৫০)।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (১৯২১—) নিবাস : ৮, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া। ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুবাদ : কালো আমেরিকা, সম্পূর্ণ সেক্স-পীয়র, হোমার, দান্তে, মোঁপাসা এবং গ্রীক নাটক সমূহ। মৌলিক উপন্যাস : অগ্নিদগ্ধা, স্বরমিতার মন, রামায়ণী প্রেমকথা।

সুধাংশু রায়চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ডাঃ সেন, জীবন মৃত্যু।

সুধাংশু সরকার (১।১১।১৯১২—)। নিবাস : ২৩—৭, কবি নবীন সেন রোড্, দমদম, কলিকাতা-২৮। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিশ্ব-সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার।

সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য। প্রকাশিত উপন্যাস : ছায়া আলোক।

সুধাংশুশেখর শাসমল। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্র সঙ্গীত।

সুধাংশু হালদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : অভিনব, সপ্তক, একাঙ্কিকা।

সুধীন্দ্রকুমার গোস্বামী (১৯৩৭/১৩৪৩—) জন্ম : নয়াচর, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। টাঙ্গাইল হাইস্কুল ও নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলে পড়ার পর নবদ্বীপ সারস্বত স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এ. ও বি. এ. পাশ। নবদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৯৬৫—)। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৭০) ও বি. এড্. (১৯৭৪), ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: নক্ষত্রের আলো, প্রান্তিক, তপোধন্যা (নবদ্বীপ বার্তায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

সুধীন্দ্র চক্রবর্তী। জন্ম: বারৈ গ্রাম, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। আনন্দমোহন কলেজ ও বোলপুর কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাংখ্য কলিকা।

সুধীন্দ্রনাথ কর। প্রকাশিত গ্রন্থ: জনগণের রবীন্দ্রনাথ, কবি কথা, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—৭।১১।১৯২৯) জন্ম: জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। পিতা: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। মেট্রোপলিটান ইন্স্টিটিউট্ থেকে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৯০), বি. এল্.। কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ী। সম্পাদক: মাসিক সাধনা (১২৯৮-১৩০১)। ভারতী, সাধনা, সাহিত্য, প্রবাসী, প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত। শান্ত ও বাৎসল্য রসের চতুর্দশপদী কবিতা লেখক। কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত। গল্পগুলি বাৎসল্য ও করুণরসের আধার। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: ধর্মের অভিব্যক্তি ও ব্রাহ্মসমাজ প্রসঙ্গ (১৯১১)। কাব্য: বৈতালিক (১৯১২), দোলা (১৯১৩), বঙ্গমঙ্গল। উপন্যাস: মায়ার বন্ধন (১৯০৪)। গল্প: চিত্ররেখা (১৯১০), করঙ্ক (১৯১২), মঞ্জুষা (১৯০৩), চিত্রালী (১৯১৬) প্রভৃতি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৩০।১০।১৯০১-১৯৬১) জন্ম: হাতিবাগান, কলিকাতা। নিবাস: ৩৯ রাসেল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১৬। পিতা: দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পত্নী: প্রসিদ্ধ গায়িকা রাজেশ্বরী দত্ত। কাশীর থিয়সফিষ্ট্ হাইস্কুলে পড়ার পরে কলিকাতা ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে প্রবেশিকা (১৯১৮), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯২২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ.। আইন অধ্যয়ন করেও পরীক্ষা স্থগিত। এইচ্. এন্. দত্ত এণ্ড কোং নামে পিতার সলিসিটার ফার্মে শিক্ষানবীশ,—লাইট্ অফ্ এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্মী—শরৎচন্দ্র বসুর লিটারারি পত্রিকার সাংবাদিক,—দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগের প্রধান,—ষ্টেট্স্ম্যান পত্রিকা ও সবুজপত্রের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণকারী (১৯১৯), চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৫৭-৫৯), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৫৯—১৯৬১)। খ্যাতনামা সমালোচক, সাংবাদিক ও রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যে ক্ষণবাদী কবি হিসাবে বিখ্যাত। ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জীবনের রূপকার, ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিনির্ভর প্রেমের ব্যাখ্যাতা। ফরাসী কবি মালার্মের সমধর্মী তত্ত্ব ও রচনারীতির দিক থেকে প্রুস্তের (Proust) দ্বারা প্রভাবিত। কবিতার ভাষা সংযত,—দৃঢ়বদ্ধ,—ক্লাসিকধর্মী। গদ্য ও পদ্য রচনা দুরূহ শব্দে আকীর্ণ। প্রথম কবিতা 'কুক্কুট' প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রশংসিত। প্রথম প্রকাশিত কাব্য: তন্বী। উল্লেখ যোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৩), পদধ্বনি, দশমী (১৯৫৬)। প্রবন্ধ: স্বগত, কুলায় ও কালপুরুষ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯১৪—১০।৯।১৯৭৭/ ২৪।৫।১৩৮৪) ছদ্মনাম : বিশ্বকর্মা। জন্ম : কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। পিতা : হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। শান্তিনিকেতন ও কলিকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাংস্কৃতিক দলে ভারত ও সিংহল ভ্রমণকারী। তিমির বরণের অর্কেষ্ট্রার অন্যতম বেহালাবাদক। আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : লক্ষ্মীর কৃপালাভ বাঙ্গালীর সাধনা, বাঙ্গালী শিল্প নায়ক।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা (১৮৯৬—১৯।২।১৯৮৬) বি. এ., জন্ম : রাংগিয়া, নলধা, খুলনা, মৃত্যু : কলিকাতায়। কুচবিহারে শিক্ষাপ্রাপ্ত। নাট্যকার ও সাহিত্যিক। কালিদাস রায় স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত এবং শিশুসাহিত্য সংসদের দ্বারা সম্বর্ধিত। প্রকাশিত নাটক : মিলন প্রতীক্ষা, যৌবন শ্রী, লক্ষ টাকার হীরা, মহারাষ্ট্র (১৯২৪), সমুদ্র গুপ্ত (১৯২৯), মানসী (১৯৩০), অভিশপ্ত বংশ, মায়ের ডাক, হামির বিশ্বামিত্র, শিবসূর্য, সমুদ্র-গুপ্ত প্রভৃতি।

সুধী প্রধান (১৯১২—) ছদ্মনাম : অনুপম গুপ্ত। জন্ম : সগুণা, ২৪ পরগণা। নিবাস : পি ৭৩৮ এ, বি. এল্. পি, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩। পিতা : প্রকাশ চন্দ্র প্রধান, মাতা : রতন। তিন বৎসর বয়সে মাতার আত্মহত্যা ও ১১ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরে ১৩ বৎসর বয়সে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত,—১৬ বৎসর বয়সে কংগ্রেসের C. O. C. সুভাষ চন্দ্রের A. D. C.। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে স্কটিশচার্চ কলেজে আই. এ. পড়ার সময়ে ডাঃ নরেন রায়ের সঙ্গে টেগার্ট হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার (১৯৩০), কারামুক্তির পর (১৯৩৬) ক্যামবেল মেডিক্যাল স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন কালে পড়া ছেড়ে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত (১৯৩৮)। পুনরায় কারারুদ্ধ (১৯৪৯)। কাবা-মুক্তির পর নানাভাবে জীবিকার্জনের পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল এ কর্মরত (১৯৪৭-৭৪)। কারাবাসকালেই গল্প কবিতা রচনার সূত্রপাত। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকায় অনুপম গুপ্ত ছদ্মনামে দুটি কবিতা প্রকাশিত। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, মাসিক ও দৈনিক গণশক্তি, আগে চলো, জনযুদ্ধ, স্বাধীনতা, প্রভাতী (পাটনা), অরণি, অগ্রণী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। Communist Movement in India গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৫)। রচনা : লেনিন পত্নী রচিত লেনিন জীবনীর অনুবাদ (বন্দী অবস্থায় সাহিত্যিকা পত্রিকায় প্রকাশিত), ইংরাজী সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ (নব পর্যায় ভারত-এ প্রকাশিত), Address to Communist League-এর অনুবাদ, কৃষিভারতের নগ্নরূপ (১৯৪০), সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী ট্রটস্কি (লেলিনের Proletarian Resolution and Trautsky in Renegade-এর অনুবাদ—১৯৪১), ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের স্বরূপ (রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থের অনুবাদ—১৯৪২), সোভিয়েট গল্প সংগ্রহ (অনুবাদ ও সম্পাদনা—১৯৪৪), শিল্প ভারতের প্রতিরোধ (১৯৪৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বাংলা লোককবি, Nil Darpan—Trial of Rev Long, সংস্কৃতির প্রগতি (প্রবন্ধ সংকলন), কুলীনকুলসর্বস্ব, নবান্ন, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাড়িত (Persecuted), কৃষ্ণকুমারী, Marksist Cultural Movement Vol. I & II.

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৯।২।১৯১৯—)

জন্ম: বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: অন্যনগর (১৯৫২), এই মর্ত্যভূমি (১৯৫৩), দূরের মিছিল (১৯৫৫), ব্যালেরিনা (১৯৫৬), তুর্গতোরণ (১৯৫৭), ছায়া মারীচ, ইভ্‌নিং ইন্ প্যারিস, বাহু (১৯৪৪)। গল্প: সূর্যোদয় (১৯৩৮)। নাটক: অধিনায়ক (১৯৪১)।

(ডঃ) সুধীর করণ (২।২।১৯২৩/১৯।১০। ১৩৩০—) এম্. এ. পি. এইচ্. ডি.। জন্ম: ঝাড়গ্রামের নিকটে বিহারের রামচন্দ্রপুর গ্রামে, নিবাস: সিউড়ি, বীরভূম। রাঁচি কলেজ, এস্. পি. কলেজ (তুমকা) জে. এল্. কলেজ (পুরুলিয়া) ও বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক,—সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: রক্ত উষা (১৯৪৮), মধ্যম শতক (১৯৫২), অরণ্যের বিকল্পে (১৯৭৩)। গল্প: রুকমিনি বিবি, অরণ্য পুরুষ (ঐতিহাসিক কাহিনী)। প্রবন্ধ: লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্যে ঈশপ, সীমান্ত বাংলার লোকযান।

সুধীর কাব্যশ্রী (১৯৩৩—)। জন্ম হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। চিত্রকাহিনীকার। সম্পাদক: উদয় দিগন্ত।

সুধীরকুমার অধিকারী (১।১।১৯৩৫—) এম্. এস্. সি, বি. টি, এল্. এল্. বি। জন্ম: পুতুত্তা, শক্তিগড়, বর্ধমান। পিতা: কালাচাঁদ অধিকারী, মাতা: অন্নপূর্ণা। পেশা: শিক্ষকতা। সম্পাদিত পত্রিকা: রাঙ্গামাটি (১৯৬৫-৬৮), যুগচিত্র (১৯৫০-৫১), সাপ্তাহিক ধ্বনি (১৯৭৫—)। সম্পাদিত গ্রন্থ: শরৎ জিজ্ঞাসা, দাশরথি রায়ের পাঁচালী ও জীবনী।

সুধীরকুমার কর। কবি। প্রকাশিত কাব্য: স্বরধনী (১৯২৭)।

সুধীরকুমার গোস্বামী (২২।৮।১২৯৮ বঙ্গাব্দ— ১৯৬৪ খ্রীঃ)। জন্ম: আলমপুর, কুষ্টিয়া, মৃত্যু: কলিকাতায়। কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ. ও রিপন কলেজ থেকে বি. এল্. পাশ। প্রথমে কুচবিহার হাইকোর্টের উকিল, পরে অসহযোগ আন্দোলনে ওকালতি ত্যাগ করে আমলাপুর সদরে (কুষ্টিয়া) জমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার, শেষে কলিকাতায় চাবাগান সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সেক্রেটারি। সমকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক (১৩২০-৪০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: তিমির প্রভা (৫০ টি কবিতার সংকলন—১৩২২), কর্মফল (সামাজিক নাটক)।

সুধীরকুমার গোস্বামী। প্রকাশিত গ্রন্থ: নেপালের পথে।

সুধীরকুমার (চন্দ্র) চক্রবর্তী (১৮৮৭—?) সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: শুদ্ধানন্দ স্বামী। জন্ম: কলিকাতায়। কলেজে অধ্যয়ন কালে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী রচনাবলীর বঙ্গানুবাদক। সম্পাদক: উদ্বোধন।

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: পূজার আলপনা, দিগন্ত (অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ)।

সুধীরকুমার চৌধুরী (২৮।১০।১৮৯৭—) জন্ম: কলিকাতায়। নিবাস: ৩৫, লেক-টেম্‌পল রোড, কলিকাতা-২৯)। পত্নী: সাহিত্য সাধিকা সীতাদেবী। ওরিয়েন্টাল লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী,—পরে রেঙ্গুনে কর্ম। কল্লোল গোষ্ঠীর খ্যাতনামা লেখক। শনিবারের চিঠি পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও ছড়া রচনায় দক্ষ। সহ-সম্পাদক: প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাহুর প্রেম ও অন্যান্য গল্প (১৯১৯), যৌবনের ছিট ও অন্যান্য গল্প (১৯২০)। উপন্যাস: আবছায়া (১৯৩৪), গঙ্গা (১৯৪৭)। কাব্য: জলের লিখন (১৯৩৮), একান্তা (১৯৪৭)।

(ডঃ) সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৩০১—) এম্. এ., পি. এইচ্. ডি.। জন্ম: মহিলারা, বরিশাল। পিতা: গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত। প্রথম জীবনে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, পরে স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক (১৯২৯) প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্যালোক, কাব্যশ্রী, রচনাশ্রী, আমাদের পরিচয়।

সুধীরকুমার দাস (১৯৩৩—) ছদ্মনাম: ঝরাপাতা, সুকুদা, সুদাস, সুরদাস। জন্ম: নদীয়া জেলার কাশিয়াডাঙ্গায় মাতুলালয়ে। কবি ও রসরচনা লেখক। যষ্টিমধু পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: একটি রাতের রূপ, ছড়রা, কৌতুকী।

সুধীরকুমার দে (১০।৮।১৯৪৯—) বি. এস্. সি. এল্. ই. ই.। জন্ম: কাসুন্দিয়া, হাওড়া। নিবাস রাণীকুটির ৪৭, শরদিন্দু শেখর শেঠ লেন, হাওড়া-৭১১১০১। পিতা: নারায়ণচন্দ্র দে, মাতা: অপরাজিতা। কলিকাতায় দি নর্থব্রুক জুট কোং লিঃ এর করণিক। সম্পাদক: মাসিক নৈবেদ্য।

(ডঃ) সুধীরকুমার নন্দী এম্. এ., এল্. এল্. বি, ডি. ফিল্. সাহিত্য-ভারতী। জন্ম: চুঁচুড়া, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ, Studies in Aesthetics, An enquiry into nature and function of Art.

সুধীরকুমার বসু (১৯২০—) ছদ্মনাম: অভিযাত্রী। জন্ম: শ্রীধরপুর, যশোর। ব্যাংকের পদস্থ কর্মচারী। কথাশিল্পী। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: অনির্বাণ শিখা, স্মৃতির মুকুর, যৌবন সরসীতীরে, বিপ্লবী সাধক বিশুদ্ধানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ।

সুধীরকুমার বেরা (১০।১১।১৩৪০—) জন্ম: ছোট উদয়পুর, পটাশপুর থানা,—মেদিনীপুর। পিতা: পদ্মলোচন বেরা, মাতা: বাসন্তী। আই. এস্. সি. পাশ (১৯৬২)। মেদিনীপুরের এগরা থানার শ্যামহরি বাড় আদর্শ বিদ্যাপীঠের সহকারী শিক্ষক। গল্প ও কবিতা লেখক। সাঁকো, রূপসী (কৃষ্ণনগর), মধুমালা (বালিচক) ইত্যাদি পত্রিকার লেখক। সম্পাদক: ষান্মাসিক সাঁকো (১৩৮২-৮৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতের শাসনতন্ত্র সার।

সুধীর কুমার মিত্র (২০।১২।১৯১১—) ছদ্মনাম: সুধীর শ্রী। জন্ম: হুগলীর বাকসা গ্রামে মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস: জেজুর, হুগলী। বর্তমান নিবাস: মিত্র কটেজ, ২, কালী লেন, কলিকাতা—২৬। পিতা: আশুতোষ মিত্র, মাতা: রাধারাণী। স্কটিশ-চার্চ কলেজে বি, এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন। পাক্ষিক বুভুক্ষা পত্রিকার পরিচালক। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য সাধনায় নিরত। বিদ্যা-বিনোদ উপাধি প্রাপ্ত। শিশু সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতের রাষ্ট্রভাষা, Indian National Language মহাবিপ্লবী রাসবিহারী, নয়া বাঙ্গালা (১৯৪৬), সপ্তক, আমাদের বাপুজী (১৯৪৭), মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল, আমাদের নেতাজী, যুগাচার্য বিবেকানন্দ (১৯৪৮), বরণীয় বাঙ্গালী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, রাণীরাসমণি, জেজুরের মিত্র বংশ (১৯৩৭), হুগলী জেলার ইতিহাস ৩ খণ্ড (১৯৩৮), জেজুরের ইতিহাস। সম্পাদিত

পত্রিকা : পার্থ সারথি. চন্দন নগর, অতি আধুনিক, সব্যসাচী, বঙ্গ দর্শন (নবপর্যায়), কায়স্থ পত্রিকা।

সুধীর কুমার সেন—(১৯০৮—)ছদ্মনাম : নিশাপতি গুপ্ত। জন্ম : ভারুকাঠি নারায়ণ পুর, বরিশাল। পিতা : মধুসূদন সেন। কেশরী ও আজাদ পত্রিকার কর্মী,—যুগান্তর পত্রিকার সহ সম্পাদক। আন্তর্জাতিক রাজ-নীতি ও সমরনীতি সম্পর্কে বহু প্রবন্ধের ও গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কালের দাবী (নাটক), বর্তমান মহাযুদ্ধ, এযুদ্ধের সেনা-পতিরা, চীনের মানুষ, মরণজয়ী বীর, সদর বিপ্লব। সম্পাদক : প্রবুদ্ধ ভারত (বাঙ্গালা) সাপ্তহিক নবনূর, সাপ্তাহিক দেশের কথা।

সুধীর গুপ্ত (১৫।১২।১৯২০।১৯১৪—) এম. এ, জন্ম : কলস গ্রাম, বরিশাল, বর্তমান নিবাস : ২৯, ল্যানসডাউন টেরেস, কলি-কাতা—২৬। পিতা : দেবেন্দ্র নাথ গুপ্ত, মাতা : সুকুমারী। এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী (১৯৩৭)। যদুনাথ মহালক্ষ্মী সুবর্ণপদক ও ক্ষেত্রমণি পুরস্কার প্রাপ্ত। চন্দননগর সরকারী কলেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য: আলেয়ার আলো (১৩৫৬), মাধুকরী(১৩৫৬), যাযাবর (১৩৫৬)। জীবনী : শহীদ স্মৃতি (১৩৫৫) সম্পাদক : মাসিক অভিযান (১৩৫৬), যান্মাসিক বিশাল (১৩৫৪—৫৬)। সহ সম্পাদক : Commerce Asia,

সুধীর কুমার সেন চৌধুরী (২৫।৯।১৯০৭-৩০।১২।১৯৭৯/১৪।৯।১৩৮৬) মৃত্যু : কলি-কাতায় বাঙ্গুর এভিনিউএর বাস ভবনে। প্রখ্যাত আইনজীবী। শিয়ালদহ বার এসোসিয়েসনের সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতের শাসনতন্ত্রসার।

(ডঃ) সুধীর চক্রবর্তী এম্, এ. পি. এইচ. ডি.। নিবাস : কৃষ্ণনগর নদীয়া। কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের ও পরে চন্দননগর কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ (১৯৮৫)।

সুধীর চন্দ্র কর (১৯০৫—৩।১।১৯৭৭। ১৯।৮।১৩৮৩) জন্ম : ফরিদপুর, নিবাসও মৃত্যু : শান্তিনিকেতন, বীরভূম। অভয় আশ্রমের কর্মী। পরে শান্তিনিকেতনে যোগদান (১৯২৭)। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুরপর শান্তিনিকেতনের গ্রন্থবিভা-গের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞ। রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারে উৎসাহী। বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সচিব। যুগান্তর পত্রিকায় শান্তি-নিকেতনের চিঠির লেখক। প্রবাসী ও বিচিত্রা পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ওপারেতে কালো রঙ, সুর-ধনী (১৯৩৪)। প্রবন্ধ : জনগণের রবীন্দ্র-নাথ (১৯৪৮), শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা (১৯৫৩), জনগণমন অধিনায়ক, কল্যাণব্রতী রবীন্দ্রনাথ, কবিকথা (১৯৫১), Rabindrian Way to Peace (১৯৪৯)।

সুধীর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্যথার পূজা, জবাব, কল্যাণী।

সুধীর চন্দ্র সরকার (১৮৯৪-১০।২।১৯৬৮) জন্ম : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা : রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকার। ভবানীপুর এল্, এম্. এস্ ইনষ্টিটিউসন থেকে এনট্রান্স (১৯০৭) পাশ। কলিকাতায় এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স্ নামে পুস্তক প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি (১৯৫২)। সুপ্রভাত, যমুনা, জাহ্নবী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রথম রচনা ভারতী

পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯০৭)। সম্পাদক: মাসিক জাহ্নবী, মাসিক মৌচাক (১৩২৪), Hindl's year Book. প্রকাশিত গ্রন্থ: পৌরাণিক অভিধান, জীবনী অভিধান, বিবিধার্থ অভিধান।

সুধীর চন্দ্র সেন। যুগ্ম সম্পাদক: বীণা (১৩৩৫-৩৬)।

সুধীর চন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯০১—) জন্ম: কালিয়া, যশোর। নিবাস: প্রমথনগর, জামসেদপুর। পিতা: কুঞ্জলাল সেনগুপ্ত। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কলি—১৯২৫) টিস্কোতে চাকুরিরত। ১৯২৫—৬৫)। বিশ্বভারতী থেকে সাহিত্যভারতী উপাধি প্রাপ্ত শ্যামাপ্রসাদ কলেজের লেক্‌চারার (১৯৬৮)। সম্পাদক: চলন্তিকা (১৯৫৭-৬৪), সৌরভ।

(ডঃ) সুধীর বেরা (১৮।৮।১৯৩৩--) জন্ম: জুয়াখালি, মেদিনীপুর। পিতা: সতীশচন্দ্র বেরা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯৫৩), ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম্, এ. (১৯৬১), আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৫৫), আমেরিকার টেক্‌সাস্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্ (১৯৮০)। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগদান (১৯৫৩), চাকরি ত্যাগ করে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত (১৯৪৩)। কলিকাতা হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে আইন ব্যবসায়ী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। জাষ্টিস্ অব্ পীস্। মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থেকে দুই পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৭)। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। দৈনিক বসুমতীর সহ-সম্পাদক (১৯৬৮-৭৪), 'ফাইন্যান্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির প্রধান সম্পাদক (১৯৭৪-৭৬)। এসিয়া ওয়ার্ল্ড এর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি (১৯৭৮-৮০)। ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অব্ জার্ণালিষ্ট্‌স্ এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ভেটারেন জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েসনের সংগঠক সম্পাদক, লণ্ডনের ইন্‌সটিটিউট্ অব্ জার্ণালিষ্ট এর সম্মানিত সদস্য, Worid P. E. N. এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ। ইস্রাইলের তেল-আভিভে ৩৯তম (১৯৭৪) এবং অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে ৪২তম (১৯৭৭) বিশ্বসাহিত্য সম্মেলনে এবং ফিলিপাইনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় লেখক সম্মেলনে ভারতীয় পি. ই. এন্ এর প্রতিনিধি, আমেরিকার বাল্টিমোরে তৃতীয় বিশ্ব কবি সম্মেলনে (১৯৭৬) এবং কোরিয়ার সিওল এ ৪র্থ বিশ্ব কবি সম্মেলনে (১৯৭৮) ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম। International Acsdemy of poets এর ফেলো, World Poetry Societyর চ্যানসেলর (১৯৭৮-৮০)। মেদিনীপুর জেলাবাসী কর্তৃক 'কবি সূর্য' উপাধিতে সম্মানিত। দৈনিক বসুমতীতে 'দর্শকের চোখে' এবং শ্রীরাজপুত্র ছদ্মনামে 'অথ বেঙ্গমা বেঙ্গমী কথা'র লেখক। বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদকরূপে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের সম্পাদনায় যুক্ত। প্রকাশিত কাব্য: লগ্ন (১৯৭০), সাহানা (১৯৭০), সূর্যরাগ (১৯৭২), অন্যদিন (১৯৭৬), অভিজ্ঞান (১৯৮০), জল-জনতা-নারী, অমৃতস্য পুত্রা: A Dream for One World (১৯৬৬)।

সুধীর মুখার্জী। ছদ্মনাম: সুপ্রকাশ রায়। হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষক সংগ্রামের ইতিহাস, ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

সুধীররঞ্জন দাশ (১।১১।১৮৯৪—২৬।৯-১৯৭৭) জন্ম: তেলিরবাগ, বিক্রমপুর, বাংলাদেশ। পিতা: রাখাল দাস. পত্নী: স্বপ্না। শান্তিনিকেতন ব্রহ্ম বিদ্যালয় থেকে

প্রবেশিকা (১৯১১), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি. এ., লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ, বার এট্.ল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক (১ বৎসর) এডিশন্যাল বিচারপতি (১৯৪২), পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৪৯). সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৫৫-৪৯). বিশ্বভারতীর উপাচার্য (১৯৫৯-৬৬). সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বোর্ড অফ. ট্রাষ্টির চেয়ার ম্যান (১৯৬৮)। প্রকাশিত গ্রন্থ: আমাদের শান্তিনিকেতন. আমাদের গুরুদেব, যা যা দেখেছি যা পেয়েছি, স্মরণের তুলিকায়।

সুধীর রঞ্জন সেন (দোল পূর্ণিমা ১৯১৬) নামান্তর: সুধীর সেন. ছদ্মনাম: রঞ্জন গুপ্ত। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস: কায়স্থ গ্রাম, করিমগঞ্জ (পূর্বতন কাছাড় জেলা)। বর্তমান নিবাস: শ্রীনগর, মালুগ্রাম, শিলচর —৭৮৮০০২, কাছাড়, আসাম। পিতা: শ্রীশচন্দ্র সেন. মাতা: বামা। আট মাস বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় পিতামহী চন্দ্রকলার দ্বারা পালিত। শিলচর সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ (১৯৩৪)। এক বৎসর শিলচরের সিটি আর্ট ষ্টুডিওতে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা। শিলচর গুরুচরণ কলেজ থেকে আই.এ. (১৯৩৭), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পরে কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ (১৯৩৯), গৌহাটী বিশ্ব বিদ্যালয়র থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বি. টি (১৯৫৮) গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম. এ. (১৯৬৮)। স্বাধীন ভারতে প্রথম লোক গণনায় সেক্রেটারি হিসাবে রাষ্ট্রপতির Census 1941 পদকপ্রাপ্ত। সমগ্র আসামে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গৌহাটী শাখা প্রদত্ত অজিত সেন স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৬)। শিক্ষকতায় কৃতিত্ব ও সাহিত্য সাধনার জন্য বহু বহু সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্বর্ধিত। ডিগবয়ে আসাম অয়েল কোম্পানীর রিফাইনারীতে কর্‌নিক (১৯৪১-৪৬), করিম গঞ্জে সরকারী উচ্চ ইংরাজী (পরে উচ্চতর মাধ্যমিক) বিদ্যালয়ে (১৯৪৮ থেকে ১৪ বৎসর), শিলচরের সরকারী শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র নর্ম্যাল স্কুলের সিনিয়র ইনস্‌পেকটর (১৯৬৫-৭০), শিলচর গুরুচরণ কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৭১-৭৬)। করিমগঞ্জ বাণীচক্র, শিলচরের বাণী পরিষদ ও কাছাড় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়-ভাবে যুক্ত, শেষোক্ত সংস্থার বহু বৎসর সভাপতি। কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র জন্মোৎসব সমিতির সভাপতি (১৯৭৩), কাছাড় বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে হাইলাকান্দিতে সভাপতি (১৯৮৭)। কবি, গল্পাকার, প্রবন্ধকার ও অনুবাদক। সোনার বাংলা (ঢাকা). সাহানা, স্বদেশ, মন্দিরা, শ্রীভূমি, অগ্রণী, সমকালীন, অগ্রগামী, দৈনিক সাহিত্য, কবি ও কবিতা ইত্যাদি কলিকাতার পত্রিকায়, বলাকা (শ্রীহট্ট), সুরমা, প্রাচ্যবার্তা. দিগন্ত, শতাব্দী. দৈনিক প্রান্তজ্যোতি, বরাক অরুণোদয়, উদয়ন, দীপায়ন, বিবেক ভারতী ইত্যাদি শিলচর থেকে প্রকাশিত পত্রিকায়, নবভারতী, কিশোর, মরশুমী, যুগশক্তি, উদর্ক, নবযুগ, আলো ইত্যাদি করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত পত্রিকায়. পূর্বায়ণ (হাইলাকান্দি), মুরজ (শিলং) সপ্তপর্ণী

(গৌহাটী), সংবর্ত (ডিব্রুগড়), কবিতা-পত্র (লামডিং), দিগঙ্গন (নতুন দিল্লী) প্রভৃতি পত্রিকায় এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা (গৌহাটী), ডেট্ লাইন (আসাম) প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে কবিতা ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত। ৫০এর দশকে করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক আলো ও পদক্ষেপ পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। শিলচর থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রান্তজ্যোতির সম্পাদনা বিভাগে কর্মরত (১৯৮৩)। সম্পাদিত পত্রিকা : দৈনিক প্রান্তজ্যোতির শারদীয়া সংখ্যা (১৩৯০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইতিকথা (শিশুপাঠ্য ইতিহাস—১৯৪০), এক ফালি ঘাস (কাব্য-সংকলন (১৯৫৯), বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙ্গালীদের অবদান (১৯৭১) দর্পণে তিনটি মুখ (কাব্য—১৯৮৬)। সম্পাদিত গ্রন্থ : রবিপ্রকাশ (রবীন্দ্র শতবার্ষিক স্মারক সংকলন, করিমগঞ্জ, ১৯৬১)।

সুধীর রাহা (১৯০০—২৪।৪।১৯৭৫) যুগান্তর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাদণ্ডিত। এঁর রচিত গল্প ও প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত।

সুধীর সরকার (১৯১৫—৫।২।১৯৭৪)। আদি নিবাস : কামারপোড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা। আকাশবাণী ঢাকা কেন্দ্রের কর্মী। দেশবিভাগের পর কলিকাতা কেন্দ্রে পল্লী-মঙ্গল আসরের পরিচালক ও মোড়ল। নাট্যকার, গীতিকার, অভিনেতা ও চিত্র-পরিচালক। স্বরচিত 'সুনন্দার বিয়ে' ছায়া-ছবির পরিচালক। রচিত নাটক : ফুস মন্তর, ধর্মক্ষেত্রে. কুরুক্ষেত্রে প্রভৃতি।

সুধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত। ছদ্মনাম : মুশাফির। টেলিফোন বিভাগের উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী। কবি ও রসরচনা লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস বিচিত্রা, লীলালিপি।

সুধেন্দু মল্লিক (৫।১০।১৯৩৫) ছদ্মনাম : রঙ্গন সেন। জন্ম ও নিবাস : কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস : কোগ্রাম (বা উজানি), বর্ধমান, পিতা : জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, মাতা : উষারানী, পিতামহ : কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম-এ (১৯৫৭)। আইন-এ স্নাতক। কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক। পরে পশ্চিমবঙ্গ জুডিসিয়াল সার্ভিসে যোগদান (১৯৬০) অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ (১৯৬১—)। তরুণের স্বপ্ন, মাসিক বসুমতী কৃত্তিবাস, শতভিষা প্রভৃতি পত্রিকায় ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। যুগ্ম সম্পাদক : পূর্বমেঘ (কলেজ জীবনে)। প্রকাশিত কাব্য : হিরন্ময় অন্ধকার (১৯৬১) বৃষ্টিতে করেছো বৃষ্টি (১৯৬৭), কেয়াকে সর্বস্ব (১৯৭৩), সঙ্গে আমার বালক বৃত্ত (১৯৭১)।

সুনির্মল চক্রবর্তী (২।১০।১৯৫৩—) এম্. কম্., এল্. এল্. বি., সি. এ, জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা : শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী, মাতা : গীতারাণী। গিরিডিতে কারো স্পেশাল প্রোজেক্টের হিসাবরক্ষক। স্থায়ী নিবাস : ৮, অরবিন্দ রোড, সন্তোষপুর, কলিকাতা-৭৫। আদি নিবাস : ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, ত্রিপুরা। শিশু সাহিত্যিক, ছোট গল্প লেখক ও গীতিকার। সন্দেশ, শিশু-বিচিত্রা, টুকলু, শিশুমেলা, কিশোরভারতী, আনন্দমেলা, ছোটদের পাততাড়ি, কাকলি তেপান্তর, ছোটদের কথা, নয়া পাঠশালা, কবিকণ্ঠ, সুকান্ত মৌ প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'আলোর ফুলকি' কবিতা সংকলনে ও

সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত 'সেরা সন্দেশ' সংকলনে কবিতা সংকলিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : খাতার পাতায় (ছোটদের ছড়া)।

সুনির্মল বসু (২০।৭।১৯০২/৪।৪।১৩০৯—২৫।২।১৯৫৭/১৩।১০।১৩৬৩) জন্ম : পিতার কর্মস্থলে গিরিডিতে। পৈতৃক নিবাস : মালখানগর, ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা : পশুপতি বসু, মাতামহ : বিখ্যাত বিপ্লবী ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ গিরিডি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে (১৯২০), কলিকাতার সেন্ট পল্‌স্ কলেজে অধ্যয়নকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে কলেজ ত্যাগ। এগ্রিকালচারাল কলেজে অধ্যয়ন করে ও পরীক্ষা স্থগিত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্ট কলেজে চিত্রাঙ্কন শিক্ষাপ্রাপ্ত। শৈশবে সাওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কবিতা রচনায় প্রেরণাপ্রাপ্ত। বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক, চিত্রাঙ্কনে দক্ষ। পাক্ষিক কিশোর পত্রিকার পরিচালক। দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি। শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ভুবনেশ্বরী পদক দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাওয়ায় দোলা (কবিতা—১৯২৭), ছানা বড়া, বেড়ে মজা, হৈ-চৈ, হুলুস্থুল, কথা শেষ, পাততাড়ি, মরণের ডাক, ছন্দের টুংটাং (১৯৩০), আনন্দ নাড়ু, শহুরে মামা. কিপটে ঠাকুর্দা (নাটক—১৯৩৩), বীর শিকারী, কবিতা শেখা, ইন্তিবিন্তির আসর (ছোট গল্প—১৯৫০), ছন্দের গোপন কথা, আমার ছড়া, জীবন খাতার কয়েক পাতা ১ম (আত্মজীবনী), কিশোর আবৃত্তি (কাব্য—১৯৫১) টুনটুনির গান (কাব্য—১৯৩০) কনকদির খাতা (গল্প ১৯৩০) প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : ছোটদের চয়নিকা, (ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন)।

সুনির্মল মণ্ডল (৭।১১।১৯৬০—) ছদ্মনাম : কাজল বসু, পরিচয় গুপ্ত। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস : গ্রাম+পোঃ নারিট, আমতা-থানা, হাওড়া। বর্তমান ঠিকানা : চ্যাটার্জী পাড়া লেন, কদমতলা, হাওড়া। পিতা : স্বাধীনতা সংগ্রামী বিভূতিভূষণ মণ্ডল, মাতা : সরযু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (১৯৮১)। সাংবাদিক—কবি। আন্তঃকলেজ কবিতা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান প্রাপ্ত। হাওড়া প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক। দৈনিক বসুমতী, সত্যযুগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সড়ক, লোকসেবক, মাধ্যম, হাওড়া বার্তা, ঝকমারী, যেমন চলছে প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : সেতু। সহ সম্পাদক : বহ্নিকন্যা।

সুনির্মল রায় (২।২।১৯৪৬—) ছদ্মনাম : সবজান্তা। জন্ম : বরিশাল. বাংলাদেশ। পিতা : সুনীলচন্দ্র রায়, মাতা : নিরুবালা। বর্তমান নিবাস : শিবপুর, হাওড়া। বার্ণপুরের জুনিয়র হাই স্কুল থেকে এম্. ই., বার্ণপুর বয়েজ হাই স্কুল থেকে ১ম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল, কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে গণিতে অনার্স সহ বি. এস্. সি (১৯৬৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ গণিতে ১ম শ্রেণীতে এম্. এস্. সি, (১৯৬৭), আমেরিকা পরিচালিত সারা পৃথিবী ব্যাপী গণিত পরীক্ষায় (G. R. E.) ২৬ তম স্থানাধিকারী (১৯৬৮)। বারাসত কলেজের গণিতের অধ্যাপক, পরে শিবপুর বি. ই. কলেজের গণিতের অধ্যাপক। দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর, আনন্দবাজার, এখনা, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। বিজ্ঞান ভিত্তিক শিশুসাহিত্য

রচনায় দক্ষ। 'চাঁদে পাড়ি' গ্রন্থের জন্য জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৯), জীবনের বিস্ময় গ্রন্থের জন্য আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে সম্মানিত (১৯৭১), গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত আশুতোষ পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞান (১৯৬৯), ভিন্ গ্রহে মানুষ গোয়েন্দা (১৯৬৯), চাঁদে পাড়ি (১৯৬৯), একটি আত্মহত্যার ইতিহাস (১৯৬৯), জীবনের বিস্ময় (১৯৭০), প্রকৃতিতে প্রাণ (১৯৭১), আর্য বিজ্ঞান নির্ভর (১৯৭২), তিনটি বিজ্ঞান নির্ভর গল্প (১৯৭২), ছড়ায় ছড়ায় মজার লড়াই (১৯৭২), ছড়ায় ছড়ায় জ্ঞানের পড়া (১৯৭৩), ঐক্য (প্রবন্ধ-১৯৭৭) সুনির্মল রায়ের বিজ্ঞান গল্প (১৯৭৮), বিশ্ব-ভরা প্রাণ (প্রবন্ধ-১৯৭৫), বিজ্ঞান গতি (১৯৮০), বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ২খণ্ড (১৯৮২), পৃথিবী ও আমরা (১৯৮৩), চেতনাময় ব্রহ্মাণ্ড (১৯৮৩) জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঁচ মেশালী (প্রবন্ধ গল্প ইত্যাদি), সার্থক জীবনের সন্ধানে (১৯৮৩), বিচিত্র বিজ্ঞান কোষ (১৯৮৩), অন্তগ্রহে মানুষ গোয়েন্দার কীর্তি (১৯৮৩) জীবন জিজ্ঞাসা (প্রবন্ধ—১৯৮১), সাংখ্যিক ভাগ্যগণনা (১৯৮৩), মুন্নার কীর্তি (১৯৮৩), এক হাজার অসাধারণ মানুষ (১৯৮৩), এক হাজার বিস্ময়কর আবিষ্কার (১৯৮৩), এক হাজর অসাধারণ জীবজন্তু (১৯৮৩), এক হাজার অসাধারণ বিজ্ঞান সংবাদ (১৯৮৩), Mathematical Genetics of some Sex-linked diseases and their Control (গবেষণা গ্রন্থ—১৯৭৬)।

(ডঃ) সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (২৬ ১১।১৮৯০/২১।৮।১২৯৭—২৯।৫।১৯৭৭/১৬।১। ১৩৮৪) জন্ম: শিবপুর, হাওড়া, পৈতৃক নিবাস: সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিবাস ও মৃত্যু: ১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা। পিতা: হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মাতা: কাত্যায়নী। মতিলাল শীল ফ্রী স্কুল থেকে ৬ষ্ঠস্থান অধিকার করে ২০ টাকা বৃত্তি সহ এনট্রান্স (১৯০৭), স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ৩য়স্থান অধিকার করে এফ্. এ. (১৯০৯), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজীতে অনার্স সহ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৯১১), ইংরাজী সাহিত্যে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯১৩)। পি. আর এস্. (১৯১৯). জুবিলি গবেষণা পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯১৯)। কলিকাতা বিদ্যা-সাগর কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯১৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯১৪-১৯)। ভারত সরকারের বৃত্তি লাভ করে লণ্ডন গমন (১৯১৯)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোনেটিক্স-এ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে Origin and Development of Bengali Language সম্পর্কে গবেষণা করে ডি. লিট্ উপাধি প্রাপ্ত (১৯২১) লণ্ডনে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছে ফোনে-টিক্স, ইন্দো- ইউরোপীয় লিঙ্গুইস্টিক্স, প্রাকৃতভাষা, ফরাসী ভাষা, পুরাতন আইরিস ও গথিক ভাষা শিক্ষা প্রাপ্ত। প্যারিসে সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে যোগ দিয়ে আর্যভাষাতত্ত্ব, শ্লাভ ও ইন্দো—ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব, অষ্ট্রো-এশীয় ভাষাতত্ত্ব। প্রাচীন মাগডিয়ান ও খোটানী ভাষা, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের (১৯২২) পরে স্যর্ আশুতোষ কর্তৃক কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত। অবসর (১৯১৯) গ্রহণের পর এমেরিটাস প্রফেসর। জাতীয়

অধ্যাপক (১৯৬৬)। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুমাত্রা জাভা ও শ্যামদেশ ভ্রমণকারী (১৯২৭)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স অফ্ ফোনেটিক সায়েন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো (১৯৩৬): কুমিল্লা নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৩৯)। ভাষাতত্ত্বের সম্মেলন ও সেমিনার উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে এশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে ভ্রমণকারী। করাচীতে সর্বভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের জাতীয় ভাষা বিভাগের সভাপতি (১৯৪৬)। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ভাষাচার্য ও এলাহাবাদ হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে হিন্দী ভাষায় অবদানের জন্য সাহিত্য বাচস্পতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত (১৯৪৮)। প্যারিসে ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ ওরিয়েণ্টেসনে কলিকাতা ও ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান (১৯৪৮)। ইউনেস্‌কো আহূত ব্রেইল অক্ষর সমিতিতে যোগদানের জন্য প্যারিস গমন (১৯৫০.৫১)। হল্যাণ্ডের সোসাইটি অফ্ আর্টস্ এর সদস্য (১৯৫০), অসলোর নরওয়ে-জিয়ান একাডেমি অফ্ সায়েন্সের অনারারি সদস্য (১৯৫৫)। আমেরিকায় পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৫০)। রকফেলর বৃত্তিতে মেকসিকো ভ্রমণ (১৯৫১), চীন সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে চীন ভ্রমণ (১৯৫৫)। সোভিয়েত একাডেমি অফ্ সায়েন্সের আমন্ত্রণে রাশিয়ায় শ্লাভজাতি সম্পর্কে ভাষণদান (১৯৫৮)। মস্কোয় প্রাচ্যবিদদের সম্মেলনে যোগদান ও বহির্মঙ্গোলিয়া ভ্রমণ (১৯৬০)। ভারত সরকার আয়োজিত শিল্প সংস্কৃতিমূলক সফরে ইউরোপ ও আফ্রিকা ভ্রমণ (১৯৬৬)। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ (১৯৫২-৬৮)। ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ (১৯৫৫) ও পদ্মবিভূষণ (১৯৬৩) উপাধিতে সম্মানিত। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভাপতি। চেকোশ্লোভাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০০ বৎসর পূর্তি উৎসবে বিশেষভাবে সম্মানিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষ (১৩২৪-২৬), পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৩০-৪০), সহ-সভাপতি (১৩৪৪-৪৬), (১৩৫৪-৫৫), সভাপতি (১৩৮০), এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের সভাপতি (১৯৫৩, ১৯৭১), ইউনেস্‌কোর ভাষা বিষয়ে সংবাদ-দাতা (১৯৭১)। সাহিত্য একাডেমির সভাপতি (১৯৬৯)। ভরোল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত। সঙ্গীত ও চিত্রকলা বিষয়ে আগ্রহী। ৩৮০টির ও বেশী গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: The Origin and Development of Bengali Language pt I&II (London 1926), Pt.I, II & III (2nd Edn—1971), Bengali Self Taught (Lon—1927), Bengali Phonetic Reader (Lon—1928). Indo-Aryan and Hindi (1942), Language and Linguistic Prblems (Oxn-uni. Press—1943), Scientific and Technical Terms in modern Indian Languages (Cal—1953), Languages and Literatures of modern India (Cal—1963). Dravidian (1975), Rabindranath

Tagore (1965), **The People, Language and Culture of Orissa** (**Bhubaneswar**—1966), **Phonetics** in study of **Classical Languages** in the **East** (Bangalore Uni—1967), **Balts and Aryans** in the ir Indo-EuropeanBackground (**Simla**—1968), India and Ethiopia **from** rhe 7th century **B, C.** (Cal—1968), **World** Litetature and Tagore (Visva **Bharati**—1971), বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (ক বি. ১৯২৯), পশ্চিমের যাত্রী (১৩৪৫), ভারত সংস্কৃতি (১৩৬৪), বৈদেশিকী (১৩৫০), রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ (১৩৪৭), ইউরোপ—১৯৩৮, ১ম (১৩৫১), ঐ ২য় (১৩৫২), ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা (১৩৫১), সাংস্কৃতিকী ১ম (১৩৬৮), ঐ ২য় (১৩৭২) পথ চলতি ১ম (১৩৬৯), ঐ ২য় (১৩৭১), ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ক, বি. ১৩৩৯), সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৫২), সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৬৩), বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে (১৯৭৬), মনীষী স্মরণে (১৩৭৯), সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস ১৯৭৬), প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: পাদ্রি মনো এল দা আস্‌সুম্‌পসাম রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ক. বি. ১৯৩১) হরপ্রসাদ সংবর্ধনা লেখমালা (ব. সা. প.) ১ম (১৩৩৮), ঐ ২য় (১৩৩৯), চণ্ডীদাস পদাবলী (ব. সা. প. ১৩৪১), বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী ১ম (ঐ ১৩৩৪), ঐ ২য় (১৩৪৫) ঐ ৩য় (১৩৪৬), চরিত্র সংগ্রহ (১৩৪৭), হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী ১ম (১৩৬৩), ঐ ২য় (১৩৬৬), রামেন্দ্র রচনা সংগ্রহ (ব. সা প) ১৩৭১)।

সুনীতি ঘোষ (১৮৮১-১৯৫৭) জন্ম: সাগরদাঁড়ি, যশোর। পিতা: মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুস্পুত্র ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত, স্বামী: কলিকাতার দরমাহাটার ঘোষ পরিবারের হীরালাল ঘোষ। ১৮ বৎসর বয়সে বিধবা হয়ে একমাত্র পুত্র সহ পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা, দেশবিভাগের পর বারাসত-বাসিনী (১৯৫৫)। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনায় অভ্যস্তা। প্রকাশিত কাব্য: দিনান্তে।

সুনীতি দেবী (১৮৯৪—৮|১২|১৯৮৩)। নৃতাত্ত্বিক ও শব্দতত্ত্ববিদ্ বিজয়চন্দ্র মজুমদারের একমাত্র কন্যা,—শরীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বিজলী বিহারী সরকারের পত্নী, শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌত্রবধূ। ফোর আর্টস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাত্রী (১৯২১)। কল্লোল পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রথম মহিলা লেখিকা।

সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২)। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। স্বামী: কুচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ। পিতা কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের স্বীকৃত আইনের বিরুদ্ধে নাবালিকা কন্যা সুনীতির বিবাহ দেওয়ায় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ফলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৭৮)। স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ড ভ্রমণ কালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহপ্রাপ্তা—ভারতের প্রথম মহিলা সি, আই, ই উপাধিপ্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: অমৃতবিন্দু ২ খণ্ড, কথকতার গান, সতী গীতিনাট্য, শিবনাথ (জীবনী—১৩২৮)। সংকলিত গ্রন্থ: রবীন্দ্র জন্মতিথি।

(ডঃ) সুনীতি মাইতি (১৬|৮|১৯৩১—) এম, এ, পি. এইচ. ডি। জন্ম: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। পিতা: আইনজীবী বহুবল্লভ সরকার, মাতা: কবি গোবিন্দভাবিনী সরকার কাব্যভারতী। আলংকারিকের

দৃষ্টিতে রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্র বিষয়ে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ ডি. ডিগ্রীপ্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: আলংকরিকের দৃষ্টিতে রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্র।

সুনীতি মুখোপাধ্যায় (১০।১২।১৯৩৭ –) জন্ম: ইসলামপুর, জামালপুর, বর্ধমান। বর্তমান নিবাস: শিপতাই, বর্ধমান। পিতা: সত্যশরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা: উমাশশী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কবি ও শ্যামাসঙ্গীত রচয়িত্রী মাতার নিকট সাহিত্য রচনায় প্রেরণাপ্রাপ্ত। বাঙ্গালা প্রবাদ বচন এবং আদিবাসীদের গানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ শিশু-সাহিত্য সংসদ কর্তৃক বৎসরের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে অবন মহলে সম্বর্ধিত ও পুরস্কৃত (১৯৮০)। 'আজকের কবিতা' নামক কবিতাপুস্তকের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ: জোনাকি, পাপড়ি, কাকলি, ছন্দে ছড়ায় মণিমুক্তা, কীট-পতঙ্গের জীবন কথা, পাখির নামে ছড়া, ফুলের নামে ছড়া, মহান যারা নানা দিকে, মজার যত গল্প শোন, পল্লীর বুকে, রামচরিত (পঃ বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ প্রকাশিত)।

সুনীল কুমার ঘোষ (১৯২১—২১।১০। ১৯৮৮) সাহিত্যিক ও অনুবাদক। প্রায় ৩০টি উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিক গ্রন্থ: মায়ামারীচ, উত্তরাধিকারী, এপিডেমিক, রেনী পার্ক, বিলাসিনী রাই, আফ্রিকার গল্প ও কবিতা (অনুবাদ), বাইবেল (ঐ) প্রভৃতি।

সুনীল কুমার পাত্র। (২।১।১৯৬৬—) ছদ্মনাম: নিশাচর, সুনীলকুমার। জন্ম: খাসমহল, বালিচক, হাওড়া। পিতা: কার্তিক চন্দ্র পাত্র, মাতা: নির্মলা পাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, (১৯৫৮), স্পেশাল অনার্স (বাঙ্গালা-১৯৬৫), এম্. এ. (বাঙ্গালা-১৯৬৭) ডিপ্. ইন্ ইংলিশ্ ফোনেটিকস্ (১৯৬৯), ডিপ্.-ইন্ ফিজিক্যাল এডুকেশন (১৯৬২), বঙ্কিম ভারতী (১৯৭০)। ব্যায়াম, যোগ ব্যায়াম, জিম্ন্যাসটিকস্, ব্রতচারী, যুযুৎসু, লাঠিখেলা প্রভৃতিতে পারদর্শী। বসুমতী এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প কবিতা ও রসরচনা লেখক। বালিচক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সম্পাদক: মাসিক নির্মাল্য (১৩৬৩—)।

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১।৭।১৯১৯—) এম্. এ, এল্. এল্, বি.। জন্ম: কলিকাতায়। নিবাস: ৭৯ এ, সিমলা স্ট্রিট, কলিকাতা-৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাম্প্রদায়িক ভারত (১৯৪৭), বাঙ্গালায় পাঁচজন ঔপন্যাসিক (সমালোচনা—১৯৭০)।

সুনীল কুমার বসু (×।৬।১৩২৬ বঙ্গাব্দ—) জন্ম ও পৈতৃক নিবাস: আমাদী, খুলনা, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা: মনীন্দ্রনাথ বসু, মাতা: নির্মলাবালা। খুলনায় সাঁইহাটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও কলিকাতা আশুতোষ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ. (১৯৪১) উত্তীর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর দর্শনে এম্. এ. পড়ার পর সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে পড়া অসম্পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কর্মচারী। ছাত্রাবস্থা থেকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত—প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সভ্য। ভারত সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির স্থানীয় শাখার সভাপতি। উর্দু ও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পরিচয় ও সাপ্তাহিক সপ্তাহ,

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত শারদীয় স্বরাজ, নীহার রঞ্জন রায় সম্পাদিত ক্রান্তি, চু'টা প্রকাশ, কান্দী বান্ধব, অবেক্ষণ, শারদীয় আর্য (বর্ধমান) ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। মহারাষ্ট্রের অমরাবতী থেকে প্রকাশিত **Amaravati Cradles of the National Movement** গ্রন্থের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম। সম্পাদিত প্রত্রিকা: অবেক্ষণ (১৯৭৮—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: যব ক্ষেত জাগে (কৃষাণ চন্দরের উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ), উমরুওজান অদ (উর্দু গ্রন্থের অনুবাদ, সাপ্তাহিক সপ্তাহ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত—১৯৮২), মানুষ ও বিভিন্ন জাতি সমকালীন জাতিতত্ত্বগত সমস্যা (মস্কো থেকে প্রকাশিত**Races and People—Contemporary Ethnic and Racial Problem** এর অনুবাদ), সমাজ ও পরিবেশ (মস্কো থেকে প্রকাশিত **Society and enviornment** এর অনুবাদ)।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য (১৯২৮—)। জন্ম: দিল্লী। পিতা: অধ্যাপক নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য। বি. এ. (দিল্লী). এম. এ. (কলিকাতা)। কবি ও চিত্রশিল্পী। একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্ এর প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শিত (১৯১২)। প্রকাশিত কাব্য: মধ্যম শতক।

সুনীলকুমার মাইতি (১৯৪৭—ছদ্মনাম: গাঁজাখোর। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ।

সুনীল কুমার মিত্র। অর্থনীতিবিদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: অপরাধতত্ত্ব অপরাধ জগৎ (১৯৮৩)।

(ডঃ) সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১।৫। ১৯২৯—) জন্ম: ফরিদপুর বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৭), পি. এইচ. ডি (১৯৮০) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখক। দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৭) ও অনুবাদে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: জসীম উদ্দীন (১৯৬৭), কবি ফররুখ আহমেদ (১৯৬৯), মোজাম্মেল হক (১৯৭০), কাব্য নির্মাণ কলা: আরিষ্টটল (১৯৭৬), সাহিত্য সমীক্ষা (১৯৭৬). হোরেসের কাব্যতত্ত্ব (১৯৭৯), এক মুক্তোর ঝিলিক (১৯৮১), লঙিনুগের সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৮৩). জসীম উদ্দীন – কবিমানস ও কাব্য সাধনা (১৯৮৩)।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (২১।৫।১৩৪১ ১৯৩৪—) এম্. এ. (ক. বি.)। ছদ্মনাম: নীললোহিত, নীল উপাধ্যায়, সনাতন পাঠক। জন্ম: ফরিদপুর, বাংলাদেশ। নিবাস: ৩৭।২, গড়িয়াহাটা রোড কলিকাতা ১৯। শিক্ষা: কলিকাতায়। কবি ও ঔপন্যাসিক। শিশু সাহিত্য ও রসরচনায় দক্ষ। সেই সময় উপন্যাসের জন্য বঙ্কিম পুরস্কার ও সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৫). গৌরী ভট্টাচার্য সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৭)। পুর্বপশ্চিম উপন্যাসের জন্য প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৩৯৫)। দেশ ও আনন্দবাজার প্রত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম কবিতা 'একটি চিঠি' দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একা এবং কয়েক জন' (১৯৫৭। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: কৃত্তিবাস। প্রকাশিত গ্রন্থ: অরণ্যের দিনরাত্রি. বন্দী জেগে আছো? (কাব্য ১৯৬৯), সুখ অসুখ, হৃদয় প্রবাসে. সরল সত্য, নদীর পারে খেলা, প্রতিদ্বন্দী. তুমি কে, নীল লোহিতের

চোখের সামনে, বসন্ত দিনের ডাক, জীবন যে রকম, স্বর্গ নয়, মেঘ বৃষ্টি আলো, কালো রাজা সাদা বাড়ি। সনাতন পাঠকের চিন্তা, এক জীবনে, সরাইখানা, কাব্য সংগ্রহ ১ম, অর্জুন (উপন্যাস), আমি কিরকম ভাবে বেঁচে আছি (১৯৬৪), দর্পণে কার মুখ, নীল-লোহিত সমগ্র, পাঁচ রকম ভূমিকায়, তোমার তুলনা তুমি। শ্রেষ্ঠ কবিতা। (১৯৭০), অচেনা মানুষ, কেন্দ্রবিন্দু, কবি ও নর্তকী, সোনালী দুঃখ, বেঁচে থাকার নেশা, রক্ত, সুদূর ঝর্ণার জলে, আমার এক টুকরো পৃথিবী, সাদা পৃষ্ঠা তোমার সঙ্গে (১৩৯৩), সতেরো বছর বয়সে, মহিষাসুর, প্রেম অমনিবাস (গল্প উপন্যাস কবিতার সংকলন (১৯৮৭) প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: অন্য দেশের কবিতা।

সুনীল গোস্বামী। আদি নিবাস: নাদনঘাট, বর্ধমান। দীর্ঘকাল নবদ্বীপ-বাসী। স্কুল ফাইন্যাল পাশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছন্দ পতন (উপন্যাস), ময়ূখমালা (কাব্য)।

সুনীল ঘোষ (১৯২২—) বি. এ, জন্ম: কালীঘাট, কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস: মূলঘর, খুলনা, বাংলাদেশ। বসুমতীর সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: ঝঞ্ঝা (১৯৫৩), ব্যাকুল বাসনা (১৯৫৫), স্বর্ণমৃগয়া (১৯৫৬), কিন্নর কন্যা (১৯৫৭), নায়ক নায়িকা (১৯৫৬)। গল্প: প্রাণবহ্নি (১৯৫৬)।

সুনীল চক্রবর্তী (?—৬।৩।১৯৮৫) মৃত্যু: ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায়। নাট্যকার। যাত্রা ও চলচ্চিত্রে নাটক প্রযোজিত। প্রকাশিত নাটক: টাকার রঙ কালো, আমি মন্ত্রী হব প্রভৃতি।

সুনীল চট্টোপাধ্যায় (১০।১০।১৯০৮—১৯৬৫) নিবাস: তারাপদ চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া, খেলাধুলায় ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে পারদর্শী। দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়। ফুটবলখেলার সময়ে পায়ে আঘাত পাওয়ায় পঙ্গু। কবি ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদক।

সুনীলচন্দ্র সরকার (১৯০৭—) কবি ও নাট্যকার। রবীন্দ্রানুসারী কবি হয়েও স্বতন্ত্র। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক—শিক্ষাসত্রের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক—পরে বিশ্বভারতীর শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র বিনয় ভবনের অধ্যাপক। প্রথম রচনা 'সামুদ্রিক প্রেম' প্রহসন (রচনা, ১৯৩৫, সাহানা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ১৯৩৬, পরে কথা কও বা সামুদ্রিক প্রেম নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত—রঙমহল নাট্য-মঞ্চে অভিনীত)। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক: সামুদ্রিক প্রেম, শেষ দান (তিন অংকের কাব্য নাটক), বন্দী প্রমিথিউস (অনুবাদ)। কাব্য: গীতার সেই অশ্বত্থের তলায়, অগ্নির রক্ষিতা, মৃত্যু সুখ, আজ ক্ষমা করো, নদী শয্যা, পালাকীর্তন, নীরব বন্ধু, স্বদেশীয়া প্রভৃতি। প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও সাধনা, Tagore's Educational Philosophy and Exiperiment.

সুনীলচন্দ্র সেন (১।৮।১৯২৪—) ছদ্মনাম: চন্দ্রনীল। জন্ম: ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা: হেমচন্দ্র সেন, মাতা: সুবালা। বর্তমান নিবাস: আউটশাহী, বিক্রমপুর, ঢাকা। কলিকাতা সাউথ সুবারবন মেন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪০), রিপন কলেজ থেকে আই, এ (১৯৪২), আশুতোষ কলেজ থেকে বি, এ. (১৯৪৪) পাশ। ৩৪ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকুরির

পর বর্তমানে পেনসনভোগী। যুগান্তর, মাসিক বসুমতী, গল্পভারতী, ছুটি প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প ও কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : মেঘের পরে রোদ (১৯৭২), ধোঁয়া (১৯৮১) । কাব্য : ঝিনুক (১৯৭৩)। ছোট গল্প : ভুবনের ঘাটে ঘাটে।

সুনীল চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : অভিযাত্রীতীর্থ—সুন্দর ডুঙ্গা (ভ্রমণ)।

সুনীল জানা। প্রকাশিত গ্রন্থ : শেষ দুর্ঘটনা (নাটক)।

সুনীল দত্ত। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : লুটতরাজ (একাংক—১৯৫১), রাত শেষ হবে কবে (একাংক), হরিপদ মাষ্টার, অংকুর, জতুগৃহ, জবাব, মালাবদল, শুভদৃষ্টি, ভাঙা তরী, বিপুলের সংসার, সংবিধান বিভ্রাট, অভিশপ্ত ক্ষুধা, এ কালের একাংক (সংকলন) প্রভৃতি। প্রবন্ধ : নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর।

সুনীল দাস (১৮৫১—)। ছদ্মনাম : সায়ন্তন দাস। জন্ম : হাটপাড়া, মুর্শিদাবাদ। কবি—প্রাবন্ধিক—গবেষক। প্রচার, বঙ্গদর্শন, ভারতী, মর্মবাণী, নারায়ণ প্রভৃতি পত্রিকার রচনাপঞ্জী সংকলক, যোগেশ চন্দ্র বাগলের রচনাপঞ্জী সংকলক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী গ্রন্থাগারিক। সম্পাদিত গ্রন্থ : মুক বধির শিক্ষার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভাষাপথিক হরিনাথ দে (জীবনী)।

সুনীল বসু (৩১।১।১৩২৩/১৯৩০—) জন্ম : যশোর, বাংলাদেশ। সাংবাদিক —কবি। মুরারী দে সম্পাদিত সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'তরবারি' প্রকাশিত (আঃ ১৯৪৪)। প্রকাশিত কাব্য : কখনো দস্যু কখনো প্রেমিক, সিন্ধু সারস (১৩৬২), তিমির তরঙ্গ (১৩৫৮) সম্পাদিত পত্রিকা : অধুনা (১৯৫০)।

সুনীল ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : টেঁশুসিগালপা (ছড়া)।

সুনীল মুখোপাধ্যায় (১৩।১১।১৯৫২—) ছদ্মনাম : ইন্দ্রনীল। পিতা : তারাপদ মুখোপাধ্যায়, মাতা : রেণুকা। বি. এস্. সি, (পার্ট ওয়ান) উত্তীর্ণ। বলাকা ও দোপাটী পত্রিকার উপদেষ্টা, তথ্য সাংবাদিক। বিবরণ, দোপাটী, মহালগ্ন, স্বপ্ন সবুজ ও ডাক পত্রিকার সাংবাদিক। দোপাটী, প্রান্তর, শতদল, রক্তপলাশ, আলোকবর্তিকা, কালিনী, নবতারা (পঃ দিনাজপুর)। প্রিয়ভূমি, সমাবেশ, ত্রিপুরা দর্পণ, আভা, প্রতিক্ষণ প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সহ-সম্পাদক : প্রান্তর, অভ্যুদয়, দিগ্‌দর্শী। সম্পাদক : শব্দের ঝংকার, পুষ্পার্ঘ, পুষ্পমালা, (১৯২৮) সাথী।

সুনীল লাহিড়ী (১৯২৪—) ছদ্মনাম : নীল সাণ্ডিল্য। রেলওয়ের কর্মী। কবি। সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য : শর্বরী।

সুনীল সরকার (৩০।৬।১৩৩৯ বঙ্গাব্দ—) ঠিকানা : জুনিয়র টেকনিক্যাল স্কুল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। শিশু-সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আবিষ্কারের গল্প, ইঁদুর হল হাতি।

সুনীল হাজরা (৫।১০।১৯৩২—) ছদ্মনাম : পলাশ ঘোষ, দীপক রায়, সুবন্ধু মিত্র। জন্ম : জয়পুর, হাওড়া। পৈতৃক নিবাস : ঝিখিরা, হাওড়া। বর্তমান নিবাস : ৭১।৪।১, তাঁতি পাড়া লেন, হাওড়া—৪। পিতা : গৌরমোহন হাজরা, মাতা : সরস্বতী। মানিকতলা হাইস্কুলের ছাত্র। পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের কর্মচারী। গল্প ও কবিতা লেখক। এ পার সাহিত্য-পত্রিকা কর্তৃক ১৯৭৪ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের জন্য সম্বর্ধিত। ধ্রুপদী, গঙ্গোত্রী, কবিপত্র, শ্লোক, অন্যদিন, সাপ্তাহিক বসুমতী, চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, অনুষ্টুপ, বিংশ শতাব্দী, এলোমেলো, দৈনিক কবিতা, ছাড়পত্র, সমকাল, মহুয়া, আশাবরী, সম্রাট, নীলকণ্ঠ, দর্পণ প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত অনির্বাণ, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বিশ শতকের বাঙলা কবিতা, শান্তনু দাস সম্পাদিত বাঙলার মুখ, শিশির ভট্টচার্য সম্পাদিত অন্যদিনের কবিতা, জীবন সরকার সম্পাদিত আমার দুঃখিনী বাংলা, দীপেন রায় সম্পাদিত সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে কবিতা সংকলিত। প্রকাশিত কাব্য: সুতরাং ভাল আছি (১৯৭৪)।

সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক: সাপ্তাহিক গৌড়ীয় (১৩২৯), উদয় (ত্রৈ-মাসিক)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীক্ষেত্র ২ খণ্ড।

(ডাঃ) সুন্দরী মোহন দাস (২২।১২।১৮৫৭—৪।৪।১৯৫০)। জন্ম: ডিগালী, শ্রীহট্ট। পিতা: স্বরূপচন্দ্র দাস, পত্নী: জয়পুরের মন্ত্রী সংসার চন্দ্র সেনের বিধবা ভাগিনেয়ী হেমাঙ্গিনী। শ্রীহট্ট গভর্ণমেণ্ট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৭৩) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ., কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্. বি (১৮৮২)। শ্রীহট্ট জেলাবোর্ডের চিকিৎসক —পরে স্বাধীনভাবে প্রথমে শ্রীহট্টে ও পরে কলিকাতায় চিকিৎসাব্রতী। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও হেল্থ কমিটির চেয়ারম্যান (১৯২৪) শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেশ সেবায় ব্রতী (১৮৭৬), নবগোপাল মিত্রের ব্যায়ামাগারের সঙ্গে যুক্ত (১৮৯০), বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়-ভাবে যুক্ত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল ইন্স্টিটিউট (পরে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ) ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা, সেবক, সংগঠক ও অধ্যক্ষ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-তার পরে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (১৯২৪) প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, শেষ জীবনে বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী। নারীমুক্তি ও বিধবা বিবাহে উৎসাহী। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৪৩), শ্রীহট্ট সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আমরণ সভাপতি। দুই শতাধিক কীর্তন গানের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: বৃদ্ধ ধাত্রীর রোজনামচা ২খণ্ড, শিশু পরিচর্যা, শিশুমঙ্গল শুশ্রূষা বিদ্যা, শরীর স্থান ও দেহতত্ত্ব, নৌকাবিলাস (পালাকীর্তন, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ঠাকুরবাড়ীতে গীত)।

সুপ্রভা দেবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্ধ্যা তারা।

সুপ্রিয় সোম। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রিয়া ও দেবতা, সৃষ্টিক্ষুধা।

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (৮।৫।১৩৩৩—১৯২৬—)। এম্. এ. পিতা: ডাঃ সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: নির্মলা। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে শিক্ষা বিভাগের জয়েণ্ট ডাইরেক্টর। প্রথম কবিতা 'দুলিয়া উঠেছে হিমালয় চাপা প্রাচী' কলিকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৪৭)। সম্পাদক: ত্রৈমাসিক সংগঠন (আগরতলা—১৯৬৭), ত্রৈমাসিক সন্দীপনী (১৯৬৯), Educational miscellany (ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার

থেকে প্রকাশিত)। সম্পাদিত গ্রন্থ: ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা—১৭৫১—১৮০০ (১৯৫১), বাংলার পত্র সাহিত্য (১৩৬৩), সঞ্জীব চন্দ্রের জাল প্রতাপচাঁদ (২য় সং ১৯৬১), নেপথ্য নায়িকা (গল্প—১৯৬২), ত্রিপুরা ষ্টেট্ গেজেট সংকলন (১৯৬৪), District Gazatïer of Tripura (১৪টি পরিচ্ছেদ), রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা (যুগ্মভাবে ১৯৭৬)।

সুফিয়া কামাল। বেগম সুফিয়া কামাল দ্রষ্টব্য (২য় খণ্ড)।

সুফি মধু মিঞা। নামান্তর: মুন্সী ময়েজ উদ্দীন আহমেদ। জন্ম: ব্যাতোড়, হাওড়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: শান্তিকা বা হজরত মহম্মদ ২ খণ্ড, মধু সঙ্গীত, তুরস্কের ইতিহাস, ইসলাম প্রভৃতি।

সুফী জুলফিকার হায়দার (২৯।১১।১৮৯৯—) জন্ম: ভাতুরিয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, অধুনা বাংলাদেশ। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ভাঙ্গ তলোয়ার (১৯৪৪), ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম (১৯৪৯) প্রবন্ধ: নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায় (১৯৬৪), উড়ো চিঠি (১৯৩২)।

সুফী মোতাহের হোসেন (১৯০৭—১৯৭৫) জন্ম: ভবানন্দপুর, ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. পাশ। ফরিদপুরে ঈশান ইন্‌স্টিটিউটের শিক্ষক। কবি। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৪), আদমজী পুরস্কার (১৯৬১) প্রাপ্ত। প্রকাশিত কাব্য: সনেট সংকলন (১৯৬৬), সনেট মালা (১৯৭০)।

সুবর্ণপ্রভা দাসগুপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: সরলা দাসগুপ্তার জীবনস্মৃতি (১৩২২)।

সুবর্ণপ্রভা সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: গৃহিণী।

সুবর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিশুর বিকাশ ও শিক্ষা।

সুবর্ণলতা দেবী। স্বামী: পাবনার বেলতাই নিবাসী অবিনাশ চন্দ্র রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গীয় মহিলা কবি।

সুবল চন্দ্র মিত্র (২।২।১২৭৮—১৬।১। ১৩২০ বঙ্গাব্দ। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: গোপালচন্দ্র মিত্র। শ্যামবাজার বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ছাত্র। অবলাকান্ত সেনের প্রেসে মুদ্রণ শিক্ষা। পরে নিউ বেঙ্গল প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা। আহেরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের সম্পাদক। বহু অর্থপুস্তক ও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা—অভিধান রচয়িতা। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: সরল বাঙ্গালা অভিধান (১৯০৬). বাঙ্গালা ইংরেজী অভিধান, ছাত্রবোধ অভিধান, কলিকাতার ইতিহাস (বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কৃত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ), Vernacular Manual, Iswsr Chandra Vidyasagar.

সুব্রত গুপ্ত। ছদ্মনাম: আগন্তুক। ১ম খণ্ড ৯৯ পৃ: আগন্তুক দ্রষ্টব্য।

সুব্রত চক্রবর্তী (১০।১০।১৯৪১—১৯।১ ১৯৮০) জন্ম: তেজপুর, আসাম, মৃত্যু: বর্ধমান শহরে। পূর্বপুরুষের নিবাস: বর্ধমান। পিতা: সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, মাতা: প্রভাবতী, পত্নী: মালা। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় রৌপ্যপদক সহ ১ম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৭), হুগলী মহসীন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এস্. সি ও পদার্থ বিদ্যায় অনার্স সহ বি. এস. সি (১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায়

এম্. এস্. সি (১৯৬৪)। তেজপুর সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহিষাদল রাজ-কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা সাউথ পয়েণ্ট স্কুলের শিক্ষক, রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক, শেষে বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক (১৯৬৬-৮০)। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ফুটবল, দাবা ও ক্রিকেট খেলায় অনুরাগী। দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য: বিবিজান ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৯), বালক জানে না (১৯৭৬)।

সুব্রত দেব (দেবরায়) (২।৬।১৯:৬—) এম্. এস্. সি.। জন্ম: কৈলা শহর, ত্রিপুরা। পিতা: সুচিত্রকুমার দেব, মাতা: সুকেশী বালা। কলেজের অধ্যাপক। কবি: প্রথম প্রকাশিত রচনা 'প্রতিফল' গল্প নীল-ধারা পত্রিকায় (করিমগঞ্জ, কাছাড়) প্রকাশিত। অন্যতম সম্পাদক: বাঁশরিয়া (কৈলাশহর ১৯৭০-৭১), সবিনয় নিবেদন (১৯৭৫), প্রতীক (১৯৭৮)। প্রকাশিত কাব্য: কোন দিকে এইবার: জর বাড়ে (১৯৭৮)।

সুব্রত নিয়োগী (১৩।২।১৯৪২—) নিবাস: ১, রসা রোড ইষ্ট সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৩৩। প্রকাশিত উপন্যাস: সুখের অপর নাম।

সুব্রত বড়ুয়া (১।১।১৯৪৬—) জন্ম: ছিলোনিয়া, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিদ্যায় এম্. এস্. সি (১৯৬৮) ; ঢাকায় বাংলা একাডেমির উপ-পরিচালক। কবিতা গল্প প্রবন্ধ লেখক ও অনুবাদক—শিশু সাহিত্যিক। অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) ও ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮৩) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোট গল্প: জোনাকি শহর (১৯৭০). কাচ পোকা (১৯৭৫), অনধিকার (১৯৭৭)। শিশু সাহিত্য: এমিল ও গোয়েন্দা কাহিনী (১৯৭২). এশিয়ার গল্প (১৯৮১), বিজ্ঞানের ইতিকথা: সন্ধানী মানুষ (১৯৮৪), চাঁদে প্রথম মানুষ (১৯৬৯). বিদ্যুতের কাহিনী (১৯৭৮)।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১১।৮।১৩৬৮ বঙ্গাব্দ —) বি. এস্. সি, (বায়ো), বি. এ. (অনার্স)। জন্ম: মুখার্জী গলি, চুঁচুড়া, হুগলী। নিবাস: ৮৫, রমেশ গোস্বামী রোড, মানিকতলা. কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা: বন-বিহারী মুখোপাধ্যায়, মাতা: আশালতা। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্। যুগ্ম সম্পাদক: ষাণ্মাষিক পূর্বাশা (১।১।১৯৮৩—)

সুব্রত মুখোপাধ্যায় (২৮।৯।১৩৬৩ বঙ্গাব্দ —) জন্ম: মাথালতোড়। পিতা: সুখেন্দু মুখোপাধ্যায়. মাতা: গীতা। মাতুলালয়ে কান্দী রাজ হাইস্কুল থেকে বি. এ. পাশ। বর্তমানে বীরভূমের সিউড়ী নিবাসী। বিভিন্ন পত্রিকায় গল্প উপন্যাস ও কবিতা লেখক। সহ-সম্পাদক: অপরাজিতা।

সুব্রত রুদ্র (২।৫।১৩৫৪/১৯।৮।১৯৪৭—) জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস: কলিকাতা। স্থায়ী নিবাস: পি—৩৬, সি. আই. টি স্কিম, ১১৪এ, লেক গার্ডেন্‌স্, কলিকাতা ৭০০০৪৫। পিতা: অমরেন্দ্রনাথ রুদ্র, মাতা: লাবণ্য। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। দেশ, আনন্দ বাজার ও ও আজকাল পত্রিকার গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। কবি। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক বাংলা কবিতা (পৌষ ১৩৭৬—আষাঢ় ১৩৮০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ঈশ্বরের জন্ম (১৯৬৯), সুব্রত রুদ্র শত্রু রক্ষিত (১৯৭৫), গাঢ়তম ছায়া

(১৯৭৯), দুই প্রেম (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ—১৯৮০), বেঁচে থাকবে কেন (১৯৮১), স্তব্ধতার পড়াশুনা, (১৯৮৪), যমপুরীতে কবিতা (১৩৯২)। প্রবন্ধ : কাদম্বরী দেবী (১৩৮৪), ক্ষণকালের ছন্দ (১৯৭৮), প্রবন্ধকার জীবনানন্দ (১৯৮৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ : মহাত্মা (১৯৭৩), প্রেমিক সন্ন্যাসী (১৯৭৬), রবীন্দ্র সঙ্গীত চিন্তা (১৩৮৬), আজকের কবিতা (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ —১৩৮৭), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ গল্প (১৯৮০), ছড়ার নাম ছ'সিকে (১৯৮১) কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি (১৯৮২) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবরত্নমালা (১৩৮৯), সাত রাজার ধন এক মানিক (১৩৮৯), ছোটদের গল্প আর কবিতা (১৩৮৯), ভবানী চরণের কলিকাতা কমলালয় (১৯৮৩) টেকচাঁদ ঠাকুরের মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৯৮৪), পারিবারিক রবি-বন্দনা (১৩৯১), স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রেমের গান আর কবিতা (১৯৮৫), সুকান্ত কথা (১৯৮৫), সেই ঋত্বিক (১৯৮৫), একশো ছড়া রবি ঠাকুর (১৩৯৩), রবীন্দ্রনাথকে কৌতুক (১৯৮৬), রবীন্দ্রনাথ : চোখের দেখা মনের দেখা (১৯৮৭), ছড়ায় গড়া সুকুমার (১৯৮৭)।

সুব্রত সরকার (২১।৩।১৯৬০—৩।১ ১৯৬৯) নামান্তর : পাপু। পিতা : শ্রীপান্থ নামে পরিচিত সাহিত্যিক নিখিল সরকার। জন্ম : কলিকাতায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু। ৫।৬ বৎসর বয়স থেকে চিত্রাঙ্কন ও কবিতা রচনায় অভ্যস্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : পাপুর বই (ছবি ও কবিতার সংগ্রহ)।

সুব্রত সেনগুপ্ত। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : জামা।

সুব্রহ্মণ্য ব্রহ্মব্রত (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : গোরাচাঁদ গোঁসাই (১২৯৩) সম্পাদিত গ্রন্থ : প্রকৃতি (১২৯৩)।

সুবিনয় ধর (৩।৭।১৩৪০ বঙ্গাব্দ—) ছদ্মনাম : বিনয় গুপ্ত। জন্ম : জগদ্দল, মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। পিতা : সুরেশ চন্দ্র ধর, মাতা : হেমনলিনী। ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ.। বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ ও পরে হাওড়া উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক। কবি। চতুষ্কোণ, সাহিত্যপত্র, মশাল, নাট্যচর্চ্চা, বীক্ষণ, সমকালীন, জলার্ক, বিচিত্র বঙ্গ, শরৎ জন্মশতবার্ষিকী পত্রিকা, উলুবেড়িয়া কলেজ পত্রিকা প্রভৃতিতে কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : সময়ের অন্ধকারে, স্মৃতির বিদ্যুতে (১৯৮১)।

সুবিনয় মুস্তাফী। সম্পাদিত গ্রন্থ : জীবনানন্দের গল্প।

সুবিনয় রায় (১৮৯০—১৯৪৫) বি. এস. সি.। জন্ম ; কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস : মাসুয়া, কিশোরগঞ্জ, মৈমনসিংহ। পিতা : শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, মাতা : বিধুমুখী, পত্নী : জব্বলপুর নিবাসী ডাঃ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা পুষ্পলতা। পৈত্রিক ছাপাখানা ইউ রায় এণ্ড্ সন্‌স্-এর পরিচালনা এবং সন্দেশ পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত। ফটোগ্রাফি, প্রিন্টিং টেকনোলজি ইত্যাদিতে দক্ষ। সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর (১৯২৩) ২।৩ বৎসর সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদক। ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ বন্ধ হয়ে গেলে সুধাবিন্দু বিশ্বাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সন্দেশের সম্পাদক (৩।৪ বৎসর), পরে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার প্রকাশন বিভাগে চাকুরিরত। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। সুরসিক, সরস গল্প রচনায় দক্ষ। সরস মৌলিক গল্প, রহস্য কাহিনী, দেশী-বিদেশী লোককথা, ছড়া,

কবিতা, সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ধাঁধা হেঁয়ালী ইত্যাদি রচনায় নিপুণ। সম্পাদিত গ্রন্থ: বলতো ? প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: কাড়াকাড়ি, মারকারি, খেয়াল, জীব-জগতের আজব কথা, আজব বই প্রভৃতি।

সুবিমল রায় (১৮৯৭—১৯৭৭) জন্ম: কলিকাতায়। পৈতৃক নিবাস: মসুয়া, মৈমনসিংহ। পিতা: শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মাতা: বিধু-মুখী। ইতিহাসে এম্. এ.। সিটি স্কুলের শিক্ষক। অকৃতদার। সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি। গল্প বলায় দক্ষ। সন্দেশ পত্রিকার সঙ্গে সূচনা থেকে যুক্ত। তথ্য সমৃদ্ধ ঐতি-হাসিক প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, সরস গল্প, উদ্ভট গল্প, ছড়া, কবিতা, স্মৃতিচিত্র ইত্যাদি রচনায় দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রেত-সিদ্ধের কাহিনী (গল্প সংগ্রহ)।

সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় (২।১।১৯৪৬ —)। আদি নিবাস: যশোর, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: চন্দন নগর, হুগলী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। কবি ও নাট্যকার, বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের কর্মী। নন্দন, যুব-শক্তি, যুবমানস, গণশক্তি প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: আলোর ঠিকানা। নাটক: শূন্য কবর। অন্যান্য: বয়স্ক শিক্ষার জন্য অ আ শেখা, কত যে জানাব, দেশ আমাদের নিয়েই দেশ, নিরক্ষ-রতার বিরুদ্ধে, জীবন থেকে নেওয়া।

সুবীর রায়চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কলকাতার কেচ্ছা।

সুবুদ্ধি রায় (১৮শ শতাব্দী রচনা: অশ্বমেধ পর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে)।

সুবেদার আহমদ। জন্ম: মন্তা, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: জঙ্গে নওসাদ (১৩১৯)।

সুবোধকুমার চক্রবর্তী (২৫।৩।১৯১৯—) বি. এ. জন্ম: কোচবিহার। নিবাস: ১৫, পিয়ার্স রোড, লিলুয়া, হাওড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ভ্রমণ কাহিনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: রম্যাণি বীক্ষ্য ১৩ খণ্ড (ভ্রমণ কাহিনী), মধুরাংশ্চ (ঐ ১৯৫৮), রূপম্ (উপন্যাস—১৯৫৭)।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯—৮।৩।১৯৮০/২৪। ১১।১৩৮৬) ছদ্মনাম: কালপুরুষ, সুপান্থ। জন্ম: হাজারিবাগ, বিহার। নিবাস: এস্. কে. দেব রোড, পাতিপুকুর, কলি-কাতা। আদি নিবাস: ঢাকা—বিক্রম-পুরের বহর গ্রামে। হাজারিবাগে সেণ্ট কলম্বাস কলেজের ছাত্র। পত্নী: মুকুলরাণী। কৈশোর ও যৌবন হাজারিবাগে অতি-বাহিত। বাসের কণ্ডাকটর, সার্কাসের ক্লাউন প্রভৃতি। বৈচিত্র্যময় জীবিকা গ্রহণের পর ত্রিশের দশকে আনন্দ বাজার গোষ্ঠীর সংগে সংযুক্ত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের প্রুফ্ রীডার। আনন্দ বাজার পত্রিকার রবি-বাসরীয় বিভাগের সহকারী (১৯৪০), পরে সিনিয়র এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এডিটর—অন্য-তম সম্পাদকীয় লেখক। দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গী। স্বাধীনতা সংগ্রামে কারাদণ্ডিত। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সামরিক বিদ্যা প্রভৃতিতে দক্ষ। সুপ্রতিষ্ঠিত কথা সাহিত্যিক। আনন্দ পুরস্কার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী পদক প্রাপ্ত। উত্তর ভারত, নেফা, ব্রহ্মদেশ, ওয়াজীরিস্তান, ও মধ্য এশিয়া ভ্রমণকারী। পরিকল্পনার মৌলি-কতা, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, পটভূমিকা রচনার কৌশল, স্বল্প কথায় বর্ণোজ্জ্বল চিত্র নির্মাণের নৈপুণ্য ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য। ব্যঞ্জনাগর্ভ কাব্যোচ্ছ্বাস সাংকেতিকতা, শিথিল বিন্যাস,

জীবন রস ইত্যাদি উপন্যাসের বিশিষ্টতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছোট গল্প: অযান্ত্রিক, ফসিল, পরশুরামের কুঠার, শুক্লাভিসার, (১৯৪৪), ফেনিল (১৯৪১), জতুগৃহ (১৯৫২) থির বিজুরি (১৯৫৪) প্রভৃতি। উপন্যাস: তিলাঞ্জলি (১৯৪৪), কর্ণফুলির ডাকে, গঙ্গোত্রী (১৩৫৪), একটি নমস্কারে (১৯৪৭), ত্রিযামা (১৯৪৯), জিয়া ভরলি, শ্রেয়সী (১৯৫৭), শতকিয়া (১৯৫৮), কাল পুরুষ, শুন বরনারী, পুতুলের চিঠি, নাগচম্পা সুজাতা, ঠগিনী, শতভিষা, বসন্ত তিলক, অমৃত পথ যাত্রী, কুসুমেষু, বন ও উপবন, কালকেতু, এসো পথিক, শিউলি বাড়ী প্রভৃতি। ইতিহাস: ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস (১৯৪৮)। পুরাতন কাহিনী: ভারত প্রেম কথা (১৯৫৪), কিম্বদন্তীর দেশে।

সুবোধচন্দ্র গাঙ্গুলী (৪।৮।১৮৯৬—) বি. এ. বি. টি, এম্. ডি. এইচ., বিদ্যারত্ন। জন্ম: রাণাঘাট, নদীয়া: নিবাস: ৬-এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভ্রমণ কাহিনী: সুরলোকের সন্ধানে (১৯৪০)। জীবনী: রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার (১৯৫৭), সুষাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন (১৯৫৭)।

সুবোধচন্দ্র বড়ুয়া (৩।১।১৩২৯ বঙ্গাব্দ—) নিবাস: সুভাষ পল্লী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর। প্রকাশিত কাব্য: বুদ্ধ প্রশস্তি।

সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৪—১৩৫২) জন্ম: নাগরভাস, বিক্রমপুর, ঢাকা বাংলাদেশ। রাজশাহী কলেজ থেকে বি. এ. (১৯২১), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্, এ.। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পুঁথি সংগ্রাহক (১৯২৬-২৮), তত্ত্বাবধায়ক (১৯২৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: পুঁথির তালিকা।

সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৮।১২।১৯১০—)। প্রকাশিত কাব্য: মঞ্জীর।

সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছায়ালোক।

সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক: মাসিক মানসী (১৩১৫-২০):

সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২।১০।১৯২২—)। ছদ্মনাম নদীয়াবাসী। জন্ম: পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: নগেন্দ্রবালা। নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্র। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারজীবী। সম্পাদিত পত্রিকা: পাক্ষিক বোধন (১৯৫০—৫২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: Politics without patriotism (১৯৫১), Crimes with absolute impunity: the crimes of Indian police (১৯৮০), ঐতিহাসিক ভারতীয় পত্রাবলী (১৯৭৫-৭৯), শাসক যখন ঘাতক হয় (১৯৮৫)।

সুবোধচন্দ্র বসু রায়। ছদ্মনাম: চারু বাক্। পুরুলিয়া জে. কে. কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। স্বনামে ও ছদ্মনামে সাময়িক পত্রিকার লেখক: সম্পাদক: ছত্রাক।

সুবোধচন্দ্র মজুমদার (১৪।৩।১৯০৩—)। পিতা: আশুতোষ মজুমদার। বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা কথা, বিজ্ঞানের স্বপ্নপুরী, বিজ্ঞানের মায়াজাল, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গীতা, চণ্ডী।

সুবোধচন্দ্র মজুমদার (?—৬।১।১৯২৯) খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, পরে জয়পুর ষ্টেট কাউন্সিলের সেক্রেটারি। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প (১৩১৩), পঞ্চপ্রদীপ (টলষ্টয়ের পাঁচটি গল্পের অনুবাদ—১৯১১)।

সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ (৪।৩।১৮৬৭—৩১।৭।১৯৫৩) জন্ম : কলিকাতায়। পিতা : গুরুচরণ মহলানবীশ, পত্নী : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মণিকা। আদি নিবাস : পঞ্চসার, ঢাকা। কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৮৩) উত্তীর্ণ। জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্স্টিটিউসনে অধ্যয়ন কালে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাতা। এফ্-এ অধ্যায়ন অসম্পূর্ণ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন কালে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা। এডিনবরায় কিছুকাল চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের পরে প্রাকটিক্যাল কেমিষ্ট্রিতে ও প্র্যাকটিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকায় ১ম শ্রেণীর অনার্স ও শেষোক্ত বিষয়ে পদক সহ শারীর বিদ্যায় বি. এস্. সি পাশ। প্র্যাকটিক্যাল বোটানির চিত্রাঙ্কনের জন্য প্রথম পুরস্কার ও অণুবীক্ষণ স্লাইডের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত। এডিনবরায় রয়্যাল কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ান্স্-এ শারীর বিদ্যার গবেষক (১৮৯৬-৯৭)। আয়োগ্রাফ ও ডবল্ কমিউটেটর যন্ত্রের উন্নত সংস্করণের উদ্ভাবক। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগের ডেমনষ্ট্রেটর (১৮৯৩-৯৪), শারীর বিদ্যার সহলেকচারার (১৮৯৬), কর্ডিফ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমনষ্ট্রেটর কাম এসিস্ট্যান্ট্ লেক্‌চারার (১৮৯৬) এবং Interim Professor ও Head of Physiology Dept. (১৮৯৮)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯০০)। প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীর বিদ্যা উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের প্রধান (১৯০০-১৯১৪)। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বেকার ল্যাবরেটারি প্রতিষ্ঠার পর (১৯১০-১২) এখানে শারীর বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক, ইম্পিরিয়াল এডুকেশন সার্ভিসের সিনিয়র প্রফেসর (১৯২০) প্রেসিডেন্সি কলেজের ডীন (১৯১৬-১৯)। অবসর গ্রহণের পর কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শারীর বিদ্যায় প্রধান অধ্যাপক (১৯২৭-৪২), পরে এমেরিটাস প্রফেসর। বহু প্রাণিবিদ্যা ও শারীর বিদ্যা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : শরীর বিজ্ঞান।

সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক : পল্লী প্রদীপ (১৩৩৩-৩৪)।

(ডঃ) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (২৭।৬।১৯০৩ ১২।৩।১৩১০—) জন্ম : কুমিল্লা, অধুনা বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস : বানারি, ঢাকা। বর্তমান নিবাস : ২।৪, একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯। পিতা : হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত, মাতা : মৃণালিনী। বি. এ. (১৯২৪), এম্. এ. (১৯২৭), পি. এইচ, ডি. (১৯৩৪)। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি-প্রাপ্ত (১৯২৮)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. লিট্ ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ (১৯৮৩) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। বানারি হাইস্কুল ও ফরিদপুরে পালং হাইস্কুলের শিক্ষক—দিল্লী হিন্দু কলেজ (১৯২৭-২৯), বঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ (১৯২৯-১৯৬০), চট্টগ্রাম কলেজ (১৯৪১-৪৬), জবলপুর বিশ্ববিদ্যালয়

(১৯৬০-৬২) ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৬২-৬৮) ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য, ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিক সেক্স্‌পীয়র এসোসিয়েসনের একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিক ডি. লিট, উপাধি দ্বারা সম্মানিত (১৯৮৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শরৎচন্দ্র (১৯৩০), রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৪) বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৩৮), মধুসূদন—কবি ও নাট্যকার, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, হাস্য রসিক পরশুরাম (১৯৭৯), বাংলা সমালোচনা পরিচয়, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য প্রভৃতি। অনুবাদ: ধ্বন্যালোক ও লোচন (কালীপদ ভট্টাচার্য সহ)। ইংরাজী: The Art of Bernard Shaw (১৯৩৬), Shakespearian Comedy (১৯৫০), Shakespear's Historical Plays (১৯৬৪), Aspects of Shakespearian Tragedy (১৯৭২), A Shakespeare Manual, Towards a Theory of Imagination (১৯৫৯), An Introduction to Aristotle's Poetics, Sarat Chandra—Man and Artist, The Great Sentinal, A study of Rabindranath Tagore, Aspects of the Poety of Rabindranath Tagore (১৯৭০), Bankim Chandra (Sahitya Academy), India Wrests Freedom (১৯৮২)।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। পৈতৃক নিবাস: সোমড়া, হুগলী। প্রকাশিত উপন্যাস: আলিঙ্গন।

সুবোধ নন্দী (১৯২৭—২৭।১১।১৯৭০) জন্ম: বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। সঙ্গীতজ্ঞ। বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতানুরাগী। সঙ্গীত নৃত্য একাডেমির অধ্যাপক (১৯৫৫), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গীতবিতানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পাখোয়াজ, তবলা ও শ্রীখোল বাদনে দক্ষ। প্রকাশিত গ্রন্থ: তবলার কথা ২ খণ্ড, ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ।

সুবোধ পুরকায়স্থ (১৯০৬—১২।৯।১৯৮৪/২৭।৫।১৩৯১) মৃত্যু: কলিকাতায় সি. আই, টি হাউসিং এষ্টেটের বাসভবনে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। বাঙ্গালা গীতিকবিতা ও সঙ্গীত রচয়িতা। ত্রিশের দশকে কুমিল্লায় সঙ্গীত ও সুরস্রষ্টাদের অন্যতম।

সুবোধ বসু (১।৯।১৯০৮—) এম্. এ. এল্. এল্. বি.। জন্ম: ঢাকা। নিবাস: পি-৫৮, ল্যানস্ ডাউন রোড, এক্সটেনসন (সি. আই. টি. স্কীম—৪৭), কলিকাতা-২৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ২৪টি প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: নব মেঘদূত (১৯৩১), স্ত্রীযুদ্ধ (১৯৩৬), পদ্মা প্রমত্তা নদী (১৯৩৯), মানবের শত্রু নারী (১৯৩৪), বন্দিনী (১৯৩৭), স্বর্গ (১৯৩৮) ইত্যাদি। গল্প: বিগত বসন্ত (১৯৩৭), প্রভৃতি। নাটক: অতিথি (১৯৩২), কলেবর (১৯৩৭) ইত্যাদি। বিষয়বস্তুতে গভীরতার অভাব সত্ত্বেও সূক্ষ্ম নিসর্গানুভূতি, পরিমণ্ডল রচনায় দক্ষতা এবং কবিত্বময় ভাষার জন্য উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য।

সুবোধবিকাশ দত্ত। ছদ্মনাম: ভক্তি। শিশুসাহিত্যিক—অনুবাদক। সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছবি ও গল্পে শিশুর জীবন, মিণ্টু ও মিনা (অনুবাদ)

সুবোধ ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: কথনো নিজেকে (১৯৮২)।

সুবোধ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ডেভিড্ হেয়ার।

সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৪।৮।১৯০১—) জন্ম : বাসণ্ডা, বরিশাল। পৈতৃক নিবাস : সেনহাটী, খুলনা। বর্তমান নিবাস: ৭এ, একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা-১৯। পিতা : রায়বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত, মাতা : সরোজিনী। কলিকাতা মিত্র ইন্‌সটিটিউসন (মেন) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১৮), স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এল্ (১৯২২)। ইংলণ্ড থেকে হিন্দু ও মহামেডান ল'তে প্রথম শ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বার্ এট্ ল। কলিকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী (৩১।১।১৯৫৯), ৯ বৎসর পরে মহীশূর (অধুনা কর্ণাটক) হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রী-মা আনন্দময়ী (১৯৮৪)।

সুবোধরঞ্জন মজুমদার। কথা সাহিত্যিক ছোটদের শিকার কাহিনী লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রথম প্রবাস, জঙ্গলের জার্নাল, পঞ্চম প্রবাস।

সুবোধরঞ্জন রায় (১।৯।১৯১৫—) এম্-এ। জন্ম : চট্টগ্রাম। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : ভাসান (১৯৪৪), পঙ্কজ, (১৯৪৯), অভিজ্ঞান (১৯৫৭)। প্রবন্ধ : মহাকবি নবীনচন্দ্র (১৯৪৭)।

সুবোধ রায় (১৮৯৯—৬।৮।১৯৭১) জন্ম : নৈহাটী, ২৪ পরগণা। স্কটিশচার্চ কলেজ ও শান্তিনিকেতনের ছাত্র। কবি ও সাংবাদিক। সম্পাদক : সাপ্তাহিক আত্ম-শক্তি, বিজলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাট্য মন্দির।

সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩।১।১৯১২—১৬। ৭।১৯৮৫) সুভো ঠাকুর নামে পরিচিত। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে। নিবাস : ১১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩। পিতা : ঋতেন্দ্র-নাথ ঠাকুর। ১মা পত্নী : আসামের গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের চৌধুরী পরিবারের কন্যা রমলা, ১মা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় ২য়া পত্নী : দীননাথ শর্মার কন্যা আরতি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-শিল্পী। ভারত সরকারের Handicraft Boardএর সঙ্গে দুই বৎসর যুক্ত। কাশ্মীর বালিকা বিদ্যালয়ের আর্ট-শিক্ষক। অভিযাত্রী চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশক। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক, কলা সমালোচক ও শিল্প-সংগ্রাহক। ইংরাজী ভাষায় বহু কবিতা গল্প অনূদিত। প্রথম চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত (১৯৩৮-৩৯)। ভারত সরকারের সহ-যোগিতায় ২০টি দেশে চিত্র প্রদর্শিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : মঞ্জরী (১৪ বৎসর বয়সে প্রকাশিত প্রথম গল্প সংকলন, অমৃতলাল বসুর ভূমিকা সহ) মায়ামৃগ, অলাত চক্র (উপন্যাস-১৯৪৮), রুদ্ররাজ (নাটক—১৯২৮), পথিক (কথকতার ভঙ্গীতে রচিত), নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে ও অন্যান্য গল্প। কাব্য : সেতার, পানসি ও পিকো, স্বপ্নশেষ (১৯৩৫), দিগন্তর (১৯৩২), পট ও ভূমিকা (১৯৪৯), অতন্দ্র আলতামিরা, Flames of Passion (১৯৪২), Art of Subho Tagore (ছবি ও কবিতা-(১৯৪৫), Mour Pankhi, Rubble. সম্পাদক : চতুরঙ্গ (১৩৩৫), ভবিষ্যৎ, অগ্রগতি, অতিক্রম্য, সুন্দরম্ (শিল্প-সম্পাকিত পত্রিকা)।

সুভদ্রা অধিকারী (১৯৪০—) জন্ম :

শিলাইদহ, বাংলাদেশ। নিবাস: তেলিনী-পাড়া, হুগলী। পিতা: শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, মাতা: আশালতা, স্বামী: সাহিত্যিক বেচু প্রামাণিক। শান্তিনিকেতন, কলিকাতা গীতবিতান ও রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রী। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃত্যে ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা (১৯৬৬)। ব্রতচারী নৃত্যে পারদর্শিনী। সপ্তপর্ণী (বৈদ্যবাটী—৮ বৎসর) কিন্নর কলাকেন্দ্র (ঐ ৪ বৎসর) ইওর অর্কেষ্ট্রা (চুঁচুড়া ৬ বৎসর) ও রবিচক্র (ভদ্রেশ্বর ৪ বৎসর) এর কর্মী। সমকালীন, দর্শক, মালিকা প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতীয় নৃত্যকলা (১৩৮৩)।

সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় (১১।৮।১৯৫১—) জন্ম: কলিকাতায়। নিবাস: ৩।১৩২, গান্ধী কলোনী, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০ ব্যাংক কর্মচারী। কবি। প্রকাশিত কাব্য: জয়ে নেই অন্বেষণে আছি (১৯৭৭)। সম্পাদিত পত্রিকা: শায়ক। সম্পাদিত গ্রন্থ: এই সময়ের কবিতা।

সুভাষ চক্রবর্তী, কাব্যপ্রাণ। প্রকাশিত কাব্য: প্রতিশ্রুতি (১৩৮৭)।

সুভাষচন্দ্র ঘোষ: ছদ্মনাম: চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। বিহার প্রবাসী বাঙ্গালী ব্যবহার-জীবী। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: শ্যাম বাঙ্গ, ইষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড, বারোয়ারী বিবি, ঈশ্বরের আবাস, পূর্বাভাষ, যুগস্বাক্ষর, স্বর্ণাঙ্কুর, রোটারিয়ান প্রভৃতি।

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিবাস: ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বদেশ ও শিল্প (সমালোচনা), শ্রীমতী যে ডাকে (উপন্যাস)।

সুভাষচন্দ্র পাল। ছদ্মনাম: ইন্দ্রনীল, রত্নাকর, সুলেখা সরকার। প্রকাশিত কাব্য: আমার শব্দের পাখীরা, দর্পণে প্রতিবিম্ব, একের ভিতরে অনেক, আলো চাই ইত্যাদি।

সুভাষচন্দ্র বসু, নেতাজী (২৩।১।১৮৯৭—১৮।৮।১৯৪৫ ?) জন্ম: উড়িষ্যার কটক শহরে পিতার কর্মক্ষেত্রে। আদি নিবাস: কোদালিয়া, ২৪ পরগণা। জাপানে তাই-হোকু বিমান বন্দরে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে প্রচারিত। পিতা: সরকারী উকিল রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু, মাতা: প্রভাবতী, অগ্রজ: স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসু। কটক প্রোটেষ্ট্যান্ট ইউ-রোপীয় স্কুলে পড়ার পর (১৯০২-০৮) র্যাভেন্স্য কলেজিয়েট স্কুল থেকে ২য় স্থান অধিকার করে প্রবেশিকা (১৯১৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ. পাশ প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠকালে ভারতবিদ্বেষী ওটেন সাহেবকে প্রহার করায় কলেজ থেকে বিতাড়িত। স্যর আশুতোষের চেষ্টায় স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনে ১ম শ্রেণীর অনার্স সহ ২য় স্থান অধিকার করে বি. এ. উত্তীর্ণ (১৯১৯)। কিছুকাল এম্. এ. পড়ার পর অভিভাবকদের ইচ্ছায় আই. সি. এস্ পড়ার জন্যে ইংলণ্ড গমন (১৯১৯) ও মাত্র ছ' মাস পরে ৪র্থ স্থান অধিকার করে আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২০)। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মরাল সায়েন্সে ট্রাইপোজ প্রাপ্ত। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সিভিল সার্ভিসের চাকরি ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত ও গান্ধীজীর পরামর্শে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রচারাধ্যক্ষ। বিপ্লবীদের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত। কারাদণ্ডিত (১৯২১)। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও প্রধান কর্তা

(১৯২৪)। অডিনান্স বলে গ্রেপ্তার ও মান্দালয় জেলে বন্দী (১৯২৪-২৭), বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি (১৯২৯), লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় পুনরায় কারারুদ্ধ (১৯৩০), কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত (১৯৩০), পুনরায় কারারুদ্ধ হওয়ার পর অসুস্থতার জন্য বিদেশে চিকিৎসার্থে প্রেরিত। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ফলে গ্রেপ্তার (১৯৩৬) ও এক বৎসর কারারুদ্ধ। হরিপুরা কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত (১৯৩৯)। পূর্ণ স্ব-রাজের দাবীতে কংগ্রেসের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ (এপ্রিল—১৯৩৯): মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী—ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন কালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক দেশ গৌরব উপাধি প্রদান করে দেশের নেতৃপদে বৃত। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন (মে ১৯৩৯)। কংগ্রেস থেকে তিন বৎসরের জন্যে বহিষ্কৃত। বিহারের রামগড়ে সমঝোতা বিরোধী সম্মেলনের সভাপতি (১৯৪০) ও গ্রেপ্তার। কারাগারে অনশন করায় মুক্তিলাভ (ডিসেম্বর ১৯৪০), স্বগৃহে নজরবন্দী থাকাকালীন গোপনে দেশত্যাগ (২৬।১।১৯৪১)। কাবুলের মধ্য দিয়ে রাশিয়া গমন ও পরে জার্মানীতে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন। সমুদ্রপথে সিঙ্গাপুর আগমন (২।৭।১৯৪৩)। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সংগঠিত জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে নেতাজী আখ্যায় ভূষিত। আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রতিষ্ঠা (২১।১০।১৯৪৩)। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার, রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ্ সরকারের হেড কোয়ার্টার স্থাপন। ইম্ফল অবরোধ—ইম্ফল ও কোহিমার পথে দুটি ঘাঁটি দখল (১৮।৩।১৯৪৪)। জাপানের পরাজয় ঘটায় (১৯৪৫) সৈন্য অপসারণ। আজাদ হিন্দ্ সরকারের বিলোপ। টোকিও প্রত্যাবর্তন কালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: তরুণের স্বপ্ন, নূতনের সন্ধানে (১৩৩৭), An Indian Pilgrim, (আত্মজীবনী), Indian Struggle (১৯২০-২৪)। সম্পাদক: Swadeshi and Boycott (১৯৩১), বাংলার কথা (১৯২২), Forword Block (পত্রিকা—১৯৩৯)।

সুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯০৯—) বি. এ। প্রকাশিত গ্রন্থ: দত্ত বংশের মেয়ে।

সুভাষ চৌধুরী। সম্পাদিত গ্রন্থ: সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুভাষ দে (৯।৭।১৯৫৩—) জন্ম: নওপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। রেলকর্মী। নিবাস: ১।১৪৯, যতীন দাস নগর, কলিকাতা-৫৬। বঙ্গরত্ন পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৯৭৪)। প্রকাশিত কাব্য: গতিবৃত্ত (১৯৭৭)।

(ডঃ) সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮।৮।১৯৩৭ —) এম্. এ. পি. এইচ. ডি.। ছদ্মনাম: মেঘনাদ। নিবাস: ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব ও বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। সাংবাদিক। বাঙ্গালা সাহিত্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেকটর পশ্চিমবঙ্গ রিসার্চ ইনস্টিটিউট্ অফ্ ফোক্ কালচার-এর যুগ্ম সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে কানাডার ইউনিপেস শহরে ইউনিভার্সিটি অফ্ মানিটোবায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ আন্তর্জাতিক ধর্ম-ইতিহাস সম্মেলনে যোগদান করে বাঙ্গালার

লোক-ধর্মে বৌদ্ধধর্মেয় প্রভাব সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক হিসাবে কানাডা, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বহু বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন (১৯৮০)। পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য গ্রন্থের জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিপ্রাপ্ত। অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লোক-সংস্কৃতির চর্চা (আশুতোষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান, বাংলা নাটকে লৌকিক উপাদান, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও লোক সংস্কৃতি, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য : উৎস ও অভিপ্রায়, এবং এখানে জন্ম (কাব্য)।

সুভাষ ভট্টাচার্য (২৮।৯।১৯৩৯—) জন্ম : বরিশাল, বাংলাদেশ। পৈতৃক নিবাস : ২৩৭, অশোক গড়, কলিকাতা-৩৫। বর্তমান নিবাস : কাটোয়া, বর্ধমান। পিতা : হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, মাতা : শৈল, পত্নী : উর্মিলা। কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল (১৯৫৫), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৫৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ. (১৯৬৬)। কাটোয়া কলেজের অধ্যাপক। বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্মান, স্পেন, ইতালী ইত্যাদি ভাষায় ব্যুৎপন্ন। দেশ, প্রতিক্ষণ, আনন্দ বাজার প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান (১৯৮৪)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৩।২।১৯১৯—) বি. এ. (ক. বি.)। ছদ্মনাম : সুবচনী। জন্ম : কৃষ্ণনগর, নদীয়া। নিবাস : ৫-বি, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-২৯। পত্নী : গীতা। ১৪ বৎসর বয়স থেকে কবিতা রচনায় ব্যাপৃত। সত্যভামা স্কুলের পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট্ পার্টির সভ্য। বামপন্থী আন্দোলনের জন্য আড়াই বৎসর কারাদণ্ডিত (১৯৪৮-৫০)। সাহিত্য একাডেমি, বিশ্বভারতী ও অল্ ইণ্ডিয়া প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স ইউনিয়নের সভ্য। আফ্রো-এসিয় লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। বহির্ভারতে বহুদেশ ভ্রমণকারী। 'যত দূরেই যাই' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। সম্পাদক : মাসিক পরিচয়। সহ-সম্পাদক : জনযুদ্ধ (সাপ্তাহিক), দৈনিক স্বাধীনতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : পদাতিক (১৯৪০), ছেলে গেছে চলে, অগ্নি কোণ (১৯৪৮), চিত্রকূট (১৯৪৯), ভূতের বেগার, এক ভাই (১৯৭০), যতই দূরে যাই, কাল মধুমাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৫৭) প্রভৃতি। ইতিহাস : বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৫৩), দেশ-বিদেশের রূপকথা, কথার কথা। ভ্রমণ : অমর বাঙ্লা (১৯৫১)। অনুবাদ : রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ, কত ক্ষুধা, নাজিম হিকমতের কবিতা। উপন্যাস : হাংরাস, অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ।

সুভাষ সমাজদার (১।২।১৯২৮—) ছদ্মনাম : অধিরথ, আবুল ফজল, সমীক গুপ্ত। জন্ম : কুষ্ঠিয়া, বাংলাদেশ। আদি নিবাস : বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর। বর্তমান নিবাস : সরসুনা, বেহালা, কলিকাতা। আবগারী বিভাগের কর্মী (১৯৫১-৫৮), গ্রন্থাগারেয় কর্মী। নেহেরু পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : কোরিয়ার গণযুদ্ধ, আবার জীবন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, ঢেউ কথা কয়, গ্রামের দীঘি, ঝড় জানে অরণ্য কে, অন্য এক বাধা, হারেমের নায়িকা, মোগল হারেম,

আবগারী দারোগার ডায়েরী, ক্রীতদাসীর হাট, বাণিজ্যে বাঙ্গালী : সেকাল ও এ-কাল।

সুভাষ সরকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : বুদ্ধ-বিকাশ (বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে কাব্য—১৯৮৩)।

সুভাষ সিংহ। নিবাস : ৬।১, শহীদ নগর, হালতু, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত উপন্যাস : পিঞ্জর।

সুভ্রাংশু গুপ্ত। নিবাস : দমদম। সাং-বাদিক। প্রকাশিত উপন্যাস : মহাকরণ, অনুপ্রবেশ।

সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় (৪।১।১৯৪৯—) জন্ম : হুগলী জেলার উত্তর পাড়ায় মাতুলা-লয়ে। পিতা : মৃণালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মাতা : মুকুলমালা। উত্তরপাড়া সরকারী বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল, রাজা প্যারী-মোহন কলেজ থেকে আই. এস্. সি, পরে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি, এ. পাশ। এম্. এ. পড়া অসম্পূর্ণ। উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের শিক্ষক, সাপ্তাহিক ও মাসিক বসুমতী, দৈনিক বসুমতী ও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ কবিতা ফিচার প্রকাশিত। প্রথম রচনা 'সত্যি প্রেমের গল্প' আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (৯।৭।১৯৭৩)। আকাশবাণীর গীতিকার। রিষড়া প্রেম-মন্দির থেকে প্রকাশিত 'প্রেম প্রবাহ' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৩), কৈলাস আয়োজিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত পুরস্কার (১৯৮২), ক্যাল-কাটা জুনিয়র চেম্বার আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার (১৯৬৮) এবং লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রেডিও মস্কো আয়োজিত প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অতি-রিক্ত পুরস্কার (১৯৭০) প্রাপ্ত। 'সম্পাদিত পত্রিকা :' প্রান্তিক (২য় সংখ্যা), পদাতিক (সেপ্টেম্বর ১৯৮৩—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : অদ্বিতীয় ছোট কাকা (ছোটদের হাসির নাটক—১৯৬৯); হে অনন্ত পুণ্য (তারানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী—১৯৮২)।

সুমথনাথ ঘোষ (১।৯।১৯১২—১০।৪ ১৯৮৪/২৭।১২।১৩৯০) জন্ম : ঢাকুরিয়া, কলিকাতা, মৃত্যু : কলিকাতায় সুইন হো ষ্ট্রীটের বাসভবনে। নিবাস : ১, ডাঃ নগেন্দ্র নাথ ঘোষ লেন, কলিকাতা-৪। পিতা : হরিনাথ ঘোষ, মাতা : মহিমবালা। জগবন্ধু ইন্‌স্টিটিউসন ও আশুতোষ কলেজের ছাত্র। মিত্র ও ঘোষ প্রকাশন সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। খ্যাতনামা কথা সাহিত্যিক। গল্প উপন্যাস ও শিশুসাহিত্য মিলে শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। প্রথম গল্প 'বক্ষ্যমান' মাসিক যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯৩৬), প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঁকা স্রোত (উপন্যাস-১৯৪৫), ছায়া সঙ্গিনী, সুদূরের পিয়াসী (ছোট গল্প ১৯৪১), সর্বংসহা (১৯৪৫), প্রহরী (১৯৪১), জয় ও জয়ন্তী (উপ—১৯৫৩), জটিলতা, অহল্যার স্বর্গ, মহানদী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ (জীবনী), রোশনাই (উপন্যাস—১৩৭০), পরপূর্বা (উপ), ছোটদের বিশ্ব সাহিত্য, ডেভিড্ কপার-ফিলড্, বিজ্ঞানের শেষ বিস্ময়, সুইস ফ্যামিলি, রবিনশন, বৈজ্ঞানিক অভিযান, বিশ্ব নাট্যের গল্প, থি্ মাস্‌কেটিয়ার্স, বাংলার টার্জন, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, কিড্‌ন্যাপ.ড্, কেলিনওয়ার্থ, পূর্ববঙ্গের রূপকথা, মরণ গোলাপ, উত্তর বাহিনী (শেষ উপন্যাস), কিশোর গ্রন্থাবলী প্রভৃতি। সম্পাদক : কথা সাহিত্য (গজেন্দ্রনাথ মিত্র সহ—১৯৪৯—) সাপ্তাহিক বিজয় (ঐ ১৯৩০)।

সুমন মিশ্র (১৩।২।১৯৫০—) জন্ম : তমলুক, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ। পৈতৃক নিবাস : খামারচক, নীলকুঠ্যা, তমলুক, মেদিনীপুর। পিতা : তারাপদ মিশ্র, মাতা : অপরাজিতা। টুল্যা শীতলা মডেল হাইস্কুল থেকে একাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ। জব্বলপুরে রানী দুর্গাবতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. (১৯৭৪)। হোমিওপ্যাথিতে ডি. এইচ্. এম্. এস্। মধ্যপ্রদেশ বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী। শ্রী-অরবিন্দ হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিকের অন্যতম অবৈতনিক চিকিৎসক। সাতপুরা (জব্বল-পুর), নীল নির্জন (কলিকাতা), পুরোধা (পণ্ডিচেরী), সন্দীপ (২৪ পরগণা), বর-রুচি (তমলুক), সবুজ (২৪ পরগণা), গল্প কথিকা (কলিকাতা), প্রতিশ্রুতি (ঐ), বোম্বাই বিচিত্রা (বোম্বে), সবুজ সংকেত (মেদিনীপুর) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। 'হে অরণ্য হে নির্বাসন' কবিতা সংকলনে কবিতা সংকলিত। সাপ্তাহিক প্রতিশ্রুতি (কলিকাতা) আয়োজিত আশা-লতা রায় স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতায় ও সবুজ অবুঝ পত্রিকা আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত। সম্পাদিত পত্রিকা : ষাণ্মাসিক যাত্রী (২ বৎসর), আস্পৃহা (১৯৭৫-৭৬)। প্রকাশিত কাব্য : কুমারী কালের গর্ভে (১৩৮০)।

সুমন্ত সোম। প্রকাশিত নাটক : জয় বাংলার মুক্তিফৌজ।

সুরঙ্গিণী সর্বাধিকারী (১৯শ শতাব্দী)। স্বামী : প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : তারাচরিত (ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা ১৮৭৫)।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামমোহন (জীবনী), ভারতবর্ষ ও ইসলাম। সুরতকুমারী দেবী। প্রকাশিত কাব্য : ব্যথার বাণী (১৩৩৭)।

সুরথ চন্দ্র বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : ধাত্রী সহচর (১৩২১), রোগী পরীক্ষা, কলেরা শিক্ষা।

সুরপতি ঘোষ (১৯১৭—) : জন্ম : করঞ্জলী, দঃ ২৪ পরগণা (পৈতৃক নিবাস) বর্তমান নিবাস : পি ৫৯৭, কেয়াতলা, কলিকাতা-২৯। পিতা : গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মাতা : হেমনলিনী দেবী, স্ত্রী : শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ (লেখিকা, প্রকাশিত গ্রন্থ : ঠাকুরমার চুপড়ি)। করঞ্জলি বি. কে. ইন্‌ষ্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৬০)। এবং সিটি কলেজ থেকে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। অ্যালোপ্যাথি ঔষধ ব্যবসায়ী, রোটারি ক্লাব (জোকা)-এর চার্টার প্রেসিডেন্ট, ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সুবক্তা। প্রবাসী, ও ভারত জ্যোতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। ভারত জ্যোতি পত্রিকার সম্পাদক(—দুই বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শিকার সন্ধানে, কেরাণী বাড়ী, Cabinet House, ছায়া ও কায়া, Shsdow and Shape, নিয়তি, মুক্তি, তৃষ্ণা, স্বয়ম্বর, হারজিৎ, আশা, নির্বাণ। সংকলিত পুস্তক : ঢেউয়ের রাজা, ষ্ট্যালীনগ্রাদের লড়াই। Articles : Scrutiny (Part I and II)।

সুরবালা ঘোষ (১৮৬৭ ?—১৯৩৩) পিতা : নীলমণি দে, স্বামী : অতুল চন্দ্র ঘোষ, শ্বশুর : সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পুত্র : সাহিত্যিক মন্মথনাথ ঘোষ। বিদুষী কবি ও চারুশিল্পনিপুণা। প্রকাশিত কাব্য : মথুরা (মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে পুত্র মন্মথনাথ কর্তৃক প্রকাশিত —১৩৪০)।

স্বরবালা দত্ত। যুগ্ম সম্পাদিকা : মাসিক মাতৃমন্দির (১৩৩০-৩৪)।

স্বরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩—১৯৪৩) জন্ম : মালখানগর, ঢাকা। পিতা : বিক্রমপুরের উকিল উমেশচন্দ্র বসু। স্বামী : ময়মনসিংহের বিখ্যাত উকিল চন্দ্রকান্ত ঘোষের পুত্র রায়বাহাদুর নিশিকান্ত ঘোষ। গ্রামের বিদ্যালয়ে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণা। স্বামীর আগ্রহে ও যত্নে কলিকাতায় "পূর্ববঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা কমিটি"র তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ পরীক্ষায় স্বর্ণপদক সহ প্রথম স্থানের অধিকারিণী। কবি। স্বামীর রচিত অশ্রু কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি কবিতা সংকলিত। রবীন্দ্র যুগে রবীন্দ্র প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও কবি হিসাবে স্বতন্ত্রতার অধিকারিণী। প্রকাশিত কাব্য : সঙ্গিনী (১৯০১), রঙ্গিনী (১৯০৩)।

স্বরাইয়া খানম। বাংলাদেশবাসিনী, বর্তমানে আমেরিকাবাসিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাচের শব্দ (১৯৭৭)।

(ডাঃ) স্বরাইয়া হোসেন (১৯৪০—) এন্. ডি. (বার্ণ), এম্. এম্. সি. (এডিনবরা) ডি. পি. এইচ্ (সেন্ট, এনড্রুজ)। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গর্ভবতী মা ও শিশুর কথা (১৯৭৭)।

স্বরুচিবালা রায় (১১।৭।১৩০৩—)। জন্ম : শিলং, আসাম (বর্তমানে মেঘালয়)। পিতা : শ্রীহট্টের ইচাকুটা নিবাসী রায়সাহেব রমনচন্দ্র বিশ্বাস। স্বামী হাইকোর্টের এড্ভোকেট গৌরসুন্দর রায়। ব্রহ্মদেশবাসিনী (১৯২৫-৪২)। রেঙ্গুনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রী (১৯৩৯)। কল্লোল যুগের খ্যাতনাম্নী লেখিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : মর্মস্মৃতি (গল্প-১৯১৯), আহুতি (উপন্যাস), ঝরাপাতা (ঐ), মীরা (ঐ)।

স্বরূপা দেবী। ইন্দিরা দেবী দ্রষ্টব্য (১ম খণ্ড)।

স্বরেন নিয়োগী (২।১০।১৯০০/১৭।৬ ১৩০৭—১৬।১২।১৯৮৩/২৮।৪।১৩৯০) জন্ম : বেড়াবুচিনা, টাঙ্গাইল, অধুনা বাংলাদেশ, মৃত্যু : কলিকাতায় রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে। নিবাস : বিধান সরণি, কলিকাতা। পিতা: হরিদাস নিয়োগী, মাতা : প্রিয়ম্বদা। বাংলাদেশের সন্তোষ জাহ্নবী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে বিহার ন্যাশন্যাল কলেজে পড়াশুনা। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১২ বৎসর কারাদণ্ডিত। চিরকুমার। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের একান্ত সচিব। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। মাসিক সংহতি পত্রিকার সম্পাদক (৫০ বৎসর)। সংকল্প, সংহতি মুক্তি, তরুণ শক্তি প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। রবিবাসরের সদস্য, পূর্ণিমা মিলনের সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলার দাতা কর্ণ (হরেন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী—১৯৬৩), কামাল আতাতুর্ক (১৯৩৫), বাংলায় বাংলার বিপত্তি (১৯৩৩), সাবান প্রস্তুতের প্রণালী।

স্বরেন্দ্র কুমার। জন্ম : শ্রীহট্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ : শাহ্‌জাহানের মাটি।

স্বরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক ঘরের কথা (১৩৩৪-৩৬)।

স্বরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী) রবীন্দ্র প্রভাবিত কবি। প্রকাশিত কাব্য : ঝঙ্কার (১২৯০)।

স্বরেন্দ্র চক্রবর্তী (২।৩।১৮৮৬—২৩।৪ ১৯৩৯) জন্ম : লক্ষ্মীপাশা. শ্রীহট্ট, মৃত্যু : তারাপুর, শিলচর। নিবাস : তারাপুর, শিলচর-৩, কাছাড়, আসাম। পিতা :

রামরুদ্র চক্রবর্তী, মাতা: ঈশ্বরী দেবী। শিলচর সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এন্‌ট্রান্স (১৯০৬), ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে এফ. এ. (১৯০৮), কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. (১৯১০) উত্তীর্ণ। হবিগঞ্জে স্কুল সমূহের উপ-পরিদর্শক, পরে শ্রীহট্টে রাজা গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলের শিক্ষক শিলচর নরসিং এফ. ই. স্কুলের শিক্ষক পরে (হাইস্কুলে উন্নীত) প্রধান শিক্ষক (১৯১২-৩৯)। শিলচরের আঞ্চলিক জীবন অবলম্বনে উপন্যাস রচয়িতা। নদীয়া ধর্মসভা কর্তৃক সাহিত্য সরস্বতী ও বিদ্যাবিনোদ উপাধি দ্বারা সম্মানিত (১৯৩৩)। সুরমা সপ্তক ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। স্নেহের বাঁধন উপন্যাসটি আসামের তৎকালীন ডি. পি. আই কর্তৃক পুরস্কৃত। শিক্ষা সেবক সঙ্ঘের সদস্য। সম্পাদিত পত্রিকা: শিক্ষা সেবক (১৩৩২-৪৯)। প্রকাশিত উপন্যাস: স্নেহের বাঁধন (১৩৩১), অশ্রুমালিনী (১৩৩২)।

সুরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, কুমার। জন্ম: স্বাধীন ত্রিপুরার রাজবংশে। সম্পাদক: মাসিক বঙ্গভাষা (১৩৮৩) প্রকাশিত গ্রন্থ: আভাস (প্রবন্ধ—১৩০৯)।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু। ছদ্মনাম: ভিখারী নিরানন্দ। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ: যুগল মিলন (১১৯৯), শ্মশানে মিলন (১৩১৪), ভাগ্যলেখা বা লালা গোলকচাঁদ (উপন্যাস—১৩২৮)।

সুরেন্দ্র চন্দ্র সাহা। সম্পাদক: মাসিক উৎসাহ (১৩০৫—০৬)।

সুরেন্দ্রনাথ কর (২২।৩।১৮৮৯—১১।১১ ১৯২৩) উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকায় গিয়ে পাঞ্জাবী কৃষক অধ্যুষিত গদর পার্টির নেতা। মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী থেকে অস্ত্র আমদানীর পরিকল্পনার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তিলাভের পর পুনরায় বৈপ্লবিক কার্যে নিযুক্ত। বিশ্বযুদ্ধের পরে বার্লিনে এসে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যুক্ত। ক্ষয়রোগে মৃত্যু। সম্পাদক: স্বাধীন হিন্দুস্থান।

সুরেন্দ্রনাথ কর। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ: ঘাসের চাপড়া (১৩৩৭)।

সুরেন্দ্রনাথ কুমার। জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। ফরাসী, ল্যাটিন, সংস্কৃত, পালি, ফার্সী, আরবী, গ্রীক, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালীয়, ডাচ, রাশিয়ান প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রধান পুস্তক তালিকা প্রণেতা (১৯০৪), এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৯০৭—১৩) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুপারিন্‌টেনডেণ্ট (১৯১৩-৪৮) বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেবদত্ত (বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে অনুবাদ), Sen Dynasty,

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৫৪) নিবাস: ভাগলপুর, বিহার। শরৎচন্দ্রের মাতুল। ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকার লেখক। বারোয়ারী উপন্যাসের অন্যতম লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: বৈরাগ্য যোগ, স্মৃতির আলো (১৯২৮), মৃগতৃষ্ণা (১৯৩১), পূর্বরাগ (১৯৩৪)। স্মৃতিচারণ; শরৎ স্মৃতি।

সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সম্পাদক: সেবক (১৩২১-২৫), পরিচয় (১৩২২)।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম: ভজনঘাট, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্নেহময়ী।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। সম্পাদক:

জ্ঞানদায়িনী (দক্ষিণ সিঁথি—১৩০৮) প্রকাশিত গ্রন্থ: পুষ্পাঞ্জলি (কাব্য-১৩২২), পরিচয় (১৩২১)।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (?—৩।১।১৯৭৭) মৃত্যু: কলিকাতায়। কলিকাতার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক এসোসিয়েসনের সভাপতি। স্বাধীনতা সংগ্রামী, অকৃতদার। সম্পাদিত পত্রিকা: ব্যবসা ও বাণিজ্য।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। জন্ম: তেরকোণা, বর্ধমান। পিতা: জগদ্বন্ধু ঘোষ। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রাসবিহারী ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর। প্রকাশিত গ্রন্থ: দাদার কথা (রাসবিহারী ঘোষের জীবনী), নিরঞ্জন।

সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৮৭৯—?) এম্. এ. জন্ম: মহিষমারী গ্রাম, ঢাকা। কুচ বিহার কলেজের ছাত্র। স্বর্ণপদক প্রাপ্ত (১৯০২)। সরকারী সেক্রেটারিয়েট বিভাগের কর্মী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম সম্পাদক। অবসর প্রাপ্ত (১৯৩৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিবশক্তি মলম, সতী গীতিকা।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৬।৭।১৮৭২—৩।৫ ১৯৪০) জন্ম: পিতার কর্মস্থলে পুণায়। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের সন্তান। পিতা: সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা: জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পিতামহ: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেণ্ট্ জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. পাশ (১৮৯৩)। জীবন-বীমা ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন (১৯০৮—০৯)। ওকাকুরা ও নিবেদিতার শিষ্যস্থানীয়। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ব্যারিষ্টার পি. মিত্রের সভাপতিত্বে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সক্রিয় সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ। বোম্বাই-এ ধর্মঘটী রেল-শ্রমিকদের সহযোগী। সমবায়, বীমা ও ব্যাংকিং আন্দোলনের পথিকৃৎ। অম্বিকা উকীলের সহযোগিতায় 'হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স কোং' এর প্রতিষ্ঠাতা, দরিদ্র ক্ষেত-মজুরের উন্নতির জন্য শিলাইদহে কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের রচনার ইংরাজীতে অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাট, ভূষিমাল ও আখমাড়াই কলের ব্যবসায় নিযুক্ত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কালে গগনেন্দ্রনাথের সহযোগে কুষ্টিয়াতে রবীন্দ্রনাথের বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সহায়ক। সবুজপত্র ও সাধনা পত্রিকার লেখক। মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা রূপ লেখক (রবীন্দ্রনাথের কুরুপাণ্ডবের পূর্বরূপ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বসন্ত প্রাতের সকুরা পুষ্প (জাপানী গল্পের অনুবাদ—১৯০৮), বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ।

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্পাদক: সরণী (১৩২৫-২৬)।

(ডঃ) সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৭—১৮। ১২।১৯৫২) জন্ম: কুষ্টিয়া, নদীয়া। পৈত্রিক নিবাস: গৈলা গ্রাম, বরিশাল। পিতা: কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। পিতা কৃষ্ণনগরে বদলি হলে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১ম বিভাগে এন্‌ট্রান্স পাশ, গৈলায় চতুষ্পাঠীতে পঞ্জী ও টীকা সহ কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন। পুনরায় কৃষ্ণনগর থেকে এফ্. এ. পাশ। এক বৎসর বি. এ. ফেল করার পর সংস্কৃতে অনার্স ও নিস্তারিণী পদক সহ বি. এ পাশ। সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃতে এম্. এ. উত্তীর্ণ,—দর্শনে এম্. এ. পাশ (১৯১০)। ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানি, ইতালীয়, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত। রাজশাহী কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক, কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার (১৯২০-২২), চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল, প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. (১৯২০), কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল্ (১৯২২), রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. (১৯৩৯), উপাধিপ্রাপ্ত। অবসর গ্রহণ করে বিদেশ ভ্রমণকারী (১৯৪৫), লক্ষ্ণৌবাসী (১৯৫০)। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লণ্ডনে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে ভারতের প্রতি-নিধি (১৯৩৬), ইউরোপ ও ভারতের প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক দর্শন কংগ্রেসে রাশিয়ায় (১৯২৫) ও আমেরিকায় (১৯২৬) ভারতের প্রতিনিধি। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে দর্শন শাখার সভাপতি (মাজু ১৩৩৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ : দার্শনিকী, তত্ত্ব-কথা, ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, বাঙ্গালার দুইখানি গ্রন্থ, প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা, রবি দীপিকা, নিবেদন (কাব্য— ১৯১১), ক্ষণলেখা (কাব্য), বিজয়িনী (ঐ), চারণী (ঐ), চারণ (ঐ), অধ্যাপক (উপন্যাস), আয়ুর্বেদ, সাহিত্য পরিচয়, কাব্য পরিচয়, কাব্য বিচার, Yoga Philo sophy in relation to other systems of Indian Thought (ক. বি.), Yoga Philosophy and Religion (লণ্ডন), Hindu Mysticisms (ঐ), Indian Idealism (ঐ), Philosophical Essays (কলি), Implication of Realism in Vedanta, Logic of the Vedanta, The Concept of Nirvana, The Dogmas of Indian Philosophy, Cross and Buddhism, The Religion of Mind and Body in Yoga, A History of Indian Philosphy ৫ খণ্ড (কেমব্রিজ), Heritage of India, Indian Philosophy (অকস্‌ফোর্ড) A study of Patanjali (কলি), Rabindra nath : The Poet and Philosopher প্রভৃতি।

সুরেন্দ্রনাথ দাস (১৮৮৩ ?—৮।৬।১৯৭৬) জন্ম ও মৃত্যু : মেদিনীপুর। প্রথম জীবনে আইন ব্যবসায়ী। অসহযোগ আন্দোলনে আইন ব্যবসা ত্যাগ করে লবন আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের ফলে কারাদণ্ডিত (১৯৩০)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গান্ধী চরিতামৃত।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দ) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : জয়দ্রথ বধ (১৮৮৪), গুইকোয়ারের বিলাপ (গীতি-নাট্য)।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৯— ১৯৬৭) জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস : বাকুলিয়া, হুগলী, মৃত্যু : হাওড়া শহরে। নিবাস : ১, হালদার পাড়া লেন, হাওড়া। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। আই. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন। কলি-কাতায় পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অফিসের কর্মী। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : মোগল পাঠান (১৯৪৬,—দানীবাবুর প্রযোজনায় মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত) কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ (১৯১৮), হিন্দুবীর (১৯১৯), কলির সমুদ্র মন্থন (১৯৩১,— অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রযোজনায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত), সরমা (১৯৩৪,— শিশির ভাদুড়ীর প্রযোজনায় নব নাট্যমন্দিরে অভিনীত), শের শা (১৩২২)।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক :

হিন্দুরঞ্জন (কাঁথি হরিসভা থেকে প্রকাশিত), বিজলী হিতৈষী।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬ ?—২৩।২।১৯৭২) জন্ম: বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পিতা: সঙ্গীতজ্ঞ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই অগ্রজ রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বরের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা। বিভিন্ন সময়ে বর্ধমানের রাজদরবারে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত সভায়, আদি ব্রাহ্ম সমাজে ও প্রমোদা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গীত সম্মিলনী'তে গায়ক নিযুক্ত। সেতার ও এস্রাজ বাদনে দক্ষ। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের স্বরলিপি প্রস্তুত কারক। সঙ্গীত রত্নাকর ও পদ্মশ্রী উপাধি প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিষ্ণুপুর।

সুরেন্দ্রনাথ বাবু (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত প্রহসন: কর্মকর্তা (১২৮৮)।

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৪—) জন্ম: বাটাজোড়, বরিশাল। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বেদান্ত দর্শন (১৯৩১)। Essential Sanskrit Grammar (১৯৫৭)।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (২৫।১১।১২৪৪/১৮৩৮—৩।১।১২৮৫/১৮৭৮)। জন্ম: ভৈরব নদের তীরবর্তী জগন্নাথপুর; যশোর। পিতা: প্রসন্ননাথ মজুমদার। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত। সাত বৎসর বয়সে পিতৃহীন। ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউসন ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর (১২৫৫) ছাত্র। ২৯ বৎসর বয়সে বিবাহিত (১২৬৫) পত্নীর মৃত্যু (১২৬৭)। সুরা ও বারাঙ্গনা সহ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন। দ্বিতীয়বার বিবাহ (১২৬৯)। দ্বিতীয়া পত্নী বিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর ভগিনী বীরেন্দ্র বন্দিনী। মাতার সঙ্গে কলিকাতাবাসী। ঠাকুর বাড়ীর এষ্টেটের কর্মচারী। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অবসান। অপস্মার রোগে আক্রান্ত। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মুঙ্গেরবাসী (১২৭৮)। মহিলা কাব্য রচনার সূচনা। বিবধার্থ সংগ্রহ, প্রদীপ, সমীরণ, চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও নলিনী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রেষ্ঠ রচনা: মাতা, জায়া ও পত্নীরূপে নারী বন্দনামূলক কাব্য 'মহিলা'। কাব্যে, পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা ও কবিত্বের সম্মিলন ঘটেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ঋতুবর্ণন (১৮৫৬), সবিতা সুদর্শন (১৮৭০), বর্ষবর্তন (১৮৭২), মহিলা ১ম (১৮৮০) মৃত্যুর পরে প্রকাশিত), মহিলা ২য় (১৮৮৩) অনুবাদ: রাজস্থানের ইতিবৃত্ত ৫ ভাগ (১৮৭২-৭৩)। প্রবন্ধ: বিশ্বরহস্য (১৮৭৭)। ঐতিহাসিক নাটক: হামির (১৮৮১, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বাহাদুর (১৮৬৫-১৯৩১)। জন্ম: পাকুড়িয়া, পাবনা। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৮৮) পাশ করে বি. সি. এস. পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে ডেপুটি কালেক্টর ও পরে ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের ডেপুটি কমিশনার। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সেবক খেয়াল, টপ ও কীর্তনাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী। শেষ জীবনে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী। হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে পুস্তিকা ও আইনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ লেখক। ছোট গল্প রচনায় পারদর্শী। সকৌতুক ব্যঙ্গ প্রধান ষ্টাইলের জন্য ছোট গল্পগুলি বিশিষ্ট। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ: ছোট ছোট গল্প (১৯১৫), কর্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প (১৯১৬), আনন্দ পর্যটন, পূজার আসর প্রভৃতি।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: জগজ্জ্যোতি

নূরজাহান (বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ১৮৮২)।

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক: মাসিক সমাজদর্পণ (১৩১০)।

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৭-১৯১৪)। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: প্রেমানন্দ ভারতী। জন্ম: কলিকাতায়। সন্ন্যাসী। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা গমন। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ, The Days' News, Light of Asia.

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৮১—১৯৪৫/১৩৫১) ছদ্মনাম: সুরেশ্বর শর্মা। জন্ম: কাশীতে, মৃত্যু: লক্ষ্ণৌ, উত্তরপ্রদেশ। প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষাব্রতী—কবি, সাহিত্যিক—অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: শতপর্ণী (১৯৩৭), ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা (অনুবাদ—১৮৩৯), পর্ণজা (গদ্য/কবিতা—১৯৩৭), অন্তঃসলিলা (১৯৩৮), জাপানী ঝিনুক (১৯৩৯), জোনাকী (১৯৩৯), উপলা (১৯৪০), খোয়াই ইত্যাদি। গল্প: ঝরা পালক (১৯৩৭)। প্রবন্ধ: বিচিত্রা (১৯৪১)।

সুরেন্দ্রনাথ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাবিত্রী সত্যবান (১৩২১), নারীলিপি, কুললক্ষ্মী, শৈব্যা, পদ্মিনী, শর্মিষ্ঠা, বিধির মিলন, মাতৃমঙ্গল, গ্রন্থিবন্ধন, ইন্দুপ্রভা, পরিণয়, সতীধর্ম, নারীর স্বর্গ, রূপের ফাঁদ (নাটক—১৩২২), মুকুরে মুস্কিল (নাটক—১৩২২), স্মৃতি মন্দির, সমর্পণ।

সুরেন্দ্রনাথ সামন্ত (৩।২।১৩২৭ বঙ্গাব্দ—) জন্ম: সিদ্ধেশ্বর গ্রাম, হাওড়া। পিতা: নগেন্দ্রনাথ সামন্ত। ১৬ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে লেখাপড়ায় ছেদ। দাদামহাশয়ের মিষ্টান্নের দোকানে কাজ করে টাইপ রাইটিং ও ষ্টেনোগ্রাফি শিক্ষা করে লিভার ব্রাদার্সের অফিসে টাইপিষ্ট এর চাকুরি প্রাপ্ত। ১৯৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কবিতা লেখক।

(ডঃ) সুরেন্দ্রনাথ সেন (২৯।৭।১৮৯০—১৯৬২) ছদ্মনাম: গুরুধন। জন্ম: মাহিলাড়া, বরিশাল। পিতা: মথুরানাথ সেন। বাটাজোড় হাই ইংলিশ স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৯০৬), ব্রজমোহন কলেজ থেকে ৩য় বিভাগে এফ্. এ. পাশ (১৯০৮)। ব্রজমোহন স্কুলে তিন বৎসর শিক্ষকতার পর পুনরায় পাঠারম্ভ। অনার্স সহ বি. এ. ও ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে এম্. এ. (১৯১৫)। এক বৎসর বলবীর জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর গৃহশিক্ষক; জব্বলপুর কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক (১৯১৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্চারার (১৯১৭-৩১) ও আশুতোষ অধ্যাপক (১৯৩১-৩৯)। দিল্লীতে ন্যাশন্যাল আর্কাইব্স্-এ ইম্পিরিয়াল রেকর্ড বিভাগের কর্মী (১৯৪০-৪৯), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৪৯-৫০), দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (১৯৫০) ও ভাইস্ চ্যান্সেলর (১৯৫০-৫৩)। পুনা ভারত ইতিহাস সংশোধন মণ্ডল, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেস, হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস্ কমিশন ও অকল্যাণ্ড কমিটি, ইংলণ্ডের হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি ও ফ্রান্সের ইতিহাস সমিতির সদস্য। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারারি ডি. লিট্. উপাধিতে সম্মানিত। মারাঠী ভাষা শিখে

মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসে গবেষণার জন্য পি. আর্ এস্. (১৯১৭), মহারাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণায় পি. এইচ., ডি. (১৯২২)। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের শাখা সভাপতি (১৯৩৩, ১৯৪০), মূল সভাপতি (১৯৪৪)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে কেম্ব্রিজে যোগদান (১৯২৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : Shiva Chatrapati, Adminitrative system of the Marathas, Military System of the Marathas, Foreign Boigraphy of Shivaji, Studies in Indian History, Early Career Kanhoga, Angvia and other Papers, Sanskrit Documents in the National Archives of India, Calendar of Persian Correspondence Vols VII—IX, Eighteen Fifty Seven, Off the main Track Indian Travels of Thevenot and Cavery, অশোক, হিন্দু গৌরবের শেষ অধ্যায়, পেশোয়ারদিগের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি, পাখীর কথা। সম্পাদিত গ্রন্থ : প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন (১৯৪২), ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ।

সুরেন্দ্রনাথ সেন। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। সম্পাদক : মাতৃভূমি।

সুরেন্দ্রনাথ সেন (১০।১।১৮৪৯— ?) জন্ম : গাজিপুর, উত্তর প্রদেশ। অগ্রজ : কবি দেবেন্দ্র নাথ সেন। পৈতৃক নিবাস : বলাগড়, হুগলী। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি। কবি। প্রকাশিত কাব্য : বৈকালী, তুষার (এলাহাবাদ—১৯১৮, ৫০টি সনেটের সংকলন), হিন্দোল, নিদাঘ।

সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। জন্ম : উজিরপুর, বরিশাল। পিতা : মহিমচন্দ্র সেনগুপ্ত, মাতা : ব্রহ্মময়ী। গৈলা হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স্ পাশ (১৮৯৭)। অতঃপর ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়ন। ডাক বিভাগের কর্মী। পোষ্টাল ইন্সপেক্টররূপে অবসর গ্রহণের (১৯৩৩) পরে কলিকাতায় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে স্থায়ী অধিবাসী। ধার্মিক ও সাধক প্রকৃতি বিশিষ্ট। প্রকাশিত গ্রন্থ : তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিকা (গুরুনাথ সেনগুপ্তের সত্যধর্ম ও তত্ত্বজ্ঞান গ্রন্থের ব্যাখ্যা), A B C of Satya Dharma.

সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। প্রকাশিত উপন্যাস : নূতন বৌ (১৩২২)।

সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল (১৮৬৬-১৯৪২) বি. এল্, জন্ম : ভাণ্ডীরবন, বীরভূম। পিতা : জগন্নাথ ঘোষাল। বঙ্গসাহিত্য সেবার জন্য বঙ্গসাহিত্য সারস্বত মহামণ্ডল কর্তৃক ভক্তিবিনোদ উপাধিতে সম্মানিত (১৯২৪)। দুমকা জেলা স্কুল ও ভাগলপুর জেলা স্কুলের শিক্ষক, —ভাগলপুর ও দুমকায় আইন-ব্যবসায়ী (১৮৯৪-১৯৩২) সরকারী উকিল (১৯২৭-৩১)। অসহযোগ আন্দোলনে অভিযুক্ত কংগ্রেস কর্মীদের সাহায্যকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : গোলাপ কুমারী (নাটক), সুরেন্দ্র পদাবলী [কাব্য)।

সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য : তন্বী, মঞ্জরী।

সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী। জন্ম : মৈমনসিংহ জেলার কালীপুর গ্রামে। প্রকাশিত গ্রন্থ : তীর্থের পথে।

সুরেন্দ্রমোহন কাব্যসাংখ্য বেদান্ততীর্থ। (২৯।৭।১২৯২—১৪।৬।১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) জন্ম : কোটালিপাড়া, ফরিদপুর, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতিরত্ন। প্রকাশিত গ্রন্থ : নির্মলা (বঙ্গানুবাদ)।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ। হোমিও চিকিৎসক. প্রকাশিতগ্রন্থ: সুশ্রুত ও হানিম্যান(১৩২০)।

সুরেন্দ্রমোহন দে (১৪।১০।১৯১৮—) কবিরত্ন, সাহিত্যরত্ন। ছদ্মনাম: সু. মো. দে.। নিবাস: দেবেন্দ্র আলয়, গোলেকুয়াচক, মেদিনীপুর। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত। কারাদণ্ডিত (১৯৩৩-৩৮), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিপ্লবী মেদিনী পুর (১৯৫৩), সপ্তরশ্মি (কাব্য—১৯৫৪), সর্বোদয় ও ভূদান (১৯৫৪)।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অনন্তপুরে সিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিতবংশে। উপন্যাস, ডিটেকটিভ উপন্যাস, কাব্য ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: মিলন মন্দির, পথের আলো, অভিসার, যোগবাণী, ছিন্নমস্তা, সোনার কাঠি, সতীলক্ষ্মী স্বপ্নসুন্দরী, লুকোচুরি, কনক প্রতিমা (১২৯৭) ভবানীর চিঠি, লোহার বাঁধন, ভৈরবী, হেমচন্দ্র, লাল পল্টন, স্বর্ণকুটীর, ভবানী পাঠক, সেনাপতির গুপ্ত রহস্য। বর বিনিময়, বৈরাগীর হাট, প্রেম উন্মাদিনী, প্রতিদান, অগ্নিসাক্ষী, সতীর পতিপূজা, সোনার পারিজাত, সোনার কঙ্কন, বোধনবাড়ী, ফুলওয়ালী, বাসরে মিলন। নাটক: বিনিময়। কাব্য: উষা, বিশ্ববীণা (১৩৩৩)। যোগ ও ধর্ম: যোগতত্ত্ববারিধি, প্রেততর্পণ, দেবতা ও আরাধনা, জন্মান্তর রহস্য, যোগ ও সাধন রহস্য, ব্রহ্মচর্য শিক্ষা, রসতত্ত্ব ও শক্তি আরাধনা, পুরোহিত দর্পণ, প্রেততত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, দীক্ষা ও উপাসনা, গৃহস্থের যোগশিক্ষা। সম্পাদক: মাসিক সমালোচক (কালীপুর, চুয়াডাঙ্গা), সাপ্তাহিক আখ্যান নবনন্দিনী (১২৯২-১২৯৩), নদীয়াবাসী (১৩০২-০৩)।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (১৮৯১—?)। জন্ম: মাহেশ্বরদী, ঢাকা। ছাত্রজীবনে ১১টি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত। বর্ধমান রাজ-কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। পূর্ববঙ্গে নারী শিক্ষামন্দিরের (সরকারী) কলেজ বিভাগের অধ্যাপক (১৯৫১), চতুষ্পাঠীরও অধ্যাপক। বহুতীর্থ পর্যটনকারী। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বেদশতক, আদর্শ হিন্দুবিবাহ, ব্রাহ্মণ ও হিন্দু গৃহস্থের শ্রীকৃষ্ণসাধন, ভক্তের ভগবান (শিশু নাটক), বঙ্গগৌরব হোসেন সা (নাটক) আত্মদান (গীতিনাটক), দক্ষিণা (নাটক) বিশ্ববীণা (কাব্য), ছাত্রজীবনে শক্তি সঞ্চয়, বরযাত্রী বা কন্যাদায়, গোধন, সমাজ, ব্রাহ্মণ, তীর্থরাজ, প্রাচীন যুগের সমর বিজ্ঞান।

সুরেন্দ্রমোহন লাহিড়ী। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত মৈমনসিংহ জেলার কাশীপুরের জমিদার। প্রকাশিত গ্রন্থ: তীর্থের পথে (ভ্রমণ)।

সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, তর্কতীর্থ (১৯০৭—) জন্ম: চট্টগ্রাম, অধুনা বাংলাদেশ। লাবণ্যপ্রভা গার্লস্ কলেজের ভূতপূর্ব বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট্ কলেজ ও আয়ুর্বেদীয় বিদ্যাপীঠের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, উদ্বোধন, শিশুসাথী, সোনার গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায়, ত্রৈমাসিক প্রাচ্যবাণী, দৈনিক আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতিতে দার্শনিক প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত পূর্বার্ধ ১ম ও ২য় খণ্ড (১৩৮০), ঐ উত্তরার্ধ, ৩য় ও চতুর্থ ভাগ (১৩৮০), নবীনচন্দ্রের কাব্য সমীক্ষা (১৩৮২)।

সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা (?—১৯৪০) সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: পরমানন্দ স্বামী। জন্ম: বানারিপাড়া, বরিশাল। বৈদান্তিক

সন্ন্যাসী। রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে যুক্ত (১৯০৬-৪০)। আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম প্রচারক। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় আনন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২৬)। সম্পাদক: প্রাচ্য-বাণী।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯৪ খ্রীঃ—১৭।৬-১৩৭২ বঙ্গাব্দ) বি. এল.। আইনজীবী। যৌবনে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কয়েকবার কারাদণ্ডিত। দেশ বিভাগের পর আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গীত প্রযোজক। সঙ্গীতের বিভিন্ন ঘরানা বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত,—সঙ্গীত বিষয়ে গবেষক। সঙ্গীত সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ ও গ্রন্থের রচয়িতা,—ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: লজ্জাদেবী, দেবনাথ, বাসবী, পরিতাপ, শ্রমিকের ছেলে প্রভৃতি।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১২।১২।১৮৯১—১৯৫১) জন্ম: চন্দননগর, হুগলী। সবুজ পত্রের লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম। গদ্য ও পদ্য রচনায় কৃতিত্বের অধিকারী। প্রবন্ধে নূতন ভাবনার প্রকাশ আছে। প্রকাশিত গ্রন্থ: নব যুগের কথা (১৯১৯), সবুজ কথা (১৯২১), উড়ো চিঠি (১১২২)। রূপকথাধর্মী গল্প: নূতন রূপকথা ও একটি রূপক গল্প (১৯২০), ইরানী উপকথা (১৯২০), ঐন্দ্রজালিক (১৯২৬)। কাব্য: সাকী (১৯২৬), ইন্দ্রধনু (১৯২৮), সন্ধ্যালোকে (১৯৩৫) প্রভৃতি।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৯৩—২৮।৪-১৯৫২) শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য। ছদ্মনাম: কমলাকান্ত। কবিতা, প্রবন্ধ, রস-রচনা ও ছোট গল্প রচনায় নিপুণ। মাসিক বসুমতী পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: নব কমলাকান্ত, শ্রী অরবিন্দ (১৯৪৪) প্রভৃতি।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১—) এম. এ জন্ম: ভুমি উর, শ্রীহট্ট। নিবাস: কলেজ রোড, শিলচর, কাছাড়, আসাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: শকুন্তলা সৌন্দর্য (১৯৪৩), ফাউন্‌ডেশন ডে (নাটক—১৯৫০), হিন্দুধর্মের সাধারণ জ্ঞান (শিশুদের—১৯৫০), গীতিকণা (কাব্য—১৯৫৫), জাতীয় সাহিত্য (১৯৫৬)।

সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী (১৪।৭।১৯০০—১৪।৫।১৯৭৩/৩১।১।১৩৮০)। জন্ম: কাজলকাঠি, বরিশাল, মৃত্যু: কাশীতে। কাশী প্রবাসী খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। কাশীতে অলকা মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বিখ্যাত উত্তরা পত্রিকার সম্পাদক (১৯২৫-৬৫)। লক্ষ্ণৌতে উত্তরা প্রথম প্রকাশিত হলেও সুরেশ চন্দ্রের সম্পাদনায় বারাণসী থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ৪০ বৎসর পত্রিকা চালিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হন। পত্রিকার সহযোগী ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। নূতন সাহিত্যিকদের সুযোগ দানে সুরেশচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। সম্পাদিত গ্রন্থ: অতুলপ্রসাদ সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: রহমান খাঁর দুর্গোৎসব (গল্প-১৯২১), মানসী (১৯২২), মধুপ (উপন্যাস—১৯২৫), আমার স্মৃতিতে অতুলপ্রসাদ (১৯৭৩), প্রবাসে বাংলা সাহিত্যপত্র ও কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (চতুষ্কোণ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ১৩৭৪)। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক প্রবাসজ্যোতি: (কাশী—১৩২৭), মাসিক অলকা (ঐ ১৩২৮), পাক্ষিক প্রবাসী বাঙ্গালী (১৩৩১—), মাসিক উত্তরা (প্রথমে সহ সম্পাদক, পরে সম্পাদক, প্রথম লক্ষ্ণৌ থেকে ১৩৩১ আশ্বিনে প্রকাশিত)।

সুরেশচন্দ্র দত্ত (১৮৫০—?) জন্ম: কলিকাতার হাটখোলার দত্তবংশে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় শিষ্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, সাধক সহচর, নারদসূত্র বা ভক্তি জিজ্ঞাসা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, কাজের লোক প্রভৃতি।

সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গ্রামের কথা (১৩২৮)।

সুরেশচন্দ্র দাস ঘোষ (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ: কি মজার ভেকেশন (হুতোম পঁ্যাচার নক্সার অনুকরণে)।

সুরেশ চন্দ্র দে। জন্ম: শ্রীরাম পুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: তান্ত্রিক ও আয়ুর্বেদ গৃহ-চিকিৎসা, গো-চিকিৎসা।

সুরেশ চন্দ্র দে। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাধীনতা সংগ্রামে নবাবগঞ্জ।

সুরেশ চন্দ্র নন্দী (৯।১০।১৮৯০/১৪।৫। ১২৯৭—১৮।৬।১৯৫৭) জন্ম: হুগলী. চন্দননগরে মাতুলালয়ে, পৈতৃক নিবাস: বালিগঞ্জ, কলিকাতা, আদি নিবাস: হুগলী, মৃত্যু: বরাহনগর, ২৪ পরগণা। পিতা: অধরচন্দ্র নন্দী. মাতা: ভবতারিণী। ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী.—জি. পি. ওর পোষ্টমাষ্টার.—ইন্‌সিওর পার্শেল সর্টিং বিভাগের সুপার-ভাইজার হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত (১৯৪৫)। অবসর গ্রহণের পর স্থায়ীভাবে বরাহনগরবাসী। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, উদ্বোধন, মাসিক বসুমতী, কল্লোল, যমুনা, সাহিত্য প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রের লেখক। সহ সম্পাদক: মাসিক যমুনা (১৩১৭), অর্ঘ্য (১৩২০-২২)। সম্পাদক: আশা (১৩১২-১৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবি সেখ সাদী (জীবনী—১৩৩০), ওমর খৈয়াম (জীবনী—১৩৩৬), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী (মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত)। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনী (মাসিক অর্চনা উদয় পত্রিকায় প্রকাশিত—১৩৩৯-৪৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ: অশ্রু (গীতিকবিতা—১৩১৬)।

সুরেশচন্দ্র পালিত। সম্পাদক: অর্ঘ্য (১৩২২-২৭)।

সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮২—) বহুদিন জাপানবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিত্রবহা (কালিকলমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)। জাপান (ভ্রমণ কাহিনী—১৯১০), বনস্পতির অভিশাপ (১৯২২), জীবন প্রবাহ (আত্মজীবনী), পোর্ট আর থারের ক্ষুধা (১৩৩৯)।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: যমালয়ে এলোকেশীর বিচার (তারকেশ্বরের মহান্তকে নিয়ে লেখা—১৮৭৩)।

(ডঃ) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (×।৮। ১৯১৭/×।৪।১৩২৪—)। জন্ম অধুনা বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলায় বেতবাড়ী গ্রামে প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যাধিকারী বংশে। পিতা: কৈলাসচন্দ্র মজুমদার, মাতা মনোরমা। কৌলিক পদবী: বন্দ্যোপাধ্যায় ভূম্যধিকারসূত্রে প্রাপ্ত খেতাব মজুমদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে সংস্কৃতে এম্. এ. (১৯৩৯)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. (১৯৫১)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক (১৯৪০-৪২), ঢাকা ইণ্টারমিডিয়ট্ কলেজের লেক্‌চারার (১৯৩৯-৪০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের লেক্‌চারার (১৯৪০-৪১), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের লেক্‌চারার (১৯৪৫-৫৫), সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক (১৯৫৫-৬৮), সংস্কৃতের প্রফেসর (১৯৬৯-৭৫)। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক (জুলাই ১৯৪৯—জুন ১৯৭৫)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত

রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৬৩-৬৪)। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ কালচার, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী ও ভারতীয় বিদ্যাভবনের সদস্য, পুনেতে ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের আজীবন সদস্য। সম্পাদিত গ্রন্থ : Kashi Prakash (১৯৬০), Dharma Sutra (১৯৬২), Bilhana's Vikramānka deva Charita (১৯৬৫), Sadukri Karanamrita (১৯৬৫), A Glossary of Smriti Literature (১৯৬৩), Naradiya Siksa (১৯৮৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : An Introduction to Pali Literature (১৯৬৪), Cultural Heritage of Kashmir (১৯৬৫), Kalidasa-Kosa (১৯৬৮), A Companion to Sanskrit Literature (১৯৭১), Smriti Material in the Mahabharata (১৯৭১), Aspects of Ancient Indian Life, Contribution of Behar to Sanskrit Literature (১৯৭৩), Indian Socity in the Mahabharata (১৯৭৬), Sanskrit beyond India (১৯৭৮), Historical Gleanings from Sanskrit Literature (১৯৭৭), Companion to middle Indo-Aryan Literature (১৯৭৭), Tantra in Bengal (১৯৭৮) Crime and Sex in Ancient India (১৯৮০), Flora and Fauna in Sanskrit Literature (১৯৮০), Laments in Sanskrit Literature (১৯৮৫), Folklore in Buddhist and Jain Literature (১৯৮৭), A brief History of Tantra (১৯৮৮), Natya Sangita Kosa (১৯৮৮), Kalidasa Apocrypha (১৯৮৮), সংস্কৃতে সাহিত্যের ভূমিকা ২ ভাগ (১৯৬৩, ১৩৭০), ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান (১৩৬৬), প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্য বীথিকা (১৩৬৭), স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী (১৩৮৮,—রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত), সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান (১৩৬৯), সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ২খণ্ড (১৯৭১, ১৩৬৮), মুরাপাড়ার জমিদার পরিবার, তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন (১৩৮৩). প্রাচীন ভারতের অপরাধতত্ত্ব ও যৌন বিজ্ঞান (১৩৮০), ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী (১৩৯২) প্রভৃতি। অনূদিত গ্রন্থ : সঙ্গীত রত্নাকর (শার্ঙ্গদেব কৃত), নাট্যশাস্ত্র ৩ খণ্ড (১৯৮০-৮৩). সঙ্গীত রত্নাকর (হিন্দীতে অনুবাদ—১৩৮১)। এ ছাড়াও বহু ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত।

সুরেশ চন্দ্র বসু (১৯শ শতাব্দী। প্রকাশিত প্রহসন। কর্মকর্তা (১৮৮১)।

সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। জন্ম : শ্রীহট্ট জেলার ইলাজপুর গ্রামে। শ্রীহট্টের নবীগঞ্জ জে. কে হাইস্কুলের শিক্ষক। প্রকাশিত। গ্রন্থ : হিন্দুধর্ম সংহিতা, কাজের লোক (দৃশ্য কাব্য)। বীরব্রত (শিশুনাট্য), পথের সন্ধান (ঐ), নতুন বাংলা ব্যাকরণ, আসামের মহাপ্লাবন।

সুরেশ চন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮—) জন্ম : অগদীঘা, রাজশাহী। নিবাস : শক্তিকুটীর, রাণী ভবানী রোড্, ভাগলপুর, বিহার। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : মাতৃতীর্থ (১৯২৭)। গল্প : পূজার অর্ঘ্য (১৯৩০)। প্রবন্ধ : শক্তিমন্ত্র (১৯৩০), জয়যাত্রা (১৯৪০)। নাটক : রাজা গণেশ (১৯৩১)।

সুরেশ চন্দ্র মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পদ্য-কুসুমাবলী (১৮৭৬)।

সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি (৩।৩।১৮৭০/১৮। ১০।১২৭৬—১।১।১৯২১/১৭।৯।১৩২৭) জন্ম : কলিকাতায়। পৈত্রিক নিবাস : আঁশমালী, নদীয়া। পিতা : গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি, মাতা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা, পত্নী : নলিনীদেবী। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতামহ বিদ্যাসাগরের নিকট প্রতিপালিত। বিদ্যা-সাগরের নিকট সংস্কৃত কাব্য, ছন্দ, অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে এবং ইংরাজীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৫/১৬ বৎসর বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চায় নিবিষ্ট। পতাকা, সমাচার পত্রিকা, সুরভি ও পতাকা, সাহিত্য, মুকুল, বঙ্গদর্শন, নাট্যমন্দির প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। ২০ বৎসর বয়সে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনায় ব্রতী। দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম পরিচালক। স্বদেশী আন্দোলনে বাগ্মী হিসাবে খ্যাতিপ্রাপ্ত। খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক। তীক্ষ্ণ সরস ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্য সমালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। সম্পাদিত পত্রিকা : বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত সাহিত্য-কল্পদ্রুম (মাঘ ১২৯৬—) বসুমতী, সন্ধ্যা, নায়ক, বাঙ্গালী, সাহিত্য (১২৯৬—১৩২৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ : আগমনী (১৯১৯), কবিতাপাঠ (ছাত্রপাঠ্য), বঙ্কিম প্রসঙ্গ (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত—১৯২১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কল্কিপুরাণ (অনুবাদ—১৮৮৬), সাজি (গল্প সংকলন—১৯০০), রণভেরী (আর্থার কোনান ডয়েলের To Arms এর অনুবাদ—১৯১৫), ইউরোপের মহা সমর (W. L. Kortni ও J. M. Kenedy রচিত How the war began এর অনুবাদ—১৯১৫), ছিন্নহস্ত (ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস—১৯১৫)।

সুরেশ চন্দ্র সরকার। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ওলাউঠা (১৩১১)।

সুরেশচন্দ্র সাহা। জন্ম : রাজশাহী জেলার বোয়ালিয়া গ্রামে। সম্পাদক : মাসিক উৎসাহ (বৈশাখ ১৩০৪)।

সুরেশ চন্দ্র সিংহ (১৮৫৩—১৯৫৮) প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ : মঞ্জুল (১৯১৭)।

সুরেশচন্দ্র সেন (২২।৯।১৯০৪—২২।৯। ১৯৭৫) ছদ্মনাম : অনল রায়, ইন্দ্রনাথ রায়, বিশু সেন। জন্ম : কোটালিপাড়া, পিঞ্জরী, ফরিদপুর। পিতা : কবিরাজ ক্ষীরোদচন্দ্র সেন, অগ্রজ : সাহিত্যিক রমেশ চন্দ্র সেন। শিক্ষক—আনন্দ পত্রিকার সূচনাকালে সাংবাদিক, পরে কেন্দ্রীয় সরকারের করণিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : যুগের আলো (মার্কসবাদ সম্পর্কিত), বাস্তব পটভূমিতে রবীন্দ্র সাহিত্য, Partition of India.

সুরেশ সিংহ, কুমার। কবি। প্রকাশিত কাব্য : মৃগনাভি (১৩১২)।

সুরেশ্বর শর্মা। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র দ্রষ্টব্য।

সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য। সবুজপত্র পত্রিকায় হাস্যরসাত্মক কবিতা ও গল্প লেখক।

সুলতা কর (১৯০৭—১৯৬৪) জন্ম : কলিকাতা। পৈত্রিক নিবাস : চন্দননগর, হুগলী। স্বামী : প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক কুলেশ চন্দ্র কর। বেথুন কলেজ থেকে আই. এস. সি, পাশ(১৯২৬), বিবাহের পরে বি.-এ. পাশ। বাল্যবন্ধু শোভারানী দত্ত ও কল্যাণী দাশের প্রেরণায় অহিংস আন্দোলনে যোগদান (১৯৩২)। বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করায় এবং নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সভায় যোগদানের জন্য ছয় মাস কারাদণ্ডিতা। মুক্তির পর কল্যাণী দাসের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনে সংশ্লিষ্টা এবং

দীনেশ মজুমদারের নেতৃত্বে ১৯৩৩ খ্রীঃ থেকে সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্তা। খ্রীগুলে ব্যাংকে ডাকাতির পরে (১৯৩৪) ভবানীপুর থানায় নির্জন কক্ষে ও প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দী, পরে প্রমাণাভাবে মুক্তিপ্রাপ্তা, কিন্তু বঙ্গদেশ থেকে বহিষ্কৃতা। এম্. এ. পাশের পরে সাহিত্য চর্চায় নিরতা এবং শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তা। প্রকাশিত শিশু-সাহিত্য : ছোটদের বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন, এণ্ডারসনের গল্প, অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প, বিদেশী শিশু-নাটিকা, কাঠের পুতুল, ক্ষুদিরাম।

সুলতান সৈয়দ (১৬শ শতাব্দী) জন্ম : লস্করপুর, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, অধুনা বাংলাদেশ। রচনা : নবীবংশ, শবে মেয়েরাজ (১৫০০খ্রীঃ), জ্ঞানপ্রদীপ, বৈষ্ণব পদাবলী। এঁর রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গান মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থে তিনটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ডঃ এনামুল হক্ রচিত প্রবন্ধে (৪১ ভাগ ২য় সংখ্যা) কয়েকটি উদ্ধৃত হয়েছে।

সুলতানা রাহমান (১৯২৪—) জন্ম : বগুড়া, বাংলাদেশ। প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবনী : বুলবুল চৌধুরী (১৯৬২). বুলবুল চৌধুরীর বাল্যজীবন। শিশুসাহিত্য : কাকের ছা বকের ছা (১৯৭৭). আমাদের মহানবী, ধুলবুল।

সুললিত মোহন গোস্বামী (?—২৫।৭। ১৯৮১) মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : কৌতুকশিল্পী চিত্তরঞ্জন গোস্বামী। অভিনেতা নাট্যকার ও নাট্য নির্দেশক। দৈনিক ও মাসিক বসুমতী পত্রিকায় নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ লেখক।

সুললিত সরকার। সম্পাদক : যুবক (১৩৩৭-৩৮)।

সুলেখা দেবী। নিবাস : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রশ্নমালা, আকস্মিক বিপদ আপদ, Out lines of Grammar.

সুলোচন শাস্ত্রী (১১।১২।১৯৩৬—) গুরু-প্রদত্ত নাম : সুলোচন দাস (ভগবৎ দাস) জন্ম : পূর্ব শাসন, কৌশল্যাগাঙ্গ, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা। উড়িষ্যানিবাসী যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। কৌলিক উপাধি : মহাপাত্র। মাতৃভাষা : উড়িয়া। বর্তমান নিবাস : নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা : পরীক্ষিৎ গোস্বামী, মাতা : মতি-দেবী। নবদ্বীপ সারস্বত মন্দিরে স্কুল-ফাইন্যাল পর্যন্ত অধ্যয়ন। বাল্যকাল থেকে বৃন্দাবনবাসী। বৃন্দাবন থেকে ব্যাকরণতীর্থ, নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজ থেকে বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অভিনব ব্যাকরণশাস্ত্রী, দ্বারভাঙ্গা (বিহার) সংস্কৃত বিদ্যালয় থেকে সাহিত্যশাস্ত্রী, বোম্বে ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে পুরাণশাস্ত্রী, এলাহাবাদ থেকে হিন্দী সাহিত্যরত্ন, আসাম সংস্কৃত বোর্ড থেকে ব্যাকরণশাস্ত্রী, নবদ্বীপ বঙ্গ-বিবুধজননী সভা থেকে স্মৃতিরত্ন, ন্যায়রত্ন ও বেদান্তরত্ন উপাধি ও রৌপ্যপদক প্রাপ্ত। ব্রহ্মচারী। আটবার ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনকারী। নবদ্বীপে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতীয় তীর্থদর্শন ১ম ভাগ, ঐ ২য় ভাগ (গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা), ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চন, শ্রীমদ্ ভাগবত সিদ্ধান্ত, ব্রজ চৌরাশীক্রোশ পরিক্রমা (হিন্দী)।

সুশান্তকুমার দে (১৯।৫।১৯৪৮—) ছদ্মনাম : সুপ্রভাত, রসকলি। নিবাস : খিরিন্দা, কৃষ্ণপ্রিয়া (থানা পিংলা), মেদিনী পুর। এম্. এ., বি. এস্. সি., পি. জি. বি. টি, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও ব্রতচারীতে শিক্ষণপ্রাপ্ত। পিতা : অনাদিরঞ্জন দে, মাতা : মেনকা-

রাণী। পিংলা গোপীনাথপুর হাইস্কুলের শিক্ষক,—সাংবাদিক। বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদ থেকে কবিরত্ন উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৮৩)। বঙ্গীয় কবি পরিষদ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (মেদিনীপুর শাখা)এর সদস্য। থিরিন্দা রবীন্দ্র মণিমেলা ও প্রবুদ্ধ ভারতী শিশু-তীর্থের প্রাক্তন সদস্য। ভগ্নদূত, সোনালী, নতুন মুখ, রূপসী, কলিকাতা সাহিত্যিকা, আহুতি, মাধবী, নতুন সূর্য, নবতরঙ্গ, সূর্যদেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, আজকাল, সত্যযুগ, বসুমতী, কালের যাত্রার ধ্বনি প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পের গল্প (১৯৮৩), সঞ্চয় (কবিতা—১৩৯৪)।

(ডাঃ) সুশান্ত কুমার পাল (১১।৯।১৯৫৬ —) ছদ্মনাম : শ্রী ছোবল। পৈত্রিক নিবাস : ২০, আদ্যনাথ সাহা রোড, কলিকাতা-৪৮। বর্তমান নিবাস : ৭০৩, লেক টাউন, কলি-কাতা-৮৯। পিতা : ডাঃ অনিল কুমার পাল, মাতা : ডাঃ সুধারাণী পাল। আদ্যনাথ শিক্ষামন্দির ও মতিঝিল কলেজের ছাত্র। পেশায় চিকিৎসক। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ (১৯৭৬-৮০), নতুন আবাদ দাতব্য চিকিৎ-সালয় (১৯৭৮-৮৪), নয়াপট্টি সেবা সমিতি (১৯৭৫-৮২) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। ষষ্টিমধু, দৈনিক আকর্ষণ, আভা, শুভ লিপিকা, মরমিয়া, সাতদিন, সত্যযুগ, শ্রীহট্ট জ্যোতি, দিগন্ত বলয়, সবুজের অভিযান, পল্লী বর্ধমান তাথ্যিক, জনতা, বসুমতী, বর্ধমানের ডাক, নিশিপ্রদীপ প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : কলিকাতা সাহিত্যিকা, সোম, মনীষা। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : বসন্ত-ভেজা বর্ষায়। গল্প : শহরে প্রেম, ছোবলদার গুলতাপ্পি, গচ্চা যোগ। প্রবন্ধ : কালীকিঙ্করের কাব্য প্রসঙ্গে, কুমারেশ ঘোষের কবিতা। সম্পাদিত গ্রন্থ : বরুণ সিন্‌হার শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রেম তুমি কত সুন্দর (কবিতা), ব্যঙ্গ কবিতা সংকলন, শিক্ষা-বিদের স্মৃতিচারণ।

সুশান্ত কুমার সিংহ (১৯০৬—২৯।১।১৯৮১) সম্পাদক-প্রকাশক : বাণী (উড়িষ্যা থেকে প্রথম বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা) সচিত্র বালিকা (মহিলাদের প্রথম মাসিক)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মণি কাঞ্চন।

সুশান্ত চক্রবর্তী (১৯৪১—) ছদ্মনাম : শরীফ, লেখনবী। কবি। প্রকাশিত কাব্য : সাত ঋষি আকাশে সংশয়ী।

সুশান্ত সিংহরায় (২৫।৩।১৯৪৯—) বি. এ.। জন্ম : কুমিল্লা, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : সুবোধচন্দ্র সিংহরায়। মাতা : আভা। ত্রিপুরায় খাদ্যদপ্তরে কর্মরত। প্রথম প্রকাশিত রচনা 'কালের চাবুক' (১৯৭৭)। সম্পাদক : ডাইভার্সান এহেড (১৯৭৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : মণিকারঞ্জন। নাটক : কাল প্রেয়সী।

সুশীতল রায়চৌধুরী (৪।২।১৯১৩—১৩। ৩।১৯৭১) জন্ম : লক্ষ্মৌ, উত্তরপ্রদেশ। আদি নিবাস : ঘলঘলিয়া, টাকি, খুলনা। পিতা : নিরুপম রায়চৌধুরী। কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ও পরে বোলপুর শ্রীনিকেতনে অধ্যয়ন। এক বৎসর পরে প্রত্যাবর্তন। আরামবাগে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের ফলে কারাদণ্ডিত (১৯৩০)। মুক্তির পর হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে কৃষক সংগঠনের কার্যে নিযুক্ত। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াট্‌সন হত্যা প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কারাদণ্ডিত (১৯৩২)। কারাবাসকালে অর্থ-নীতিতে অনার্স সহ বি. এ পাশ (১৯৩২)।

মার্কসীয় দর্শন অধ্যয়ন করে জেলের অভ্যন্তরে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান,—মুক্তির পরে হুগলী জেলার কমিউনিষ্ট পার্টির সংগে সংযুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আত্মগোপন করে কৃষক আন্দোলনের পরিচালক। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় (২৬।৩।১৯৪৮) সিকিউরিটি আইনে কারারুদ্ধ। মুক্তির পরে (১৯৫২) হুগলী জেলার পার্টি সম্পাদক। দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকার সহ-সম্পাদক। এই সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মার্কসীয় তত্ত্ব সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক। ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময় কারারুদ্ধ (১৯৬২)। কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান। মুক্তির পরে (১৯৬৩) দেশহিতৈষী পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য। পুনরায় এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ (১৯৬৪)। নকশাল বাড়ীর কৃষক সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়ে দলের নেতৃত্ব ত্যাগ। দেশব্রতী পত্রিকার সম্পাদক,—নকশাল বাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ও তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক। কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের নিয়ে গঠিত সারা ভারত কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ভারতের মার্কসবাদী—লেলিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রমিক আন্দোলনের রূপরেখা।

(ডঃ) সুশীলকুমার গুপ্ত (১।৪।১৩৩৩/১৯২৬—) ছদ্মনাম: সমুদ্র গুপ্ত, এস্. কে গ্রীনবার্ন। জন্ম: তারকেশ্বর, হুগলী। বর্তমান নিবাস: জয়শ্রী পার্ক, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। পিতা: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মাতা: কমলাবালা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংখ্যা বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি. এস্. সি, সংখ্যা বিজ্ঞানে এম্. এস্. সি., বাঙ্গালায় এম্. এ., ডিপ্. লিব্, ডি. ফিল্, ডি. লিট্., সার্টিফিকেট্ ইন্ ভিসুয়াল কমিউনিকেশন (ইউ. এস্. এ.), সার্টিফিকেট্ ইন্ সেকেণ্ডারী এডুকেশন (ওকৃলা হোমা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ. এস্. এ.)। ফুলব্রাইট্ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৃত্তি লাভ করে (১৯৬৩-৬৪) যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, ওকৃলা হোমা, সাউদার্ন ক্যালিফোনিয়া, শিকাগো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রব্যদৃশ্য (অডিও ভিসুয়াল এডুকেশন) শিক্ষাপ্রাপ্ত। নাট্যতত্ত্ব যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। লণ্ডন, কেম্‌ব্রিজ, পারি, ফ্রঙ্কফুট, জিনিভা, রোম, নেপেল্‌স্, পম্পাই, ভ্যাটিকান শহর, কায়রো, এডেন প্রভৃতি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণকারী। ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য,—পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার অধিকর্তা (ডাইরেক্টর অফ্ পাবলিক সার্ভিসেস্)। অবসর প্রাপ্ত। ছোটদের ও বড়দের প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রে কবিতা গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: রৌদ্র জ্যোৎস্না (১৯৫১), আলোর নব জাগরণ (১৯৫৯), কবিতা তোমাকে (১৯৭৭) Most Beloved (১৩৭৯)। সমালোচনা: উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নব জাগরণ (১ম সং ১৯৫৯, ২য় সং ১৯৭৭), নজরুল চরিতমানস (১৯৬০, ৩য় সং ১৯৭৭), রবীন্দ্র নাট্য প্রসঙ্গ: কাব্য নাটক (১৯৬১), গদ্য কবিতা ও তার বিবর্তন: রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরিবৃন্দ (১৯৭৮), বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (খ্রীঃ ১৫ শ ও ১৬শ শতাব্দী)। শিশু-সাহিত্য: রত্নগিরির রহস্য (উপন্যাস-১৯৬১, ২য় সং ১৯৭৬), মণিমানিক (কবিতা —১৯৬৭), সোনালী রূপালী (কবিতা), নব কল্লোল (ঐ—১৯৭৬), আমি যাত্রী (ভ্রমণ কাহিনী)। কাব্য নাটক: সমা-

স্তরাল (১৯৭৬)। ভ্রমণোপন্যাস : অপরূপ নেহরলুঁ (১৯৭৬)। অনুবাদ : রামকমল সেন (প্যারীচাঁদ মিত্রের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ—১৯৪৪), রাজা সলোমনের রত্নখনি (হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ ১৯৭৭)। সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক Sree Harsa (১৯৪৭), দ্বিমাসিক জনশিক্ষা (১৮শ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা ১৩৭০)। সম্পাদিত গ্রন্থ : ডেভিড্ হেয়ার (প্যারীচাঁদ মিত্রের ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ), অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচিত 'ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা, যে ভাবে আমরা বাস করি (ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ), অনেক গল্প (গল্প সংগ্রহ)।

সুশীল কুমার ঘোষ (৮।১।১৯১৩/২৪।৯। ১৩১৯—) ছদ্মনাম : কারিগর শর্মা। জন্ম : খুলনা জেলার একটি গ্রামে। বর্তমান নিবাস: ১১৫, এস্. এন্. ব্যানার্জি রোড্, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : বিজয় চন্দ্র ঘোষ, মাতা : লাবণ্যপ্রভা। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে ইন্‌টার মিডিয়েট্ পাশ, পরে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্‌টরির ম্যানেজার, I O F S সার্ভিসেস্ এ কেন্দ্রীয় সরকারের ১ম শ্রেণীর গেজেটেড্ অফিসার। প্রথম শ্রেণীর সমস্ত পত্রিকায় ১৯৩০-৮৩ সাল পর্যন্ত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও গান প্রকাশিত। জগন্ময় মিত্র, মৃণালকান্তি ঘোষ, গিরীন চক্রবর্তী, বীণা চৌধুরী, রবীন্দ্রমোহন সুর প্রমুখ শিল্পীদের দ্বারা অনেক গান রেকর্ডে গীত। একলব্য নাটিকা রেকর্ডে অভিনীত, 'মায়ামৃগ' ছায়াচিত্রে রূপায়িত রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, জলধর সেন, ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের স্নেহধন্য। প্রসাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : মৌন নূপুর (১৩৬৫), গ্রহ সারথি (১৩৬৬), উতলা কলাপী, চাঁদে পাড়ি (১৩৬৯)।

সুশীলকুমার দে (১৯০৭—) আই. সি. এস্.। জন্ম ও শিক্ষা : কলিকাতায়। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমাজ-কল্যাণ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি। অর্থনীতিতে প্রথম বিভাগে এম্. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ (১৯২৭)। বিলাতে স্কুল অফ্ ইকনমিক্স্‌এ অধ্যয়ন ও গবেষণা। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দেশে প্রত্যাবর্তন (১৯৩০)। নদীয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট,—কলকাতায় এ. আর. পি-র কণ্ট্রোলার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালায় সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের কমিশনার—স্বাধীনতার পরে কৃষি বন মৎস্য ও সেচ বিভাগের সেক্রেটারি,—পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার (১৯৫২-৫৫)। কৃষি ও সমবায় কমনওয়েল্‌থে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (১৯৫১), জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কাউন্সিলে ভারতের প্রতিনিধি (১৯৫৩) কানাডায় অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি (১৯৫৪)। কানাডায় অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের অতিনিধি (১৯৫৪), রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী ডিরেক্‌টর (১৯৫৫), ও ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৫৬)। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বহু মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচয়িতা এবং বাণিজ্য উন্নয়ন বিষয়ে তিনখানি গ্রন্থের লেখক।

সুশীলকুমার দে (১৯১০— ১৩।৫।১৯৭১) মৃত্যু : শান্তিনিকেতনে। মাতামহ : বিপিনচন্দ্র পাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উন্নয়ন কমিশনার (১৯৫৫ পর্যন্ত)। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কর্মী হিসাবে নিউইয়র্ক ও রোমে ১৪ বৎসর যাপনের পর শান্তিনিকেতনের অধিবাসী। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক (দেশ ও অন্যান্য পত্রিকায়)।

(ডঃ) সুশীলকুমার দে (২৯।১।১৮৯০—১৯৬৮)। ছদ্মনাম : প্রেম মুকুল জানা, শান্তশিব গাজনদার। জন্ম : কলিকাতা, নিবাস : ১৯এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪। পিতা : ডাঃ সতীশচন্দ্র দে। পিতার কর্মক্ষেত্র কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এনট্রান্স (১৯০৫), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বৃত্তিসহ এফ, এ. (১৯০৭), ইংরাজীতে অনার্স সহ ৩য় স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৯০৯) ও ইংরাজীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্, এ. (১৯১১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তিসহ বি. এল্ (১৯১২) প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯১২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর ভাষা ও সংস্কৃতের লেক্চারার (১৯১৩-২৩): গ্রিফিথ পুরস্কার (১৯১৫), ও পি. আর্. এস্. উপাধি (১৯১৭) প্রাপ্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর রীডার (১৯২৩-২৪). পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের রীডার (১৯২৫-৩৭) ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান (১৯৩৭-৪৭)। উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড ও জার্মানী গমন। লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েণ্টাল ষ্টাডিজ-এ অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে নিবন্ধ লিখে ডি. লিট্. উপাধি প্রাপ্ত। লণ্ডনে অধ্যাপক টমাস ও ডঃ বারনেটের এবং বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হের্ম্যান জাকোবির নিকট ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত (১৯২০-২১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৫১)। বাঙ্গালা সরকারের গবেষক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান। পুণায় ডেকান রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের ইতিহাস ভিত্তিক সংস্কৃত অভিধান রচনায় সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেক্চারার (১৯৫০)। সরকারী সাহায্যে প্রায় পঁচিশ হাজার পুঁথি সংগ্রাহক। ৯ হাজারের বেশী বাঙ্গালা প্রবাদের সংগ্রাহক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৯১৮-১৯), সহ-সভাপতি (১৯৪৮), সভাপতি (১৯৫০)। অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্ফারেন্সের (বোম্বাই, ১৯৪৮-৪৯) মূল সভাপতি, বিভাগীয় সভাপতি (মহীশূর, ১৯৩৫, কাশী ১৯৪৩)। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড এর অনারারি ফেলো (১৯৫৪), পুনায় ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্সষ্টিটিউটের উদ্যোগে প্রকাশিত মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের সম্পাদক ও দ্রোণপর্ব সম্পাদনায় সহায়ক। আন্নামালাই ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা (১৯৩৫, ১৯৪৩). কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা দান (১৯৫০)। কলিকাতা, বোম্বাই মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, আগ্রা, পাঞ্জাব, নাগপুর' গৌহাটী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের পরীক্ষক। বহু সাময়িক পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচয়িতা। ঢাকা সারস্বত সমাজ প্রদত্ত বিদ্যারত্ন উপাধি (১৯৪৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সরোজিনী স্বর্ণ পদক (১৯৪৮) ও নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধ জননী

সভা প্রদত্ত বিদ্যাসিন্ধু উপাধি (১৯৫০) দ্বারা সম্মানিত। কবি-প্রবন্ধকার ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: দীপালি (১৩৩৫), প্রাক্তনী (১৯৪১), লীলায়িতা (১৯৩৪), অন্ত্যতনী (১৩৫২), সান্ত্বয়নী (১৩৬১)। প্রবন্ধ: নানা নিবন্ধ (১৩৬০), দীনবন্ধু মিত্র (১৩৫৮), বাঙ্গালা প্রবাদ (১৯৫৩)। গবেষণামূলক ইংরাজী গ্রন্থ: Bengali Literature in the Nineteenth Century 1800-25 (১৯১৯), Studes in Histoy of Sanskrit Literature (১৯২৯), Eaaly History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal from Sanskrit to Bengali Sources (১৯৪২), History of Sanskrit Litearature (১৯৪৭): সম্পাদিত গ্রন্থ: The Vakrokti Jivita, The Kichaka Vadha of Nitivarman (ঢাকা. বিশ্ব. ১৯২৯), The Padyavati (ঐ ১৯৩৪), The Krishna Karnamrita of Lilasuka, Bilwamangal (১৯৩৮), The Udyoga Parvan of Mahabharata (পুনা ১৯৪০), The Gana Dipika of Devabodh (বোম্বাই ১৯৪৪)।

সুশীল কুমার নাগ (×।৯।১৯৩০ —)। জন্ম: মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ৩৬, লেলিন সরণি, কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা: প্রমথনাথ নাগ, মাতা: কুসুমকুমারী। আই. এ. পর্যন্ত শিক্ষা। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দপ্তরের কর্মী। শনিবারের চিঠি ? বিংশ শতাব্দী, নরনারী, চিত্রাঙ্গদা, অতন্দ্র ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: দ্রৌপদী প্রেম (১৯৭৩)।

সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত উপন্যাস: বাঙালিনী।

সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: জীবন বিষয়ক খণ্ড রচনাবলী (চরিত্র-গঠন সম্পর্কে উপদেশ—১৯৮৪)।

সুশীল কুমার বসু (১৩০৮—১০।১০। ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) লেখক ও সাংবাদিক। প্রথম জীবনে অসহযোগ আন্দোলনে ও যুগান্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, পরে যশোর জেলায় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সম্পাদক: সাপ্তাহিক প্রভাতি।

(ডঃ) সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১।১। ১৯১৪—) জন্ম: কুলকাঠিগ্রাম, বরিশাল, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস: ৩৩২, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা-৬৮। পিতা: ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়, মাতা: শ্রদ্ধাময়ী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানে এম্. এস্. সি (১৯৩৬) এবং ডি. এস সি. (১৯৪২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ রসায়নের অধ্যাপক (১৯৪৫), ফলিত রসায়নের রীডার (১৯৪৫-৪৭). ইন্দোনেশিয়ায় ইউনেসকো কন্‌সালটেণ্ট (১৯৫৭-৬১), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক (১৯৬১-৬৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক (১৯৬৫-৬৮), ন্যাশন্যাল কমিশন অফ্ এগ্রিকাল্‌চারের সদস্য (১৯৭০-৭৬), বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা (১৯৭৬-৭৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৭৭-৭৮)। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, কিশোর কল্যাণ, Sience and Calture, প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সম্পাদিত পত্রিকা: Every man's Seience. প্রকাশিত গ্রন্থ: সমুদ্র ভাবনা (১৯৮৩)।

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (২৬।১২।১৯২৯

—) জন্ম : ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। সম্পাদক : মাসিক সমাহার।

সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় (৭।৮।১৯০৭—) মাষ্টারমশাই নামে পরিচিত। নিবাস : হাওড়া জেলায়। পিতা : সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে স্কুল-শিক্ষক.—স্বাধীনতা সংগ্রামী—স্বাধীনতা আন্দোলনে কারাদণ্ডিত। পরে আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী। ভারত সরকার প্রদত্ত তাম্রপত্র দ্বারা সম্মানিত। কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক। সম্পাদক : মাসিক ভাবীযুগ, পাক্ষিক সাধারণতন্ত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : ক্ষতিপূরণ (১৯৩০), এলো আহ্বান, ইসপাত ওরা ভাঙবেই, বিদায় পৃথিবী বিদায়, অকৃতজ্ঞ পৃথিবী, সেও তার ছেলে, সব কেড়ে নিলো, জীবন ও জীবিকা কাব্য : আমার কবিতা, এই পথ প্রান্তে, ভূখ মিছিল, লাল নীল কাঁচ, তোমাদের মহান সভ্যতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে, Images and Illusions, Let us accept the Challange.

(ডাঃ) সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৩।২।১৯৪০) জন্ম : তেলিনীপাড়া,হুগলী। ডি-ও. (অক্স্‌ফোর্ড), ডি. ও. এম্‌. এস্‌ (লণ্ডন), এফ্‌. আর. সি. এস্‌ (এডিনবরা), এফ্‌. এস, এম্‌. এফ্‌. (কলিকাতা)। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। পদত্যাগ (মার্চ—১৯০৯)। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্রধান অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য। পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক চক্ষু চিকিৎসক কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি। ইউরোপ ভ্রমণকারী। বঙ্গদেশে অন্ধত্ব নিবারণ সমিতির অন্যতম সদস্য। অন্ধত্ব নিবারণ সম্পর্কে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক।

সুশীল কুমার রায়চৌধুরী : প্রকাশিত গ্রন্থ : নক্ষত্রলোক চেনা, বিজ্ঞান কাহিনী, বিজ্ঞানের নানা কথা।

সুশীল কুমার শীল। প্রকাশিত গ্রন্থ : যৌবনের ডাক, গৃহস্থালী, রূপের নেশা, ব্যথার শেষ, মিলন রাত্রি।

সুশীল কুমার সেন (১৭।১০।১৯০২—) আয়ুর্বেদ-বিশেষজ্ঞ। পিতা : মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন। হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২১), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এস্‌. সি (১৯২৫), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্‌. এস্‌. সি. (১৯২৭)। কাব্য ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন। বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ নিকেতনে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ও মেডিক্যাল কলেজে শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন। প্রাণাচার্য, কবিরত্ন ও ভিষগাচার্য উপাধি প্রাপ্ত। কল্পতরু আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কস্‌, ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ও হিমালয় এ্যাসুরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর। মেদিনীপুর কোলাঘাট আয়ুর্বেদিক মহা সম্মেলনীর সভাপতি (১৯৪৯),। নিখিল ভারত সংস্কৃত পরিষদের সভাপতি। বিশ্বনাথ 'আয়ুর্বেদ' মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের অবৈতনিক অধ্যক্ষ ও পরিদর্শক, শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মাড়োয়ারী আয়ুর্বেদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ও পরিদর্শক। নিখিল ভারত আয়ুর্বেদিক কনভেন্‌সনের ডেপুটি চেয়ারম্যান। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : দেবী, মঞ্জুষা। আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত : আয়ুর্বেদ দ্রব্যগুণ-সংহিতা, মহৌষধ মঞ্জুষা, সংক্ষিপ্ত গার্হস্থ্য চিকিৎসা।

সুশীল কুমার সেন (১।১২।১৯১১—৮।২ ১৯৮০) জন্ম : দিনাজপুর। পিতা :

আইনজীবী সুবীর কুমার সেন। বি, এ. পাশ (১৯৩৪)। বিপ্লবী। কৈশোরে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। স্বদেশী ডাকাতির মামলায় বিচারাধীন বন্দীরূপে কারাবাস কালে কমিউনিষ্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত। মুক্তির পর পার্টির সদস্য। ১৯৪৬ খ্রীঃ তেভাগা আন্দোলনের নেতা। দেশ-বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান কালে মুসলিম লীগ সরকারের আমলে চার বৎসর কারাবাসের কালে নির্মম নির্যাতনে অসুস্থ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে আগত। ২৪ পরগণার অশোক নগর বাণীপীঠ স্কুলের শিক্ষক,—পরে অশোকনগর বয়েজ স্কুলের শিক্ষক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম্. এ. ও বি. টি. পাশ। বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে অবসর প্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠিতা সম্পাদক: নয়া দুনিয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতিকথা।

সুশীল কৃষ্ণ গোস্বামী। সম্পাদক: মাসিক শ্রীচৈতন্য পত্রিকা।

সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিরস্মরণীয় যাঁরা (ছোটদের জীবনী ১৯৮২)।

সুশীল ঘোষ (৮।১।১৯১৩—) নিবাস: ২৪ পরগণা। কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ কর্মী। আনন্দ বাজার, দেশ, ভারতবর্ষ, প্রবর্তক, মানসী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস প্রকাশিত। গীতিকার হিসাবে খ্যাত। বেতার নাট্য ও চিত্রনাট্য রচনায় দক্ষ।

সুশীল চন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৭৪—১৯২৭) জন্ম: কলিকাতায়। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম: প্রকাশানন্দ স্বামী। রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সন্ন্যাসী। আমেরিকায় ধর্মপ্রচারক (২০ বৎসর)। গবেষণামূলক বাঙ্গালা ও ইংরাজী প্রবন্ধ রচয়িতা। অধ্যক্ষ: হিন্দু মন্দির। সম্পাদিত পত্রিকা: উদ্বোধন (১৮৯৯—১৯০১), Voice of India. প্রকাশিত গ্রন্থ: The University of Vedenta, Inner Conciousness, Mystry of Human Vibrations প্রভৃতি।

সুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ: মানস সরোবর ও কৈলাস (১৩০০)।

সুশীল জানা (১৯১৮—) নিবাস: হিন্দুস্থান রোড্, কলিকাতা-২৯। প্রকাশিত উপন্যাস: মহানগরী, শতদ্রুর সন্ধ্যা। গল্প: ঘরের ঠিকানা।

সুশীল পাঁজা (১৯৪৬—) জন্ম: উলুবেড়িয়া, হাওড়া। প্রকাশিত কাব্য: প্রেসিডেন্সি জেলে রক্তাক্ত অনির্বাণ (১৯৮২)।

সুশীল চন্দ্র বসু (২।১০।১৯২৮—) অবসরপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী। পিতা: ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু। মাতা: সুহাসিনী। আদি নিবাস: তেঘড়িয়া, মৈমনসিংহ। বর্তমান নিবাস: বেলঘড়িয়া, ২৪ পরগণা। প্রথম প্রকাশিত কাব্য: আবার এলাম (১৩৭৩)। অলকানন্দা ও হাইফেন প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক। উত্তর রবি, নির্ভীক, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক।

সুশীল মণ্ডল (১৯৪০—) ছদ্মনাম বিকাশভানু। যুগান্তর পত্রিকার 'একাল সেকাল' বিভাগের প্রবর্তক। সাময়িক পত্র-পত্রিকার লেথক। সম্পাদক: পাপু (ছোটদের পত্রিকা):

সুশীল মুখোপাধ্যায়। ছদ্মনাম: আশীষ তরু মুখোপাধ্যায়। নাট্যকার। সাময়িক পত্রিকার লেথক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাঁধ।

(ডঃ) সুশীল রায় (১৫।৯।১৯১৫—১।৭। ১৯৮৫) ছদ্মনাম: অমরু, প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত। জন্ম: রাজশাহী, বাংলাদেশ।

বর্তমান নিবাস : ৫৯ বি, কাঁকুলিয়া রোড. কলিকাতা-২৯। মৃত্যু : কলিকাতায় ক্যানসার রোগে। পিতা : শ্রী গোবিন্দ রায়, মাতা : সরোজিনী। কলিকাতা জগদ্বন্ধু ইন্‌স্‌টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা পাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪৭)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে গবেষণামূলক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থের জন্য পি. এইচ্. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৬২), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের যুগ্ম অধ্যক্ষ ও বিশ্বভারতীর পত্রিকার সম্পাদক। দেশ ও আনন্দ বাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রথম কবিতা 'আজ যদি চলে যাই' আনন্দ বাজার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত (১৯৩৬)। তারাশঙ্কর পুরস্কার (১৯৭৩) ও উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭৫) দ্বারা সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : একদা (১৯৩৪), শ্রীমতি পঞ্চমী সমীপেষু (পত্রোপন্যাস—১৯৪১), ত্রিবেণী (১৯৪৬), আকাশ স্বপ্ন (ছোটদের—১৯৪৬), ত্রিনয়না (১৯৬১), পদ্মিনী (১৯৬২), অনল আরতি (সতীদাহ সম্পর্কিত—১৯৬৪) অদ্বিতীয়া (১৯৬৬), সামান্য অসামান্য (১৯৬৯), মধু মাধবী প্রভৃতি। কাব্য : সুচরিতাসু (১৯৩৭), পাঞ্চালী (১৯৫১), প্রণয়ী পঞ্চক (কাহিনী কাব্য—১৯৫৯), আলেখ্য দর্শন (মেঘদূত অবলম্বনে—১৯৫৯), শতদ্রু (১৯৬৫), তৃতীয় পাণ্ডব প্রভৃতি। নাটক : মানময়ী গার্লস্ কলেজ (১৯৩৬), কালান্তক। প্রবন্ধ : প্রেম প্রণয়ের মর্মকথা (১৯৩৬), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—জীবন ও সাহিত্য (১৯৬৬)। গল্প : সুশীল রায়ের গল্প সঞ্চয়ন (১৯৫৩)। জীবনী : মনীষী জীবন কথা (১৯৫৩)। রম্য রচনা : অন্তরঙ্গ (১৯৮১)। আত্মকথন মূলক : স্বগত ভাষণ (১৯৮৩)। অনুবাদ : জার্মান সাহিত্যের চিরায়ত পাঠ (১৯৭২), পি. ই. এন্, (জার্মান লেখকদের এককালীন রচনা ১৯৭৪), টিপু সুলতানের তরবারি (১৯৭৯), মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী (১৯৮০)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বঙ্গ প্রসঙ্গ (বঙ্গদেশ সম্পর্কিত প্রাচীন রচনা ১৯৫৮), মেঘদূত (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ ১৯৬০), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য সংগ্রহ (১৯৬৯). রাজশেখর বসুর চলন্তিকা (১৯৭৩), জ্যোতিরিন্দ্র নাথের রচনা সমগ্র (১৯৮১) শতবার্ষিক কবিতা (১৯৭৪)। সম্পাদিত পত্রিকা : নাচঘর (১৯৩৬—৪১), রূপ ও রীতি (১৯৩৯-৪০), জীবাণু (কবিতার মাসিক পত্র—১৯৩৬—৩৯), ধ্রুপদী (ঐ ১৯৬০-৬৮) বিশ্বভারতী পত্রিকা (১৯৬০-৭১), ঘান্টিকী (প্রতি ঘণ্টার কবিতাপত্র—২৩।১।১৩৭৩)।

সুশীল সাহা (১৭।১০।১৩৫৯ বঙ্গাব্দ —) জন্ম : মানিকগঞ্জ, ঢাকা। পিতা : কেশবচন্দ্র সাহা, মাতা : যোগমায়া। নিবাস : শালবাগান, বেনাচিতি, দুর্গাপুর. বর্ধমান। কবি। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : মাসিক মানুষের কাছাকাছি (১৩৮৪—)।

সুশীল মালতী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মন বুলবুল (১৩১৮)।

সুশীলা সুন্দরী সেন (?—১৯২৮) জন্ম : কালিয়া, যশোর। স্বামী : হরিহর সেন। একমাত্র কন্যা নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা। পরে কন্যাটিও মারা যায়। কবি। কবিতায় ব্যক্তিগত শোক প্রতিফলিত। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : অশ্রুমালিকা (১৩২২)।

(ডঃ) সুশোভন সরকার (১৯।৮।১৯০০—২৭।৮।১৯৮২) ছদ্মনাম : অমিত সেন। জন্ম : মেদিনীপুরে ব্রাহ্ম পরিবারে, মৃত্যু : কলিকাতায় নিজগৃহে। পিতা : রায়বাহাদুর

সুরেশচন্দ্র সরকার, পত্নী : প্রশান্ত মহলানবিশের ভগিনী রেবা। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৯১৭) এবং ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ., অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২৫-২৯), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯২৯-৩২), প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৯৩২-৫৬), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান (১৯৫৬-৬১)। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য,—কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বন্ধু,—বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে উপস্থিত,—কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সম্পাদক,—প্রশান্ত মহলানবীশের সহকারী। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয় (১৯৩১) পত্রিকা গোষ্ঠীর সদস্য ও লেখক। মজঃফরপুরের ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৭২)। যাদবপুর এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত। চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদী। রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৮১)। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্র স্মৃতি, প্রসঙ্গ ইতিহাস (১৯৮৪), ইতিহাসের ধারা, মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ, On the Bengal Renaissance, A Marxian Glimpse of History প্রভৃতি।

সুষমা দাশগুপ্ত (১৯১৩—২৭।৪।১৯৭৫) বি. এ.। জন্ম : বরিশাল, বর্তমান বাংলাদেশ, মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : সুকুমার গুপ্ত, মাতা : সুনীতি, স্বামী : সুধীর রঞ্জন দাসগুপ্ত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাখরগঞ্জ জেলায় বাঙ্গালায় সর্বোচ্চ নম্বর ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্তা। কবি। সংহতি, প্রভাত, মন্দিরা, মহিলামহল প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। প্রকাশিত কাব্য : খেয়াল খুশীর ফুল (১৯৬৫)।

সুহাস মজুমদার (৭।৯।১৯৫৭—)। জন্ম : ঢাকুরিয়া, কলিকাতা। পিতা : সুবোধ চন্দ্র মজুমদার, মাতা : সন্ধ্যা। শারীরিক অক্ষমতার জন্য গতানুগতিক শিক্ষায় ছেদ। বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধিবাসী। কবি। প্রথম রচনা দৈনিক বসুমতীতে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত। দৈনিক বসুমতী, পশ্চিমবঙ্গ, যুবমানস, শিলাদিত্য, আজকাল, লোকসেবক প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প কবিতা প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত। সম্পাদক : মাসিক কাঞ্চন (১৯৭৩), পিয়াসী (১৯৭৪—) প্রকাশিত কাব্য : প্রচ্ছন্ন স্বদেশ (১৩৮৫), লং মার্চ (অনুবাদ কাব্য)।

(ডঃ) সুহৃৎচন্দ্র মিত্র (১৮৯৫ ?—১৯৬২) এম্. এ. পি. এইচ. ডি. মনোবিজ্ঞানী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। জর্মানীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। স্যার্ আশুতোষের আমন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় ব্রতী। মনোবিজ্ঞানী গিরিন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে একত্রে ফলিত মনোবিদ্যা ও ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের প্রসার ও অনুশীলনে ব্রতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ও ন্যাশন্যাল ইন্‌সটিটিউটের সদস্য, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিদ্যা শাখার সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনিচ্ছাকৃত মনঃসমীক্ষণ।

সুরদাস মদন মোহন (১৬ শ শতাব্দী) প্রকৃত নাম : সুরধ্বজ। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সণ্ডীলে নামক স্থানের সুবেদার।

সনাতন গোস্বামীর শিষ্য। কথিত আছে, ইনি আকবরের তহবিল থেকে তেরো লক্ষ টাকা সাধুদের দান করে বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর চরণাশ্রয় করেন। পদাবলী রচয়িতা। ব্রজভাষায় ১০৫টি পদ প্রকাশিত। রচনা : সুহৃদ্বাণী (পদ সংকলন)।

সূর্যকান্ত আচার্য, মহারাজা (১৮৫২—২০।১০।১৯০৮) পূর্বনাম : পূর্ণচন্দ্র মজুমদার। জন্ম : বাজিতপুর, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। মৃত্যু : বৈদ্যনাথ ধাম, বিহার। পিতা : ফরিদপুর নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার। সাত বৎসর বয়সে মৈমনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার কালীকান্ত আচার্যের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক দত্তক গৃহীত। ওয়ার্ডস্ ইন্‌সটিটিউসনের ছাত্র। বিদ্যোৎসাহী দানশীল জমিদার। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রভূত অর্থদাতা। ঢাকা কলেজে ছাত্রবৃত্তির জন্য অর্থদান (১৮৭২), কটক ইন্‌সটিটিউটে প্রচুর অর্থদান (১৮৯২), লণ্ডন ইম্‌পিরিয়াল ইন্‌সটিটিউটে অর্থদান (১৮৮৭), জাতীয় শিক্ষাপরিষদে প্রভূত অর্থদানের জন্য বিদ্যানুরাগী হিসাবে প্রসিদ্ধ। রায় বাহাদুর (১৮৪৭), রাজা (১৮৮০), রাজা বাহাদুর (১৮৮৭) ও মহারাজা (১৮৯৭) উপাধি দ্বারা ভূষিত। বেঙ্গল ল্যাণ্ড্ হোল্ডার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। দক্ষ শিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : জমিদারী নিয়ম (১৮৮৯), শিকার কাহিনী (সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম শিকার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ—১৯০২)।

সূর্যকান্ত কাব্য বেদান্তভূষণ। জন্ম : রাজশাহী। প্রকাশিত গ্রন্থ : কিরণ (নাটোর ১৩২২)।

সূর্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯ শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : রোমাবতী (রামগতি ন্যায়রত্নের রোমাবতী অবলম্বনে—১৮৬৯)।

সূর্যকুমার অধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিজ্ঞান কুসুম (১৩২২)।

সূর্যকুমার তর্ক সরস্বতী (১৮৭১—১৯৩৫) জন্ম : দীঘির পাড়, শ্রীহট্ট। পিতা : শিবচরণ ভট্টাচার্য। আসামের শিলচর শহরে শিলচর চতুষ্পাঠীর (পরে গভর্ণমেণ্ট্ চতুষ্পাঠী) প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক। শিলচরের প্রাচ্য-বিদ্যা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিদেশ প্রত্যাগত হিন্দু, প্রায়শ্চিত্ত বিচার, জাতি পুরাবৃত্ত, বিজয়া প্রবন্ধ প্রভৃতি।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী, রায় বাহাদুর (৩১।১২।১৮৩২—১৯০৪)। চিকিৎসক। ফ্যাকাল্‌টি অফ্ মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় ডীন। মেডিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড, সাম্য ও ভারতবাসী পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : তীর্থ ভ্রমণ।

সূর্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯ শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য : চিত্তসন্তোষিণী (১৮৭০)।

সূর্যকুমার সোম। প্রকাশিত উপন্যাস : শবসাধনা, মধু মালতী।

সূর্যনারায়ণ ঘোষ (১৯ শ শতাব্দী)। ঢাকা কলেজ ল্যাবরেটারির সহকারী। সম্পাদক : সাপ্তাহিক রামধনু (ঢাকা—১৮৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভৈষজ বোধ (১৩২১)।

সূর্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৫১—১৯২৬)। জন্ম : পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্কেত সার, দশরথ বিলাপ

(কাব্য), কুমুদিনী (কাব্য), রাজাষ্টক, উপদেশামৃত।

স্বর্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩।৯।১৮৭৫—?) জন্ম : মণিরামপুর, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা। পৈতৃক নিবাস : নাড়ুগ্রাম, বর্ধমান। ব্যারাকপুর গভর্ণমেণ্ট্ স্কুলের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এল্. পাশ। কলিকাতায় ছোট আদালতে আইন ব্যবসায়ী (১৯০২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : কর্ণাট কুমার, উদ্যাপন (১৩২৪), পুণ্য প্রতিমা (১৩২৪), মন্ত্রদীক্ষা (১৩৩০)। নাটক : কর্ণাট কুমার (১৩২১)।

সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রসঙ্গ : সমাজ ও সংস্কৃতি (১৩৯২)।

সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : যোগীন দরবেশ (ফার্সী থেকে অনূদিত)।

সেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯—১৯৩১) প্রকাশিত উপন্যাস : প্রণয় যাত্রী (১৮৯২ ওয়াশিংটন আর্ভিং-এর টেল অফ্ আলমম্বরা অবলম্বনে রচিত)।

সেখ আবদুল গফুর। ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : সোলতানা রাজিয়া (১৯২০)।

সেখ আবদুল জব্বার। প্রকাশিত গ্রন্থ : মক্কাশরীফের ইতিহাস, জেরুজালেম বা বয়তুল মোকাদ্দিমের ইতিহাস।

সেখ রেয়াজুদ্দিন। প্রকাশিত গ্রন্থ : আরব জাতির ইতিহাস।

সেখ লাল। মুসলমান বৈষ্ণব কবি। একটি পদ রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থে প্রকাশিত।

সেখ সদর উদ্দীন (১।৪।১৩৪৪ বঙ্গাব্দ—) এম্. এ. (বাঙ্গালা) বি. এড্.। জন্ম ও নিবাস : কুলীনপাড়া, খড়দহ, ২৪ পরগনা। পিতা : সেখ জমির উদ্দীন, মাতা : লালমন বিবি। পাণিহাটী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক। আনন্দ বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, জনসেবক, পয়গাম, উদ্বোধন, উজ্জীবন, একান্তিকা, মৌচাক, জাগরণ, ভোরের আলো, মেঘমালা, সবুজ হলদে কুঁড়ি, নতুন খবর, রূপলেখা, প্রভাতী, আবেগ, যূথিকা, শুভবার্তা, হিল্লোল, লোকসেবক, লেখনী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : আমার সোনার বাংলা (১৯৭৩), আমরা মানুষ। কাব্য : ভোরের কাকলি (১৯৭৪)। উপন্যাস : ফাতেমা খাতুন (১৯৭৪), শঙ্খধ্বনি (১৯৮২)। সম্পাদিত পত্রিকা : কস্তুরী (কবিতা পত্র—১৯৬০), যুগবাণী (১৯৬৯), তির্যক (১৯৭০), তীব্র তির্যক (১৯৭১), হিল্লোল (১৯৭১), নীলিমা (১৯৭২—)। আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত নাটক : দিন বদলায় রঙ বদলায়, শহীদী ঈদ্ ডাক দিয়ে যায় (গীতি আলেখ্য)।

সেখ হবিবর রহমান (১৮৯১—১৯৬১) ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস : আলমগীর (১৯১৯)।

সের চান্দ (১৭ শ শতাব্দী)। মুসলমান বৈষ্ণব কবি। এঁর একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্ন্যালের মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে উদ্ধৃত।

সেরবাজ (আ : ১৭ শ শতাব্দী) চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি। রচিত কাব্য : কাসেমের লড়াই (মহরমের ঘটনা অবলম্বনে), ফক্করনামা বা মল্লিকার সওয়াল (ফার্সী ফক্করনামার অনুবাদ)। শেষোক্ত কাব্যটি প্রণয়োপাখ্যান হলেও তত্ত্ব বা হিতকথা প্রধান।

সেলিনা হোসেন (১৪।৬।১৯৪৭—) জন্ম : রাজশাহী, বাংলাদেশ। বাংলা

একাডেমির উপপরিচালক। ঔপন্যাসিক। ডঃ মুহম্মদ এনামুল স্বর্ণপদক (১৯৬৯), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮০) ও আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : উৎস থেকে নিরন্তর (১৯৬৯), খোল করতাল (১৯৮২)। উপন্যাস : জলোচ্ছাস (১৯৭২), হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬), মগ্ন চৈতন্য শিস (১৯৭৯), যাপিত জীবন (১৯৮১), নীল ময়ূরের যৌবন (১৯৮৩), পদশব্দ (১৯৮৩), চাঁদবেনে (১৯৮৪), উত্তর সারথি (১৯৯১), জ্যোৎস্নায় সূর্য জ্বালব (১৯৭৩)।

সেলিম আবদুস (১৯৪৫—)। জন্ম : হারদী, কুষ্টিয়া। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গ্যালিলিও (১৩৭৯)।

সেলিম আলদীন (১৮।১।১৯৪৮—)। জন্ম : ফেনী, নোয়াখালি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। নাট্যকার। নাটকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮৩)। প্রকাশিত নাটক : সর্প বিষয়ক গল্প ও অন্যান্য নাটক (১৯৭৩), জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন।

স্নেহলতা কর (১০।৮।১৩৪০ বঙ্গাব্দ—) জন্ম : মৈমনসিংহ জেলার দাওনা গ্রাম। স্বামী : মনীন্দ্র চন্দ্র কর। নিবাস : পুরন্দহ, দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা, বিহার। পিতা : অশ্বিনী কুমার দাশ,—মাতা : তরঙ্গিনী-বালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : জীবন জ্যোতি (১৩৮৩), সঙ্গীত দীপনা, গৃহিণী দীপিকা, সাধন পথে।

স্নেহলতা চক্রবর্তী (১৯১২—২।১।১৯৭৪)। পিতা : বরদা চরণ চক্রবর্তী। চিরকুমারী—ধর্মপ্রাণা ও সমাজসেবিকা। বহু মহিলা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী। বিখ্যাত বংশী ও তবলাবাদিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা অপর্ণা দেবীর ব্রজমাধুরী সঙ্ঘের কণ্ঠশিল্পী। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ কারিণী। সম্পাদিকা : মাসিক মল্লিকা, দেবীস্থান।

স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় (১৫।৮।১৯১৩—)। প্রকাশিত কাব্য : অঞ্জলি।

স্নেহশীলা চৌধুরাণী। বারোয়ারী উপন্যাস 'ভাগের পূজা'র (১৯২৩) ১৬ জন লেখক-লেখিকার অন্যতমা।

স্নেহ শোভনা দেবী (১৯০৩—৫।৫।১৯৭৭)। পশ্চিম বঙ্গীয় এডুকেশন সার্ভিসে সংযুক্তা। কোকনদে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা। প্রবাসী, আনন্দবাজার ও বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত।

স্নেহাকর ভট্টাচার্য (১।৫।১৯৩৩—২০।৪।১৯৮২/৬।১।১৩৮৯)। জন্ম : মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ, মৃত্যু : কলিকাতায় টালিগঞ্জের বাসভবনে। পিতা : রমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা : সৌদামিনী, পত্নী : মাধবিকা। দেশ বিভাগের পরে কলিকাতা সাউথ সুবার্বন ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৯)। পরে আই. এ. ও বি. কম্. (১৯৫৪) পাশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সাংবাদিকতায় এম্. এ.। প্রথমে এ. জি. বেঙ্গলে, পরে পোর্ট কমিশনের অফিসে ও শেষে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার উচ্চপদে (১৯৭০) অধিষ্ঠিত। কবি জীবনানন্দ দাসের মৃত্যুর পর ময়ূখ পত্রিকার একটি সংখ্যার সম্পাদক। ডিলান টমাসের কবিতার অনুবাদক। প্রকাশিত কাব্য :

তৃষ্ণার তমসা (১৯৭৪), বধ্যভূমিতে মাতলামি (১৯৮১)।

স্নেহাশিস শুকুল (২০।৯।১৯৫১—) নিবাস: খিলা, হাওড়া। প্রকাশিত নাটক: নিশ্চুপ রাজা।

সৈয়দ আইনুদ্দিন (১৭শ শতাব্দী) মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

(ডঃ) সৈয়দ আকরম হোসেন (৮।১২। ১৯৪৪—)। জন্ম: যশোর, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৬৭) ও পি. এইচ. ডি. (১৯৭৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: শেষ কোথায় (১৯৬১)। গবেষণামূলক: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: দেশ, কাল ও শিল্পরূপ (১৯৬৯), রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ (১৯৮১)।

সৈয়দ আবদুল গণি। বাংলাদেশবাসী কবি ও নাট্যকার। রাজনীতি বিষয়ক নিবন্ধ রচয়িতা। নৃত্য বিশারদ, চিত্রনাট্য রচয়িতা,—নিখোঁজ জহীর রায়হানের সহযোগী। উন্মেষ সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অধুনালুপ্ত মাসিক কিংশুকের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য। প্রকাশিত কাব্য: যখন বিবর্ণ (১৯৭৫), মল্লিকার বাগানে রোরুদ্যমান বিকেল(১৯৭৫)।

সৈয়দ আবদুস সুলতান (১৯১৭—)। জন্ম: রৌহা, শেরপুর, ময়মনসিংহ। কলিকাতা রিপণ কলেজ থেকে বি. এ. ও এল্. এল্. বি.। যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: সবুজ কাহিনী (১৯৫১)। জীবনী: তরুণের জিন্নাহ (১৩৫৫), ইবনে সীনা। ভ্রমণ: পঞ্চনদীর পলিমাটি (১৯৫৬)।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২৩।১০।১৯৪৬—) জন্ম: মানিকগঞ্জ, ঢাকা। ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ.। পশ্চিম জার্মানী থেকে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: বিকেল বেলা (১৯৮১)। প্রবন্ধ: জার্মানীর জার্নাল (১৯৭৯), গোবিন্দচন্দ্র দাসের ঘর গেরস্থালি (১৯৮১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য ১ম (১৯৮১), ঐ ২য় (১৯৮৩)।

সৈয়দ আল ফারুক (১২।৪।১৯৫৯—) জন্ম: নোয়াখালি। বাংলাদেশবাসী কবি। প্রকাশিত কাব্য: উড়োখুড়ো মন (১৯৮২)।

সৈয়দ আলাওল। আলাওল সৈয়দ (১ম খণ্ড পৃ: ১৩৫) দ্রষ্টব্য।

ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ (৩১।১।১৯২৪ —)। জন্ম: আলোকদিয়া, যশোর। ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৪৬)। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. (অনার্স) ও পি. এইচ্. ডি.। জেদ্দাতে কিং ইবনে সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: চৈত্র যখন (১৯৫৭)। প্রবন্ধ: কাব্য পরিচয় (১৯৫৬), বিসংগতি (১৯৭৮), নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় (১৯৬৭)। অনুবাদ: বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য (১৯৬২)।

সৈয়দ আলী আহসান (২৬।৩।১৯২২—) জন্ম: আলোকদিয়া, যশোর, বাংলাদেশ। ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৪৪)। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: অনেক আকাশ (১৯৫৭), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৩), সহসা সচকিত (১৯৬৪), উচ্চারণ

(১৯৬৮)। প্রবন্ধ: কবিতার কথা (১৯৫৩), নজরুল ইসলাম (১৯৫২), কবি মধুসূদন (১৯৬৪), কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮), Essays in Bengali Literature (১৯৫৮)। গবেষণামূলক: পদ্মাবতী, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (মুহম্মদ আবদুল হাই সহ—১৯৫৬)। অনুবাদ: প্রেমের কবিতা (১৯৫৮), ইউদিপাস (১৯৬২), হুইট্‌ম্যানের কবিতা (১৯৬৫), ইক্‌বালের কবিতা (১৯৬২), ইভানগলের কবিতা।

সৈয়দ ইকবাল। জন্ম: চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। বাংলাদেশবাসী শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কুশল ও মৃত্যুবুড়ো (১৯৭৮)।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত উপন্যাস: রায়নন্দিনী (১৯১৫), তারাবাঈ, ফিরোজা বেগম (১৯২৪), নূর উদ্দীন (১৯২৩)। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষিত হয়।

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০—৩।১২।১৯৫৬) আই. এ.। জন্ম: ধামপাড়া, ঢাকা। নেত্রকোণা দত্ত হাই স্কুলের শিক্ষক,—পরে বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগের কর্মী। কবি। সম্পাদক: নবনূর (১৯০৩—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ডালি (কাব্য—১৯১২), হাজেরা (পত্রোপন্যাস—১৯২৮), তাপসী রাবেয়া (জীবনী—১৯১৭)।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ (১০।৯।১৯২২—১০।১০।১৯৭১)। জন্ম: চট্টগ্রাম, মৃত্যু: প্যারিস, ফ্রান্স। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ.। সাংবাদিক—সরকারী চাকুরে—পরে ইউনেস্‌কোর পদস্থ অফিসার। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় দক্ষ। গল্প, উপন্যাস ও নাটক লেখক। লাল সালু উপন্যাসটি ফরাসীতে অনূদিত। ভাষা ব্যবহার, বিষয়-বস্তু নির্বাচন, চরিত্রসৃষ্টি, বাস্তব জীবনবোধ ইত্যাদি গুণে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নূতনত্বের পথিকৃৎ। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: কাঁদে নদী কাঁদে (১৯৬৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), লাল সালু (১৯৪৯)। গল্প: দুই তীর, (১৯৬৭), নয়ন চারা (১৯৪৫), গল্প সমগ্র (১৯৭২)। নাটক: বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), সুরঙ্গ (১৯৬৪)।

সৈয়দ জাফর খাঁ। শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা।

সৈয়দ মর্তুজা (১৭শ শতাব্দী)। জন্ম: বালিয়াঘাটা, মুর্শিদাবাদ। পৈতৃক নিবাস: বেরিলী। পিতা: সৈয়দ হোসেন। পিতা উত্তর প্রদেশের বেরিলী থেকে আগমন করে বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদবাসী। তান্ত্রিক সাধক, পরিব্রাজক ফকির। ফকিরের বেশে নানা স্থানে ভ্রমণের পর জঙ্গীপুরের চড়কা নামক স্থানে রাজাক নামক ফকিরের শিষ্য হয়ে নিকটবর্তী ছাপাঘাটিতে আস্তানা নির্মাণ করে বাস। এখানে সমাধি বর্তমান। পত্নী: নেজাম বিবি, সাধনসঙ্গিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণী আনন্দময়ী। সিদ্ধ সাধকরূপে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র। বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। এঁর রচিত ৮টি পদ সংগৃহীত। শব্দযোজনা, বাক্‌রীতি. রূপকল্প, ভাবগভীরতা, আবেগ, সহজসারল্য ও আলংকারিক পারিপাট্যহীন ভাষার জন্য পদগুলি লিরিকধর্মী উৎকৃষ্ট কাব্যে পরিণত হয়েছে। অন্য রচনা: যোগকালন্ধর (অধ্যাত্ম-মূলক কাব্য)।

সৈয়দ মর্তুজা। অজ্ঞাতপরিচয় বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম নিবাসী। এঁর রচিত সকল পদ, হস্তলিখিত রাগ ও তাল বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। পদের ভনিতায় 'মর্তুজা

আলী জনমের ফকির' ও 'সৈয়দ মর্তুজা গাজী' পাওয়া যায়।

সৈয়দ মস্তাফা সিরাজ। সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক। আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: মায়া মৃদঙ্গ, নিশিলতা, আনন্দমেলা, স্বপ্নের মতো, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র প্রভৃতি। শিশুসাহিত্য: মাকাসিকোর ছায়ামানুষ, কালো বাক্সের রহস্য, ভয় ভুতুরে, নিঝুম রাতের আতংক, বনের আসর, কালো মানুষ নীল চোখ, তখন কুয়াশা ছিল (১৩৯৩) প্রভৃতি।

ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলি (১৩।৯।১৯০৪—১১।২।১৯৭৪/২১।১০।১৩৮০) ছদ্মনাম: সত্য-পীর। জন্ম: করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট (অধুনা আসাম), মৃত্যু: ঢাকায়। সিলেট গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে অসহ-যোগ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত। সিলেটের ডেপুটি কমিশনার জে. এ, ডসনের ভৃত্য দ্বারা ছাত্রদের বেত্রাঘাতের প্রতিবাদে ধর্মঘটে সামিল হয়ে বিদ্যালয় ত্যাগকারী। মোজা বোনার কলে চাকুরীপ্রাপ্ত। রবীন্দ্র-নাথের পত্রে প্রভাবিত হয়ে শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন (১৯২১—২৬)। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সরকারী শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক আফ্‌গানিস্তানের কাবুলে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত (১৯২৭)। আফ্‌গান বিদ্রোহের জন্য দেশে প্রত্যাগত। জার্মানীর হুম্‌বোল্ড্‌ বৃত্তি লাভ করে (১৯২৮-৩০) বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের গবেষণায় বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ্‌. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় বিদেশ গমন (১৯৩৪)। পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৎসর অধ্যয়ন, জেরুজালেম, দামাস্কাস প্রভৃতি ভ্রমণ। বরোদায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক (১৯৩৬)। দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের বগুড়া কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ। ভারতবর্ষে পাটনা ও কটকে আকাশবাণীর পরিচালক। মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ইচ্ছায় ইণ্ডিয়ান কাউন্‌সিল অফ্‌ কালচারাল এফেয়ার্সে বিদেশের সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিষয়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান। ইউরোপ ভ্রমণ (১৯৭০-৭১)। মৃত্যুর দুমাস পূর্বে বাংলাদেশে গমন। বাঙ্গালা, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাটী, ইংরাজী, ফরাসী, ইতালীয়, জার্মান, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ১৫ টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন। 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নরসিংহদাস পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৪৯)। বিপুল অভিজ্ঞতা, গভীর পাণ্ডিত্য ও মনন-শীলতা, সরস মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত ভাষা, বিশ্বের বিভিন্নভাষা থেকে আহৃত শব্দসম্পদে ভাষার ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি গুণে রচনাবলী সমৃদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ: দেশে বিদেশে (১৯৪৮), পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), অবিশ্বাস্য (১৯৫৫), চাচা কাহিনী (১৯৫৫), ময়ূর-কণ্ঠী (১৯৫৫), জলে ডাঙায় (১৯৫৭), ধূপছায়া (১৯৫৮), চতুরঙ্গ (১৯৬০), শবনম্ (উপন্যাস—১৯৬০), শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৬১), শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা (১৯৬২), ভবঘুরে ও অন্যান্য গল্প (১৯৬২), বহুবিচিত্র (১৯৬২), পরশ পাথর (১৯৬২), টুনি মেম (১৯৬৪), দু হারা (১৯৬৬), পছন্দসই (১৯৬৭), শহর-ইয়ার (১৯৬৯), হিটলার (১৯৭০), মুসাফির (১৯৭১), কত না অশ্রুজল (১৯৭১), প্রেম (নিকোলাই লেসকভের অনুবাদ), দ্বন্দ্বমধুর (রঞ্জনের সঙ্গে যুগ্মভাবে)।

সৈয়দ মূর্তাজা আলী (১।৭।১৯০৩—৯।৮।১৯৮১)। জন্ম : মৌলভী বাজার, শ্রীহট্ট। কলিকাতা থেকে বি. এ. পাশ। অবসর-প্রাপ্ত ডিভিসন্যাল কমিশনার। প্রেস্ ইন্‌স্টিটিউটের চেয়ারম্যান। বাংলা একা-ডেমির প্রাক্তন সভাপতি। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখক। প্রবন্ধ গবেষণায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৩), সিতারা-ই-কায়েদ আজম উপাধিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ বিচিত্রা (১৯৬৭), হজরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস (১৯৬৫), মুজতবা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আমাদের কালের কথা (স্মৃতিকথা—১৯৬৮), পশ্চিম পাকিস্তান (১৯৫১), History of Jayantiya (১৯৫৪), History of chittagong (১৯৬৪)। সম্পাদিত গ্রন্থ : ইসলামাবাদ।

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর (১৬৫৭—?) জন্ম : ত্রিপুরা। এঁর লেখা একটি মাত্র কাব্য পাওয়া গেছে। রচিত কাব্য : জেবল মুলুক শামারোখ (রোমান্টিক প্রণয় কাব্য)। হিন্দুর দেবতা ও মুসলমান পীর নবীর সমন্বয় সাধিত হয়েছে এই কাব্যে। কাব্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব গভীর। কাব্যটি ১৬ বৎসর বয়সে রচিত।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (১৯৫২—) জন্ম : চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ওয়ালট্ ডিজনীর মিকি হাউস (১৯৭৭), এগিয়ে চলার বছর পঁচিশ (১৯৭৭), ছড়ার ইশবুল (১৯৭৮), প'তে প্যালেষ্টাইন (১৯৭৮), ডিজনী নগরে হৈ চৈ (১৯৭৯)।

সৈয়দ শামসুল হক (২৭।১২।১৯৩৫—) বি. এ. (ঢাকা)। জন্ম : কুড়িগ্রাম, রঙপুর। বাংলাদেশ নিবাসী। লণ্ডনে বি. বি. সি-র বাঙ্গালা বিভাগের সহকারী প্রযোজক। কবিতা, উপন্যাস ও ছোটগল্প রচয়িতা। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৬), আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯) ও অলক্ত স্বর্ণপদক সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : অনুপম দিন (১৯৬২), এক মহিলার ছবি (১৯৫৯), দেয়ালের দেশ (১৯৫৯), সীমানা ছাড়িয়ে (১৯৬৪), খেলারাম খেলে যা (১৯৭৩), দূরত্ব (১৯৮১), নীল দংশন (১৯৮১), নিষিদ্ধ লোবান। গল্প : আনন্দের মৃত্যু (১৯৬৭), তাস (১৯৫৫), রক্ত গোলাপ (১৯৬৪), শীত বিকেল (১৯৫৯), প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান (১৯৮২)। কাব্য-কবিতা : একদা এক রাজ্যে (১৯৬১), বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা (১৯৬৯), অপর পুরুষ (১৯৭৮), বিশাল বিরতিহীন উৎসব (১৯৬৯), প্রতিধ্বনিগণ (১৯৭৩), পরাণের গহীন ভিতর (১৯৮১), নিজস্ব বিষয় (১৯৮২)। অনুবাদ : শ্রাবণ রাজা (সল বেলের Henders on the Rain king—১৯৬৯)।

সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন (১৫।১২।১৯২৪—) জন্ম : সৈয়দপুর, শ্রীহট্ট। সাংবাদিক। দৈনিক আজাদ-এর সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : ছায়া আলোকের খেলা (১৯৬০), সাঁঝের বেলার কাহিনী (১৯৬১), ঝড় (১৯৬২), আকাশ যদি নীল হয় (১৯৬২), সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে (১৯৬২), ইহাই প্রেম (১৯৬৩), স্বাতী নক্ষত্রের জল (১৯৬৭)। ভ্রমণ : দূরের সুর (১৯৬১), বিপুল পৃথিবী (১৯৬২)। অনুবাদ : আরেক জগৎ সাগরমালা (১৯৫৯)।

সৈয়দ শাহনূর। জন্ম : শ্রীহট্ট। সাধক পল্লী কবি। পল্লীগীতি ছাড়াও বহু সারিগান রচয়িতা। রচিত সঙ্গীত গ্রন্থ : নূর নছিয়ড্।

সৈয়দ সাইফুদ্দিন। জন্ম: বদিপুর, জয়দেব (কেন্দুলী) বীরভূম। পিতা: হাজী আবু তাহার, মাতা: নূরজাহান বিবি। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা)। বীরভূমের বিভিন্ন সংস্থা থেকে কবিতা রচনার জন্য দুইবার পুরস্কৃত। কবিতা, প্রবন্ধ এবং লোকসাহিত্য বিষয়ক রচনা লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বীরভূমের মেলায় মেলায়, বীরভূমের মেলাপঞ্জী।

(ডঃ) সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (১৪।১। ১৯২১—)। জন্ম: আলুকদিয়া, মাগুরা, যশোর, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৪১), ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৪২)। ইংলণ্ডের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত (১৯৫২)। সৌদি আরবে মক্কায় উম্মুলক্কয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগের প্রফেসর। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৮৪), হ্যামলেট বা প্রতিশোধ, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, Kipling and India, A guide to literary Criticism (with Abdul Hamid).

সৈয়দ সামসুল হুদা (২৪।৯।১৩৪০ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম: বরাট, কাশীনাথ পুর, পাবনা। ঢাকা সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে বি. এ. উত্তীর্ণ (১৯৬৪)। বাংলাদেশ রেডিওর সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: অনন্ত নদীর মতো (১৯৭৩)। গান: সুরবাণী (বাঙ্গালা খেয়াল—১৯৭৪)। প্রবন্ধ: ওস্তাদ মুনসী রইস-উদ্দীন—কর্ম ও জীবন (১৯৮১)।

সৈয়দ সুলতান (১৬ শ শতাব্দী)। জন্ম: লস্করপুর, হবিগঞ্জ মহকুমা, শ্রীহট্ট। নিবাস: পরাগলপুর, চট্টগ্রাম। সুফী ও যোগী সাধক। উদার মতাবলম্বী। নবীবংশ গ্রন্থে হিন্দু দেবতাদেরও নবীরূপে সম্মানিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহু সঙ্গীত রচয়িতা। জ্ঞান প্রদীপ গ্রন্থে সাধনতত্ত্ব আলোচিত। ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে তিনটি পদ সংকলিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ডঃ এনামুল হক লিখিত 'কবি সৈয়দ সোলতান' প্রবন্ধে ৬টি গান উদ্ধৃত। রচনা: জ্ঞান প্রদীপ। নবীবংশ (১৫৫৪-৫৫), এরসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ইবলিস নামা, জ্ঞান চৌতিশা, জ্ঞানপ্রদীপ, ২ খানি সঙ্গীত সংকলন। নবীবংশ গ্রন্থে হজরত, ইছা, মুছা, দাউদ, সুলেমান, নূহ প্রভৃতি পয়গম্বর সম্পর্কে এবং প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণচরিত ও শ্রীরামচরিত বর্ণিত হয়েছে।

সৈয়দ হামজা (১৮ শ শতাব্দী)। পৈত্রিক নিবাস: অদুনা (উদনা), ভুরশুট পরগণা। দামোদরের বন্যায় (১১৯৮) ঘরবাড়ী নষ্ট হওয়ায় বায়রা পরগণায় রাণাঘাট গ্রাম নিবাসী। রচনা: আমীর হামজা (১৭৯২-৯৫), মনোহর মধুমালতী, জৈগুনের পুথি (বা জৈগুন হানিফার কেচ্ছা), হাতেম তাই।

সৈয়দ হায়দার (১১।৯।১৯৫০—)। জন্ম: সাতসৈয়ী, খুলনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ. (১৯৭১)। কাষ্টম্স্ এণ্ড্ একসাইজ বিভাগে কর্মরত। প্রকাশিত কাব্য কোন সুখবর নেই।

সৈয়দা লুৎফুন্নেসা (১৯২৮—) এম্. এ. (১৯৬৯)। জন্ম: সুন্দরপুর, মুর্শিদাবাদ। ঢাকায় বাংলা কলেজের অধ্যাপিকা। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: ঢেউ আর ঢেউ

(১৯৭১), বিভ্রান্ত অতীত (১৯৭৩)। উপন্যাস : রাজনন্দিনী (১৯৭:)।

সোফিওর রহমান (২৫।১১।১৯৫৪—) ছদ্মনাম : রাজিয়া বেগম। জন্ম : নয়নান, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর। পৈতৃক নিবাস : কদমতলা, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর। বর্তমান ও স্থায়ী নিবাস : সেকেণ্ড পটি জাল্পাই, তেরপেখিয়া, নন্দীগ্রাম, মেদিনীপুর—৭২১৬৫৬। পিতা : আবদুল কাদের, মাতা : মোসাম্মৎ সুফিয়া খাতুন। মেদিনীপুর কাণ্ডপসরা দেশপ্রাণ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল, নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজ থেকে বি, এ.। কৃষিকর্ম ও গৃহ-শিক্ষকতায় নিযুক্ত—সমাজসেবামূলক কর্মে ব্রতী। দেশ, যুগান্তর, আনন্দ বাজার, জিজ্ঞাসা, সপ্তাহ, মহাদিগন্ত, উদীচি, উত্তরবঙ্গ সাপ্তাহিক, মধুপর্ণী এবং ঘরোয়া, বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য : রাজা বদলের কবিতা (১৯৮৪), মুহূর্তের আমি এবং (১৯৮৪)। সম্পাদক : ষান্মাসিক পঞ্চমা (১৯৭৯—), আশির দশক আশির ইমন (১৯৮১,—দুই সংখ্যা)।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদিত গ্রন্থ : মেদিনীকোষ (১৮৬৯)।

সোমেন চন্দ (১৯২০ - ৮।৩।১৯৪২) জন্ম : ঢাকা, বাংলাদেশ। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম। মার্কস্‌বাদী আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী। শ্রমিক নেতা। সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থে লেখকের বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' স্থান প্রাপ্ত। ১৭ বৎসর বয়সে রচিত উপন্যাস 'বন্যা'। ইঁদুর গ্রন্থটি পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত। সোভিয়েত সুহৃদ্ সমিতির উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলনে ই. বি. রেলওয়ে শ্রমিকদের মিছিল পরিচালনা করার সময় বিরোধী রাজনৈতিক দলের আক্রমণে নিহত। ছোট গল্পে লেখকের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বন্যা (উপন্যাস, দিলীপ মজুমদার সম্পাদিত বালিগঞ্জ পত্রিকায় প্রকাশিত), সংকেত ও অন্যান্য গল্প (মৃত্যুর পরে প্রকাশিত এই গ্রন্থে ২০টি গল্প, ২টি নাটক ও ১টি কবিতা সংকলিত), সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ ২ খণ্ড।

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা।

(ডঃ) সোমেন্দ্রনাথ বসু (১৫।৩।১৯২৭—) নিবাস : পি-১২, ইন্দ্রানী পার্ক, কলিকাতা-১৩। পিতা : ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ বসু। মাতা : উষাঙ্গিনী। সরস্বতী ইন্সটিটিউসন্ থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৩), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৪৭), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৫০) ও ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬৪) পি. এইচ. ডি.। সিউড়ি ও কলিকাতার স্কুলে শিক্ষক, আগরতলা কলেজের অধ্যাপক, পরে কলিকাতায় চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক (১৯৫৭—)। কলিকাতায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী (১৯৫৬), রবীন্দ্র অভিধান ১ম খণ্ড (১৩৬৮), বিদেশী ভারত সাধক (১৩৬৮), রবীন্দ্র অভিধান ২য় (১৩৬৯), সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৯), রবীন্দ্র অভিধান ৩য় (১৩৭৭), রবীন্দ্র অভিধান ৪র্থ (১৩৭৫), রবীন্দ্র নাটকে ট্রাজেডি (পি. এইচ্. ডি.-র থিসিস্—১৯৭৩), রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা (১৯৭৫), তবে তাই হোক (১ম সং ১৩৮৫, ২য় সং ১৩৮৬), রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়ার চিঠি (১৩৯০), নাস্তিকতা ও রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, Rabindranath

Tagore in defence of Freedom (১৯৮২)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র (১৯৬৪), Deenabandhu Andrews Centenary Volume (১৯৭২)।

সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী (১৮৯৬?—২৩।১১।১৯৪৯)। জন্ম: পিতার স্থায়ী বাসস্থান মেমারী, বর্ধমান। আদি নিবাস: মণ্ডল-গ্রাম, বর্ধমান। পিতা: ডাঃ রাধাগোবিন্দ চৌধুরী। হাওড়া বেলিলিয়া স্কুলের ছাত্র: কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ফার্স্ট এম্. বি. পাস করে (১৯২১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে রাজশাহী, নদীয়া, পাবনা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলকরদের এলাকায় কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের পরিচালক। আন্দোলনে সফলতা লাভ করেও দীর্ঘদিন বিভিন্ন জেলে বন্দী। কারামুক্ত হয়ে গান্ধীজীর খদ্দর প্রচার আন্দোলনের জন্য বিষয় সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে অর্থসংগ্রাহক। গান্ধীজীর লবণ আন্দোলনে যুক্ত। ১৯৪২এর ভারত ছাড় আন্দোলনে কৃষ্ণনগর জেলে আটক। পরবর্তীকালে ডাক্তারী পাশ করে চিকিৎসাব্রতী। দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যসরবরাহকারী। পল্লী অঞ্চলে নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। শক্তিসংঘ, নদীয়া জেলার জনকল্যাণ সংঘ, শঙ্কর মিশন ও অসহায় ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: নীলকর বিদ্রোহ (আত্মজীবনী-মূলক)।

সোহহং স্বামী। শ্যামাকান্ত বন্দ্যো-পাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সোহরাব হোসেন (১০।৯।১৯৫৫—) জন্ম: শৌলজালিয়া, বরিশাল। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালায় অনার্সসহ বি. এ, (১৯৭৭)। বাংলাদেশের দৈনিক বাংলায় বানী পত্রিকার সাংবাদিক। প্রকাশিত কাব্য: বাতিল, রাজদণ্ড (১৯৮৩)।

সৌদামিনী সিংহ মার্থা (১৯ শতকের প্রথমার্ধ)। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। প্রকাশিত গ্রন্থ: নারীচরিত (১৮৬৫)।

সৌমিত বসু (২৭।১১।১৯৬৩—) ছদ্ম-নাম: ইলিনা মুখোপাধ্যায়। জন্ম: কাক-দ্বীপ, ২৪ পরগণা। নিবাস: ১৫, কালী লেন, কলিকাতা-২৬। পিতা: শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র বসু। মাতা: শিক্ষিকা মিনতি বসু। কাকদ্বীপ স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন কলেজে অধ্যয়নের পরে নিউ আলিপুর কলেজ থেকে রসায়নে অনার্সসহ বি, এস্. সি,। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফাইবার টেক্‌নোলজি অধ্যয়ন-রত। খেলাধূলায় দক্ষ। প্রকাশিত কাব্য: বিষণ্ণতর শব্দের দিনগুলি (১৩৯৪)। সম্পা-দিত পত্রিকা: কৃষ্ণা (১৯৮৩-৮৪), ত্রৈমাসিক নষ্টচাঁদ (কবিতাপত্র ১৯৮৫-৮৭)। ইন্দ্রাণী, শতাব্দীর মুখ, ধনধান্যে, শব্দ মিনার, সীমায়ন, কবির ডায়েরী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (১৯।১।১৯৩৫—) জন্ম: কৃষ্ণনগর, নদীয়া। বর্তমান নিবাস: কলিকাতা। পিতা: মোহিতকুমার চট্টো-পাধ্যায়, মাতা: আশালতা। কলিকাতা সিটি কলেজ থেকে বাঙ্গালা অনার্স সহ বি. এ. (১৯৫৫)। অভিনেতা কবি ও নাট্যকার। অভিনেতৃ সংঘের সম্পাদক ও সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে (১৯৭৫), ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা (১৯৭৬), শব্দেরা আমার বাগানে (১৯৮১), পড়ে আছে চন্দনের (১৯৮৩)। নাটক: রাজকুমার (১৯৭৫)। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নাটক: নামজীবন,

ভুল, বিধি, ব্যতিক্রম, বৃহন্নলা, টিকটিকি, বিদেহী।

সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১।১০।১৯৬০—) বি.এ. বি.এড্. জন্ম : বালিগঞ্জ, কলিকাতা। পিতা : উলুবেড়িয়া বি. এড, কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : উলুবেড়িয়া বিবেকানন্দ বাণী মন্দির বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্তা প্রধান শিক্ষিকা। স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ক্রিকেট খেলোয়াড়। যুগান্তর, সত্যযুগ, পরিবর্তন, আনন্দবাজার, বসুমতী, আজকাল পত্রিকায় এবং বহু লিট্ল্ ম্যাগাজিনে কবিতা, ছড়া, গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। শৌনক বর্মণ সম্পাদিত 'কবিতা মিছিল', 'ছড়ায় হাওড়া', যুবকের সিগ্ন্যাল প্রভৃতি কবিতা সংকলনে কবিতা সংকলিত। সহ সম্পাদক : ইউক্যালিপ্টাস্ (১৯৮১), ঝালাপালা (১৯৮৩)।

সৌমিত্র মজুমদার (৩।১০।১৯৬৪ —) নিবাস : পূর্বাচল পল্লী, রহড়া (খড়দহ), ২৪ পরগণা। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ গল্প, ছড়া ও কবিতা লেখক।

সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত (২৯।১০।১৯১৭/ ১২।৭।১৩২৪—)। জন্ম : বগুড়া, বাংলাদেশ। আদি নিবাস : কালিয়া, যশোহর। বর্তমান নিবাস : পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন—৭৩১২৩৫, বীরভূম। পিতা : নরেন্দ্র শঙ্কর দাশগুপ্ত, মাতা : চারুবালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ.। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক (৩৩ বৎসর), অবসর প্রাপ্ত (১৯৭৮)। শারদীয় আনন্দ বাজার, দেশ, যুগান্তর, বসুমতী, কৃষক, ভারত, সোনার বাংলা, অরণি, পাঞ্চজন্য, বর্তমান, ভারতবর্ষ, পূর্বাশা, অভ্যুদয়, অলক্ত, পরিচয়, শৃণ্বন্তু, বসুধারা, কবিতা, কবি ও কবিতা, একক, রংমশাল, শিশুসাথী, কৈশোরক, Visva Bharati Quarterly, The Hindusthan Times Weekly (New Delhi), Sri Aurovinda Circle Annual প্রভৃতি পত্রিকায়, শিশুভারতী ও পঁচিশ জন সাম্প্রতিক কবি (দিনেশ দাস সম্পাদিত) সংকলন গ্রন্থে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : দূরান্তিক (১৯৫৭), সোহিনী (১৯৫৭), অমল (১৯৫৭), অমল মন্দিরে (১৯৭৮), আনন্দ নদীর নাম (১৯৭৮)।

সৌম্য মিত্র (৭।২।১৯৬৩—)। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ১৫/২, রাণি শংকরী লেন, কলিঃ ২৬। পিতা : সাহিত্যিক বীরেন্দ্র মিত্র, মাতা : মঞ্জুশ্রী। ১ম বিভাগে মাধ্যমিক (১৯৭৮) ও উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৮০), পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স সহ ১ম শ্রেণীতে বি. এস্. সি. উত্তীর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাপ্লায়েড্ ফিজিক্স্ বিভাগে এম্. টেক্. পাঠরত। উক্ত বিভাগের কমপিউটর চালনা ও প্রোগ্রাম তৈরীর জন্য প্রশংসা-পত্র প্রাপ্ত। কলিকাতার একটি কম্পিউটর প্রতিষ্ঠানে টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসর, নিজের কম্পিউটর ক্লাবের শিক্ষক। চিত্রাঙ্কন ও ফটোগ্রাফিতে দক্ষ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : নূতন ফোটন (ফটোগ্রাফি ও ইলেক্ট্রনিক্স্ সম্পর্কিত সচিত্র মাসিক পত্র, ১৯৮৫-৮৬), জুনিয়র ফোটন (১৯৮৬-৮৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিং (১৩৯৪), ইলেক্ট্রনিক্স্ হবি প্রজেক্ট্স্ (সচিত্র, ১৩৯২), কম্পিউটরের কলা-

কৌশল (কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

সৌমেন অধিকারী (২।৪।১৯৩২—) জন্ম : শিলাইদহ, অধুনা বাংলাদেশ। পৈত্রিক নিবাস : মানকুণ্ডু, হুগলী। বর্তমান নিবাস : শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা : শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, মাতা : আশালতা। শিল্পী ও ভাস্কর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু ও রামকিংকর বেইজের ছাত্র। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনের শিল্পী। দেশ, কবিকণ্ঠ, আলিংগন, প্রতিদ্বন্দ্বী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সাঁওতাল পদাবলীর সংগ্রাহক অনুবাদক ও সম্পাদক। লোকবৃত্ত, লোকসঙ্গীত ও নৃতত্ত্বের গবেষক। প্রকাশিত কাব্য : একটু জায়গা দেবে।

(ডঃ) সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৮।১০।১৮৯০—২২।৯।১৯৭৪)। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। পিতা : সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিবাস : ৪, এলগিন রোড, কলিকাতা-২০। কলিকাতা মিত্র ইনসটিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১৭), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯২১)। কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯১৭) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান গেয়ে প্রশংসা প্রাপ্ত। আমেদাবাদে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে যোগদান (১৯২১) কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট। লাঙল পত্রিকার মাধ্যমে মুজফ্ফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। কমিউনিষ্ট দলে যোগদান। শ্রমিক কৃষক দলের দ্বিতীয় কনফারেন্সে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি (১৯২৭), মানবেন্দ্র রায়ের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। পিতার ইচ্ছায় ইউরোপ গমন (১৯২৭)। মস্কোতে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি (১৯২৮)। ইউরোপে কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা ও বিপ্লববাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত। মানবেন্দ্র রায়ের পর কমিউনিষ্ট হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। ইংরাজ ও জার্মান সরকারের কারাগারে বন্দী। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে ও স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত মোট আট বৎসর কারারুদ্ধ। দি রেভলিউসানারি কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া নামে দলের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৭)। রাজনীতির সঙ্গে সমভাবে সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় রত। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক। জার্মান, ইংরাজী, ফরাসী সিয়াম ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপ্লবী রাশিয়া (১৯৩২), ত্রয়ী (রমা রলাঁ, গর্কি ও আঁরি বারবস্-এর সঙ্গে আলোচনা—১৯৪৭), যাত্রী (আত্মজীবনী—১৯৫০), সোভিয়েট রিপাব্লিক, সাধারণ সত্ত্বাবাদীর ইস্তাহার, রোজা লুক্সেমবুর্গ, রবীন্দ্রনাথের গান (প্রবন্ধ—১৯৫২), রাশিয়ার কবিতা (অনুবাদ—১৯৪৫), কমিউনিজম্ ও বুর্জোয়া, ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন, বিহারী সতসই (হিন্দী কবি বিহারীলালের কবিতার অনুবাদ), কালিদাসের কাব্যে ফুল, শরৎচন্দ্র, দেশ ও সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা। পারানী ২ খণ্ড, (স্বরলিপি), বন্দী (রুশ কবিতার অনুবাদ), লাল নিশান (ঐ), পদ্মেজনিক, Communism and Facism (১৯৪১), Tactics and Strategies of Revolution (১৯৪৮) প্রভৃতি।

(ডঃ) সৌমেন্দ্রনাথ সরকার। প্রকাশিত

গ্রন্থ : কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রমানস (উদ্যোগ পর্ব—১৯৮৩)।

সৌরী ঘটক (১৯৩০—) ছদ্মনাম : সূর্যভট্ট। কথাসাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কমরেড, রক্তে রাঙা নগরী।

সৌরীন সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাইতি (রাজনৈতিক উপন্যাস)।

সৌরীন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী। জন্ম : রায় গোপালপুর, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজ।

সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ (২১।২।১৯১১—) ছদ্মনাম : পত্রদূত, বৈরাগী, সাহিত্য বন্ধু। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ১২ বি, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪। পিতা : পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙ্গালী জাতির পরিচয় (১৯৫৬), কথাশিল্পী, ক্রীড়া সম্রাট, নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী, মনীষীদের কৌতুক কথা, সাহিত্যসেবক মঞ্জুষা ২ খণ্ড।

সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭।৩।১৩০৬ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম : মূলুটি গ্রাম, সাঁওতাল পরগণা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ রচয়িতা। সহ-সম্পাদক : রাঢ় দীপিকা (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত গ্রন্থ : সহজ মানুষ বিভূতিভূষণ।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৫—)। জন্ম : কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ। নিবাস : কাশিমবাজার, পোঃ কাশিমবাজার-রাজ, মুর্শিদাবাদ। কবি। 'মুর্শিদাবাদ বন্দনা'র কবি হিসাবে খ্যাত। প্রকাশিত কাব্য : নির্মাল্য (১৯১১), মন্দাকিনী (১৯১৬), পদ্মরাগ (১৯৩০), বাঙ্গালার বাঁশী (১৯৩২)। জীবনী : রাজর্ষি মনীন্দ্রচন্দ্র (১৯৪২)।

সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র (১৯২০—১০।৫।১৯৮৯/ ২৭।১।১৩৯৬)। মৃত্যু : কলিকাতায় এস্. এস্. কে. এম্. হাসপাতালে হৃদরোগে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত। টি. এস্. ইলিয়ট সম্পর্কে ইংরাজী গ্রন্থ রচনার জন্য খ্যাতিমান্। প্রকাশিত রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থ : খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে (দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

সৌরীন্দ্র মজুমদার। জন্ম মৈমনসিংহ জেলায়, নেত্র-কোনার কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত আইব গ্রামে। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী,—ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের কেমিষ্ট্। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। সম্পাদক : লগুড় (ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা), মাসিক মহাভারতী, মাসিক সব্যসাচী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আকাশ পাতাল, মহামানব সজ্ঞ, কংস নদীর তীরে।

সৌরীন্দ্র মোহন গুপ্ত। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ম্যালেরিয়া।

সৌরীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়। যাত্রা-নাটক রচয়িতা। প্রকাশিত যাত্রানাটক : মহিষাসুর, আত্মাহুতি, ব্যথার পূজা, শাপ-মুক্তি, গ্রহশান্তি, পলাশীর পরে, মাটির মা প্রভৃতি।

সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, স্যর, রাজা (১৮৪০—?)। জন্ম : পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা। পিতা : হরকুমার ঠাকুর, অগ্রজ : মহারাজ স্যর যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর। আট বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট। হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন শেষে স্বগৃহে পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ এবং হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঈশ্বর চন্দ্র সাহার নিকট ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শিতা প্রাপ্ত। ১৭ বৎসর বয়স থেকে সঙ্গীত চর্চায় ব্যাপৃত। দেশীয় এবং ইউরোপীয় সঙ্গীত

শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ। লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। জার্মান অধ্যাপকের নিকট পিয়না ফোর্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বেঙ্গল একাডেমি অফ্ মিউজিকের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৮১)। অক্স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অফ্ মিউজিক (১৮৯৬), ভারত সরকার প্রদত্ত সি. আই. ই ও রাজা এবং ইংলণ্ড থেকে নাইট্ ব্যাচেলর অফ্ ইউনাইটেড্ কিংডম (১৮৮৪) উপাধি প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত (১৮৫৭), মুক্তাবলী নাটক (১৮৫৮), মালবিকাগ্নিমিত্র (কালিদাসের অনুবাদ), সঙ্গীতসার, জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকা, মৃদঙ্গমঞ্জরী, একতান, হারমোনিয়ম সূত্র, হিন্দু সঙ্গীত, যন্ত্রকোষ, ভিক্টোরিয়া গীতিকা (সংস্কৃত), সঙ্গীত সার সংগ্রহ (সংকলিত ও সম্পাদিত) প্রভৃতি।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (৯।১।১৮৮৪—১১।৫।১৯৬৬)। ছদ্মনাম: সত্যব্রত শর্মা, বৈকুণ্ঠ শর্মা, অনর্গল রায়, অপ্রকাশ গুপ্ত। জন্ম: নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, ২৪ পরগণা। পিতা: হরিদাস মুখোপাধ্যায়, মাতা: সুরসুন্দরী, পিতামহ: হাইকোর্টের উকিল রুষ্ণসখা, মাতামহ: নট ও নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীপুর সুবারবন স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৯), তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজ থেকে এফ্. এ. (১৯০১), জেনারেল এসেমব্লিজ থেকে বি. এল্, (১৯১১)। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আইন ব্যবসায়ী। কৈশোর থেকেই সাহিত্য সাধনায় রত। বি, এ. ক্লাসে পড়ার সময়ে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগে সাহিত্যসেবক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে সাব্‌ডেপুটির চাকরী বর্জনকারী। দুই শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯০৩)। ভুবনেশ্বরী পদক এবং কৃত্তিবাস ও মৌচাক সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত। রম্যরচনা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতা লেখক। সাহিত্য ও ভারতী পত্রিকায় গল্প ও কবিতা প্রকাশিত। ছদ্মনামে ভারতী পত্রিকায় গ্রন্থ সমালোচক। মুকুল পত্রিকার ও মৌচাক পত্রিকার লেখক। সেক্‌স্‌পীয়রের পাঁচটি নাটক, বহু বিদেশী নাটক ও উপন্যাসের অনুবাদক। মেঘদূত কাব্যের প্যারডি রচয়িতা। মাসিক বসুমতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। গ্রামোফোন রেকর্ডে স্বরচিত সঙ্গীত জনপ্রিয়। ১৮ বৎসর বয়সে প্রথম রচনা 'ছেলেবেলার গল্প' কমলা পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম নাটক 'যৎ কিঞ্চিৎ' ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত (১৯০৮)। বাস্তবতা ও সমাজসচেতনতা রচনার বৈশিষ্ট্য। যুগ্ম-সম্পাদক: মাসিক ভারতী (১৩১২-৩০, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সহ)। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক: মৌচাক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: শেফালি (১৯০৯), পরদেশী (বিদেশী গল্পের অনুবাদ—১৯১০), নির্ঝর (১৯১১), পুষ্পক (১৯১৩), মৃণাল (১৯২২), যৌবরাজ্য (১৯২২), চাঁদমালা, বৈকালী, মনিদীপ, পুনশ্চ, কঙ্কনা, পরকীয়া, তরুণী, রঙের টেক্কা, খাট্টা ও খোট্টা, সচকিত গৃহিণী, নবগায়িকা, সুপর্ণা। নাটক: যৎকিঞ্চিৎ (মলিয়রের নাটক অবলম্বনে ১৯০৮), দশচক্র (১৯১০), গ্রহের ফের (প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বলবান জামাতা অবলম্বনে ১৯১১), দরিয়ার (গোল্ড স্মিথের কাহিনী অবলম্বনে—১৯১২), রুমেলা (১৯১৪), হাতের

পাঁচ (১৯১৫), শেষবেশ (১৯১৭), পঞ্চশর (১৯২০), লাখ টাকা (১৯২৬), হারানো রতন (১৯২৯), রূপসী (মেটারলিংকের নাট্য-কাহিনী অবলম্বনে) যবনিকার অন্তরালে (কাজরী), মন্দির, ইরাণী, মৃত্যুমোচন (টলষ্টয়ের কাহিনী অবলম্বনে)। উপন্যাস : কাজরী (১৯১৮), দরদী, সোনার কাঠি, আঁধি (১৯২০), প্রেয়সী, খ্রীবুড়ি, কালের আলো, পিয়ারী, মুক্ত পাখী, নিরুদ্দেশের যাত্রী, লাল ফুল, অতঃপর, গরীবের ছেলে, লজ্জাবতী, ছোট পাতা, বহ্নিশিখা, মধুযামিনী, পথের পথিক, নেপথ্যে, মমতা, শান্তি, লেক রোড, পথ বিজন, যৌবনেরি বন্যাস্রোতে, জীবন স্বপ্ন, পারাবার, চঞ্চল নিশীথে, স্বরূপিণী, দুঃখের বরষায়, নিশীথ দীপ, বিনোদ হালদার, নিশির ডাক, আলোছায়া (১৩৪০), রাহুগ্রস্ত শশী (১৩৪৬), পাষাণ, অরণ্য, ভবিষ্যৎ, আলোর সুর, ফুটন্ত ফুল, মনের মিল, জীবনসঙ্গিনী, ভাঙন, সহসা, জীবন সাথী, নিদ্রিত পুরী, চাঁদ উঠেছিল গগনে, গৃহ ও গ্রহ, রাঙা মাটির পথ, অস্বীকার, মুস্কিল আসান (১৩৬০), রূপছায়া, নব বসন্ত, নিশীথিনী (১৩৪০), সহচারিণী, বিহঙ্গিনী, যৌবন সরসী নীরে, কুঞ্জতলে অন্ধবালিকা, এই তো জীবন, কালো ডাক্তার, সহিত্রী, মিস্ রেবা রায়, নারী স্রোতে বয়ে যায় (১৩৫৯), মিলন শতদল, ভালোবাসা, অকস্মাৎ, কুজ্ ঝটিকা, অগ্রবর্তিনী, অপরূপা, সাহসিকা, এই পৃথিবী, মধু মঞ্জরী, একালের মেয়ে, মুক্তি, করুণা, দেবী, কর্মচক্র। অনুবাদ : বন্দী (ভিক্টর হিউগো ১৯১২), মাতৃঋণ (আল্‌ফন্‌সো দোঁদে), নবাব (ঐ), অবঞ্চনা (গোর্কি), জনৈকা (মোপাসাঁ), এড্‌ভেঞ্চার, রোমান্স, আজব দ্বীপ (জুলেস ভার্ণেস)। শিশুসাহিত্য : লাল কুঠি, চালিয়াৎ চন্দ্র, বাবলা (১৯২৪), পাঠান মুল্লুকে, মা কালীর খাঁড়া, ছায়া দানব, জঙলী, এক রাত্রি, নিঝুম পুরী, আলেয়ার আলো, জলটুঙি, বার্মা ফেরৎ, বর্মায় যখন বোমা পড়ে, পথ ভোলা পথিক, জঙ্গলবাড়ী, বর্মী ছেলে, কাঞ্চন জঙ্ঘা, ছোটদের রামায়ণ, অনেক দূরে, পাহাড়িয়া, সর্বে সর্বা, নীল আলো, ছিন্নমস্তার মন্দির, জীবন্ত সমাধি, স্বর্গের সিঁড়ি, রাঙাজবা প্রভৃতি। ছোটদের অনুবাদ : স্বর্ণ নদী, বড়দিনের বন্দনা, ইয়াহুর দেশে, গলিভার, রাজা আর্থারের রথী, থ্রী মাস্কেটিয়ার্স, কিং সলোমনস্ মাইন্‌স্, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, বেনহুর, চাঁদের দেশে, সাগরের তলে, আদীদিনে পৃথিবী, পার্সিয়ুস, আজব দেশে লাপুটা। পরলোক সম্পর্কিত : পরলোকের বিচিত্র কাহিনী, পরলোকের খবর প্রভৃতি। সঙ্গীত : ও কেন গেল চলে, সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে প্রভৃতি। লোককথা অবলম্বনে : রাঙা মাটির মঠ (১৯৪১), আবিষ্কার (১৯৪৩), রাজ্যের রূপকথা (১৯৫৩)।

সৌরেন্দ্র গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : ছেলে মানুষ করার সহজ উপায়, গ্রহরত্নের কথা।

সৌরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়। প্রকাশিত গ্রন্থ : আত্মবিবেক (১৩২২)।

হটেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯ শ শতাব্দী) নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : এই কি সেই ভারত (জাতীয়তাবোধক—১৮৮২)।

হবিব। ফকির। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। একটি পদ ব্রজসুন্দর সান্যালের মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থে উদ্ধৃত।

হবিব উল হোসেন। জন্ম : হায়দারপুর, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : জঙ্গো সোহরাব (১২৯৪)।

হবিবর রহমান, শেখ (×।৪।১৮৯১—)

সাহিত্য রত্ন। জন্ম: ঘোষপতি, যশোর। বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ: কোহিনূর কাব্য, চেতনা, বাঁশরী, পারিজাত, গুলশান, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ, আবেহায়েৎ (গজল গানের প্রথম বাঙ্গালা বই), পরীর কাহিনী, গুলিস্তাঁ (অনুবাদ), বস্তাঁ (অনুবাদ)।

হবীবুল্লাহ সিরাজী (২১।১২।১৯৪৮—) জন্ম: ফরিদপুর, বাংলাদেশ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশ নিবাসী। কবিতা ও উপন্যাস লেখক। প্রকাশিত উপন্যাস: কৃষ্ণপক্ষে অগ্নিকাণ্ড (১৯৭৩)।

হরকালী মজুমদার (১৯ শ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য: অনঙ্গ বিলাস (১২৬৮)।

হরকিশোর দাস (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত উপন্যাস: টুনী কাহিনী (১৮৯২)।

হরকুমারী দেবী (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য: বিদ্যাদারিদ্র্যজননী (১৮৬১)।

হরগোবিন্দ পাণ্ডে (১৮ শ শতাব্দী)। রচনা: জগন্নাথ বন্দনা।

হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী (১৮৬৪/১২৭১—?)। জন্ম: মুর্শিদাবাদের বালুচরের বৈদ্যবংশে। পিতা: হরিনারায়ণ মজুমদার, মাতা: মাতঙ্গিনী, ১মা পত্নী: কামিনী সুন্দরী, ২য়া পত্নী: শরৎনন্দিনী। ময়মনসিংহের সেরপুরের জমিদার হরিচরণ লস্করের দত্তকপুত্র। ময়মনসিংহের জেলা স্কুলে পড়ার পরে জামালপুর হাই স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ (১২৯০)। প্রথমা পত্নীর ও একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর কাশীবাসী,—নানা তীর্থ ভ্রমণ করার পর শেরপুরে প্রত্যাবর্তন (১৩০৩)। কলিকাতায় আগমন (১৩১০)। যোগশাস্ত্রে ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী। প্রকাশিত গ্রন্থ: দশানন বধ মহাকাব্য ২ খণ্ড (১৩০১-১৩১০)। বাঙ্গালা কাব্যে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োগে নিপুণতা প্রকাশিত।

হরগোবিন্দ শুকুল। জন্ম: গড়বেতা, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাধুসঙ্গ ২ খণ্ড (সাধন সঙ্গীত—১৩২৪)।

হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭—২৪।১১।১৮৮৪) জন্ম: বাবুগঞ্জ, হুগলী, পৈতৃক নিবাস ঘোলঘাট, হুগলী, আদি নিবাস: খানাকুল, কৃষ্ণনগর। পিতা: হলধর ঘোষ। হুগলী কলেজের ছাত্র (১৮৩৬)। আরবী, ফার্সী ও বাঙ্গালাভাষায় ব্যুৎপন্ন। বোয়ালিয়ায় (১৮৪৬) ও মালদহে (১৮৪৭) প্রথম শ্রেণীর সেটেলমেন্ট্ ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্। বহরমপুরে আবগারী বিভাগের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট। ডেপুটি কালেকটর ও পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ (১৮৫৮)। অবসরপ্রাপ্ত (১৮৭২)। হুগলী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। সেক্‌সপীয়রের নাটকের প্রথম বঙ্গানুবাদক। হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে বেকনের Truth শীর্ষক নিবন্ধের বঙ্গানুবাদে ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় গভর্ণর জেনারেল অকল্যাণ্ড কর্তৃক রূপার ঘড়ি (১৮৪১) ও পরবৎসর অপর প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করায় সোনার ঘড়ি দ্বারা পুরস্কৃত। সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ করায় এবং সংস্কৃত-ঘেঁষা আড়ষ্ট গদ্যভাষা ব্যবহারের জন্য নাটকগুলি শ্রেষ্ঠ নাট্যসৃষ্টিতে পর্যবসিত হয় নি। প্রকাশিত গ্রন্থ: নাটক: ভানুমতী চিত্তবিলাস (মার্চেন্ট্ অফ্ ভেনিসের অনুবাদ—১৮৫২), কৌরব বিয়োগ (১৮৫৮), চারুমুখ চিত্তহরা (রোমিও জুলিয়েট—১৮৬৪), রজত গিরিনন্দিনী (দি সিলভার হিল নামে ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অবলম্বনে—১৮৮৪)।

অন্যান্য : বারুণী বারণ বা সুরার সঙ্গদোষ (১৮৬৪), সপত্নী সরো (১৮৭৫), রাজ তপস্বিনী ১ম (মহাভারতের অম্বার কাহিনী অবলম্বনে কাব্য—১৮৭৬), শিবাজীর জীবন হইতে উপদেশ সংকলন (১৮৮০)।

হরচন্দ্র চৌধুরী (১০।৮।১২৫৩—১৭।১। ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : মৈমনসিংহের শেরপুরে জমিদার বংশে। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : সাপ্তাহিক চারুবার্তা (১৮৮১), সাপ্তাহিক চারুমিহির (১৮৯৫), মাসিক বিদ্যোন্নতি-সাধিনী (শেরপুর বিদ্যোন্নতি সভার মুখপত্র ও মৈমনসিংহের প্রথম সাময়িক পত্র, জুন—১৮৬৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শেরপুর বিবরণ, শ্রীবৎসোপাখ্যান, বংশানুচরিত।

হরচন্দ্র দত্ত (১৯ শ শতাব্দী)। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ : লর্ডমেকলে রচিত লর্ড ক্লাইভ গ্রন্থের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ 'ক্লাইভ চরিত্র' (ভার্নাকুলার লিটরেচর কমিটি কর্তৃক ১৮৫৩ খ্রীঃ প্রকাশিত)।

হরচন্দ্র দেব (১৯ শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত গীতাভিনয় : যদুবংশ-ধ্বংস (১৮৭৮)।

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : সাইমন ও একিজিনের উপাখ্যান (ড্রাইডেন রচিত উপন্যাস অবলম্বনে—১৮৬২)।

হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সাংবাদিক। সম্পাদক : মাসিক সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১০।৬।১৮৩৫)।

হরচন্দ্র ভৌমিক। জন্ম : হাটুরিয়া, পাবনা। মোক্তার। প্রকাশিত উপন্যাস : মর্ত্যে পারিজাত।

হরচন্দ্র রায় (১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)। সাংবাদিক। প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র বঙ্গাল গেজেটির (১৮১৮) সম্পাদক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সহকারী।

হরদয়াল নাগ (১৫।৯।১৮৫৩—২০।৯। ১৯৪২)। জন্ম : কাশিমপুর, ত্রিপুরা। বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। চাঁদপুরের গান্ধী নামে পরিচিত। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে দশ টাকা বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭৪)। ইন্‌কামট্যাক্স এসেসর, শিক্ষক। আইন পাশ করে (১৮৮৪) চাঁদ-পুরে আইনব্যবসায়ী। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই সক্রিয় সদস্য। চাঁদপুরে অবস্থান-কালেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী। চাঁদপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও ১৯২২ খ্রীঃ থেকে আমৃত্যু সভাপতি। গান্ধীজীর আহ্বানে আইন ব্যবসায় ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত। ত্রিপুরা ও নোয়া-খালিতে লবন আইন অমান্য আন্দোলনের পরিচালক (১৯৩৫), বহরমপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি (১৯৩১), চা শ্রমিকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালক। বহুবার কারাদণ্ডিত। কংগ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি (২৮।১২। ১৯৩৫)। ১৯৪২এর আন্দোলনে অংশগ্রহণ-কারী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক : ঢাকা প্রকাশ, ভারত হিতৈষিণী।

হরদেব চট্টোপাধ্যায়। কবি। প্রকাশিত কাব্য : স্বভাব সঙ্গীত (২য় সং ১৩০৭)।

হরদেবী। পাঞ্জাব প্রবাসী রায় বাহাদুর কাহ্নাইয়ালাল এম. ডি. সি. ই. মহোদয়ের পুত্রবধূ। বিলাত ভ্রমণকারিণী। প্রকাশিত

গ্রন্থ : ভিক্টোরিয়া জুবিলী, বিলাতযাত্রী প্রভৃতি। সম্পাদিকা : ভারত ভগ্নী।

হরনাথ ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : পত্রদলিলশিক্ষা।

হরনাথ পাল। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কবি মোহিতলাল।

হরনাথ বসু। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : বীরপূজা, ময়ূর সিংহাসন, বেহুলা, পাপের পরিণাম, ভক্ত কবীর (১৩২২), বণিকবালা (১৩২২), স্বর্ণহার (১৯০৬), চক্রে চাকী, জাগরণ।

হরনাথ ভঞ্জ। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বর-লোকে বঙ্গের পরিচয় (১২।৭।১৮৭৫)।

হরনাথ মিত্র। নিবাস : কৃষ্ণনগর। প্রকাশিত গ্রন্থ : রহস্য সন্দর্ভ।

হরনারায়ণ সেন। কবি। প্রকাশিত কাব্য : পুষ্পরেণু (১৩১৯)।

হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা-সাহিত্যিক। প্রকাশিত উপন্যাস : অনাদৃতা (১৯১৭)। পরাধীন (১৯১৮), গৃহলক্ষ্মী, পল্লী মোড়ল, মায়ের প্রাণ, মুগ্ধা ইত্যাদি।

(ডাঃ) হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯০৪—) জন্ম : পারজোয়ার, নোয়াদ্ধা গ্রাম, ঢাকা। পিতা : জগচন্দ্র শিরোরত্ন, মাতা : নিত্যকালী। ঢাকা উকীল ইন্‌স্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা (১৯২১), কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে আই. এস্. সি (১৯২৩), কলিকাতা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্. বি. (১৯২৯)। ভবানীপুরে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সংখ্যবেদান্ততীর্থের ভাগবত চতুষ্পাঠী থেকে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি প্রাপ্ত। চিকিৎসক। আর. জি. মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : চতুঃশ্লোকী ভাগবত (অনুবাদও ব্যাখ্যা —১৩৫৬)। মনের কথা (১৩৫৮), A Hand Book of Medical Parasitology for medical Practitioners and students (১৩৬০)।

(ডঃ) হরপ্রসাদ মিত্র (১।২।১৯১৭—) এম্. এ. পি. এইচ. ডি. জন্ম : দেওঘর, বিহার। কলিকাতা লেক্ টাউন নিবাসী। স্কটিশচার্চ কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, হুগলী মহসীন কলেজ ও কুচবিহার ভিক্‌টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রবীন্দ্র অধ্যাপক। কবি ও সমালোচক। প্রকাশিত কাব্য : ভ্রমণ (১৯৪৩), পৌত্তলিকা (১৯৪১), চন্দ্রমল্লিকা (১৯৩৫), সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা, তিমিরাভিসার (১৯৫৪), আশ্বিনের ফেরি-ওয়ালা, সাঁকো থেকে দেখা, চুনিপান্নার কান্না প্রভৃতি। প্রবন্ধ-সমালোচনা : সাহিত্য পরিক্রমা (১৯৪৬), বাংলা কাব্যে প্রাক্‌ রবীন্দ্র (১৯৪৬), সাহিত্য পাঠকের ডায়েরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ (১৩৬১), তারাশঙ্কর (১৩৬৮)। কিশোর-পাঠ্য : মধ্যরাতের সূর্য।

হরপ্রসাদ রায় (১৯ শ শতাব্দীর প্রথম-ভাগ)। নিবাস : কাঁচড়া-পাড়া, ২৪ পরগণা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের অস্থায়ী পণ্ডিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুরুষ পরীক্ষা (মৈথিল কবি বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ—১৮১৫, লণ্ডনে প্রকাশিত—১৮২৬)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় (৬।১২। ১৮৫৩—১৭।১১।১৯৩১)। নামান্তর : শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য। জন্ম : নৈহাটী, ২৪ পরগণা। পিতা : রামকমল ভট্টাচার্য ন্যায়রত্ন। ভাট-পাড়ার চতুষ্পাঠীর ছাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্‌ট্রান্স (১৮৭১) ও এফ্. এ.

(১৮৭৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৭৬), সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে সংস্কৃতে এম্. এ. (১৮৭৭) ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত। বিবাহ (১৮৭৮)। কলিকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক (১৮৭৯), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক (১৮৮৩), প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক (১৮৯৪), সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ (১৯০০—১৯০৮), সংস্কৃত পরীক্ষার রেজিষ্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক (১৯২১-২৪)। মহামহোপাধ্যায় (১৮৯৮), সি. আই. ই (১৯১১) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্. (১৯২৭) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, ভাইস-চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান (১৮৮৩), অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও বেঞ্চের সভাপতি (১৮৮৪), এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব সমিতির সম্পাদক (১৮৮৫), পুঁথিসংগ্রহের প্রধান পরিচালক (১৮৯১), সহ-সভাপতি (১৯০৬) ও সভাপতি (১৯১৯-২১)। সেন্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটির সভ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৮), বুদ্ধিষ্ট্ টেক্সট্ এণ্ড্ রিসার্চ সোসাইটির সম্পাদক (১৮৯৫), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য (১৮৯৬), সহ-সভাপতি (১৩০৫-০৯, ১৩১৮-১৯, ১৩২৩-২৫, ১৩৩১-৩২) ও সভাপতি (১৩২০-২১, ১৩২৬-৩০, ১৩৩২-৩৬)। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি (বর্ধমান ১৯১৪, রাধানগর ১৯২৪), মেদিনীপুরে সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি (১৯১৮), বীরভূম সাহিত্যসম্মেলনের সভাপতি (হেতমপুর—১৯২০), ভারত হিন্দু সভার সভাপতি (কলিকাতা—১৯২২), ওরিয়েন্টাল কন্ফারেন্সের সভাপতি (লাহোর—১৯২৮), লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য। বি. এ. ক্লাশে অধ্যয়নকালে 'ভারত মহিলা' প্রবন্ধের জন্য হোলকার পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত। গোপাল-তাপনী উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহযোগী। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ, চর্যাপদ আবিষ্কার (১৯০৭) ও সম্পাদনা, (১৯১৬), প্রত্নলিপির পাঠোদ্ধার, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা, ভাষাতত্ত্ব আলোচনা প্রভৃতির জন্য স্মরণীয়। পুঁথি সংগ্রহের জন্য নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রবন্ধ-নিবন্ধ: ভারত মহিলা (২য় সং ১৮৮২), বাল্মীকির জয় (১৮৮১), মেঘদূত (১৯০২), উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য। উপন্যাস: কাঞ্চনমালা (১৯১৫), বেনের মেয়ে (১৯১৫)। ইংরাজী: History of India, Malavikagnimitra (১৯০৭), Vernacular Literature of Bengal (১৮৯১), Birds-eye view of Sanskrit Literature (১৯১৭), Discovery of living Buddhism in Bengal (১৮৯৭), The study of Sanskrit, The Educative influence of Sanskrit (১৯১৬), Magadhan Literature (১৯২৩), Lokayata (১৯২৫), Absorption of Vratyas (১৯২৬), Sanskrit Culture in Modarn India (১৯২৮), Catalogue of Palm-leaf and Selected paper—Mss. belonging to Darbar Library, Nepal Vols. I-II (১৯০৫), A Descriptive Catalogue of Sans-

krit Mss. in the Govt. Collection Under the Care of A. S. B. (১৯১৭-৩১), Report on the Sanskrit—Mss (1895—1911)। সম্পাদিত গ্রন্থ : শ্রীধর্মমঙ্গল (১৯০৬), হাজার বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা (১৯১৬), কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদিপর্ব (১৯২৮)। বিদ্যাপতি প্রণীত কীর্তিলতা (১৯২৪), বৃহদ্ধর্মপুরাণ (১৮৮৮—১৮৯৭), বৃহৎ স্বয়ম্ভুপুরাণ (১৮৯৭—১৯০০), সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত (১৯১০), আর্যদেবের চতুঃশতিকা (১৯১৪), আনন্দ ভট্টকৃত বল্লালচরিত (১৯০৪), বৌদ্ধ ন্যায়ের পুঁথি (১৯১০), অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ কাব্য (১৯১০), সৈনিক শাস্ত্র (১৯১০)।

হরলাল গুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আয়ুর্বেদ চন্দ্রিকা, আয়ুর্বেদ ভাষাভিধান, পরিভাষা প্রদীপ, পচন সংগ্রহ, (বসন্তকুমার রায় সহ), সিদ্ধ মুষ্টিযোগ, ভৈষজ্যরত্নাবলী (অন্যতম লেখক)।

হরলাল পাণ্ডে (২৬।৭।১৩৩৪ বঙ্গাব্দ—) জন্ম : ভৈরবপুর, মহানাদ, হুগলী। পিতা : গোপাল চন্দ্র পাণ্ডে, মাতা : যোগমায়া। মহানাদ জুনিয়ার হাইস্কুল ও পরে বাগাটী রামগোপাল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৭), হুগলী মহসীন কলেজ থেকে আই. এস্. সি (১৯৪৯), প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে অনার্স সহ বি. এ. ও বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৪১) উত্তীর্ণ। বাণীপুর পি. জি. বি. টি. কলেজ থেকে পি. জি. বি. টি. পাশ (১৯৬৪-৬৫)। মহানাদ হাই স্কুলের শিক্ষক (১৯৬২-৬৬), আদি সপ্তগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৯৬৩-৬৭), শক্তিগড় নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থার (পোঃ বড়শুল, জেঃ বর্ধমান) অধ্যাপক (১৯৬৭-৮০), ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ (১৯৮০—)। বর্ধমান সমাচার (বর্ধমান স্কুল বোর্ডের মুখপত্র), বর্ধমান (পূজা সংখ্যা), শিক্ষক, আভাতি (বিষ্ণুপুর, ২৪ পরগণা), কুসুম কোরক (মহানাদ স্কুলের মুখপত্র), উন্মেষ (শক্তিগড়) প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : কবিতাঞ্জলি (১৩৭৯)।

হরলাল রায় (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক। এঁর রচিত শত্রুসংহার নাটকের অভিনয়ে বিনোদিনী প্রথম মঞ্চে আবির্ভূত হন। প্রকাশিত নাটক : হেমলতা (১৮৭৩), রুদ্রপাল (হ্যামলেটের অনুবাদ—১৮৭৪)। বঙ্গের সুখাবসান (বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী—১৮৭৪)। শত্রুসংহার (বেনীসংহার নাটক অবলম্বনে—১৮৭৪), কনক-পদ্ম (শকুন্তলার কাহিনী—১৮৭৪)।

হরলাল শেঠ। প্রকাশিত গ্রন্থ : সখের বাগান।

হরলাল সরকার (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : চতুরঙ্গ (১৮৭৫)।

হর্ষবর্ধন ঘোষ (২৩।৮।১৯৩৫/৬।৫। ১৩৪২—)। জন্ম : সুজনসাহা, খুলনা, বাংলাদেশ। আদি নিবাস : কাটিপাড়া, খুলনা। বর্তমান নিবাস : দুর্গাপুর, বর্ধমান। পিতা : শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতা : সন্ধ্যারানী। জামসেদপুর মিসেস্ কে. এম্. পি. এম্. হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৫৩), জামসেদপুর টেকনিক্যাল স্কুল (TISCO পরিচালিত) থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিভিন্ন বেসরকারী, আধা সরকারী ও সরকারী সংস্থায় চাকুরির পর দুর্গাপুর ষ্টীল প্ল্যান্টের কর্মী (১৯৬৩—)। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রগতিশীল

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য ও বর্ধমান জেলার সম্পাদক। হ্যানিম্যান (কলিকাতা), হোমিও প্রদীপ (রামপুরহাট, বীরভূম)। পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ (আসানসোল), হোমিও সমীক্ষা (কলিকাতা), হোমিও প্রগতি (ঐ) প্রভৃতি পত্রিকায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক।

হরানন্দ রায় গুপ্ত, কবিকেশরী। রচনা : উষাহরণ কাব্য।

হরিকিশোর রায় চৌধুরী। জন্ম : মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন।

হরিকুমার চক্রবর্তী (×।১২।১৮৮২—১২।৩।১৯৬৩)। জন্ম : চাংড়িপোতা, ২৪ পরগণা। পিতা : যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের রচনার দ্বারা প্রভাবিত। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের (মানবেন্দ্রনাথ রায়) সঙ্গে চাংড়িপোতায় বিপ্লবীদল গঠন করে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান। বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আগত। বিপ্লবী কর্মের জন্য কয়েকবার কারাদণ্ডিত। Independence League of India-র বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সম্পাদক (১৯২৮)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯৩০), র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্পাদক (১৯৪১-৪৮)। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য (১৯৫০-৬৩)। সম্পাদক : স্বাধীনতা (যুগান্তর দলের মুখপত্র—১৯২৯), সাপ্তাহিক জনতা (র‍্যাডিক্যাল পার্টির মুখপত্র—১৯৪২-৪৮)।

হরিকৃষ্ণ মজুমদার (১৯ শ শতাব্দী)। জন্ম : ইসলামপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ম্যাজিষ্ট্রেট। বহরমপুরের লোকাল বোর্ডের সংগঠক ও চেয়ারম্যান, জেলাবোর্ডের সদস্য। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতবর্ষের ইতিহাস—হিন্দু রাজত্ব ১ম (১৮৮২)।

হরিকৃষ্ণ মল্লিক (১৯ শ শতাব্দী)। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিষম জ্বরে কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী (১৮৭৩), বেঙ্গলী হোমিওপ্যাথিক সিরিজ (১৮৬৯)।

হরি ঘোষ (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : হরি ঘোষের গোয়াল (১৮৮৬)।

হরিচরণ (১৮শ শতাব্দী)। পিতা : দাশরথি, পিতামহ : দ্বিজ রমাকান্ত মিশ্র, অগ্রজ : মুনিরাম। রচনা : শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ।

হরিচরণ আচার্য (১৮ শতাব্দী)। রচনা : শিবদুর্গার কাহিনী।

হরিচরণ আচার্য (১৯ শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : পদ্য প্রসূন (১৮৯৩)। সংকলিত গ্রন্থ : কবির ঝংকারে ২ খণ্ড (পূর্ববঙ্গের কবির গানের সংকলন—১৩৩৬)।

হরিচরণ গুপ্ত। জন্ম : মুক্তাগাছা মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ: কাহিনী (১৩২২)।

হরিচরণ চক্রবর্তী (১৯ শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : ভদ্রোদ্বাহ কাব্য (শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান—১৮৭১)।

হরিচরণ দাস। প্রকাশিত গ্রন্থ : কৃষিবন্ধু।

হরিচরণ দাস (১৬শ শতাব্দী) অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্য। রচনা : অদ্বৈত-মঙ্গল (অদ্বৈতাচার্যের জীবনী অবলম্বনে কাব্য)।

হরিচরণ দাস রাহা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কায়স্থ তত্ত্বানুসন্ধান (১৩২২)।

হরিচরণ দে (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতামঞ্জরী (ঢাকা—১৮৬৮)।

হরিচরণ পাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : নূতন আদর্শ লিখন প্রণালী (১৩২২)।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছদ্মনাম : শ্রী ঠাঁট। নাট্যকার। প্রকাশিত গ্রন্থ : হরিদা (১৩০৪), যুবরাজের ভারত ভ্রমণ (১৮৭৫)।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩।৬।১৮৬৭/ ১০।৩।১২৭৪—১৯৫৯/২৮।৩।১৩৬৫)। জন্ম : মাতুলালয়ে রামনারায়ণপুর, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। পিতা : নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পৈত্রিক নিবাস : যশাইকাটি। বাদুরিয়া লণ্ডন মিশনারী স্কুলে অধ্যয়নের পরে জেনারেল এসেমব্লিজ্ থেকে প্রবেশিকা, কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এফ্. এ. পাশ। বি. এ. তৃতীয় বার্ষিকশ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে অর্থাভাবে পড়াশুনা স্থগিত। কিছুকাল দেশের স্কুলে শিক্ষকতার পর নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক, —কলিকাতা টাউন স্কুলের প্রধান পণ্ডিত,— রবীন্দ্রনাথের জমিদারী রাজশাহীর কালীগ্রামের পাতিশর কাছারিতে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট। সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শান্তিনিকেতনে আনীত (১৯০২)। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপক। অবসর (১৯৩২)। অধ্যাপনাকালে কবির অভিপ্রায় অনুসারে বঙ্গীয় শব্দকোষ সংকলন কার্যে ব্যাপৃত (১৩১২— ১৩৫২)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরোজিনী স্বর্ণপদক (১৯৪৪) এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক দেশিকোত্তম (১৯৫৭) উপাধি দ্বারা সম্মানিত। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের ছাত্রগণ কর্তৃক সম্বর্ধিত (১৩৫১), এক হাজার টাকার তোড়া সহ বিচারপতি ব্রজকান্ত গুহর বাড়ীতে সম্বর্ধিত (১৯৫৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বঙ্গীয় শব্দকোষ ১০৫ খণ্ড (১৩৪০-৫৩), রবীন্দ্রনাথের কথা, সংস্কৃত প্রবেশ ৩ খণ্ড, পালি প্রবেশ, কবির কথা, শব্দানুশাসন, Hints on Sanskrit Translation and Composition। অমিত্রাক্ষরে অনূদিত : সোরাব রোস্তম, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র। সম্পাদিত গ্রন্থ : ব্যাকরণ কৌমুদী।

হরিচরণ বন্ধু। সম্পাদক : হরিভক্তিতত্ত্ব (সয়দাবাদ, বহরমপুর)।

হরিচরণ ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন, স্মৃতিরত্ন (২৭।১১।১৮৮৯—)। জন্ম ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা : রামেশ্বর বিদ্যারত্ন। ভাটপাড়া মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও হুগলী গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্র। গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের অনুশীলনকারী, পঞ্জিকাগণক। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুরাতন পঞ্জিকা সংকলন, পঞ্জিকা সংকলন প্রদীপ, পঞ্চাঙ্গ প্রভাকরের প্রভাহরণ ৭ খণ্ড, সুখের সংসার (১৩৬০), নারদস্মৃতির বঙ্গানুবাদ।

হরিচরণ রায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত গ্রন্থ : লণ্ডন রহস্য (রেনল্ড্সের অনুবাদ, মুর্শিদাবাদ—১৮৭১)।

হরিচরণ শাস্ত্রী (২।১।১৮৭৫—৭।৯।১৯৩৬)। জন্ম : জনাই, হুগলী। পিতা : মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক পণ্ডিত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। স্বগ্রামে কেদারনাথ স্মৃতিতীর্থের ছাত্র। পরে শিবপুর হায়ার ক্লাশ ইংলিশ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৯২), কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে এফ. এ. (১৮৯৪), প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ., প্রথম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম্. এ., পরে ল পাশ (১৮৯৮)। প্রথমে অধ্যাপক, পরে হুগলী কোর্টের উকিল। তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপার শিষ্য। আর্তের সেবার জন্য বামা মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ :

বামালীলা (বামাক্ষ্যাপার অলৌকিক জীবন-বৃত্তান্ত)।

হরিচরণ সেন। সম্পাদক : সাহিত্য-সেবক (১৩০২)।

(ডাঃ) হরি চৌধুরী (৪।১২।১৯৩২—)। ঠিকানা : চৌধুরী ফার্মেসী, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর—৭৩৩১৩৪। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক,—কবি। অভিযান পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৯৭৮)। উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লেখক।

হরিজীবন গোস্বামী (১৮৯৩—৭।৮।১৯৭১)। ডাক ও তার বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর। শ্রুতিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন ও ভক্তি-ভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অলৌকিক লৌকিক লীলা, সাত্বিক স্বপ্ন-বিলাস, মহাপ্রভুর অবতরণের বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ, সমীক্ষাপঞ্চক সমীক্ষায়, শ্রীগৌরপার্ষদ-মহিমা, শ্রীশ্রীধন্বন্তরিতত্ত্ব নির্ণয়, প্রীতি শতদল, ব্রজভাবভূষণাবলী (কাব্য)।

হরিতোষ জানা (১।৩।১৯৩৮—)। জন্ম : ঠাকুরচক্, পোঃ কামারদা বাজার, মেদিনী-পুর। পিতা : ভুবনচন্দ্র জানা, মাতা : সীতা-সুন্দরী। বর্তমান নিবাস : কবিতা কানন, রেয়ে পাড়া, মেদিনীপুর। দর্শন শাস্ত্রে এম্. এ. ও বি. এড.। অঙ্কুশ (বনগ্রাম), মর্মর (মেদিনীপুর), দিশারী (হলদিয়া), ঝিনুক (বনগ্রাম), গুঞ্জন (সাঁতরাগাছি), মধুমালা (ডেবরা, মেদিনীপুর), শিক্ষা ও সাহিত্য (কলিকাতা), প্রদীপ (তমলুক), জ্ঞানবিচিত্রা (আগরতলা) প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও গল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : হৃদয় খুঁজি (১৩৭৭), দ্বিতীয় এক পৃথিবীর জন্ম (১৩৮৩)।

হরি দত্ত (আঃ খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী)। কানা হরিদত্ত নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ কবি কানা বা অন্ধ ছিলেন। বিজয়গুপ্তের পূর্ববর্তী মনসামঙ্গলের কবি। বিজয়গুপ্তের (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী) মনসামঙ্গলকাব্য অনুসারে প্রথম মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা। বিজয়গুপ্তের কাব্যে হরিদত্তের কাব্যের প্রভাব বর্তমান। হরিদত্তের কাব্যের প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়নি। হরিদত্তের প্রাপ্ত পুঁথির ভাষা আধুনিক।

হরিদাস (১৭শ শতাব্দী) রচনা : চৈতন্য-মহাপ্রভু।

(ডাঃ) হরিদাস কোলে। পৈত্রিক নিবাসঃ ঝিখিরা, আমতা, হাওড়া। বর্তমান নিবাস : এন ১৯/১, পাহাড়পুর রোড্, গার্ডেনরীচ্, কলিকাতা-২৪। ঝিখিরা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩১), কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৩৩), কারমাইকেল (আর. জি, কর.) মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম্. বি. (১৯৩৯), ডি, পি. এইচ, (১৯৪৭), ডি. টি. এম্. (১৯৪৯)। আমতায় চিকিৎসা ব্যবসায়ী (১৯৪১-৫৩), ফেমিন রিলিফ হস্‌পিট্যালের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট্ (১৯৪৩-৪৫), সাব-ডিভিশনাল্ হেল্‌থ অফিসার (১৯৪৬-৪৮), ব্রাহ্মণবেড়িয়া (ত্রিপুরা), রাজবাড়ী (ফরিদ-পুর) ও রামপুরহাটে হেলথ্ অফিসার (১৯৪৮-৫২), মেটিয়াবুরুজে চিকিৎসা ব্যবসায়ী (১৯৫২—)। ঝিখিরা স্কুল ম্যাগাজিনে প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৯২৯)। মাসিক আশীর্বাদ (লেক কালীবাড়ী), ত্রৈমাসিক আবেগ (হুগলী), দীপশিখা (হুগলী) প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। অপ্রকাশিত অসমাপ্ত নাটক 'বিচার' রামমোহন মঞ্চে অভিনীত (১৯৭৯)। বেতারে অভিনীত : লিলির ফাঁসী, অবিশ্বাস্য সত্য, ছবি বিভ্রাট। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস :

রং নাম্বার (পদধ্বনি ১৯৮০), কৃতজ্ঞতা (আবেগ, হুগলী ১৯৮০), রিলে (নবকল্লোল —১৯৮০), লটারি (নতুন ভারত—১৯৮২ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্‌টেটিভ (মুক্তধারা, হুগলী—১৯৮১)। প্রকাশিত নাটক : জামাইষষ্ঠী (১৯৭৩)।

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় (১২৯৬—৯।৭।১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : শেওড়াফুলি, হুগলী। পিতা : সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বৈষ্ণবাটী ইয়ংমেন্‌স্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। সুলেখক, সুচিকিৎসক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন। সম্পাদক : মাসিক বন্দনা, হিতকারী, মাসিক ঐতিহাসিক চিত্র।

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : হেমচন্দ্র (১৮৯৬)।

হরিদাস গড়গড়ি। সম্পাদক : সাপ্তাহিক ভারতবাসী (বৈশাখ ১২৯২)।

হরিদাস গোস্বামী (২।১০।১৮৬৭/১৭।৬। ১২৭২—৪।১।১৯৪৬/২০/৯/১৩৫২ । নিবাস : হরিসভা পাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া। ডাকবিভাগের কর্মী,—পোষ্টমাষ্টার ও পোষ্টাল ইন্‌স্‌পেক্টর পদে উন্নীত। দ্বিজ বলরাম ঠাকুরের বংশধর। সম্পাদক : মাসিক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ (নবদ্বীপ, ১৩২৯), মাসিক Sri Vishnupriya (ঐ১৩৩৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ : শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া নাটক, শ্রীগৌর গীতিকা, বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিলাপ গীতি, শচীবিলাপ গীতি, শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া অষ্টকালীয় লীলা, স্মরণমনন পদ্ধতি, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনাম স্তোত্র, শ্রীমুরারী গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিতাই গৌরলীলা কাহিনী, দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী, গজপতি প্রতাপরুদ্র নাটক, গম্ভীরায় বিষ্ণুপ্রিয়া, নবদ্বীপলীলা (রচনা—১৩২১, প্রকাশ ১৩২২), নীলাচল লীলা প্রভৃতি।

হরিদাস ঘোষ। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাদম্বিনী, শরতের পূর্ণচন্দ্র, কুসুমকল্পনা, মহাভারত।

হরিদাস ঘোষ। কবি। প্রকাশিত কাব্য : ভাবমাধব (১৩২১)।

হরিদাস চক্রবর্তী (২৯।৯।১৩১৫—৭।১২। ১৩৯৫/২১।৩।১৯৮৯) এম্. এ.। জন্ম : দক্ষিণ-বিক্রমপুর, বাংলাদেশ। নিবাস : বউবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া। গ্রামের স্কুল, কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। রাখালানন্দ ঠাকুরের নিকট উপনিষদ, বৈঁচি নিবাসী জয়মাধব গোস্বামীর নিকট ভাগবত এবং আবদুল গফুর খাঁর নিকট সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। নবদ্বীপ বঙ্গবানী স্কুল, শ্রীখণ্ড হাইস্কুল (১ বৎসর) ও নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। কিছুকাল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। নবদ্বীপ চিন্তামণি কুঞ্জের সর্বাধ্যক্ষ, নদীয়া জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী। প্রকাশিত গ্রন্থ : গান্ধর্বালোক (গল্প-১৯৭৮), তপস্বিনী বিষ্ণুপ্রিয়া (নাটক—১৩৮৬), পঞ্চতত্ত্ব ও জ্ঞানামৃত (আলোচনা— ১৩৮৭), অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জীবনী ২য় সং ১৩৮৪), পাঞ্চভৌতিক চিকিৎসা প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : ভক্তমালিকা ভক্তিচন্দ্রিকা (১৩৮৭)।

হরিদাস দত্ত। সম্পাদক : দৈনিক চন্দ্রিকা।

হরিদাস দাস (১৪।৯।১৮৯৮/৩০।৫।১৩০৫ — ২০।৯।১৯৫৭/৩।৬।১৩৬৪)। পূর্বাশ্রমের নাম : হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। জন্ম : মধুগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালি। পিতা : গগনচন্দ্র

তর্করত্ন, পিতামহ : গোপালচন্দ্র ন্যায়রত্ন। কুমিল্লার ঈশ্বর পাঠশালা থেকে বৃত্তি সহ ম্যাট্রিকুলেশন (১৯১৯), কুমিল্লা কলেজে অধ্যয়নের পর কলিকাতা রিপন কলেজ থেকে আই. এ. ও সংস্কৃতে অনার্স সহ তৃতীয় স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৯২৩), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক সহ সংস্কৃতে (বেদান্ত) এম. এ. (১৯২৫) উত্তীর্ণ। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে মুকুন্দদাস বাবাজী) সহ সংসার ত্যাগী। আবাল্য ব্রহ্মচারী ও অকৃতদার। নবদ্বীপে ভ্রাতার সঙ্গে ১৫ বৎসর হরিবোল কুটিরবাসী। বৈষ্ণবাচার্য হরিমোহন শিরোমণির নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত। কিছুকাল কুমিল্লায় ঈশ্বর পাঠশালার শিক্ষক, কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপক। নবদ্বীপে ও বৃন্দাবনের গোবিন্দকুণ্ডে কঠোর সন্ন্যাস জীবন যাপন। নবদ্বীপে গিরিধারী হরিবোলা সাধুর নিকট বেশাশ্রয় করে হরিদাস দাস নামে পরিচিত ও মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ। পুরীতে শ্রীশ্রী হরিদাস ঠাকুরের মঠে সেবাকার্যে নিযুক্ত। বৃন্দাবনে সিদ্ধ বাবাজী মনোহর দাসের কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁরই নির্দেশে লুপ্ত বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধার, সম্পাদনা ও প্রকাশে ব্রতী। অপরিসীম পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার গুণে বহু লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধারকর্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ২ খণ্ড (৪৭১ চৈতন্যাব্দ), শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, গৌরপরতত্ত্ব, শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ, শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ২খণ্ড। মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় সাহিত্যের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান। সম্পাদিত গ্রন্থ : উজ্জ্বল নীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অর্থরসালুকদীপিকা, দানলীলা প্রভৃতি।

হরিদাস, দ্বিজ। নিবাস : মুর্শিদাবাদের টেঞাবৈদ্যপুর গ্রামের নিকটে কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। চৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে পদকর্তা হরিদাস গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য অনন্ত আচার্যের শিষ্য। পদের ভণিতায় শ্রীনিবাসের উল্লেখ থাকায় শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বলে অনুমিত। সম্ভবত : দ্বিজ হরিদাস নামে একাধিক পদকর্তা ও কবি ছিলেন।

হরিদাস দ্বিজ (১৭শ শতাব্দী)। মহারাজ সুমেরু সিংহের ও দেওয়ান মহাসিংহের সমকালীন। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য বা সম্প্রদায়ভুক্ত। রচনা : অশ্বমেধপর্ব (জৈমিনী ভারত অবলম্বনে)।

হরিদাস দ্বিজ (১৭শ শতাব্দী)। রচনা : ভাগবত।

হরিদাস দ্বিজ। রচনা : মুকুন্দমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম।

হরিদাস দেব। (১৭শ শতাব্দী) মনসামঙ্গল কাব্যের বাইশ কবির অন্যতম।

হরিদাস পালিত। নিবাস : কুড়্‌মুন, বর্ধমান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের কর্মী। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদ্যের গম্ভীরা, বঙ্গীয় পতিত জাতীয় কর্মী (১৩২২), চান্দেলী (উপন্যাস—১৩২২), গণশা (কাব্য —১৩২২), সোনার দেশ (শিশুসাহিত্য)।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ)। সম্পাদক : মাসিক কল্পনা (১২৮৭-৯৪), পাক্ষিক সুধাকর (১২৮৪), মাসিক সত্যপ্রকাশ (১৩১৫)।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কুলীন কাহিনী (১২৯২), দুটি ভাই (১২৯১), রায় মহাশয়, সুহাসিনী (১২৯২)।

হরিদাস বসাক। প্রকাশিত গ্রন্থ : অপূর্ব স্বপ্ন (১২৯৯)।

হরিদাস বসু। জন্ম : রসুলপুর, মৈমনসিংহ। পিতা : ভোলানাথ বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : মৃত্যু রহস্য, চিন্তালহরী, টুলুমণি। সম্পাদক : সংস্কার।

হরিদাস বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : সদ্‌গুরুর লীলা (বোলপুর, বীরভূম, ১৩২১)।

হরিদাস বৈদ্য (১৮শ শতাব্দী) পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি।

হরিদাস মিত্র বি. এল্.। সম্পাদক : মাসিক সত্যপ্রকাশ (১৩১৫)।

হরিদাস মিত্র (১৮৯৬—৫।৪।১৯৭৬) জন্ম : রাজঘাট, যশোর। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্সে ১ম স্থান ও বিদ্যাসাগর পদক অধিকার করে বি. এ.,—প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয় সহ এম্. এ. পাশ। রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ অনুসন্ধান সমিতিতে তিন বৎসর গবেষক। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির নিকট ভারততত্ত্ব, অধ্যাপক কলিন্‌সের কাছে ভাষাতত্ত্ব ও অধ্যাপক তুচ্চির নিকট বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষক। কলাভবনের, পরে চীনা ভবন ও বিদ্যাভবনের বৃত্তি নিয়ে মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত। Ganapati, Sadasiva, Buddha Pratima Lakshanam, Bibliography of Indian Art and Aesthetics প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত।

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক কল্পনা (১২৮৭—১২৯৪), পাক্ষিক সুধাকর (১২৮৪)।

হরিদাস ভারতী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শোভনা (১৩১০)।

হরিদাস মণ্ডল (১৯ শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ)। নিবাস : পলাশপাই। যাত্রাপালা রচয়িতা। রচিত পালা : দণ্ডীপর্ব, নারীলীলা।

হরিদাস মান্না। প্রকাশিত গ্রন্থ : হীরাপ্রভা।

হরিদাস মুখোপাধ্যায় (১০।১০।১৯০৭/ ২৯।৬।১৩১৩—)। জন্ম : ২৪ পরগণার ভাটপাড়ায় মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস : সরডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিতা : অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মাতা : তুলসী দেবী। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২৫) পাশ। কলিকাতায় আই. এ. পাঠকালে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী। নদীয়া জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ (১৯৩০, ১৯৩২)। নানা সাময়িক পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতির লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : অন্নদা স্মৃতি (জীবনী), অচিন প্রিয়া (উপন্যাস) মনমুকুর (গল্প)।

হরিদাস রায়। রচনা : শনির পাঁচালী।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় (২২।১০।১৮৭৬/৭।৭।১২৮৩ —২৬।১২।১৯৬১)। জন্ম : উনশিয়া, কোটালি পাড়া, ফরিদপুর, অধুনা বাংলাদেশ। পিতা : গঙ্গাধর বিদ্যালংকার, মাতা : বিধুমুখী। পাশ্চাত্যশ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ। ১১ বৎসর বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতি ও ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন ও পিতার নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন। ১৫ বৎসর বয়সে বৃত্তি পরীক্ষায় ১ম স্থানাধিকারী,—১৬ বৎসর বয়সে স্ব গ্রামে আর্যশিক্ষা সমিতির কলাপ ব্যাকরণের পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে শব্দাচার্য উপাধি ও বৃত্তিপ্রাপ্ত। পশ্চিমপাড় গ্রাম নিবাসী

মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ওরফে রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চাননের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন। ২২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নিকট কাব্য, ফরিদপুরে আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র, পিতার নিকট জ্যোতিষ ও পুরাণ এবং স্বচেষ্টায় দর্শনাদিতে পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত। ব্যাকরণতীর্থ, কাব্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, ঢাকা সারস্বত সমাজের সাংখ্যরত্ন, পুরাণ শাস্ত্রী ও সিদ্ধান্ত বাগীশ, কাশী ভারততীর্থ মহামণ্ডল থেকে মহোপদেশক, শান্তিপুর পুরাণ পরিষদ থেকে ভারতাচার্য, ভারত সরকার প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় (১৯৩৩) ও পদ্মভূষণ (১৯৬০), ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডল কর্তৃক মহাকবি প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত। ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত, কোটালি পাড়ার আর্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৩১২), মালদহের চাঁচর রাজ-বাড়ীর দ্বারপণ্ডিত, ডুবলহাটির রাজবাড়ীর দ্বারপণ্ডিত, খুলনা জেলার নকীপুরে হরিচরণ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। নকীপুরে সিদ্ধান্তযন্ত্র নামে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠাতা। নকীপুরের জমিদার হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর কলিকাতায় আগমন। প্রথমে জ্যোতিষ ব্যবসায়, পরে স্বরিলেনের ভাড়া বাড়ীতে সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পরে এণ্টালিতে ৪১ নং দেবলেনে স্বগৃহে উক্ত চতুষ্পাঠী স্থানান্তরিত। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচয়িতা। কবি ও নাট্যকার। কয়েকটি নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত। সমস্যা পূরণে দক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম্. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ও পরে বিশিষ্ট অধ্যাপক সদস্য নির্বাচিত (১৯৩৬), কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত পণ্ডিত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সভাপতি (১৯৩৬), মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত বঙ্গভাষা সম্মেলনের মূল সভাপতি। কোটালিপাড়া পাশ্চাত্য বৈদিক সংঘের কার্যকরী সভাপতি। কোটালিপাড়া সম্মিলনীর সভাপতি। 'ক' স্মৃতির উপাধি ও পুরাণের উপাধি পরীক্ষায় রৌপ্যপদক পুরস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৩৫০০ টাকা দান (১৩৬৬)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৬০)। কলিকাতা পৌরসভা কর্তৃক নাগরিক সম্বর্ধনা প্রাপ্ত (১৯৬০)। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত অর্ডার অফ্ মেরিট্ উপাধি এবং বার্ষিক ১২৫০ টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সংস্কৃত কাব্য: রুক্মিণী হরণম্ (মহাকাব্য—১৯১০), বিয়োগ বৈভবম্ (খণ্ডকাব্য—১৮৯৫), শিবাজী চরিতম্ (১৯৪৬), বিত্তবিবাদম্ (খণ্ডকাব্য—১৯৫২)। নাটক: বঙ্গীয় প্রতাপম্ (১৯১৭), মেবার প্রতাপম্। বাঙ্গালা গ্রন্থ: স্মৃতিচিন্তামণি ব্যবস্থা গ্রন্থ (১৯০৯), বিধবার অনুকল্প (১৯২১), বিরাজ সরোজিনী নাটিকা (১৮৯৯), প্রতাপাদিত্য চরিত্র, প্রতাপসিংহ চরিত্র, যুধিষ্ঠিরের সময় (১৯৩১), গীতার প্রক্ষিপ্তবাদের প্রতিবাদ (১৯৬০), কাব্য-কৌমুদী (অলঙ্কার—১৯১১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: (টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ): উত্তর রামচরিত (১৯১৩), মালবিকাগ্নিমিত্র (১৯১৩), মালতীমাধব (১৯১৪), দশকুমার চরিত (১৯১৫), কাদম্বরী পূর্বার্ধ (১৯১৬), সাহিত্যদর্পণ (১৯২৮), মেঘদূত (হিন্দী অনুবাদসহ—১৯১৯), কুমারসম্ভব (হিন্দী ও বঙ্গানুবাদ সহ ১৩৬২), রঘুবংশ (১৯২৪), অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (১৯২৬), শিশুপালবধম্ (১৯২৬), নৈষধচরিতম্ (১৯২৬-২৭), মুদ্রা-রাক্ষসম্ (১৯২৯), মৃচ্ছকটিকম্ (১৯২০) মহা-ভারত ১৫৯ খণ্ড (১৩৩৬-৫৬)।

(ডাঃ) হরিদাস হালদার (১৮৬২-১৯৩৪)। জন্ম: কলিকাতায় কালীঘাটের বিখ্যাত হালদার পরিবারে। নিবাস: কালীঘাট, কলিকাতা। পিতা: রামচন্দ্র হালদার। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ। ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহপাঠী। চিকিৎসক। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। দেশাত্মবোধক বহু সঙ্গীতের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কর্মের পথে (সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস—১৯১৭), গোবর গণেশের গবেষণা (ব্যঙ্গাত্মক রচনা, ৩য় সং ১৯৩৫), বক্কেশ্বরের বেয়াকুবি (ব্যঙ্গাত্মক রচনা—১৯১৮), National life of Non-cooperation. বাঙ্গালা রচনায় সবুজ পত্রের ষ্টাইল অনুসৃত।

হরিদেব (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: রায়-মঙ্গল।

হরিদেব বসু (১৮শ শতাব্দী)। রচনা: অর্জুন সংবাদ পালা, অশ্বমেধ পর্ব।

হরিদেব শাস্ত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতের শিক্ষিতা মহিলা।

(ডাঃ) হরিনাথ ঘোষ, রায় বাহাদুর, এম্. বি.। চিকিৎসক। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বাস্থ্যতত্ত্ব সোপান (১৩২২)।

হরিনাথ চক্রবর্তী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: শয্যাগুরু (নাটিকা, বালি-গ্রাম—১৮৯৬)।

হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩/×।৪।১২৪০—১৮৯৬/১৩০৩) ছদ্মনাম: কাঙ্গাল হরিনাথ, ফিকিরচাঁদ। জন্ম: নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে তিলি পরিবারে। পিতা: হলধর মজুমদার। এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন এবং কয়েক বৎসর পরে পিতৃহীন হওয়ায় খুল্ল পিতামহীর দ্বারা প্রতিপালিত। স্বগ্রামে কৃষ্ণধন মজুমদারের ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করলেও অর্থাভাবে লেখাপড়া স্থগিত। কিছুকাল নীলকুঠির চাকুরে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের পরামর্শে সংবাদ প্রভাকরে প্রবন্ধ লেখক। কুমারখালি গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করে (১৮৫৫) শিক্ষকতাব্রতী। কুমারখালি থেকে পত্রিকা প্রকাশের নিমিত্ত প্রেস প্রতিষ্ঠাতা। বহু বাউল গান ও ভক্তিগীতি রচয়িতা। প্রথমে মাসিক (১২৭০-৭৫), পরে পাক্ষিক (১২৭৬) ও শেষে সাপ্তাহিক (১২৭৭-৮৬) গ্রামবার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক। প্রকাশিত গ্রন্থ: বিজয় বসন্ত (১৮৫৯), পদ্য পুণ্ডরীক (১৮৬২), চারু চরিত্র (১৮৬৩), অক্রূর সংবাদ (গীতাভিনয় ১৮৭৩), সাবিত্রী (গীতিনাট্য—১৮৭৪), চিত্তচপলা (উপন্যাস—১৮৭৬), একলব্যের অধ্যবসায় (শিশুপাঠ্য—১২৮১), ভাবোচ্ছ্বাস (নাটক—১২৯১-এর পরে), কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী (১২৯৩—১৩০০), ব্রহ্মাণ্ড-বেদ ৬ খণ্ড (১২৯৪—১৩০২), কৃষ্ণকালী লীলা (পাঁচালী—১২৯৯), অধ্যাত্ম আগমনী (১৩০২), আগমনী (১২৯২ এর পরে), পরমার্থ গাথা (১২৯২), মাতৃমহিমা (১৩০৪), হরিনাথ গ্রন্থাবলী (১৩০৮)।

হরিনারায়ণ গোস্বামী (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয় (এপ্রিল ১৮৪৭)।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক: মাসিক সারসংগ্রহ (১২৯৪)।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (৩১।৩।১৯১৬/১৭।১২।১৩২১ - ২০।১।১৯৮১)। জন্ম: কলিকাতার ভবানীপুরে কেদার বসু লেনে। মৃত্যু: হৃদ্‌রোগে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে। পিতা: কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, মাতা: নগেন্দ্র বালা, পত্নী: অরুণা। বাল্য-

কালে ব্রহ্মদেশবাসী। রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমি ও বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে কলাবিভাগের স্নাতক ও আইনের স্নাতক। রেঙ্গুনে আইন ব্যবসায়ী,—পরে কলিকাতায় লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কমিশনের অফিসার। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'বৃক্ষ বন্দনা' রেঙ্গুনের ছাত্রসঙ্ঘ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৩৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: ইরাবতী (প্রথম উপন্যাস ১৯৩৮), আরাকান (১৯৫৩), উপকূল (১৯৫৩), অন্যতমা (১৯৫৫), বনকপোতী (১৯৫৫), পূর্বরাগ (১৯৫৬), নারী ও নগরী (১৯৫৬), অভিষেক (১৯৫৭), সুরের পরশ (১৯৫৭), অন্য দিগন্ত (১৯৫৮), অভিসারিকা (১৯৫৯), তরঙ্গের পর (১৯৫৯), ঋতুরঙ্গ (১৯৫৯), দূরের মালঞ্চ (১৯৫৯), কস্তুরিমৃগ (১৯৬০), চন্দন বাঈ (১৯৬০), আলোকে তিমিরে (১৯৬০), মেঘলোকে (১৯৬১), নক্ষত্রের জাল (১৯৬১), সন্ধ্যাতারা (১৯৬২), বাসর লগ্ন (১৯৬২), মেঘ ও মৃত্তিকা (১৯৬৩), বধূ মল্লার (১৯৬৩), শহরে বন্দরে (১৯৬৪), কশ্চিৎকান্তা (১৯৬৪), ক্লান্ত বিহঙ্গী (১৯৬৫), এই ঘর এই মন (১৯৬৬), ময়ূর ময়ূরী (১৯৬৬), নায়িকার মন (১৯৬৬), ধূসর দিগন্ত (১৯৬৭), রাতের কুয়াশা (১৯৬৭), সতী অসতী (১৯৬৮), মন-মরীচিকা (১৯৬৯), আঁধার পেরিয়ে (১৯৭০), বাতাসে বারুদ (১৯৭০), মুক্তা সম্ভবা (১৯৭০), রাতের সমুদ্র (১৯৭১), স্বর্ণচাঁপার দিন (১৯৭১), অগ্নিগড় (১৯৭১), এই জীবন (১৯৭১), কাজলের রঙ (১৯৭২), ভয়ের মুখোস (১৯৭২), মধ্যাহ্নের মেঘ (১৯৭২), ভোরের আকাশ (১৯৭৩), পাথরের চোখ (১৯৭৩), স্মরগরল (১৯৭৩), সুখের ঠিকানা (১৯৭৩), ছলনার জাল (১৯৭৪), কামনার ধূপ (১৯৭৪), দেহপট (১৯৭৫), বসন্ত বাহার (১৯৭৭), দিনান্তে নিশান্তে (১৯৭৮), সামন্ত বাড়ি (১৯৭৯), মৃত্যুর ঠিকানা (১৯৭৯)। গল্প: প্রান্তিক (১৯৫৫), সপ্তকন্যার কাহিনী (১৯৫৬), সুরবাহার (১৯৫৬), পঞ্চরাগ (১৯৫৭), স্বপ্নমঞ্জরী (১৯৫৭), মৃগশিরা (১৯৫৭), চন্দন কুঙ্কুম (১৯৫৮), শঙ্খলিপি (১৯৫৮), প্রজাপতির মন (১৯৫৯), মরসুমী (১৩৬২), জলতরঙ্গ (১৯৬৫), জোনাকির দীপ (১৯৬৬), আলোর কমল (১৯৭০)। কিশোর সাহিত্য: অরণ্য বিভীষিকা (১৯৬৯), ছোটদের গল্প-বিচিত্র (১৯৬৭), সীমানা ছাড়িয়ে, পাঁচমৃণ্ডীর আসর (১৯৭৬)।

হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: গর্ভিণী বান্ধব (১৮৭৫), ব্যবস্থামালা (১৮৭৩), শিশুপালন সম্বন্ধে পিতামাতার প্রতি উপদেশ।

হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯ শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক কুমুদিনী (চুঁচুড়া—১২৮১)।

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১—১৯৪৫)। কাশীর খ্যাতনামা ধ্রুপদশিল্পী। রামদাস গোস্বামীর শিষ্য। সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি ৪ খণ্ড, সঙ্গীতে পরিবর্তন, সঙ্গীতে গুরু প্রসাদ প্রভৃতি।

হরিনারায়ণ রায়। নিবাস: ভাটি অভয়ঙ্কর, ক্যান্টনমেন্ট রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা। প্রকাশিত গ্রন্থ: জুলি (গল্প)।

হরিপদ কাব্যস্মৃতিমীমাংসাতীর্থ (১৮৮৯—১৯।১২।১৯৭২)। জন্ম: ঝাপড়দহ, হাওড়া। পিতা: গিরিশচন্দ্র তর্করত্ন। পিতামহ ষষ্ঠীদাস বিদ্যারত্নের নিকট, পরে ভট্টপল্লীতে

পণ্ডিতদের নিকট ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত। সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক (১৯১৭-৪৭)। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, নারায়ণ, যমুনা, উজ্জীবন, সুদর্শন, বিদ্যোদয় প্রভৃতি পত্রিকায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত। রচিত ও মুদ্রিত পদ্যের সংখ্যা সহস্রাধিক।

হরিপদ কোঁয়ার (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য: পাণ্ডববিলাপ কাব্য (১২৯৫)।

হরিপদ চক্রবর্তী (কাঞ্জিলাল) (৩০।৯। ১৩০১ বঙ্গাব্দ—)। জন্ম: জয়দিয়া, যশোর। নিবাস: ২২, এম্. আই. জি. হাউসিং, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা। পিতা: গোপাল চক্রবর্তী, মাতা: ননীবালা। দর্শনে অনার্স সহ বি. এ. ও ইণ্টারমিডিয়েট্ ল পাশ। প্রথম জীবনে সাব্-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, পরে নানা ব্যবসায়ে যুক্ত এবং ওরিয়েন্ট্ লাইফ্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি। বহু পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। ব্যারাকপুরের বিদগ্ধ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা গ্রন্থ (১৯৭৬)।

হরিপদ চক্রবর্তী। সম্পাদক: মাসিক বস্তুবিদ্যা (নবগ্রাম—১২৯০)।

হরিপদ চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ: পাগলের শ্মশান (১২৯২)।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭১/১২৭৮—১৯২৭)। জন্ম: কল্যাণপুর, হাওড়া। পিতা: প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা ও হুগলী নর্ম্যাল স্কুল, পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। প্রখ্যাত যাত্রাপালা লেখক। গীতাভিনয় যাত্রা থেকে সঙ্গীত বাহুল্য কমিয়ে যাত্রাপালাকে থিয়েটারের নিকটবর্তী করে নূতন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করার অগ্রদূত। সুরকার ভূতনাথ দাসের সহায়তায় যাত্রায় বিশেষ ঢঙের সুরের প্রবর্তক। যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক ও যাত্রা ব্যালে প্রচলনে পথিকৃৎ। মথুরানাথ সাহার যাত্রাদলে পালা লেখক। জয়দেব নাটক বহুদিন বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনীত। শাস্ত্র-প্রকাশ কার্যালয় নামে পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও সুলভ মূল্যে শাস্ত্রগ্রন্থ বিক্রেতা। লবন সংহার নাটক ৪৪ বৎসর বয়সে রচিত। অধিকতর নাট্যগুণ, বিষয় বস্তুতে বৈচিত্র্য এবং সঙ্গীতের সংখ্যাল্পতা যাত্রানাটকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সম্পাদক: মাসিক গৃহীসখা (১২৯৫), বিংশ শতাব্দী (১৩০৬), কালের হাওয়া (১৩৩২)। প্রকাশিত যাত্রা-নাটক: নন্দকুমারের ফাঁসী (২য় সং ১২৯৩)। প্রবীর পতন, দাতাকর্ণ (১৩০৪), কালকেতু (১৩২০), মহীরাবণ (১৩০৭), কালাপাহাড়, নলদময়ন্তী (১৩১০), পদ্মিনী (১৩২১), তুলসীদাস, ব্রহ্মতেজ, সংজ্ঞার স্বয়ম্বর (১৩৩০), প্রহ্লাদ-চরিত্র, শুকদেব চরিত, ভৃগুচরিত (২য় সং ১৩২৪), তারা (২য় সং ১৩২৪), দীনবন্ধু (১৩১৭), চাণক্য (১৩১৭), রাণী জয়মতী (১৩২১), নীলকণ্ঠ (১৩২০), অলর্ক (১৩১৯), অন্নপূর্ণা (১৩১৮), শেষ প্রভাস বা যদুবংশ-ধ্বংস (১৩১৩), দুর্গাসুর (১৯০৯), লবন সংহার, রগড়, কৃষ্ণচরিত্র, জয়দেব (১৩১৭), রামনির্বাসন (১৩২৩), অতিথি সৎকার বা পূর্ণব্রত (১৩৩২), শ্রীগৌরাঙ্গ (১৩২৫), মেঘনাদ (১৩২৩), জয়লক্ষ্মী (১৩২৮), ভক্তের ভগবান (১৩১৯), ক্ষণাদেবী (১৩২৭), গীতাবলী, রুক্মাঙ্গদ রাজার হরি-বাসর (১৯০৩), বিদুর (১৩২০), মান (১৩২৩), প্রবীর পতন বা জনা প্রভৃতি। বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত গ্রন্থ: মেঘদূতম্,

রঘুবংশম্, উত্তররামচরিতম্, দশকুমার চরিতম্, মালবিকাগ্নি মিত্রম্, শিশুপালবধম, কুমার সম্ভবম, কীরাতার্জুনীয়ম, মুদ্রারাক্ষসম্, শ্রীমদ্ ভাগবতম, উপনিষদ (১৩২৭)। প্রকাশিত প্রহসন: পিণ্ডদান (১২৮৮), আক্কেল গুড়ুম বা কুলের প্রদীপ (১২৮৯), গুঁপো গম্বুজ বা রসরম্ভ প্রভৃতি।

হরিপদ দে (১৯৪১—)। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: যামিনী মোহন দে, মাতা: বগলাবালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের স্নাতক। সরকারী চাকুরে। কবি। সুভাষ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এই সময়ের কবিতা' বাদল সমাদ্দার সম্পাদিত 'প্রেমের কবিতা', অমিয় সিংহ সম্পাদিত 'কবিতা উল্লেখযোগ্য-৭২', ও সত্যাদেশ আচার্য সম্পাদিত 'কবিতা যখন সামাজিক' সংকলনে কবিতা সংকলিত। দেশ, অমৃত, অনুক্ত, গঙ্গোত্রী, অন্যদিন, শিস, মাঝি, জীবনানন্দ, কৃষ্ণচূড়া, উষ্ণীষ, মঞ্জুরী, খেয়া, তিনজন, সীমান্ত সাহিত্য, প্রগতি, সৈনিকের ডায়েরী, সাহিত্যিকা, প্রান্তিক, কলাপ, সায়ক, অনুভব, রুমাল, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। সহ-সম্পাদক: বাংলার মাটি বাংলার জল (কবিতা সংকলন—১৯৮০)। প্রকাশিত কাব্য: অরণ্যে অন্তরীণ (১৯৭৯)।

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বি. এল্. জন্ম: কৈকালা, হুগলী। সম্পাদক: মাসিক হিন্দু-সখা (১৩১৫)।

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম: প্রতাপপুর, হুগলী। নাট্যকার। রচিত নাটক: কল্যাণী (১৯০৮), ভবানী, ধর্মাংকুর, অজামিল চরিত।

হরিপদ ভট্টাচার্য (১৯১৫—৪।৯।১৯৭৫)। ছদ্মনাম: আর্যভট্ট। সাহিত্যিক ও গীতিকার।

হরিপদ মণ্ডল (১৪।১১।১৯২৫—) নিবাস: যোগেন্দ্রভবন, মীরবাজার মেদিনীপুর শহর। প্রকাশিত গ্রন্থ: সুপ্তিভঙ্গ (কাব্য), রাজনারায়ণ বসু (জীবনী)।

হরিপদ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮—১।৪।১৯৪৭)। জন্ম: খাঁটরো, ইছাপুর, বনগ্রাম, ২৪ পরগণা। নিবাস ও মৃত্যু: হাওড়া। পুত্র: সাহিত্যিক মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শংকর)। কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এস্. সি. ও পরে বি. এল্. পাশ। শিক্ষক ও বনগ্রাম মুনসেফ কোর্টে আইন ব্যবসায়ী। অভিনেতা ও নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: রাণী দুর্গাবতী (১৩১৬), দধীচি (১৩১৯) প্রভৃতি।

হরিপদ সেন শর্মা শাস্ত্রী (৯।১।১৮৮৪—২৫।১২।১৯৭৪) এম্. এ.। জন্ম: বড়িশা, ২৪ পরগণা। মৃত্যু: শ্রীরামপুর, হুগলী। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: গায়ত্রীর ইতিহাস ও অর্থ (১৯২৫), মোহমুদ্গর (১৯২৭), বাঙ্গালীর প্রেম প্রচারক (১৯৩৭), তীর্থযাত্রা (১৯৩৬), বেদের কথা (১৯৩৭), শতদল (১৯৫০), বাঙ্গালীর ধর্মনাশ (১৯৫২), ছেলেদের গীতা।

হরিপ্রভা তাকেদা। একজন জাপানীকে বিবাহ করে (১৯০৭) জাপানবাসিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ দ্রষ্টব্য।

হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৮—১৯৩৮)। প্রথমে সরকারী ইঞ্জিনীয়ার, পরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত ও সন্ন্যাসী। বাঙ্গালা ভাষায় ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রন্থ রচনা ছাড়াও সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ: সূর্য সিদ্ধান্ত, দেবী ভাগবত, নারদ পঞ্চরাত্র, বাল্মীকি রামায়ণ (ইংরাজী অনুবাদ)।

হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: রঙ্গিলা।

হরিপ্রসন্ন সেন (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী।

হরিপ্রসাদ মল্লিক। সম্পাদক: হিতবাণী (১৩২৪)।

হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাব্য: কলির রাজ্যশাসন (১২৬৪)।

হরিপ্রিয়া (১৬শ শতাব্দী)। প্রকৃত নাম: নন্দরাম। জন্ম: নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটে হরিপুর গ্রামে ক্ষত্রিয়বংশে। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীর মন্ত্রশিষ্য। প্রকৃতিভাবে কৃষ্ণ-ভজনাকারী। রচনা: শ্রীকৃষ্ণমিশ্রচরিত (অদ্বৈততনয় কৃষ্ণমিশ্রের জীবনী)।

হরিবল্লভ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দ্রষ্টব্য।

হরিবালা দেবী (১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগ)। নবদ্বীপ নিবাসী মহেন্দ্রনাথ বিদ্যা-রণ্য ভট্টাচার্যের বিদুষী কন্যা। কবি। রচিত কাব্য: সতী সংবাদ।

হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়। (৬।১০।১৯০৯—২৫।১২।১৯৭২) বি. এ. (অনার্স) বি. টি., সাহিত্যতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ, সাহিত্যা-চার্য, বিদ্যাভূষণ, পুরাণরত্ন, সাহিত্য সরস্বতী। স্বুবর্ণপদক প্রাপ্ত। নিবাস: সিউড়ী, বীরভূম। সহ-প্রধান শিক্ষক। কবি। প্রকৃতি ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কবিতা বীরভূমবাণী ও কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত।

হরিভূষণ ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: কুমারসম্ভব (১৮৮৭)।

হরিমোহন কর্মকার (১৯শ শতাব্দী)। অনূদিত গ্রন্থ: ইউসুফ জেলেখা (১৮৫৫), ক্যোমার জিলম্যানের মনোহর উপাখ্যান (১৮৬২), কুমারসম্ভব কাব্য (১২৬৫)।

হরিমোহন কর্মকার, রায় (১৯শ শতাব্দী)। বাঙ্গালার যাত্রায় গীতিকা বা গীতাভিনয়ের প্রবর্তক। প্রথম গীতাভিনয় রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী অবলম্বনে 'রত্নাবলী গীতাভিনয়' (১৮৬৫)। অন্যান্য গীতাভিনয়: শ্রীবৎসচিন্তা (১২৭৩), জানকী-বিলাপ (আদ্যন্ত সঙ্গীতে পূর্ণ—১২৭৪), ইন্দুমতী নাটক (১৮৭৯), মাগ সর্বস্ব (প্রহসন—১৮৭০), ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে (প্রহসন—১৮৬৪), পর্বতকুসুম (গীতিকা—১২৮৫), মানিনী (শ্রীরাধার মানভঞ্জন গীতিকা—১২৮১)।

হরিমোহন গুপ্ত (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: সন্ন্যাসীর উপাখ্যান (পার্নেলের হার্মিট কাব্যের অনুবাদ—১৮৫৯), মহাকাব্য (অনুবাদ—১৮৬৭), নারীকণ্ঠমালা (১৮৭২), অদ্ভুত রামায়ণের পদ্যানুবাদ (১৮৫২), তুলসীদাস কৃত রামায়ণ (বালকাণ্ড)।

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত প্রহসন: মহন্ত পক্ষে ভূতো নন্দী (১২৮০)।

হরিমোহন দাস। সম্পাদক: বৈষ্ণব সেবিকা (৪০৪ গৌরাব্দ)।

হরিমোহন প্রামাণিক (১৮২৬/৫।৯।১২৩৩—১৮৭৩/৪।৫।১২৮০)। জন্ম: শান্তিপুর, নদীয়া। পিতা: রাধামাধব প্রামাণিক। ইংরাজী, সংস্কৃত, ফরাসী ও বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন। কোকিলদূতম্ নামক সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা। An Address to Young Bengal প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ (১২৭২-৭৮), কমলা করুণা বিলাস নাটক (রামনাথ তর্করত্ন সহ—১৮৬৭)।

হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম: চন্দন-নগর, হুগলী। প্রকাশিত উপন্যাস: খল চরিত, বিলাপ মালা।

হরিমোহন ভট্টাচার্য (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক: সময়ে কামিনী।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কবিভূষণ (১।৮।১৮৬০—?)। জন্ম: রাহুতা, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা। পিতা: বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতা: ভবসুন্দরী, ভ্রাতা: সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃত, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ। এলাহাবাদে কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারী (১৮৮২)। হাওড়া হিতকারী, সোমপ্রকাশ, বান্ধব, নবজীবন, নববিভাকর, উপহার প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান প্রভৃতি লেখক। সাধারণী পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহে প্রবন্ধ বা কবিতা প্রকাশিত। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হওয়ায় তাঁর অনুরোধে সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ: সকের ঠানদিদি (১৮৭৩), মুকুট উদ্ধার (মহাকাব্য—১২৮৫), অদৃষ্ট বিজয় (ঐ ১৮৮১), জীবন সঙ্গীত (খণ্ডকাব্য—১২৮৭), বষ্টম বউ (ব্যঙ্গকাব্য—১২৮৯), শিবাজীর ভবানীপূজা (দেশাত্মবোধক কবিতা)। নাটক: প্রণয় প্রতিমা (অমিত্রাক্ষরে রচিত ১৮৮২)। উপন্যাস: যোগিনী, কমলা দেবী, জীবনতারা।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। জন্ম: ভদ্রকালী, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ: সভ্যতা, বলির কীর্তি, অনাথ চরিত, কল্কি দর্শন, কবীর দোহাবলী, কলি মাহাত্ম্য, Gospel of st. John, Science of Living, Journey of Life and Peace প্রভৃতি।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (?—×।৬। ১২৯৪)। জন্ম: গোয়ারী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। বিখ্যাত যাত্রাকার মতিলাল রায়ের বন্ধু। প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিচরিত (১৮৬৯), কাদম্বিনী (নাটক—১৮৬১), মণি মানিনী (নাটক ১৮৮২), পদ্মপাদপ (কাব্য), রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, A Descriptive Geography of Bengal (১৮৭০), A Descriptive Geography of India (১৮৬৮)।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষিদর্পণ, উদ্ভিদব্যবচ্ছেদ দর্পণ।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। জন্ম: সানিহাটী, থানা: পোলবা, হুগলী। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন। শৈশবে ম্যালেরিয়ায় মৃতপ্রায় হলে জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও ব্রজমোহিনী দেবীর শুশ্রূষায় রোগমুক্ত। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎপত্নী বিনোদেবীর চেষ্টায় পশ্চিমে গমন। প্রথমে স্বগ্রামে, তৎপরে ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া, পাকুড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্কুলে পড়ার পরে মজঃফরপুরে মুখার্জিস্ সেমিনারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৮৯২)। দিল্লীদরবারের সময় (১৯০৩) বঙ্গবাসী সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দিল্লী গমন। বঙ্গবাসী পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১২ বৎসর)। সাহিত্যিক ও গীতিকার। বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থে কয়েকটি গান সংকলিত। সম্পাদিত গ্রন্থ: দাশরথি রায়ের পাঁচালী, সঙ্গীত সার সংগ্রহ, সঙ্গীত তরঙ্গ। রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ: নকুড়বাবু (১৩১৬), ভজহরি সর্দার (১৩১৪), কমলা (১২৯৩), বঙ্গভাষার লেখক (১৩১১) প্রভৃতি।

হরিমোহন রায় (১৯শ শতাব্দী)। পিতা: রামপ্রসাদ রায়, পিতামহ: রাজা রামমোহন রায়। শেষ বয়সে যাত্রাদলের সংগঠক। সঙ্গীত রচয়িতা। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে কয়েকটি গান সংকলিত।

হরিমোহন রায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : মাসিক স্বদেশ সংস্কারক (১৮২৯)। প্রকাশিত গ্রন্থ : গাথা-বলি, পদ্যনীতি (১২৮৭)।

হরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী (২০।৯। ১৭৬৮ শকাব্দ—২১।৮।১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণার কাষ্ঠকাটা (অধুনা কাঠাদিয়া) গ্রামে। পিতা : গোলোকচন্দ্র। যজুর্বেদী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ১৫ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে বৃন্দাবন গমন,—নবদ্বীপে আগমন (১৩১২)। জগবন্ধু তর্কবাগীশের নিকট কাব্য ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করে শিরোমণি উপাধিপ্রাপ্ত। বৃন্দাবনে রাধারমণ সেবাইত সখালাল গোপী-লাল গোস্বামীদের আশ্রয় প্রাপ্ত। বৃন্দাবনে গৌড়েশ্বর সমিতির অধিবেশনের তৃতীয় দিনের সভাপতি। রচনা : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্দর্ভ (১৯২৯-৩১), শ্রী গদাধর সন্দর্ভ, বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়, কৌতুকাঙ্কুর প্রহসনম্ (সংস্কৃত), শৃঙ্গহারাবলী (ঐ)।

হরিরঞ্জন ঘোষাল। নিবাস : মজঃফরপুর, বিহার। প্রকাশিত গ্রন্থ : ইতিহাসের গল্প।

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত (২।১।১৯১৪—)। প্রকাশিত উপন্যাস : দাদা, দক্ষিণা পবন।

হরিরাম দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : মনঃশিক্ষা।

হরিরাম দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

হরিরাম ন্যায়রত্ন, বন্দ্যোপাধ্যায় (×।১। ১৮২৫—×।৬।১৮৮৭)। জন্ম : কাঁচকুলি, নদীয়া। ডেপুটি ইন্‌সপেক্‌টর, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। হাওড়া হিতকারী সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। রচিত গ্রন্থ : বিরাটপর্ব, (অনুবাদ), মুদ্রারাক্ষস (ঐ), অরণ্যযাত্রা।

হরিলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রাহ্মণ ইতিহাস, বৈষ্ণব দর্শন, পূজাপদ্ধতি, দীক্ষাপ্রণালী, শ্রীশ্রী পদরত্ন-মালা।

হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কলিকাতা রহস্য ১ম (১৮৯৭), যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ (নাটক— ১৮৯৬)।

হরিশঙ্কর দত্ত। কবি। প্রকাশিত কাব্য : ময়ূরভঞ্জোপাখ্যান (ঐতিহাসিক— ১৩০৮)।

হরিশচন্দ্র দত্ত। জন্ম : চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : বালক বালিকাদিগের প্রার্থনা (চট্টগ্রাম—১৩২২)।

হরিশচন্দ্র দ্বিজ (১৮শ শতাব্দী) রচনা : জিতাষ্টমী পাঁচালী (সূর্যপুত্র জীমূত বাহনের ব্রতকথা)।

হরিশচন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪/×।৫।১২৬১— ×।৪।১৯৩০)। ছদ্মনাম : শ্রী হঃ। জন্ম : বাগবাজার, কলিকাতা। মৃত্যু : উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা। পিতা : কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী। পত্নী : প্যারীমোহন সূরের কন্যা বিনোদ-কামিনী। জেনারেল এসেম্‌ব্লিজের ছাত্র। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। সাধারণী, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, জন্মভূমি, সাহিত্য, সাহিত্য সংহিতা প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রেমের কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ কবিতার বৈশিষ্ট্য। প্রকাশিত কাব্য : দুঃখ-সঙ্গিনী (১৮৭৫), ভারতে সুখ (১৮৭৫), বিনোদ মালা (১৮৭৮), মালতী মালা (১৮৯৯), সন্ধ্যামণি (১৯২৬), প্রীতি উপহার (১৩০৬), স্নেহ উপহার (১৩২০),শারদোৎসব।

হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক : নটনন্দিনী (১৮৭২)।

হরিশ্চন্দ্র বসাক। (১৯শ শতাব্দী)।

প্রকাশিত নাটক : শ্যাম কিশোরী (বিধবা বিবাহ বিষয়ক, ১৮৬২-৬৪) ।

হরিশ্চন্দ্র বসু (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : চণ্ডীবিজয় কাব্য (১৭৩৩)।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র (আঃ ১৮৩৮-৩৯—১।৪। ১৮৭২)। ছদ্মনাম : বঙ্গবালা, ব্যোমচাঁদ বাঙ্গাল। জন্ম : ঢাকা। পিতা : অভয়াচরণ মিত্র। পৈতৃক নিবাস : শালিখা, হাওড়া। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বন্ধু—একত্রে সাহিত্যচর্চায় রত। সংবাদ প্রভাকরের লেখক। কিছুকাল ঢাকা বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক (১৮৫৯)। সুলভ মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পত্রিকা প্রকাশক। সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকা : মাসিক কবিতা কুসুমাবলী (ঢাকা—১৮৬০), মাসিক অবকাশ-রঞ্জিকা (১৮৬২), সাপ্তাহিক ঢাকা দর্পণ (মার্চ—১৮৬১), মাসিক কাব্যপ্রকাশ (১৮৬৪), সাপ্তাহিক হিন্দু রঞ্জিকা (১৮৬৮), মাসিক মিত্র প্রকাশ (১৮৭০), পরে পাক্ষিক মিত্রপ্রকাশ (১৮৭২)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : হাস্যরস তরঙ্গিণী (১৮৬২), বিধবা বঙ্গললনা (১৮৬৩), কবিতা কৌমুদী ৩ ভাগ (১৮৬৩, ১৮৬৭, ১৮৭০), বীর বাক্যাবলী (১৮৬৪), কীচক বধ (১৮৬৬), কবি কলাপ (১৮৬৬), বঙ্গবালা (দশপদী কবিতাবলী—১৮৬৮), কবিকৌতুক (১৮৭০), নির্বাসিতা সীতা (১৮৭১), কবিতাবলী ১ম (১৮৭২), কবিরহস্য (ঢাকা—১৮৭২), পেটুক পঞ্চানন, পদ্য কৌমুদী, চারু কবিতা ৩ ভাগ প্রভৃতি। নাটক : জানকী নাটক (১৮৬৩), জয়দ্রথ বধ বৃত্তান্ত (১৮৬৪), প্রহ্লাদ নাটক (১৮৭২), হতভাগ্য শিক্ষক (১৮৭২), সপত্ন কলহ, রাম বনবাস প্রভৃতি। প্রহসন : শুভস্য শীঘ্রং (১৮৬১), ম্যাও ধরবে কে ? (১৮৬২), ঘর থাকতে বাবুই ভেজে (১৮৬৩)। গীতাভিনয় : আগমনী। প্রবন্ধ : কীর্তিবাসের পরিচয় (১৮৭০)। শিশু ও ছাত্রপাঠ্য : সরল পাঠ (১৮৬৩), আদর্শ শ্রেণী (১৮৬৩), ছাত্রসখা (১৮৬৯), বোধোদয়ের অর্থ (১৮৭০), চরিতাবলীর অর্থ (১৮৭০), প্রমদাপাঠ, কুসুমলতা, বর্ণমালা, রাক্ষসের উপর খোক্কস প্রভৃতি। অনুবাদ : রামায়ণ (আদিকাণ্ড —১৮৬৯)। কৌতুকাশ্রিত গল্প : কৌতুক শতক (১৮৬৩), আত্মছিদ্রং ন জানামি পরছিদ্রং অনুসরামি।

হরিশ্চন্দ্র শর্মা (১৯শ শতাব্দী) চিকিৎসক। সম্পাদক : মাসিক অনুবীক্ষণ (বহুবাজার—১২৮২)।

হরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রী (২৭।৬।১২৯৬—২৬।২। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : উনশিয়া, ফরিদপুর। পিতা : মথুরানাথ বিদ্যারত্ন। কাশীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ও স্বগৃহে স্থাপিত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। সংস্কৃত শ্লোক রচনায় দক্ষ। কাশীবাসী বাঙ্গালীদের ইতিহাস রচয়িতা। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় ১৩টি গ্রন্থের রচয়িতা।

হরিশ্চন্দ্র সরকার (১৯ শতাব্দী) কবি। প্রকাশিত কাব্য : দুঃখিনী (১৮৭৮)।

হরিশ্চন্দ্র সান্যাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভীষ্ম।

হরিশ্চন্দ্র সাহু (১৮৫২—১৮৭৮)। জন্ম : বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ। পিতা : গোপাল চন্দ্র সাহু। উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ভারতেন্দু উপাধিতে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : সুন্দরী তিলক, কবিবচন সুধা, প্রসিদ্ধ মহাত্মা কী জীবন চরিত (হিন্দী)। সম্পাদক : হরিশ্চন্দ্রিকা।

হরিশ্চন্দ্র হালদার (১৯শ শতাব্দী)। ছদ্মনাম : হ. চ. হ.। সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্র। কলিকাতা পাথুরেঘাটার অধিবাসী

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও বাল্যবন্ধু। চিত্র-শিল্পী ও সাহিত্যিক—নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: কালাপাহাড় বা ধর্মদ্রোহী (১৮৮১), বেদবতী (১৮৮৩)।

হরিসাধন গোস্বামী (১।৩।১৯২৮—) নিবাস: মধুনিকেতন, পোঃ পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ: শিক্ষা ও সমাজ।

হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইরাবতী।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮।৮।১৮৬২ /×।৫।১২৬৯— ×।৪।১৯৩৮ /৭।১।১৩৪৫)। জন্ম: ভূকৈলাস, খিদিরপুর, কলিকাতা। আদি নিবাস: শান্তিপুর, নদীয়া। পিতা: গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। সিটি কলেজে এল্. এ. পড়ার সময়ে আর্থিক অনটনের জন্য পড়া স্থগিত। বেভারিজ সাহেবের অধীনে কর্মী। সহকর্মী: প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অফিসের কেরাণী। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় সাহিত্যসাধনায় রত। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ, নাটক, জীবনী ও গল্প লেখক। নবজীবন, প্রচার, সাহিত্য, ভারতী, মানসী প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রায় ৪০টি গ্রন্থের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: পঞ্চপুষ্প (ঐতিহাসিক কাহিনীর সংকলন ১৩০৯), মতিমহল, নূরমহল (১৩২০), রঙ্গমহল রহস্য (১৩২১), হারেম কাহিনী (১৩২২), স্বর্ণপ্রতিমা (১৩২৪), কলিকাতা সেকালের ও একালের (উপন্যাসের আকারে ইতিহাস —১৯১৫)। ঐতিহাসিক উপন্যাস: শীশ্ মহল (১৯১২), শাহ্ জাদা খসরু (১৩২৫), রূপের বালাই (১৩২৫), মরণের পরে (১৩২৬), নীসা বেগম (১৩২৬), চারু দত্ত (১৩২৬), রূপের মোহ (১৩২৯), সতীর সিন্দুর (১৩২৭), রঙ্গমহল (১৩০৫), পান্নার প্রতিশোধ (১৩২৬), অপরাধিনী (১৩২৮), সফল স্বপ্ন (১৩২৯), শয়তানের দান (১৩৩২), রূপের মূল্য, কঙ্কণ চোর প্রভৃতি। গার্হস্থ্য উপন্যাস: সতী লক্ষ্মী (৩য় সং ১৯২১), ছায়াচিত্র, কমলার অদৃষ্ট, মৃত্যু প্রহেলিকা, লাল চিঠি, পরাধীনা, পল্টন প্রভৃতি। নাটক: আকবরের স্বপ্ন (১৯১১), বঙ্গে বিক্রম (১৯০৬) ঔরংজেব (১৯০৪) প্রভৃতি।

হরিহর আশ। প্রকাশিত উপন্যাস: প্রেমসাগর।

হরিহর চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক: মাসিক যমুনা (১২৯৬)।

হরিহর চন্দ্র (১৯০০—১৩।৫।১৯৭৩/৩০।১। ১৩৮০) নিবাস ও মৃত্যু: যদু ঘোষ লেন, চন্দননগর, হুগলী। শিক্ষক,—বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের কর্মী। চন্দননগরে সুদর্শন চক্রের প্রতিষ্ঠাতা। কল্লোল যুগের লেখক। বিভিন্ন পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত।

হরিহর দত্ত (১৮শ শতাব্দী)। পূর্ববঙ্গের মনসা মঙ্গলের কবি।

হরিহর নন্দী (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম (১৮৮৬), কলির বউ ঘর ভাঙানী, হাঠাৎ বাবু, ঘোড়ার ডিম (ঢাকা—১৮৮৯), নাতিন-জামাই, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নাই, দুই সতীনের ঝগড়া, আর কি বলদ গাছে ধরে (১৮৮৬), শিখেছ কোথা দেখেছি যথা (ঢাকা—১৮৮০)।

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত উপন্যাস: নটনন্দিনী (১৮৭২)।

হরিহর ভট্টাচার্য (১৬শ শতাব্দী)।

বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। রচনা : সময় প্রদীপ (১৫৬০)।

হরিহর শেঠ (১৪।১২।১৮৭৮/২৮।৮।১২৮৫—১০।৩।১৯৭২/২৬।১১।১৩৭৮)। জন্ম : পালপাড়া, ফরাসী চন্দননগর (অধুনা হুগলী জেলা)। পিতা : নিত্যগোপাল শেঠ, মাতা : কৃষ্ণভাবিনী। মধুপণ্ডিতের পাঠশালা, চন্দননগর সেণ্ট মেরিস্ ইন্‌স্টিটিউসন্ (বর্তমান কানাইলাল বিদ্যামন্দির), হুগলী কলেজিয়েট স্কুল, হুগলী কলেজ ও কলিকাতা রিপণ কলেজের ছাত্র। রিপণ কলেজ থেকে এফ্. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য। ১০ বৎসর বয়স থেকে কবিতা ও প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত। সখা ও মাদ্রাজের Progress পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। পত্নী: শশীবালা, বিবাহ ১৩০১ সালে। লোহার ব্যবসায়ী। 'শম্ভুচন্দ্র শেঠ এণ্ড্ সন্‌স্' নামক প্রতিষ্ঠানের মালিক। ব্যবসায় থেকে নির্লিপ্ত হয়ে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন। 'অভিশাপ' উপন্যাস বান্ধব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত (১৩১৫—)। অন্যূন সাড়ে তিনশ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও অভিভাষণ প্রদীপ, প্রয়াস, ভারতী, প্রবাসী, বঙ্গবাণী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, বিচিত্রা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত। চন্দননগর পুস্তকাগারের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য,—আনুমানিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে চন্দননগর পুস্তকাগার ভবন ও নিত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। নিত্যগোপাল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯২১), পদ্মপুকুর অঞ্চলে অঘোরচন্দ্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দির (১৯২৬), তারকদাসী নারীকল্যাণ সদন (হোস্টেল—১৯৩৩), প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা। চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম নামে দাতব্য চিকিৎসালয় (১৯২৯) ও নারী চিকিৎসালয়, শম্ভুচন্দ্র সেবাশ্রম নামে অতিথি ভবন (১৯২৮)-এর প্রতিষ্ঠাতা। চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র (১৯১৯-২৯) ক্যালকাটা হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটি, হুগলী ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েসন, হুগলী সাহিত্য পরিষদ ও কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরের সহ-সভাপতি। ফরাসী সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর কালে মিউনিসিপ্যাল এসেম্ব্লির সভাপতি (১৯৪৭)। ফরাসী সরকার কর্তৃক সিভ্যালিয়র দি লা লিজিয়ন দি অনার (১৯৩৪) ও অফিসার দি এল্. ইন্‌সট্রাক্সন পাবলিক (১৩৩৫) সম্মানে ভূষিত। নদীয়া বিশ্বমানব মহামণ্ডল থেকে বিদ্যাবিনোদ ও কীর্তিনিধি (১৯২৯), সারস্বত মহামণ্ডল থেকে সাহিত্যভূষণ (১৩৩৫), শিক্ষাবন্ধু (১৩৪৫), দেশশ্রী (১৩৪৭) প্রভৃতি উপাধিতে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : অভিশাপ (উপন্যাস-১৯০০), প্রমাদ (প্রবন্ধাগুলি—১৩১৬), অদ্ভুত গুপ্ত-লিপি ও অমৃতে গরল (ডিটেক্টিভ্ গল্প—১৩১৬), প্রতিভা (নাটক—১৩২৮), স্রোতের ঢেউ (নীতিমূলক প্রবন্ধ—১৩২৯), ঘরের কথা (প্রবন্ধ—১৩৩১), পুরাতনী (পুরাতন কথা—১৩৩৪), চন্দননগর পরিচয় (১৩৪১), প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—কথায় ও চিত্রে (১৩৫৯), মুক্তিসাধনায় চন্দননগর (১৩৫৭), রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর প্রভৃতি।

হরিহরানন্দ ব্রহ্মচারী। জন্ম : ঢাকা। ঢাকায় ব্রহ্মচারী স্কুল প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোক্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ : দিব্যজ্ঞান বা নীতিবাক্য (১৯০১)।

হরীন্দ্রনাথ দত্ত (আঃ ১৮৯৮—) স্কটিশ-চার্চ কলেজের ছাত্র। পিতা : হীরেন্দ্র নাথ

দত্ত, খুল্লতাত : রবীন্দ্র নাথের বন্ধু হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক, অগ্রজ : সুধীন্দ্র নাথ দত্ত। ভগ্নীপতি : অপূর্ব চন্দ, মাতুল : জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক। রবীন্দ্র নাথের স্নেহধন্য। বঙ্গালয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

হরু ঠাকুর (১৭৩৮|১১৪৫—৬|৮|১৮২৪|১২১৫)। প্রকৃত নাম : হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। জন্ম : শিমুলিয়া, কলিকাতা। পিতা : কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। রাঢ়ী ব্রাহ্মণকুল সম্ভূত। রঘুনাথ দাস নামে এক তন্তুবায়ের নিকট কবিতারচনা দিক্ষা। কবির দলে সঙ্গীত রচয়িতা। পরবর্তীকালে পেশাদার কবিয়াল। বর্ধমান রাজসভায়, কৃষ্ণনগর রাজসভায় এবং কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাড়ীতে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। বাল্যকাল থেকেই কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। সমস্যাপূরণেও দক্ষ। শেষ জীবনে কবির দল ছেড়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের সভা কবি। সংখীসংবাদ ও প্রেমসঙ্গীত রচনার জন্য সুপ্রসিদ্ধ।

হরেকৃষ্ণ কোঙার (৫|৮|১৯১৫—২৩|৭|১৯৭৪)। জন্ম : কামারগড়িয়া, রায়না, বর্ধমান। মেমারী বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির ও কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান (১৯৩০) করায় কারাদণ্ডিত। পুনরায় ৬ বৎসর কারাদণ্ডিত হয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত (১৯৩২)। পরবর্তীকালে গণ আন্দোলন পরিচালনা কালে বারে বারে কারারুদ্ধ। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য (১৯৩৮)। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতা, ১৯৫৪ খ্রী: থেকে আমৃত্যু নিখিল ভারত কিষাণ-সভার সদস্য। দুইবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য (১৯৫৭-৭১)। দুইবারই ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী। সুবক্তা, তার্কিক ও সুলেখক। গণ-শক্তি, দেশহিতৈষী, নন্দন প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নির্বাচিত রচনা সংকলন, প্রবন্ধ সংকলন, ভারতের কৃষি সমস্যা, পথের সন্ধান, Selected Works, Agrarian problems of India, ভারত কী কৃষিসমস্যা প্রভৃতি।

হরেকৃষ্ণ ঘোষ (১৮শ শতাব্দী)। শুভঙ্করের আদর্শে আর্যাছড়া রচয়িতা।

হরেকৃষ্ণ দাস (১৮শ শতাব্দী)। রচনা : রাস পঞ্চাধ্যায়, বাল্মীকি পুরাণ (ছন্দা দৈত্যের বাল্মীকিত্ব লাভের কাহিনী)।

হরেকৃষ্ণ পট্টনায়ক (১২৯৭ —)। জন্ম : পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর। পাঁশকুড়া হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ। ছাত্রাবস্থা থেকেই কংগ্রেসী আন্দোলনে যুক্ত। দেশ-সেবী। পট্টগ্রাম পট্টভারতী প্রেস, গান্ধী বিদ্যাপীঠ ও পরমেশ্বর বামা পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদক : সাপ্তাহিক প্রলাপ।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন (৬|৪|১৮৯০/২৫|১২|১২৯৬— ৩|১২|১৯৭৭/১৭|৮|১৩৮৪)। জন্ম ও নিবাস : কুড়ামিঠা, থানা—ইসলাম বাজার, বীরভূম। পিতা : বনোয়ারীলাল মুখোপাধ্যায়, মাতা : ক্ষুদ্রমণি ১মা পত্নী : অচলাসুন্দরী, ২য়া পত্নী : কনকলতা। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় মাতৃষ্বসা সারদাসুন্দরী দেবীর কাছে পালিত। স্কুল-কলেজের শিক্ষায় বঞ্চিত। শিউড়িতে শিবরতন মিত্রের লাইব্রেরীতে নিয়মিত অধ্যয়ন। বীরভূমি পত্রিকায় প্রথম কবিতা ও গদ্য প্রবন্ধ 'প্রাচীন মঙ্গলদিহি'

প্রকাশিত। বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির সহ-সম্পাদক। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সাহিত্যরত্ন উপাধিতে ভূষিত (১৯১৯)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্. উপাধি দ্বারা সম্মানিত। বীরভূম বার্তা, বৈকালী, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, আনন্দ বাজার, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কমণ্ডলু (কাব্য), বীরভূমের বিবরণ ৩ খণ্ড, বাংলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া, পদাবলী পরিচয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা, গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ : কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ (অনুবাদ সহ), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীদাস পদাবলী।

হরেকৃষ্ণ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : নীল দুপুরের ভয় (কাব্য), কবিতা : চিত্রিত ছায়া (প্রবন্ধ)।

হরেন ঘটক। ছদ্মনাম : নতুন দা। ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী ও শিশু সাহিত্যিক। পত্র-পত্রিকায় সরস ছড়া ও কবিতা লেখক। যুগান্তর পত্রিকায় ছোটদের পাততাড়ির সঙ্গে যুক্ত। সত্যযুগ পত্রিকার কিশোর বিভাগের পরিচালক।

হরেন্দ্রকুমার মজুমদার। সম্পাদক : মাসিক ছাত্র (অগ্রহায়ণ ১৩০৩)।

হরেন্দ্রনাথ গুহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : হেমপ্রভা (১৩০১)।

হরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি. এ.। জন্ম : দাভার গ্রাম, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : আদর্শ নারী চরিত, জীবন লহরী।

হরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছদ্মনাম : ইন্দ্রজিৎ। জন্ম : চাঁদপুর, কুমিল্লা। শান্তিনিকেতনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। ছদ্মনামে দেশ পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রাণবন্যা, বধূ অমিতা, বন্ধনহীন গ্রন্থি, ইন্দ্রজিতের খাতা, তিন বন্ধু।

হরেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক (১।২।১৯২৫—)। ছদ্মনাম : জ্যোৎস্নাপ্রসূন গৌতম। জন্ম : কটক, উড়িষ্যা। পৈতৃক নিবাস : সিঙ্গুর, হুগলী, বর্তমান নিবাস : ও-ই/৫, পশ্চিম বড়িশা সরকারী আবাসন, ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা-৬০। পিতা : যতীন্দ্রনাথ বসুমল্লিক, মাতা : জ্যোৎস্নাময়ী। এণ্টালি একাডেমি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪২), সিটি কলেজ থেকে বি. কম্. (১৯৪৭) পাশ। মহাজাতি বিদ্যার্থী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, বড়িশা সংস্কৃতি পরিষদের পাঠাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বাঁশরী, হোম-শিখা, মন্দিরা, তরুণের স্বপ্ন, আনন্দ বাজার, বন্দর, স্বগতোক্তি, যুগসন্ধানী, সন্দীপন, সাহিত্যলিপি, ঋক্ প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : চাকরি (১৯৮৩)। ছোট গল্প : তুহিনের ভয় ও চোঙার স্বপ্ন গাড়ী (১৯৮২)। প্রবন্ধ : শরৎচন্দ্র আলোয় ছায়ায় (১৯৮২), পঞ্চকন্যা, স্বপ্নের বাদল এল প্রভৃতি।

হরেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঋষি অরবিন্দের যোগজীবন ও সাধন।

(ডঃ) হরেন্দ্রনাথ রায় (১৯০৬—) এম্. এস্.সি., পি. এইচ: ডি.। জন্ম : কলিকাতা। নিবাস : ৩।২।১৩, রসা রোড, কলিকাতা—৩৩। ইণ্ডিয়ান অর্ডিন্যান্স ডিপার্টমেণ্টের প্রধান রাসায়নিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : অগ্নিহোত্র (বিজ্ঞান বিষয়ক কাহিনী), লৌহ ও ইস্পাত।

হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। ছদ্মনাম : শিবানন্দ। জন্ম : ২৪ পরগণার বরাহ-নগর-টাকীর রায়চৌধুরী বংশে। পিতা :

সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ., স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ., বি. এল্.। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত (১৯২৪—)। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী (১৯৪৮, ১৯৫৭)। প্রকাশিত গ্রন্থ: বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: সমালোচনা, Our Language Problem, The New Menace to High School Education in Bengal (১৯৩৫)।

হরেন্দ্রনাথ সিংহ (১৯২৬—)। জন্ম: কৃষ্ণকাঠী গ্রাম, বরিশাল, অধুনা বাংলাদেশ। নিবাস: পল্লীশ্রী, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা। পিতা: শিক্ষক শ্যামাচরণ সিংহ, মাতা: বিধুমুখী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই. এ. পাশ করার পর অর্থাভাবে পড়াশুনা স্থগিত। আধা-সরকারী সংস্থার চাকুরে। অবসর প্রাপ্ত। অচলপত্র, যুগান্তর ও প্রবাসী পত্রিকায় কবিতা ও ছোট গল্প প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: সাহিত্যের অপচয় (১৯৫০), ফুল নয় কুঁড়ি (১৯৮৭)।

হরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজ, বাহাদুর (?—১৮৩৯।১২৪৬)। জন্ম: কোচবিহার। মৃত্যু: কাশীতে। কোচবিহারের রাজা। রাজত্বকাল ৫৬ বৎসর। শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতা। 'বাঙ্গালীর গান' এ কয়েকটি সঙ্গীত সংকলিত। অনূদিত গ্রন্থ: ক্রিয়া-যোগসার (১৮৩৮), বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (১৮৪২), স্কন্দ পুরাণ (ব্রহ্মোত্তর খণ্ড), রামায়ণ, হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী ৫ খণ্ড।

হরেন্দ্রলাল রায়। পিতা: দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, ভ্রাতা: নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। জন্ম: কৃষ্ণনগর, নদীয়া। সম্পাদক: নবপ্রভা।

হলধর সেন (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: চিকিৎসা রত্নাকর (নভেম্বর ১৮৫৩)।

হলায়ুধ (৮।১২।১৯২৭/২২।৮।১৩৩৪—) প্রকৃত নাম: বিজয় পাড়ুই। জন্ম: মেদিনীপুর জেলার সবং থানার বিষ্ণুপুরে, দুঃস্থ কৃষক পরিবারে। বর্তমান নিবাস: লোকপীঠ, মেদিনীপুর। পিতা: রূপচাঁদ পাড়ুই, মাতা: মাতঙ্গিনী, ১মা পত্নী: বিধুবালা, ২য়া পত্নী: অম্বিকারাণী। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠের পরে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে দারিদ্র্যহেতু মায়ের সঙ্গে ক্ষেত-খামারের কাজে ও দিন-মজুরিতে নিযুক্ত হওয়ায় গতানুগতিক লেখাপড়ার সমাপ্তি। কৃষিজীবী ও দিনমজুর—বর্তমানে লোকপীঠ ডাকঘরের শাখা পোষ্ট মাষ্টার। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী (১৯৪২)। স্বাধীনতোত্তর ভারতে পল্লী সংগঠন ও উন্নয়নে ব্রতী। কুটির শিল্প, মাদুর ও তাঁত শিল্পের উন্নতি ও শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। 'লোক-পীঠ' নামক গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা, সাম্যবাহিনী নামে সমাজসেবামূলক সঙ্ঘের সংগঠক (১৯৪৮), লোকপীঠ বিবেকানন্দ বিদ্যাশ্রম (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৯৬৩) ও মাতঙ্গিনী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৮১) ও আজীবন সদস্য। ভারতী নাট্য সম্প্রদায় (১৯৭১), ইন্দিরা মহিলা সমিতি (১৯৭১), মাদুর শিল্পী সমবায় (১৯৭২), লোকপীঠ তাঁতশিল্পী সমবায় (১৯৭৩) ইত্যাদির সংগঠক। বঙ্গীয় কবি পরিষদ কর্তৃক ভারতীরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত (১৯৮২)। একক, প্রভাত, পাঞ্চজন্য, নবযুগ, প্রস্তুতি, জাগরী, সাহিত্য, সমাজ, স্বরাজ ও সংগঠন, কথাসাহিত্য, অংকুশ আলোর মেলা প্রভৃতি

পত্রিকায় কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, ছোট গল্প, নিবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : কিশোর ও কেলেঘাই (১৯৪৮—৫০)। প্রকাশিত কাব্য : সূর্য ফসল (১৯৫৭), হলায়ুধের ফলা (ব্যঙ্গাত্মক ছড়া—১৯৭৮)।

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২-১৮৩২)। জন্ম : গৌহাটী, আসাম। পিতা : পরশুরাম। আসামে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী। অসমীয়া ভাষাভাষী হয়েও বাঙ্গালা ভাষা চর্চায় নিরত। মার্শম্যান সম্পাদিত সমাচার দর্পণ ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সমাচার চন্দ্রিকার নিয়মিত লেখক। বঙ্গভাষায় প্রথম আসামের ইতিহাস লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ : আসাম বুরঞ্জি (১৮২৯)।

হংসধ্বজ মাইতি। সম্পাদক : পাক্ষিক পথিক (১৯২৪-২৬)।

(ডঃ) হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য (৩০।৩।১৩৩৫ বঙ্গাব্দ—)। ছদ্মনাম : চন্দ্রশেখর ঠাকুর। জন্ম, পৈতৃক ও স্থায়ী নিবাস : গ্রাম—মিরহাট, পোঃ বৈদ্যপুর, থানা ও মহকুমা : কালনা, জেলা : বর্ধমান। পিতা : সিদ্ধেশ্বর কাব্য স্মৃতিরত্ন, মাতা : ত্রিনয়না, পিতামহ : কবি ও প্রাবন্ধিক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রপিতামহ : শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ : হরিনারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পত্নী : সন্ধ্যারাণী। মাত্র তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে লেখাপড়া শিক্ষা। বৈদ্যপুর জর্জ ইন্‌সটিটিউসন্ (অধুনা রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ) থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৬), কালনা কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৮), হুগলী মহসীন কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. (১৯৫০), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম্. এ. (১৯৫২), উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৩) এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে এম্. এ. (১৯৬৩), বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ্ থেকে কাব্যতীর্থ (১৯৫২), পুরাণতীর্থ (১৩৬৪), বেদান্তের আদ্য (১৯৪৯), পাণিনি ব্যাকরণের আদ্য (১৯৫১) ও মধ্য (১৯৫২) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর ছাত্র। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ থেকে সাহিত্যভারতী (১৯৫৪) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাত্রাগানের উপর মৌলিক গবেষণার জন্য পি. এইচ্. ডি. উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৬৬)। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের শিক্ষক (ফেব্রুয়ারী—নভেম্বর, ১৯৫৪), নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক, পরে কেবল মাত্র বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক, প্রধান অধ্যাপক ও রীডার (নভেম্বর ১৯৫৪—)। বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের পরিচালক সমিতির প্রাক্তন সদস্য (১০ বৎসর)। প্রাবন্ধিক, গবেষক, গল্প ও উপন্যাস লেখক। মায়াপুর গৌড়ীয় মঠ কর্তৃক বিদ্যার্ণব এবং শান্তিপুর পুরাণ পরিষদ থেকে সাহিত্যসাধক উপাধিতে ভূষিত। প্রথম রচনা 'রামদাসের স্মৃতি' গল্প বৈদ্যপুর স্কুলের ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। বর্ধমান (পূজা সংখ্যা), শিক্ষানিকেতন পত্রিকা (কলানব গ্রাম), বর্ধমান বার্তা, বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, নবদ্বীপ আদর্শ পাঠাগার স্মরণিকা, মুক্তিদূত (নবদ্বীপ), নবদ্বীপ বার্তা, সাগরিকা (মনসাদ্বীপ, ২৪ পরগণা), সাগরবেলা (ঐ), গোধূলিমন (চন্দননগর), আলেখ্য (সন্তোষপুর, কলিকাতা), শ্রীগুরু সঙ্ঘপত্রিকা (নাকতলা, কলিকাতা), গণকণ্ঠ (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ),

নাট্যদর্পণ (সারদীয়), ত্রিপর্ণ, বর্ণালী (বারাসত), নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা, বিশ্ববাণী (কলিকাতা), রবিবাসরীয় (পূর্বস্থলী), ইণ্ডাসট্রিয়াল অর্গান (আসান-সোল), গৌড়ীয়বাণী, দেবযান, বিশ্বহিন্দু-বার্তা, মধুপর্ণী (বালুরঘাট), জীবনবাণী (বৈঁচি), অমৃতবাণী (হলদিয়া), উজ্জীবন (ব্যারাকপুর), প্রণব (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র), অমৃত, দৈনিক বসুমতী (পূজাসংখ্যা), বেতার জগৎ, জহর শিশু-ভবন পত্রিকা (কলিকাতা), সমাজশিক্ষা (নরেন্দ্রপুর), শিক্ষক (কলিকাতা), রশ্মি (নবদ্বীপ), গীতামৃত (রাঁচি), শর্মিষ্ঠা (বাঁকুড়া) প্রভৃতি পত্রিকায় সার্ধ শতাধিক প্রবন্ধ এবং বর্ধমান (শারদীয়), লুব্ধক (নবদ্বীপ), শোহিনী (ঐ), অঙ্কুর (ঐ), নবদ্বীপ বিদ্যাসার কলেজ পত্রিকা, সায়ক (পাটুলি, বর্ধমান), সমাজশিক্ষা প্রভৃতি পত্রিকায় ছোট গল্প ও ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ গবেষণা : যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায় (১৯৬৭), রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্য প্রভাব (১৯৬৯), বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ধারা, বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্য পরিচয় (১৯৭৬), হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ১ম (১৯৭৭, ২য় সং ১৯৮২), ঐ ২য় (১৯৭৮,২য় সং ১৯৮৪), ঐ ৩য় (১৯৮০, ২য় সং ১৯৮৬), যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১৯৮৪), বঙ্গসাহিত্যা-ভিধান ১ম (১৯৮৭), ঐ ২য় (১৯৯০), ঐ ৩য় (১৯৯২)। উপন্যাস: মন্দির ত্যজি যব, সিন্ধুতরঙ্গ (১৩৯১)। ভ্রমণ কাহিনী : রূপের অমরাবতী কাশ্মীর (১৯৮৮), হিমাচল হিমালয় (১৯৯১)। ছোট গল্প : বারোমতি (১৯৮৯), অন্যান্য : বাঙ্গালা ছন্দ সমীক্ষা (১৯৮৯), বাঙ্গালা অলঙ্কার সমীক্ষা (১৯৯০)।

হাছন রাজা (৭।৯।১২৬১—২২।৮।১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : রামপাশা, শ্রীহট্ট। পিতা : আলি রাজা চৌধুরী, পুত্র : খান বাহাদুর দেওয়ান গজিউর ও খান বাহাদুর দেওয়ান একলিমুর। পূর্বপুরুষ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। কবি। গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : হাছন উদাস (২৬০টি গানের সংকলন, ২য় সং ১৩৩৩)।

হাজারিলাল সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : সচিত্র সহজ স্বাস্থ্যরক্ষা (১৩২২)।

হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী (১৯০৭—১৯। ৫।১৯৭৯)। জন্ম : বালিয়া জেলা, উত্তর প্রদেশ, মৃত্যু : দিল্লীতে অল্ ইণ্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট্ অফ্ মেডিক্যাল সায়েন্স-এ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্যোতিষা-চার্য উপাধি প্রাপ্ত। শান্তি নিকেতনে হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক (১৯৩০ থেকে ২০ বৎসর)। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। ক্ষিতিমোহন সেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (১৯৬৮—৭০)। সরকারী ভাষা কমিটির সদস্য (১৯৫৫-৫৬)। জাতীয় শিক্ষা কাউনসিল, সাহিত্য একাডেমি, ন্যাশন্যাল ব্রড্কাষ্টিং প্রভৃতি সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। পাঞ্জাব ও বেনারসে অধ্যাপক। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন। হিন্দী সাহিত্য কি ভূমিকা, কবীর, নাথ সম্প্রদায়, বাণভট্ট কি আত্মকথা প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস সহ ৩০টির অধিক গ্রন্থ প্রণেতা। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক টেগোর পুরস্কার ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট্. উপাধিতে সম্মানিত। সম্পাদক : বিশ্বভারতী পত্রিকা ও অভিনব গ্রন্থমালা (বিশ্বভারতী)।

হাজি ছাদেক আলি। জন্ম : জগন্নাথপুর,

দিনাজপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : শাফাতোলবালা (১২৯৯)।

হাজি হেদায়েৎ উল্লা। জন্ম : যোগীবাড়ী দিনাজপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : সফিজল হাজ্জাজ (১৩০০)।

হাজেরা নজরুল। বাংলাদেশবাসী। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : জোনাকীর আলো, ফসিলে সূর্যগ্রহণ, স্বর্ণ সখী (১৯৮৩)।

হাণ্টার সাহেব (১৯শ শতাব্দীর প্রথম-ভাগ)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক। বাঙ্গালাভাষায় ব্যুৎপন্ন। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঙ্গালার জাতিভেদ (১৮০৪)।

হান্নান আহসান (১।৪।১৯৬১—)। জন্ম : কাঁঠালবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। বর্তমান নিবাস : ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। পিতা : হাজী আবদুল মজিদ, মাতা : সহরবানু। সত্যযুগ, লোকসেবক, পয়গাম, শিশুপ্রিয়, ঝলমল, কলম, সাপ্তাহিক সোমবার, সাপ্তাহিক মীযান প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়া, কবিতা, গল্প, খেলাধূলা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখক। সম্পাদক : ত্রৈমাসিক প্রশাখা, ছড়া দিলেম ছড়িয়ে (ছড়াকার্ড)।

হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স (Hanna Catherine Mullens) (১।৭।১৮২৬—২১।১১।১৮৬১)। জন্ম ও মৃত্যু : কলিকাতায়। পিতা : লণ্ডন মিশনারীর কর্মী হিসাবে চিনসুরায় আগত (২১।৩।১৮২১) রেভারেণ্ড ফ্রাঁসোয়া লাক্রোয়া (Rev. Alphonse Francois Lacroix), স্বামী : মিশনের কর্মী জে. ম্যলেন্স। স্বগৃহে শিক্ষাপ্রাপ্তা। বাঙ্গালাভাষায় ব্যুৎপন্না। কলিকাতা ভবানীপুরে মিশনের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা (মাত্র ১২ বৎসর বয়সে)। পিতামাতার সঙ্গে ইংলণ্ডগমন (১৮৪১), লণ্ডনে মিসেস্ র‍্যামজে নামক মহিলার তত্ত্বাবধানে ১৮মাস শিক্ষালাভ—সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ ও কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন জে. ম্যলেন্সের সঙ্গে বিবাহ (১৮৪৫)। বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনায় ও সমাজসেবার কর্মে ব্যাপৃতা। কলিকাতায় জেনানা মিশন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ড গমন (১৮৫৮)। তিন বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরে স্ত্রীশিক্ষা কেন্দ্রগুলির ভার গ্রহণ। নূতন বাঙ্গালা বই লেখার সময়ে অন্ত্রের ধমনী ছিঁড়ে যাওয়ায় মৃত্যু। প্রকাশিত গ্রন্থ : ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২)। গ্রন্থটি সকল ভারতীয় ভাষায় অনূদিত। অনেকে গ্রন্থটিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। খৃষ্টান ধর্মান্তরিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর পারিবারিক জীবন যাত্রার কাহিনী গ্রন্থে পরিবেশিত। খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। কাহিনীতে ধারাবাহিকতা ও দৃঢ়সংবদ্ধতার অভাব, খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের উৎকট প্রয়াস, নির্জীব নিষ্প্রভ চরিত্র, অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব, ভালর সুখ মন্দের দুঃখ বর্ণনায় আগ্রহ, সময়ে সময়ে বৈদেশিক বাগধারার প্রয়োগ ইত্যাদির জন্য গ্রন্থটি সার্থক উপন্যাস হয়ে ওঠে নি। তথাপি সহজ সরল সুখপাঠ্য ভাষা নিম্নশ্রেণীর মানব সমাজের কথ্যভাষা, এই সমাজের বাস্তবানুসারী বর্ণনা, জীবন সমস্যার আলোচনা, সহানুভূতি, ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার, বাক্যে যতিচিহ্নের সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রভৃতি গুণের জন্য গ্রন্থটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আলালের ঘরের দুলালের পূর্বে বিদেশিনী মহিলার রচিত এই ধরনের গ্রন্থ সার্থক উপন্যাস না হলেও বাঙ্গালা উপন্যাসের পথপ্রদর্শক হিসাবে গৌরবের অধিকারী।

হানিফ মহম্মদ। পরিচয় অজ্ঞাত।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি। ব্রজসুন্দর সান্যালের মুসলমান বৈষ্ণব কবি গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এঁর একটি পদ সংকলিত হয়েছে।

হাফিজল হাসান, মুহম্মদ মৌলভি। প্রকাশিত গ্রন্থ: সচিত্র আরব ইতিবৃত্ত, সুধাকর পত্রিকা (১৩৩৭)।

হাফেজ মুহম্মদ মোয়াজ্জম আলি। জন্ম: কুমিল্লা। প্রকাশিত গ্রন্থ: তেলে সমাত ফোলেমাজী (১২৯৮), আজায়ের সোলেমানী (১৩০৫)।

হাফেজ হাসন আলি। জন্ম: রামসুন্দর ভরদ্বাজ হাট, চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ: কলির চরিত্র (১৩১৯)।

হাবিরাত হীন। আর্যাছড়া রচয়িতা।

হাবিলদ্দিন আহমদ। প্রকাশিত গ্রন্থ: সামৃতভান (১২৯৬)।

হাবীবুর রহমান (১৯২৬—১৯৭৬) জন্ম: বর্ধমান। বাংলাদেশবাসী। স্কুলের শিক্ষক—পরে সাংবাদিক, মার্কিন তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের পুস্তক অনুবাদ বিভাগের কর্মী। কবি, শিশু সাহিত্যিক ও অনুবাদক। কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬৪)। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: উপান্ত (১৯৬২)। শিশুসাহিত্য: আগডুম বাগডুম (১৯৬২), সাগরপারের রূপকথা (১৯৬২), বিজন বনের রাজকন্যা (১৯৬১), লেজ দিয়ে যায় চেনা (১৯৬৩), বনে বাদাড়ে (১৯৬৩), পুতুলের মিউজিয়াম (১৯৬৩), গল্পের ফুলঝুরি (১৯৬২), হীরামতি পান্না (১৯৬৭)। অনুবাদ: চীনা প্রেমের গল্প (১৯৬৩), জন কেনেডি (১৯৬২), জীবনের জয়গান (১৯৬২), পাল তুলে দাও (১৯৬১)।

হাবীবুল্লাহ সিরাজী (৩১।১২।১৯৪৮—) জন্ম: ফরিদপুর। ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস্. সি, (ইঞ্জিনিয়ারিং) পাশ। একটি ইঞ্জিনিয়ারিং (প্রকৌশল) প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক। কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: দাও বৃক্ষ দাও দিন (১৯৭৫), মোম শিল্পের ক্ষয়ক্ষতি (১৯৭৭), মধ্য রাতে দুলে ওঠে গ্লাস (১৯৮১), হাওয়া কলে জোড়া গাড়ী (১৯৮২), নোনা জলে বুনো সংসার (১৯৮৩)। শিশুসাহিত্য: ইল্লিবিল্লি (১৯৮০)। উপন্যাস: কৃষ্ণপক্ষে অগ্নিকাণ্ড (১৯৭৩)।

হামিদ আলি মুহম্মদ (১৮৭৪— ?)। জন্ম: সুলতানপুর গ্রাম, বাউজাল থানা, চট্টগ্রাম। ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত। সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলভী। কবি। প্রকাশিত কাব্য: জয়নালোদ্ধার, কাসেম বধ বা শাহাদেত ইমান কাসেম (১৩১২), কবিতাকুঞ্জ, ভ্রাতৃবিলাপ, সোহরাব বধ কাব্য।

হামিদউল্লা, মৌলভি (১৯শ শতাব্দী)। জন্ম: চট্টগ্রাম। রচনা: ভেলুওয়া সুন্দরী (১২৮৪)।

হামিদোল্লাহ খাঁ। রচিত কাব্য: ত্রাণপথ (ঈশ্বরের একত্ব,—সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফলাফল আলোচনা—১৩৬০)।

হায়াৎ মামুদ (১৭।৩।১৩৪৬/১৯৩৯—)। জন্ম: হুগলী। বাংলাদেশ নিবাসী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৬৩)। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কবি—প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ও অনুবাদক। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: স্বগত সংলাপ (১৯৬৭)। প্রবন্ধ: মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা (১৯৬৮)। শিশু-সাহিত্য: রবীন্দ্রনাথ: কিশোর জীবনী (১৯৬৭), তুলুপন্তি (১৯৮১),

রবীন্দ্রনাথ (১৯৮২), নজরুল (১৯৮৩)। অনুবাদ : দূষিত প্ররোচনা (কাব্য ১৯৭৪), পঞ্চাশ জন সোভিয়েট কবি (কাব্য ১৯৭৮), লাল মৃত্যু (গল্প সংকলন ১৯৭৮), ফাদার সিয়েগি ও অন্যান্য গল্প (১৯৭৮), লেনিন (জীবনী ১৯৭৫), আধুনিক মধ্য এশিয়া (ইতিহাস ১৯৭৬), পৃথিবীর ইতিহাস—প্রাচীন যুগ (১৯৮৩)।

হায়াৎ সাইফ (১৬।১২।১৯৪২—) । জন্ম : ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সহ বি. এ., ইংরাজীতে এম্. এ. (১৯৬৫)। চাকুরিজীবী। বর্তমানে কাষ্টম্‌স্ ভ্যালুয়েশনের কণ্ট্রোলার। প্রকাশিত কাব্য : সন্ত্রাসে সহবাস (১৯৮৩)।

হারানচন্দ্র কাব্যতীর্থ। সম্পাদক : চণ্ডিল (১৩৩৪-৩৫)।

হারানচন্দ্র ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : দুঃখিনী ভারত (জাতীয়তা বোধক—১২৮২)।

হারানচন্দ্র চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : শেরপুর বিবরণ (মৈমনসিংহ, ১৮৭২)।

হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত নাটক : দলভঞ্জন, বঙ্গকামিনী (১৮৬১)।

হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : পাক্ষিক বঙ্গবার্তাবহ (মে ১৮৫৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : History of Asia (১৮৬৮)।

হারানচন্দ্র রক্ষিত (২৪।৩।১২৭২/১৮৬৫—১৯২৬)। জন্ম : মজিলপুর, ২৪ পরগণা। পিতা : হরিদাস রক্ষিত। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার পর বঙ্গবাসী অফিসের কর্মী। রায়সাহেব উপাধি প্রাপ্ত (১৯০০)। সম্পাদক : মাসিক কর্ণধার (১২৯৪—৯৬)। নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : নাটক : বঙ্গের শেষ বীর, কামিনী ও কাঞ্চন, পারিজাত মালা (১৮৯৭), মন্ত্রের সাধন বা রাণা প্রতাপ (১৮৯৯), জ্যোতির্ময়ী বা নূরজাহান (১৯০০), রাণী ভবানী (১৯০০), প্রতিভাময়ী (১৯০৪), দুলালী (১২৯৯), চিত্রা ও গৌরী (১৩০৭), ভক্তের ভগবান (১৩২২)। প্রবন্ধ : সাহিত্য সাধনা (১৯৩১), বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, ভিক্টোরিয়া যুগে বঙ্গসাহিত্য, ফুলের বাগান, সংসার আশ্রম, প্রেম ও শান্তি, রামকৃষ্ণ শান্তি শতক। অনুবাদ : কামিনী কাহওন, সেক্‌স্‌পীয়র ৪ ভাগ, হেমহার (১৩০২)। উপন্যাস : মোহিনী প্রতিমা (১৮৮৭), নিরাশ প্রণয় (১৮৮৮), প্রতিভা সুন্দরী (১৩০০), পদ্মিনী (১৩০১)।

হারাণচন্দ্র রায়। অনূদিত গ্রন্থ : ললিত কাহিনী ৬ খণ্ড (১৮৭১)

হারানচন্দ্র রাহা (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : রণচণ্ডী (কাছাড়ের ইতিবৃত্তমূলক—১৮৭৬), সরলা (১৮৭৬)। অনুবাদ : গল্পের বই, পদ্মমাসি, বাল্যসখী, নাড়ুগোপাল ইত্যাদি।

হারান শশী দে। প্রকাশিত উপন্যাস : লবঙ্গলতা (১৩০২), রাণী মৃণালিনী (১৩০৬), প্রভাবতী বা আমার বিবাহ।

হারাধন কর। সম্পাদক : টুকলু (পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত শিশু পত্রিকা ১৩৮০)।

হারাধন চক্রবর্তী। প্রকাশিত উপন্যাস : প্রতিচ্ছায়া।

হারাধন চট্টরাজ। চিকিৎসক। প্রকাশিত কাব্য : উত্তর শ্রীরাম রসায়ন (১৩১৪)।

হারাধন দত্ত (১।৩।১৯৩১—)।

নিবাস : কৃষ্ণপুর, পোঃ শিবনিবাস, থানা : কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া। পিতা : অবিনাশ চন্দ্র দত্ত, মাতা : সুকুমারী। শিবনিবাস মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়, চন্দননগর আর্. ভি পি. ইন্‌স্টিটিউসন, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এম্. এ.। শিবনিবাস মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের কলিকাতাস্থিত D. A. G. P. অফিসে চাকুরিরত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য (১৩৭৭—৮৩, ১৩৮৬-৮৮) ও সহ সম্পাদক (১৩৭৯-৮০)। ভারত কোষ ৪র্থ খণ্ডে, কলি. বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ 'সুবর্ণ লেখা', কলি. বিশ্ব. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ 'প্রাচ্যবিদ্যাতরঙ্গিণী', শশাঙ্কমোহন সেন স্মারক গ্রন্থ প্রভৃতিতে রচনা প্রকাশিত। এ ছাড়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রবাসী, Modern Review, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, অমৃত বাজার, অমৃত, যুগান্তর, আনন্দবাজার, দেশ, দৈনিক বসুমতী, এক্ষণ, চতুষ্কোণ, উত্তরা (কাশী), সাহিত্য-সংস্কৃতি, উত্তর সূরী, সৃজনী, হোমশিখা, নয়া বাঙ্‌লা, সারস্বত, বিশ্ববাণী, কৌশিকী, কল্লোল (নব পর্যায়), বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়), বঙ্গভারতী (মোহিত-লাল প্রতিষ্ঠিত), জ্যোতি প্রভৃতি বহু পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আচার্য কামাখ্যাচরণ নাগ, বঙ্গবাসীর কৃষ্ণচন্দ্র : দেশ ও কাল (বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ১৯৬৫), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৩৭৩), সেকালের শিক্ষাগুরু (১৯৭৮)। সম্পাদিত গ্রন্থ : মহারাষ্ট্র পুরাণ (১৩৭৩), দেশবন্ধু রচনা সমগ্র (মনীন্দ্র দত্ত সহ—১৯৭৭)।

হারাধন বক্সী। জন্ম : চন্দননগর, হুগলী। প্রকাশিত গ্রন্থ : লড়াইএর নূতন কায়দা, ঈশোপনিষৎ, Towards Transcedence, A Preface to Brahma-Sutra.

হারাধন বিদ্যারত্ন। কবিরাজ। প্রকাশিত গ্রন্থ : বসন্ত রোগের নিদান চিকিৎসা (১৮৬৮), নিদান পরিশিষ্টম্ (১৮৬০)।

হারাধন বৈষ্ণব ঠাকুর (?—১৪।১২।১৩২৫ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : শ্রীহট্ট জেলায়, পূর্ব নিবাস : শ্রীহট্ট, স্থায়ী নিবাস : কাঁসার-হাট বা কানসাট, মালদহ। পিতা : কৃষ্ণ-চরণ চক্রবর্তী, মাতা : শান্তিময়ী, পুত্র : গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব অধিকারী। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শৈশবে তীর্থ ভ্রমণ কালে কাশীতে মাতার মৃত্যু হওয়ার পরে তীর্থ ভ্রমণ কালেই পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী কৃষ্ণদাসের দ্বারা পালিত ও দীক্ষিত। কৃষ্ণদাসের লোকান্তরের পরে মালদহ জেলার কানসাটে বাস ও সিদ্ধিলাভ। প্রকাশিত গ্রন্থ : স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা, আসল বড় ভেকাশ্রিত (বৈষ্ণব আচার সম্পর্কিত), লক্ষহীরার কড়চা, প্রেমভক্তির টীকা, স্বরূপ কল্পতরু, রাগময়ী কণা, দেলকেতাব বা দেহতত্ত্ব, মীরা বাঈজীর কড়চা বা শ্রী স্বরূপ গোস্বামীর শিক্ষাতত্ত্ব, সঙ্গীত লহরী, কপিলা-মঙ্গল গ্রন্থ, সপ্তজন্মতত্ত্ব কথা, রামকেলী মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম বা টাকার শতনাম, কর্মফলতত্ত্ব কথা, সাধ্যসাধন সুধামৃত।

হারাধন মুখোপাধ্যায় (১৯৫০—) ছদ্মনাম: উদাসীন। জন্ম: কেশবপুর, হুগলী। সম্পাদক: প্রথম প্রভাত।

হারাধন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: কৃষিদর্পণ।

হারাধন রায় (?—আঃ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) বিখ্যাত যাত্রা নাটক রচয়িতা। পালাগুলি প্রসন্ন অধিকারীর যাত্রাদলে অভিনীত। ধর্মের জয় পালা ১৩২০ সালে গণেশ অপেরায় অভিনীত। পালাগুলিতে সমকালীন গীতাভিনয় অপেক্ষা নাট্যগুণ বেশী। প্রকাশিত যাত্রানাটক: নলদময়ন্তী (১৩১২), সুরথ উদ্ধার (২য় সং ১৩১৪), পার্থ পরীক্ষা (১৩১৪), মীরা উদ্ধার (১৩১৫), যোগমায়া (১৩১৯), ধর্মের জয় (রচনা ১৩২০, প্রকাশ ১৩৩০), রামাবতার (১৩২০), তাম্রধ্বজ (১৩২৭), মহাশ্বেতা বা কাদম্বরী (২য় সং ১৩৩৭), লক্ষ্মণ বর্জন, শুক্রাচার্য বা দেবযানী, পরাশর, শাল্ববধ প্রভৃতি।

হারাধন শর্মা। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিকিৎসা দর্পণ (পরিশিষ্ট)।

হারানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮২৭—১৯১২) জন্ম ও মৃত্যু: মজিলপুর, ২৪ পরগণা। পিতা: রাজকুমার ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। জজ্ পণ্ডিত। অনূদিত গ্রন্থ: নলোপাখ্যান, রামায়ণ।

হারীত কৃষ্ণ; দেব (×।৩।১৮৯৪—২।৭। ১৯৬৬)। ছদ্মনাম: ভবতারণ সরকার। জন্ম: কলিকাতার শোভাবাজারে রাজপরিবারে। পিতা: অসীমকৃষ্ণ দেব, পিতামহ: হরিদাসের গুপ্তকথার লেখক উপেন্দ্র কৃষ্ণ দেব। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজীতে এম.এ. (১৯১৫)। ল' কলেজে আইন পড়ার সময়ে সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ছাত্র। প্রমথ চৌধুরীর বাড়ীতে সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্র নাথ বসুর সঙ্গে পরিচিত। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রে' লেখার সূত্রপাত। ছদ্মনামে প্রকাশিত হাসির গল্প 'টি পার্টি' উল্লেখযোগ্য। টপ্পা, ঠুংরি, ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে দক্ষ। ইতিহাসে অনুরাগী। ভাণ্ডারকর, প্রবোধ বাগচী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণায় ব্রতী। সংস্কৃত, পালি, ভাষা তত্ত্ব, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী। অশোক সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত। গবেষণামূলক ইংরাজী প্রবন্ধ ইংলণ্ডে, জার্মানীতে ও এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত। আকাশবাণী কলকাতার নাট্য সমালোচক (১৯৪২—)। শেষ পর্বের রস রচনা: যমসভায় একদিন। প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ: খৃষ্ট—কৃষ্ণ—কিষণ, মহাসেন হুবিষ্ক, সবুজ পাতার ডাক (দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

হারুণ রশিদ। নিবাস: বরিশাল, বাংলাদেশ। কবি ও অনুবাদক। প্রকাশক ও সম্পাদক: উপকণ্ঠ (কবিতা পত্রিকা), নতুন কবিতা (ঐ)। প্রকাশিত কাব্য: ডানকানাদের জীবন যাপন (জুন ১৯৮১), আমার প্রেমিকা, আমার স্বদেশ (১৯৮৪)। অনূদিত গল্প গ্রন্থ: অন্যদেশের গল্প (১৯৮২)।

হাশিরাশি দেবী (মুখোপাধ্যায়) (১৯১১—) রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত নাম: চিত্রলেখা। জন্ম: খাঁটুরা, ২৪ পরগণা। নিবাস: গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন রোড, ২৪ পরগণা। পিতা: দিনাজপুরের আইনব্যাবসায়ী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: সুশীলাবালা দেবী, স্বামী: খাঁটুরাগ্রামবাসী সুশীল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অগ্রজা:

সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। মুর্শিদাবাদ জেলার হরিদাসমাটি গ্রামে বাল্যকাল অতিবাহিত। ৮।৯ বৎসর বয়সে বিবাহিতা। বাল্যকাল থেকে চিত্রশিল্পে নিপুণা। অগ্রজা প্রভাবতীর সঙ্গে ঠাকুর বাড়ীতে যাতায়াতের ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরে স্বগৃহে শিক্ষা-প্রাপ্তা। চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের উদ্যোগে চিত্রপ্রদর্শনীতে ১ম পুরস্কার স্বর্ণপদক প্রাপ্তা। মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়রে কালিদাস জয়ন্তী উৎসবে 'বিরহিণী যক্ষিণী' চিত্রের জন্য পুরস্কৃতা (১৯৪৮)। সরকারী চারু ও কারু শিল্প শিক্ষালয়ে বাটিক ও লেদার বিভাগে, পরে মডেলিং ও স্কালপ্‌চারিং বিভাগে শিক্ষণ-প্রাপ্তা। হিন্দী পরিচয় ও প্রবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। কুটিরশিল্প ও রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষিকা। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে দারিদ্রদের সেবায় নিযুক্তা। বিখ্যাত মহিলা কথা-সাহিত্যিক। ভারতবর্ষ, বসুমতী, বিচিত্রা, গল্পভারতী, বীণা, জয়শ্রী, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত। ভারতীয় শিল্পী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্বর্ধিতা ও পুরস্কৃতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও মহিলা সাহিত্য সংস্থা প্রদত্ত অর্চনা স্মৃতি স্বর্ণপদকে পুরস্কৃতা। সম্পাদিত পত্রিকা: অভিযান, মেয়েদের কাগজ। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: নিষ্প্রদীপা, মানুষের ঘর, বন্দী বিধাতা, ভোরের ভৈরবী, দায়ী (প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সহ)। রহস্য উপন্যাস: লাগ ভেল্‌কী লাগ, রাজকুমার জাগো, রক্তলীলার রত্নরাজি। শিশুসাহিত্য: বক্ বাবাজী ও কাকড়ামাসী। কাব্য: বর্ণালী (১৩৭১), স্বনির্বাচিত কবিতা (১৯৭৭), তোমার ধরায় প্রাতে হোক কবিতা (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ১ম কাব্যগ্রন্থ-১৩৪৫)। জীবনী: আচার্য অভেদানন্দ। ইতিহাস: কুশদহের ইতিহাস (১৯৬৮)।

হাসনাত আবদুল হাই (১৯৩৯—)। জন্ম: কুমিল্লা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থ-নীতিতে এম্. এ.। বাংলাদেশ একাডেমি অফ্ রয়্যাল্ ডেভেলপ্‌মেন্টের পরিচালক। কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প: একা এবং একসঙ্গে (১৯৭৭), যখন বসন্ত (১৯৭৮)। উপন্যাস: সুপ্রভাত ভালবাসা। নাটক: তিনটি নাটক (১৯৭৮)।

হাসমত। সঙ্গীত রচয়িতা। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থে ৪র্থ খণ্ডে একটি গান উদ্ধৃত হয়েছে।

হাসান আজিজুল হক (২।১।১৯৩৯—) জন্ম: যবগ্রাম, বর্ধমান। পৈতৃক নিবাস: মঙ্গলকোট, বর্ধমান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে এম্. এ. (১৯৬০)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। বাংলা-দেশের খ্যাতিমান গল্পলেখক। ছোট গল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বনির্বাচিত গল্প (কলিকাতা), সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য (১৯৬৪), আত্মজা ও একটি করবী গাছ (১৯৬৭), জীবন ঘসে আগুন (১৯৭৩), নামহীন গোত্রহীন (১৩৮২), পাতালে হাসপাতালে, লাল ঘোড়া আমি (শিশুদের—১৯৮৪)।

হাসান জান (১৯২৭—১।৪।১৯৭৪) বি. এ, ডি. বি. ই। জন্ম: কলিকাতা। বাংলাদেশবাসী। স্কুলশিক্ষক—পরে ঢাকায় বাংলা একাডেমির পত্রিকা শাখার অফিসার।

প্রকাশিত গ্রন্থ : শিশুসাহিত্য : নরম গরম (১৯৭২), লাল নীল ছড়া (১৯৭৪)।

হাসান হাফিজ (১৫।১০।১৯৫৫—)। জন্ম : সোনার গাঁ, ঢাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৭৭), গণসংযোগ ও সাংবাদিকতায় এম্. এ. (১৯৮১)। সাংবাদিক,—দৈনিক বাংলার ষ্টাফ্ রিপোর্টার। কবি। জিয়াস্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮১)। প্রকাশিত কাব্য : এখন যৌবন যায় (১৯৮২)।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৪।৬।১৯৩২—১।৪।১৯৮৩)। জন্ম : জামালপুর, মৈমনসিংহ। মৃত্যু : মস্কো সেণ্ট্রাল ক্লিনিক হাসপাতালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক,—মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস কাউন্সিলর,—মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসপ্রকল্পের পরিচালক। কবি ও প্রাবন্ধিক। বাংলাদেশ লেখক সঙ্ঘ পুরস্কার (১৯৬৭), কবিতায় আদমজী পুরস্কার (১৯৬৭), কবিতায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭১), সুফী মোতাহার হোসেন স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭৬), অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১) ও সওগাত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২) প্রাপ্ত। প্রকাশিত কাব্য : বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩), আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), যখন উদ্যত সঙ্গীন (১৯৭২), বজ্রে চেরা আঁধার আমার (১৯৭৬), শোকার্ত তরবারি (১৯৮২), আমার ভেতরের বাঘ (১৯৮৩), ভবিতব্যের বাণিজ্যতরী (১৯৮৩)। প্রবন্ধ : আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫)। মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০), সাহিত্যপ্রসঙ্গ (১৯৭৩), আলোকিত গহ্বর (১৯৭৭)। ভ্রমণকাহিনী : সীমান্ত শিবিরে (১৯১৭)। উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধ : দক্ষিণের জানালা (১৯৭৪)। পত্র-সাহিত্য : প্রতিবিম্ব (১৯৭৬)। গল্প : আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০)।

হাসিম মহম্মদ। নিবাস : শ্রীমাই, পটিয়া থানা, চট্টগ্রাম। পুত্র কবি আলি মিঞা। মুসলমান বৈষ্ণব কবি। 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে দুটি গান উদ্ধৃত হয়েছে। ভারতবর্ষ পত্রিকায় অনেকগুলি গান প্রকাশিত।

হিতলাল মিশ্র (১৯ শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : রামগীতা (অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গানুবাদ—১৮৬০)।

হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭—১৯০৮)। জন্ম : কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। পিতা : হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশিত কাব্য : হিতগ্রন্থাবলী (১৩১৮)।

হিমানীশ গোস্বামী (১৯২৬—)। নিবাস : ৬/২, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা—৫০। হাসির গল্প লেখক। প্রথম গল্প ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় (১৯৫৯)। অপর প্রকাশিত গ্রন্থ : লণ্ডনের হালচাল, বিলিতি বিচিত্রা প্রভৃতি।

হিমালয়নির্ঝর সিংহ (১৪।১১।১৯৩৯—)। জন্ম : মেদিনীপুর শহর। বর্তমান ঠিকানা : পি-৭, দেশবন্ধু নগর নর্থ রোড, বাগুইআটি, কলিকাতা-৫৯। পিতা : কবি-ভূষণ হরেন্দ্রনাথ সিংহ, মাতা : অলকারাণী। যুগান্তর পত্রিকার কর্মী (১৯৫৫—)। ভারতবর্ষ, শনিবারের চিঠি, দেশ, অমৃত, শুকতারা, নব কল্লোল, কিশোর ভারতী, শতদল, কলরব, মৌচাক, যুগান্তর, আসরবাণী, আনন্দবাজার, শিশুমেলা, পত্রাণু, হিমাদ্রি, রূপসা, নতুন খবর, আজ, কালিয়া, ছন্দিতা, বসুমতী, লোক-সেবক, সত্যযুগ, সোনার কাঠি, সবুজের অভিযান প্রভৃতি পত্রিকার লেখক।

কিশোর সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৫২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: রকম রকম গল্প শোনো, অমিলে মিল (কবিতা), নক্ষত্রের গান (উপন্যাস), পাতা বাহার (গল্প সঞ্চয়ন), মালঞ্চ (কবিতা), নির্ঝরিণী (কবিতা), এক মন এক বৃক্ষ (উপন্যাস), মনে রেখো। সম্পাদিত পত্রিকা: সবুজের অভিযান (১।৫।১৯০০—)।

হিমাংশু জানা (৮।৩।১৯৪৫—)। জন্ম: ২৪ পরগণা, নিবাস: আবাদা ষ্টেশন পল্লী, সাঁকরাইল, হাওড়া। প্রকাশিত কাব্য: তোমার বাঙলা আমার বাঙলা, প্রতিশ্রুতি নাই (১৯৭৮), জলের দু পারে ঝরে কথা (১৯৮১)।

(ডঃ) হিমাংশুনারায়ণ চক্রবর্তী (২০।৮ ১৯৩৮—)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে এম. এ. ও পি. এইচ্. ডি.। পিতা: হীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, মাতা: সুষমা। গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ও পরে বিভাগীয় প্রধান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের আংশিক অধ্যাপক (১৯৬৬—), পরে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক (১৯৭৪—), প্রকাশিত গ্রন্থ: অলকানন্দ, ভামতী ও বিবরণ প্রদানের যোগসূত্র (১৯৭১)। সম্পাদিত গ্রন্থ: কেনোপনিষৎ (ডঃ সীতানাথ গোস্বামী সহ), ঋক্ সংহিতা (ঐ)।

হিমাংশুপ্রকাশ রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ছেলেদের কাদম্বরী।

হিমাংশু রায়চৌধুরী (২০।৩।১৯৫৭—) নিবাস: বাল্য গোবিন্দপুর, মেদিনীপুর। সম্পাদক: পাক্ষিক উৎসাহ (১৯৭৭—)।

হিরণকুমার রায়চৌধুরী (?—১৯২৭-২৮) কলিকাতা আশুতোষ কলেজের পালি সাহিত্যের অধ্যাপক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক। বৌদ্ধ সাহিত্য সম্পর্কে ভারতবর্ষ পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত।

হিরণকুমার সান্যাল (২৩।৯।১৮৯৯—৯।১ ১৯৭৮)। জন্ম: হিজলহাট, কুষ্টিয়া, নদীয়া (বর্তমানে বাংলাদেশ), মৃত্যু: কলিকাতায় শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতালে। হাবুলদা নামে পরিচিত। পিতামহ: আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম ভারতীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ রামব্রহ্ম সান্যাল। পত্নী: শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রী মীরা দেবী। ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে এম্. এ.। কিছুকাল বিশ্বভারতীয় অধ্যাপক। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সেক্রেটারি। রবীন্দ্র ভারতীয় সদস্য। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সক্রিয় সদস্য ও সহ-সভাপতি। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, ডঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতির সঙ্গে মনডে ক্লাবের সদস্য। পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লেখক। সম্পাদক: সাহিত্য, পরিচয় (জন্ম থেকে ৭ বৎসর), সংবদধ্বং (ইণ্ডিয়ান সোসাইটির মুখপত্র), শান্তিনিকেতন (১৯০১-৫১ স্মারক গ্রন্থ)।

হিরন্ময় ঘোষাল। প্রকাশিত গ্রন্থ: দিবানিদ্রা, শাকান্ন, হাতের কাজ।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (৫।৯।১৯০৫/২০ ৫।১৩১২—১৫।৭।১৯৮৫)। জন্ম: পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা। নিবাস: ১, বালিগঞ্জ টেরাস, কলিকাতা-২৯। পিতা: সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা: রাসবালা। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে ১ম শ্রেণীতে অনার্স সহ বি. এ. (১৯২৬), সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৭)। লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল ষ্টাডিজ-এ শিক্ষানবীশীর

(১৯২৭-২৯) পরে সিভিলিয়ান নিযুক্ত এবং অবিভক্ত বঙ্গদেশে পরে পশ্চিমবঙ্গে জেলা জজ—জেলা শাসক, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মহাধ্যক্ষ, উন্নয়ন মহাধ্যক্ষ (১৯২৯-৬২)। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য (১৯৬২-৬৮), ভগ্নস্বাস্থ্যহেতু পদত্যাগ (১৯৬৯)। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, উপাসনা, বঙ্গশ্রী, বসুধারা, উদ্বোধন, হিমাদ্রি, জয়শ্রী, সংহতি, প্রণব, সমাজশিক্ষা, দক্ষ নাবিক, বিশ্বভারতী পত্রিকা, রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও স্মৃতিকথা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ব্যথা ও বেদনা (১৯৩০), সন্ধ্যারাগ (১৯৬৯)। প্রবন্ধ: রবীন্দ্র দর্শন (১৯৫০), আমরা ফসল ফলাই (কৃষি বিষয়ক, ১৯৫৮), বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী (১৯৬২), উপনিষদের দর্শন (১৯৬৩), সাধনা ও সংস্কৃতি (১৯৬৫), দুই মনীষী (রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ ১৯৬৬), ঠাকুর বাড়ীর কথা (১৯৬৬), রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব (১৯৭০), উদ্বাস্তু (অভিজ্ঞতা, ১৯৭০), ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ (১৯৭২), উপনিষদের বাণী (১৯৭৪), বিশ্বজিজ্ঞাসা (দর্শন—১৯৭৫), শান্তিনিকেতন ভাষণ-মালা (১৯৭৬), উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৮০), ভারতীয় দর্শন (১৯৮০), নানা প্রসঙ্গে (১৯৮১)। উপন্যাস: হার মানলে গো (১৯৬২)। গল্প: প্রেমের অপর নাম মহত্ত্ব (১৯৬৫)। অনুবাদ: মেঘদূত (পদ্যানুবাদ—১৯৬৪), শ্লোকশতক (সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদ—১৯৭২)। স্মৃতিকথা: দীপশিখা (প্রবাস কাহিনী ১৯৩৫), গ্রামসেবার স্মৃতিকথা (১৯৭৮), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে (১৯৭২)। ইংরাজী: The Community Development Project (১৯৬০), How then Singest my Master (রবীন্দ্রনাথের কবিতা—১৯৬১), Experiments in Rural Reconstructions (১৯৬৬), Lectures on Rabindranath Tagore (১৯৬৭), Iswar Chandra Vidyasagar (১৯৬৮), The Humanism of Tagore (১৯৬৮), Rabindra Nath Tagore (জীবনী—১৯৭২)।

হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক মিত্রোদয় (পটলডাঙ্গা—১২৮৩)। প্রকাশিত গ্রন্থ: চিতোর যুদ্ধ (ঐতিহাসিক কাব্য)।

হিরণ্ময় মুন্সী (১৯০২—) ছদ্মনাম: উগ্রশ্রবা। নিবাস: মুর্শিদাবাদ জেলায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: ইসলাম দীপ্তি (উপন্যাস)।

হিরণ্ময় সেন। প্রকাশিত গ্রন্থ: জলছবি।

হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০—১৩।৭।১৯২৫)। জন্ম: কলিকাতায়। পিতা: জানকীনাথ ঘোষাল, মাতা: রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী, মাতামহ: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২ বৎসর বয়স থেকে ছোটদের জন্য কবিতা রচনায় অভ্যস্তা। ভারতী এবং ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'সখা'তে নিয়মিত কবিতা লেখিকা। মাতার প্রতিষ্ঠিত 'সখী সমিতি'র কর্ত্রী। সমাজ সেবিকা। সম্পাদিকা: মাসিক ভারতী (১৩০২-০৪)।

হীরক রায়। ছদ্মনাম: অমিতাভ রায়। নিবাস: ১০/৩, আন্দুল ১ম বাই লেন, হাওড়া-৩। প্রকাশিত গ্রন্থ: কম্বোডিয়া (রাজনৈতিক উপন্যাস), আশা নিরাশার দিনগুলি।

হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক: মাসিক নবপত্রিকা (নভেম্বর ১৮৬৭)।

হীরালাল ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য : কাব্যকানন (১৮৭৪)।

(ডঃ) হিতেশরঞ্জন সান্যাল (১৯৪০—২৩।১১।১৯৮৮/৭।৮।১৩৯৫)। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। জন্ম : পাবনায়, মৃত্যু : কলিকাতায়। কলিকাতায় পড়াশুনা। মন্দির স্থাপত্য নিয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত। বর্ধমানের কলা নবগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব উপদেষ্টা কমিটির সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ গেজেটিয়ার ও বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলী গেজেটিয়ারের পরিবর্ধিত সংস্করণে অবদান স্মরণীয়। বাঙ্গালার আর্যসমাজনীতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লেখক। বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা সংস্কৃতি ও কীর্তন বিষয়ে গবেষক। প্রকাশিত গ্রন্থ : Social Mobility in Bengal, বাঙালীর কীর্তনের ইতিহাস (প্রকাশিতব্য)।

হীরালাল ঘোষ। প্রকাশিত গ্রন্থ : ঘড়ি মেরামতি শিক্ষা।

হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত কাব্য : চোখের জল (১৩২১)।

হীরালাল দত্ত। প্রকাশিত উপন্যাস : স্বামিগৃহ, ঘরকন্না, বঙ্গবধূ, রত্নোদ্ধার।

হীরালাল দাশগুপ্ত (১৮৯০—৩০।১০।১৯৭১)। জন্ম : মাহিলাড়া, বরিশাল। পিতা : মধুসূদন দাশগুপ্ত। প্রখ্যাত বিপ্লবী ও সুলেখক। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে (১৯০৫) স্বদেশ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ। বিলাতি বস্ত্র বর্জনের জন্য পিকেটিং পরিচালক। উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জে দুর্ভিক্ষে সেবাকর্মে নিযুক্ত। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রাক্কালে বরিশালে অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলে ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রভাবে বিপ্লবী দলে যুক্ত,—মাহিলাড়া গ্রামে বিপ্লবী দলের সংগঠক। কলিকাতায় ওয়াই. এম্. সি. এর হোষ্টেলে রিভলবার অপহরণের অভিযোগে কারারুদ্ধ, মুক্তিপ্রাপ্ত (১৯১৮)। শিকারে দক্ষ। সম্পাদক : মাসিক সুহৃদ, মাসিক তরুণ, সাপ্তাহিক বরিশাল। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাঘের জঙ্গল (শিকার), মায়ামৃগ (ঐ), জননায়ক অশ্বিনীকুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল।

হীরলাল দাস ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। কবি। প্রকাশিত কাব্য : কাব্য কানন (১৮৭৪)।

হীরালাল ভট্টাচার্য। জন্ম : মল্লিকপুর, যশোর। প্রকাশিত গ্রন্থ : যশোহর খুলনার ইতিহাস।

হীরালাল মিত্র (১৯শ শতাব্দী)। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক : আলালের ঘরের দুলাল (প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থের কাহিনীর নাট্যরূপ ১৮৮৭)।

হীরালাল রাহা (১৯শ শতাব্দী) প্রকাশিত কাব্য : শূরসম্ভব (১৮৭৬)।

(ডঃ) হীরেন চট্টোপাধ্যায় (২০।৬।১৩৫০ বঙ্গাব্দ—) জন্ম : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। বর্তমান নিবাস : ১৮৭, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, তালপুকুর, ২৪ পরগণা—৭৪৩১৮৭। পিতা : দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মাতা : প্রভাবতী। ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৬১), বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪র্থ স্থান অধিকার করে বঙ্গসাহিত্যে এম. এ. (১৯৬৬), ও পি. এইচ. ডি (১৯৭৮)। হুগলী মহসীন কলেজ, ত্রিপুরায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ, চন্দন নগর কলেজ ও দুর্গাপুর কলেজের অধ্যাপক। বহু পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত

গ্রন্থ : উপন্যাস : ক্রন্দসী (১৩৬৮), গোয়েন্দার নাম ম্যাক (রহস্য ১৩৮৩), অদৃশ্য আততায়ী (রহস্য-১৩৮৯)। রস রচনা : খেলার নাম বুদ্ধি (১৯৭৫)। অনুবাদ : এড্‌গার অ্যালান পো-র গল্প (১৩৯০)। নাটক : যষ্ঠিমধু (১৩৮৯), খাট্টা বুড়োর মিষ্টি আম (১৩৯০)। সমালোচনা-প্রবন্ধ : বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি (১৯৮২), বাংলা উপন্যাসের বাস্তবতা : জগদীশ গুপ্ত (১৯৮৩), বাংলা ভাষাতত্ত্ব (১৯৬৯), ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস (১৯৮২), শাক্ত পদাবলীর রূপরেখা (১৩৮৮), সাহিত্য বীক্ষণ (১৩৯০)। সম্পাদিত গ্রন্থ : বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী, গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিল্বমঙ্গল, দাদাঠাকুর রচনা সমগ্র, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ, সঞ্চিতা কাব্য সংকলন (যুগ্মভাবে) সম্পাদিত পত্রিকা : মাসিক গোয়েন্দা (১৯৬৩-৬৫), বৈতালিক (১৯৭২), চলচ্চিত্র সমাচার (১৯৮০)।

হীরেন চৌধুরী (? — ১৯৬৭) ছদ্মনাম : চিত্তির মিত্তির, হী. চৌ.। যষ্টিমধু ও অন্যান্য পত্রিকায় রসরচনা ও সমালোচনা লেখক। সম্পাদক : বিচিত্রা, অনন্যা।

হীরেন বসু (২৬।৯।১৯০৩—) এম. ডি. (হোমিও), বিদ্যাভূষণ-সাহিত্যরত্ন। ছদ্মনাম : পঞ্চবর্ষী। নিবাস : আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। পিতা : বিনোদ বিহারী, মাতা : নগেন্দ্রবালা। গীতিকার, সুরকার, গায়ক, চিত্রাভিনেতা, চিত্র পরিচালক ও সঙ্গীত পরিচালক। প্রবাসী, মানসী ও মর্মবাণী, যমুনা, অর্চনা, বিচিত্রা, কল্লোল, রূপমঞ্চ, নব কল্লোল, অমৃত, প্রসাদ প্রভৃতি পত্রিকায় নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, গীত, গল্প, রম্য রচনা, উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশিত। দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীতে ছোটদের রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : আলপনা (১ বৎসর)। প্রকাশিত গ্রন্থ : অমরগীতি (উপন্যাস), জাতিস্মরের শিল্পলোক (আত্ম-কাহিনী), সুরের ডালি (গান), ধূপধুনা (কাব্য), বনে জঙ্গলে (ভ্রমণ কাহিনী), বিষুবরেখার অন্তরালে (জঙ্গল কাহিনী), হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ঘরে ঘরে (চিকিৎসা), জাতিস্মরের পান্থশালা (আত্ম-কাহিনী), কিন্নর কিন্নরী বা জাতিস্মরের চিত্রলোক (ঐ), ভিটের প্রদীপ (বড় গল্প). যেহেতু (উপন্যাস), অরণ্য অঙ্গনে (জঙ্গল কাহিনী), গীতি মঞ্জুষা (১২৫০টি কবিতা ও গানের সংকলন)।

হীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত (৪।৪।১৯৩১—। ছদ্মনাম : শ্রীউৎপল, উৎপলা গুপ্তা, ভস্মলোচন শর্মা, ঘণ্টাকর্ণ লস্কর, হীরা, গোরা চাঁদ গুপ্ত। জন্ম : শিলং, বর্তমানে মেঘালয়, পৈত্রিক নিবাস : শ্রীহট্ট জেলায় ঢুলালী পরগণায় পুরকায়স্থ গ্রামে, স্থায়ী নিবাস : হিমাদ্রি ভবন, লাবান শিলং। চাকুরিসূত্রে বর্তমানে কাছাড়ের শিলচরবাসী। পিতা : হেমেন্দ্রকুমার গুপ্ত, মাতা : সুবিমলকুমারী। শিলং মেইন রোড হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৬), শিলং সেণ্ট্ এনথনি কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৮) ও বি. এ. (১৯৫০)। শিলং জ্ঞানদায়িনী চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত কাব্য ও বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা সংসদ শিলং শাখায় বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আসামে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার (১৯৫২), তৎপরে বি. ডি. ও., মহকুমা পাবলিক অফিসার, মহকুমা পঞ্চায়েৎ অফিসার, মহকুমা পরিষদের সচিব প্রভৃতি পদে কর্মের পরে বর্তমানে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মরত। প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক রিসার্চ ব্যুরোর

সক্রিয় সদস্য এবং স্থানীয় টেগোর সোসাইটির সম্পাদক। গণতান্ত্রিক লেখক সংস্থা আয়োজিত উত্তর পূর্বাঞ্চল ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কারপ্রাপ্ত। হাইলাকান্দি বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সমিতি ও হাইলাকান্দি পৌরসভা কর্তৃক সম্বর্ধিত (১৯৮৩)। পথের আবাহন, শুভলিপিকা, মহিলামহল এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের গতি, সোনার কাছাড়, পূর্বায়ণ, অরুণোদয়, সম্ভার, উপহার, যুগশক্তি, জনশক্তি, প্রাকজ্যোতিষ, যুগশঙ্খ, আজাদ, বরাক, প্রান্তীয় সমাচার, সাপ্তাহিক কাছাড়, নবযুগ, দৃষ্টিপাত প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : বিহুযান, উৎসব স্মরণিকা, কবি প্রণাম, রবীন্দ্র স্মরণিকা, গান্ধী স্মরণিকা প্রভৃতি। প্রকাশিত গ্রন্থ : নার্সারী রাইম্স্ ও অন্যান্য ছড়া (ছড়ার বই ১৯৮১), গোরাচাঁদের চাট্নী (রম্যরচনা—১৯৮২)।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯।১।১৮৬৮—১৬।৯। ১৯৪২)। জন্ম : কলিকাতার চোরবাগানে বিখ্যাত দত্তবংশে। মৃত্যু : কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। পিতা : দ্বারিকানাথ দত্ত। মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউসন থেকে এনট্রান্স (১৮৮৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্. এ. ও তিনটি বিষয়ে অনার্স সহ প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৮৮), ২টি স্বর্ণ পদক সহ ইংরাজী সাহিত্যে ১ম স্থান অধিকার করে এম্.এ. (১৮৮৯), পি. আর্. এস্ (১৮৯৩), বি. এল্. (১৮৯৩), এটর্নিশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৯৪)। হাই-কোর্টের এটর্নি (এপ্রিল—১৮৯৪)। এ্যানি বেসান্তের সংস্পর্শে এসে (১৮৯৪) ১৯২০ সাল পর্যন্ত বাঙ্গালার সকল আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন। রাজনীতিতে মডারেটপন্থী। ১৮৯৪ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত কংগ্রেসের সকল সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীঅরবিন্দের মামলার সঙ্গে (১৮০৮) ও আলম হত্যা মামলার সঙ্গে সংযুক্ত। হোমরুল আন্দোলনে (১৯১৫) এ্যানি বেসান্তের প্রধান সহকারী ও শিষ্য। মদনমোহন মালব্যের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা গঠন করে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ। বৃটিশ শোষণ বন্ধ করার জন্য স্বদেশী শিল্প প্রসারে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, ন্যাশন্যাল ব্যাংক ও হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক (১৩০৪-০৫), সহ-সভাপতি (১৩২৯-৩৫), সভাপতি (১৩৪৫-৪৬), কোষাধ্যক্ষ (১৩০৬-১০, ১৩১৪-২২), জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক পরে সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতির (Theosophical Society) সম্পাদক ও পরে সহ-সভাপতি, আন্তর্জাতিক তত্ত্ববিদ্যা সমিতির সহ-সভাপতি। কাশী থেকে বেদান্তরত্ন উপাধি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে রামপ্রাণ স্বর্ণপদক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত জগত্তারিণী স্বর্ণপদকের (১৯৪০) দ্বারা সম্মানিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেক্‌চারার (১৯৪০)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বহু পত্রিকায় দর্শন সম্বন্ধীয় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : গীতায় ঈশ্বরবাদ (১৩১২), উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব (১৩১৮), জগৎগুরুর আবির্ভাব (১৩২৩), বেদান্ত পরিচয় (১৩৩১) কর্মবাদ ও জন্মান্তর (১৩৩২), আবির্ভাবতত্ত্ব (১৩৩৫), বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা (১৩৪৩), যাজ্ঞবল্কের অদ্বৈতবাদ (১৩৪৩), রাসলীলা (১৩৪৫), প্রেমধর্ম (১৩৪৫), সাংখ্য পরিচয় (১৩৪৬), উপনিষদে জড় ও জীবতত্ত্ব (১৩৫৯)

মেঘদূত কাব্যের পদ্যানুবাদ (১৩৪৫), শিক্ষা না সেবা (জে কৃষ্ণমূর্তির 'At the feet of the Masters' এর অনুবাদ—১৯১২), নবীনচন্দ্র সেনের রঙ্গমতীর নাট্যরূপ (১৩৩৬), Philosophy of Gods (১৯০৬), Theosophical Gleaning (১৯৩৮), Indian Culture (কমলা লেকচার-১৯৪১), নারীর নির্বাচন অধিকার, মহাদেব, অবতার তত্ব, জরা ও জীবতত্ব। সম্পাদিত পত্রিকা : পন্থা, ব্রহ্মবিদ্যা।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (২৪।৮।১৯০৩/৭।৫।১৩১০ —) ছদ্মনাম : ইন্দ্রজিৎ। জন্ম : বাবুরহাট, জেলা : কুমিল্লা (অধুনা বাংলাদেশ)। পৈতৃক ও বর্তমান নিবাস : শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতা : শিক্ষাবিদ্ সারদাচরণ দত্ত, মাতা : মুক্তকেশী। গ্রামের বিদ্যালয়, কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ.। জামসেদপুরে টাটার স্কুলের শিক্ষক, পরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ (কয়েক বৎসর)। ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাদণ্ডিত। বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, আনন্দবাজার, অমৃত, শিলাদিত্য, মহানগর, অমৃতবাজার, ষ্টেট্সম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত (১৯৭৭)। সম্পাদক : বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : বন্ধনহীন গ্রন্থি (১৯৩৫), বধূ অমিতা (১৯৩৮), প্রাণবন্যা (১৯৪৬)। রম্য রচনা : ইন্দ্রজিতের খাতা (১৯৪৯), মানসসুন্দরী, ইন্দ্রজিতের আসর। প্রবন্ধ : রবীন্দ্র সম্ভব কাব্য, সমাজ সাহিত্য (প্রবন্ধ সংকলন) অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ (১৯৩২)। অনুবাদ : তিন বন্ধু (এরিখ মারিয়া রেমার্ক—১৯৪৮), লেডি চ্যাটার্লির প্রেম (ডি. এইচ. লরেন্স —১৯৪৫), ব্যাঙের বেওন (আরিস্তোফানেসের Frogs)।

হীরেন্দ্রনাথ পাল। জন্ম: বেলঘড়িয়া, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভক্তাঞ্জলি (সঙ্গীত)।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : অমর প্রেম। সম্পাদিত গ্রন্থ : হংসদূত, ঋতুসংহার।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৩।১১।১৯০৭ —)। জন্ম : কলিকাতায়। নিবাস : ১৪, ইণ্ডিয়ান্ মিরর স্ট্রীট্, কলিকাতা-১৩। পিতা: আইনজীবী শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আই. এ. থেকে এম্. এ. পর্যন্ত ১ম স্থানাধিকারী। ইতিহাসের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ.। অক্সফোর্ড থেকে ডি. লিট্. ও ব্যারিষ্টারি পাশ। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক,—রিপন কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি (১৮৩৮-৩৯)। নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনের সভাপতি (১৯৪০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য। লেখক, বক্তা ও সাংবাদিক। ক্যালকাটা উইকলি নোটস্-এর সম্পাদক। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় গ্রন্থ প্রণেতা। তারাশঙ্করের মন্বন্তর উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদক। যুগ্ম সম্পাদক: আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতা (আবু সৈয়দ আইয়ুবের সহযোগে)। প্রকাশিত গ্রন্থ : Under Marx's Banner (১৯৪৪), India's Struggle for freedom (১৯৪৬), Rabindra Nath Tagore—Himself

a True Poem (১৯৮৬), Gandhi : A Study (১৯৬০), Bow of Burning Gold—A Study of Subhas Chandra Bose (১৯৭৭), Gentleman Colossus Jawarlal, Vivekananda, Epoch's End (তারাশঙ্করের অনুবাদ—১৯৪৫), Boat of Padma (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ—১৯৪৮)। তরী হতে তীর (২য় সং, ১৯৮৬)। ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ (১৯৪৩), ভারতে জাতীয় আন্দোলন (১৯৪৩), চক্ষুসা কাণঃ (১৯৫৬)।

হীরেন্দ্রনাথ রায়ঃ জন্মঃ বল্লভপুর, মেদিনীপুর। প্রধান শিক্ষক। সম্পাদকঃ পাক্ষিক মেদিনীপুর (১।১।১৮৭৭,—৬ মাস পরে মেদিনী নামে প্রকাশিত), নবপ্রভা (১৯০১)।

(ডঃ) হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (২২। ২।১৯০৬/১৪।১১।১৩১১— ১৫।৮।১৯৮১/৩০।৪। ১৩৮৮)। ছদ্মনামঃ দধীচি, দ্বৈপায়ন, অনুরাধা দেবী। জন্মঃ মুর্শিদাবাদের ঝাড়গ্রামে মাতুলালয়ে, নিবাস ও মৃত্যুঃ ৪, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৬। পৈত্রিক নিবাসঃ মহীসার (জাহাঙ্গীরাবাদ) মহকুমা কান্দি, মুর্শিদাবাদ। পিতাঃ শান্তি-নিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কোষাধ্যক্ষ হরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মাতাঃ হেমবরণী, পত্নীঃ সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বীণা। শান্তিনিকেতনে বাল্যশিক্ষার পরে কান্দি রাজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯২২), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আই. এ. (১৯২৪) ও বি. এ. (১৯২৬), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. (১৯৪৯)। বঙ্গীয় সারস্বত মহা-মণ্ডল থেকে কাব্যবিনোদ উপাধিপ্রাপ্ত (১৩৩৪)। এ্যাষ্ট্রোলজিক্যাল সোসাইটির সদস্য (১৩৩৬), Indian College of Astronomyর (ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা-পীঠ) সম্পাদক। শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণির টীকা ও ভাষ্য রচনা করে কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট্. উপাধি-প্রাপ্ত। ভারত সরকারের আয়কর বিভাগের কর্মী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শান্তি-নিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ, প্রতিশ্রুতি পরিষদ, রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগার, অলকেন্দু বোধ নিকেতন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, দেশ, যুগান্তর, চিরন্তনী, শুভশ্রী (বহরমপুর), নিরীক্ষা (ঐ), কথা সাহিত্য, বঙ্গশ্রী, সৈনিক, দুন্দুভি, সাগ্নিক (হুগলী), উদয়ন, বসুমতী, শনিবারের চিঠি, মৌচাক, শিশুসাথী, তরুণের স্বপ্ন প্রভৃতি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থঃ উপন্যাসঃ অস্তাচল (১৯২৯,—পরিমার্জিত সংস্করণের নাম গোধূলি লগ্ন), মুমূর্ষু পৃথিবী (ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত—১৩৪৫), মহাজাতি (১৩৬০), কুশ পুত্তলিকা (১৯৬১), লীলাভূমি (১৯৬৩)। নাটকঃ পলাশী (১৯৪৭—ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত), দাঁড়কাকের মিছিল (১৯৫৫,—শারদীয় যুগান্তরে প্রকাশিত), অঙ্গনা (গীতিনাট্য)। কাব্যঃ সরযূ (১৯৭৭), মানস পদ্ম (১৯৭৭)। ছোটগল্পঃ মণিকুণ্ডল (১৯৩৫), মাটির পরশ (১৯৩৭), শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প সম্ভার। অনুবাদঃ মহানদের পাঁচালী (Mark Twain এর life on Mississippi-এর অনুবাদ ১৯৬৬), ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু ও মস্কো বিচার (The Dath of Maxim Gorkey and Moscow Trial-এর অনুবাদ, নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় সহ—১৯৪৫), উজ্জ্বল নীলমণি, হংসদূত, ঋতুসংহার।

হুছন। নামান্তর: মুন্সী হুছন আলী। শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমার জৈন্তাপুরের অন্তর্গত বিড়াখাই গ্রামের অধিবাসী। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ: প্রেম সতী ২য় খণ্ড (১৩৪২ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্ট ইসলামিয়া প্রেসে মুদ্রিত ১৩টি গানের সংকলন)। এই গ্রন্থে কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ আছে।

(ডঃ)হুমায়ুন আজাদ (১।১।১৯৪৭—) জন্ম: রাড়িখাল, বিক্রমপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ। বি. এ. (অনার্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় এম্. এ. (১৯৭৭), স্কট্ল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. (১৯৭৬)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: অলৌকিক ইষ্টিমার (১৯৭২), আলো চিতা বাঘ (১৯৮০)। প্রবন্ধ: মহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৭১)। রবীন্দ্র প্রবন্ধ: সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৭৩), শামসুর রহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা (১৯৮৩), বাঙলাভাষায় শত্রুমিত্র (১৯৮৩), বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪), Pronominolization in Bengali (১৯৮৩)। শিশুসাহিত্য: লাল-নীল দীপাবলি (১৯৭৬)।

(ডঃ) হুমায়ুন আহমেদ (১৩।১১।১৯৪৮—)। জন্ম: কুতুবপুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে এম্. এস. সি (১৯৭৩), পি. এইচ. ডি (১৯৮২), আমেরিকা থেকে পোষ্ট্ ডক্টরেট্ ফেলোশিপ প্রাপ্ত (১৯৮৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক। উপন্যাসে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১) ও লেখক শিবির পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৮২)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: নন্দিত নরকে (১৯৭২), শঙ্খ নীল কারাগার (১৯৭৩), তোমাদের জন্য ভালবাসা (১৩৭৩), অচিনপুর ফেরা (১৯৪৪), শিশু সাহিত্য: নীলহাতি (১৯৭৬)।

হুমায়ুন কবির (১৯৪৫—১৯৭২) এম্. এ.। জন্ম: বরিশাল, বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালাসাহিত্যে এম্. এ.। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত কাব্য। কুসুমিত ইস্পাত (১৯৭২)।

হুমায়ুন কবির (২২।২।১৯০৬—১৮।৮।১৯৬৯) জন্ম: ফরিদপুর। নিবাস: ২, ইয়র্ক প্লেস, নিউ দিল্লী। পিতা: খান বাহাদুর কবিরুদ্দিন আমেদ। কলিকাতায় আগমন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ (১৯২২)। আই. এ, অনার্স সহ বি. এ. পাশ। কলিকাতা ও অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম্. এ. পাশ। কৃতী ছাত্র। অক্স্ফোর্ডে 'মডার্ণ গ্রেট্স্' দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতির পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী (১৯৩১)। অক্স্ফোর্ডে অধ্যয়নকালে অক্স্ফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটির সম্পাদক ও জয়েণ্ট সোসাইটির সভাপতি। অক্স্ফোর্ডে বৃটিশ জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির প্রথম ভারতীয় সভ্য। Exter College Foundation Prize প্রাপ্ত। দেশকর্মী শান্তি দাসকে বিবাহ (১৯৩২)। স্বদেশে ফিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক (১৯৩৩—৪৫), পরে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বহু সুবর্ণপদক ও পুরস্কারে সম্মানিত। স্বদেশের ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত। প্যারিস, রোম, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, কলম্বো, লণ্ডন, অক্সফোর্ড, আমেরিকা ও ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দান। প্রথম এশিয়া সাহিত্য সম্মেলন ও প্রথম

এশিয়া ইতিহাস সম্মেলনের সভাপতি। ছাত্র আন্দোলন, ট্রেড্ ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষক প্রজাপার্টি গঠনে ফজলুল হকের সহযোগী। কৃষক পার্টির নেতা হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত। পরে কংগ্রেসে যোগদান। সর্বভারতীয় ষ্টুডেণ্ট্ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি। অল্ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডিস্পিউট্-এ বিচারক মণ্ডলীর সহায়ক (১৯৪৬)। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের প্রথম সহকারী। ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এন্কোয়ারী কমিটির সদস্য (১৯৪৭)। আমেরিকায় ইউনেসকোর ৩য় সাধারণ অধিবেশনে প্রতিনিধিদের সহকারী নেতা (১৯৪৮)। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্ অফ্ কালচারাল রিলেসন্সের সহ-সভাপতি, নিউ-ইয়র্কে এ্যাড্ভান্সমেণ্ট এডুকেশন ফণ্ড-এর পরামর্শদাতা (১৯৪৮)। ভারত সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা (১৯৫২-৫৬), বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান। ক্যানবেরায় বিশ্বে প্রথম দর্শন সম্মেলনে সভাপতি (১৯৫৭)। ভারত সরকারের শিক্ষা, অসামরিক বিমান চলাচল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি বিষয়ক এবং পেট্রোলিয়ম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী। দিল্লীতে অল্ ইণ্ডিয়া রাইটার্স কন্ফারেন্সের সভাপতি (১৯৫৬)। কলিকাতা বন্দর, বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে এবং নিখিল ভারত ডাক ও তার বিভাগের কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি। কংগ্রেস ত্যাগ করে (১৯৬১) লোকসভা নির্বাচনে (১৯৬৭) বাংলা কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে জয়লাভ। কিছুকাল পরে ক্রান্তিদলে যোগদান ও লোকদল গঠন। কবি ও প্রবন্ধকার। ভাণ্ডার পত্রিকায় প্রথম কবিতা 'পায়ের ধূলা' প্রকাশিত (১৯১৯—২০)। কৃষক, নবযুগ, নয়া বাংলা ও Now পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: স্বপ্নসাধ (১৯২৭), সাথী (১৯৩১), অষ্টাদশী (১৯৩৮)। প্রবন্ধ সমালোচনা: ইমানুয়েল কাণ্ট (১৯৩৯), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যালোচনা, মুসলিম রাজনীতি (১৯৪৩), বাংলার কাব্য (১৯৪৪), মার্কস্‌বাদ (১৯৫০)। উপন্যাস: নদী ও নারী, ধারাবাহিক (১৯৪২)। ইংরাজী: Manals and Society (১৯৪১), Man and River (উপন্যাস), Our Heritage, Three Stories of Cabbages and Kings (১৯৪৮), Mahatma and other Poems (১৯৪৪), Science Democracy and Islam (১৯৫৫)। সম্পাদিত পত্রিকা: ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ। সম্পাদিতগ্রন্থ: History and Philosophy, Eastern and Western ২খণ্ড, (Education for Tomorrow)

হুমায়ুন কাদির (৩০।১।১৯৩৫—১৮।৪।১৯৭৭) বি. এ.। জন্ম: ভাঙ্গা কুঠিবাড়ী, ফরিদপুর। বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশন বিভাগের সহকারী সম্পাদক। গল্প ও উপন্যাস লেখক। ছোটগল্পে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত (মরণোত্তর—১৯৮০)। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: নির্জনে মেঘ (১৯৬৫)। গল্প: আদিম অরণ্যে এক রাত্রি (১৯৬৯), একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প (১৯৬৫), শিলার জন্যে সঙ্গ (১৯৮০)।

হুরমত আলী বড় লস্কর। আসাম নিবাসী: প্রকাশিত গ্রন্থ: কাশ্মীর (রাজনীতি বিষয়ক)।

হৃদয়নাথ দাস (১৯শ শতাব্দী) জন্ম: বল্লভপুর, মেদিনীপুর। মেদিনীপুরের হার্ডিঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সম্পাদক: সমাচার

(১।১।১৮৭৭ ; ৬ মাস পরে মেদিনী নামে প্রকাশিত)।

হৃদয়নাথ মিত্র। সম্পাদক : মাসিক পরীক্ষা (১৯২৫)।

হৃদয় রঞ্জন কাব্যতীর্থ (২৪।২।১৩৩১—) ছদ্মনাম : হরপ্পা। জন্ম ও পৈত্রিক নিবাস : মণিগ্রাম, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : পেপোড়া, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ,—৭৪-২২২৬। পিতা : হেমকান্ত প্রামাণিক, মাতা : বিজলীলতা। বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ (১৯৪২)। হুগলীতে নর্মাল স্কুলে অধ্যয়ন (১৯৪৩—৪৫)। বহরমপুরে জ্ঞানদা চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা। কাব্যতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত (১৯৫৫)। প্রাইভেটে আই. এ. (১৩৬২) ও বি. এ. পরীক্ষায় (১৯৬৫) উত্তীর্ণ। জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক (১৯৪৫), জলঙ্গী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক (১৯৫৯—৬২), সাগরদীঘি এস্. এন্. উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (১৯৬২—), আসানসোল বিমলাপীঠ সেবা সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাব সংশ্লিষ্ট। চয়নিকা, পাঠশালা, সোনার কাঠি, শিশুসাথী, কিশোর ভারতী, তেপান্তর, খেয়ালখুশী, মণিমুক্তো, শিশুপ্রিয়, শিশুভবন পত্রিকা, বিশ্ববাণী, উদ্বোধন, প্রণব, উজ্জ্বল ভারত, মন্দির, সংহতি প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়া, গল্প, জীবনী প্রকাশিত। বেলুড় থেকে প্রকাশিত 'অবুঝ মনে সবুজ গান' গ্রন্থের প্রধান গীতিকার। শিক্ষক পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় 'পল্লীগুরুর পূজার্ঘ' নামে প্রথম কবিতা প্রকাশিত (১৩৬০)। সম্পাদিত পত্রিকা : ত্রৈমাসিক দীপঙ্কর (১৩৭৩—৭৭), পাক্ষিক পল্লীহাট (১৩৮৪) : প্রকাশিত গ্রন্থ : মজার ছড়ার দেশে (শিশু—১৯৮৪)।

হৃদয় রঞ্জন খাঁ। কবি। প্রকাশিত কাব্য : বীণা ও বংশী (১৮৯১)।

হৃদয়রাম দাস (১৯শ শতাব্দী)। নামান্তর হেদারাম দাস। জন্ম : গোপীনাথপুর, মেদিনীপুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : আগমন পুরাণ (বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষার মিশ্রণে রচিত)।

হৃদয়রাম সাউ (১৮শ শতাব্দী)। নিবাস বর্ধমান জেলার বনপাশ রেলষ্টেশনের নিকটে ঘুরুল গ্রামে মাতুলালয়ে। বীরভূমের নান্নুরের নিকটবর্তী উচকরণ গ্রাম নিবাসী। জাতিতে শুঁড়ি। পিতা : গোবিন্দ, মাতা : মুকুতা, মাতামহ : কমল। রচনা : ধর্মমঙ্গল কাব্য (২।৬।১১৪৬ বঙ্গাব্দ)। কাব্যে মুকুন্দ রামের প্রভাব আছে।

হৃদয় শঙ্কর রায়। প্রকাশিত কাব্য : অবলাবিলাপ।

হৃষীকেশ ঘোষ (১০।১২।১৯১০—) ছদ্মনাম : শ্রীগোবরগণেশ শর্মা। জন্ম : বাকুলদা, মেদিনীপুর। বর্তমান নিবাস : ৩৯এ, ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া—২। পিতা : দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাতা : উষালতা। শৈশব বারানসীতে ও বাল্য কলিকাতার কালীঘাটে মাতুলালয়ে অতিবাহিত। পাঁশকুড়া ব্যাড্‌লি বার্ট হাই ইংলিশ স্কুল ও কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ছাত্র। স্বগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, বহু সমাজ সেবামুলক কর্মের সঙ্গে জড়িত। কলিকাতায় জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘ, ইণ্ডিয়ান রেড্‌ক্রশ সোসাইটির পশ্চিম বঙ্গ শাখা। সেণ্ট জন্ এ্যাম্বুলেন্স পশ্চিমবঙ্গ শাখা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় কবি পরিষদ, বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদ প্রভৃতির আজীবন সদস্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যকরী সমিতির সদস্য (৬।৭ বৎসর)। হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ,

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রভৃতির সদস্য। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। হাওড়া পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক সাহিত্যরত্ন (১৯৮৪) ও বঙ্গীয় কবি পরিষদ কর্তৃক সাহিত্যাচার্য (১৯৭৯) উপাধিতে সম্মানিত। হাওড়া প্রেস ক্লাব কর্তৃক সাংবাদিক হিসাবে সম্বর্ধিত। পশ্চিমবঙ্গ, জনসেবক, নায়ক, লোকসেবক, বসুমতী, বঙ্গবাণী, সত্যযুগ, মাতৃভূমি প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকায় এবং লোকশক্তি, ভারতবর্ষ, সোনার বাংলা, মাতৃপূজা, অভিনব অগ্রণী, মশাল, নৈবেদ্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায়, যুগভেরী, নিঃসঙ্গ অবসরে, সাহিত্য বাণী প্রভৃতি ত্রৈমাসিক পত্রিকায়, সমাজ সেবক, শহর থেকে দূরে প্রভৃতি পাক্ষিক পত্রিকায়, সমবায়, হিন্দু, দুন্দুভি, সর্বোদয়, বিপ্লবী বাংলা, নব্যভারত, প্রদীপ, সহচর আলেয়া, পল্লীবাসী, যুগবাণী প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রিকায়, Indian Verses and Young Poets, সাহিত্যরূপা, ব্যঙ্গ কবিতা সংকলন, ডালি, হাওড়া—সেকাল ও একাল, ছড়ায় হাওড়া প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে রচনা প্রকাশিত। সহ-সম্পাদক : দৈনিক সাপ্তাহিক নায়ক(১৯৩০-), পাক্ষিক সমাজ সেবক (আলিপুর থেকে প্রকাশিত ১৩৬০, পরে হাওড়া থেকে প্রকাশিত ১৩৬৪-)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : মাতৃপ্রণাম (গীতি আলেখ্য ১৯৬২), সমবায় গীতি আলেখ্য (১৯৬৩), ছিন্ন ছন্দাংশ (১৯৭৪) উদ্ভট চণ্ডী (ব্যঙ্গ কবিতা—১৯৮২), চিত্রে সমাজ (সচিত্র ব্যঙ্গ—১৯৭৭), আধুনিক চাণক্য শ্লোক (সংস্কৃত ও ব্যঙ্গ কবিতা)। প্রবন্ধ : শিক্ষা আধুনিকী করণের প্রস্তাব (১৯৭২), সবুজ বিপ্লবের পথে (১৯৭৩), সমাজসেবীর দুর্গাদর্শন (ব্যঙ্গ-১৯৭৪), পল্লী উন্নয়ন—সমস্যা ও প্রস্তাব (১৯৭৬), জৈবনিক ফ্যালাসী (১৯৭৭), শিক্ষার হাল (১৯৮০), প্রতিবন্ধী প্রসঙ্গে (১৯৮১), শিক্ষা সাক্ষরতা ও নিরক্ষরতা (১৯৮১), পরিবার কল্যাণের ধারা (১৯৮৩), শিক্ষাপ্রসঙ্গে (১৯৮৪), জন বিস্ফোরণ কি বাঞ্ছনীয় (১৯৮৪), স্বপ্নে ও বাস্তবে (১৯৮৫)। জীবনী : মহানকে প্রণাম (১৯৮৩)। ইংরাজী : Quotations (১৯৭৩), Take Over of Food Grain's Trade (১৯৭৩), Paradox (১৯৭৪), United Nations and Development Decade (১৯৭৫), My Poetic Thoughts (১৯৭৭), The Society and the Child (১৯৭৯), Some questions and the Child (১৯৭৯), Social Service, The need and the way (১৯৮৪), The 15th August (১৯৮৪)।

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য (১৩।১।১৩২৩—) জন্ম : ইছেরিয়া, বগড়ী পরগণা, মেদিনীপুর। পিতামহের নিবাস মেড়রায় বলে মেড়রার ভট্ট নামে পরিচিত। পিতা : পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য, মাতা : প্রমোদিনী। মেদিনীপুরের মাণিক্যরাম চতুষ্পাঠীতে রামরক্ষতর্কতীর্থের নিকট সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের মধ্য, কাব্যের উপাধি (১৯৩৮) ও নব্যন্যায়ের আদ্য (১৯৪৯) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্গালায় বি. এ. (১৯৪৯)। দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শক্ত্যুপাসনা' নামে গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য 'বিদ্যা-বারিধি' উপাধি প্রাপ্ত। পাটনার টি. কে. ঘোষ একাডেমিতে (মাধ্যমিক বিদ্যালয়) সংস্কৃত ও বাঙ্গালার শিক্ষক। রাষ্ট্রভাষা পরিষৎ পত্রিকায় হিন্দীভাষায়, বিহার রিসার্চ সোসাইটি জার্নাল ও সংস্কৃত বিমর্ষ পত্রিকায় সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত। প্রকাশিত

গ্রন্থ : বাঙ্গালা : সিদ্ধার্থ (মহাকাব্য— ১৯৬৮)। সংস্কৃত : শ্রীশ্রীভগবতী পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্রম্ (১৩৭৪), শক্তিভক্তিবাদঃ (১৭৯১)।

হৃষীকেশ ভট্টাচার্য (৩১।৫।১৩৩৯—) ছদ্মনাম : ত্রিশূলভট্টাচার্য। জন্ম: বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার বনগ্রামে মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস : সুখহাড়ি, মৈমনসিংহ। বর্তমান নিবাস : বৌবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা : হীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য, মাতা : প্রিয়বালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেটে বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি. এ. (১৯৬৬)। নদীয়া জেলা সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক সাহিত্য শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত। নবদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য (১৯৬৫ পর্যন্ত)। নবদ্বীপ সুরছন্দম্ ক্লাবের সম্পাদক (১৯৬২—৬৬)। স্বরচিত নাটক : মাশুল, ১০টা,—৫টা, ডাকাত বৌ, শরৎচন্দ্রের মহেশ, রবীন্দ্রনাথের পোষ্ট মাষ্টার ও শাস্তির পরিচালক (১৯৬২—৬৭)। নদীয়া জেলা পত্র-পত্রিকা পরিষদের সহ-সভাপতি, নবদ্বীপ থানা নাট্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯৭৬)। সম্পাদিত পত্রিকা : সাপ্তাহিক মুক্তিদূত (১৯৭৩—)।

হৃষীকেশ ভাদুড়ী (১৯৩০—) ছদ্মনাম : কুমার রতন। প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুলেখনম্।

হৃষীকেশ মল্লিক। প্রকাশিত কাব্য : মূর্ছনা (১৩২২)।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (১৭।১।১৯৪১—) নিবাস : হালিশহর, ২৪ পরগণা—৭৪৩১৩৪। সরকারী চাকুরে। কবি। আকাশ পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত। সময়ানুগ পত্রিকার লেখক। প্রকাশিত কাব্য : সংলগ্ন অন্তরাল (১৯৭২), মহারাজ তোমাকে (১৯৭৫), সুষমা হরিণ (১৯৭৮) ইত্যাদি।

হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৮৪৮—৯।১২।১৯১৩) জন্ম : ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা। পিতা : মধুসূদন স্মৃতিরত্ন। চতুষ্পাঠীতে কাব্য, অলংকার, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে শাস্ত্রী উপাধিপ্রাপ্ত। পিতৃগৃহে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, —লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, পরে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। সংস্কৃত, পুঁথির তালিকা-প্রণেতা। লণ্ডন ওরিয়েন্টাল সংস্কৃত পরিষদ, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সভ্য। সম্পাদক : মাসিক বিদ্যোদয় (সংস্কৃত)। বাঙ্গালায় অনুদিত গ্রন্থ : শাণ্ডিল্যসূত্র, মেঘদূত (সটীক), সুপদ্ম ব্যাকরণের টীকা, প্রাকৃত ব্যাকরণ, ব্যাকরণ প্রকাশ, প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বম্, শুদ্ধিতত্ত্বম্, তিথিতত্ত্বম্, মলমাসতত্ত্বম্, উদ্বাহতত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, হিন্দী ব্যাকরণ। সংস্কৃত গ্রন্থ : সুপদ্মব্যাকরণাখ্যানম্, প্রাকৃত ব্যাকরণম্ (ইংরাজী অনুবাদ সহ), কবিতাবলী, রাজপুত্রসগনম্, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক ব্যাখ্যা, হ্যামলেট চরিতম্। হিন্দী : ছন্দবোধ, অর্থসংগ্রহানুবাদ। তর্কামৃতানুবাদ, দত্তকচন্দ্রিকানুবাদ।

হৃষীকেশ হালদার (১৯২৪—৩।১।১৯৭৮/ ১২।৯।১৩৮৪)। মৃত্যু : কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বসুমতীর প্রুফ রিডিং বিভাগের প্রধান। নিজস্ব নাট্য-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা—নাট্য পরিচালক,—একটি রহস্য সিরিজের রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কালপুকুরের কারসাজী, যার সাথে যার সম্মোহন, গভীর রাতে যারা জাগে, ধূমকেতুর ধ্বংসলীলা, হাজার নারীর

বিভীষিকা, সেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডি, হায় নারী হিংস্র লীলা, নিরুদ্দেশের যাত্রী, মগের মুল্লুকে চীনা দস্যু, আমি নবাবের বেগম, বঙ্কিম প্রতিভা। সম্পাদিত গ্রন্থ : অনুরূপা দেবীর 'মা'।

হেদায়েৎ ইসলাম (১৯শ শতাব্দী) জন্ম : বসিরহাট, ২৪ পরগণা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কেয়ামত নামা (১২৪১)।

হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ(৯।৮।১৯৪২—) জন্ম : বরিশাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম্. এ. (১৯৬২), দৈনিক বাংলা পত্রিকার সাংবাদিক। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লেখক—শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : প্রবন্ধ : অবরুদ্ধ সংবাদপত্র—৭১ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল (১৯৮৩), ঢাকায় গেরিলা অপারেশন (১৯৭২), ভিক্টর হুগোর লে মিজারেবল (১৯৭৪)। জীবনী : আলতাফ মাহমুদ (১৯৮২), জিয়াকে নিয়ে কিছু স্মৃতি (১৯৮২)। রূপকথা : সাত সমুদ্দুর তের নদী (১৯৬২), চুনিমোতির মালা (১৯৬২), দেশের নাম গড়বড় নগর (১৯৬৫)। শিশু সাহিত্য : হীরেমুক্তো পান্না (১৯৬১), দেশে দেশে জয়ীর বেশে (১৯৬২), নয়া জীবনের দিশারী (১৯৬২), টিপুসুলতান (১৯৬৩), ইবনে সিনা (১৯৬৩)। ইতিহাস : অনেক কথার ইতিকথা (১৯৬৫), সোনার কৌটো রূপোর থিল (১৯৬৫)।

হেনরি পিট্‌স্ ফরাষ্টার (১৮শ শতাব্দী)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসে যোগদানের জন্ম কলিকাতায় সমাগত (৭।৮।১৭৮৩)। ত্রিপুরায় কালেক্‌টর (১৭৯৩), একবৎসর পরে ২৪ পরগণার দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্ট্রার। বাঙ্গালা, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দী, উড়িয়া, অসমীয়, প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তিপ্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আইন এর গ্রন্থ (১৭৯৩), বোকেবুলারি ২খণ্ড (ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ কোষ-১৮০১)।

হেনা ইসলাম (১৯৪৭—) বাংলাদেশবাসিনী। প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ : জীবন ফিরে এসো (১৯৭৫)।

হেনা চৌধুরী (১০।৪।১৯৪০—) এম্. এ.। জন্ম : ব্রাহ্মণ বেড়িয়া, বাংলাদেশ। বর্তমান নিবাস : ১০৯/২০, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। পিতা : সুরেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী বি. এ. বি. এল্., মাতা : শোভারাণী। বাঙ্গালা সাহিত্যে এম্. এ.। অবিবাহিতা। সাংবাদিক। নালন্দা প্রেসের মুদ্রণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তা। সম্পাদিকা : ছন্দিতা (১৯৭২—৭৫), নারীজগৎ (১৯৭৬)। আনন্দ বাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, ধনধান্যে দক্ষিণীবার্তা প্রভৃতি পত্রিকার লেখিকা। আকাশবাণীর মহিলামহলে নিয়মিত কথিকা প্রচারিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন বেদ (৩য় সং, ১৯৭১), নেতাজীর গল্প শোন (৩য় সং ১৯৭৪), দেশবন্ধু দুহিতা অপর্ণা দেবী (১৯৭৬) অনূদিত গ্রন্থ : মা মণিকে (জওহরলাল নেহেরুর Letters from a father to his daughter-এর অনুবাদ—১৯৭২)।

হেনা হালদার (১৯২২—) ছদ্মনাম : সত্যকাম। প্রকাশিত গ্রন্থ : মগ্নমন।

হেমচন্দ্র আচার্য। জন্ম : উস্তিগ্রাম, মৈমনসিংহ। প্রকাশিত গ্রন্থ : মুহম্মদ চরিত।

হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ। আয়ুর্বেদবিদ। সম্পাদক : আয়ুর্বেদ হিতৈষিণী পত্রিকা (১৩১৮)।

হেমচন্দ্র ঘোষ (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত কাব্য : শরশয্যা, মানস প্রবাহ (১৮৮৭)।

হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাণবিক্রম বা উষাহরণ।

(ডাঃ) হেমচন্দ্র চক্রবর্তী (১২৯১ বঙ্গাব্দ—?)। জন্ম: মৌলভী বাজার, শ্রীহট্ট। ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯০৮)। ব্রহ্মদেশ সরকারের অধীনে চাকুরে (১৯০৯-১৭)। বিদ্যাবিনোদ ও সাহিত্যভূষণ উপাধিপ্রাপ্ত। রংপুর সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ: স্বভাবকবি গোবিন্দদাস।

হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: গল্প গল্প নয়।

হেমচন্দ্র দত্ত (১৯শ শতাব্দী), নাট্যকার। প্রকাশিত প্রহসন: শালাবাবুর আক্কেল (১৮৮১)।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো (১৮৭১—৮।৪ ১৯৫১) জন্ম: রাধানগর, মেদিনীপুর। পিতা: ক্ষেত্রমোহন দাস কানুনগো। জমিদার ও চিত্রশিল্পী। মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ। মেদিনীপুর কলেজে এফ. এ. পড়ার সময়ে কলেজ ছেড়ে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন, কিছুকাল পরে আর্ট স্কুলে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা। ফাইন্যাল পরীক্ষার পূর্বেই মেদিনীপুর স্কুলে অঙ্কন শিক্ষক ও কলেজে রসায়নের ডেমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত। পরে চাকুরি ছেড়ে চিত্রাঙ্কনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ,—পুনরায় জেলাবোর্ডে চাকুরি গ্রহণ,—জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর প্রেরণায় বিপ্লবী গুপ্তসমিতিতে যোগদান—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সংযোগ (১৯০২), তরুণদলকে অস্ত্র-শিক্ষা দান—পূর্ববঙ্গের কুখ্যাত লাট ব্যামফিল্ড্ ফুলারকে হত্যার চেষ্টা,—অস্ত্রনির্মাণ ও বিপ্লবীদের কাজ শেখার জন্য পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করে ইউরোপ গমন (১৯০৬), প্যারিসে গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন—অর্থ নিঃশেষিত হওয়ায় লণ্ডনে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া হাউস' এ ছাত্রাবাসে কাজ করার সময় গোপনে বোমা প্রস্তুত—বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখে পড়ায় প্যারিসে প্রত্যাবর্তন—প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মাদাম কামার সঙ্গে পরিচয়,—ফরাসী বিপ্লবীদের কাছে মারাত্মক বোমা প্রস্তুত কৌশল জেনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯০৭), বারীন ঘোষের সঙ্গে একত্রে কাজ,—আবিষ্কৃত বোমা চন্দননগরের মেয়র কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য প্রয়োগ,—ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী দ্বারা বোমা নিক্ষেপ,—মুরারিপুরের বাগানবাড়ী তল্লাসী হওয়ায় গ্রেপ্তার ও দ্বীপান্তর,—মুক্তিলাভের পর (১৯২১) ছবি এঁকে জীবন নির্বাহ—মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে সংযোগ.—কিন্তু মতভেদহেতু স্বগ্রামে শেষজীবনে ছবি এঁকে ও ফটোগ্রাফিতে শান্তিতে যাপন,—হেমচন্দ্রের বিপ্লবী জীবনের কাহিনী। প্রকাশিত গ্রন্থ: বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা (১৯২৮), অনাগত সুদিনের তরে (১৯৪৫)।

হেমচন্দ্র দেব। প্রকাশিত গ্রন্থ: ব্যাবহারিক কৃষিদর্পণ।

হেমচন্দ্র নাগ (১৮৮১—১৬।৪।১৯৫৩)। জন্ম: আকুটিয়া, মৈমন সিংহ। সাংবাদিক। সম্পাদক: হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড (১৩৩৭), বেঙ্গলী, সন্ধ্যা।

হেমচন্দ্র নাগ (১৯শ শতাব্দীর শেষভাগ)। প্রকাশিত গ্রন্থ: অভাগা বিলাপ (১২৮৬), মানস তোষিণী (২য় সং ১৩০৯)।

হেমচন্দ্র বক্সী (১২৯৮—)। জন্ম: বিক্রমপুর, ঢাকা। পিতা: উমাচরণ বক্সী। শিক্ষক ও ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ: মৃণাল (উপন্যাস), বাঙ্গালার বাঘ (স্যার আশুতোষের জীবনী), বিদেশী পৌরাণিকী (১৩২২), লালা লাজপত রায় (জীবনী)।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭।৪।১৮৩৮/ ৬।১।১২৪৫— ২৪।৫।১৯০৩ / ১০।২।১৩১০)। জন্ম : হুগলী জেলার রাজবলহাট গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে, মৃত্যু : খিদিরপুর, কলিকাতা। পৈত্রিক নিবাস : উত্তরপাড়া, হুগলী। পিতা : কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা : আনন্দময়ী। শৈশব রাজবলহাটে অতিবাহিত। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা (১৮৫৫) ও মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তিলাভ করে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। উত্তরপাড়া স্কুল থেকে এনট্রান্স (১৯৫৭), কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১ম বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করে বি. এ. (১৮৫৯) ও এল্. এল্. (১৮৬১) পাশ। কিছুদিন মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসের কেরানী (১৮৫৯) পরে ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমির (পরবর্তীকালের মেট্রোপলিটান ইন্‌সটিটিউসনের) প্রধান শিক্ষক। এল্. এল্. ডিগ্রী পাওয়ার পর কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল,—পরে মুন্‌সেফ (১৮৬২), পুনরায় হাইকোর্টের উকিল,—বি. এল্. পাশ (১৮৬৬), প্রধান সরকারী উকিল নিযুক্ত (১৮৯০)। শেষজীবনে অন্ধ (১৮৯৭)। স্বদেশ প্রেমিক কবি। এডুকেশন গেজেট, অবোধবন্ধু, বঙ্গদর্শন ও অমৃতবাজার পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। মাইকেল মধুসূদনের পরে মহাকবি হিসাবে খ্যাত। খণ্ড কবিতাবলীর মধ্যে ভারত সঙ্গীত, ভারতবিলাপ, কালচক্র, ভারতের নিদ্রাভঙ্গ ও পদ্মের মৃণাল কবিতায় এবং বীরবাহু কাব্য ও বৃত্রসংহার মহাকাব্যে স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত উদ্দীপনা ও স্বাধীনতা স্পৃহা প্রকাশিত। কুলীন, মহিলা বিলাপ প্রভৃতি কবিতায় বহুবিবাহ ও বিধবার দুর্দশার চিত্র অঙ্কিত। কবিতাগুলিতে ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের প্রভাব বর্তমান। শ্রেষ্ঠ কাব্য : বৃত্রসংহার। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে বৃত্রসংহার মহাকাব্য রচিত। বৃত্র, রুদ্রপীড়, ইন্দ্র, শচী প্রভৃতি চরিত্রে যথাক্রমে রাবণ, মেঘনাদ, রাম, সীতা প্রভৃতির ছায়া সুস্পষ্ট। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত বৃত্রসংহার দধীচির আত্মত্যাগের মত মহত্তর ঘটনা, স্বদেশ প্রেমের আবেগ, বীররসের উদ্দীপনা ও কাহিনী পরিকল্পনার মৌলিকতায় মহাকাব্য হিসাবে উৎকর্ষের পরিচায়ক হওয়া সত্ত্বেও ছন্দের দুর্বলতা ও চরিত্রগুলিতে দ্বন্দ্বের অভাবহেতু কিছুটা কৃত্রিম। খণ্ড কবিতাবলী লিরিকধর্মী,—কতকগুলি ঈশ্বরগুপ্তের আদর্শে রঙ্গব্যঙ্গাত্মক। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : চিন্তাতরঙ্গিণী (১৮৬১), বীরবাহু কাব্য (১৮৬৪), কবিতাবলী ২ ভাগ (১৮৭০, ১৮৮০), বৃত্রসংহার ২ ভাগ (১৮৭৫, ১৮৭৭), আশা কানন (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০), বিবিধ কবিতা (১৩০০), দশমহাবিদ্যা (১৮৮২), হুতোম প্যাঁচার গান (ব্যঙ্গ কবিতা-১২৯১, চিত্তবিকাশ (১৮৯৮)। অনুবাদ : নির্দশন তত্ত্ব (Watson's Law of Evidence এর অনুবাদ—১৮৬২)। নাটক : নলিনী বসন্ত (টেম্পেষ্ট্ অবলম্বনে—১৮৬৮), রোমিও জুলিয়েট (১৮৯৫)। নিবন্ধ : বক্তৃতা (১৮৭২), ভারত শিক্ষা (১৮৭৫), নাকে খৎ (১৮৮৫), ভারতেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া জুবিলী উৎসব (১৮৮৭), ইংরাজী : Life of Srikrishna (১৮৫৯), Brahmo Theism in India (১৮৬৯)।

হেমচন্দ্র বসু (১৯শ শতাব্দী)। প্রকাশিত গ্রন্থ : মিলন কানন (১৮৮২)।

হেমচন্দ্র বসু। এম. এ. বি. এল্.। প্রকাশিত গ্রন্থ : রানী কুঞ্জ (প্রবন্ধ)।

হেমচন্দ্র বাগচী (১৩৩১—) এম্. এ.

কবি ও শিশুসাহিত্যিক। জন্ম: বেগে গ্রাম, গোকুলনগর, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: তীর্থপথে, দীপান্বিতা, মানস বিরহ। উপন্যাস: অনির্বাণ। শিশুসাহিত্য: তপন কুমারের অভিযান, কবি কিশোর, মায়া প্রদীপ।

হেমচন্দ্র বাগচী। জন্ম: মৈমনসিংহ, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ: যুগাবতার গান্ধী।

হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য (১৮৩১ ?—১৯০৬/২৪।৮।১৩১৩)। জন্ম: মজিলপুর, ২৪ পরগণা। পিতা: রামধন ভট্টাচার্য। জ্ঞাতিভ্রাতা: শিবনাথ শাস্ত্রী। দাক্ষিণাত্য বৈষ্ণব শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সাব্-ইন্‌সপেক্‌টর নিযুক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত,—সহকারী সম্পাদক,—আচার্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অন্যতম অনুবাদক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃত ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদক। বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণের অনুবাদক। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। সম্পাদক: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (এপ্রিল ১৮৬৭—এপ্রিল ১৮৬৯, এপ্রিল ১৮৭৭—সেপ্টেম্বর ১৮৭৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ: শ্রীশ্রী চণ্ডী, বেদান্ত দর্শন, রামায়ণ ৭খণ্ড (গদ্যানুবাদ—১৮৮৬)।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (১০।৫।১৩১৬ বঙ্গাব্দ—) কাব্যব্যাকরণকৃত্যপুরাণতীর্থ। জন্ম: উনশিয়া, কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। বর্তমান নিবাস: ৪১, দেব লেন, এণ্টালি, কলিকাতা—১৪। পিতা: মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মাতা: কুসুমকামিনী। নকীপুর হাইস্কুলে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পরে হরিচরণ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করার পর কলিকাতায় পিতার প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত বিদ্যালয় থেকে কলাপ ব্যাকরণের উপাধি (১৯৩৫), পুরাণের উপাধি (১৯৪০) এবং কাব্যের উপাধি (১৯৪৩) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ঢাকা সারস্বত সমাজ থেকে বিদ্যাবিনোদ এবং নবদ্বীপ পুরাণ পরিষদ থেকে সাহিত্য বিনোদ (১৯৬০) উপাধিপ্রাপ্ত। ভারতীয় পণ্ডিত মহামণ্ডল চতুষ্পাঠীতে কালীনাথ বেদান্ত-শাস্ত্রীর নিকট অধ্যয়ন করে পৌরোহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯৬৩)। শ্যামবাজার হাইস্কুলের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক (১৩৪৯), শ্যামবাজার সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক (১৯৪৫-৭৬), অবসর গ্রহণের পরে সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৯৭৬—)। প্রকাশিত গ্রন্থ: পাঁচালীমালা, জানবার কথা, স্বাধীনতার পূজারী, যুগে যুগে ভগবান, কবিতা কুসুম, কাব্যকুসুমাঞ্জলি, মাতৃবন্দনা, হিতোপদেশ (অনুবাদ), কোটালিপাড়ার বৈদিক বংশাবলী, কোটালিপাড়ার যজুর্বেদীয় বৈদিক কাশ্যপ বংশাবলী, বঙ্গীয় মহামহোপাধ্যায় জীবনী, বঙ্গীয় সংস্কৃত অধ্যাপক জীবনী প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ: মনসামঙ্গল (বিজয়গুপ্ত কৃত)।

হেমচন্দ্র মিত্র (১৯শ শতাব্দী) এম্. এ. বি. এল্.। নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক: নরসিংহ (১২৯৫), অমর সিংহ (১৮৮৯), পতিদান (১৩০৪)।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮—১৯৩১) জন্ম: বঙ্গশ্রী, বরিশাল, মৃত্যু: হিমাইতপুর আশ্রমে। পিতা: দীনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ। নিজ অধ্যবসায়ে ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন। নৃত্য, গীত, অভিনয় ও কথকতায় দক্ষ। অশ্বিনীকুমার

দত্তের প্রিয়ভাজন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত। বহু দেশাত্মবোধক কবিতা রচয়িতা। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: কণা (১৯১১), জোয়ার, প্রতিষ্ঠা, পূজা। নাটক: আদর্শ বা দাদাঠাকুর, উৎসব, মহাপ্রস্থান, ইঙ্গিত। প্রবন্ধ: মানব প্রকৃতি।

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রকাশিত গ্রন্থ: রাজব্যবস্থা (জমিদারী সংক্রান্ত ফৌজদারী আইন, শ্রীরামপুর—১৮৫০)।

হেমচন্দ্র মৈত্র। সম্পাদক: মাসিক সংসারতত্ত্ব (বরাহ নগর, পালপাড়া, ১৩০৫ মাঘ)।

হেমচন্দ্র রায়। এম্. এ. কবিভূষণ। অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ: যূথিকা, হলদিঘাটের যুদ্ধ, রুক্মিণী হরণম্।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। প্রকাশিত কাব্য: মহাশোক (১৩০৪)।

হেমচন্দ্র শাস্ত্রী। জন্ম: নবদ্বীপ, নদীয়া। পিতা: বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব, পিতৃব্য: মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। শেষ জীবনে নবদ্বীপে বঙ্গবাণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। হুগলী মহসীন কলেজ ও কৃষ্ণনগর গভর্নমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক। লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে (১৩৩৫) যোগদান। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ। প্রকাশিত গ্রন্থ: ভ্রমণ কাহিনী (প্রথমে মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত—১৯৩২)।

হেমচন্দ্র সরকার (১২৭৯—১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) এম্. এ. ডি. ডি.। অক্স্ফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক শিক্ষণপ্রাপ্ত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও প্রচারক। ধর্মপ্রচার ও সমাজহিত সাধনের জন্য আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টানদের মীডভিল তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষায়তন কর্তৃক ডক্টর অফ্ ডিভিনিটি উপাধিতে সম্মানিত। প্রকাশিত গ্রন্থ: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, চৈতন্যদেবের জীবনী।

হেমচন্দ্র সরকার এম্. এ.। জন্ম: কৃষ্ণনগর, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ: মাতা ও পুত্র (উপন্যাস), বিবিধ প্রবন্ধ।

হেমদাকান্ত রায়চৌধুরী (১৮৮৬/১৬।৬ ১২৯৩—১০।১২।১৯৬৭/২৩।৮।১৩৭৪)। জন্ম: কাশিমপুর, রাজশাহী। পিতা: নীলকান্ত চৌধুরী, মাতা: বিরজাসুন্দরী, পত্নী: রাজা কংসনারায়ণের অধস্তন পুরুষ বিশ্বেশ্বর রায়ের কন্যা মণীন্দ্রবালা। উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ডিভিসনাল বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ (১৯০১), কলিকাতা হিন্দুস্কুল থেকে ১ম বিভাগে বৃত্তি সহ এন্ট্রান্স (১৯০৬), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১ম বিভাগে এফ্. এ. (১৯০৮) ও বি. এ. (১৯১০), অর্থনীতিতে এম্. এ. (১৯১২), বি. এল্. (১৯২২)। বিবাহ (১৩১৬)। নেত্রকোনা দত্ত হাইস্কুলের রেকটর ও প্রধান শিক্ষক (১৮১৬—১৯), নেত্রকোনায় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, সনাতন ধর্ম স্কুলের শিক্ষক (১৯১৯)। দপ্তর নামক পত্রিকার প্রকাশক। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় নিজ প্রকাশন সংস্থা 'মডেল লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশন সংস্থা লুপ্ত হওয়ায় কলিকাতায় বহুবাজার স্ট্রীটে প্রেস স্থাপয়িতা। ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় শিয়ালদহ কোর্টে ওকালতিতে নিরত। মধ্যপ্রদেশে কোন ভদ্রলোকের পি. এ., পরে দ্রুগে ওকালতির পর বিলাসপুরে 'জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্'(৪।৫ বৎসর)। পুনরায় ওকালতিতে নিরত। শেষ জীবনে সাহিত্যসেবী। মুকুল, উষা, শিশু, আর্যাবর্ত, প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, ভারত প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের সঙ্গে যুক্ত (১৯১২-১৪)। রুগ-এ প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মেলনের (পরে পূর্ণিমা সম্মিলনী) উদ্যোক্তা (১৯৪১-৪২)। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক (১৯১৯-২১)। সম্পাদক : A. B. T. A.-র মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্য, দপ্তর (১৯১৯)। সহ-সম্পাদক : বসুমতী (১৯২৪-২৬), বরেন্দ্র পত্রিকা (১৯২৪-২৬)। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুরীর চিঠি (১৯১১), ঘুমের গল্প (১৯১৫), ছোটদের ব্যাকরণ (১৯১৬), একালের কুরুক্ষেত্র ও রূপোর ঘড়ি (১৯১৭-১৯), সমর মিলন (নাটক—১৯২১—২২), মহাভারত। অপ্রকাশিত রচনা : রামায়ণ, সেক্‌স্‌পীয়রের আত্মজীবনী (অনুবাদ)।

হেমনলিনী বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : মরুতীর্থ (গল্প-১৩২৫), পথের স্মৃতি (ভ্রমণ-১৩৪৬)।

হেমন্ত কিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। জন্ম : নবগ্রাম, বর্ধমান। কবি। প্রকাশিত গ্রন্থ : সঙ্গীত, পরিবেশনম্।

হেমন্তকুমার চন্দ (১৯৩৫—)। বি. এ. বি. লিব্. এম্. সি.। জন্ম ও নিবাস : খাদাল গোবরা, দীঘা, মেদিনীপুর। পিতা : নেত্রমোহন চন্দ, মাতা : বিষ্ণুপ্রিয়া। গ্রন্থাগারিক। প্রকাশিত কাব্য : সৈকতে সোনালী রোদ (১৩৮২)।

হেমন্তকুমার তরফদার (১৮৯৫—২।৪।১৯৮৪/১৯।১২।১৩৯০)। জন্ম : যশোর জেলায়, মৃত্যু : ধানবাদ, বিহার। অকৃতদার। স্বাধীনতা সংগ্রামী,—বিপ্লবী। দশবৎসর বন্দী জীবন যাপন। ধানবাদে হিন্দু মিশনের মাধ্যমে সমাজ সেবী। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : বিপ্লব ও যুব সমাজ।

হেমন্তকুমার বন্দোপাধ্যায়। এম্. এ. বি. এল্.। সম্পাদক : আশা (বারাসত ১৩০৯-১১)। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রহ্মচর্য (১৩৩৫), সতীত্ব।

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৬/১৩।৭ ১৩২২—২৩।১।১৯৮৮/৯।১০।১৩৯৪)। জন্ম : আলমবাজার, বরাহনগর, কলিকাতা। পিতা : উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা ও গল্প রচনায় দক্ষ। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের লেখক। কলিকাতা দর্শনবিদ্যালয় কর্তৃক কবিকঙ্কণ উপাধিতে সম্মানিত(১৩৪৮)। শশিভূষণ ইন্‌সটিটিউশনের সভাপতি। ভোরের আলো ও ব্যারাকপুর পত্রিকার পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ : দুঃখের সংসার, স্বভাবের সঙ্গে বার বৎসর, দেশবন্ধুস্মৃতি, হাঁকানড়ির মাঠ, সন্ধ্যা আরতি, বাঘের মুখে প্রভৃতি।

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় (২৮।৯।১৯৪০—) ছদ্মনাম : মানু ঘোষ। বাঙ্গালায় অনার্স সহ বি.এ., বি. এড্.। বর্তমান নিবাস : ঘোষ পাড়া, পানিহাটি, ২৪ পরগণা। পিতা : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, মাতা : সুনীতিরানী ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস্-এ অভিনয় সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কল্লোল ও সায়ক নাট্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। ব্রিটানিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কর্মী,—বর্তমানে সোদপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। কবি। একক, উজ্জীবন, সাধনপথ, ভাবমুখে, যষ্টিমধু, মেলামেশা, দেবযানী, উষা, বিজ্ঞান, জলপ্রপাত, দৈনিক বসুমতীর ছোটদের পাতা ইত্যাদি পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত। সম্পাদিত পত্রিকা : মেলামেশা (মহীতোষ বিশ্বাস সহ—১৯৮২)।

হেমন্তকুমার রায়চৌধুরী। প্রকাশিত প্রহসন : ত্র্যহস্পর্শ বিবাহ (১৮৭৯)।

হেমন্তকুমার সরকার। জন্ম : বাগ আঁচড়া, নদীয়া। পিতা : মদনমোহন সরকার। কটক র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল,

কৃষ্ণনগর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, নদীয়া কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বরাজ্যদলের চীফ্ হুইপ্। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে (১৯২০—২১) অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে আইন অমান্য করে কারাদণ্ডিত। নদীয়া থেকে স্বরাজ্যদলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। কৃষ্ণনগরে শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পুনরায় কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের পর জেলা এ্যাডহক্ কমিটির সদস্য (১৯৪০)। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুনরায় এক বৎসর কারাদণ্ডিত। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সম্পাদক : সাপ্তাহিক জাগরণ (নদীয়া)। প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা।

হেমন্তকুমার সেনগুপ্ত। জন্ম : নোয়াখালি। প্রকাশিত গ্রন্থ : মহাপুরুষবাণী (১৩২২)।

হেমন্তকুমারী চৌধুরী। জন্ম : শ্রীহট্ট। পিতা : পাঞ্জাব প্রবাসী শিক্ষাব্রতী নবীনচন্দ্র রায়। স্বামী : শ্রীহট্ট নিবাসী শিক্ষানুরাগী জননেতা রাজচন্দ্র চৌধুরী। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রী। সম্পাদিকা : মাসিক অন্তঃপুর (১৩০৭-১০), সুগৃহিণী (হিন্দী—১২৯৪)।

হেমন্তবালা দত্ত। জন্ম : চট্টগ্রাম। কবি। প্রকাশিত কাব্য : শিশির (১৩১৭), মাধুরী (১৩২২)।

হেমন্তবালা দেবী (৯।১১।১৮৯৪—১।৬।১৯৭৬/১৮।২।১৩৮০)। ছদ্মনাম : জোনাকি দেবী, খদ্যোতবালা, দক্ষবালা দেবী। মৃত্যু : কলিকাতায় কন্যার গৃহে। পিতা : গৌরীপুরের মহারাজ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, স্বামী : রঙ্পুরের ভিতরবন্ধের জমিদার ব্রজেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরী। পুত্র : সেতারবাদক বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। ১০ বৎসর রবীন্দ্র সান্নিধ্যে অতিবাহিত (১৯৩১-৪১)। ২১ বৎসর বয়সে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিতা হয়ে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন। জীবনের অধিকাংশকাল পুরীতে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে অতিবাহিত। অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় কন্যা বাসন্তী বাগচীর গৃহে আনীতা। রবীন্দ্রনাথের লেখা অজস্র চিঠির মধ্যে ২৬৪টি চিঠি 'চিঠিপত্র' নবম খণ্ডে প্রকাশিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : পুরানো দিনের কথা, স্মৃতিকথা, অনন্তচিন্তা, হেমন্তবেলায়, নূতন রূপকথা প্রভৃতি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (১৯২০—২৭।৯।১৯৮৯/১১।৬।১৩৯৬)। জন্ম : বেনারসে মাতুলালয়ে। মৃত্যু : দক্ষিণ কলিকাতায় বেলভিউ নার্সিং হোমে। নিবাস : শরৎ চ্যাটার্জী রোড্, দক্ষিণ কলিকাতা। পিতা : কালিদাস মুখোপাধ্যায়, মাতা : কিরণবালা, পত্নী : বেলা, মাতামহ : বেনারসের সিভিল সার্জেন গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রপিতামহ : মহামহোপাধ্যায় হরিহর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ। আদি নিবাস : বহড়ু, দক্ষিণ ২৪ পরগণা। বাল্যকাল বহড়ু গ্রামে অতিবাহিত। পিতামহীর মৃত্যুর পর সপরিবারে ভবানীপুরে ২৬/২, রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাড়ীর বাসিন্দা। ভবানীপুরে নাসিরুদ্দীন হাই স্কুলে কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পরে ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউসনে অধ্যয়ন করে উক্ত স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশনে উত্তীর্ণ। যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কিছুকাল অধ্যয়নের পরে অধ্যয়ন পরিত্যক্ত (১৯৩৮)। মিত্র ইন্সটিটিউসনের সহপাঠী : সমরেশ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মৈত্র প্রভৃতি।

সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চায় নিরত। দেশ পত্রিকায় প্রথম গল্প 'একটি দিন' প্রকাশিত। প্রথম গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর ছাত্র ফণী ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে ফন্তুদার কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। সাময়িকভাবে ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত। নিমাইসন্ন্যাস, প্রিয় বান্ধবী প্রভৃতি চলচ্চিত্রে নেপথ্য গায়ক। সঙ্গীত শিল্পী বেলার সঙ্গে বিবাহ (১৯৪৫)। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পূর্বরাগ ও জ্যোতির্ময় রায়ের অভিযাত্রী, সন্দীপন পাঠশালা, ভুলি নাই প্রভৃতি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক। কিছুকাল ফিল্মিস্তানের বেতন-ভোগী সঙ্গীত পরিচালক। পঞ্চাশের দশকে সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার এবং গায়ক হিসাবে বিপুল খ্যাতির অধিকারী। নীল আকাশের নীচে, বিশ সাল বাদ (হিন্দী), কোহরা, বিবি আউর মকান, মাজলিদিদি, খামোশ প্রভৃতি দশটি ছবির প্রযোজক। অনিন্দিতা ছায়াচিত্রের পরিচালক। উত্তম-কুমারের অভিনয়ে কণ্ঠসংযোজনায় বিপুল গৌরবের অধিকারী। আধুনিক গানে ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে অসাধারণ জনপ্রিয়তা প্রাপ্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : আমার গানের স্বরলিপি (আত্মজীবনী)।

হেমবালা বসু। প্রকাশিত গ্রন্থ : ব্রত-চারিণী।

হেমলতা দেবী (ঠাকুর)। (১৮৭৩/২৯।৯। ১২৮০—৪।১০।১৯৬৭)। জন্ম : কৃষ্ণনগর, নদীয়া, মৃত্যু : পুরীধামে। পিতা : ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়, মাতা : চন্দ্রমুখী, স্বামী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী। (বিবাহ —১১।১।১২৯৭)। কলিকাতায় মিশনারী স্কুলে ও রবীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্তা। মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনে মহিলা শাখার সভানেত্রী (১৯৩৮)। বসন্তকুমারী বিধবা আশ্রমের পরিচালিকা,—সরোজ-নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা। শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের শিশুদের 'বড়মা' রূপে পরিচিতা। লীলা পুরস্কার প্রাপ্তা। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্যা। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। সম্পাদিকা : বঙ্গলক্ষ্মী (১৩৩৪-৩৫)। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : জ্যোতিঃ (৫০টি কবিতার সংকলন —১৩১৭), অকল্পিতা (৬০টি কবিতা—১৩১৯), আলোর পাখী। গল্প : দুনিয়ার দেনা (১৩৩২), দেহলি (১৩৪৭)। প্রবন্ধ : মেয়েদের কথা (১৩৩৬), জল্পনা (১৩৪২)। নাটক : শ্রীবাসের ভিটা (১৩৪২)। শিশু সাহিত্য : মার কথা, দুপাতা।

হেমলতা দেবী। জন্ম : লাঙ্গুলপাড়া, হুগলী। পিতা : আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বামী : বিপিনবিহারী সরকার। পুত্র : বিজ্ঞানী বিজলীবিহারী সরকার। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মহিলা সদস্যা। স্বামীর কর্মস্থল নেপালবাসিনী। অপর দুই ব্রাহ্ম মহিলার সাহায্যে মহারাণী বিদ্যালয়ের প্রতি-ষ্ঠাত্রী। প্রকাশিত গ্রন্থ : ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৩০৫), নেপালে বঙ্গনারী, সমাজ বা দেশাচার (নাটক—১৩২১), নবপদ্য লতিকা (১৩২২), শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত, দুনিয়ার ছেলে।

হেমলতা দেবী। সম্পাদিকা : মাসিক প্রেম ও জীবন (১৩১৯)।

হেমলতা রায়। প্রকাশিত গ্রন্থ : কুম্ভমেলায় সাধুসঙ্গ, কৈলাসপতি, মহাতাপস।

হেম সরস্বতী (১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ)। নামান্তর : হেমন্ত। পিতা : দরঙ্গের রাজা

প্রাণনারায়ণের মহাপাত্র পশুপতি, মাতা: দেবরাণী, মাতামহ: রুদ্র সরস্বতী। বিবিধ পাঁচালী কাব্য রচয়িতা।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৪।১২।১৯১২—২২।১১। ১৯৮৭/৬।৮।১৩৯৪)। জন্ম: মিরাশি গ্রাম, শ্রীহট্ট। হবিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজে অধ্যয়নকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত এবং কারারুদ্ধ (১৯৩৫)। যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ায় কারামুক্ত। তিনের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। ছয়ের দশকে দেশ পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। মতপার্থক্যের জন্য পদত্যাগ। বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী। 'মাস সিঙ্গার্স' নামে গণসঙ্গীত গায়ক দলের গঠনকর্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ: হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান (অর্ধশতাধিক সঙ্গীতের সংকলন—১৯৮০), শঙ্খচিলের গান (বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষায়), লোকসঙ্গীত সমীক্ষা (প্রবন্ধ—১৩৮৫)।

হেমাঙ্গিনী সর্বাধিকারী (১৯শ শতাব্দী)। স্বামী: আনন্দকুমার সর্বাধিকারী। প্রকাশিত গ্রন্থ: মনোরমা (১৮৭৮), মাতার উপদেশ (১৮৮১)।

হেমায়েত হোসেন (১৯৩৪—১৯৭২) এম্. এ.। জন্ম: ভাটাইধোবা, ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সরকারের চাকুরে। সাংবাদিক ও শিক্ষক,—ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সাহিত্য অনুষ্ঠানের প্রযোজক। কবিতা ও ছোট গল্প লেখক। প্রকাশিত গ্রন্থ: কাব্য: ছয় ঋতু সাত রং (১৯৬৫)। গল্প: অনিদ্র পলাশ, আরসী নগর (১৯৬৭)।

হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য (২০।২।১২৯৬ বঙ্গাব্দ—?) এম্. এ.। ছদ্মনাম: প্রসাদ রায়। জন্ম: বাড়ুরী, নেত্রকোনা, মৈমনসিংহ। আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক। শিশু-সাহিত্যিক। সম্পাদক: বার্ষিক শিশুসাথী। প্রকাশিত গ্রন্থ: অতীতের কথা ৩ খণ্ড, গাছপালার গল্প, জীবজগৎ, সপ্তবৈচিত্র্য, নাগরদোলা, মা ও খুকু, খুকুর ছড়া, নবান্ন, বিজ্ঞান মুকুল, বিজ্ঞান পাঠ, বিজ্ঞান বিকাশ, বিজ্ঞানের কথা।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮—১৮।৪। ১৯৬৩)। জন্ম: কলিকাতায়। আদি নিবাস: পাথুরেঘাটা, কলিকাতা। পিতা: রাধিকা-নাথ রায়। সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কনে শিক্ষাপ্রাপ্ত। চোদ্দ বৎসর বয়স থেকে সাহিত্যচর্চায় নিরত। সামরিক বাহিনীর হিসাব রক্ষা বিভাগের কর্মী। ভারতী গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক। নৃত্যে পার-দর্শী,—সঙ্গীত রচয়িতা,—সুরকার। শিশু সাহিত্যিক হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। কবিতা, ছোট গল্প, নাটক, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রচনাতেও দক্ষ। সর্বসমেত দেড়শ গ্রন্থের রচয়িতা। প্রথম গল্প 'আমার কাহিনী' বসুধা পত্রিকায় প্রকাশিত। ভারতী, সংকল্প, মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। সম্পাদিত পত্রিকা: মাসিক রঙ্‌মশাল, সাপ্তাহিক নাচঘর (১৩৩১), সাপ্তাহিক শিশির, ছন্দা (সাহিত্য ও ললিত-কলা), দীপালি। প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: আলেয়ার আলো (১৩২৫), জলের আলপনা (১৩২৬), কালবৈশাখী (১৯২১), পদ্মকাঁটা (১৯২৪), পায়ের ধুলো (১৩২৮), রসকলি (১৩২৯), ঝড়ের যাত্রী (১৩৩০), ফুলশয্যা, পরীর প্রেম, মণিকাঞ্চন, পথের মেয়ে, মণি মালিনীর গলি, পঞ্চশরের কীর্তি প্রভৃতি। গল্প: পসরা (১৩২২), মধুপর্ক (১৩২৪), সিন্দুর চুবড়ী (১৩২৮), মাল্যচন্দন (১৩২৯),

শূন্যতার প্রেম (১৩৩৯), বেনোজল (১৩৩১) প্রভৃতি। নাটক : ইভাদেবীর ভ্যানিটি ব্যাগ, ধ্রুবতারা (যতীন্দ্রমোহন সিংহের উপন্যাসের নাট্যরূপ—১৯৩১), প্রেমের প্রেমারা (প্রহসন—১৯২০) প্রভৃতি। অনুবাদমূলক উপন্যাস : সুচরিতা (১৩২৮), ভোরের পূরবী (১৯২৮)। কাব্য : যৌবনের গান, সুরলেখা, ওমর খৈয়ামের রুবায়েৎ। প্রবন্ধ ও জীবনী : অভিনয়কলা ও রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, নব যৌবনের কুঞ্জবনে, বাঙ্গালা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার, যাঁদের দেখেছি ২ভাগ, এখন যাঁদের দেখছি প্রভৃতি। কিশোর সাহিত্য : ছুটির ঘণ্টা, যখের ধন, আবার যখের ধন, অদৃশ্য মানুষ, আজব দেশে অমলা, হিমালয়ের ভয়ংকর, দেবদূতের মর্ত্যে আগমন, সন্ধ্যার পরে সাবধান, পঞ্চ নদীর তীরে, গোয়েন্দা কাহিনী, জয়ন্তের কীর্তি প্রভৃতি।

হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৩—৯।১১। ১৯৮১/২৩।৭।১৩৮৮)। ছদ্মনাম : বাংলার চারণ। জন্ম : ছাপরা, বিহার। মৃত্যু : কলিকাতায়। বিশ্বভারতীর প্রথম যুগের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ স্কলার, ওয়াশিংটন ফাউণ্ডেশন স্কলার, মহারাজ দ্বারভাঙ্গা রিসার্চ স্কলার, কল্যাণ মুখার্জী স্কলার এবং স্যর রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো। রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী সারদানন্দের শিষ্য। কবি। প্রকাশিত কাব্য: তারা ও ফুল, নবমেঘদূত, ভৈরবী, যুগসন্ধি, দাও পেয়ালা প্রভৃতি।

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪—১৮৮৪)। জন্ম : কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশে। পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশিত গ্রন্থ : মাঘোৎসব।

হেমেন্দ্রনাথ দত্ত। সম্পাদক : সেবক (১৩০৪), সোপান (১৩১৭)।

(ডঃ) হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (২৬।১১।১২৮৫ —৬।১০।১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : বিদগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ। পিতা : কৈলাসচন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রখ্যাত আইনজীবী। কলেজ জীবনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সতীর্থ এবং ব্যবহারজীবী হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকারী। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯০০) বিশেষ সুনামের অধিকারী। সুলেখক, অভিনয় প্রেমিক। নাটক, নাট্যকলা ও নাট্যালয় সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩১৪-২১)। মৈমনসিংহে মহাকালী পাঠশালা, কলিকাতায় দেশবন্ধু শিশু বিদ্যালয় ও দেশবন্ধু মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের কাজে কয়েক বার কারাদণ্ডিত। বর্ধমানে আইনজীবী সম্মেলনে (১৯৫৮), কৃষ্ণনগরে বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি সম্মেলনে এবং একাধিক বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩১৪-২১)। অভিনয়, নাট্য পরিচালনা ও শিক্ষাদানের জন্য গিরিশ সংসদ-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গিরিশ প্রতিভা, দেশবন্ধু স্মৃতি, ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ইতিহাস, বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ভারতে বিপ্লব আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, Indian Stage ৪ খণ্ড। সম্পাদক : মাসিক বঙ্গশ্রী, মাসিক বঙ্গদর্শন (শিশির কুমার মিত্রের সহযোগিতায়)।

হেমেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী। প্রকাশিত গ্রন্থ : সতীর মন্দির, স্ত্রীর অধিকার, হানিফের গুরুদক্ষিণা, মগের মুলুক।

হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এ.। জন্ম : বীরভূমের রায়পুরে জমিদার বংশে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর। প্রকাশিত

গ্রন্থ : প্রেম, আমি, হৃদয় ও মনের ভাষা, জীবন, নির্বাণ।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (৯।৬।১২৮৩—৩।১০।১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)। জন্ম : চৌগাছা, যশোর। পিতা : গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট্ স্কুল ও পরে হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৮৯৩), প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ্.এ. (১৮৯৫), ও বি.এ. (১৮৯৬)। সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। বাঙ্গালার সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় কংগ্রেস সংবাদপত্রের তরফে মেসোপটেমিয়া থেকে বাগদাদ পর্যন্ত ভ্রমণ (১৯১৭)। লণ্ডনের ইন্‌স্‌টিটিউট্ অফ্ জার্নালিজমের সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সম্পাদক (১৩০৬-০৮), ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি (১৯৪৫), মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি (১৯২৫)। সাংবাদিক হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার পরিচালক। সাংবাদিক জীবনের গুরু : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক, মেসোপটেমিয়ায় সাংবাদিক প্রতিনিধি দলের অন্যতম (১৯১৭)। ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রতিনিধি হিসাবে মহাযুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও মধ্যপ্রাচ্যে গমন (১৯১৮)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকে সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। দাসী, সুহৃদ্, উৎসাহ, সাহিত্য, মুকুল, ভারতী, বঙ্গদর্শন, সন্ধ্যা, প্রতিবেশী, Calcutta Review, East of West, Indian Review, Hindustan Review প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার লেখক। সম্পাদক : সাপ্তাহিক, দৈনিক ও মাসিক বসুমতী, মাসিক আর্যাবর্ত (১৩১৭-২১), বন্দেমাতরম্, দৈনিক মাতৃভূমি, Advance. প্রকাশিত গ্রন্থ : উচ্ছ্বাস (কাব্য —১৩০১), বিপত্নীক (১৩০৪), অধঃপতন (১৩০৬), প্রেমের জয় (১৩০৯), নাগপাশ (১৩১৫), প্রেম মরীচিকা (১৯০৯), চোরাবালি, অশ্রু, প্রত্যাবর্তন (১৯১৯), রক্তের সম্বন্ধ (১৯২৭), জননী, মুক্তির মূল্য, সান্ত্বনা (১৯৩৬), শ্রীমতী, অদৃষ্টচক্র (১৯১৩), তুষানল, ভগ্নহৃদয়, হৃদয় শ্মশান, রক্তমুখী নীলা, তীর্থের ফল, জেদিদা, মৃত্যুমিলন, কংগ্রেস, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, নাতবৌ (১৯২৩), বাঙ্গালা নাটক (১৯০২), বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ (১৯৪৮), নবীন জার্মানী। শিশুসাহিত্য : আষাঢ়ে গল্প (১৩০৮), রবিন্‌সন্ ক্রুশো, বকুল প্রভৃতি। ইংরাজী : The News Paper in India (১৯৩০), The Famine of 1770 (১৯৪৪), Aurovindo (১৯৪৯), Press Laws in India (১৯৫২), New Germany.

হেমেন্দ্রবিজয় সেন (১৮৯২—×।৮।১৯৪৭) এম্. এ., বি. এল্.। আইন ব্যবসায়ী। প্রকাশিত গ্রন্থ : মায়া (গীতিকাব্য), নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মিরামিড সিরিজ।

হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২—১৫।৭।১৯৩৫)। জন্ম : ফুলকোঁচা, পাবনা, বাংলাদেশ। পিতা : ব্রজদুলাল রায়। রাজশাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজ ও কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র। হিন্দুস্থান পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে কর্মজীবনে প্রবিষ্ট। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় কাজ করার পর সতীশচন্দ্র দাশ-গুপ্তের খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগের কর্মী ও শেষে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রচার বিভাগের কর্মী। কবি ও ঔপন্যাসিক। যুগ্ম সম্পাদক : রাষ্ট্রবাণী। সম্পাদক : সাপ্তাহিক বাঁশরী, মহিলা। প্রকাশিত গ্রন্থ :

কাব্য : ফুলের ব্যথা (১৯২৯), মনিদীপা। উপন্যাস : ঝড়ের দোলা (১৩৩২), মায়া কাজল (১৩৩৭)। গল্প : মায়ামৃগ (১৩৩২), পাঁকের ফুল। শিশুদের : গল্পের ঝরণা, গল্পের আলপনা, মায়াপুরী, পাঁচ সাগরের ঢেউ, দুর্গম পথের যাত্রী। রাজনৈতিক গ্রন্থ : রিক্ত ভারত, বিলাতে গান্ধীজী। বিবিধ : শিল্পীর খেয়াল, সচিত্র আরব্য উপন্যাস।

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী (১।৩।১৯৪৮—)। জন্ম : মহেশতলা, ২৪ পরগণা। পিতা : টীকেন্দ্রলাল চৌধুরী, মাতা : দীপ্তি। পৈত্রিক নিবাস : পিঙ্গলা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদে কর্মরত। যুগান্তর, বসুমতী, পরিবর্তন, নব সমতট (বাংলাদেশ), W.F.B. Review (ব্যাংকক) Young East (জাপান) প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। সম্পাদিত পত্রিকা : রক্তিম (১৯৭১-৭৪), মাসিক জগজ্জ্যোতি (১৯৮০—)। প্রকাশিত গ্রন্থ : বোধিসত্ত্ব আম্বেদকর।

হেমোপম দস্তিদার (১।৯।১৯৩৫—)। জন্ম : পরৈকোড়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। পিতা : জিতেন্দ্রনাথ দস্তিদার, মাতা : প্রভাময়ী। বর্ধমান জেলার মেমারী বিদ্যাসাগর স্মৃতি বিদ্যানিকেতন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৫০), কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে আই. এস্. সি. (১৯৫২) ও বি. এ. (১৯৫৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম্. এ. (১৯৫৭), বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক (১৯৫৮-৬৬), কলিকাতায় আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক (আগষ্ট ১৯৬৬—)। দেশ, অমৃত, পূর্বাশা, সাহিত্যপত্র, উত্তরসূরী প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত। প্রকাশিত কাব্য : বন্ধুর অমল কণ্ঠ (১৯৬৮)।

হেয়াৎ মামুদ (১৮ শ শতাব্দী) নামান্তর : মহম্মদ হেয়াৎ। পিতা : শাহা কবির। নিবাস: ঝাড়বিশিলা গ্রাম, বাগদুয়ার পরগণা, রঙ্‌পুর। রচনা : জঙ্গনামা (১৭২৩), সর্বভেদবাণী (হিতোপদেশের ফার্সী অনুবাদ থেকে বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ—১৭৩২), হিতজ্ঞানবাণী (১৭৫৩), আম্বিয়া বাণী (১৭৫৭)।

হেরম্বকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (১।২।১৯১৮—) ছদ্মনাম : কবিসুন্দর, বালির বাঁধ, শ্রী ভ। জন্ম : নবগ্রাম, বর্ধমান। নিবাস : মিঠাপুকুর লেন, বর্ধমান। কবি ও ঔপন্যাসিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : উপসংহার (১৯৫১)। গবেষণামূলক : পরিবেশনম্ (১৯৫১)। কাব্য : সঙ্গীত (১৯৫১), গীতাশিত (অনুবাদ—১৯৫১)।

হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় (১৯শ শতাব্দী)। সম্পাদক : সাপ্তাহিক সংবাদ সুজন রঞ্জন (মে ১৮৪০)।

হেরাসিম লেবডেফ্। লেবডেফ্ হেরাসিম দ্রষ্টব্য।

হেলেনা খান, বেগম (২৩।৩।১৯২৯—)। জন্ম : মৈমনসিংহ, পৈতৃক নিবাস : আকুয়া, মাদ্রাসা কোয়ার্টার্স, মৈমনসিংহ। বর্তমান নিবাস : ১৯৬, কালীবাড়ী রোড., মৈমনসিংহ। স্বামী : ডাঃ আজিজুর রহমান খান। মৈমনসিংহ রাধাসুন্দরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৪৪), আনন্দমোহন কলেজ থেকে আই. এ. (১৯৪৬), কলিকাতা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে বি. এ. (১৯৪৮), ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. (১৯৫০) পাশ। লণ্ডন ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট অফ্ এডুকেশন থেকে একাডেমিক ডিপ্লোমা ইন্ এডুকেশন (১৯৫২) ও ভোকেশন্যাল গাইডেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন

সরকারী বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষিকা (১৯৪৮-৬০)। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের সদস্যা (৬ বৎসর)। ময়মনসিংহ যুব কল্যাণ সমিতি ও মহিলা সমিতির সদস্যা, ঢাকায় বাংলা একাডেমির ইস্লামিক ফাউণ্ডেশনের আজীবন সদস্যা। উপন্যাস, গল্প ও রম্যরচনা লেখিকা। ঢাকায় লেখিকা সঙ্ঘ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য স্বর্ণপদক প্রাপ্তা (১৯৭৬)। রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্র থেকে অভিক্ষেপ, বৃষ্টি যখন নামলো, দুটি ফুল সূর্যমুখী ও নেপথ্যে—নাটকচতুষ্টয় প্রচারিত। পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর ও করাচী টেলিভিশনে ২টি গল্পের উর্দু নাট্যরূপ প্রচারিত। ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, বেগম, বিচিত্রা, রোববার, সওগাত, চিত্রালী, সুখীজীবন, উত্তরাধিকার, ত্রিভুজ, পাকিস্তানী খবর, ললনা, গৃহশ্রী, গণকণ্ঠ, দীপক, ঘরোয়া, কাফেলা, কেয়া, যুগান্তর, কৃষক, কচিকাঁচা, শিশু, কিশোর বাংলা, ধান শালিকের দেশ, নবারুণ, সবুজ পাতা, সপ্তডিঙা, ফুলকুঁড়ি ইত্যাদি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত। সামসুজ্জমান খান সম্পাদিত 'সূর্যমুখী', আবুল কাসেম সম্পাদিত মেঘমল্লার, রোকনুজ্জমান খান সম্পাদিত 'ঝিকিমিকিতে' ছোট গল্প সংকলিত। প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : উত্তুরে বাতাস (১৯৭০)। ছোট গল্প : ফসলে বৃষ্টি যখন নামলো (১৯৭৮), কালের পুতুল (১৯৭৮)। শিশু সাহিত্য : গল্প : রোদ ঝকমক (১৯৭৫), চারটি বেলুন (১৯৮০), গল্পই শুধু নয়, ডালমুট (১৯৮৪)। রম্যরচনা : সব ভালো যার শেষ ভালো। ভ্রমণ : সিন্ধুর টিপ, সিংহল দ্বীপ (১৯০৪)।

হৈমবতী দেবী। জন্ম : দাদপুর, নদীয়া। প্রকাশিত গ্রন্থ : বংশীমেলা।

হোসনে আরা (১৯।৫।১৯১৬—)। জন্ম : পিয়ারা, হাড়োয়া, ২৪ পরগণা। গ্রামের মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্তা। রাজনীতিক ও গৃহিণী। শিশুসাহিত্যিক। শিশুসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্তা। প্রকাশিত গ্রন্থ : কাব্য : মিছিল (১৯৬৪)। ছড়া : ফুলঝুরি (১৯৪৬), খেয়াল খুশী (১৯৪৯), হল্লা (১৯৬২), টুংটাং রং।

হোসনে আরা কামাল (২০।১২।১৯২৪—) এম্. এ.। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত ছড়ার বই : ইভুর জন্য ছড়া (১৯৬৪), ঝুমি রিমিদের ছড়া (১৯৮৩)।

হোসনে আরা শাহেদ। জন্ম : নোয়াখালি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন এবং ইসলামের ইতিহাসে এম্. এ., বি. এড্.। সাংবাদিক ও শিক্ষিকা। বর্তমানে শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্প : মনোলোক (১৯৮৩)। প্রবন্ধ : চলমান দিন (১৯৭৭), নিহত আগন্তুক (১৯৭৮), নেপথ্যে জনারণ্যে (১৯৭৯), বৈরী সমাজ (১৯৮০), কেন এ দুয়ারটুকু (১৯৮৩)।

হোসেন মীর মোশাররফ (১১।১১।১৯৪১—) এম্. এ. (বাঙ্গালা ও ইংরাজী) এল্. এল্. বি.। জন্ম : টাঙ্গাইল। জীবনবীমা কর্পোরেশনের জনসংযোগ ম্যানেজার। শিশু সাহিত্যিক। প্রকাশিত গ্রন্থ : ডানপিটে (১৯৬৩), নদীর নাম মধুমতী (১৯৬৪), ভোরের পাখীর গান (১৯৭৯), টিংকুর কাণ্ড (১৯৭৯), সাদা পাহাড় (১৯৭৯)। ছড়া : পানকৌড়ি (১৯৭৭), পাখ পাখালির দেশে (১৯৭৯)। জীবনী : ছোটদের মহানবী (১৯৭৭), ছোটদের শহীদুল্লাহ (১৯৭৯)।



বঙ্গসাহিত্যাভিধান প্রণেতা ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর যাবৎ যেমন অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন, তেমনি বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে মননশীল ও সৃজনশীল রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে চলেছেন। বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত মীরহাট (বৈদ্যপুর) গ্রামে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে এক প্রখ্যাত পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করে তিনটি এম. এ., ডক্টরেট ডিগ্রী এবং সংস্কৃত বিদ্যালাভের অভিজ্ঞান লাভ করে অধীতবিদ্যার সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করে চলেছেন। এ পর্যন্ত তাঁর সতেরোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দুটি যন্ত্রস্থ, আরও কয়েকটি প্রকাশের অপেক্ষায়। এছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী মিলে তাঁর প্রায় সার্ধ দুইশত রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

আরো বই

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বঙ্গসাহিত্যাভিধান (১ম খণ্ড)	১৫০.০০
ঐ (২য় খণ্ড)	১৭৫.০০

হিন্দুদের দেবদেবী

(২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ)

১ম খণ্ড	৫০.০০
২য় খণ্ড	৬০.০০
৩য় খণ্ড	৫০.০০

যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৬৫.০০

(শ্রীচৈতন্যের পাঁচশত
জন্মপূর্তি উপলক্ষে গবেষণামূলক গ্রন্থ)

কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য

সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান ২০.০০

ডঃ শিবপ্রসাদ হালদার

পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গসাহিত্য ৩২ ০০

শৈলেন কুমার দত্ত

বিস্মৃত প্রায় বাংলা কাব্য ২৫.০০

(১৪ জন প্রয়াত কবি ও তাঁদের কাব্যের সরস আলোচনা)

অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পৌরাণিকা (পৌরাণিক অভিধান)

(পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত **২য় সংস্করণ**)

১ম খণ্ড	১০০.০০
২য় খণ্ড	১০০.০০